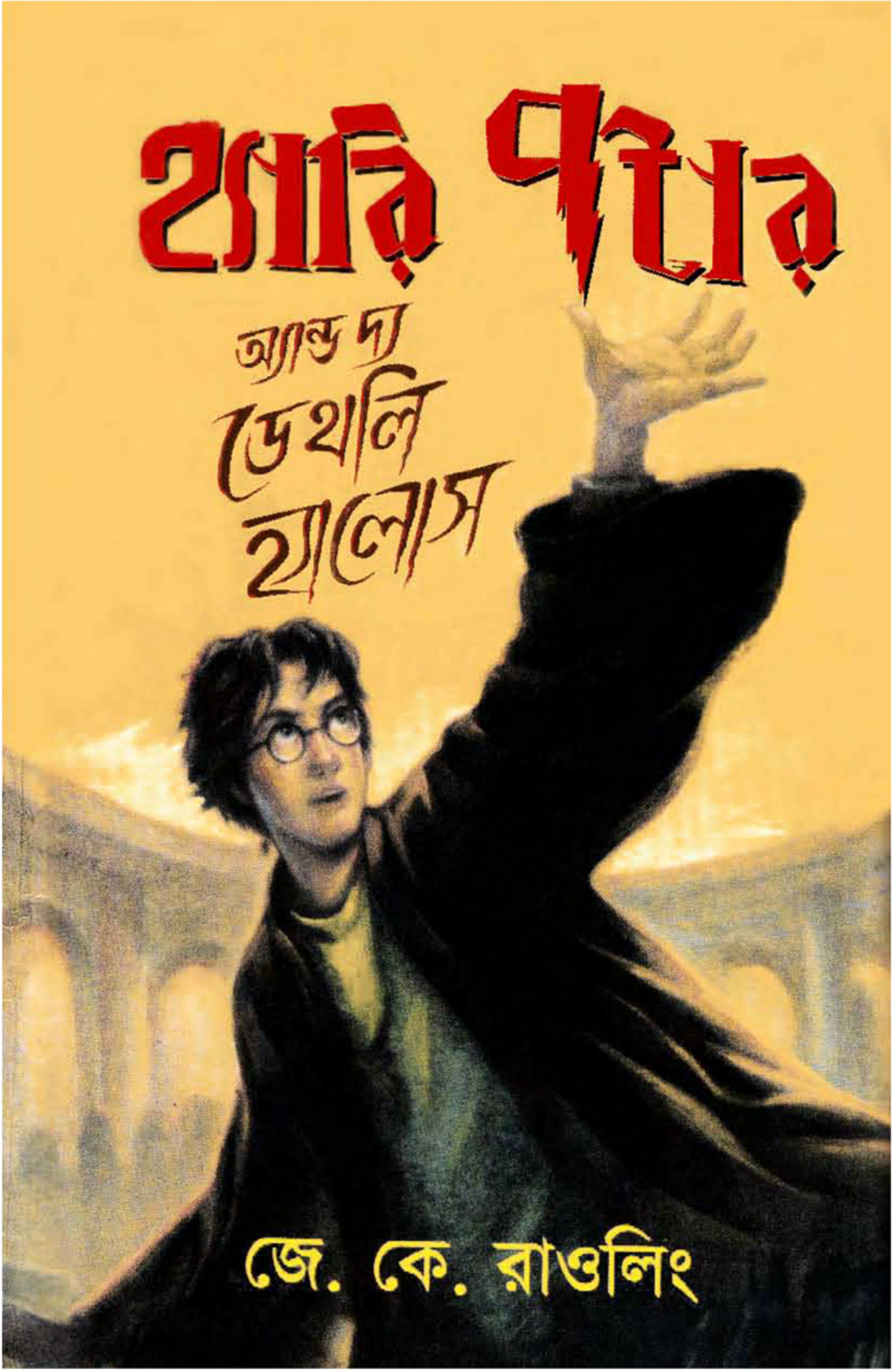
হ্যারি পটার
অ্যান্ড দ্য
ডেথলি
হ্যালোস
জে. কে. রাওলিং

সূচিপত্র

অধ্যায় – ১

ডার্ক লর্ডের উত্থান - ১১

অধ্যায় – ২

মেমোরিয়ামে - ২২

অধ্যায় – ৩

ডারসলে পরিবারের বিদায় - ৩৫

অধ্যায় – ৪

সাতটি পটার - ৪৬

অধ্যায় – ৫

যোদ্ধার পতন - ৬৪

অধ্যায় – ৬

পায়জামায় পিশাচ - ৮৪

অধ্যায় – ৭

অ্যালবাস ডাম্বলডোরের দলিল - ১০৬

অধ্যায় – ৮

বিয়ের অনুষ্ঠান - ১২৯

অধ্যায় – ৯

লুকানোর জায়গা - ১৫০

অধ্যায় – ১০
ক্রেচারের কাহিনী - ১৬৪

অধ্যায় – ১১
ঘুষ - ১৮৫

অধ্যায় – ১২
ম্যাজিকই শক্তি - ২০৪

অধ্যায় – ১৩
দ্য মাগল বর্ন রেজিস্ট্রেশন কমিশন - ২২৪

অধ্যায় – ১৪
চোর - ২৪৩

অধ্যায় – ১৫
গবলিনদের প্রতিশোধ - ২৫৭

অধ্যায় – ১৬
গোড্রিচ হলো - ২৮০

অধ্যায় – ১৭
বাথিলডার গোপনীয়তা - ২৯৫

অধ্যায় – ১৮
দ্য লাইফ এন্ড লাইস অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর - ৩১৩

অধ্যায় – ১৯
দ্য সিলভার ডো - ৩২৪

অধ্যায় – ২০
জেনোফিলিয়াস লাভগুড - ৩৪৫

অধ্যায় – ২১
তিন ভাইয়ের কাহিনী - ৩৬০

অধ্যায় – ২২
দ্য ডেথলি হ্যালোস - ৩৭৬

অধ্যায় – ২৩
ম্যালফয় ম্যানর - ৩৯৫

অধ্যায় – ২৪
যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারী - ৪২১

অধ্যায় – ২৫
শেল কটেজ - ৪৪৩

অধ্যায় – ২৬
গ্রিনগোটস - ৪৫৭

অধ্যায় – ২৭
সর্বশেষ পালানোর জায়গা - ৪৭৭

অধ্যায় – ২৮
হারানো আয়না - ৪৮৫

অধ্যায় – ২৯
হারানো মুকুট - ৪৯৯

অধ্যায় – ৩০
দ্য স্যাকিং অব সেভেরাস স্নেইপ - ৫১৪

অধ্যায় – ৩১
হোগার্টের যুদ্ধ - ৫৩১

অধ্যায় – ৩২
দ্য এলডার ওয়্যান্ড - ৫৫৫

অধ্যায় – ৩৩
প্রিন্সের কাহিনী - ৫৭২

অধ্যায় – ৩৪
আবারো জঙ্গল - ৫৯৯

অধ্যায় – ৩৫
কিং'স ক্রস - ৬১১

অধ্যায় – ৩৬
দ্য ফ্লু ইন দ্য প্ল্যান - ৬২৭

শেষ অধ্যায়
উনিশ বছর পর - ৬৫১

অধ্যায়-১

ডার্ক লর্ডের উত্থান

চাঁদের আলোয় ভরা গলিটায় শূন্য থেকে ওরা দু'জন নেমে এলো একই সময়। দু'জনের মাঝে মাত্র কয়েক গজ দূরত্ব। দু'জনই দ্রুত তাদের হাতের যাদুর দণ্ড পরস্পরের বুকের দিকে তাক করে এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল। পরক্ষণেই একে অপরকে চিনতে পেরে দু'জনই যাদুর দণ্ড ঢুকিয়ে ফেলল তাদের আলখাল্লার ভেতর। এরপর তারা দু'জন দ্রুত হাঁটতে শুরু করল একই দিকে।

দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বাজন বলল, 'কোনো খবর আছে?' সেভেরাস স্নেইপ বলল, 'খুবই ভালো খবর আছে।'

গলির বাম পাশেই নিচু ঝোপ আর ডান পাশে যত্ন করে ছেটে রাখা উঁচু ঝোপ। একই সাথে তালে তালে হাঁটার সময় দু'জনেরই পরনের লম্বা আলখাল্লা পায়ের সঙ্গে ঘষা খেতে থাকল।

ইয়াক্সলি বলল, 'মনে করেছিলাম আমি বোধ হয় দেরি করে ফেলেছি।' চাঁদের আলোর মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। হাঁটার সময় ওই গাছের ছায়ার কারণে তার মোটা শরীরটা একবার দেখা যায় আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। 'আমি যা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা তারচেয়েও বেশি চালাকির ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় সে সন্তুষ্টই হবে। তোমাকে মনে হচ্ছে বেশ আত্মবিশ্বাসী, তোমার সংবর্ধনাটা ভালোই হবে মনে কর?'

স্নেইপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না। তারা দু'জনই ডান দিকে বাঁক নিয়ে প্রশস্ত রাস্তায় এসে পড়ল। উঁচু ঝোপটাও বেঁকে লোহার জোড়া-গেট পার হয়ে চলে গেছে। দু'জনের কেউ হাঁটার গতি থামাল না। সেলুট দেয়ার ভঙ্গিতে তারা নিঃশব্দে হাত তুলল এবং যেন ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে বন্ধ লোহার গেটটি বাধাহীনভাবে পার হলো।

ঘন সবুজ হেজ গাছের কারণে এখন তাদের পায়ের শব্দ কমে গেল। তাদের ডান দিকের কোথাও থেকে একটি শ্..শ্ শব্দ শোনা গেল। ইয়াক্সলি তার যাদুর দণ্ডটি দ্রুত আবার বের করল এবং তার সঙ্গীর মাথার উপর দিয়ে সেদিকে তাক করল। দেখা গেল কিছুই না, দুটি সাদা ময়ূর রাজকীয়ভাবে ঝোপের উপর দিয়ে হাঁটছে।

ইয়াক্সলি নাক দিয়ে শব্দ করে ছড়িটা কোর্তার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'লুসিয়াস সবসময় নিজেরটা ভালোই বোঝে। ময়ূররা...' সোজা পথের শেষে অন্ধকার থেকে ভেসে উঠল একটি বাঙলো। নিচতলার হিরকখচিত জানালায় আলো ঝলমল করছে। ঝোপের আড়ালে বাগান থেকে ঝর্নার শব্দ ভেসে আসছে। স্নেইপ আর ইয়াক্সলি সামনের দরোজার দিকে এগিয়ে যেতে পায়ের নিচের নুড়ি পাথরে শব্দ হলো। সাথে সাথেই ভেতর থেকে ওদের ঢোকার পথের দরোজাটি খুলে গেল। অথচ দরোজা খুলতে কাউকে দেখা গেল না।

হলরুমটি বিশাল আকারের। নিভু নিভু আলো, জমকালো সাজানো ঘর। পাথরের মেঝের প্রায় পুরোটাই অপূর্ব সুন্দর একটি কার্পেট দিয়ে মোড়ানো। স্নেইপ এবং ইয়াক্সলি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে দেয়ালের ফ্যাকাশে মুখ ছবিগুলো তাদেরকে অনুসরণ করল। পরের রুমে ঢোকার পথে ভারী কাঠের দরোজার সামনে দু'জন দাঁড়াল। সামান্য একটু দ্বিধা করে স্নেইপ দরোজার ব্রোঞ্জের হাতলটি ঘোরাল।

ড্রইংরুমে একদল নির্বাক মানুষে পরিপূর্ণ। তারা লম্বা একটি কারুকাজ করা টেবিল ঘিরে বসে আছে। ঘরের অন্যান্য ফার্নিচারগুলো দেয়ালের ভিতরের দিকে ঠেলে দেয়া আছে। ভারী মার্বেলের তৈরি চমৎকার ফায়ারপ্লেস। সেটির উপর দিকে আয়না জ্বলজ্বল করছে। ফায়ারপ্লেসের ভেতর সশব্দে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে আলো বের হয়ে আসছে। স্নেইপ এবং ইয়াক্সলি এক মুহূর্তের জন্য দরোজার কাছে থামল। ভেতরের স্বল্প আলো চোখে সয়ে এলে তারা দু'জন অদ্ভুতদর্শন ঘরটির ভেতর প্রবেশ করল। একটি মানব দেহাকৃতি উল্টো হয়ে টেবিলের উপর শূন্যে ঝুলছে। মনে হলো দেহটি অচেতন। ধীরে ধীরে ঘুরছে। যেন অদৃশ্য একটি রশি দিয়ে দেহটি ঝুলানো। চারপাশের আয়নায় এবং পরিচ্ছন্ন টেবিলের চকচকে উপরিতলে দেহটির প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। ঘরের ভেতরের কেউ এই দেহটির

দিকে একবারও তাকিয়ে দেখছে না, শুধু ঠিক দেহটার নিচে বসা এক যুবক ছাড়া। মনে হলো, মিনিট খানেক পরপর ওদিকে তাকানো থেকে নিজেকে সে সংবরণণ করতে পারছে না।

টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে একটি উচ্চ কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ইয়াক্সলি এবং স্নেইপ, তোমরা প্রায় দেরিই করে ফেলেছিলে।'

যার কণ্ঠস্বর, তিনি বসেছেন ফায়ারপ্লেসের সামনে। তাই ঘরে ঢুকেই তার অবয়বটি ছাড়া ভালো করে দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল। তারা কাছে এগিয়ে যেতেই আলোআধারির ভেতরও মুখটা দেখতে পেল। লোমহীন, সাপের মতো। চোখা নাক আর জ্বলজ্বলে লাল চোখ। তার শিষ্যরা সারিবদ্ধভাবে বসে। তাকে এতটাই ফ্যাকাশে দেখা যাচ্ছে মনে হয় যেন মুক্তার ঘোলাটে আভা বের হয়ে আসছে।

ভোল্ডেমর্ট তার ডান পাশের আসনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সেভেরাস এখানে। আর ইয়াক্সলি দোলোহোভের পাশে।'

দু'জনই তাদের অনুমোদিত আসনে বসল। সবার চোখ স্নেইপের দিকে এবং তারদিকে তাকিয়েই ভোল্ডেমর্ট প্রথম কথা বলে উঠল।

'তাহলে?'

'প্রভু, অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স পরিকল্পনা করেছে যে আগামী শনিবার রাতে তারা হ্যারি পটারকে তার বর্তমান নিরাপদ অবস্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেবে।'

কথাটা শুনে টেবিলের চারপাশের কেউ কেউ উত্তেজনার সঙ্গে তাকালো, কেউ কেউ শক্ত হয়ে বসল, অন্যরা অস্থির হয়ে নড়াচড়া করল। সবার চোখ স্নেইপ এবং ভোল্ডেমর্টের দিকে।

'শনিবার ...রাতে,' ভোল্ডেমর্ট পুনরায় বলল। তার লাল চোখ দুটো স্নেইপের কালো চোখের দিকে এমন তীব্রভাবে স্থির হয়ে আছে যে অন্যান্যরা নিজেদের চোখ সরিয়ে নিল। তাদের মনে হলো যে ওই ভয়ঙ্কর চাহনিতে তারা পুড়ে যেতে পারে। কিন্তু স্নেইপ শান্তভাবেই ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পর ভোল্ডেমর্টের ঠোঁটহীন মুখটিতে যেন হাসি ফুটে উঠল।

'ভালো, খুবই ভালো কথা। এবং এই তথ্যটি এসেছে...'

'তথ্যসূত্র নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি মাই লর্ড,' স্নেইপ বলল।

'মাই লর্ড', লম্বা টেবিল থেকে ভোল্ডেমর্ট এবং স্নেইপের দিকে ঝুকল ইয়াক্সলি। সবগুলো মুখ এখন তার দিকে ফিরে আছে।

'মাই লর্ড, আমি অন্যরকম কথা শুনেছি।'

ইয়াক্সলি একটু মুখ অগ্রসর করল, লম্বা টেবিলের যেদিকে ভোল্ডেমর্ট এবং স্নেইপ বসেছিল সেদিকে। ভোল্ডেমর্ট কিছু বলল না। ইয়াক্সলি আবার বলতে শুরু

করল, 'দাওলিশ দ্য অরর জানিয়েছে যে পটারের বয়স ১৭ বছর না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩০ তারিখের আগে তাকে কোথাও সরানো হবে না।'

স্নেইপ মৃদু হাসলেন।

'আমার সোর্স আমাকে জানিয়েছে যে ওরা ভুল খবর রটনার পরিকল্পনা করছে। তাহলে এটাই হলো সেই । দাওলিশের উপর যে কনফানডাস চার্ম ব্যবহার করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এটাই প্রথম নয়, আগেও হয়েছে। তাকে যে অতি সহজেই ধোকা দেয়া যায় সেটা সকলের জানা কথা।'

ইয়াক্সলি বলল, 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি লর্ড, দাওয়ালিশ সঠিকভাবে জেনেই কথাটা বলেছে।'

'যদি তার ওপর কোনো যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে তো সে নিশ্চিত হবেই।' স্নেইপ বলল,'আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি ইয়াক্সলি, অরর অফিস হ্যারি পটারের নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোনো ভূমিকাই রাখবে না। অর্ডার অফ দ্য ফিনিক্সের ধারনা যে আমরা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ভেদ করে গোপন খবর পাচ্ছি।'

'তাহলে অর্ডার অন্তত একটি বিষয় সঠিক, অ্যা!' ইয়াক্সলির কাছ থেকে সামান্য দূরে উবু হয়ে বসা লোকটি বলল। হি হি করে হাসল লোকটি। টেবিলের চারপাশে তার হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

ভোল্ডেমর্ট হাসল না। তার দৃষ্টি চলে গেছে মাথার উপর ঘূর্ণায়মান দেহটির দিকে। মনে হলো সে কোনো চিন্তায় ডুবে আছে।

ইয়াক্সলি বলতে থাকল, 'মাই লর্ড, দাওলিশ বিশ্বাস করে যে ছেলেটিকে ট্রান্সফার করার কাজে অররদের একটি পুরো দল ব্যবহার করা হবে-'

ভোল্ডেমর্ট তার বিশাল লম্বা সাদা হাত উপরে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াক্সলি থেমে গেল। ভোল্ডেমর্টকে স্নেইপের দিকে মুখ ফেরাতে দেখে ইয়াক্সলি বিরক্তির সঙ্গে তাকাল।

'এরপর ওরা ছেলেটিকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে?'

স্নেইপ বলল, 'অর্ডারদের মধ্যে একজনের বাড়িতে। আমার সোর্সের মতে জায়গাটিকে অর্ডার এবং মন্ত্রণালয় মিলে যতটা পারা যায় নিরাপদ করেছে। মাই লর্ড, আমার মনে হয় একবার নিয়ে গেলে মন্ত্রণালয়ের পতন না হওয়া পর্যন্ত ওকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে। অবশ্য আগামী শনিবারের আগেই মন্ত্রণালয়ের পতন হলে, তখন হয়তো আমরা সুযোগ পাব। অনেক কিছু আবিষ্কার করার এবং ওদের সকল প্রতিরক্ষা যাদুমন্ত্র ভাঙতেও পারব এবং তখন অন্য সব ঘটনাবালীর বিষয়ও জানা যাবে ।'

ভোল্ডেমর্ট চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল। তার লাল চোখে আগুনের

আভা জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'ইয়াক্সলি ঠিক আছে সব? আগামী শনিবারের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের পতন হচ্ছে?'

আবারো সবগুলো মুখ ইয়াক্সলির দিকে ফিরল। সে তার কাঁধটা টানটান করে সোজা হয়ে বসল।

'মাই লর্ড, এ ব্যাপারে আমার কাছে সুখবর আছে। অনেক চেষ্টা করে এবং অনেক প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে পিয়াস থিকনেসের ওপর ইম্পেরিয়াস কার্স প্রয়োগ করতে পেরেছি।'

ইয়াক্সলির আশেপাশে বসা সবাই তার এ কথায় খুশি হলো। ঠিক পাশে বসা দোলোহভ ইয়াক্সলির পিঠ চাপড়ে দিল।

ভোল্ডেমর্ট বলল, 'এটা হলো শুরু। কিন্তু থিকনেসে হলো মাত্র একজন। আমি কাজ শুরু করার আগে আমাদের লোকজনদের স্ক্রিমগিয়রকে ঘিরে ফেলতে হবে। মন্ত্রীদের জীবনের ওপর আঘাতের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমি অনেক পিছিয়ে যাব।'

'হ্যা মাই লর্ড, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আপনি জানেন যাদু আইন প্রয়োগকারী বিভাগের প্রধান হিসাবে থিকনেসের যে শুধু তার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তা নয়, অন্য মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে। আমি মনে করি আমাদের জন্য কাজটি সহজ হবে। শীর্ষ পর্যায়ের লোকজন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলে অন্যরা নত থাকবে। ফলে তারা সবাই মিলে স্ক্রিমগিয়রের পতন ঘটাতে পারবে।'

ভোল্ডেমর্ট বলল, 'তবে বাকীদেরকে দলে আনার আগে যদি আমাদের বন্ধু থিকনেসে ধরা না পড়ে। সে কারণে আগামী শনিবার মন্ত্রণালয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তাই, ছেলেটিকে যদি তার গন্তব্য স্থানে আমরা ধরতে না পারি তাহলে যে করেই হোক সরে যাওয়ার পথে তাকে ধরতে হবে।'

ইয়াক্সলিকে মনে হলো সে তার পক্ষে অন্তত আংশিক সমর্থন পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সে বলল, 'আমাদের একটি সুবিধা আছে মাই লর্ড। ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টে আমাদের বেশ কয়েকজন লোককে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি পটার অদৃশ্য হওয়ার অথবা ফ্লু-নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে যাব।'

স্নেইপ বলল, এর কোনোটাই সে করবে না। মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পরিচালনা করে এমন সব যানবাহনকেই অর্ডার অফ দ্য ফিনিক্স এড়িয়ে চলে। স্থানের ব্যাপারে তারা সবকিছুকেই অবিশ্বাস করে।'

ভোল্ডেমর্ট বলল, 'সেটা হলে আরো ভালো। তাহলে তাকে নিরাপদ ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণভাবে চলতে হবে। ফলে সহজে তাকে তুলে নেওয়া যাবে।'

ভোল্ডেমর্ট কথা বলতে বলতে আবার ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান দেহটার দিকে তাকাল, 'ওর ব্যাপারটি আমি নিজে দেখব। হ্যারি পটার বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভুল আমাদের হয়েছে। কিছু ভুল আমি নিজেও করেছি। পটার তার নিজের কৌশলের চেয়ে আমার ভুলের কারণে বেঁচে আছে।' টেবিল ঘিরে বসে থাকা সহযোগীরা মন দিয়ে ভোল্ডেমর্টের কথা শুনছে। তাদের প্রত্যেকের অভিব্যক্তিতে একটা শংকা ফুটে উঠেছে। এই বুঝি হ্যারি পটার বেঁচে থাকার কারণে তাকে দায়ী হতে হয়। কিন্তু ভোল্ডেমর্টকে মনে হলো অন্যদের নয় বরং নিজের সঙ্গেই বেশি কথা বলে যাচ্ছে। এখনো সে কথা বলছে ওই অচেতন দেহটির দিকে তাকিয়ে।

'আমি ছিলাম অসতর্ক, তাই ভাগ্য এবং সুযোগ দুটোই আমাকে ব্যর্থ করেছে। ও আমার সব ভাল পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন আমি আরো ভালো জানি। আমি এখন সেই ব্যাপারগুলো বুঝি যা আগে বুঝতাম না। আমি হলাম হ্যারি পটারকে হত্যা করার একমাত্র ব্যক্তি এবং আমি সেটা করব।'

তার বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক যেন তার কথার উত্তর দেওয়ার মতো, হঠাৎ একটি চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেল। ভয়ানক চিৎকার। মনে হলো তীব্র যন্ত্রণা ও ব্যথায় কেউ চিৎকার করছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই টেবিলের নিচের দিকে তাকাল। মনে হলো চিৎকারের শব্দটি তাদের পায়ের নিচে কোথাও থেকে এসেছে।

ভোল্ডেমর্টের গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন হলো না। ঘূর্ণায়মান দেহটি থেকে চোখ না সরিয়ে সে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ওয়ার্মটেইল, আমি তোমাকে বলেছি না যে আমাদের বন্দিকে শান্ত রাখো?'

'জ্বি ম..মাই লর্ড।' ভয়ে তোতলাতে তোতলাতে একজন ছোট সাইজের মানুষ বলল। সে তার চেয়ারটিতে এত কম জায়গা নিয়ে বসেছে যে প্রথমে তাকে চোখেই পড়ে না। এরপর সে চেয়ার বেয়ে নামল এবং ঝটপট রুম থেকে বের হয়ে গেল। সে যাওয়ার সময় সে ঘরটিতে একটি অদ্ভুত রুপালি আভা রেখে গেল।

অনুসারীদের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভোল্ডেমর্ট বলতে থাকল, 'যে কথা আমি বলছিলাম, এখন আমি আগের চেয়ে ভালো বুঝি, পটারকে হত্যা করতে যাওয়ার আগে তোমাদের কারো কাছ থেকে একটি যাদুদণ্ড আমাকে নিতে হবে।'

তার চারপাশের মুখগুলোর মধ্যে ভয় ফুটে উঠল। এরচেয়ে বরং সে বলতে পারত যে তোমাদের কারো একজনের হাত আমি নিতে চাই।

ভোল্ডেমর্ট আবার বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে যে স্বেচ্ছায় দেবে? দেখা যাক... লুসিয়াস, তোমার আর যাদুদণ্ড রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

লুসিয়াস ম্যালফয় মুখ তুলে তাকাল। তার শরীরের ত্বক হলুদ আকার ধারণ করেছে। আগুনের আলোতে দেখা যাচ্ছে ঘেমে চিকচিক করছে। তার চোখ দুটোতে কালো ছায়া পড়েছে এবং ভিতরে ঢুকে গেছে। কথা বলার সময় তার গলা খসখস করে উঠল।

'মাই লর্ড?'

'তোমার যাদুদণ্ড লুসিয়াস। ওটা আমার লাগবে।'

'আমি...'

ম্যালফয় পাশে বসা তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তার স্ত্রী সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। শান্ত, কিন্তু ম্যালফয়ের মতোই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার লম্বা সোনালি চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে। তার হাতের সরু আঙুলগুলো দিয়ে সে ম্যালফয়ের কব্জি ছুঁয়ে দিল। তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে ম্যালফয় জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে যাদুদণ্ডটি বের করে আনল এবং ভোল্ডেমর্টের দিকে বাড়িয়ে দিল। ভোল্ডেমর্ট সেটিকে নিয়ে তার লাল চোখের সামনে ধরল। নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করল।

'এটা কী?'

'দেবদারনু মাই লর্ড,' ম্যালফয় ফিস ফিস করে বলল।

'আর এর আসলটুকু?'

'ড্রাগন, ড্রাগন হার্টস্ট্রিং।'

'খুব ভালো,' ভোল্ডেমর্ট বলল। সে নিজের দণ্ডটিও বের করল এবং দুটোর মধ্যে কোনটা লম্বা মেপে দেখল।

লুসিয়াস ম্যালফয় এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে নড়ে উঠল। তাকে দেখে মনে হল সে নিজের দণ্ডটির বদলে ভোল্ডেমর্টের দণ্ডটি পাচ্ছে বলে আশা করছে। তার ওই ভাব ভোল্ডেমর্টের নজর এড়ালো না। তার চোখ দুটো ভয়ানকভাবে বিস্ফোরিত হলো।

'আমি কী তোমাকে আমার দণ্ডটি দেব লুসিয়াস? আমারটি?'

উপস্থিত অনেকে অবজ্ঞার হাসি দিল।

'আমি তোমাকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছি লুসিয়াস। এটাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তুমি এবং তোমার পরিবার ধীরে ধীরে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছ বলে মনে হচ্ছে। আমি তোমাদের বাড়িতে আছি, সেটাই কি তোমাদের অখুশির কারণ লুসিয়াস?'

'মোটেই না, মোটেই না মাই লর্ড!

'এক ধরনের মিথ্যা... লুসিয়াস..'

নিষ্ঠুর মুখ স্তব্ধ হওয়ার পরও মনে হলো একটি মৃদু হিসহিস শব্দ হচ্ছে।

যাদুকরদের মধ্যে একজন বা দু'জন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। শব্দ আরো বাড়তে থাকল। টেবিলের নিচ দিয়ে ভারী কোনো কিছু বেয়ে যাচ্ছে।

দেখা গেল বিশাল একটি সাপ তলা থেকে বেরিয়ে ভোল্ডেমর্টের চেয়ার বেয়ে উঠতে থাকল। উঠতেই থাকল। এর যেন শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত ভোল্ডেমর্টের কাঁধ পর্যন্ত বেয়ে উঠল। সাপটির গলার কাছের অংশ মানুষের উরুর সমান মোটা। চোখের মনিতে আড়াআড়ি দাগ, পলকহীন। ভোল্ডেমর্ট প্রাণীটিকে তার লম্বা এবং সরু আঙুলগুলো দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আদর করছে। তখনো ভোল্ডেমর্টের চোখ লুসিয়াস ম্যালফয়ের দিকে।

'ম্যালফয়রা তাদের ভাগ্য নিয়ে এত অসন্তুষ্ট কেন? আমার ফিরে আসা, অনেক বছর ধরে আমার ক্ষমতায় আরোহণের প্রচেষ্টা ---তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়?'

'অবশ্যই মাই লর্ড।' লুসিয়াস ম্যালফয় বলল। উপরের ঠোঁটের কাছ থেকে ঘাম মুছতে গিয়ে তার হাত কেঁপে গেল। 'আমরা আপনার ফিরে আসাটাই চাই। আমাদের এটাই আকাঙ্ক্ষা।'

ম্যালফয়ের বাঁ পাশে বসে তার স্ত্রী দ্বিধার সঙ্গে শক্ত করে মাথা দোলাল। তার চোখ দুটো ভোল্ডেমর্ট এবং সাপটা থেকে সরিয়ে রাখল। তার ডানপাশে তার ছেলে ড্র্যাকো বসে আছে। সে মাথার উপরের নিঃসার দেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তার চোখে চোখ রাখতে ভয় পাচ্ছে।

'মাই লর্ড,' টেবিলের বেশ খানিকটা দূরে বসা একজন কালো মহিলা বলল। তার গলার স্বর আবেগে সংবরণ করতে কষ্ট হচ্ছে। 'আপনাকে এখানে, আমাদের বাড়িতে পাওয়া আমাদের জন্য অনেক সম্মানের ব্যাপার। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই।'

মহিলার পাশে তার বোন বসা। দেখতে দু'বোন পুরোপুরি আলাদা। তার কালো চুল, চোখের পাতা ভারী। তার চালচলন, আচার-আচরণেও। নার্সিসা স্থির দৃঢ়ভাবে বসে আছে। আর বেলাট্রিক্স ভোল্ডেমর্টের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার নৈকট্যের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি কথা যথেষ্ট নয়।

'এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু নেই,' ভোল্ডেমর্ট কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। বেলাট্রিক্সের দিকে তাকানোর কারণে ভোল্ডেমর্টের মাথাটা একটু কাত হয়েছে। 'তার মানে এটা তোমার কাছে একটা বড় পাওনা বেলাট্রিক্স।'

বেলাট্রিক্সের মুখটা রক্তিম হয়ে উঠল। আনন্দে তার চোখে জল চলে এসেছে।

'মাই লর্ড, আপনি জানেন, আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই... কিন্তু তোমাদের বাড়িতে সদ্য ঘটা যে এক বিষয়ের কথা আমি শুনেছি,তার চেয়েও আনন্দের?'

বেলাট্রিক্স ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকাল। তার দু' ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে! তা থেকেই বোঝা যায় সে বিব্রত বোধ করছে।

'আমি বুঝতে পারছি না মাই লর্ড, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।'

'আমি তোমার ভাগ্নির কথা বলছি বেলাট্রিক্স। লুসিয়াস এবং নার্সিসা, তোমাদেরও। সে রেমুস লুপিনকে বিয়ে করেছে, যে নিজেকে নেকড়েতে রূপান্তরিত করে। নিশ্চয়ই তোমরা এ নিয়ে মহাখুশি?'

উপস্থিত টেবিল ঘিরে বসা সবাই তিরস্কারের হাসিতে ফেটে পড়ল। কয়েকজন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে একজন আরেকজনের সঙ্গে মজা পাওয়া চোখের চাহনি বিনিময় করল। কয়েকজন হাতের তালু দিয়ে টেবিলের উপর চাপড় দিল। সাপটি এত হৈচৈ শব্দে বিরক্ত হয়ে মুখটা বড় করে হা করল এবং হিসহিস শব্দ করল। কিন্তু ওই নিষ্ঠুররা বেলাট্রিক্স এবং ম্যালফয়ের অপমানে এতটাই উৎফুল্ল হয়েছিল যে কেউ লক্ষ্য করল না। এই কিছুক্ষণ আগেও বেলাট্রিক্সের মুখটা আনন্দে রঙিন হয়ে উঠেছিল। সেই মুখই এখন কুৎসিতভাবে লাল হয়ে উঠেছে।

উচ্চ হাসির শব্দের মধ্যে সে চিৎকার করে বলল, 'সে আমাদের ভাগ্নি নয় মাই লর্ড। নার্সিসা এবং আমি– আমরা কেউ, ওই পশুটাকে বিয়ে করার পর ওর দিকে ফিরেও তাকাই না । এই মেয়েটি বা যে পশুটিকে সে বিয়ে করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি ড্র্যাকো?' তার গলার স্বর শান্ত। কিন্তু চিৎকার এবং শিষের শব্দের মধ্যেও তার কথা পরিস্কার শোনা গেল। 'তুমি কী ওদের বাচ্চা-কাচ্চা হলে সেগুলো দেখাশোনা করবে?'

উল্লাস আরো বেড়ে গেল। ড্র্যাকো ম্যালফয় ভয়ে ভয়ে তার বাবার দিকে তাকাল। ওর বাবা মাথা নিচু করে নিজের কোলের দিকে তাকিয়েছিল। এবার ওর মায়ের দিকে ফিরে তাকাল। প্রায় সকলের অলক্ষ্যে ওর মা মাথাটা নাড়ল। তারপর নির্লিপ্ত চোখে বিপরীত দিকের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'যথেষ্ট,' ভোল্ডেমর্ট রাগান্বিত সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল,'যথেষ্ট।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সব হাসির শব্দ থেমে গেল।

'সময়ের ব্যবধানে আমাদের পুরানো পরিবারের গাছের অনেক ডালপালা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।' ভোল্ডেমর্ট বলল। বেলাট্রিক্স তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে, করুণা প্রার্থনার চোখে তাকিয়ে আছে। 'তুমি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান রাখতে রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলবে? যে অংশ সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা ছেটে ফেলে দাও।'

'হ্যা মাই লর্ড।' বেলাট্রিক্স ফিসফিস করে বলল। এবং তার চোখ কৃতজ্ঞতায়

ভেসে গেল। 'প্রথম অবস্থাতেই'।

'তোমার সেটাই প্রাপ্য,' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'এবং তোমার পরিবারও, পৃথিবীতে... আমরা দুষ্টক্ষত এবং রোগগুলোকে কেটে ফেলব যাতে পরিচ্ছন্ন রক্তটুকু টিকে থাকে...'।

ভোল্ডেমর্ট লুসিয়াস ম্যালফয়ের দণ্ডটি তাক করল। সোজা টেবিলের উপর ঝুলে থাকা দেহটির দিকে। তারপর ছোট্ট করে একটা ঝাঁকি দিল দণ্ডটিতে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটি জীবন্ত হয়ে উঠল এবং গোঙাতে থাকল। অদৃশ্য বাধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে দেহটি।

'তুমি কী আমাদের অতিথিকে চিনতে পেরেছ সেভেরাস?' ভোল্ডেমর্ট বলল।

স্নেইপ মুখ তুলে উপুর হয়ে ঝুলে থাকা মুখের দিকে তাকাল। সবগুলো ডেথ-ইটার এখন তাকিয়ে আছে বন্দির দিকে, যেন তাদেরকে কৌতুহল প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ঠিক যখন তার দেহটি ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলোর দিকে ঘুরল, মহিলা তারঃস্বরে ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করে বলল, 'সেভেরাস! আমাকে সাহায্য করো!'

'আহ্, হ্যা,' স্নেইপ বলল। ততক্ষণে বন্দির দেহটি ধীরে ধীরে আবার ঘুরে গেছে।

'আর তুমি ড্র্যাকো?' সাপটির নাকের উপর হাত বুলাতে বুলাতে ভোল্ডেমর্ট জানতে চাইল। ড্র্যাকো মাথা ঝাঁকি দিল। এখন মহিলা জেগে ওঠার পর তাকে মনে হলো সে মহিলার দিকে তাকাতে পারছে না।

'কিন্তু তোমাদেরকে তো তার ক্লাস করতে হতো না।' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'তোমাদের মধ্যে অনেকেই জানো না যে আমরা আজ রাতে এখানে জড়ো হয়েছি চ্যারিটি বার্বেজের জন্য। সে অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত হগোয়ার্টে যাদু ক্ষমতা ও যাদু শিল্প স্কুলে শিক্ষকতা করেছে।

কথাটা শুনে টেবিলের চারপাশে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। সামনের দিকে ঘাড় বাঁকানো ও চওড়াদেহী মহিলা চোখা দাঁত বের করে হাসল।

'হ্যাঁ, প্রফেসর বার্বেজ যাদুকর আর ডাইনী শিশুদেরকে মাগ্‌লদের সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে বলেছেন যে তারা আমাদের থেকে তেমন আলাদা কিছু নয়।'

ডেথ-ইটারদের একজন মেঝের উপর থুথু ফেলল। চ্যারিটি বার্বেজ আবার স্নেইপের দিকে ঘুরল।

'সেভেরাস... প্লিজ... প্লিজ...'

'সাইলেন্ট,' ভোল্ডেমর্ট ম্যালফয়ের যাদুদণ্ডটি ছোট করে ঝাঁকি দিয়ে বলল। চ্যারিটি দেখল সঙ্গে সঙ্গে নিরবতা নেমে এসেছে। যেন মুখের ওপর কুলুপ এঁটে দেয়া হয়েছে। 'যাদুকর শিশুদের মন ও চিন্তা কলুষিত করেই ক্ষান্ত হয়নি প্রফেসর

বার্বেজ। গত সপ্তাহে তিনি ডেইলি প্রফেট-এ মাডব্লাডদের পক্ষে একটি লেখা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওইসব চোরদেরকে যেন যাদুকররা তাদের বিদ্যা এবং যাদু শিক্ষায় গ্রহণ করে। এরপর প্রফেসর বার্বেজ এক উপযুক্ত সময়ে বলবেন, খাঁটি রক্ত কমে যাওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতে ... আমাদের সবাইকে মাগলদের সঙ্গে অথবা নিঃসন্দেহে... অথবা সন্দেহ নেই, যারা নেকড়েতে রূপ নিতে পারে সেই ওয়্যার ওলফদের সঙ্গী হতে হবে।'

এবার কেউ হাসল না; ভোল্ডেমর্টের কণ্ঠে কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ ফুটে উঠল না। তৃতীয়বারের মতো চ্যারিটি বার্বেজ স্নেইপের দিকে ঘুরল। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে চুলের উপর পড়ছে। স্নেইপ অস্থিরভাবে পেছন ফিরে তাকে দেখল। সে আবার ধীরে ধীরে স্নেইপের দিক থেকে ঘুরে গেল।

'অ্যাভাডা কেদাভ্রা'

রুমের চারদিকে সবুজ আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল। চ্যারিটি টেবিলের তলায় ধপাস শব্দ করে পড়ে গেল। টেবিল কেঁপে উঠে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হলো। বেশ কয়েকজন ডেথ ইটার (মরাখেকো) চেয়ারসহ পেছনের দিকে ঝুকলো। ড্র্যাকো তার চেয়ারটি থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

'এই যে তোমার ডিনার নাগিনী,' ভোল্ডেমর্ট শান্তকণ্ঠে বলল। বিশাল সাপটি ভোল্ডেমর্টের কাঁধ থেকে হেলেদুলে পালিশ করা কাঠের মেঝেতে নেমে এলো।

অধ্যায়-২

মেমোরিয়ামে

হ্যারির রক্ত ঝড়ছে। ডান হাত দিয়ে সে বাঁ হাত চেপে ধরেছে। তার মুখের নিচের অংশটি ঘামছে। সে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তার বেডরুমের দরোজাটি খুলল। ঘরটিতে চীনা মাটির ভাঙা টুকরাটাকরি। তার পা পড়ল ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চাসহ চায়ের কাপের উপর। বেডরুমের ঠিক বাইরে মেঝের ওপর কাপটি রাখা ছিল।

'কী কারণ-'

সে চারদিকে তাকাল। প্রাইভেট ড্রাইভ, চার নম্বর ল্যান্ডিং ফ্লোর পুরোটা দেখল। কিন্তু কেউ নেই। হয়তো এই চায়ের কাপ রেখে তামাশা করার ধারণাটি ডাডলির মাথা থেকে এসেছে। যে হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে তা সে উপরের দিকে তুলে ধরে আছে। হ্যারি অন্য হাতটি দিয়ে কাপের ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করল এবং ঘরের মধ্যে রাখা দুমড়ানো ময়লা ফেলার বিনটিতে ছুড়ে ফেলল। তারপর সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে বাথরুমে গেল হাতের আঙুলগুলোকে পানির ট্যাপের নিচে রাখার জন্য।

কী রকম স্টুপিড,অর্থহীন,বিরক্তিকর বিষয় যা বিশ্বাস করা যায় না, আজ চার দিন হয় সে যাদু ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু সে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিল যে তার

নখের আগায় কাটার কারণটাই তাকে ভোগাচ্ছে। সে কখনো এটা শিখতে পারেনি কী করে ক্ষত সারাতে হয়। এবং এখন সে ভাবতে থাকল, বিশেষ করে তার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে, তার যাদু শিক্ষায় এই বিষয়টিতে ঘাটতি আছে বলে মনে হয়। বিষয়টি কী করে হলো তা হারমিয়নের কাছে জানতে হবে, ওর পেছনে দরোজাটি বন্ধ করার আগে এই চিন্তা করে সে বেশ খানিকটা টয়লেট পেপার নিয়ে যতটা পারল মেঝের ওপর থেকে চায়ের দাগ মুছল।

হ্যারি ওর সকালটা ব্যয় করল স্কুল ট্রাঙ্কটা পুরো খালি করতে। ছয় বছর আগে গোছানো ট্রাঙ্কটা এই প্রথম সম্পূর্ণ খালি করল। এতদিন স্কুলের শুরুর বছরগুলোতে সে ট্রাঙ্কের উপরের দিকে থাকা তিন চতুর্থাংশ জিনিস পরিবর্তন অথবা ঠিকঠাক করেছে। নিচের দিকে পড়ে আছে কিছু সাধারণ অকেজো আবর্জনা– পুরাতন ফুলের পাপড়ি, শুকিয়ে যাওয়া পোকার চোখ, জোড়ার একটি মোজা যা এখন পা'য়ে লাগবে না। কয়েকমিনিট আগে হ্যারি এসব জিনিসের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছিল এবং ডান হাতের আঙুলের তর্জনীর অগ্রভাগে কেটে যাওয়ায় ব্যথা অনুভব করেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে এনে দেখল প্রচুর রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

এবার সে একটু সতর্কভাবে এগুলো। ট্রাঙ্কের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। সে হাত ঢুকিয়ে ট্রাঙ্কের ভেতরে নিচের দিকের জিনিসগুলো অনুভব করতে চেষ্টা করল। সে একটি পুরানো ব্যাজ পেল, *সাপোর্ট সেডরিক ডিগরি* এবং *পটার স্টিংকস*, অদৃশ্যমান কোনো কিছু দেখার একটি পুরনো ও ভাঙা স্নিকস্কোপ, একটি লকেট যার ভেতরে লেখা আছে আর.এ.বি, সবশেষে পেল একটি ধারালো যা দিয়ে ওর আঙ্গুল কেটেছিল। সে তখনি চিনতে পারল, যাদু আয়নার দু' ইঞ্চি লম্বা একটি অংশ ভাঙা আয়নাটি ওর গডফাদার সিরিয়ুস ওকে দিয়েছিল। সে হাতড়িয়ে দেখল, আর কোনো খণ্ড পাওয়া যায় কি-না, না সব গুড়ো হয়ে গেছে। ট্রাঙ্কের তলায় চকচক করছে।

হ্যারি আয়নার যে টুকরোতে ওর হাত কেটেছিল সেটির দিকে তাকাল, নিজের সবুজাভ উজ্জ্বল দু'চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখা গেল না। সেদিনকার ডেইলি প্রফেট বিছানার ওপর, এখনো পড়া হয়নি, ওর উপর কাচের গুড়োগুলো রাখল। আয়না হারানোর বেদনা ভুলে থাকার জন্য ট্রাঙ্কে রাখা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করায় মনোযোগ দিল।

একঘন্টা লাগল খালি করতে, ফেলে দিল কিছু, আর কিছু স্তূপ করে রাখল পরে ভাববার জন্য– রাখার প্রয়োজন আছে কি না। তার স্কুল ও খেলার ড্রেস, কলড্রন, হাতে তৈরি কাগজ, পাখার কলম এবং ক্লাসের অধিকাংশ বই এক কোণে স্তূপ করল ফেলে যাওয়ার জন্য। এগুলো দেখে তার আন্ট ও আন্টি কি ভাববে চিন্তা করে মজা পেল হ্যারি। নিশ্চই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিস মনে করে গভীর রাতে

পুড়িয়ে ফেলবে। তার মাগল জামাকাপড়, অদৃশ্য হওয়ার আলখেল্লা, পোসন বানাবার উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, কয়েকটি বই, হ্যাগ্রিডের দেওয়া ফটো এলবাম, এক বান্ডিল চিঠি এবং তার যাদুদণ্ড একটি পুরনো ব্যাগে রাখল। ব্যাগের সামনের পকেটে রাখল মারুদার যাদু ম্যাপ এবং ভেতরে আর.এ.বি নোট লেখা লকেট।

লকেটটি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে নয় যে এটা অনেক দামি বা অনেক কাজে আসবে... কারণ এই যে এটা অর্জন করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে।

এখানে ডেস্কের উপর অনেকগুলো সংবাদপত্র স্তূপ হয়ে আছে। তার পাশে বসে আছে সাদা পেঁচা হেডউইগ। গ্রীষ্মের সময় হ্যারি প্রাইভেট ড্রাইভে থাকতে প্রতিদিন একটি করে পত্রিকা আসত।

সে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে ডেস্কের অন্যদিকে গেল। সে সংবাদপত্রগুলোকে একটা একটা করে ছুড়ে পাশের আবর্জনার স্তূপের উপর ফেলতে শুরু করল। হেডউইগ একটুও নড়াচড়া করছে না। সে ঘুমিয়ে বা ঘুমের ভান করে আছে। হ্যারির ওপর রাগ করে থাকার কারণ আছে তার, তাকে এখন খুব অল্প সময়ের জন্য খাচা থেকে বের করা হয়েছিল।

পত্রিকা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হ্যারি একটু মন্থর গতিতে একটি বিশেষ সংখ্যা খুঁজতে থাকল। কারণ সে জানে, গ্রীষ্মে সে প্রাইভেট ড্রাইভে ফিরে আসার প্রায় পরপরই সংখ্যাটি এসেছিল। তার খুব ভালো করে মনে আছে হগোয়ার্ট স্কুলে মাগল বিষয়ের শিক্ষক চ্যারিটি বার্বেজের পদত্যাগ নিয়ে কিছু উল্লেখ করা ছিল। অবশেষে সে ওই পত্রিকাটি খুঁজে পেল। সে ডেস্কের চেয়ারে বসল এবং ১০ নাম্বার পাতায় নিবন্ধটি আবারো পড়তে থাকল।

অ্যালবাস ডাম্বলডোরকে স্মরণ

এলফিয়াস ডোগ

অ্যালবাস ডাম্বলডোরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ১১ বছর বয়সে হগোয়ার্ট স্কুলে আমাদের প্রথম দিনে। একটিমাত্র কারণে আমাদের দু'জনের দু'জন প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তা হলো আমরা দুজনই নিজেদেরকে বহিরাগত অনুভব করেছিলাম। স্কুলে প্রবেশের কিছুদিন আগে আমার গুটি বসন্ত হয়েছিল। যদিও আমার সে রোগের জীবাণু আর নেই, কিন্তু বসন্তের ওই ফোঁটগুলোর সবুজ দাগ তখনো ছিল। যার ফলে অনেকেই আমার কাছে ভিড়তে চাইত না। আর অ্যালবাসের বিষয়টি হলো, সে এসেছিল ঘাড়ে এক দুর্নামের বোঝা নিয়ে। প্রায় এক বছর

আগে ওর বাবা পার্সিবাল ভয়ানক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হন। তিনি তিনজন নিরাপরাধ মাগলের ওপর আক্রমণ করেছিলেন।

অ্যালবাস কখনো অস্বীকার করতে চেষ্টা করেনি ওর বাবার (যিনি আজকাবানে মারা যান) অপরাধের কথা। আবার অন্যদিকে আমি যখন হঠাৎ সাহস করে জিজ্ঞেস করেছি, সে আমাকে জানিয়েছে যে তার বাবা অপরাধী সেটা সে জানে। এ ছাড়া ডাম্বলডোর এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে কথা বলতে চাইত না, যদিও অনেকেই চেষ্টা করত তাকে দিয়ে বলাতে। কেউ কেউ সত্যি ওর বাবার অপরাধের দায় ওকে চাপিয়ে দিত এবং ধারণা করত যে অ্যালবাসও মাগল বিরোধী। এরচেয়ে বেশি ভুল ধারণা তাদের ব্যাপারে আর কিছু নেই: অ্যালবাসকে চেনে এমন যে কেউ স্বাক্ষ্য দেবে যে তার মধ্যে মাগল বিরোধীর সামান্য প্রবণতাও নেই। সত্যিই তাই, মাগলদের সমর্থন করতে গিয়ে পরবর্তী বছরগুলোতে তার অনেক শক্রর জন্ম হয়েছে।

যা হোক, অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তার বাবার ঘটনা ছাপিয়ে অ্যালবাসের নিজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম বছরের শিক্ষা শেষে সে আর মাগল বিরোধী লোকের সন্তান হিসাবে পরিচিত রইল না। বরং স্কুলের এ যাবৎ কালের অন্যতম সেরা মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিবেচিত হলো। আমরা যারা তার বন্ধু হওয়া সুযোগ পেয়েছিলাম তার বিভিন্ন গুণাবলি থেকে উপকৃত হয়েছি। তার কাছ থেকে সাহায্য বা অনুপ্রেরণা পাওয়ার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। সে পরবর্তী জীবনে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে সে শুরু থেকেই জানত শিক্ষকতার মধ্যে রয়েছে তার আনন্দ।

সে যে শুধু স্কুলের দেয়া সব পুরস্কার পেয়েছে তাই নয়, সে সময়ের বিখ্যাত ও প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সাথে তার পত্র যোগাযোগ হতো। তার মধ্যে ছিল বিখ্যাত আলকেমিস্ট নিকোলাস ফ্লামেল, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বাথিল্ডা ব্যাগসট এবং যাদু তাত্ত্বিক অ্যাডালবার্ট ওয়াফফ্লিং প্রমুখ। তার বেশ কয়েকটি লেখা ট্রান্সফিগারেশন টুডে, চ্যালেঞ্জিং ইন চার্মিং এবং দ্য প্র্যাকটিক্যাল পাইওনিয়ারের মতো প্রকাশনায় জায়গা করে নেয়। ডাম্বলডোরের পরবর্তী জীবন ছিল শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির। শুধু একটি প্রশ্ন বাকি ছিল, কবে সে যাদু মন্ত্রী হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে মনে হয়েছে যে সে মন্ত্রী হয় হয় প্রায়, কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আগ্রহ কখনোই তার ছিল না।

হগোয়ার্টে কাজ শুরুর তিন বছর পর অ্যালবাসের ভাই অ্যাবারফোর্থ স্কুলে আসে। তারা দু'জন মোটেই এক রকম নয়। আবারফোর্থ কখনোই বইয়ের পোকা ছিল না এবং অ্যালবাসের মতো সে যুক্তিতর্কে বিচার বিশ্লেষণের ধার ধারত না। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে দুই ভাইয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। যদিও কেউ কেউ তেমনটিই মনে করে। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা যতটা সম্ভব পরস্পরকে মানিয়ে চলত। আবার ফোর্থের ওপর সুবিবেচনা করলে একথা

বলতে হবে যে অ্যালবাসের ছত্রচ্ছায়ায় বাস সব সময় খুব একটা সুখকর ছিল না। (বন্ধুত্বের জায়গায় অব্যাহতভাবে এক জনের নাম ছাপিয়ে যাওয়া পেশাগত ক্ষেত্রে একটি বিড়ম্বনা, এটা এক জন ভাইয়ের জন্য খুব সুখকর নয়।) আবারফোর্থের ওপর সুবিবেচনা করলে একথা বলতেই হবে যে অ্যালবাসের মতো পেষাগত উৎকর্ষ ও খ্যাতিমান ব্যক্তির ছায়ার তলে বাস সব সময় খুব একটা সুখকর হওয়ার কথা নয়।

অ্যালবাস এবং আমি যখন হগোয়ার্ট স্কুল ছাড়লাম, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের ক্যারিয়ারে যাওয়ার আগে আমরা একসঙ্গে একটি চিরাচরিত বিশ্বভ্রমণে বের হব। বিদেশি যাদুকরদের স্থানগুলোতে যাব এবং তাদের সম্পর্কে জানব। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের বাঁধাগ্রস্ত করল। আমাদের যাত্রা শুরুর মুখে অ্যালবাসের মা কেন্দ্রা মারা গেলেন ওর ওপর সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনের ব্যক্তি হতে হলো অ্যালবাসকে। আমি আমার যাত্রা বাতিল করলাম কেন্দ্রার শেষ কৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি সম্মান জানিয়ে। তারপর আমাকে একা যাত্রা শুরু করতে হলো। ছোট ভাই ও বোনের দেখাশোনা এবং মাত্র অল্প কিছু স্বর্ণ থাকায় অ্যালবাসের আমার সঙ্গে যাওয়ার আর প্রশ্নই উঠল না।

এই সময়টাতে অ্যালবাস এবং আমার যোগাযোগ খুবই কমে গেল। গ্রিসের চিমাক্রাসে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া থেকে শুরু করে মিশরের আলকেমিস্টদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অ্যালবাসকে চিঠি লিখতাম। তার চিঠিগুলোতে প্রতিদিনের জীবনের খবর খুব একটা থাকত না। আমি ধারণা করলাম এ রকম একজন মেধাবী যাদুকরের চিঠিগুলো হতাশাজনকভাবে স্থূল। নিজের অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর ডুবে থেকে কয়েক বছর ভ্রমণ শেষে আমি ভয়ানক খবরটি শুনতে পেলাম। জানলাম যে ডাম্বলডোর আরো একটি হৃদয় বিদারক আঘাত পেয়েছে। তার বোন অরিয়ানা মারা গেছে।

যদিও অনেকদিন ধরেই অরিয়ানা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তার মায়ের মৃত্যুর পর অরিয়ানার মৃত্যু দুই ভাইয়ের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যারা অ্যালবাসের কাছের মানুষ, আমি নিজেকেও ওর কাছের মানুষ বলে মনে করি-- আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে অরিয়ানার মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুতে অ্যালবাসের দায়িত্ব সম্পর্কে তার অনুভূতি তার জীবনে বড় রেখাপাত করে গেছে। (যদিও এ ব্যাপারে অবশ্যই তার কিছু করার ছিল না।)

আমি ফিরে এসে একজন অল্প বয়সের মানুষ খুঁজতে শুরু করলাম যে কি-না অনেক বেশি বয়সের একজন মানুষের যন্ত্রণাগুলো অনুভব করেছে। অ্যালবাস আগের চেয়ে অনেক রিজার্ভ হয়ে গেছে। আগের মতো আর প্রাণ চঞ্চলতা নেই। তার বোন অরিয়ানকে হারানোর পর অ্যালবাস এবং আবারফোর্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তো বাড়েনি, বরং ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এই

সময়ে এর অবসান হতে পারত -- অবশ্য পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা না হলেও আন্তরিকতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে সময় থেকেই সে খুব একটা তার মা-বাবা অথবা অরিয়ানা সম্পর্কে কথা বলত না। এবং তার বন্ধুরাও জানত সেটা, তাই তারাও এ সম্পর্কে কিছু উত্থাপন করত না।

আর কোনো পালকের কলম পরবর্তী বছরগুলোতে অন্য চমক লাগানো সফলতার ঘটনাগুলো বর্ণনা করবে। যাদু বিদ্যার ভাণ্ডারে ডাম্বলডোরের অসংখ্য অবদানের বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ড্রাগন ব্লাডের ১২টি ব্যাবহারের আবিষ্কার। এসব পরবর্তী প্রজন্মের কাজে আসবে। এছাড়া সে ওয়াইজেনগামোটের চিফ ওয়ারলক (প্রধান যাদুবিদ) থাকতে বহু বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে। লোকে এখনো বলে যে ১৯৪৫ সালে ডাম্বলডোর এবং গ্রিনডেনভাল্ডের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল সে রকম আজও দেখা যায় না। এই দু'জন অসাধারণ যাদুকরের ভয়াবহ যুদ্ধ যারা দেখেছে, সে কাহিনী তাদের চিরদিন স্মরণ থাকবে। তারা নিজেরা কতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিল তা তাদের লেখায় ফুটে এসেছে। যাদু জগতে ডাম্বলডোরের কৌশল এবং তার পরিণতিকে যাদুর ইতিহাসের নতুন দিক বলে মনে করা হয়, বিশেষ করে গোপনীয় আন্তর্জাতিক যাদুর নিয়মের বেলায় এবং হি হু মাস্ট নট বি নেইমড-এর পতন।

অ্যালবাস ডাম্বলডোর কখনোই গর্বিত বা অহঙ্কারি ছিল না। সে যে কারো বিষয়কেই অথবা যত গুরুত্বহীন বিষয়ই হোক তাকে মূল্য দিত। এবং আমি বিশ্বাস করি যে তার অতীতের হারানোর বেদনা তাকে মানবতা ও সমবেদনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তার বন্ধুত্বকে এতটা মিস করবো যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাব না। কিন্তু আমার সে ব্যাক্তিগত ক্ষতিকে যাদু দুনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। সে ছিল সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক এবং সে ছিল হগোয়ার্ট স্কুলের হেডমাস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় যার কোনো তুলনাই চলে না। তার মৃত্যুও হয়েছে এক মহান কাজ করতে গিয়ে। **সে মারা যাওয়ার সময়ও ছিল জীবিত সময়ের মতোই। যে** মহান কাজে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রাখত। তার শেষ সময়গুলোতে ছিল সেই ড্রাগন পক্সের দাগের বালকটির মতোই যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হ্যারি পড়া শেষ করে শোক সংবাদের ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাম্বলডোর ওর বহুপরিচিত পোশাক পড়ে আছে, মুখে বিনীত হাসি। কিন্তু সে যখন ভালো করে তাকাল, দেখল অর্ধচন্দ্রাকার চশমাটির ওপর দিয়ে এমনকি পত্রিকার পাতার ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে তার মনেরভাব। হ্যারির ওপর একটা রঞ্জনরশ্মির ছাপ। যার দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে, ঘৃণাও।

হ্যারি ভেবেছিল সে ডাম্বলডোরকে ভালোভাবে চেনে। কিন্তু এই মৃত্যু

সংবাদটি পরার পর তার কাছে মনে হলো সে তাকে খুব কমই চিনত। সে কখনোই ডাম্বলডোরের শৈশব বা কৈশর নিয়ে চিন্তা করেনি। হ্যারি তাকে ঠিক যেভাবে দেখেছে সেভাবেই তাকে চিনত। সে জানত ডাম্বলডোর একজন অভিজ্ঞ যাদুকর ও শিক্ষক এবং রুপালি চুলের সুদর্শন একজন বৃদ্ধ! একজন টিনেজ ডাম্বেলডোরের ধারণা করাটা একটা বেমানান কাজ। যেমন যায় না একটি বোকা টাইপ হার-মিয়নকে কল্পনা করা বা ফ্রেন্ডলি ব্লাস্ট এন্ডেড স্ক্রিট।

সে ডাম্বেলডোরের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কথা কখনো চিন্তা করেনি। কোনো সন্দেহ নেই যে প্রশ্নটা হতো অদ্ভুত, অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এটা সবার জানা যে ডাম্বেলডোর গ্রিন্ডেলবান্ডের সঙ্গে সেই বিখ্যাত দ্বন্দ্বে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু হ্যারি কখনো ডাম্বলডোরকে সে ব্যাপারে অথবা অন্য কৃতিত্বগুলোর ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করার কথা ভাবেনি। না, তারা সব সময় হ্যারিকে নিয়েই আলোচনা করেছে। হ্যারির অতীত, হ্যারির ভবিষ্যত, হ্যারির পরিকল্পনা...এখন হ্যারির কাছে মনে হয়, যদিও তার ভবিষ্যত ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল এবং অনিশ্চিত, সে ডাম্বেলডোর সম্পর্কে না জিজ্ঞেস করে বিরাট সুযোগ নষ্ট করেছে। যদিও সে একটি মাত্র ব্যক্তিগত প্রশ্ন ডাম্বলডোরকে করেছিল এবং তার সন্দেহ যে ডাম্বলডোর তাকে সঠিকভাবে উত্তরটি দেয়নি।

'তুমি যখন আয়নার দিকে তাকাও তখন আয়নায় কি দেখ?'

'আমি? আমি দেখি একজোড়া মোটা উলের মোজা হাতে ধরে আছি।'

কয়েক মিনিট চিন্তার পর হ্যারি দি প্রফেট পত্রিকা থেকে মৃত্যু সংবাদটি ছিড়ল এবং যত্ন সহকারে ভাঁজ করে *প্র্যাকটিক্যাল ডিফেনসিভ ম্যাজিক এন্ড ইটস ইউজ এগেইস্ট দি ডার্ক আর্টসের* প্রথম ভলিউমে গুজে রাখল। এরপর সে সংবাদপত্রের বাকী অংশ আবর্জনার স্তূপে ছুড়ে ফেলল এবং রুমের দিকে ফিরল। রুমটি তখন অনেকটা স্বস্তিদায়ক। একটিমাত্র জিনিসই নির্দিষ্ট জায়গায় নেই। তাহলো আজকের ডেইলি প্রফেট। সেটি বিছানার ওপর পড়ে আছে। তার ওপর একটি ভাঙা আয়না।

হ্যারি হেঁটে সেখানে গেল। ডেইলি প্রফেট থেকে সেটি সরিয়ে পত্রিকাটি ভাঁজ খুলল। সকালে যখন পত্রিকাটি ডেলিভারি পেঁচা দিয়ে গিয়েছিল তখন সে শুধু ভাঁজ করা পত্রিকার শিরোনামগুলোর দিকে চোখ বুলিয়েছিল। পত্রিকায় ভোল্ডেমর্ট সম্পর্কে কিছু লেখেনি দেখে ছুড়ে পাশে রেখে দিয়েছিল। হ্যারি নিশ্চিত ছিল যে মন্ত্রণালয় প্রফেট পত্রিকার ওপর চাপ দিয়েছে ভোল্ডেমর্টের সংবাদের ব্যাপারে। এখন সে দেখতে পেল যে আসল খবর তার চোখ এড়িয়ে গেছে। পত্রিকার প্রথম পাতার নিচের অংশে ডাম্বলডোরের ছবির ওপর ছোট শিরোনাম দেয়া। ছবিটিতে ডাম্বলডোর দ্রুত হাঁটছে। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে:

ডাম্বলডোর – শেষ পর্যন্ত সত্যি?

অনেকেই, তার প্রজন্মের মহান যাদুকর বলে যে মানুষটিকে মনে করে, তার চরিত্রের বিপরীত বিষয় নিয়ে মাত্র সামনের সপ্তাহেই বই প্রকাশ হবে। তার শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি, রূপালি দাঁড়ির জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য অনেকটা ধুলিসাৎ হবে এ বই প্রকাশ হওয়ার পর। রিটা স্কিটার তার বইতে লিখেছেন তার অসুস্থ বাল্যকাল বিশৃঙ্খল যৌবন, সারা জীবনের দ্বন্দ্ব এবং অজানা কালো অধ্যায়ের কথ্য- যে সব নিয়েই ডাম্বলডোরকে কবরে যেতে হয়েছে। তার বইতে তাঁর অনেক অজানা বিষয় ও প্রশ্নসহ তার কারণ ব্যাখ্যা আছে- যে মানুষটি ম্যাজিক জগতের মন্ত্রী হওয়ার কথা তিনি কেনো সারাজীবন হেডমাস্টারই থেকে গেছেন? গোপন সংস্থা অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের কাজ কি ছিল? আর ডাম্বলডোর তার শেষ পরিণতির দিকে কীভাবে গেলেন, সে সব বিস্ফোরণকর অজানা কাহিনী।

এসবসহ, আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই জীবনী গ্রন্থে। *দ্য লাইফ এন্ড লাইস অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর*, লিখেছেন রিটা স্কিটার। আর লেখক রিটা স্কিটারের একান্ত সাক্ষাতকার নিয়েছেন বেটি ব্রেইথওয়েইট, ভিতরে, ১৩নং পৃষ্ঠায়।

হ্যারি পত্রিকার ভাঁজ খুলে ১৩ নাম্বর পৃষ্ঠায় চোখ রাখল। প্রতিবেদনের উপরে একটি ছবি। ছবিতে আরো একটি পরিচিত মুখ, একজন মহিলা অলঙ্কারপূর্ণ রঙিন চশমা পরে আছে। মাথায় বিস্তৃত কোঁকড়ানো সোনালি চুল। দাঁত বের করা মুখে পরিষ্কার বিজয়ের হাসি বোঝা যায়। তার দিকে আঙুল তুলে নাড়ছে। পেটের ভেতর মোচড় দেয় ছবিটি দেখলে। হ্যারি এই ছবির দিকে না তাকিয়ে পড়তে থাকল।

পালকের কলমে আক্রমণাত্মক লেখায় যেমন তাকে মনে হয়, মানুষ হিসাবে রিটা স্কিটার ঠিক তার বিপরীত, তিনি অনেক উষ্ণ এবং নরম হৃদয়ের মানুষ। আমাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমাকে নিয়ে সোজা তার রান্নাঘরে ঢুকলেন এক কাপ চা এবং এক স্লাইজ কেকের জন্য। এবং কোনো ভূমিকা ছাড়াই অত্যন্ত উষ্ণ ধুমায়িত চায়ের সাথে আমাদের আলাপচারিতাও শুরু হল।

স্কিটার বললেন, 'এটা ঠিক ডাম্বলডোর হলেন যে কোনো জীবনীকারের স্বপ্ন। এমন পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ জীবন খুব কমই আছে। আমি নিশ্চিত যে অনেক

অনেক বইয়ের মধ্যে আমারটাই প্রথম প্রকাশিত হবে।'

স্কিটার অবশ্যই লেখার কাজটি করেছেন অসম্ভব দ্রুত গতিতে। জুন মাসে ডাম্বলডোরের রহস্যজনক মৃত্যুর পর নয়শ' পাতার বইটি শেষ করতে তার সময় লেগেছে মাত্র চার সপ্তাহ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই অসম্ভব দ্রুত গতিতে তিনি কীভাবে কাজটি করলেন?

আপনি যখন দীর্ঘ সময় সাংবাদিকতা করবেন, দেখবেন সময়ের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। আমি জানি যে তার পুরো কাহিনী জানার জন্য যাদুর জগৎ রীতিমতো হৈচৈ পরে গেছে। আর আমি সকলের আগেই তাদেরকে সেই কাহিনী জানাতে চেয়েছি।' ওয়াইজেনগামোটের বিশেষ উপদেষ্টা এবং ডাম্বলডোরের দীর্ঘকালের বন্ধু এলফিয়াস ডোগের সম্প্রতি বহুল প্রচারিত লেখাটির কথা বললাম তাকে, সেখানে বলা হয়েছে যে, স্কিটারের বইতে চকলেট ফ্রগ কার্ড থেকেও কম কথা সন্নিবেশিত থাকবে।

স্কিটার হাসতে হাসতে তার মাথাটা পেছনের দিকে টানলেন।

'ডার্লিং ডোজি! আমার মনে আছে কয়েক বছর আগে অর্ধমানবদের নিয়ে আমি তার একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। তার মঙ্গল হোক। তাকে পুরোপুরি বার্ধক্যে পেয়েছে, আমার মনে হয়েছিল আমরা উইন্‌পরয়োর লেকের ধারে বসে আছি এবং তিনি আমাকে মাছগুলো দেখতে বলছেন।'

'তথাপি এলফিয়াস ডোগে'র ওই অভিযোগ নিয়ে চারদিকে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্কিটার কি সত্যিই মনে করেন যে মাত্র চার সপ্তাহে ডাম্বলডোরের দীর্ঘ ও এ্রক অসাধারণ জীবনের বর্ণনা করা যায়?'

'ওহ্ মাই ডিয়ার,' স্কিটার সোহাগের সঙ্গে আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে সমান্তরালভাবে ধরল, 'আমার মতো তুমিও জানো যে কি পরিমাণ তথ্য গ্যালোনের ভাণ্ডার থেকে পাওয়া যেতে পারে।.......... জনগণ ডাম্বলডোরের অজানা কাহিনী শুনতে উদগ্রীব। আপনি নিশ্চই জানেন যে অনেকেই মনে করে না যে তিনি একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ নেননি যা তার নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ডোজি ডোগে হিপোগ্রিফকের নেশায় বুদ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি পেয়েছিলাম এমন একটি সূত্র অধিকাংশ সাংবাদিকই যা পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খবরের জন্য। এমন একজন আছেন যিনি এর আগে কোনো কিছু জনসম্মুখে প্রকাশ করেননি, তিনি ডাম্বলডোরের যৌবনকালের বিশৃঙ্খল এবং অস্বাভাবাকি সময়ে তাকে দেখেছেন অনেক কাছ থেকে।'

স্কিটারের জীবনীটির আগাম প্রচারপত্রটি তাদেরকে বেশ আঘাত করবে যারা মনে করে যে ডাম্বলডোরের জীবন একেবারে কালিমাহীন ছিল। এর মধ্যে তিনি কোন বিষয়টি সবচেয়ে বড় বিস্ময় হিসেবে আবিষ্কার করেছেন তা আমি জানতে চাইলাম।

'এখন বাদ দাও বেটি, বই পড়ার আগে পাঠকের সামনে আমি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই না।' তিনি উচ্চস্বরে হাসলেন। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, যারা এখনো মনে করে যে ডাম্বলডোর ছিলেন তার দাড়ির মতোই শুভ্র তারা ভুল চিন্তা করছে। শুধু এটুকু বলি যে কেউ তাকে প্রচণ্ড রাগতে কখনো শুনেনি। তুমি জানো তিনি যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন নিজেকে ডার্ক আর্টের মধ্যে নিমগ্ন রাখতে। অথচ তিনিই আবার এমন একজন যাদুকর যিনি পরবর্তী বছরগুলোতে সহিষ্ণুতা ও শান্তির জন্য কাজ করেছেন। তার যখন অল্প বয়স তখন তিনি অত বড় মনের ছিলেন না। হ্যা, অ্যালবাস ডাম্বলডোরের অতীত জীবন ছিল চরম অপরিচ্ছন্ন, তিনি তার পরিবারের সন্দেহজনক ও কলঙ্কিত বিষয়াদি লুকিয়ে রাখতে কঠিনভাবে চেষ্টা করেছেন।

আমি জানতে চাইলাম স্কিটার কি ডাম্বলডোরের ভাই আবারফোর্থের কথা বলতে চাইছেন কি না, যে ১৫ বছর আগে যাদুর অপব্যবহারের দায়ে ওয়াইজেনগামোটের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে কিছুটা কলঙ্কিত হয়েছিল।

'ওহ, আবারফোর্থ তো একটা গোবরের গাদি,' স্কিটার হাসল। 'না না, সেটা ছোটখাটো প্রতারণা করা ভাইয়ের চেয়ে খারাপ বিষয়ে, এমনকি মাগলদের নির্যাতন করা বাবার চেয়েও খারাপ। ডাম্বলডোর পর্যন্ত তাদের দু'জনের কাউকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, সে বিষয়েও না, তারা দু'জনই যে ওয়াইজেনগামোট দ্বারা অভিযুক্তও হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আমাকে উৎসুক করেছে তার মা এবং বোন । তাদের বিষয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই অনেক নোংরা কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি সব কথা এখন বলব না, সবটুকু জানতে হলে আপনাকে আমার বইয়ের নবম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমি যতটুকু আপনাকে বলতে পারি তা হলো, ডাম্বলডোর তার নাকটা কীভাবে ভেঙেছে কেন তা কখনো বলেনি, সেটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।'

'পরিবারের ঐতিহ্য না থাকা সত্ত্বেও ডাম্বলডোর তার মেধা দিয়ে অনেক যাদুর আবিষ্কার করেছেন একথা কি স্কিটার অস্বীকার করেন?'

'তার মেধা ছিল,' তিনি স্বীকার করলেন। 'যদিও এখন অনেক লোক প্রশ্ন করে যে তার সে সব অর্জনের জন্য তিনি পুরো কৃতিত্ব একা পেতে পারেন কি না। আমি সে কথা ১৬ অধ্যায়ে বলেছি, ইভর ডিলন দাবি করেছেন যে তিনি আগেই ড্রাগনের রক্তের আট ধরণের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিলেন এবং ডাম্বলডোর তার সে সব কাগজপত্র ধার নিয়েছিলেন।'

কিন্তু ডাম্বলডোরের কিছু অর্জনের গুরুত্ব নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না। তার বিখ্যাত ঘটনা গ্রিনডেলবাল্ডকে হারানোর পেছনে কি কাজ করেছে?

'ওহ, এখন আমি বেশ খুশি হয়েছি যে আপনি গ্রিনডেলবাল্ডের কথা উল্লেখ করেছেন।' ছোট করে হাসি দিয়ে স্কিটার বললেন। 'আমার ভয় হয়

যারা আর্দ্র চোখে ডাম্বলডোরের দর্শনীয় বিজয়কে দেখেন তারা শীঘ্রই একটি বিস্ফোরণের মধ্যে পড়বেন বা হয়তো গোবর বোমায়। বিষয়টি খুবই নোংরা । আমি এ পর্যন্ত এখন বলব, এতটা নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে সেটি সত্যিই একটি দর্শনীয় সংঘাত ছিল। আমার বই পাঠের পর জনগণ বুঝে নেবে যে গ্রিনডেলবাল্ড তার যাদুদণ্ডটির প্রান্ত থেকে নেহায়েত একটি সাদা রুমাল যাদু করে বের করেছিলেন এবং নিরবে এসেছিলেন।'

স্কিটার এই বিষয়ে আর কোনো কিছু বলতে চাইলেন না। এরপর আমরা কথা ঘুরালাম একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে যা তার পাঠককে অন্য যে কোনো বিষয়ের চাইতে অধিক আকর্ষণ করবে।

'ওহ, হ্যা.' স্কিটার মৃদু মাথা দোলালেন, 'আমি পুরো এক অধ্যায় ডাম্বলডোর-পটার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষয়টিকে বলা যায় অস্বস্তি কর, এমনকি দুর্ভাগ্যজনক। আবার, আপনার পাঠকরা আমার বইটি কিনবে পুরো কাহিনীর জন্য। এ ব্যাপারে যে সব কথাবার্তা শোনা যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে ডাম্বলডোর পটারের প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন। ছেলেটির জন্য এই সম্পর্ক কতখানি প্রয়োজন ছিল -- আচ্ছা, সেটা আমরা পরে দেখতে পাব। তবে এটা অনেকের কাছেই গোপন নেই যে পটারের কৈশর অনেক ঝামেলাপূর্ণ ছিল।'

আমি জানতে চাইলাম স্কিটারের এখনো পটারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি-না। পটারের একটি বিখ্যাত সাক্ষাতকার গত বছর তিনি নিয়েছিলেন। সেটি ছিল একটি সারা জাগানো সাক্ষাতকার। সাক্ষাতকারে পটার পরিষ্কারভাবে তার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলেছে যে ইউ- নো-হু ফিরে এসেছে।'

'ওহ! হ্যাঁ, আমরা একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম,' স্কিটার বললেন, 'বেচারা পটারের প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা ছিল খুব কম। এবং আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল তার জীবনের একটি চরম পরীক্ষার সময়। সেটি হলো ট্রাই উইজার্ড টুর্নামেন্টের সময়। আমি সম্ভবত তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি বেঁচে আছি যে বলতে পারে- সে প্রকৃত হ্যারি পটারকে জানে।'

ডাম্বলডোরের মৃত্যুর কোন বিষয়টি জানার এখনো আমাদের আগ্রহী করে? স্কিটার কি মনে করেন যে ডাম্বলডোরের মৃত্যুর সময় পটার সেখানে উপস্থিত ছিল?

'বুঝলাম, এ নিয়ে আমি অত কথা বলব না। এসব ব্যাপারে বইতে সব লেখা আছে। কিন্তু হগোয়ার্ট প্রাসাদের ভেতরে প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছিল ডাম্বলডোর পড়ে যাওয়ার, লাফ দেওয়ার বা তাকে ধাক্কা দেওয়ার সেই মুহূর্তগুলোর পরপরই পটার সেখান থেকে দৌড়ে সড়ে যাচ্ছে। পটার পরে সেভেরাস স্নেইপের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে তার আগের থেকেই প্রচণ্ড রাগ ছিল। যা দেখা গেছে, যা জানা গেছে সব কিছু কি তেমন? এর

> বাইরে কি কিছু নেই? এ বিষয়ে যাদু কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে যখন তারা আমার বইটি পড়বে।
>
> আমি চলে আসার সময় এই একটি কাহিনী আমি নোট করলাম। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে স্কিটারের লেখা বই ডাম্বলডোরের ভক্তদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বেস্ট সেলারে পরিণত হবে। এদিকে তাদের হিরো সম্পর্কে যা বেরিয়ে আসবে তা হয়তো তাদেরকে প্রচণ্ড ঝাকি দেবে ।

হ্যারি লেখাটি পড়া শেষ হওয়ার পরও পত্রিকার পৃষ্ঠাটির দিকে কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকল। তার ভেতরে ক্রোধ ও ঘৃণা এমনভাবে নাড়া দিল যে ভেতর থেকে বমিভাব উঠে এলো। সে পত্রিকাটি বলের মতো গোল করে মোচরালো এবং গায়ের শক্তি দিয়ে দেয়ালের দিকে ছুড়ে ফেলে দিল। সেটি কাগজ ফেলার বিনের কাছে অন্য কাগজগুলোর সঙ্গে গিয়ে জড়ো হলো। বিনে ইতিমধ্যেই কাগজে ভরে গেছে।

সে সারা ঘরে অন্ধের মতো পায়চারি করতে থাকল। একবার গিয়ে ড্রয়ার খুলছে, একবার বই হাতে তুলে নিচ্ছে আবার একই স্তূপের ওপর রেখে দিচ্ছে। কি করছে সে ব্যাপারে তার বিশেষ হুঁশ-জ্ঞান নেই। তার মাথার মধ্যে রিটার আর্টিকেলের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে; *পুরো অধ্যায় পটার-ডাম্বলডোর সম্পর্ক নিয়ে... বিষয়টিকে বলা যায় অস্বস্তিকর এবং ক্ষতিকর... নিজেকে সে কালো আর্টের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছিল যৌবনে... আমার ছিল তথ্য পাওয়ার বিশেষ সূত্র, অধিকাংশ সাংবাদিক সেই সূত্র পেলে তাদের দণ্ডটি সে দিকে তাক করত...*

'মিথ্যা!' হ্যারি চিৎকার করে উঠল। জানালা দিয়ে দেখল ঠিক পাশের প্রতিবেশীকে। তিনি লন মাওয়ারটি (ঘাস কাটা মেশিন) চালু করতে সময় নিলেন এবং উদ্বেগ নিয়ে ওর দিকে তাকালেন।

হ্যারি ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল। বিছানার ওপর থাকা ভাঙা আয়নার টুকরো লাফিয়ে একটু দূরে গিয়ে পড়ল। হ্যারি সেটি কুড়িয়ে নিলো আঙুলের মধ্যে উল্টাতে পাল্টাতে লাগল আর চিন্তা করতে থাকল, ডাম্বলডোরের বিষয় নিয়ে। কীভাবে রিটা স্কিটার তার ও ডাম্বলডোরের ব্যাপারে বদনাম ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ উজ্জ্বল নীল আলোর ঝলক দেখা গেল। হ্যারি স্থির হয়ে গেল। তার কাটা আঙুল পিছলে আয়নার চোখা প্রান্তে গিয়ে লাগল। সে বিষয়টি নিশ্চয়ই কল্পনা করছে। সে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে তাকাল। কিন্তু দেয়ালটি হলুদ-কমলার বিরক্তিকর রঙ, আয়নায় প্রতিফলন হতে পারে এমন কোনো নীল রঙের চিহ্নই নেই। সে আবার ভাঙা আয়নার টুকরোটির দিকে তাকাল। আয়নার টুকরোটিতে

নিজের সবুজ চোখ দুটো ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে পেল না।

সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি কল্পনা করছে; এছাড়া তার কাছে আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। সে কল্পনা করেছে, কারণ সে তার মৃত প্রধান শিক্ষককে নিয়ে চিন্তা করছিল। যদি রিটা স্কিটারের লেখার বিষয়টি সত্যি হতো, তাহল অ্যালবাস ডাম্বলডোরের গভীর নীল চোখ তাকে কখনো তীব্র চাহনি দিয়ে বিদ্ধ করত না।

অধ্যায়-৩

ডারসলে পরিবারের বিদায়

সামনের দরোজা সজোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ উপরের তলায় প্রতিধ্বনিত হলো, সঙ্গে কণ্ঠের চিৎকারের আওয়াজ, এই! তুই!

১৬ বছরের অভিজ্ঞতায় ডাকার ভঙ্গি থেকে হ্যারি জানে কাকে তার আঙ্কল ও আন্টি ডাকছে। তারপরও সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। সে তখনো ভাঙা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হলো সেকেন্ডরও কম সময়ের জন্য সে আয়নায় ডাম্বলডোরের চোখ দেখতে পেল। তার আঙ্কল আবার 'এই ছেলে' বলে ডাক দেয়ার পর হ্যারি উঠে দাঁড়াল এবং বেডরুমের দিকে পা বাড়াল। একটুখানি থেমে ওর পিঠে নেওয়া ব্যাগের ভেতরে ভাঙা আয়নাটা রাখল। ব্যাগটির ভেতরে জিনিসপত্র ভরেছে যা সঙ্গে করে সে নিয়ে যাবে।

'এত সময় লাগে আসতে!,'হ্যারিকে উপরের সিঁড়ির গোড়ায় দেখেই ভেরনন ডারসলে গর্জন করে উঠলেন, 'এখানে নেমে এসো, আমি একটা কথা জানতে চাই!' হ্যারি স্থিরভাবে ধীর পায়ে নেমে এলো। তার হাত দুটো পকেটে গুঁজে রেখেছে। সে বসার ঘরে ঢুকেই ডারসলে পরিবারের তিনজনকেই দেখতে পেল। তারা বাইরে যাওয়ার পোশাক পড়ে আছে। আঙ্কল পড়েছেন হালকা হলুদ রঙের জ্যাকেট। আন্ট পেটুনিয়া পড়েছেন নিটের স্যালমন রঙের জ্যাকেট এবং হ্যারির সাইজে বড়, পেশিবহুল ডাডলে পড়েছে লেদার জ্যাকেট।

'জ্বি,' হ্যারি জানতে চাইল।

'এখানে বসো', হ্যারিকে ভেরনন বললেন। হ্যারি ভুরু তুলে তাকাল। 'প্লিজ!' বললেন আঙ্কল ভেরনন। একটু আহত স্বরে তিনি বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার গলায় তীব্র ভাব উঠে এলো।

হ্যারি বসল। সে চিন্তা করল যে এরপর কি হবে সে জানে। আঙ্কল দ্রূত পায়চারি করছেন। হ্যারিকে আন্ট পেটুনিয়া এবং ডাডলে উদ্বেগের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করছে। অবশেষে তার বড়, লাল মুখটি কুঞ্চিত করে স্থির হলেন এবং হ্যারির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি আমার চিন্তা পরিবর্তন করেছি।'

'কি অবাক করা কথা,' হ্যারি বলল।

'তুমি এই ভাবে কথা বলবে না', আন্ট পেটুনিয়া কর্কশ স্বরে বললেন। কিন্তু ভেরনন ডারসলে তাকে হাত উঁচু করে থামিয়ে দিলেন।

'এই সবকিছু হলো এক খণ্ড জমির জন্য,' আঙ্কল ভেরনন শুকরের মতো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা এখানেই থাকব, কোথাও যাব না।'

হ্যারি মুখ তুলে তাকাল। আঙ্কলের আচরণে সে যেমন রেগেছে, তেমনি মজা পেয়েছে। ভেরনন ডারসলে গত চার সপ্তাহ ধরে প্রতি ২৪ ঘন্টায় মত পরিবর্তন করছেন। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একবার গাড়িতে মালপত্র ঢুকাচ্ছেন,আবার গাড়ি থেকে খালি করছেন। হ্যারির কাছে একটি মজার ব্যাপার হলো এর মধ্যে ডাডলে তার ব্যায়াম করার ডাম্ববেল একটা বাক্সে ভরেছে যা গাড়ি থেকে সব নামানোর আগ পর্যন্ত ভেরনন জানতেন না। জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামানোর সময় বাক্সটি তুলতে গিয়ে কষ্টে ঘোঁতঘোত করেন এবং বকবক করতে থাকেন।

'তুমি মনে কর,' ভেরনন ডারসলে লিভিং রুমের ভেতর আবার পায়চারি শুরু করে বললেন, 'আমরা --পেটুনিয়া, ডাডলে এবং আমি– আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি। কারণ-কারণ-'

'আমার "কিছু জমি"র জন্য, ঠিক?' হ্যারি বলল।

'হ্যাঁ, আমি ওটা বিশ্বাস করি না,' আঙ্কল ভেরনন পুনরায় বললেন। তিনি আবার হ্যারির সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমি এসব নিয়ে চিন্তা করে অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। আমার বিশ্বাস এসব হলো বাড়িটি দখলের ষড়যন্ত্র।'

'বাড়ি', হ্যারি বলল। 'বাড়ি মানে?'

'এই বাড়ি!' চিৎকার করে আঙ্কল ভেরনন বললেন। তার কপালের শিরাগুলো লাফাতে থাকে। 'আমাদের বাড়ি! এখানে এখন বাড়ির দাম আকাশচুম্বী। তুমি চাচ্ছ আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, আর তুমি যাদু-মন্ত্র করে কায়দা-কানুন করবে। আর আমরা কিছু জানার আগেই দেখা যাবে বাড়িঘর তোমার নামে এবং-'

'আপনার কি মাথা-টাথা কিছু ঠিক আছে?' হ্যারি জানতে চাইল। 'এ বাড়ি পাওয়া জন্য ষড়যন্ত্র, আপনাকে যেমন দেখা যায় আসলেই আপনি অমন গাধা?'

'তোমার এতবড় সাহস-!' চিৎকার করে উঠল আন্ট পেটুনিয়া। কিন্তু আবারো ভেরনন তাকে থামিয়ে দিলেন। তার ভাবভঙ্গিতে মনে হলো যে ষড়যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন তার তুলনায় এটা কোনো ব্যাপারই না।

হ্যারি বলল, 'হয়তো আপনি ভুলে গেছেন, আমার নিজের এখন একটি বাড়ি আছে। আমার গড ফাদার আমাকে সেটি দিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনারটা কেন চাইব? এ সব কি কথা?'

সবাই চুপ হয়ে থাকল। হ্যারি মনে করল সে তার যুক্তি দিয়ে আঙ্কলকে বোঝাতে পেরেছে।

'তোমার দাবি,' ভেরনন আবার পায়চারি শুরু করে বললেন। 'এই লর্ড জিনিসটা-'

'ভোল্ডেমর্ট,' হ্যারি অস্থিরভাবে বলল। 'এ নিয়ে আমরা প্রায় একশ' বার কথা বলেছি। এটা কোনো উদ্ভট কথা না, এটা সত্যি। ডাম্বলডোর আপনাকে গত বছর বলেছেন। তাছাড়া কিংসলে এবং মি. উইসলি-'

ভেরনন ডারসলে ক্ষোভের সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকি দিল। হ্যারির মনে হলো তার আঙ্কল, হ্যারির গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিকে দুই পূর্ণ বয়স্ক যাদুকরের হঠাৎ করে প্রাইভেট ড্রাইভে আসার কথা মনে করার চেষ্টা করছেন। তখন, কিংসলে শ্যাকেলবোল্ট এবং আর্থার উইসলির আগমন ডারসলের পরিবারকে বেশ আহত ও অপ্রস্তুত করেছিল। হ্যারির স্বীকার করতে দোষ নেই যে একবার মি. উইসলি লিভিংরুমের অর্ধেক একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তার পুনরাগমন ভেরনন ডারসলের কাছে আনন্দের হবে এটা আশা করা যায় না।

'– কিংসলে এবং মি. উইসলি এটা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন,' হ্যারি স্পষ্টভাবে বলল। 'যখন আমার বয়স হবে সতের। সে সময় যাদুমন্ত্র ভেঙে যাবে যা আমাকে এতকাল রক্ষা করেছিল। সে প্রভাব আমার পাশাপাশি আপনার ওপরেও পড়বে। অর্ডার অব ফিনিক্স নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট আপনাকে টার্গেট করবে। আমি কোথায় আছি সেটা জানার জন্য আপনার ওপর নির্যাতন করবে, অথবা সে চিন্তা করবে যে আপনাকে আটকে রাখলে আমি প্রকাশ্যে আসব এবং আপনাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব।'

ভেরনন আঙ্কল এবং হ্যারির চোখ পরস্পর মিলিত হলো। হ্যারি নিশ্চিত যে ওই মুহূর্তে তারা একই কথা ভাবছে। এরপর আঙ্কল ভেরনন আবার হাঁটতে শুরু করল এবং হ্যারি বলতে থাকল, 'আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে অর্ডার আপনাকে সাহায্য করবে। আপনাকে তারা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে চায়।'

ভেরনন কিছুই বললেন না। শুধু পায়চারি করতে থাকলেন। বাইরে ঝোপঝাড়ের ওপর হালকা রোদ। পাশের বাড়ির লনমাওয়ারের শব্দ আবার থেমে গেল।

'আমি ভেবেছিলাম একটি যাদু মন্ত্রণালয় ছিল?' ভেরনন ডারসলে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

'আছে তো,' হ্যারি বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তর দিল।

'তাহলে তারা আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না কেন? আমরা তো নির্দোষ, কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও ওরা আমাদের শাস্তি দিতে চাচ্ছে (শিকার হিসাবে, খামোখা অভিযুক্ত হওয়ায়) আমাদের সরকারের প্রটেকশন পাওয়া উচিত, আমরা তা পাওয়ার অধিকার রাখি ।'

হ্যারি হাসল। তার নিজেকে অসহায় মনে হলো। সারা দুনিয়াকে যিনি অপছন্দ এবং অবিশ্বাস করেন অথচ নিজের প্রয়োজনে সাহায্যের দাবি করছেন সরকারের কাছে, তার আঙ্কল লোকটা সবসময় এমনই।

'আপনি শুনেছেন মি. উইসলি এবং কিংসলে কি বলেছেন,' হ্যারি উত্তর দিল। 'আমরা মনে করি মন্ত্রণালয়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে।'

ভেরনন আঙ্কল বড় বড় কদমে ফায়ারপ্লেসের কাছে গেলেন আবার ফিরে এলেন। তার বিখ্যাত কালো ঘন মোছ কাঁপিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তার মুখটা এখনো উদ্বেগে লাল হয়ে আছে।

'ঠিক আছে,' তিনি হ্যারির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন। 'ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে ধরে নাও আমরা এই নিরাপত্তা প্রদান গ্রহণ করলাম। আমি এখনো বুঝতে পারি না আমরা কিংসলের নিরাপত্তা কেন পেতে পারি না।'

হ্যারি কোনো রকমে কষ্ট করে চোখ সরিয়ে নেয়া থেকে বিরত থাকল। এই প্রশ্নটি ইতিমধ্যেই কয়েকবার করা হয়েছে।

'আমি আপনাকে বলেছি,' সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'কিংসলে মাগলদের প্রটেকশন দিচ্ছে - মানে আপনার প্রধানমন্ত্রীকে।'

'সঠিক- সে হলো সবচেয়ে উপযুক্ত,' টেলিভিশনের মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। ডারসলে টেলিভিশনে কিংসলেকে দেখছেন। মাগলদের প্রধানমন্ত্রী একটি হাসপাতাল সফরের সময় তার পেছনে অতি সাধারণভাবে ঘুরছে কিংসলে। এর কারণ হলো কিংসলে আছে স্বাভাবিকভাবে মাগলদের পোশাক পড়ে। ধীর কণ্ঠে গভীর ভাবে কিংসলের কথা বলা ইত্যাদি ডারসলে পরিবার তাকে অন্য কোনো যাদুকরের থেকে ভিন্নভাবে জানে । যদিও একথা সত্যি যে তারা কখনো তাকে কানে রিং পরিহিত অবস্থায় দেখেনি।

'তাকে তো একটি কাজে দেওয়া হয়েছে,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু হেশিয়া জোনস

এবং ডেডালুস ডিগ্‌লও এ কাজের জন্য উপযুক্ত -'

'আমরা যদি তাদের সিভি দেখতে পারতাম-' আঙ্কল ভেরনন শুরু করলেন। কিন্তু হ্যারি তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। সে পা বাড়িয়ে আঙ্কলের দিকে এগিয়ে গেল। এরপর সে নিজেই টেলিভিশনের দিকে তাকাল । টেলিভিশনের একটি দুর্ঘটনার সংবাদের দিকে ভেরননের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এই দুর্ঘটনাগুলো কোনো দুর্ঘটনা নয়– আমরা সর্বশেষ সংবাদে সংঘর্ষ, বিস্ফোরণ লাইনচ্যুতি যাই দেখি না কেন। জনগণ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে, এসব কিছুর পেছনে আছে ভোল্ডেমর্ট। আমি আপনাকে একথা বারবার বলেছি, সে শুধু মজা করার জন্য মা..দের হত্যা করে। এমনকি ধোয়াশাগুলো– যেগুলো আসলে ডেমন্টদের তৈরি। আপনি যদি স্মরণ করতে না পারেন তাহলে আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।'

ডাডলে তার হাত দুটো ঝাকি দিয়ে উপরে তুলল মুখ ঢেকে ফেলার জন্য, হ্যারি এবং তারা বাবা মায়ের চোখ তার দিকে। সে ধীরে তার হাত দুটো নামিয়ে ফেলল এবং জানতে চাইল, 'তারা কি... তারা কি বেশি?'

'বেশি?' হাসল হ্যারি। 'তুমি বলতে চাইছ আমাদের যে দু'জন আক্রমণ করেছে তাদের চেয়ে বেশি? অবশ্যই বেশি, তারা শতশত, হয়তো এবার হাজার হাজার। '

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' ভেরনন ডারসলে চিৎকার করে বললেন। তুমি তোমার ব্যাখ্যা দিয়েছ–'

'আমি তাই মনে করি,' হ্যারি বলল। 'কারণ আমার বয়স যখন সতের বছর; ডেথ ইটার, ডেমেনটর– এমনকি হয়তো ইনফারি– যার অর্থ মৃতদেহ ডার্ক উইজার্ডের দ্বারা বশীভূত ছিল। তারা সবাই আপনাকে খুঁজে বের করবে এবং আপনাকে আক্রমণ করবে। আপনার যদি মনে থাকে যে সেবার আপনি যাদুকরদের পরাজিত করতে চেয়েছিলেন, তাহলে আমার মনে হয় আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে আপনার সাহায্যের দরকার আছে।'

কিছু সময়ের জন্য নীরবতা নেমে এলো। সেই নীরবতার মধ্যে হ্যাগ্রিডের কাঠের দরোজায় ধাক্কা দেওয়ার ক্ষীণ প্রতিধ্বনী ভেসে এলো। মনে হল আগের সেই সময়কার কথা। আন্ট পেটুনিয়া আঙ্কল ভেরননের দিকে তাকালেন। ডাডলে হ্যারির দিকে তাকায়। অবশেষে আঙ্কল আকিস্মিকভাবে বললেন, 'কিন্তু আমার কাজের কী হবে? ডাডলের স্কুলের কী হবে? আমার মনে হয় না যে ওই সকল অলস যাদুকরদের এটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে–'

'আপনি বুঝতে পারছেন না?' হ্যারি চিৎকার করে বলল। 'ওরা আপনাকে নির্যাতন করবে এবং হত্যা করবে, ঠিক আমার বাবা-মাকে যেমন করেছে।'

'ড্যাড,' উচ্চস্বরে বলল ডাডলে। 'আমি এই অর্ডারের লোকদের কথার সঙ্গে

আছি।'

'ডাডলে,' হ্যারি বলল। 'তোমার জীবনে এই প্রথম তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছ।'

হ্যারি জানত যে সফল হয়েছে। যদি ডাডলে অর্ডারের সাহায্য নিতে ভয় পেত, তাহলে ওর মা-বাবাও ওর সঙ্গে তালে তাল দিত। ছোট এই পরিবারটি আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন আসে না। হ্যারি দরোজার পাশে ওভারকোট রাখার হ্যাঙ্গারের উপরে ঘড়িটির দিকে তাকাল।

'ওরা পাঁচ মিনেটের ভেতর এখানে চলে আসবে,' হ্যারি বলল। এবং তার কথায় পরিবারের কেউ কোনো উত্তর দিল না। হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই আলাদা হয়ে যাওয়া, হয়তোবা সারাজীবনের জন্য তার আন্ট-আঙ্কলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আনন্দের হতে পারত, কিন্তু তারপরও কেমন যেন একটা সংশয়ের আবহ তৈরি হলো। একজনের সঙ্গে আরেকজনের ষোল বছরের টানাপড়েন ও অপ্রীতির সম্পর্কের অবসানের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?

হ্যারি ওর বেডরুমে ফিরে এলো। হ্যারি বিনা কারণে ওর ব্যাগটিতে হাতড়াতে থাকল। হ্যারি হেডউইগের খাঁচার ভেতর ছুড়ে ছুড়ে বাদাম ফেলল। সেগুলো টপটপ শব্দ করে নিচে পড়তে থাকল। কিন্তু হেডউইগ এসব লক্ষ্য করে না।

'আমরা শীঘ্রই চলে যাচ্ছি, সত্যিই খুব শীঘ্রই,' হ্যারি বলল। ' এবং তখন তুমি আবার উড়ে যেতে পারবে।'

বাইরে দরোজার বেল বেজে উঠল। হ্যারি একটু ইতস্তত করল। তারপর রুম থেকে বের হয়ে নিচের তলার দিকে নেমে গেল। ডারসলে পরিবারর হেসটিয়া ও ডেডালুসের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে নেবে এটা একেবারে আশাতীত ব্যাপার।

'হ্যারি পটার!' হ্যারি দরোজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠ বলল। মাথায় হ্যাট পরা একজন ছোট মানুষ হ্যারিকে মাথানত করে অভিবাদন জানাল। 'চিরকালের সম্মান!'

'ধন্যবাদ ডেডালুস,' হ্যারি বলল। সে কালো চুলের হেসটিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আপনারা সত্যিই একটা ভালো কাজ করছেন, আমার আন্ট, আঙ্কল এবং কাজিন ডাডলে এখানেই ভিতরে...'

'শুভদিন, হ্যারি পটারের আত্মীয়রা!' খুশিমনে ডেডালুস লিভিংরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলল। এভাবে বিশেষায়িত করায় ডারসলে পরিবারকে খুব একটা খুশি মনে হলো না। হ্যারি বিষয়টি পাশ কাটাতে চাইল। মেয়ে যাদুকর হেসটিয়ার এবং পুরুষ যাদুকর ডেডালুস, এই দু'জনকে দেখে ডাডলে তার মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'মনে হচ্ছে, আপনারা সব প্যাক করে প্রস্তুত হয়ে আছেন, আমাদের যে পরিকল্পনার কথা হ্যারি আপনাদের বলেছে, তা কঠিন কিছু নয় অতি সাধারণ,' ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখতে দেখতে ডেডালুস বলল। 'হ্যারির আগেই আমরা বের হয়ে যাব। এখানে আবার যাদু ব্যবহার করা যাবে না। কারণ হ্যারির এখনো বয়স কম। সে কারণে এখানে যাদু প্রয়োগ হলে মন্ত্রণালয় জেনে যাবে এবং তাকে গ্রেফতার করবে। আপনাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার আগে, ধরুন দশ মাইলের মতো আপনাকে ড্রাইভ করতে হবে। মনে হয় আপনি জানেন কীভাবে ড্রাইভ করতে হয়?' সে অতি নম্রভাবে ভেরননকে জিজ্ঞেস করল।

'কীভাবে? অবশ্যই আমি জানি কীভাবে ড্রাইভ করতে হয়!' বিস্ময়ের সাথে আঙ্কল ভেরনন বললেন। 'ড্রাইভ করতে জানব না কেন?'

'আপনি খুবই বুদ্ধিমান স্যার, খুবই বুদ্ধিমান । আমাকে যদি গাড়ির এতসব বাটন ও নব টেপাটিপি করতে হতো তা হলে বিপাকে পড়ে যেতাম,' ডেডালুস বলল। তার ভাবভঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে ভেরনন ডারসলেকে টিপ্পনী কাটছে। সে ডেডালুসের প্রতিটি কথায় যে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিল সেটা পরিষ্কার দেখা গেছে।

'গাড়িও চালাতে পারে না,' ভেরনন নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বললেন। রাগে তার গোফ ওঠানামা করছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ডেডালুস বা হেসটিয়া কেউই তার কথা শোনেনি বলে মনে হলো।

'হ্যারি, তুমি,' ডেডালুস বলল। 'তোমার নিরাপত্তার কারণেই তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের ব্যবস্থায় একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে-'

'তুমি কী বলছ?' হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলল।' আমি তো ভেবেছিলাম ম্যাড-আই আসবেন এবং আমাকে সাইড এলঙ অ্যাপারিশন করে নিয়ে যাবেন?'

'সেটা করা যাবে না,' হেসটিয়া তাড়াতাড়ি বলল। 'ম্যাড-আই বিষয়টি তোমাকে ব্যাখ্যা করবেন।'

এসব কথা শুনে ডারসলে পরিবার যে উপলব্ধিহীন হয়ে গেছে সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। একটি উচ্চ শব্দ শুনে তারা লাফিয়ে উঠল। 'তাড়াতাড়ি!' হ্যারি ঘরের চারদিকে তাকাল পরে বুঝতে পারল যে শব্দটি ডেডালুসের পকেটের ঘড়ি থেকে এসেছে।

'কথাটা ঠিক, আমরা ভীষণ সময়ের চাপের মধ্যে আছি,' ডেডালুস তার ঘড়িটির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এবং ওয়েস্ট কোটের পকেটে আবার পুরে রাখল। 'আমরা চাই যে তুমি যাবে তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চলে যাওয়ার পর পর। যাদু প্রতিরক্ষাহীনভাবে তখন তোমাকে নিরাপদ স্থানের দিকে

যেতে হবে। সে এবার ডারসলে পরিবারের দিকে ফিরল, 'তাহলে ঠিক আছে, আমরা এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?'

কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। আঙ্কল ভেরনন এখনো বিস্ময়ের সঙ্গে ডেডালুসের ওয়েস্ট কোটের ভেতর ফুলে থাকা ঘড়িটির দিকে তাকাচ্ছে।

'আমাদের হয়তো উচিত হবে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করা ডেডালুস,' ধীর কণ্ঠে হেসটিয়া বলল। সে অনুভব করল যে হ্যারি এবং ডারসলে পরিবার একটি বেদনাঘন পরিবেশে একে অপরকে বিদায় জানাবে, ভালবাসা বিনিময় করবে তখন সেখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

'কোনো প্রয়োজন নেই,' হ্যারি নিচু স্বরে বলল। আঙ্কল ভেরননও অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করে উচ্চস্বরে বললেন, 'তাহলে এখন বিদায়, সন।'

তিনি ডান হাত ঘুরিয়ে উপরের দিকে তুললেন হ্যারির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মনে হলো তিনি সেটা করতে পারছেন না। হাত মুষ্টি করে সামনে পেছনে দোলাতে থাকলেন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো।

'তৈরি ডিডি?' আন্ট পেটুনিয়া হাতের ব্যাগটি শক্ত করে ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, যাতে একই সঙ্গে হ্যারির দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকতে পারেন।

ডাডলে তার কথার কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মুখ সামান্য হা করে দাঁড়িয়ে থাকল। হ্যারির তখন বিশাল দৈত্য, গ্রোপের কথা মনে পড়ল।

'চলে আস,' ভেরনন বললেন।

তিনি লিভিং রুমের দরোজা পর্যন্ত চলে গেলেন। ডাডলে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না? পেটুনিয়া তার ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ডাডলে হাত উঠিয়ে হ্যারির দিকে দেখালো।

'সে কেন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না?'

আঙ্কল ভেরনন এবং আন্ট পেটুনিয়া যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই স্থির হয়ে গেলেন। ডাডলের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সে ব্যালে নৃত্যশিল্পী হওয়ার জন্য বায়না ধরেছে।

'কি!' আঙ্কল ভেরনন উচ্চস্বরে বললেন।

'সে আমাদের সঙ্গে কেন আসছে না?' ডাডলে আবার বলল।

'ব্যাপার হলো সে... সে যেতে চায় না?' আঙ্কল ভেরনন হ্যারির দিকে ঘুরে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'তুমি যেতে চাও না, তুমি কি যেতে চাও?'

'একটুও না,' হ্যারি বলল।

'এই শোনো,' আঙ্কল ভেরনন ডাডলেকে বললেন,'এখন চলো, আমরা যাই।'

তারা ঘর থেকে বের হতে প্রস্তুত হলেন। সবাই সামনের দরোজা খোলার শব্দ পেল। কিন্তু ডাডলে একটুও নড়ল না। আন্ট পেটুনিয়াও ইতস্তত কয়েক পা ফেলে থেমে গেলেন।

'এখন আবার কি?' আঙ্কল ভেরনন আবার দরোজার কাছে ফিরে এসে বললেন।

দেখে মনে হলো ডাডলে বেশ চিন্তিত, যা সে প্রকাশ করতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে তাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়। কয়েক মুহূর্ত পর সে বলল,' কিন্তু সে কোথায় যাচ্ছে?'

আন্ট পেটুনিয়া এবং আঙ্কল ভেরনন একে অপরের দিকে তাকালেন। এটা পরিষ্কার যে ডাডলে তাদেরকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। হেসটিয়া জোনস নীরবতা ভাঙল।

'কিন্তু... আপনারা নিশ্চই জানেন আপনাদের ভাগ্নে কোথায় যাচ্ছে?' সে অনেকটা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'নিশ্চয়ই আমরা জানি,' ভেরনন ডারসলে বললেন। 'সে আপনাদের কারো সাথে যাচ্ছে, তাই যাচ্ছে না সে? এখন বুঝেছ ডাডলে, চলো আমরা গাড়িতে উঠি। তুমি ওই ভদ্রমহিলার কথা শুনেছ নিশ্চই, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

আবারো ভেরনন ডারসলে দ্রুত হেঁটে গেলেন দরোজা পর্যন্ত। কিন্তু ডাডলে তাকে অনুসরণ করল না।

'আমাদের সব কিছু ফেলে যাব ?'

হেসটিয়াকে এ সময় বেশ রাগান্বিত দেখা গেল। হ্যারি তার এই রাগের চেহারা বিগত দিনে দেখেছে। এই দুই যাদুকর হতভম্ব হয়ে গেছে এটা দেখে যে বিখ্যাত হ্যারি পটারের ব্যাপারে তার নিকটে বাস করা আত্মীয়রা কতটা কম আগ্রহ বোধ করে এবং কম জানে।

ঠিক আছে, হ্যারি তাকে আশ্বস্ত করল। 'এটা কোনো ব্যাপার না।'

'কোনো ব্যাপার না?' তার কথা পুনরায় উচ্চারণ করল হেসটিয়া। তার গলা রীতিমতো ক্রুদ্ধ হওয়ার সুর। 'তুমি কিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ এটা কি এই লোকগুলো বুঝতে পারে না? তুমি কতটা বিপদের মধ্যে আছ? তুমি এখন ভোল্ডেমর্ট বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছ।'

'না, ওরা এগুলো জানে না,' হ্যারি বলল। ওরা মনে করে আসলে আমি একটা অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ঝামেলা। কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত....'

'আমি মনে করি না যে তুমি একটা বাড়তি ঝামেলা।'

হ্যারি যদি ডাডলের মুখ নড়তে না দেখত তাহলে একথা বিশ্বাস করত না যে

কথাটা ডাডলের। কথাটা যে ডাডলে বলেছে তা বিশ্বাস করতে হ্যারি কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাডলের মুখটা লাল হয়ে গেছে। হ্যারি নিজে অবাক হলো এবং অস্বস্তি বোধ করল।

'খুব... ভালো কথা... ধন্যবাদ ডাডলে।'

আবারো ডাডলে নিজের চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, খুব কষ্ট করে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

'না, ঠিক সে রকম নয়,' হ্যারি বলল। 'তোমার আত্মাটা ডেমেনটর হয়তো নিয়ে যেত...'

সে ডাডলের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। তাদের মধ্যে এই গ্রীষ্মে এবং গত গ্রীষ্মেও সরাসরি তেমন কোনো যোগাযোগ হয়নি। হ্যারি প্রাইভেট ড্রাইভে খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছে এবং অধিকাংশ সময় নিজের রুমটির ভিতরে থেকেছে। হ্যারির কাছে এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, সকালে যে ঠাণ্ডা চায়ের কাপে পা মাড়িয়েছিল সেটা কোনো বিপদে ফেলার বিষয় ছিল না। আবেগঘন এই পরিবেশে সে স্বস্তি বোধ করল যে ডাডলে ওর অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করতে পারছে না। দু-একবার মুখ খুলে কিছু বলতে গিয়েও ডাডলে মুখ রাঙা করে থেমে গেছে।

আন্ট পেটুনিয়া কেঁদে ফেললেন। আন্ট পেটুনিয়া দৌড়ে সামনে এসে হ্যারির বদলে ডাডলেকে জড়িয়ে ধরলেন। হেসটিয়া জোনস ক্রোধের বদলে সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'তু..তুমি আমার মিষ্টি ডাডার...' ডাডলের চওড়া বুকে নিজেকে জড়িয়ে আন্ট ফুঁপিয়ে উঠলেন। 'আমার মিষ্টি ছেলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে....'

'কিন্তু সে একবারও ধন্যবাদ বলেনি,' হেসটিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। 'সে শুধু বলেছে হ্যারি যে একটা বাড়তি ঝামেলা সেটা সে মনে করে না!'

'হ্যা,কিন্তু ডাডলের মুখ থেকে ও কথার মানে অনেকটা আই লাভ ইউ'র মতোই,' বিরক্ত এবং হাসির চেষ্টার মাঝামাঝি থেকে হ্যারি বলল। আন্ট পেটুনিয়া এমনভাবে ডাডলেকে ধরে রেখেছেন যেন এই মাত্র একটি আগুন লাগা ঘর থেকে সে হ্যারিকে উদ্ধার করেছে।

'আমরা কি যাচ্ছি, নাকি যাচ্ছি না!' ভেরনন গর্জন করে বললেন। লিভিং রুমের দরোজায় দেখা গেল ভেরননকে। 'আমি ভেবেছিলাম আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ- আমাদের সময় খুব কম,' বলল ডেডালুস ডিগ্‌ল। সে এতক্ষণ হতবাক হয়ে হ্যারিদের মধ্যকার বিষয়গুলো দেখছিল। এবার সে যেন নিজের ভেতরে গুটিয়ে সচেতন হয়ে উঠল। 'আমাদের এখনই চলে যেতে হবে। হ্যারি–'

সে দ্রুত সামেন পা বাড়াল এবং নিজের দুই হাত দিয়ে হ্যারির হাত ধরে

ঘোরাল।

'গুড লাক হ্যারি। আশা করি আমাদের আবার দেখা হবে। যাদু জগতের সবার ভরসা এখন তোমার কাঁধে।'

'হ্যা,' বলল হ্যারি। 'ঠিক আছে,ধন্যবাদ।'

'বিদায় হ্যারি,' হেসটিয়া হ্যারির হাত ধরে বলল। 'আমরা তোমার আছি।'

'আমার ধারণা সব কিছু ঠিকঠাক আছে,' সামনে আন্ট পেটুনিয়া এবং ডাডলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হ্যারি বলল।

'ওহ, আমি নিশ্চিত যে আমাদের বেশ ভালো বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হবে,' ডেডালুস ডিগল আনন্দের সঙ্গে বলল। রুম থেকে বের হওয়ার সময় সে তার মাথার হ্যাটটি তুলে অভিবাদন করল। হেসটিয়া তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল।

ডাডলে নিজেকে মায়ের কাছ থেকে আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিল এবং হ্যারির কাছে এসে দাঁড়াল, যে হ্যারি মনে মনে ভাবছিল এখনি তাকে যাদুর ভয় দেখাবে, অতি কষ্টে নিজেকে দুষ্টুমীর লোভ থেকে নিবৃত রেখেছে । ডাডলে তার বড় গোলাপী হাতটা বের করল।

'কী অবাক কান্ড, ডাডলে,' হ্যারি বলল। পেটুনিয়া আবারো ফুঁপিয়ে উঠতে শুরু করেছেন। 'ডেমেনটররা কি তোমার মধ্যে অন্যরকম চরিত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে?'

'জানি না', ডাডলে বিড়বিড় করে বলল। 'দেখা হবে হ্যারি।'

'হুম...' হ্যারি বরল। সে ডাডলের হাত ধরে ঝাঁকি দিল। 'হয়তোবা, নিজের দিকে খেয়াল রেখো বিগ ডি।'

ডাডলে প্রায় হেসেই ফেলেছিল। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হ্যারি তার ভারী পায়ের শব্দ পেল পাথরের পথের ওপর। তারপরই গাড়ির একটি দরোজার লাগানোর শব্দ পেল।

আন্ট পেটুনিয়া রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। শব্দ পেয়ে তিনি চারদিকে তাকালেন। তাকে দেখে মনে হলো হ্যারির সঙ্গে নিজেকে একা দেখবেন এটা আশা করেননি। দ্রুত তার ভেজা রুমালটি পকেটে পুরে রাখলেন। বললেন, আচ্ছা, বিদায়। তারপর হ্যারির দিকে না তাকিয়ে দরোজার দিকে পা বাড়ালেন।

'গুডবাই', হ্যারি বলল।

তিনি থামলেন এবং ফিরে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য হ্যারির অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো তিনি হ্যারিকে কিছু বলতে চান। তিনি হ্যারির দিকে তাকিয়ে একটি অস্বাভাবিক চাহনি দিলেন এবং মনে হলো কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর দ্রুত পায়ে স্বামী এবং সন্তানের পেছনে ছুটলেন।

কথাটা ডাডলের। কথাটা যে ডাডলে বলেছে তা বিশ্বাস করতে হ্যারি কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাডলের মুখটা লাল হয়ে গেছে। হ্যারি নিজে অবাক হলো এবং অস্বস্তি বোধ করল।

'খুব... ভালো কথা... ধন্যবাদ ডাডলে।'

আবারো ডাডলে নিজের চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, খুব কষ্ট করে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

'না, ঠিক সে রকম নয়,' হ্যারি বলল। 'তোমার আত্মাটা ডেমেনটর হয়তো নিয়ে যেত...'

সে ডাডলের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। তাদের মধ্যে এই গ্রীষ্মে এবং গত গ্রীষ্মেও সরাসরি তেমন কোনো যোগাযোগ হয়নি। হ্যারি প্রাইভেট ড্রাইভে খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছে এবং অধিকাংশ সময় নিজের রুমটির ভিতরে থেকেছে। হ্যারির কাছে এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, সকালে যে ঠাণ্ডা চায়ের কাপে পা মাড়িয়েছিল সেটা কোনো বিপদে ফেলার বিষয় ছিল না। আবেগঘন এই পরিবেশে সে স্বস্তি বোধ করল যে ডাডলে ওর অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করতে পারছে না। দু-একবার মুখ খুলে কিছু বলতে গিয়েও ডাডলে মুখ রাঙা করে থেমে গেছে।

আন্ট পেটুনিয়া কেঁদে ফেললেন। আন্ট পেটুনিয়া দৌড়ে সামনে এসে হ্যারির বদলে ডাডলেকে জড়িয়ে ধরলেন। হেসটিয়া জোনস ক্রোধের বদলে সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'তু..তুমি আমার মিষ্টি ডাডার...' ডাডলের চওড়া বুকে নিজেকে জড়িয়ে আন্ট ফুঁপিয়ে উঠলেন। 'আমার মিষ্টি ছেলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে....'

'কিন্তু সে একবারও ধন্যবাদ বলেনি,' হেসটিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। 'সে শুধু বলেছে হ্যারি যে একটা বাড়তি ঝামেলা সেটা সে মনে করে না!'

'হ্যা,কিন্তু ডাডলের মুখ থেকে ও কথার মানে অনেকটা আই লাভ ইউ'র মতোই,' বিরক্ত এবং হাসির চেষ্টার মাঝামাঝি থেকে হ্যারি বলল। আন্ট পেটুনিয়া এমনভাবে ডাডলেকে ধরে রেখেছেন যেন এই মাত্র একটি আগুন লাগা ঘর থেকে সে হ্যারিকে উদ্ধার করেছে।

'আমরা কি যাচ্ছি, নাকি যাচ্ছি না!' ভেরনন গর্জন করে বললেন। লিভিং রুমের দরোজায় দেখা গেল ভেরননকে। 'আমি ভেবেছিলাম আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ- আমাদের সময় খুব কম,' বলল ডেডালুস ডিগ্‌ল। সে এতক্ষণ হতবাক হয়ে হ্যারিদের মধ্যকার বিষয়গুলো দেখছিল। এবার সে যেন নিজের ভেতরে গুটিয়ে সচেতন হয়ে উঠল। 'আমাদের এখনই চলে যেতে হবে। হ্যারি–'

সে দ্রুত সামেন পা বাড়াল এবং নিজের দুই হাত দিয়ে হ্যারির হাত ধরে

ঘোরাল।

'গুড লাক হ্যারি। আশা করি আমাদের আবার দেখা হবে। যাদু জগতের সবার ভরসা এখন তোমার কাঁধে।'

'হ্যা,' বলল হ্যারি। 'ঠিক আছে,ধন্যবাদ।'

'বিদায় হ্যারি,' হেসটিয়া হ্যারির হাত ধরে বলল। 'আমরা তোমার আছি।'

'আমার ধারণা সব কিছু ঠিকঠাক আছে,' সামনে আন্ট পেটুনিয়া এবং ডাডলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হ্যারি বলল।

'ওহ, আমি নিশ্চিত যে আমাদের বেশ ভালো বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হবে,' ডেডালুস ডিগল আনন্দের সঙ্গে বলল। রুম থেকে বের হওয়ার সময় সে তার মাথার হ্যাটটি তুলে অভিবাদন করল। হেসটিয়া তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল।

ডাডলে নিজেকে মায়ের কাছ থেকে আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিল এবং হ্যারির কাছে এসে দাঁড়াল, যে হ্যারি মনে মনে ভাবছিল এখনি তাকে যাদুর ভয় দেখাবে, অতি কষ্টে নিজেকে দুষ্টুমীর লোভ থেকে নিবৃত রেখেছে । ডাডলে তার বড় গোলাপী হাতটা বের করল।

'কী অবাক কান্ড, ডাডলে,' হ্যারি বলল। পেটুনিয়া আবারো ফুঁপিয়ে উঠতে শুরু করেছেন। 'ডেমেনটররা কি তোমার মধ্যে অন্যরকম চরিত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে?'

'জানি না', ডাডলে বিড়বিড় করে বলল। 'দেখা হবে হ্যারি।'

'হুম...' হ্যারি বরল। সে ডাডলের হাত ধরে ঝাঁকি দিল। 'হয়তোবা, নিজের দিকে খেয়াল রেখো বিগ ডি।'

ডাডলে প্রায় হেসেই ফেলেছিল। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হ্যারি তার ভারী পায়ের শব্দ পেল পাথরের পথের ওপর। তারপরই গাড়ির একটি দরোজার লাগানোর শব্দ পেল।

আন্ট পেটুনিয়া রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। শব্দ পেয়ে তিনি চারদিকে তাকালেন। তাকে দেখে মনে হলো হ্যারির সঙ্গে নিজেকে একা দেখবেন এটা আশা করেননি। দ্রুত তার ভেজা রুমালটি পকেটে পুরে রাখলেন। বললেন, আচ্ছা, বিদায়। তারপর হ্যারির দিকে না তাকিয়ে দরোজার দিকে পা বাড়ালেন।

'গুডবাই', হ্যারি বলল।

তিনি থামলেন এবং ফিরে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য হ্যারির অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো তিনি হ্যারিকে কিছু বলতে চান। তিনি হ্যারির দিকে তাকিয়ে একটি অস্বাভাবিক চাহনি দিলেন এবং মনে হলো কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর দ্রুত পায়ে স্বামী এবং সন্তানের পেছনে ছুটলেন।

অধ্যায়-৪

সাতটি পটার

হ্যারি দৌড়ে দোতালায় বেডরুমে গেল। সেখান থেকে ঠিক সময়মতো জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, ডারসলেদের গাড়িটি বের হয়ে বাঁক নিয়ে রাস্তায় উঠে যাচ্ছে। পেছনের সিটে আন্ট পেটুনিয়া এবং ডাডলের মাঝখানে ডেডালুসের টুপির উপরের অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রাইভেট ড্রাইভের শেষ প্রান্তে গাড়িটা বাঁক নেয়ার সময় শেষ বিকেলের রোদ গাড়ির কাচে ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হ্যারি হেডউইগের খাঁচা, ফায়ারবোল্ট এবং তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা নিল। তার অস্বাভাবিক ছোট শোয়ার রুমটির দিকে একবার চোখ বুলালো। তারপর বিষণ্নভাবে নিচের তলায় নেমে এলো। খাঁচা, ক্রুমস্টিক এবং ব্যাগটি সিঁ-ড়ির কাছে রাখল। তখন দিনের আলো দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আলোর ছায়ায় ঘর ভরে উঠেছে। এই নিস্তব্ধতার ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে হ্যারির অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। বিশেষ করে যখন তার মনে হলো যে শেষবারের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। অনেক আগে, যখন ডারসলে পরিবার তাকে একা রেখে বেড়াতে যেত, তখন সে সময়টাতে তার কিছু করার থাকত না। মাঝে মাঝে ফ্রিজ থেকে মজার মজার খাবার বের করে খাওয়া এবং দোতালায় উঠে ডাডলের কম্পিউটার নিয়ে খেলা। অথবা টিভি খুলে প্রিয় অনুষ্ঠানের জন্য চ্যানেল ঘোরাতো।

ওরা বাড়িতে থাকলে এগুলো সে কখোনই করতে পারত না। ওই সময়ের কথা ভেবে একটা অস্বাভাবিক শুন্যতা দেখা দিল হ্যারির। এমন মনে হলো যেন ছোট ভাইকে হারানোর বেদনা তাকে আকুল করছে।

'এই জায়গাটিকে তুমি শেষ বারের মতো দেখে নিতে চাও না?' সে হেডউগকে জিজ্ঞেস করল। হেডউইগ তখনো মাথা পালকের নিচে গুঁজে দিয়ে গোমড়া হয়ে বসে আছে। 'ভাবতে পার আমরা আর কখনো এখানে আসব না। তুমি কি এখানকার চমৎকার সময়গুলো একবারও মনে করতে চাও না? দরোজার পাপোষটা দেখো, কিছু মনে পড়ে... ডেমেনটরদের হাত থেকে আমি যখন ডাডলেকে রক্ষা করেছিলাম তখন ও এটার উপর বমি করে দিয়েছিল... চলে যাওয়ার সময় ডাডলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তুমি কী এটা বিশ্বাস করতে পারো?... এবং গত গ্রীষ্মে ডাম্বলডোর এই দরোজা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল...'

হ্যারি কিছু সময়ের জন্য চিন্তায় হারিয়ে গেল। হেডউইগ হ্যারির চিন্তায় বাধা দিল না, নীরবে পাখার নিচে মুখ গুজে রইল। হ্যারি সামনের দরোজার দিক থেকে পেছনের দিকে ফিরল।

'আর এই জায়গায় হেডউইগ–' হ্যারি সিঁড়ির নিচের দরোজাটা টেনে খুলল। 'এখানেই আমি ঘুমাতাম। সে সময় তুমি আমাকে জানতে না। আহা, এই জায়গাটা যে ছোট সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম...'

হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে জুতো আর ছাতাগুলো দেখল। মনে পড়ল প্রতিদিন সকালে সে কীভাবে ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ির ধাপের দিকে তাকাতো একটা বা দুটো মাকড়শা দেখতে। সেই দিনগুলো ছিল নিজের প্রকৃত পরিচয় জানার আগের সময়। তখনো সে জানত না তার বাবা-মা কীভাবে মারা গেছে, অথবা কেন তার আশে-পাশে এতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কিন্তু হ্যারির এখনো মনে আছে যে সে সময়ের স্বপ্নগুলো তাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে। সেই নানা রকম এলোমেলো অস্পষ্ট স্বপ্নগুলোতে সবুজ আলোর আভা ছড়িয়ে থাকত। একবার হ্যারির স্বপ্নে দেখা

একটি উড়ন্ত মটরসাইকেলে এমন একটি বর্ণনা শুনে ভেরনন প্রায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফিলেছিলেন....

কোথা থেকে হঠাৎ একটি কান ফাটানো বিকট শব্দ ভেসে এলো। হ্যারি মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা করল এবং নিচু দরোজার ফ্রেমের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল। সে অল্প একটু সময় নিয়ে ভেরননের প্রিয় আপ্ত বাক্যগুলো আওড়ালো। এরপর এলোমেলো পায়ে রান্নাঘরের দিকে ফিরে গেল। মাথাটা চেপে ধরে পেছনের বাগানের দিকে তাকাল।

বাইরের অন্ধকার যেন দুলে দুলে উঠছে। বাতাস কাঁপছে। এরপর একে একে

ছায়া অবয়বগুলো শব্দ করে দৃশ্যমান হতে থাকল এবং ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হলো। দৃশ্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল হ্যাগ্রিডকে। তার মাথায় হেলমেট এবং চোখে সানগ্লাস। সে একটি বিশাল মোটরসাইকেলের ওপর বসে আছে। সাইকেলটির সঙ্গে কালো সাইডকার যুক্ত। অন্য সবাই লম্বা ঝাড়ুর ওপর বসে তাকে ঘিরে আছে। এছাড়া ছিল দু'টি কঙ্কালের মতো লিকলিকে পাখাওয়ালা ঘোড়া।

ধাক্কা দিয়ে পেছনের দরোজা খুলে হ্যারি দ্রুত ওদের মাঝখানে চলে এলো। হ্যারিকে পেয়ে সকলেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। হারমিয়ন হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। রন ওর পিঠের উপর চাপড় দিল এবং হ্যাগ্রিড বলল, 'সব ঠিক আছে হ্যারি? এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?'

'অবশ্যই,' হ্যারি বলল। সবার দিকে তাকিয়ে বড় করে হাসল, 'কিন্তু তোমরা এতজন আসবে এটা একেবারেই আমি আশা করিনি।'

'পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে', ম্যাড-আই গম্ভীরভাবে বলল। তার হাতে বিশাল দুটি ব্যাগ । তার যাদুর চোখ দু'টো অন্ধকার আকাশের দিক থেকে শুরু করে ঘর এবং বাগানের দিকে দ্রুত ঘুরছে। 'চলো তোমার সঙ্গে কথা বলার আগে আমরা ভেতরে যাই।'

হ্যারি সবাইকে কিচেনে নিয়ে এলো। কেউ চেয়ারে বসল, কেউ ঝকঝকে মেঝেতে বসল। কেউবা আন্ট পেটুনিয়ার ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসগুলোর সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাশা করে গল্প করতে থাকল। রন লম্বা, একহারা গড়নের, হারমিয়নের ঝাঁকড়া চুলগুলো লম্বা সিল্কের ফিতা দিয়ে পেছনে টেনে বাঁধা। ফ্রেড এবং জর্জ একই রকম করে হাসছে। বিলের গায়ের চামড়ায় ভয়ানক রকমের লাল তিল, মাথায় লম্বা চুল। মি.উইসলির মায়াভরা মুখ, মাথায় টাক। তার চশমাটা চোখের ঠিক জায়গায় নেই। ম্যাড-আই লড়াইয়ে একটা পা হারিয়েছে। তার তীব্র নীল চোখ দুটো কোটরের ভেতর দ্রুত ঘোরাফেরা করছে। টঙ্কের ছোট করে ছাটা চুলের ওপর উজ্জ্বল গোলাপি রং করা যা সে খুবই পছন্দ করে। ফ্লয়ার, একহাড়া গড়নের এবং তার লম্বা সোনালি চুলগুলো খুবই সুন্দর। কিংসলে কালো, মাথায় টাক, চওড়া কাঁধ। হ্যাগ্রিডের মাথায় বন্যচুল এবং মুখভরা দাড়ি। সে বাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে মাথাটা ছাদের সঙ্গে না লাগে। আর মুন্ডুঙ্গুস ছোট খাটো,নোংরা এবং মলিন চেহারা। নিচের দিকে নামানো চোখ দুটো ছোট পা'ওয়ালা কুকুরের মতো। জট পাকানো চুল। সবাইকে দেখে হ্যারির মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সে সবার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। এমনকি মুন্ডুঙ্গুসের জন্যও, যাকে সে এর আগে একবার গলা টিপে মেরেই ফেলতে চেয়েছিল।

'কিংসলে, আমি ভেবেছিলাম তুমি মাগলদের প্রধানমন্ত্রীর দেখাশোনা করছ।' রুমের এক প্রান্ত থেকে হ্যারি বলল।

'আমাকে ছাড়া তিনি একরাত থাকাত পারবেন, অসুবিধা হবে না', কিংসলে **বলল**। 'তুমি বরং এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যারি, ধারণা কর তো বিষয়টি কি?' সে ওয়াশিং মেশিনের উপরে যে জায়গাটিতে বসে আছে সেখান থেকে বাঁ হাতটি একটু বাড়িয়ে বলল, তার হাতের আঙুলে একটি আংটি চকচক করছে।

'তুমি বিয়ে করেছ!' হ্যারি চোখ বিস্ফারিত করে চিৎকার করে বলে উঠল। সে তখন টংকস এবং লুপিনের দিকে তাকাল।

'আমি দুঃখিত হ্যারি যে বিয়েতে তোমার থাকা হয়নি। এটা ছিল একেবারে কোনো অনুষ্ঠানবিহীন।'

'খুবই ভালো কথা, অভিনন্দন–'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আরো সময় আছে আমরা পরে ঘটা করে একটা আয়োজন করব।' সবার গুঞ্জনের মধ্যে মুডি উচ্চস্বরে বলল। কিচেনে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মুডি ব্যাগগুলো তার পায়ের উপর ফেলল এবং হ্যারির দিকে ফিরে তাকাল।

'সম্ভবত ডেডালুস তোমাকে বলেছে, আমাদেরকে প্ল্যান পরিবর্তন করতে হয়েছে। পিয়াস থিকনেসে আমাদের পক্ষ ত্যাগ করায় আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে। সে এই হাউসকে ফ্লু নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করেছে। ভিতরে-বাইরে সে পোর্টকি ব্যবহার করেছে। এগুলো সে করেছে তোমার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে, যেন ইউ-নো-হু তোমার ক্ষতি না করতে পারে এই অজুহাতে। তোমার মা'র রক্ষাকবচ আছে জেনেও এটা করা একেবারেই নিরর্থক। সে আসলে এখান থেকে তোমার নিরাপদে বের হয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছে।

'দ্বিতীয় সমস্যা হলো তোমার বয়স এখনো কম, তার মানে তুমি এখনো ট্রেসের নিয়ন্ত্রাণাধীন'

'আমি মনে করি না–'

'ট্রেস, ট্রেস!' অস্থিরভাবে বলল ম্যাড-আই। 'এটা হলো মন্ত্র যা নাকি সতেরো বছরের কম বয়সীদের যাদু কর্মকাণ্ডকে খুঁজে বের করে। এই কাজটির মাধ্যমেই মন্ত্রণালয় কম বয়সীদের যাদু করা রোধ করে। যাদুর অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য। তুমি বা তোমার আশেপাশের কেউ যদি এখান থেকে যাওয়ার সময় যাদু ব্যবহার করো, সঙ্গে সঙ্গে তা থিকনেসে জেনে যাবে এবং ওর মাধ্যমে জেনে যাবে ডেথ-ইটাররা।'

'আবার আমারা ট্রেস ভেঙে যাওয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না। কারণ যখন ঠিক সতেরো বছরে পা দেবে তখন তুমি তোমার মায়ের দেয়া সব

নিরাপত্তা হারাবে। মোটকথা পিয়াস থিকনেসে ভাবছে সে তোমাকে তার নাগালের মধ্যে পেয়েছে।'

হ্যারির আর কিছু করার ছিল না, অচেনা থিকনেসের বেড়াজাল মেনে নেয়া ছাড়া।

'তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?' অসহায় ভাবে হ্যারি জিজ্ঞেস করে।

'এখন আমরা এসবের বাইরে অন্য যে সব ট্রান্সপোর্ট আছে সে সব ব্যবহার করতে পারি। যা ট্রেস খুঁজে বের করতে পারবে না। কারণ ওগুলো ব্যবহার করতে আমাদের কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে না। ওগুলো হলো ঝাড়ু, থেস্ট্রালস এবং হ্যাগ্রিডের মোটরবাইক।'

হ্যারি এই পরিকল্পনার মধ্যে ফাঁক দেখতে পেল। কিন্তু তারপরও চুপ থাকল। ম্যাড-আইকে সুযোগ দিল বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে।

'এখন দুটি শর্তের ওপর তোমার মায়ের মন্ত্র ভেঙে যেতে পারে। যখন তোমার বয়সটা পুরণ হবে, অথবা-' মুডি পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটির চারদিকে ইঙ্গিত করল। 'এই বাড়িটিকে তুমি আর নিজের বাড়ি বলতে পারবে না। আজ রাত থেকেই তুমি এবং তোমার আঙ্কল আর আন্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছ। নিজেদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে তোমরা আর কখনো এক জায়গায় থাকবে না। ঠিক?'

হ্যারি মাথা দোলাল।

'সুতরাং তুমি যখন এখান থেকে চলে যাবে তখন আর ফেরা চলবে না। তুমি রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে মন্ত্র আর কোনো কাজ করবে না। আমরা চাই এটা তাড়াতাড়ি ভেঙে তোমাকে বিকল্প নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে। সতেরো বছর বয়স হওয়া মাত্রই ইউ-নো-হু তোমাকে আক্রমণ করতে চলে আসবে।'

'আমাদের সূত্র থেকে একটা বিষয় জানতে পেরেছি তা হলো ইউ-নো-হু জানে না যে আমরা আগেভাগেই তোমাকে আজ সরিয়ে নিচ্ছি। আর আমরা মিনিস্ট্রিতে ভুল তথ্য প্রচার করেছি যে তুমি তিরিশ তারিখের আগে এখান থেকে যাচ্ছ না। তা সত্ত্বেও আমরা আরো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। শুধুমাত্র ভুল তারিখের ওপর নির্ভর করে থাকছি না। কে জানে সে এই অঞ্চলের আকাশে কয়েকটি ডেথ-ইটার পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারে পাহাড়া দিতে। এমন হতে পারেই। তাই আমরা এক ডজন আলাদা আলাদা বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি এই কারণে। আমরা তোমাকে যেখানে লুকাতে পারি সে স্থানগুলো দেখতে সব একই রকম। সে সব বাড়িগুলোর সবগুলোর সঙ্গে অর্ডারের একটি যোগাযোগ আছে। আমার বাড়ি, কিংসলের স্থান, মলির আন্ট মুরিয়েলসের বাড়ি--তুমি বুঝতে পেরেছ নিশ্চই?

'উম-হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। কিন্তু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছে না। কারণ সে পরিকল্পনার ভেতর এখনো ফাঁক দেখতে পাচ্ছে।

'তোমাকে ওই বাড়িতে নিরাপত্তা মন্ত্রে সুরক্ষিত রাখা হবে, আর সেখানে লুকানো জায়গায় তুমি পোর্টকি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। আর কোনো প্রশ্ন?'

'এহ... হ্যাঁ' হ্যারি বলল। 'প্রথমে হয়তো তারা বারোটি নিরাপদ বাড়ির কোনটি তে যাচ্ছি তা বুঝতে পারবে না, কিন্তু এটা কি তারা পরে বের করতে পারবে না-' সে দ্রুত উপস্থিত মুখগুলো একবার দেখল- 'যখন আমাদের চৌদ্দজন টঙ্কের বাবা-মায়ের বাড়ির দিকে যাবে?'

'আহ,' মুডি বলল। 'আমি মূল পয়েন্টটা বলতে ভুলে গেছি। আমরা চৌদ্দজনই টঙ্কের বাবা-মায়ের বাড়ির দিকে উড়ে যাব না। আজ রাতে সাতটি হ্যারি পটার আকাশে উড়ে যাবে। প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে সঙ্গী থাকবে। প্রতিটি জোড়া একটি করে নিরাপদ বাড়ির দিকে যাবে।'

আলখাল্লার ভেতর থেকে মুডি এবার একটি বোতল বের করল। দেখতে কাদার মতো। তাকে আর মুখে কোনো কথা বলতে হলো না। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার বাকি বিষয়টুকু বুঝে ফেলল।

'না!', সে উচ্চস্বরে বলল। তার গলার আওয়াজ পুরো কিচেনে ঘুরপাক খেল। 'কোনো মতেই না!'

'আমি আগেই ভেবেছিলমি, তাদেরকে বলেছিও তুমি বিষয়টি এভাবেই নেবে,' হারমিয়ন বলল। তার ভেতরে একটি স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল এই ভেবে যে ওর কথাটাই ঠিক হলো। হ্যারি কখনোই নিজের জন্য অন্যকে বিপদে ফেলতে চাইবে না।

'তোমরা কি মনে করো, আমি আরো ছয় জনের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারি-'

'এই কারণে যে আমাদের সবার জন্য এটা প্রথম অভিজ্ঞতা', রন বলল।

'এটা নয়, আমার রূপ ধারণ করে বিপদের ঝুঁকিতে পরা আর এক কথা-'

'তোমার কথা বুঝেছি, আমরা কেউ বিষয়টিকে হালকা করে দেখছি না হ্যারি,' সাগ্রহে ফ্রেড বলল। 'ভেবে দেখো, তোমার যদি বিপদ ঘটে যায় তাহলে চির জীবনের জন্য আমাদের গ্লানি থেকে যাবে।'

হ্যারি হাসতে পারল না।

'আমাকে ছাড়া এ কাজ তোমরা করতে পারবে না, এটা তো জানো। চুলের জন্য তোমাদের আমার দরকার হবেই।'

'এর মানে হলো এই পরিকল্পনা ঝেড়ে ফেলা,' জর্জ বলল। 'তুমি না চাইলে তোমার চুল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আমাদের নেই।'

'আমরা তেরোজন যা চাই, তার বিরুদ্ধে একজন যে আমাদেরকে যাদু ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। তাহলে আমাদের কোনো সুযোগই নেই।' ফ্রেড বলল।

'ফানি, হ্যারি বলল। 'সত্যিই মজার ব্যাপার।'

'যদি জোর করা যায় তাহলে হবে,' মুডি ক্ষুব্ধস্বরে বলল। তার যাদুর চোখ দুটো কোটরের ভিতরে কেঁপে উঠল। সে হ্যারির দিকে তাকাল। 'এখানে সবারই পরিণত বয়স হয়েছে পটার, তারা প্রত্যেকেই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।'

মুন্ডুঙ্গুস বিরক্তির ভাব নিয়ে মাথা দোলালো। তার যাদুর চোখ দু'টো ঘুরিয়ে চারদিকে দেখল। তারপর মুডির মাথার ওপর দিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল।

'এখন আর কোনো বিতর্ক নয়। সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার সামান্য কিছু চুল চাই এবং এখন।'

'কিন্তু এটা পাগলামি, এর কোনো প্রয়োজন নেই-'

কোনো প্রয়োজন নেই! রাগতস্বরে মুডি বলল। 'সেখানে ইউ-নো-হু আছে এবং তার সঙ্গে আছে অর্ধেক মন্ত্রণালয়। পটার, আমাদের ভাগ্য যদি ভালো হয় তাহলে সে টোপ গিলবে এবং তিরিশ তারিখে তোমাকে আক্রমণের পরিকল্পনা করবে, কিন্তু সে যদি পাগল না হয়ে থাকে তা' হলে চোখ রাখার জন্য একটা বা দু'টো ডেথ ইটার পাহারায় বসাবেই, আমি হলে তাই করতাম। তোমার কাছে তারা আসতে পারেনি কারণ এই বাড়ি তোমার মায়ের মন্ত্র দ্বারা বেষ্টিত । কিন্তু এখন সেটা ভেঙে যাওয়ার পথে এবং এলাকার অবস্থা সম্পর্কে তারা মোটামুটি জানে। আমাদের একমাত্র সুযোগ হলো ওদের ধোকা দিতে চেষ্টা করা। এমনকি ইউ-নো -হু সাতটি অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে না।' হ্যারির চোখ হারমিয়নের চোখে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যদিকে তাকাল।

'দেখ পটার, তোমার কিছু চুল, যদি তুমি দয়া করে দাও।'

হ্যারি রনের দিকে তাকাল। রন কটকট করে তার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিল দিয়ে দাওয়ার জন্য।

'এখন!' মুডি চিৎকার করে বলল।

সবার চোখ তখন হ্যারির দিকে। হ্যারি মাথার উপর হাত রেখে কোঁকড়ানো চুল টান দিয়ে তুলল।

'গুড, মুডি বলল। ফ্লাস্কের মুখ টেনে খুলতে খুলতে বলল, 'ঠিক এর ভিতরে, যদি দয়া করো।'

হ্যারি চুলগুলো কাদার মতো দেখতে তরল পদার্থের মধ্যে ফেলল। কাদার মতো তরল পদার্থের সংস্রবে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফোমের মত বুদ্বুদ আকার ধারণ করে ধোয়ায় পরিণত হলো। একই সঙ্গে উজ্জ্বল সোনালি রঙ ধারণ করল।

'উহ, তোমাকে এখন ক্র্যাবল এবং গয়েলের চেয়ে অনেক বেশি মজার দেখাচ্ছে হ্যারি।' হারমিয়ন বলল। সঙ্গে সঙ্গে রনের ভুরু তোলাটা দেখল। লজ্জায় একটু লাল হয়ে সে আবার বলল, 'ওহ! তুমি বুঝতে পেরেছে আমি কী বলতে

চেয়েছি, মানে গয়েলের পোশন দেখতে অনেকটা কাদার মতো।'

'তাহলে এখন, নকল পটাররা দয়া করে লাইন ধরে দাঁড়াও।' মুডি বলল।

রন, হারমিয়ন, ফ্রেড, জর্জ এবং ফ্লয়ার লাইন ধরে দাঁড়াল পেটুনিয়া আন্টের ঝকঝকে বেসিনের সামনে।

'আমাদের একজন কম,' লুপিন বলল।

'এই যে', অকস্মাৎ বলে উঠল হ্যাগ্রিড। সে মুন্ডুঙ্গুসকে তার ঘাড়ের কাছে ধরে উঁচু করে এনে ফ্লয়ারের কাছাকাছি ধপাস করে ফেলল। ফ্লয়ার নাক চুলকাতে চুলকাতে ফ্রেড এবং জর্জের মাঝখানে চলে এলো।

'আমার কাছে টোল্ডজার আছে, আমি শীঘ্রই প্রোটেক্টর হতে পারি।' মুন্ডুঙ্গুস বলল।

'এসব বন্ধ করো,' মুডি বলল। 'আমি ইতিমধ্যেই তোমাদের বলেছি আমাদের যাওয়ার পথে যদি ডেথ-ইটার থাকতে পারে, তারা চাইবে হ্যারিকে ধরতে, কিন্তু তাকে তারা নিজেরাই হত্যা করবে না। ডাম্বলডোর সব সময় বলতেন যে ইউ-নো -হু পটারকে নিজের হাতে হত্যা করতে চায়। কিন্তু যারা তাকে নিরাপত্তা দেবে তাদেরই সবচেয়ে বড় ভয়, ডেথ-ইটাররা বরং তাদেরকেই হত্যা করতে চাইবে।'

মুন্ডুঙ্গুসকে বিশেষ করে খুব একটা স্বস্তি পেল বলে মনে হলো না, কিন্তু মুডি আধা ডজন ডিমের আকারের গ্লাস বের করল তার আলখাল্লার ভেতর থেকে। সবার হাতে সেগুলো দিয়ে একটু একটু করে পোশন ঢালল প্রত্যেকটিতে।

'সবাই একসঙ্গে, তারপর...'

রন, হারমিয়ন, ফ্রেড, জর্জ, ফ্লয়ার এবং মুন্ডুঙ্গুস একতালে পান করল। পোশন গলায় ধরার কারণে সবাই মুখ বিকৃত করল এবং তার হেঁচকি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কিছু কিছু শারিরীক বৈশিষ্ট পাল্টে গিয়ে তেলতেলে পিচ্ছিল ভাব এলো। হারমিয়ন এবং মুন্ডুঙ্গুস সাইজে কিছুটা বড় হয়ে গেল। আর রন ফ্রেড এবং জর্জ কিছুটা খাটো হলো। ওদের চুলগুলো কালো হয়ে গেল। হারমিয়ন এবং ফ্লয়ারের মনে হলো শরীরের বাড়ন্ত অংশ মাথার খুলির ভিতরের দিকে চলে এলো।

মুডিকে দেখা গেল পুরোপুরি নিরুত্তাপ। সে তার সঙ্গে করে আনা বড় ব্যাগটির মুখ খুলছিল। যখন সে সোজা হয়ে দাড়াল তখন দেখল ছয়টি হ্যারি পটার তার সামনে জোরে জোরে এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ফ্রেড এবং জর্জ দ'জন দু'জনের দিকে ফিরে একই সঙ্গে বলল, 'ও! আমরা এখন হুবহু এক রকম!'

'যদিও আমি নিজেকে এখন দেখিনি, কিন্তু আমার মনে হয় আমি দেখতে বেশি ভালো।' ফ্রেড চকচকে কেতলির ওপর নিজেকে দেখতে চেষ্টা করে বলল।

'এহ্,' মাইক্রোওয়েভের ডালায় নিজেকে দেখে ফ্লয়ার বলল, 'বিল, আমার

দিকে তাকাবে না। আমি এখন অন্যরকম।'

'যাদের পোশাক একটু ঢিলেঢালা হয়ে গেছে তাদের জন্য এখানে ছোট কাপড় আছে,' মুডি তার ব্যাগটির দিকে নির্দেশ করে বলল। 'এবং একই রকমভাবে উল্টোটাও আছে। চশমার কথা ভুলো না। এখানে ব্যাগের সাইড পকেটে ছয় জোড়া চশমা আছে। তোমাদের পোশাক পড়া হলে দেখবে অন্য ব্যাগটার ভিতরে লাগেজ আছে।'

আসল হ্যারি ভাবল, সে জীবনে অনেক চরম অস্বাভাবিক ঘটনা দেখেছে, কিন্তু এটা হবে তার জীবনে দেখা সবচেয়ে অদ্ভূত ঘটনা। সে দেখল তার নকল ছয়জন পটার বড় ব্যাগের ভেতরে হাতাহাতি করছে। কাপড় বের করছে, চশমা বের করে পড়ছে, কেউবা নিজের জিনিসগুলো আলাদা করে রাখছে। হ্যারির মনে হলো ওদেরকে বলা দরকার তার নিজের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সবার ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত। কারণ ওরা সবাই নির্দ্বিধায় জামাকাপড় খুলতে শুরু করেছে। ওরা হ্যারির শরীর ধারণ করায় অনেক সহজে কাপড় খুলতে পারছে, নিজেদের শরীর হলে এতটা সহজ হতে পারত না।

'আমি জানতাম গিন্নি ওই টাট্টু নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছে,' রন নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যারি, তোমার চোখের দৃষ্টিটা ভারি খারাপ,' হারমিয়ন চশমা পড়তে পড়তে বলল।

পোশাক পড়ার পর নকল হ্যারিরা পিঠে ঝোলানো ছোট ব্যাগ নিল। বড় ব্যাগটি থেকে একটা করে পেচার খাঁচা নিল। ভেতরে একটি করে মোটাতাজা বরফের মতো সাদা পেঁচা।

'গুড,' চশমা পরিহিত, কাঁধে ব্যাগের বোঝা নিয়ে প্রস্তুত সব ক'জন হ্যারিকে দেখে মুডি বলল। 'প্রতিটি জোড়া হবে এরকম, মুন্ডুঙ্গুস যাবে আমার সঙ্গে, আমরা ব্রুমে যাব–'

'আমি তোমার সঙ্গে কেন?' পেছনের দরোজার কাছাকাছি থেকে ওই হ্যারিটা বলল।

'কারণ তুমিই একমাত্র যাকে লক্ষ্য রাখা দরকার।' গম্ভীরভাবে মুডি বলল। এটা নিশ্চিত যে তার যাদুর চোখ মুন্ডুঙ্গুসের থেকে সরেনি। সে বলতে থাকল, 'আর্থার এবং ফ্রেড–'

'আমি জর্জ,' মুডি যে দু'জনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিল তাদের একজন বলল। 'আমরা হ্যারি হওয়ার পর তুমি আমাদের আলাদা করে বলতে পারছ না?'

'দুঃখিত জর্জ–'

'আমি শুধু তোমার যাদু কাঠিটা ঝাঁকি দিলাম, আমি আসলে ফ্রেড–'

'অনেক ঝামেলা হচ্ছে!' ধমকের সুরে মুডি বলল। 'অন্যজন, জর্জ বা ফ্রেড বা যেই হও তুমি যাবে রেমুসের সঙ্গে। মিস ডেলাকুর–'

'আমি ফ্লয়ারকে থেস্ট্রালে করে নিচ্ছি,' বিল বলল। 'সে ব্রুম অতটা পছন্দ করে না।'

ফ্লয়ার হেঁটে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এমন বিনয় ও মমতার সঙ্গে তাকাল যে হ্যারির অন্তরের ভেতর থেকে আশা করল সে যেন আর নিজের মুখটি ফিরে না পায়।

'মিস গ্র্যাঞ্জার যাবে কিংসলের সঙ্গে, ওরাও থ্রেস্টালে'

কিংসলের হাসির উত্তর দেয়ার সময় হারমিয়নকে বেশ স্বস্তিতে দেখা গেল। হ্যারি জানে যে হারমিয়নও ব্রুমস্টিক খুব একটা পছন্দ করে না।

'এখন তুমি আর আমি বাকী, রন!' টঙ্কস আনন্দের সঙ্গে বলল। সে রনের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে পাশের মাটির একটি গাছে ধাক্কা খেল ।

রনকে হারমিয়নের মতো অতটা শান্ত দেখাচ্ছে না।

'আর তুমি আমার সঙ্গে হ্যারি, এটা ঠিক আছে?' হ্যাগ্রিড বলল। তাকে একটু একটু উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে। 'আমরা বাইকে চড়ে যাব, ব্রুম অথবা থ্রেস্ট্রাল আমার ভার বইতে পারবে না। বাইকের সিটে ওপর জায়গা নেই, সুতরাং তুমি বসবে বাইকের সাইডকার-এ।'

'ওহ! তাহলে তো ভালোই!' হ্যারি বলল। কিন্তু তার বলাটা পুরোপুরি সত্য না।

'আমাদের ধারণা ডেথ ইটাররা তোমাকে একটি ব্রুমে আশা করবে,' মুডি বলল। সে হ্যারির অনুভূতিটা ধরতে চেষ্টা করছে। 'স্নেইপ অনেক সময় পেয়েছে তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত তাদেরকে বলার জন্য, যা সে এর আগে বলতে পারেনি। সুতরাং আমরা যদি ডেথ ইটারদের মধ্য দিয়ে যাই তাহলে আসল হ্যারি হিসাবে তাকেই বেছে নেবে যে ব্রুমস্টিকে করে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। তাহলে ঠিক আছে সব,' সে নকল হ্যারিদের জামা কাপড় বড় ব্যাগে ঢুকিয়ে বাঁধল এবং দরোজার দিকে যেতে যেতে বলল। 'আমরা এখান থেকে রওয়ানা হব ঠিক তিন মিনিট পর। দরোজা বন্ধ করে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই, ডেথ ইটাররা যখন আসবে তখন বন্ধ দরোজা তাদের আটকাতে পারবে না... এসো...'

হ্যারি দ্রুত হলে ফিরে গেল তার পিঠে নেয়ার ব্যাগটি, ফায়ারবোল্ট এবং হেডউইগের খাঁচা আনতে। তারপর পেছনের অন্ধকার বাগানে অন্য সবার কাছে চলে এলো। চারদিকে ব্রুমস্টিকগুলো সবার হাতে লাফাচ্ছে। হারমিয়ন ইতিমধ্যেই কিংসলের সঙ্গে চমৎকার কালো থেস্ট্রালে উঠেছে। ফ্লয়ার বিলের সঙ্গে আরেকটিতে। হ্যাগ্রিড তার মটরবাইকের পাশে প্রস্তুত হয়ে আছে। তার চোখে

সানগ্লাস।

'এটাই সেটা, এটাই সাইরাসের বাইকটা?'

'একই রকম,' হ্যাগ্রিড হ্যারির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল । 'এবং শেষবার তুমি এটাতেই চড়েছিলে। আমার একহাতের জন্য এটা উপযুক্ত!'

হ্যারি বাইকের সাইডকারে গিয়ে বসল। সে নিজে একটু অপমানিত বোধ করলেও কিছুই করার রইল না। এর ফলে অন্য সবার চেয়ে হ্যারি কয়েক ফুট নিচে রইল। রন তার পাশ থেকে গর্বের হাসি দিল ঠিক একটা বাচ্চা যেমন গাড়ির বাম্পারে বসে গর্বের হাসি দেয়। হ্যারি তার ব্রুমস্টিক এবং ব্যাগটি পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। আর হেডউইগের খাঁচাটি দু' হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে রাখল। তার জন্য একেবারে চরম অস্বস্তিকর অবস্থা।

'আর্থার একটুআধটু মেরামতের কাজ করেছে,' হ্যারির অস্বস্তির দিকে কোনো লক্ষ্য না করেই হ্যাগ্রিড বলল। সে মটর বাইকের ওপর আসন নিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটি তার ভারে সামান্য কয়েক ইঞ্চি মাটির দিকে দেবে গেল। 'এখন এটির হাতলে কয়েকটি ভালো কৌশল আছে। এটা ছিল আমার আইডিয়া।'

সে তার মোটা আঙুল দিয়ে স্পিডমিটারের কাছে লাল একটা বোতাম দেখালো।

'প্লিজ মি. হ্যাগ্রিড, সাবধান থাকবেন,' ওদের পাশে দাঁড়ানো মি. উইসলি বলল। সে তার হাতে নিজের ব্রুমস্টিকটা ধরে আছে। 'আমার এখনো মনে হয় না যে এটার প্রয়োজন আছে। এটা শুধুমাত্র ইমার্জেন্সিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'তাহলে ঠিক আছে সব,' মুডি বলল। 'সবাই দয়া করে প্রস্তুত হও। আমি চাই আমরা সবাই একসঙ্গে রওয়ানা, অথবা মুখ্য সময়গুলোতে আমরা একসঙ্গে থাকব।'

সবাই যার যার ব্রুম উঁচু করে ধরল।

'শক্ত করে ধরো রন, টঙ্কস বলল। হ্যারি দেখল, রন টঙ্কসের কোমরের দু' পাশে হাত রাখতে রাখতে লুপেনের দিকে একটি দুষ্টামি ও লজ্জার চাহনি দিল। হ্যাগ্রিড কিক দিয়ে মটর বাইকটা চালু করল। সঙ্গে সঙ্গে বাইকটা ড্রাগনের মতো গর্জন করতে থাকল আর সাইডকারটি থর থর করে কাঁপতে শুরু করল।

'গুড লাক এভরিবডি,' মুডি বলল। 'তোমাদের সবার সঙ্গে বারোওতে দেখা হবে। তিন গোনার পর। এক... দুই... তিন'

মটর বাইক থেকে বিকট গর্জন হলো এবং হ্যারির মনে হলো সাইডকারটি বিশ্রীভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে। সে বাতাসের ভেতর দিয়ে দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে। চোখের কোনো দিয়ে সামান্য পানি বের হয়ে আসল। গতির কারণে চুলগুলো

পিছনের দিকে উড়ছে। তাকে ঘিরে ব্রুমগুলো নিয়ে বাকিরা উপরের দিকে উঠছে। থেস্ট্রালের লম্বা কালো লেজ সুরুত করে সামনে চলে গেল। হ্যারির দু'পা এতক্ষণ সাইডকারে হেডউইগের খাঁচা এবং ব্যাগের সঙ্গে লেগে ছিল। এতক্ষণ ব্যাথা অনুভূত হচ্ছিল কিন্তু এবার পায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে। একটাই অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল সে যে চার নম্বর প্রাইভেট ড্রাইভ এক ঝলক দেখে নিতেও ভুলে গেল। সে সাইডকারের ওপর থেকে যখন নিচে তাকানোর সুযোগ পেল, কিন্তু বলতে পারবে না যে সেটা কোন স্থান। তারা আকাশে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠে গেল-

ঠিক তখনই কোনো দিক থেকে নয়, কোনো কিছুর থেকে নয়, অকস্মাৎ তাদেরকে ঘিরে ফেলা হলো। অন্তত তিরিশটা মাথা ঢাকা শরীর শূন্য আকাশে একটি বিশাল বৃত্ত রচনা করল অর্ডার সদস্যদের উঠে আসার জায়গা ঘিরে।

চিৎকারের শব্দ, চারদিক থেকে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে শব্দ করল এবং মটরবাইক জোরে টান দিল। হ্যারি জানে না সে কোথায়। তার মাথার উপর তখন রাস্তার বাতির আলো। আশেপাশে চিৎকারের শব্দ। সে প্রিয় জীবনের মায়ায় শক্ত করে সাইডকারটি আঁকড়ে ধরে আছে। হেডউইগের খাঁচা, ছোট ব্যাগটি এবং ফায়ারবোল্ট পিছলে হাঁটুর নিচ থেকে সরে গেছে-

'না, হেডউইগ!'

ব্রুমস্টিকটি নিচে পড়ে ভনভন করে ঘুড়ছে। মটরবাইকটি আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলে সে কোনোক্রমে ব্যাগটির ফিতা এবং খাঁচার উপরের অংশ টেনে ধরল। এক সেকেন্ডের ব্যবধানে আবার তীব্র সবুজ আলো ঝলকে উঠল। পেঁচাটি ডেকে উঠল এবং খাঁচার ভেতর পড়ে গেল।

'না! না!'

মটরবাইক আবার দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যারি পলকের মধ্যে দেখল হ্যাগ্রিড বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ায় ডেথ-ইটারগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

হেডউইগ! হেডউইগ!

কিন্তু পেঁচাটি নিথর হয়ে পড়ে আছে খাঁচার ভেতর, যেন একটা খেলনা। সে হেডউগের বিষয়টি মানতে পারছে না। এবং অন্যদের জন্য তার উদ্বেগ আরো বেড়ে চলেছে। সে কাঁধের উপর দিয়ে সবুজ আলোর ঝলকের ভেতর দেখতে পেল অনেক মানুষ চলাফেরা করছে। দেখল ব্রুমে করে দুই জোড়া লোক উড়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না ওরা দুজন কারা -

'হ্যাগ্রিড, আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে! ফিরে যেতে হবে!' ইঞ্জিনের বিকট শব্দের ভেতর হ্যারি চিৎকার করে বলল। নিজের যাদুর কাঠিটা টেনে বের করল।

সেটা দিয়ে হেডউইগের খাঁচাটিতে ঢুকিয়ে তুলে নিল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে হেডউইগ মৃত। 'হ্যাগ্রিড ঘুরে যাও!'

'আমার কাজ হলো তোমাকে নিরাপদ করা হ্যারি!' সে হ্যারির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল এবং মটর বাইকের থ্রটল টেনে ধরল।

'থামো! থামো!' হ্যারি উচ্চস্বরে বলল। কিন্তু সে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখল দুই খন্ড সবুজ আলো। তার বাম পাশের কানের কাছ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। চারটি ডেথ ইটার বৃত্ত ভেঙে তাদের পিছু নিয়েছে। ওরা হ্যাগ্রিডের চওড়া শরীরের পেছনের দিকটাকে টার্গেট করেছে। হ্যাগ্রিড আচমকা দিক পরিবর্তন করল। কিন্তু ডেথ-ইটারগুলো পিছু ছাড়ল না। তাদের আরো কাছে চলে এলো। হ্যারিকে মাথা নিচু করতে হলো ওদের সঙ্গে সংঘর্ষ যাতে না হয়। হ্যারি শরীর মোচড় দিয়ে চিৎকার করে বলল,'স্টুপিফাই!' তার যাদুর ছড়ি থেকে এটা লাল আলো বের হয়ে ছুটে গেল ডেথ ইটারদের দিকে। পেছনে ধাওয়া করা চার ডেথ ইটার দ্রুত সরে গেল যাতে গায়ে না লাগে। সেই ফাঁক গলে আলোটা বেরিয়ে গেল।

'শক্ত করে ধরো, হ্যারি! এবার এটা ওদের বিরুদ্ধে কাজ হবে,' হ্যাগ্রিড গর্জন করে বলল। হ্যারি মাথা তুলে তাকাতেই দেখল হ্যাগ্রিড মোটা আঙুল দিয়ে একটি সবুজ বোতামে চাপ দিচ্ছে। এক্সজস্ট পাইপ থেকে পরিষ্কারভাবে একটি ইটের দেয়াল বের হয়ে আসল। গলা পর্যন্ত ওঠার পর হ্যারি দেখল সেগুলো শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল। তিনটি ডেথ-ইটার আঘাত থেকে সরে গেল। কিন্তু চতুর্থটির ভাগ্য ভালো ছিল না, সে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল এবং ধপাস করে একটা বোল্ডারের মতো পড়ে গেল। তার ব্রুমস্টিকটি কয়েক টুকরা হয়ে গেল। সহযোগী এক ডেথ-ইটার তাকে রক্ষা করতে গতি কমিয়েছিল। কিন্তু হ্যাগ্রিড তার গতি বাড়ানোর জন্য হ্যান্ডেলের ওপর ভর দিতেই ইটের দেয়াল ধোয়ার মাঝে ঢেকে গেল।

বাকী দুই ডেথ-ইটারের যাদু কাঠি থেকে হত্যা করার মতো মন্ত্র হ্যারির মাথার কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ওরা হ্যাগ্রিডকে লক্ষ্য করে ওগুলো ছুড়ছে। হ্যারি নিজের যাদু কাঠি থেকে অন্য আরেকটি স্পেল ছুড়ে দিল। মধ্যপথে লাল আর সবুজে সংঘর্ষ হল। চারদিকে বহু রঙ হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারির আতশবাজি ছোঁড়ার কথা মনে হলো। নিচের সাধারণ মানুষ যাদের কোনো ধারণা নেই কি হচ্ছে তাদের কথাও মনে হলো–

'আবারো হ্যারি, শক্ত করে ধরো!' উচ্চস্বরে হ্যাগ্রিড বলল। সে আরেকটি বোতামে চাপ দিল। এবার পাইপ দিয়ে একটি বিশাল জাল বের হয়ে আসল। কিন্তু

ডেথ ইটাররা সে জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা যে শুধু জাল থেকে সরে গেল তাই নয়, যে সহযোগীটি অজ্ঞান বন্ধুকে সাহায্য করতে পিছিয়ে পড়েছিল সে ওটা ধরে ফেলল। সে হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে আবির্ভূত হলো। এবার তিনজনই মটরবাইকের পেছনে ধাওয়া করল। তিনজনই তাদের কার্স ছুড়তে থাকল।

'এবার কাজ হবে, হ্যারি, শক্ত করে ধরো!' হ্যাগ্রিড চিৎকার করে বলল। হ্যারি দেখল সে স্পিডমিটারের পাশে একটি রঙীন বাটনের উপর জোরে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জনে ড্রাগন ফায়ার বের হয়ে এলো এক্সজস্ট পাইপের ভেতর থেকে। সেগুলো প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং নীল রঙের। ধাতব একটি ঘর্ষণের শব্দের সঙ্গে মটরবাইকটি বুলেট ছোড়ার মতো সামনে এগিয়ে গেল। হ্যারি দেখল এই ভয়ানক ধোঁয়া থেকে রক্ষা পেতে ডেথ ইটাররা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একই সঙ্গে লক্ষ্য করল সাইডকারটি বিপজ্জনকভাবে দুলছে। দ্রুত গতির ফলে মটরবাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এর ধাতব সংযোগ প্রায় টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

'এখন সব ঠিক আছে হ্যারি,' চিৎকার করে হ্যাগ্রিড বলল। এবার গতির কারণে তার পিঠ টানটান করল। এখন কেউ বাইকটা চালাচ্ছে না। বাইকের সংযুক্ত অংশের সঙ্গে সাইডকারটা ভয়ানক ভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে।

'আমি বাইকের ওপর আছি হ্যারি, ভয় নেই,' হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে বলল। তার জ্যাকেটের পকেট থেকে সে গোলাপি রঙের ছাতাটা টেনে বের করল।

' হ্যাগ্রিড! না! আমাকে দাও!

'রিপারো!'

একটা কান ফাটানো শব্দ হলো। এবং সাইডকারটা বাইক থেকে পুরোপুরি খসে গেল।

হ্যারি তীব্র গতিতে সামনের দিকে চলে গেল বাইকের গতি থেকে গতি পাওয়ার কারণে। তারপর সাইডকারটি ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল–

অস্থির হয়ে হ্যারি তার যাদুর কাঠিটা সাইডকারের দিকে তাক করে বলল, *'উইনগার্ডিয়াম লেভিওসা!'*

বোতলের ছিপির মতো এবার সাইডকারটি উপরে উঠতে শুরু করল। দিক পরিবর্তন করা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্তত পক্ষে বাতাসে ভেসে রইল। সেকেন্ডের কয়েক ভাগের একভাগ পরই ডেথ ইটারদের কার্স তাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল। ডেথ ইটার তিনটি অনেক কাছে চলে এসেছে।

'আমি আসছি হ্যারি!' হ্যাগ্রিড অন্ধকারের ভেতর থেকে উচ্চস্বরে বলে উঠল। কিন্তু হ্যারি বুঝতে পারল যে সাইডকারটি আবার তলের দিকে নেমে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে হ্যারি এগিয়ে আসা অবয়বগুলোর দিকে যাদুকাঠি তাক করল এবং

উচ্চস্বরে বলল, 'ইমপেডিমেনতা!'

কার্সটি মাঝখানের ডেথ ইটারের ঠিক বুকের উপর লাগল। এক মুহূর্তের জন্য সে ঈগলের মতো নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আকাশে রইল এবং তারপর একটি অদৃশ্য বাধার উপর আছড়ে পড়ল। তার সহযোগী একজনের সঙ্গে প্রায় তার ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।

সত্যি সত্যি সাইডকারটি পড়তে শুরু করল। অন্য ডেথ-ইটাররা হ্যারির দিকে এত কাছ থেকে কার্স ছুড়তে থাকল যে তাকে একেবারে সাইডকারের প্রান্ত পর্যন্ত নিচু হতে হলো। গুঁতো লেগে একটি দাঁত ভেঙে সিটের কাছে পড়ল।

'আমি আসছি! হ্যারি আমি আসছি!'

একটি বিশাল হাত হ্যারিকে তুলে নিল পতনোম্মুখ সাইডকার থেকে। মটর বাইক সিটে বসার আগেই হ্যারি সাইডকার থেকে নিজের ব্যাগটি ধরে ফেলল। নিজেকে আবিষ্কার করল হ্যাগ্রিডের পিঠের সঙ্গে মিশে বসে আছে। ওরা ডেথ-ইটার দুটো থেকে অনেক উপরে উঠে গেল। হ্যারির মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। সে পড়ে যেতে থাকা সাইডকারটির দিকে যাদুর কাঠিটা তাক করে উচ্চস্বরে বলল,কনফ্রিঙগো!

সে জানে যখন বিস্ফোরণ হবে তখন হেডউইগের জন্য মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক হবে। সাইডকারের কাছাকাছি ডেথ ইটারের ব্রুমটি ফেটে গেল এবং দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সঙ্গী ডেথ-ইটারটি পিছনে চলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হ্যারি, আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত' অনুশোচনার সঙ্গে হ্যাগ্রিড বলল। 'আমার নিজের এটা মেরামত করতে চেষ্টা করা উচিত হয়নি। এখন তোমার বসার জায়গার অসুবিধা হচ্ছে–'

'কোনো সমস্যা নেই, তুমি চলতে থাক।' হ্যারি উচ্চস্বরে বলল। ঠিক তখনই দেখা গেল দুটো ডেথ-ইটার আবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদের কাছাকাছি চলে আসছে।

আবার দু'পক্ষের মধ্যে কার্স ছোড়া শুরু হতেই হ্যাগ্রিড এঁকেবেঁকে, উল্টো পথ নিল। হ্যারি জানে যে সে খুবই ঝুঁকির মধ্যে বসে আছে, সুতরাং হ্যাগ্রিড ড্রাগন ফায়ার ব্যবহার করবে না। হ্যারি ওদের পিছু নেয়া ডেথ ইটারদের দিকে একটার পর একটা স্টানিং স্পেল ছুড়ে দিচ্ছে। সে আরো একটি কার্স ছুড়ে দিতেই কাছের ডেথ-ইটারটি দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করল এবং তার মাথা ঢেকে রাখা কাপড়টা মাথা থেকে সরে গেল। হ্যারি দেখল স্ট্যানলি শানপাইকের অদ্ভুত ভাবলেশহীন চেহারাটা... স্ট্যান–

'*এক্সপেলিয়ারমাস!*' হ্যারি চিৎকার করে বলল।

'এটাই ও! এটাই আসল হ্যারি!'

মাথা ঢাকা ডেথ-ইটারটি চিৎকার করে বলল। মটরবাইকের ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে হ্যারির কানে এলো। পর মুহূর্তে পিছু ধাওয়াকারী দুই ডেথ ইটার পেছনে পড়ে গেল এবং চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হ্যারি, কী হয়েছে?' হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে জানতে চাইল। 'ওরা কোথায় গেল?'

'আমি বুঝতে পারছি না!'

কিন্তু হ্যারির ভেতরে ভয় কাজ করতে থাকল। মাথা ঢাকা ডেথ-ইটারটা চিৎকার করে বলছিল, 'এটাই আসল'। সে জানলো কীভাবে? সে চারদিকের অন্ধকারের দিকে চোখ বুলালো এবং আতঙ্কিত হলো। ওরা ছিল কোথায়?

হ্যারি ঘুরে মটরবাইকের সামনের দিকে মুখ করে বসল এবং হ্যাগ্রিডের জ্যাকেটটা ধরে বসল।

'হ্যাগ্রিড, আবার ড্রাগনফায়ার ছুড়ে দাও। তারপর চলো এখান থেকে সরে যাই!'

'তাহলে শক্ত করে ধরো হ্যারি!'

'আরো একবার কান ফাটানো শব্দ হলো এবং মটরবাইকের এক্সজস্ট পাইপ থেকে নীল-সাদা আলো বের হয়ে গেল। হ্যারির মনে হলো সে অল্প যে জায়গাটুকুতে বসেছিল সেখান থেকে পিছলে পেছনের দিকে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাগ্রিড কোনোক্রমে একহাতে বাইকের হ্যান্ডেল ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলল।

'আমার মনে হয় আমরা ওদেরকে খুইয়েছি। আমরা কাজ করে ফেলেছি।' চিৎকার করে হ্যাগ্রিড বলল।

কিন্তু হ্যারি পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারল না। সে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে থাকল শত্রুদের উদ্দেশ্যে। সে নিশ্চিত যে ওরা ফিরে আসবে... তা না হলে কেন ওরা পিছনে পড়ছিল? ওদের একজনের হাতে তখনো একটি যাদুর কাঠি ছিল... হ্যারি যখন স্ট্যানকে নিরস্ত্র করছিল ঠিক তখনই ওদের একজন বলেছে... এটাই হলো আসল, এটাই আসল হ্যারি...

'আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি হ্যারি!' হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে বলল।

হ্যারি বুঝতে পারল বাইক ধপ করে কিছুটা নেমে এসেছে। যদিও নিচের আলোকে এখনো দূরের নক্ষত্র বলে মনে হচ্ছে।

তারপরই হ্যারির কপালের ওপর দাগটি পুড়ে উঠল। বাইকের দু'পাশে দুটি ডেথ-ইটার উদয় হলো। দুটি ভয়ানক মৃত্যু ঘটানোর মতো ভয়ানক কার্স এক মিলিমিটার দূরত্বে হ্যারির পাশ দিয়ে চলে গেল। ওগুলো ছোড়া হয়েছে হ্যারির পেছন থেকে-

এবং তখনই হ্যারি তাকে দেখল। হ্যারি দেখল ভোল্ডেমর্ট বাতাসের মধ্যে ধোয়া হয়ে উড়ছে। সে কোনো ব্রুমস্টিক বা থ্রেস্ট্রাল ব্যবহার করেনি। অন্ধকারের

ভিতরে তার সাপের মতো মুখটি জ্বলছে। তার সাদা নখগুলো দিয়ে আবার সে যাদুর ছড়ি উঁচু করল–

হ্যাগ্রিড ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে মটারবাইকটি ঘুরিয়ে খাড়াভাবে ডাইভ দিল। জীবনের মায়ায় শক্তহাতে ধরা যাদুর কাঠি থেকে হ্যারি স্টানিং স্পেল ছুড়তে থাকল সমানে। সেগুলো রাতের আধারে ঘুরপাক খেতে থাকল। সে দেখল একটি শরীর তাকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল এবং বুঝতে পারল যে একটিকে অন্তত সে আঘাত করেছে। কিন্তু তখনই সে একটি বিকট শব্দ পেল এবং দেখল ইঞ্জিনের ভেতর থেকে ঝলকে উঠল। মটরবাইকটি সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ঘুরপাক খেতে থাকল। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে-

সবুজ আলো বিদ্যুতগতিতে আবার তাদের পাস করে গেল। কোনটা উপর আর কোনটা নিচ সে সম্পর্কে হ্যারির কোনো ধারণাই তখন নেই। তার কপালের দাগটি তখনো জ্বালাপোড়া করছে। মনে হলো যে কোনো সময় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। একটি মুখ ঢাকা শরীর ব্রুমস্টিক নিয়ে হ্যারির উপরে চলে এলো। হ্যারি দেখল সে তার হাতটা উচু করেছে-

'না!'

ভয়ানক চিৎকার দিয়ে হ্যাগ্রিড বাইক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেথ-ইটারটির উপর। হ্যারি দেখল হ্যাগ্রিড এবং ডেথ-ইটার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ব্রুমস্টিক দু'জনের ভার বইতে পারছে না–

পতনোম্মুখ বাইকটি কোনোক্রমে হ্যারি হাঁটু দিয়ে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি শুনতে পেল ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলছে, '*আমার!*'

ব্যাস, ও পর্যন্তই! সে দেখতে পেল না বা বুঝতে পারল না ভোল্ডেমর্টের অবস্থান। ঠিক তার সামনে আরেকটি ডেথ ইটার ঝলকে উঠল এবং শুনতে পেল '*অভাডা–*'

কপালের দাগটির যন্ত্রণায় হ্যারির চোখ বুজে আসছে। হ্যারির যাদুকাঠি তখন আপনাআপনিই কাজ করছে। অনুভব করল যাদুকাঠিটা তার হাতটাকে চুম্বকের মতো বিভিন্ন দিকে ঘোরাচ্ছে। অর্ধ নির্মিলিত চোখে হ্যারি দেখল একটি সোনালি আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ক্র্যাক করে একটি শব্দ হলো এবং ভয়ানক একটি চিৎকার শোনা গেল। বাকী ডেথ-ইটারটি আর্তনাদ করে উঠল। ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে উঠল, *না!* হঠাৎ হ্যারি আবিষ্কার করল যে ড্রাগন ফায়ারের বোতামের মাত্র এক ইঞ্চি দূরে তার নাকটা। সে যে হাতটায় যাদু কাঠি নেই সেই হাত দিয়ে বোতামের উপর চাপ দিল। বাইক থেকে প্রচণ্ড ধোয়া বের হয়ে আকাশ কালো করে ফেলল। বাইকটি দ্রুত সোজা নিচের দিকে পড়তে থাকল।

'হ্যাগ্রিড!,' হ্যারি ডাকল। সে জীবনের মায়ায় শক্ত করে মটরবাইক ধরে আছে। 'হ্যাগ্রিড! *অ্যাসিও হ্যাগ্রিড!'*

মটর বাইকটি আরো দ্রুত মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। হ্যারির মুখের সামনে বাইকের হাতল। সে কছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে নিচের আলো কাছে থেকে আরো কাছে চলে আসছে। সে এখনই মাটির উপর গুড়িয়ে যাবে। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। তার পেছনে সে আরো একটি চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল-

'তোমার যাদু কাঠিটা সেলুইন! তোমার যাদুকাঠিটা আমাকে দাও!'

দেখার আগেই হ্যারি বুঝতে পারল এটা ভোল্ডেমর্ট। পাশের দিকে ফিরে দেখল ভোল্ডেমর্টের লাল চোখ। হ্যারি নিশ্চিত যে এটাই তার শেষ কিছু দেখা। ভোল্ডেমর্ট আরো একবার তার দিকে কার্স ছুড়ে দিতে প্রস্তুত হলো–

ঠিক তখনই ভোল্ডেমর্ট চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। হ্যারি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ঠিক তার নিচে হ্যাগ্রিড বাজপাখির মতো মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার সকল শক্তি দিয়ে বাইকের হাতল টান দিয়ে ঘোরাল এবং ব্রেক করতে চেষ্টা করল যেন হ্যাগ্রিডের গায়ের ওপর আছড়ে না পড়ে । কিন্তু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সে কাদা পানির পুকুরের ভেতর আছড়ে পড়ল।

অধ্যায়-৫

যোদ্ধার পতন

'হ্যাগ্রিড?'

লোহা-লক্কর ও চামড়ার আবর্জনার ভেতর থেকে উঠে আসার চেষ্টা করে হ্যারি। তার হাত দুটো কাদামাটিতে কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেছে। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। প্রথমেই ওর মাথায় ভাবনা এলো ভোল্ডেমর্টের, কোথায় সে! আশঙ্কা করল, যে কোনো সময় ভোল্ডেমর্ট অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হ্যারি থুতনির নিচে এবং কপালে গরম এবং ভেজা কিছু একটা বেয়ে পড়ছে অনুভব করল। সে হামাগুড়ি দিয়ে পুকুর থেকে উঠে এলো এবং হোঁচট খেয়ে অন্ধকারে মাটিতে পড়ে থাকা একটি শরীরের অস্পষ্ট ছায়ার সামনে এসে পড়ল। এই ছায়া শরীরকে ওর মনে হল হ্যাগ্রিড।

'হ্যাগ্রিড? হ্যাগ্রিড? আমার সঙ্গে কথা বলো–'

কিন্তু অন্ধকারের শরীরটি একটুও নড়ল না। তখনই অন্ধকার থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

'এখানে কে? হ্যারি পটার? তুমি কী হ্যারি পটার?'

হ্যারি লোকটির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না। ঠিক তখনই একজন মহিলা চিৎকার করে উঠল, 'ওরা আছড়ে পড়েছে টেড, বাগানের মধ্যে পড়েছে!'

হ্যারির মাথাটা তখন চারদিকে ঘুরছে।

'হ্যাগ্রিড,' সে বোকার মতো আবার ডাকল। তার হাঁটুতে ধাতব কোনো কিছু জড়ানো। তারপর আর কিছু মনে নাই।

পরে বুঝতে পারল সে আসলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পিঠের নিচে সোফার গদি। পাঁজর এবং ডান হাতে ব্যথা করছে। তার পড়ে যাওয়া দাঁত আবার পুনস্থাপন করা হয়েছে। কপালের দাগটি জ্বালাপোড়া করছে।

হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। দেখল অপরিচিত একটি বসার রুমে সোফার উপর সে শুয়ে। সামান্য একটু দূরে মেঝেতে তার ব্যাগটি। ভেজা এবং কাঁদা লেগে আছে ব্যাগটিতে । একটু দূরে বসা মোটা পেট, মাথায় অল্প চুলের একজন মানুষ উদ্বেগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'হ্যাগ্রিড?' হ্যারি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাগ্রিড ভালো আছে মাই সন,' লোকটি বলল। 'তার স্ত্রী দেখাশোনা করছে। তোমার এখন কেমন লাগছে? আর কোথাও ভেঙেছে? আমি তোমার পাঁজর, দাঁত এবং হাত লাগিয়ে দিয়েছি। ও ভালো কথা, আমার নাম টেড। টেড টঙ্কস। আমি ডোরার বাবা।'

হ্যারি দ্রুত উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে আলো ঝলকে উঠল। নিজেকে অসুস্থ এবং নিস্তেজ মনে হলো।

'ভোল্ডেমর্ট-'

'তুমি শান্ত হও,' টেড টঙ্কস বলল। সে হ্যারির কাধে হাত দিয়ে তাকে হালকা করে ঠেলে সোফার গদির ওপর শুইয়ে দিল। 'তুমি ভীষণ আঘাত পেয়েছ। ব্যাপারটা কী হয়েছিল? মটরবাইকে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল? আর্থার উইসলি আবার তার ওই অদ্ভুত গাড়িটি দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল? '

'না,' হ্যারি বলল। তার দাগটি ক্ষতের মতো দগদগ করছে। 'ডেথ-ইটাররা..অনেক ডে-ইটার... আমাদের ধাওয়া করেছে...'

'ডেথ-ইটাররা? ' টেড তীব্র ভাবে বলল। 'তুমি কী বলছ, ডেথ-ইটাররা? আমার তো ধারণা ছিল তারা জানেই না যে তুমি আজ রাতে বের হচ্ছো। আমি ভাবছিলাম–'

'না, ওরা জানতই,' হ্যারি বলল।

টেড টঙ্কস এমনভাবে মুখ উঁচু করে ছাদের দিকে তাকালো যেন সে ছাদের ভেতর দিয়ে আকাশ দেখতে পারে।

'ভালো কথা, কিন্তু আমরা তো আমাদের নিরাপত্তা মন্ত্রগুলো জানি, তাই না? ওরা যে কোনো দিক থেকেই আসুক, একশ' গজের ভেতরে আসতে পারবে না।'

এবার হ্যারি বুঝতে পারল ভোল্ডেমর্ট কেনো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মটরবাইকটির কাছে আসার সময় অর্ডারের মন্ত্রের ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করার

প্রান্তেই সে বিলীন হয়েছে। হ্যারি শুধু আশা করল যে মন্ত্র এখানেও কাজ করবে। সে কল্পনা করল ভোল্ডেমর্ট তাদের মাথার একশ' গজ ওপরে ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের কাছে আসার চেষ্টা করছে। হ্যারি এটা স্বচ্ছ বুদ্বুদের ভেতর দিয়ে দৃশ্যটি দেখল।

হ্যারি সোফা থেকে পা নামাল। হ্যাগ্রিড যে বেঁচে আছে তা তার নিজের চোখে দেখতে হবে। সে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই দেখল দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হ্যাগ্রিড। তার মুখ রক্ত আর কাদায় মাখামাখি। কাঁপতে কাঁপতে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে আসছে, কিন্তু বিস্ময়করভাবে বেঁচে আছে!

'হ্যারি!'

হ্যাগ্রিড ওই ঘরে থাকা দু'টি টেবিলের ওপর ভর করে দু'পা বড় করে ফেলে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরে প্রায় টেনে তুলল। হ্যারির সদ্য জোড়া লাগানো পাঁজর প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল। 'আহ হ্যারি! তুমি রক্ষা পেলে কীভাবে। আমি মনে করেছিলাম আমরা দু'জনেই গেছি!'

'হ্যাঁ... আমিও। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না...'

হ্যারি থামল। সে হঠাৎ লক্ষ্য করল হ্যাগ্রিডের পেছন থেকে একজন মহিলা ভিতরে আসছে।

'তুমি'! হ্যারি আতঁকে উঠে চিৎকার করে বলল। সে দ্রুত পকেটের ভেতরে হাত ঢুকালো। কিন্তু পকেট খালি।

'এই যে তোমার যাদুর কাঠি, মাই সন,' টেড বললেন। হ্যারির হাতে যাদুর কাঠিটা তুলে দিলেন। 'এটা তোমার পাশেই পড়েছিল। আমি তুলে এনেছি। আর তুমি যাকে ধমকালে সে হলো আমার স্ত্রী।'

'আহ, আমি... আমি দুঃখিত।'

মহিলা ভেতরে প্রবেশ করল। মিসেস টঙ্কস দেখতে অনেকটা তার বোন বেলাট্রিক্সের মতোই। তবে সে অনেকটা নিস্প্রভ। চুল হালকা, একটু বাদামি। চোখ দুটো ডাগর এবং মায়ায় ভরা। তা সত্বেও হ্যারি যখন চিৎকার দিয়ে উঠেছিল তখন তাকে স্থির-অনড় মনে হয়েছিল।

'আমাদের মেয়েটির কী হয়েছে,' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাগ্রিড বলল তোমাদের জন্য নাকি ওঁৎ পাতা হয়েছিল এবং হঠাৎ করে আক্রমণ করেছে ওরা, নিমফাডোরা কোথায়?'

'আমি জানি না,' হ্যারি বলল। 'আমরা কেউ জানি না কার কী হয়েছে।'

তিনি এবং মি.টঙ্কস একজন আরেকজনের দিকে তাকালেন। তাঁদের বিচলিত দেখে হ্যারির উদ্বেগ আর অপরাধবোধের একটা মিশ্র অনুভূতি হলো। কারো যদি মৃত্যু হয়, তাহলে সেটার জন্য হ্যারিই দায়ী হবে। সে এই পরিকল্পনাতে রাজি

হয়েছিল বলেই তাদেরকে সে তার চুল দিয়েছিল...

'পোর্টকি!' হঠাৎ তার মনে হলো, আর দেরি করা যাবে না তাকে তো এখনি যেতে হবে। 'আমাদেরকে বারোতে ফিরে যেতে হবে এবং সকলকে খুঁজে বের করতে হবে.. তখন আমরা আপনাদের সঠিক খবর বলতে পারব। অথবা, অথবা ডোরা ফিরে আসলেই আপনাদের খবর পাঠাতে বলব...'

'ডোরা নিরাপদই থাকবে,' টেড বলল। 'সে জানে কখন কি করতে হবে। অরোরে তার অনেক স্থান আছে। এখানে একটি পোর্টকি আছে,' তিনি হ্যারির দিকে ফিরে বললেন, 'এটা তিন মিনিটের ভেতর চলে যাবে। তুমি যদি চাও।'

'হ্যাঁ, আমরা তাই করব,' হ্যারি বলল। সে তার ছোট ব্যাগটি তুলে নিল। ব্যাগটি ঘুরিয়ে পেছনে কাঁধের ওপর ফেলল। আমি–'

সে ঘুরে মিসেস টঙ্কসের দিকে তাকাল। মিসেস টঙ্কসকে বিপদের মধ্যে ফেলার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে ক্ষমা চেয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সঠিক এমন কোনো শব্দ বা বাক্য খুঁজে পেল না যা তার কাছে কৃত্রিম বা অর্থহীন বলে মনে হলো না।

'আমি টঙ্কসকে বলব... ডোরা... ফিরে আসার সাথে সাথেই, আপনার কাছে খবর পাঠাতে... ধন্যবাদ আমাদের সুস্থ করে তোলার জন্য, আমাদের জন্য অনেক করেছেন আপনারা। আমি–' রুম থেকে বের হওয়ার পর তাকে খুশি মনে হল। সে টঙ্কসের পেছনে পেছনে অল্প হেঁটে বেডরুমে ঢুকল। হ্যাগ্রিডও তাদের পিছনে পিছনে এলো। দরোজার চৌকাঠে যাতে মাথা ঠুকে না যায় সে জন্য হ্যাগ্রিডকে মাথা নিচু করতে হলো।

'তুমি ওখানে যাও, ওটাই হলো পোর্টকি।'

মি. টঙ্কস একটি ছোট সিলভারের হেয়ার ব্রাশ দেখিয়ে বলল। হেয়ার ব্রাশটি ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে।

'ধন্যবাদ,' হ্যারি বলল। সে তার আঙুলগুলো সেটার ওপর রাখল চলে যাওয়ার জন্য।

'একটু দাঁড়াও,' চারদিকে তাকিয়ে হ্যাগ্রিড বলল। 'হ্যারি, হেডউইগ কোথায়?'

'সে... তার আঘাত লেগেছে,' হ্যারি বলল।

ব্যাপারটা মনে পড়তেই তার মনে একটি ধাক্কা লাগল। চোখে জল চলে আসায় সে নিজে নিজেই লজ্জা পেল। সে যখন ডারসলেদের বাড়িতে থাকত তখন একমাত্র এই পেঁচাটির মাধ্যমেই তার যাদুর দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, ওটাই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী।

হ্যাগ্রিড সমবেদনা জানাতে হ্যারির কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল।

'কষ্ট পেয়ো না,' ভেজা কণ্ঠে হ্যাগ্রিড বলল। 'তার ছিল একটা সুন্দর বার্ধক্যের জীবন।'

'হ্যাগ্রিড!' সতর্ক করার জন্য টেড টঙ্কস বলল। ততক্ষনে হেয়ারব্রাশটি উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠেছে এবং হ্যারি ঠিক সময়ে সেটার উপর তর্জনী আঙুলটা রাখল।

একটা অদৃশ্য টান পড়তেই নাভির কাছে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। হ্যারিকে কী যে একটা টেনে নিচ্ছে কে জানে! নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সে ঘুরছে। তার আঙুলগুলো পোর্টকির সঙ্গে লেগে আছে শুধু। সে আর হ্যাগ্রিড প্রচণ্ড গতিতে টঙ্কসের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হ্যারির পা শক্ত মাটিতে আঘাত করল এবং বারোর উঠোনে কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর করে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল। পাশে ছিটকে পড়া হেয়ারব্রাশে এখন আর কোনো উজ্জ্বল আলো নেই। হ্যারি একটু একটু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। দেখল পেছনের দরোজা দিয়ে মিসেস উইসলি এবং জিনি আসছে। আর হ্যাগ্রিড আছড়ে পড়ার পর পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে।

'হ্যারি! তুমি কী আসল হ্যারি? কী হয়েছিল? অন্যরা সবাই কোথায়?' কান্নাজড়িত কণ্ঠে মিসেস উইসলি বললেন।

'কী বলছেন আপনি! ওরা কেউ ফিরে আসেনি?' হ্যারি আহতস্বরে বলল।

মিসেস উইসলির ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ থেকেই সে উত্তর পাওয়া গেল।

'ডেথ ইটাররা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল,' হ্যারি তাকে বলল। 'আমরা রওয়ানা হতেই ওরা আমাদের ঘিরে ফেলে– ওরা জানত যে আজ রাতেই– আমি জানি না অন্যদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। চারটি ডেথ-ইটার আমাদের ধাওয়া করেছিল। ওদের চারটির কাছ থেকেই আমরা সরে আসতে পেরেছি, এরপর ভোল্ডেমর্ট আমাদের পিছু নিয়েছিল–'

তার নিজের কণ্ঠের ব্যাখ্যাগুলো যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছে। আসলে ওরা এখন অন্য কিছু নয় জানতে চায় তার ছেলের বিষয়ে। হ্যারি কিছু বলতে পারে কী না। কিন্তু–

'যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার কিছু হয়নি,' তিনি বললেন। হ্যারিকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। হ্যারির মনে হলো সে এটার যোগ্য নয়।

'তোমার এখানে ব্র্যান্ডি পাওয়া যাবে মলি?' হ্যাগ্রিড জানতে চাইল। 'ওষুধ হিসাবে কাজে লাগানোর জন্য?'

ম্যাজিকের মাধ্যমেই তা নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি দ্রুত ঘরে ফিরে গেলেন। হ্যারি বুঝতে পারল যে এই সুযোগে তার বিমর্ষ মুখটা লুকাতে চাচ্ছেন। হ্যারি জিনির দিকে ফিরল এবং জিনি তাকে অনেক তথ্য দিল, যা হ্যারি জানত না।

'রন এবং টঙ্কসের আগেই ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু ওরা ওদের পোর্টকি

মিস করেছে। ওদের ছাড়াই পোর্টকি ফিরে এসেছে।' মাটিতে পড়ে থাকা একটি, তেলের ক্যান দেখিয়ে সে বলল 'এটি'। আর মাটিতে পড়ে থাকা পুরাতন ক্যাম্বিসের জুতা দেখিয়ে বলল, 'ড্যাড এবং ফ্রেডের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসার কথা ছিল। আর হ্যাগ্রিড এবং তোমার তৃতীয়।' সে ঘড়ি দেখল। আবার বলল, 'যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে জর্জ এবং লুপেনের এক মিনিটের ভেতর এসে পৌঁছানোর কথা।'

মিসেস উইসলি এক বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরে এলেন। বোতলটি হ্যাগ্রিডের হাতে দিলেন। বোতলটি খুলে হ্যাগ্রিড সরাসরি ঢকঢক করে মুখে ঢালল।

'মাম!' জিনি চিৎকার করে কয়েক ফুট দূরের দিকে দেখাল।

অন্ধকারের মধ্যে একটি নীল আলো। আলোটি বড়ো এবং আরো উজ্জ্বল হতে থাকল। দেখা গেল লুপিন এবং জর্জ। ভো ভো করে ঘুরে মাটিতে নামছে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বুঝল যে একটা খারাপ কিছু ঘটেছে। লুপিন জর্জকে ধরে নামাচ্ছেন। জর্জের জ্ঞান নেই এবং মুখমণ্ডল রক্তে মাখানো।

হ্যারি দৌড়ে কাছে গেল এবং জর্জের পা ধরে নামতে সাহায্য করল। লুপিনের সঙ্গে ধরাধরি করে তাকে কিচেনের ভেতর দিয়ে বসার ঘরে নিয়ে এলো। একটি সোফার ওপর শুইয়ে দিল। ল্যাম্পের আলো জর্জের মাথায় পড়ল। গিনি বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। হ্যারির পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল– জর্জের একটি কান নেই! জর্জের মাথা এবং গলার পাশে রক্তে ভেজা। একেবারে তাজা লাল রক্ত।

লুপিন তার দুই হাত দিয়ে হ্যারিকে টেনে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস উইসলি তার ছেলের উপর ঝুঁকে পড়লেন। হ্যারিকে একটু শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে লুপিন কিচেনে ফিরে এলো। সেখানে পেছনের দরোজা দিয়ে হ্যাগ্রিড তার মোটা শরীরটা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছে।

'হ্যারিকে টেনে নিয়ে আসছো কেন, ওকে ছেড়ে দাও।'

লুপিন তার কথা কান দিল না।

'হ্যারি পটার যখন হগোয়ার্টে আমার অফিসে গিয়েছিল তখন এক কোণে কোনো প্রাণী বসেছিল?' হ্যারিকে হালকা করে ধাক্কা দিয়ে লুপিন বলল। 'উত্তর দাও!'

'একটি ট্যাঙ্কের ভেতর একটি গ্রিন্ডিলো, ঠিক না?'

'সেটা দিয়ে কী হবে?' ঘরঘর করে হ্যাগ্রিড বলল।

'আমি দুঃখিত হ্যারি, আমাকে তো সকল বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে,' রূঢ়ভাবে লুপিন বলল। আমরা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছি। ভোল্ডেমর্ট জেনে গিয়েছিল যে আজ রাতেই তুমি সরে যাচ্ছ। একমাত্র এমন কেউ তাকে সেটা

জানাতে পারে যে সরাসরি আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিল। তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ একজন হতে পারে।'

'তাহলে তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ না কেন?' দরোজা দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করতে করতে হ্যাগ্রিড বলল।

'তুমি তো হাফ-জায়ান্ট,' হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে লুপিন বলল। 'পলিজুস পোশনটি শুধু মানুষের ব্যবহারের মতো করে প্রস্তুত করা হয়েছে।'

'আজ রাতে আমরা সরে যাচ্ছি সেটা অর্ডারের কেউ ভোল্ডেমর্টকে বলেনি,' হ্যারি বলল। চিন্তাটি তার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। সে বিশ্বাস করতে পারে না যে তাদের কেউ এটা করেছে। 'ভোল্ডেমর্ট একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার পিছু নিয়েছে। প্রথম অবস্থায় সে জানত না যে, আসল হ্যারি কোনটি। পরিকল্পনার কথা আগে জেনে থাকলে শুরুতেই ধরে ফেলত যে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে আমি ছিলাম।'

'ভোল্ডেমর্ট তোমার পিছু নিয়েছিল?' লুপিন তীব্রভাবে বলল। 'কী ঘটেছিল? তুমি পালিয়ে আসলে কীভাবে?'

হ্যারি সংক্ষেপে বর্ণনা করল। কীভাবে ডেথ-ইটাররা তার পিছু নিল এবং তাকে পরে চিনে ফেলল সত্যিকার হ্যারি বলে, কোন পর্যায়ে তারা ধাওয়া করা থেকে সরে গেল, কীভাবে তারা ভোল্ডেমর্টকে ডেকে আনল এবং টঙ্কসের বাবা-মায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছানোর পূর্বে কীভাবে ভোল্ডেমর্ট দেখা দিয়েছিল।

'ওরা তোমাকে চিনে ফেলেছিল? কিন্তু কীভাবে? তুমি কী করেছিলে?'

'আমি....' হ্যারি মনে করতে চেষ্টা করল। পুরো ঘটনাটা তার কাছে অস্পষ্ট একটা হুড়োহুড়ি এবং কনফিউশনের মত মনে হলো। 'আমি স্ট্যান সুনপাইককে দেখলাম... আপনি তাকে চেনেন, যে নাইটবাসের কনডাক্টারের কাজ করে। অন্য কাউকে নিরস্ত্র করার আগে আমি তাকে করার চেষ্টা করেছিলাম... মনে হয়েছিল সে হয়তো জানে না যে সে কি করছে, তাকে হয়তো ইমপেরিউস করা হয়েছিল!'

হ্যারির কথায় লুপিন ভয়ানক বিরক্ত হলো।

'হ্যারি, নিরস্ত্র করার সময় ছিল না ওটা। ওরা তোমাকে ধরতে অথবা হত্যা করতে এসেছিল। তুমি যদি ওদের হত্যা করতে নাই চাও, তা হলেও অন্তত স্টান করা উচিত ছিল।'

'আমরা শতাধিক ফুট উপরে ছিলাম। যদি আমি তাকে স্টান করতাম তাহলে সে নিচে পড়ে যেত এবং যার ফলে তার মৃত্যুও হতে পারত। সেটা *অভাডা কেদাভ্রা* ব্যবহার করার মতোই বিষয়টি হতো। দু'বছর আগে *এক্সপেলিয়রমাস* মন্ত্রটি ভোল্ডেমর্টের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল।' হ্যারি প্রত্যয়ের সাথে বলল। লুপিন হ্যারিকে হাফলপাফ জাকারিয়া স্মিথের মুখ ভেংচি কাটার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। হাফলপাফ ডাম্বলডোরের আর্মিকে নিরস্ত্র করা শেখানোর জন্য হ্যারির

প্রতি চিৎকার করেছিল।

'হ্যাঁ হ্যারি,' রাগ চেপে ধীরে ধীরে এমনভাবে বললেন যেন তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, 'অনেক ডেথ-ইটার এটা ঘটতে দেখেছে। কিছু মনে করবে না, এটা তখন ছিল ভয়ানক মৃত্যুর হুমকির মতো একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। সেই একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আজ রাতে, যা ছিল আত্মঘাতী। ডেথ-ইটাররা প্রথমবারের ঘটনাটি হয় নিজেরা দেখেছে অথবা শুনে থাকবে!'

'তাই আপনার মনে হয় যে স্ট্যান সুনপিককে আমার হত্যা করা উচিত ছিল?' রাগতস্বরে হ্যারি বলল।

'অবশ্যই না! কিন্তু ওই ডেথ-ইটারদের, সত্যি কথা বলতে কি- অধিকাংশ মানুষ সে সময় আশা করবে তুমি পাল্টা আক্রমণ করবে। *এক্সপেলিয়ারমাস* অবশ্যই একটি কার্যকর স্পেল, হ্যারি। কিন্তু ডেথ ইটাররা হয়তো মনে করবে এটা তোমারই একমাত্র কৌশল। এবং আমি তোমাকে অনুরোধ করব, তাদেরকে এমন ভাবতে দিও না!'

লুপিনের কথায় হ্যারির নিজেকে বুদ্ধিহীন বলে মনে হলো। কিন্তু তারপরও নিজের ভেতর একটি প্রতিবাদের ভাব রয়ে গেল।

'আমি আমার পথের সামনের কাউকে ধ্বংস করতে পারি না, শুধু আমার পথের বাধা হয়ে থাকার কারণে।' হ্যারি বলল। ' ওটা ভোল্ডেমর্টের কাজ।'

লুপিন কথা বলার আর কোনো যুক্তি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে হ্যাগ্রিড তার শরীরটা দরোজা দিয়ে ঢোকাতে সমর্থ হয়েছে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে একটি চেয়ারে বসল। হ্যাগ্রিডের ভারে সেটি ভেঙে পড়ল। তার দুঃখ প্রকাশ করার বিষয়টিতে কান না দিয়ে হ্যারি লুপিনের সাথে কথায় মগ্ন থাকল।

'জর্জ সুস্থ হবে তো?'

হ্যারির সঙ্গে লুপিনের সব হতাশা প্রশ্নের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

'আমার সেটাই মনে হয়। তার কানটি পুনস্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু কুমন্ত্রের কারণে খোয়া যায়-'

বাইরে কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। লুপিন ঝাঁপিয়ে পেছনের দরোজা দিয়ে বের হলো। হ্যারি হ্যাগ্রিডের পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠোনের দিকে ছুটে গেল।

দুটি শরীর নেমে এসেছে উঠোনে। হ্যারি দৌড়ে কাছে যেতেই বুঝতে পারল ওরা দুজন হলো হারমিয়ন এবং কিংসলে। হারমিয়ন ইতিমধ্যেই তার আসল চেহারা ফিরে পেয়েছে। দু'জনেই একটি কোট ঝোলানোর হ্যাঙ্গার শক্ত করে ধরে আছে। হারমিয়ন পাক খেয়ে হ্যারির বাহুতে এসে পড়ল। কিংসলে তাদের দেখে আশ্বস্ত হতে পারল না। হারমিয়নের ঘাড়ের উপর দিয়ে হ্যারি দেখল কিংসলে তার

যাদু কাঠিটা লুপিনের বুকের দিকে তাক করেছে।

'অ্যালবাস ডাম্বলডোর তার শেষ কথাগুলো আমাদের দু'জনের কাছে কি বলেছিল?'

'হ্যারি আমাদের ভরসা, তার প্রতি বিশ্বাস রেখো।' শান্তভাবে লুপিন বলল। লুপিনের বিষয়ে আশস্ত হয়ে এবার কিংসলে তার যাদুকাঠিটা হ্যারির দিকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লুপিন বলল, 'এই হলো হ্যারি, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

' ও তাই, ঠিকা আছে বুঝেছি।' কিংসলে বলল। তার যাদুকাঠিটা আলখাল্লার ভেতর গুঁজে রাখল। 'কিন্তু কেউ একজন আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে! ওরা জানত, ওরা জানত আজ রাতের কথা।'

'তাই তো মনে হয়,' লুপিন বলল। 'কিন্তু সাতটি হ্যারি পটার থাকবে এটা ওরা জানত বলে মনে হয় না।'

'তা'হলেও বিষয়টি খুব স্বস্তির নয়, রাগত্স্বরে কিংসলে বলল। 'অন্য আর কে ফিরে এসেছে?'

'শুধু হ্যারি, হ্যাগ্রিড, জর্জ এবং আমি।'

হারমিয়ন লম্বা শ্বাস নিল। একটু হাঁফ ছাড়ল।

'তোমাদের কী হয়েছিল?' লুপিন কিংসলেকে জিজ্ঞেস করল।

'পাঁচজন পিছু নিয়েছিল। দুটি আহত হয়েছে, একটি হয়তো মারা গেছে।' কিংসলে দ্রুত হিসাব করল। 'আর আমরা ইউ-নো হু-কে দেখেছি। অর্ধেক পথ পার হওয়ার পর সে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানিশ হয়ে গেল। রেমুস, সে–'

'উড়তে পারে,' হ্যারি বলল। 'আমিও তাকে দেখেছি। সে আমার এবং হ্যাগ্রিডের পিছু নিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা! তা' হলে সে কারণেই সে সরে গিয়েছিল– তোমাদের পিছু নিতে!' কিংসলে বলল। 'আমি বুঝতে পারিনি যে সে কেন ভ্যানিশ হয়ে গেল। কিন্তু সে টার্গেট পাল্টালো কেন?'

'স্ট্যান সুনপিকের সঙ্গে একটু দয়ালু আচরণ করেছিল হ্যারি।' লুপিন বলল।

'স্ট্যান?' হারমিয়ন বলল। 'কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম সে আজকাবানে?'

কিংসলে রূঢ় হেসে বলল, 'হারমিয়ন, মন্ত্রণালয়ের আর কিছু গোপন নেই, আর পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। আমি কার্স ছুড়ে দেয়ায় ট্র্যাভারের মাথার ঢাকনা পড়ে গিয়েছিল। তারও তো আজকাবানেই থাকার কথা ছিল। কিন্তু তোমার কি হয়েছিল রেমুস? জর্জ কোথায়?'

'সে একটা কান খুইয়েছে।' লুপিন বলল।

'সে কান খুইয়েছে–?' হারমিয়ন উচ্চস্বরে পুনরায় উচ্চারণ করল।

'স্নেইপের কাজ,' লুপিন বলল।

'স্নেইপ?' হ্যারি চিৎকার করে বলল। 'আপনি তো আগে বলেননি–'

'ধাওয়া করার সময় তার মাথার ঢাকনা পড়ে গিয়েছিল। স্নেইপ সেকটামসেমপ্রার প্রতি বিশেষ দুর্বল ওটাই সে সব সময় ব্যবহার করে। আমি মনে করেছিলাম একই রকম জবাব তাকে দেব। আমি তেমন প্রতিঘাত করতে পারিনি, কারণ জর্জ আহত হওয়ার পর তাকে ব্রুমের উপর ধরে রাখতে হয়েছে। তার অনেক রক্ত ঝরছিল।'

চারজনই আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেল। আকাশে নড়াচড়ার চিহ্ন নেই। নক্ষত্রগুলো অপলক তাকিয়ে আছে। বন্ধুদের উড়ে আসার কোনো কোনো ছায়া নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। রন আকাশের কোথায় ছিল? ফ্রেড আর উইসলি কোথায় ছিল? বিল ফ্লয়ার, টঙ্কস, ম্যাড-আই এবং মুন্ডুঙ্গুস কোথায়?

'হ্যারি, আমার দিকে একটা হাত দাও,' দরোজার প্রান্ত থেকে ঘরঘর করে হ্যাগ্রিড বলল। সে আবারও সেখানে আটকে গেছে। হ্যারি টেনে তাকে সেখান থেকে বের করল। তারপর কিচেনের ভেতর দিয়ে হ্যারি বসার ঘরে প্রবেশ করল। সেখানে মিসেস উইসলি এবং গিনি জর্জের সেবা-যত্ন করছে। মিসেস উইসলি রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন। ল্যাম্পের আলোতে হ্যারি পরিষ্কার দেখতে পেল জর্জের কানে একটি গভীর ক্ষত।

'এখন কেমন আছে?'

মিসেস উইসলি ঘুরে তাকিয়ে বললেন, আমি তো কানটিকে লাগিয়ে দিতে পারছি না। বিশেষ করে ক্ষতটা যখন ডার্ক ম্যাজিকের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু বড় কথা হল এরচেয়েও অনেক বড় ক্ষতি হতে পারত... সে বেঁচে আছে।

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল, 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'উঠোনে কারো কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছি মনে হয়?' গিনি জানতে চাইল।

'হারমিয়ন এবং কিংসলে,' হ্যারি বলল।

'খুবই ভালো কথা,' গিনি ফিসফিস করে বলল। তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। তাকে আলিঙ্গন করতে হ্যারির ইচ্ছা হলো।

মিসেস উইসলি যে উপস্থিত আছেন সেটা তখন মনেই এলো না। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই কিচেন থেকে একটা বিকট শব্দ এলো।

'আমার ছেলেটাকে দেখার পর আমি দেখিয়ে দেব যে আমি কে, কিংসলে, তুমি যদি ভালো চাও তাহলে এখনই বিদায় হও!'

হ্যারি কখনো মি. উইসলিকে এমনভাবে চিৎকার করতে দেখেনি।

হনহন করে শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। তার টাক মাথা ঘামে চিকচিক করছে, চোখের চশমাটি তার জায়গা থেকে সরে গেছে। তার পেছনেই ফ্রেড। দু'জনেই

বিবর্ণ, কিন্তু অক্ষত আছে।

'আর্থার!' কাঁদো কাঁদো গলায় মিসেস উইসলি বললেন। 'ওহ্! থ্যাঙ্কস গুডনেস!'

'ও কেমন আছে?'

মি. উইসলি জর্জের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। এই প্রথম হ্যারি মি. উইসলিকে এভাবে দেখল। ফ্রেড কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না। সে সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে তার জমজ ভাইয়ের ক্ষতটা দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

জর্জ জেগে উঠেছে, হয়তো ভাই আর বাবার আগমনের কোলাহলে। সে নড়েচড়ে উঠল।

'তোমার এখন কেমন বোধ হচ্ছে জর্জ?' মিসেস উইসলি ফিস ফিস করে বললেন।

জর্জ আঙুলগুলো এলমেলোভাবে মাথার পাশের দিকে নাড়ল।

'সেইন্টের মতো,' বিড়বিড় করে জর্জ বলল।

'ওর কী হয়েছে?' কঁকিয়ে উঠল ফ্রেড। তাকে ভয়ার্ত দেখা গেল। 'ওর মনের উপর প্রভাব পড়েছে?'

'সেইন্টের মতো,' আবার বলল জর্জ। সে চোখ খুলে তাকাল। ভাইয়ের দিকে চোখ রাখল। 'তুমি দেখেছ...আমি এখন পবিত্র....পবিত্র, বুঝতে পেরেছ?'

মিসেস উইসলি অগের চেয়ে অনেক জোরে ডুকড়ে কেঁদে উঠলেন। ফ্রেডের বিবর্ণ মুখটা রক্তিম হয়ে উঠল।

'দুঃখজনক,' সে জর্জের উদ্দেশ্যে বলল। 'দুঃখজনক, কান নিয়ে সারা দুনিয়ার রসিকতা এখন তোমার সামনে,আর তুমি কি না পবিত্র?'

'আহ্, বুঝলাম,' সে তার ভেজা চোখ মায়ের দিকে তাকিয়ে স্বল্প হাসল। 'তুমি এখন আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেখতে পারবে মাম।'

সে চারদিকে তাকাল।

'হাই হ্যারি, তুমিই তো হ্যারি ঠিক না?'

'হ্যা, আমিই', সে সোফার আরো কাছাকাছি সরে এলো।

'যাক, অন্তত আমরা তোমাকে ঠিকঠাক মতো ফিরে পেয়েছি।' জর্জ বলল। 'রন আর বিল আমার বিছানার কাছে আসছে না কেন?'

'ওরা এখনো ফিরে আসেনি জর্জ, মিসেস উইসলি বললেন। জর্জের মুখের হাসি উবে গেল। হ্যারি গিনির দিকে তাকাল এবং ইঙ্গিত করল তার সঙ্গে বাইরে যেতে। কিচেনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় গিনি নিচুস্বরে বলল, 'রন আর ডোরা টঙ্কসের এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। ওদের তো বহুদূরের পথ না। আন্টি

মুরিয়েল এখান থেকে তেমন দূরে থাকেন না।'

হ্যারি কিছু বলল না। বারোতে পৌছার পর থেকে হ্যারি তার ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু এখন সে ভয় তাকে জাপটে ধরছে। তার শরীরের চামড়ার ওপরে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বুকের ভিতরে ধকধক করছে। কণ্ঠনালী আটকে আসতে চাইছে। অন্ধকারে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় গিনি ওর হাতে হাত রাখল।

কিংসলে বড়বড় পা ফেলে একবার পেছনে একবার সামনের দিকে হাঁটছে। একবার ঘুরতেই সে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে হ্যারির আঙ্কল ভেরননের রুমের ভেতর পায়চারির কথা মনে পড়ল, যেন দশ লক্ষ বছর আগের কথা! হ্যাগ্রিড, হারমিয়ন এবং লুপিন কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে উপরের দিকে তাকাচ্ছে। ওরা একমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো, হ্যারি এবং গিনির দিকে কেউ ঘুরে দেখল না পর্যন্ত।

অপেক্ষার মিনিটগুলো এত দীর্ঘ যে মনে হচ্ছে কয়েক বছর। সামান্য একটু বাতাস এলেই ঝোপ অথবা গাছের পাতার দিকে চকিতে ঘুরে তাকাচ্ছে যেন অর্ডারের কোনো সদস্য হয়তো ওই পাতার ভেতর থেকে অক্ষত অবস্থায় লাফিয়ে বের হয়ে আসবে–

তখনই একটি ব্রুম ওদের মাথার ওপরে চলে এলো এবং মাটির দিকে নামতে শুরু করল–

'এই তো ওরা!' হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। ডোরা টঙ্কস বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে অবতরণ করল। ল্যান্ডিং-এর সময় ধুলো আর পাথর চারদিকে ছিটকে গেল।

'রেমুস!' ব্রুম থেকে হোঁচট খেয়ে লুপিনের হাতে এসে পড়তে পড়তে টঙ্কস চিৎকার করে বলল। ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে। সে কথা বলতে পারছে না। রন গিয়ে পড়ল হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে।

'তোমরা ঠিক আছ?' সে মিনমিন করে বলল। হারমিয়ন দৌড়ে এসে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'আমি ভেবেছিলাম... ভেবেছিলাম–'

'আমার কিছু হয়নি,' রন বলল। সে হারমিয়নের পিঠ চাপড়ে দিল। 'আমি ভালোই–'

'রন কাজের কাজ করেছে!' টঙ্কস উত্তেজনার সঙ্গে লুপিনকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল। 'সে ডেথ-ইটারদের সরাসরি মাথার উপর স্টান করেছে, আর তুমি যখন উড়ন্ত ব্রুমের উপর থেকে কোনো চলন্ত কিছুকে টার্গেট করবে–'

'তাই করেছ?' হারমিয়ন রনের দিকে তাকিয়ে বলল। তার হাত তখনো রনের

গলা জড়িয়ে আছে।

'বিস্ময়কর কিছু যেন লেগেই আছে,' সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুমগুম করে বলল। 'আমরাই কী সবার শেষে এলাম?'

'না,' গিনি বলল। আমরা এখনো বিল এবং ফ্রয়ার,ম্যাড-আই এবং মুন্ডুঙ্গুসের জন্য অপেক্ষা করছি। এখন আমি মাম আর ড্যাডকে বলতে যাচ্ছি যে তোমরা ঠিকভাবে পৌছে গেছ, রন-'

সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

'তোমাদের কী সমস্যা হয়েছিল, কী ঘটেছিল?' টঙ্কসের দিকে লুপিনের গলায় পরিষ্কার ক্ষোভ।

'বেলাট্রিক্স,' টঙ্কস বলল। সে হ্যারি, রেমুসের সঙ্গে আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। আমাকে হত্যা করার জন্য সে কঠিনভাবে চেষ্টা করেছে। আমিও চেয়েছিলাম ওকে ওর পাওনা মিটিয়ে দিতে। কিন্তু আমরা রোডোলফাসকে নিশ্চিতভাবে জখম করতে পেরেছি...

এরপর আমরা রনের আন্টি মুরিয়েলের কাছে চলে যাই। আমরা আমাদের পোর্টকি ধরতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তিনি আমাদের গালমন্দ করেন।

লুপিনের চোয়ালের পেশি ওঠানামা করলেও তিনি মাথা নিচু করে রইলেন কোনো কথা বললেন না।

'তারপর তোমাদের সবার কি হলো? হ্যারি, হারমিয়ন এবং কিংসলের দিকে ফিরে টঙ্কস জানতে চাইল।

ওরা ওদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। কিন্তু সবসময় বিল ফ্রয়ার, ম্যাড-আই এবং মুন্ডুঙ্গুসের অনুপস্থিতি যেন কঠিন বরফের মতো ওদের উপর চেপে রইল। এই কঠিন বরফের দংশন আরো কঠিন হতে থাকল যা সহ্য করা যায় না।

'আমাকে ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে যেতে হবে। আরো এক ঘণ্টা আগে সেখানে যাওয়া উচিত ছিল আমার।' শেষবারের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে কিংসলে বলল। 'ওরা ফিরে এলে আমাকে জানিও।'

লুপিন মাথা দোলাল। অন্য সবার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কিংসলে অন্ধকারে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিংসলে বারোর সীমানা পার হওয়ার ঠিক পরপরই হ্যারির মনে হলো সে দূর কোথাও থেকে খুব আস্তে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল।

মি. এবং মিসেস উইসলি পেছনের দরোজা দিয়ে দৌড়ে নেমে এলেন। তাদের পেছনে গিনি। মা-বাবা দু'জনেই আগে রনকে জড়িয়ে ধরলেন, এরপর লুপিন এবং টঙ্কসের দিকে তাকালেন ।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' মিসেস উইসলি তাদের বললেন। 'আমাদের ছেলের জন্য।'

'অতটা বলর প্রয়োজন নেই মলি,' টঙ্কস বলল।

'জর্জ কেমন আছে?' লুপিন জানতে চাইল।

'ওর এখন সমস্যাটা কি?' রন তার প্রশ্নটাও সঙ্গে জুড়ে দিল।

'সে তার–'

কিন্তু মিসেস উইসলির বাক্যের শেষ অংশ একটি চেঁচামেচিতে ঢাকা পড়ল; একটি থ্রেস্ট্রাল কয়েক ফুট দূরে এসে ল্যান্ড করল। বিল এবং ফ্লয়ার ওটার ওপর থেকে নামল। বাতাসে উস্কখুস্ক হয়ে আছে, কিন্তু অক্ষত।

'বিল! থ্যাঙ্কস গড! থ্যাঙ্কস গড–'

মিসেস উইসলি দৌড়ে সামনে গেলেন। কিন্তু বিল তাকে যে জড়িয়ে ধরল তা অনেকটা প্রাণহীন। সে তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে। বলল, 'ম্যাড-আই মারা গেছে।'

কেউ কোনো কথা বলল না। কেউ নড়ল না। হ্যারির মনে হলো তার ভেতর থেকে একটা কিছুর পতন হচ্ছে। পৃথিবী থেকে গুরত্বপূর্ণ কোনো কিছু তাকে চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছে।

'আমরা দেখেছি,' বিল বলল; ফ্লয়ার মাথা নাড়ল। কিচেন থেকে আসা আলোতে দেখা গেল তার গালে চোখের জল চিকচিক করছে। 'ঘটনাটা ঘটেছে আমরা ঠিক সার্কেল থেকে ভেঙে বের হওয়ার পর। ম্যাড-আই এবং ডাঙ আমাদের কাছাকাছিই ছিল। ওরাও উত্তর দিকে যাচ্ছিল। ভোল্ডেমর্ট– সে উড়ে সোজা ওদের কাছে গেল। ডাঙ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শুনলাম সে চিৎকার করে কাঁদছে। ম্যাড-আই চেষ্টা করল ওকে থামাতে। কিন্তু হঠাৎ সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভোল্ডেমর্ট ম্যাড- আই'র ঠিক মুখের উপর কার্স ছুড়ে মারল। সে ব্রুম থেকে পেছনের দিকে ছিটকে পড়ল। আমরা কিছুই করতে পারিনি, কারণ তারা ছয়জন আমাদের পিছু নিয়েছিল– বিলের গলা ভেঙে এলো।

'অবশ্যই তোমাদের কিছু করার ছিল না,' লুপিন বললেন।

ওরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হ্যারি কিছু অনুধাবন করতে পারছে না। ম্যাড-আই নেই... এটা হতে পারে না। ম্যাড-আই... সো টাফ, এত সাহসী, এত দক্ষতার সঙ্গে সে টিকে ছিল...

যদিও মুখে কেউ বলল না , কিন্তু সবাই সজাগ হয়ে উঠল, বুঝতে পারল যে এখন আর উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে নেই। তারা নীরবে মি. এবং মিসেস উইসলির পেছনে বারোতে ফিরে গেল। ভেতরে লিভিংরুমে ঢুকে দেখল জর্জ এবং ফ্রেড হাসাহাসি করছে।

'কি হয়েছে!' সবার মুখের ভাব দেখে ফ্রেড জানতে চাইল। 'কী ঘটেছে, কে–'

'ম্যাড-আই', মি. উইসলি বললেন। 'মারা গেছেন।'

দুই ভাইয়ের মুখ ব্যাথায় ভরে উঠল। কেউ বুঝতে পারল না কি করা উচিৎ। টঙ্কস হাতে একটি রুমাল নিয়ে নীরবে কাঁদছে। সে ম্যাড-আই'র খুব কাছের মানুষ ছিল। হ্যারি জানে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে ডোরা তার খুব প্রিয় এবং অনুগত ছিল। হ্যাগ্রিড বসেছে এক কোন মেঝেতে। ওখানে বেশ জায়গা আছে। সে টেবিল ক্লথ আকারের বড় রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

বিল সাইডবোর্ডের কাছে গেল এবং এক বোতল ফায়ার হুইস্কি আর কয়েকটি গ্লাস বের করে আনল।

'এখানে,' ওর হাতের যাদুদণ্ডটি দিয়ে বারোটি গ্লাস ভরল এবং সকলের কাছে পাঠাল, তেরো নাম্বার গ্লাসটি উপরে তুলে ধরল। 'ম্যাড-আই!'

'ম্যাড-আই!' সবাই বলে উঠল এবং পান করতে থাকল।

'ম্যাড-আই,' প্রতিধ্বনির মতো করে হ্যাগ্রিড একটু দেরিতে হিক্কা তুলে বলল।

হুইস্কি হ্যাগ্রিডের গলায় ধরল। তার মনে হলো গলা পুড়ছে। তার ভেতর থেকে আবেগ এবং **অপার্থিব** ভাব কেটে গেল। এমন ভাব তৈরি হল যেন সে সাহস ফিরে পেয়েছে।

'তারপর মুন্ডুঙ্গুস অদৃশ্য হয়ে গেল?' লুপিন তার গ্লাস এক চুমুকে খালি করল।

পরিবেশটা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল। সবাইকে খুব উত্তেজিত মনে হলো। সবাই লুপিনের দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারির মনে হলো সবাই একই সঙ্গে চাচ্ছে লুপিন কথা বলুক, আবার ভয়ও পাচ্ছে কী শুনতে হয় তা নিয়ে।

'আমি জানি তোমরা কী চিন্তা করছ,' বিল বলল, 'আমিও এখানে আসার পথে এই কথাই ভাবছিলাম। কারণ ওদেরকে মনে হয়েছে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই মনে হয়েছে না ওদের? কিন্তু মুন্ডুঙ্গুস আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারে না। ওরা জানত না যে সেখানে সাতটি হ্যারি পটার থাকবে। আমরা চোখের সামনে চলে আসার পর এই বিষয়টি ওদেরকে কনফিউজড করেছে। তাছাড়া হয়তো তোমরা ভুলে গেছ এই ভাওতা দেওয়ার ব্যাপারে মুন্ডুঙ্গুসই পরামর্শ দিয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি তাহলে মুন্ডুঙ্গুস ওদের বলেনি কেন? ডাঙ আতঙ্কিত হয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক। সে সবার আগে থাকতে চায়নি। কিন্তু ম্যাড-আই তাকে সামনে নিয়ে গেছে। এবং ইউ নো হু সোজা ওদের দিকে ধেয়ে যায়। এটা যে কারো আতঙ্কিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

'ইউ-নো-হু ঠিক তাই করেছিল যা ম্যাড-আই ভেবেছিল।' নাক টেনে টঙ্কস বলল। 'ম্যাড-আই বলেছিল, তারা মনে করবে আসল হ্যারি থাকবে সবচে' দক্ষ ও শক্তিশালী অরোর সাথে। তাই সে প্রথম ম্যাড-আইকে চেজ করে এবং মুন্ডুঙ্গুস তাদের ধাওয়া করার পর সে কিংসলের দিকে ফেরে।'

'হ্যাঁ, সেটা খুবই ভালো কথা,' তীব্রভাবে ফ্লয়ার বলল। 'কিন্তু এখনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি যে তারা জানল কিভাবে আমরা হ্যারিকে নিয়ে আজ রাতে সরে যাচ্ছি। কেউ একজন অবশ্যই নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। কেউ হয়তো বাইরের কারো কাছে দিনক্ষণ বলে দিয়েছে। তাদের তারিখ জানার এটি হলো একমাত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু পুরো পরিকল্পনা জানার ব্যাখ্যা নয়।'

সে সবার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাল। তার সুন্দর মুখটায় তখনো চোখের জলের রেখা। সবাই নীরব রইল। কেউ তার কথার সঙ্গে দ্বিমত করল না। চারদিকে নিস্তব্ধ। শুধু রুমালে মুখ রেখে হ্যাগ্রিডের ঢেঁকুর তোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যাগ্রিড হ্যারির দিকে তাকাল। সে কিছুক্ষণ আগেই হ্যারিকে বাঁচাতে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়েছে। হ্যাগ্রিড, যাকে সে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। যে একবার ভোল্ডেমর্টকে ড্রাগনের ডিমের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রতারিত হয়েছিল...

'না,' হ্যারি উচ্চকণ্ঠে বলল। সবাই হ্যারির দিকে ঘুরে তাকাল। অবাক হল। হুইস্কি তার কণ্ঠস্বর বড় করে দিয়েছে। 'আমি মনে করি...যদি কেউ ভুল করে থাকে।' হ্যারি বলতে থাকল। 'যদি কারো মাধ্যমে গিয়েও থাকে, আমি জানি সেটা সে করতে চায়নি। এটা তার দোষ নয়।' সে আবার পুনরায় উচ্চস্বরে বলল যা সাধারণত সে করে না। 'আমাদের একজনের আরেকজনকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি আমাদের সবাইকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি না যে এ ঘরে যারা আছে তাদের কেউ আমাকে ভোল্ডেমর্টের হাতে তুলে দিতে চায়।'

তার কথার পর আরো নিস্তব্ধতা নেমে হলো। সবাই হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারি আবার একটু উষ্ণতা অনুভব করল। সে আরো একটু পান করল। পান করার সময় সে ম্যাড-আই'র কথা ভাবল। ম্যাড-আই সব সময় ডাম্বলডোরের মানুষকে বিশ্বাস করার প্রবণতা নিয়ে সমালোচনা করতেন।

'ভালো বলেছ হ্যারি,' অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রেড বলল।

'হ্যাঁ, শোনো, শোনো' জর্জ বলল। কোনোক্রমে সে ফ্রেডের দিকে তাকাল। তার মুখের এক কোনে লাফাচ্ছে।

লুপিন হ্যারির দিকে তাকাল। তার মুখে একটা সমবেদনার অভিব্যক্তি।

'তুমি মনে করছ আমি এতটা বোকা?' হ্যারি বলল।

'না, আমি মনে করি তুমি ঠিক জেমসের মত,' লুপিন বলল। 'যে কিনা নিজের বন্ধুদের অবিশ্বাস করাকে ডাইনোসরের মতো কাজ বলে মনে করত।'

হ্যারি জানে লুপিনের ভেতর কি কাজ করছে। লুপিনের বাবা পিটার পেটিগ্রিউর সঙ্গে তার বন্ধুরা বেঈমানি করেছে। তার যারপরনাই রাগ হলো এবং লুপিনের বক্তব্যের উত্তর দিতে চাইল, কিন্তু লুপিন অন্য দিকে ফিরলেন। গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে বিলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন আমাদের কিছু কাজ

করতে হবে। তুমি না পারলে আমি কিংসলেকে বলি-

'না,' সঙ্গে সঙ্গে বিল বলল। 'আমি করব,আমি আসছি।'

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' টঙ্কস এবং ফ্লয়ার একসাথে বলে উঠল।

'ম্যাড-আইয়ের মৃতদেহ,' লুপিন বলল। 'আমাদের সন্ধান করতে হবে।'

'ওটা করতে যেও না না-?' মিসেস উইসলি বিলের দিকে আবেদনের সুরে বললেন।

'আমরা কি অপেক্ষা করব?' বিল বলল। 'যে পর্যন্ত ডেথ ইটাররা দেহটি নিয়ে না যায়?'

কেউ কোনো কথা বলল না। লুপিন আর বিল গুড বাই বলে বের হয়ে গেল।

বাকি সবাই এবার চেয়ারে বসে পড়ল। মৃত্যুর আকস্মিকতা এবং পরিসমাপ্তি ওদের আঁকড়ে ধরল।

শুধু হ্যারি বসল না। সে দাঁড়িয়ে থাকল। 'আমাকেও যেতে হবে,' হ্যারি বলল।

দশ জোড়া চোখ একসঙ্গে তার দিকে তাকাল।

'এত হেয়ালি করো না হ্যারি,' মিসেস উইসলি বললেন।' তুমি কী বলছ?'

'আমি এখানে বসে থাকতে পারি না।'

সে কপাল ঘষল। কপালে জ্বালাপোড়া করছে। এক বছরের মধ্যে এ রকম ব্যথা কখনো হয়নি।

'আমি যতক্ষণ এখানে থাকব ততক্ষণ তোমরা সবাই বিপদের মধ্যে থাকবে। আমি চাই না-'

'এতটা খামখেয়ালি করো না!' মিসেস উইসলি বললেন। 'আজ রাতের সব প্রচেষ্টা ছিল তোমাকে এখানে নিরাপদে পাওয়া। ধন্যবাদ যে সফল হওয়া গেছে। এবং ফ্লয়ার রাজি হয়েছে ফ্রান্সের বদলে এখানে বিয়ের অনুষ্ঠানটি করতে। আমরা সে অনুসারে সব ব্যবস্থা করেছি যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারি এবং তোমার দিকে চোখ রাখতে পারি।'

তিনি বুঝতে পারলেন না যে তার কথায় হ্যারির মধ্যে ভালোর বদলে আরো বাজে অনুভূতি হচ্ছে।

'যদি ভোল্ডেমর্ট জানতে পারে আমি এখানে--'

'কিন্তু কীভাবে সে জানবে?' মিসেস উইসলি জানতে চাইলেন।

'এক ডজন জায়গা আছে যেখানে এই মুহূর্তে তুমি থেকে থাকতে পারো হ্যারি,' মি. উইসলি বললেন। 'তার জানার কোনো উপায় নেই যে কোন বাড়িটায় তুমি নিরাপদে আছ।'

'আমি আমার জন্য চিন্তিত না,' হ্যারি বলল।

'আমরা সেটা জানি,' মি. উইসলি বললেন।' কিন্তু তুমি চলে গেলে আমাদের সকল প্রচেষ্টাটাই নিরর্থক হয়ে যাবে।'

'তুমি কোথাও যাচ্ছ না,' গরগর করে হ্যাগ্রিড বলল। 'আহ্ হ্যারি, তোমাকে তো এখানেই আমরা দেখতে চেয়েছি?'

'অ্যা, আমার কানের রক্ত পরার কথা কি ভেবেছো?' বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে জর্জ বলল।

'আমি জানি এটা–'

'ম্যাড-আই নিজেও চাবেন না–'

'আমি জানি!' হ্যারি উচ্চস্বরে বলল।

তার কাছে মনে হলো সে চাপের মধ্যে পড়েছে এবং ব্ল্যাকমেইল হচ্ছে । তারা কি মনে করে যে তার জন্য তারা কি করেছে সেটা সে জানে না? তারা কি বুঝতে পারে না যে তার জন্য যাতে আবার কোনো ভোগান্তি না হয় সেজন্য সে সরে যেতে চাচ্ছে? বেশ খানিকক্ষণ সবাই নীরব থাকল। হ্যারির যন্ত্রণা বোধ হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত মিসেস উইসলি নীরবতা ভাঙলেন।

'হেডউইগ কোথায় হ্যারি?' শান্তভাবে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমরা তাকে পিগভিজনের সঙ্গে রাখতে পারি এবং কিছু খাবার দিতে পারি।'

ভিতরে ভিতরে হ্যারি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। সে তাকে সত্যি কথাটা বলতে পারছে না।

সে ফায়ার হুইস্কির শেষটুকু মুখে দিল তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য।

'এখন এটা এখানেই শেষ হতে দাও এবং পরের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাক। তুমি তার সাথে লড়েছ এবং নিজেকে রক্ষা করেছ যখন সে আকাশে তোমার উপরে।'

'আমি করিনি,' হ্যারি সাদামাটাভাবে উত্তর দিল। 'এটা আমার যাদুদণ্ডের কাজ। আমর যাদুদণ্ডটি একা একাই সব করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হারমিয়ন নরম সুরে বলল, 'কিন্তু সেটা তো অসম্ভব হ্যারি। বলতে চাচ্ছ তুমি কোনো উদ্দেশ্য না করেই যাদু করেছ; আর সেটা ছিল তোমার সাধারণ প্রতিক্রিয়া মাত্র।'

'না,' হ্যারি বলল। 'বাইকটি যখন নিচে পড়ে যাচ্ছিল, আমি বলতে পারব না যে ভোল্ডেমর্ট তখন কোথায় ছিল। কিন্তু আমার দণ্ডটি আমার হাতের মধ্যেই ঘুরতে থাকল এবং তাকে খুঁজে নিয়ে তার দিকে স্পেল চালালো। এমনকি আমি একটি স্পেল চালানো বুঝতে পারিনি। আমি এর আগে কখনো সোনালি ধোঁয়া হতে দেখিনি।'

'প্রায়শই এমন হয়,' মিসেস উইসলি বললেন। 'তুমি যখন চাপের মধ্যে থাকবে তখন হয়তো কোনো যাদু করে ফেলবে যা তুমি আগে কল্পনাও করনি।

প্রশিক্ষণ পাওয়ার আগে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যাপারটা ঘটে–'

'বিষয়টা তেমন ছিল না,' দাঁতে দাঁত চেপে হ্যারি বলল। তার কপালের দাগটি তে জ্বালাপোড়া করছে। ভেতরে ক্ষোভ এবং হতাশা বোধ করল। সবাই মনে করছে ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে লড়াই সে নিজে করেছে।

কেউ আর কিছু বলল না। সে জানে যে কেউ তার কথায় বিশ্বাস করছে না। বিষয়টি নিয়ে সে চিন্তা করতে থাকল। সে এর আগে কখনোই শোনেনি যে যাদুদণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।

তার জ্বালাপোড়াটা ছড়িয়ে পড়ছে। সে এখন যা করতে পারে তা হলো উচ্চস্বরে গোঙানো থেকে বিরত থাকতে। খোলা বাতাসের জন্য সে হাতের গ্লাসটা রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অন্ধকারে উঠান পার হওয়ার সময় এক কঙ্কালসার থ্রেস্ট্রাল মুখ তুলে তাকাল। বাদুরের মতো ডানা দুটো ঝাপটা দিল। তারপর আবার ঘাসে মুখ গুঁজে দিল। হ্যারি বাগানের মধ্যে দিয়ে গেটের সামনে থামল। বাইরে বিশাল বিশাল গাছগুলোর দিকে তাকাল। কপালে জ্বালাপড়া করা জায়গাটিতে হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে ডাম্বলডোরের কথা ভাবতে থাকল।

সে জানে, ডাম্বলডোর হলে তাকে বিশ্বাস করত। ডাম্বলডোর হলে জানত যে কীভাবে এবং কেন হ্যারির যাদুদণ্ডটি নিজেই কাজ করতে শুরু করেছিল। কারণ ডাম্বলডোরের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর ছিল। তিনি যাদুদণ্ড সম্পর্কে জানতেন। তিনি একবার হ্যারির কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে তার যাদুদণ্ডের কেমন একটা রহস্যময় যোগাযোগ আছে... কিন্তু ডাম্বলডোর বা ম্যাড-আই, বা সিরিয়ুস, বা তার বাবা-মা এবং বেচারা পেঁচা এমন স্থানে চলে গেছে যে হ্যারি আর কখনো তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তার গলার ভেতরটা পুড়তে থাকল, এটা ফায়ার হুইস্কির পোড়া নয়...

ঠিক তখনই বাইরে কোথাও থেকে নয়, তার কপালের কাটা দাগ থেকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। সে তার কপাল চেপে ধরে চোখ বুজে ফেলল। তার মাথার ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ কথা বলে উঠল।

'তুমি আমাকে বলেছিলে যে অন্য একটি যাদুদণ্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যাবে।'

হ্যারির মনের ভেতর সে একটি ছবি দেখতে পেল। অতি কৃষ্ণকায় একজন বৃদ্ধ পাথরের মেঝের ওপর ছালা পেতে শুয়ে আছে। চিৎকার করছে, ভয়ার্ত চিৎকার, যে চিৎকার অসহ্য বেদনার চিৎকার...

'না! না! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই! আমি ক্ষমা চাই...'

'তুই লর্ড ভোল্ডেমর্টের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিস, ওলিভ্যান্ডার!'

'আমি বলি নাই... কসম খেয়ে বলছি আমি বলি নাই...'

'তুই পটারকে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিস!'

'আমি কসম খেয়ে বলছি করি নাই... আমি মনে করেছিলাম অন্য একটি যাদুদণ্ড ভালো কাজে আসবে...'

'তাহলে বল কি করে লুসিয়াসের যাদুদণ্ডটি ধ্বংস হয়েছে!'

'আমি বুঝতে পারছি না... যোগাযোগটা ... ছিল... তোমাদের দু'টি যাদুদণ্ডের মধ্যে...'

'মিথ্যা কথা!'

'দয়া কর! আমি ক্ষমা চাই...'

এবং হ্যারি দেখল একটি সাদা হাত যাদুদণ্ড তুলে ধরছে এবং অনুভব করল ভোল্ডেমর্টের ক্ষোভের তীব্রতা। দেখল ক্ষীণ শরীরের বৃদ্ধ লোকটি যন্ত্রণায় মেঝের ওপর কাতরাচ্ছে–

'হ্যারি?'

ঠিক যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত এ দৃশ্য সরে গেল। হ্যারি অন্ধকারের ভেতর বাগানের গেটটা ধরে কেঁপে উঠল। বুকের ভেতর ধুকধুক করছে, কপালের দাগ দপদপ করছে। কয়েক মুহূর্ত পর বুঝতে পারল যে তার পাশে রন এবং হারমিয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

'হ্যারি, চলো ঘরে ফিরে যাই,' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। 'তুমি এখনো চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করছ?'

'তোমাকে থাকতে হবে বন্ধু,' রন হ্যারির পিঠ চাপড়ে বলল।

'কেমন আছ তুমি?' হারমিয়ন বলল। সে এত কাছে এসেছে যে হ্যারির মুখটা দেখতে পাচ্ছে। 'তোমাকে ভীত দেখাচ্ছে কেন!'

'হয়তো,' হ্যারি বলল। 'সম্ভবত আমাকে ওলিভ্যান্ডারের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে...'

হ্যারি এই মাত্র যা দেখেছে সব ওদের কাছে খুলে বলল। ঘটনা শুনে রনকে অবাক আর হারমিয়নকে মনে হলো ভীত।

'কিন্তু এটাকে থামাতে হবে! তোমার দাগের– বন্ধ হওয়া উচিত। এই যোগাযোগ তুমি আর হতে দিও না– ডাম্বলডোর চাইতেন তোমার এই মনকে বন্ধ করতে!'

হ্যারি কোনো উত্তর দিল না। হারমিয়ন তার বাহুটা চেপে ধরল।

'হ্যারি সে মিনিস্ট্রি, নিউজপেপার এবং যাদু দুনিয়ার অর্ধেক নিয়ে নিয়েছে, এখন তোমার মাথার ভেতরেও ঢুকতে দিও না!'

অধ্যায়-৬

পায়জামায় পিশাচ

পরবর্তী দিনগুলো ম্যাড-আইকে হারানোর বেদনা পুরো বাড়ি আচ্ছন্ন করে রাখল। যদিও হওয়ার নয়, তবুও হ্যারি মনে মনে কামনা করল অর্ডারের অন্যান্য সদস্যের মতো ম্যাড-আইও লড়াইয়ের অনেক অভিগ্যতা নিয়ে থপথপ শব্দে ভারী পায়ে পেছনের দরোজা দিয়ে আসবেন। ম্যাড-আইকে হারানোর দুঃখ এবং অপরাধবোধ এমনভাবে হ্যারিকে আকড়ে ধরেছে যে, সে কোনোক্রমেই এই কষ্ট থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। এই বোধ থেকেই ভেতরে একটা জেদ চাপল তার; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হরক্রুক্স খুঁজে বের করে ধ্বংস করতেই হবে।

'ভালো চিন্তা, কিন্তু তুমি এই ব্যাপারে এখন কিছু করতে পারবে না–' রন হরক্রুক্স শব্দটি মুখ থেকে না উচ্চারণ করে বলল। 'যতক্ষণ না তোমার বয়স সতেরো হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ট্রেস-এর আওতাধীন, তোমার সকল যাদুমন্ত্র অর্ডার জেনে যাবে। এবং আমরা যে কোনো জায়গার মতো এখানে বসেও পরে পরিকল্পনা করতে পারি,তাই না? অথবা,' সে ফিসফিস করে বলল,'তুমি কী জানো ইউ-নো-হোয়াট এখন কোথায়?'

'না,' হ্যারি বলল।

'আমার মনে হয় হারমিয়ন বিষয়টি নিয়ে একটি গবেষণা করেছে,' রন বলল। 'বলেছে, এই বিষয়ে কথা বলার জন্য তোমার এখানে আসার অপেক্ষায় আছে

সে।'

ওরা সকালের নাস্তার টেবিলে বসে কথা বলছিল। মি.উইসলি এবং বিল এই কিছুক্ষণ আগে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন। মিসেস উইসলি উপরে গেছেন হারমিয়ন এবং জিনির ঘুম ভাঙাতে। আর ফ্লুয়ার ঝিমাতে ঝিমাতে

উঠে গেছে স্নান করতে।

'ট্রেস ভেঙে যাবে এ মাসের একত্রিশ তারিখে,' হ্যারি বলল। 'তারমানে আমাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে মাত্র চারদিন। তারপর আমি পারব–'

'পাঁচ দিন।,' রন ওর ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলল। 'বিয়ের দিন পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। বিয়েতে না থাকলে ওরা আমাদেরকে মেরেই ফেলবে।'

হ্যারি বুঝতে পারল 'ওরা' বলতে সে ফ্লুয়ার এবং মিসেস উইসলির কথা বলছে।

'এটা একটা বিশেষ দিন,' রন বলল। মনে হলো হ্যারি বিষয়টি মানতে চাচ্ছে না, ওর কাছে তখন গুরত্ব অন্য বিষয়।

'ওরা কি বুঝতে পারছে না যে আমাদের কাজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ–?'

'অবশ্যই ওরা জানে না,' রন বলল। 'ওরা কোনো ইঙ্গিতও পায়নি। এখন তুমি কথাটা বলেছ বলেই আমি তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করছি।'

রন দরোজার দিকে তাকিয়ে ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখল মিসেস উইসলি ফিরে আসছেন কি না। যখন দেখল আসছেন না– তখন হ্যারির দিকে ঝুকল।

' আমরা কি করতে যাচ্ছি; মাম চেষ্টা করছেন হারমিয়ন এবং আমার কাছ থেকে জানতে এবং এর থেকে বিরত রাখতে। মাম এরপর তোমার কাছ থেকেও জানার চেষ্টা করবেন। তুমি শক্ত থেকো। ড্যাড এবং লুপিনও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এই বিষয়ে।

কিন্তু যখন আমরা বলেছি যে ডাম্বলডোর আমাদের ছাড়া আর কারো কাছে না বলতে তোমাকে বলেছেন, তখন ওরা ক্ষান্ত দিয়েছে। কিন্তু মাম দেননি। একেবারে নাছোরবান্দা।

রনের কথা, কয়েক ঘন্টার ভেতর সত্য বলে প্রমাণিত হলো। দুপুরের খাবারের আগে মিসেস উইসলি হ্যারিকে সবার কাছ থেকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। একটি মোজা যে কার, সম্ভবত হ্যারির রুকস্যাক থেকে পরে গিয়ে থাকতে পারে, এই ছুতায় তিনি হ্যারিকে নিয়ে গেলেন উঠোনে মোজাটা দেখানোর জন্য। তারপর, হ্যারিকে কিচেনের এক কোণে ধোয়ামোছা করার জায়গাটায় ফাঁকা পেয়ে তিনি শুরু করলেন–

'রন এবং হারমিয়নের কথাবর্তায় মনে হচ্ছে যে তোমরা তিনজনই হগোয়ার্ড

ছেড়ে দিচ্ছ।' তিনি অতি স্বাভাবিক স্বরে, হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওহ,' হ্যারি বলল, 'কিছুটা ঠিক।'

এক কোণে ঝোলানো জামা থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে, মনে হয় মিসেস উইসলির ব্লাউস।

'আমি কী জানতে পারি, তোমরা আর পড়ালেখা করবে না কেন?' মিসেস উইসলি জানতে চাইলেন।

'ব্যাপার হলো, ডাম্বলডোর কিছু কাজ... মানে... আমার উপর দিয়ে গেছেন।' ইতস্তত করে হ্যারি বলল। 'রন এবং হারমিয়নও সেটা জানে। এবং তারাও সে কারণে আমার সঙ্গে কাজটি করতে চায়।'

'কী ধরনের কাজ?'

'আমি দুঃখিত, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারছি না–'

'বুঝলাম, কিন্তু সহজ করে বললে বলতে হয়, আর্থার এবং আমার সেটা জানার অধিকার আছে। এবং আমি নিশ্চিত যে মিস্টার এবং মিসেস গ্র্যানজারেরও এ বিষয়ে জানার অধিকার আছে, এবং তারাও আমার কথায় একমত হবেন!' মিসেস উইসলি বললেন। হ্যারি এই আক্রমণের ভয়ে ছিল। সে নিজের সঙ্গে জোর করেই সরাসরি মিসেস উইসলির চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে লক্ষ্য করল তার চোখেও জিনির মতো বাদামি আভা। এতে কোনো কাজ হলো না।

'ডাম্বলডোর চাননি যে আর কেউ বিষয়টি জানুক, মিসেস উইসলি। আমি দুঃখিত। রন এবং হারমিয়নের আমার সাথে আসতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার–'

'তোমার নিজেরও যাওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না!' তিনি সোজাসাপটা বললেন। 'তোমাদের কারো এখনো বয়স হয়নি। খুবই খারাপ কথা। ডাম্বলডোরের যদি কোনো কাজ থেকেই থাকত, তাহলে তার হাতে তো পুরো অর্ডারই ছিল। অর্ডারের সবাই তার আদেশ পালন করত। হ্যারি, তুমি অবশ্যই তার কথাটা ভুল শুনেছ। হয়তো তিনি নিজেই কোনো কাজ করতে চেয়েছিলেন যেটা তুমি শুনেছ। আর তুমি মনে করছ যে কাজটি তোমাকে করতে হবে।'

'আমি কিছুই ভুল শুনিনি।' হ্যারি সাদামাটাভাবে বলল। 'সেটা আমাকেই বলা হয়েছে।'

হ্যারি তার হাত থেকে মোজাটি ফিরিয়ে দিল। মোজাটি হ্যারির বলে মনে করা হয়েছিল। মোজার উপর সোনালি রঙের গাছ অঙ্কিত।

'আর এই মোজাটি আমার না। আমি পাডলমেয়ার ইউনাইটেড পছন্দ করি না।'

'ওহ, নিশ্চয়ই করো না।' হঠাৎ হ্যারিকে চমকে দিয়ে তার স্বাভাবিক কণ্ঠ

ফিরিয়ে এনে বললেন। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ঠিক আছে হ্যারি, তোমাকে আমরা যখন এখানে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই ফ্লয়ার এবং বিলের বিয়ের অনুষ্ঠান সাজানোর কাজে সাহায্য করতে তুমি কিছু মনে করবে না, তাই না? এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।'

'না... অবশ্যই আমি কিছু মনে করব না,' হঠাৎ আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টে যাওয়ায় হ্যারি অপ্রতিভ হলো।

'লক্ষী ছেলে।' তিনি বললেন। তিনি হাসতে হাসতে কিচেন থেকে বের হয়ে গেলেন।

সেই সময় থেকে মিসেস উইসলি– হ্যারি, রন এবং হারমিয়নকে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে এতটা ব্যস্ত রাখলেন যে ওদের অন্য কিছু চিন্তা করার কোনো সময় থাকল না। তার এমন আচরণের ব্যখ্যাটা হয়তো এ রকম হতে পারে যে মিসেস উইসলি চাচ্ছেন ওরা যাতে সদ্য ঘটে যাওয়া ভয়ানক ঘটনার কথা এবং ম্যাড-আই'র কথা ভুলে থাকতে পারে। দু'দিন ধরে এক নাগারে কাটলারি ধোয়ামোছা করা, রঙের সমন্বয় ঘটানো, ফুল ও ফিতা দিয়ে সাজানো, বাগানের পরিচর্যা করা এবং মিসেস উইসলিকে ক্যানাপি তৈরিতে সাহায্য করার ভেতর দিয়ে সময় কাটল। কিন্তু হ্যারির মিসেস উইসলির অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ হলো। তিনি যে কাজগুলো ওদের করতে দিয়েছেন– আসলে রন, হ্যারি ও হারমিয়নকে একজনের কাছ থেকে আরেকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। সেই প্রথম রাত থেকে, যখন হ্যারি ওদের বলেছে যে ভোল্ডেমর্ট ওলিভ্যান্ডারের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে– তখন থেকেই হ্যারির আর তেমন কোনো সুযোগই হয়নি ওদের দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার।

'আমার মনে হয়, মা ভাবছেন, যদি তোমাদের তিন জনকে একত্রিত হওয়া এবং পরিকল্পনা করা বন্ধ রাখতে পারেন, তাহলে তোমাদের যাওয়াটা বিলম্বিত করতে পারবেন।' তৃতীয় রাতে জিনি খাবার টেবিলে বসে নিচু স্বরে হ্যারিকে বলল।

'এরপর কি ঘটতে পারে বলে তিনি মনে করেন?' হ্যারি শান্তভাবে বলল। 'তিনি কি মনে করেন, আমাদের এখানে খাবার তৈরির কাজে আটকে রাখবেন আর অন্য কেউ একজন সে সময় ভোল্ডেমর্টকে ধ্বংস করার কাজটি করবে?'

সে কোনো চিন্তা না করেই কথাগুলো বলল। দেখল জিনির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'তাহলে তো কথাটা ঠিক?' জিনি বলল। 'তুমি আসলেই সেটা করতে চাচ্ছ?'

'আমি-না-আমি রসিকতা করছিলাম।'

ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল। জিনিকে দেখে মনে হলো ও ভীষণ আহত হয়েছে। হঠাৎ হ্যারির মনে পড়ল যে হগোয়ার্ডে মাঠের পৃথক এক কোণে কয়েক

ঘন্টা নষ্ট হওয়ার সেই সময়ের পর এই প্রথম সে জিনির সঙ্গে একা। হ্যারি নিশ্চিত যে বিষয়টি জিনিরও মনে আছে। দরোজা খুলে যেতেই তারা দু'জনে লাফ দিয়ে উঠল। মি.উইসলি, কিংসলে এবং বিল ঘরের ভেতর ঢুকল।

ওরা এখন প্রায়ই অন্যান্য অর্ডার সদস্যদের সঙ্গে রাতের খাবার খায়। কারণ সদরদপ্তর হিসাবে ১২ নং গ্রিমোল্ড প্লেসের বদলে বারো'য় সরিয়ে আনা হয়েছে। মিসেস উইসলি সবাইকে ব্যাখ্যা করেছেন যে ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পর ডাম্বলডোরের মনোনীত গ্রিমোল্ড প্লেসের গোপনীয়তা রক্ষাকারীরা সবাই এখানে সিক্রেট কিপার হয়েছে।

'আমরা প্রায় বিশ জন আছি যাদের ফিদেলিউস চার্মের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ফলে ডেথ-ইটারদের বিশগুণ বেশি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের কাছ থেকে গোপন সংবাদ বের করে নেওয়ার। আমরা খুব বেশি সময় এটাকে ধরে রাখার আশা করতে পারি না।'

'কিন্তু স্লেইপ নিশ্চই এরই মধ্যে ডেথ-ইটারদের কাছে ঠিকানা বলে দিয়ে থাকতে পারে?' হ্যারি জানতে চাইল।

'ম্যাড-আই স্লেইপের বিরুদ্ধে কয়েকটি কার্স প্রস্তুত করে রেখেছিল, যদি সে আবার ওখানে কখনো যায় বা যদি সে স্থানের ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় তাহলে আশা করি কার্সগুলো তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে বা তার মুখ বন্ধ রাখতে যথেষ্টই শক্তিশালী। কিন্তু যতই কার্স করা থাকুক, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারি না। ওই জায়গাটিকে সদরদপ্তর হিসাবে এখনো ব্যবহার করা হলে তা পাগলের কাজ হতো, জায়গাটা নিরাপত্তার জন্য এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সদর দপ্তর বারো'য় সরিয়ে আনা হয়েছে।'

কিচেনে এমন গাদাগাদি অবস্থা যে কাটা চামচ নাড়াবার মতো অবস্থা নেই। হ্যারির মনে হলো সে জিনির পাশে একেবারে চাপাচাপি করে বসে আছে। মুখে না বললেও এমন একটা ভাব তাদের মধ্যে বিনিময় হলো যে তারা পাশাপাশি না বসে কয়েক জনের পর পর বসলে ভালো হতো। হ্যারি খুব করে চেষ্টা করেও চিকেন কাটার সময় জিনির হাতের সঙ্গে ঘষা না লাগিয়ে পারল না।

'ম্যাড-আই'র কোনো খবর নেই?' হ্যারি বিলকে জিজ্ঞেস করল।

'কোনো খবর নেই,' বিল বলল।

ওরা মুডির জন্য কোনো শেষকৃত্যানুষ্ঠান করতে পারল না। কারণ বিল এবং লুপিন তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা জানা খুবই কঠিন যে সে আসলে কোন স্থানে পড়ে থাকতে পারে। কারণ সে সময় ছিল অন্ধকার, স্পষ্ট কিছু দেখা যায়নি, লড়াইতে কার কি হয়েছে বলা মুশকিল।

'দ্য ডেইলি প্রফেটে তার মৃত্যু সম্পর্কে বা তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার

ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি,' বিল বলতে থাকল। 'কিন্তু সেটা দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাবে না। বর্তমানে পত্রিকাটি অনেক বিষয়েই নীরব।'

'এই যে আমি ডেথ-ইটারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আন্ডার-এজ যাদু ব্যবহার করলাম, সেটার শুনানির জন্যও কর্তৃপক্ষ এখনো আমাকে ডাকেনি?' হ্যারি টেবিলের অন্য প্রান্তে বসা মি. উইসলির উদ্দেশ্যে বলল এবং মি. উইসলি শুধু মাথা নাড়লেন। 'কারণ ওরা জানে যে আমার এ ছাড়া উপায় ছিল না, অথবা ওরা হয়তো চায় না আমি বিশ্বের সকলকে বলি যে ভোল্ডেমর্ট আমাকে আক্রমণ করেছিল?'

'পরেরটা আমার মনে হয়। স্ক্রিমগিয়র স্বীকার করতে চায় না যে ইউ-নো-হু তার মতো শক্তিশালী, সে এটাও স্বীকার করে না যে আজকাবানে কত বড় জেল-পলায়নের ঘটনা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, সত্য কথাটি জনগণকে বলা হয় না কেন?' হ্যারি বলল। এতটা শক্ত করে সে হাতের ছুরিটা ধরল যে তার ডান হাতের পেছনের দিকে প্রায় বুজে আসা ক্ষত-দাগটি আরো স্পষ্ট হলো: *'আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না।'*

'মন্ত্রণালয়ে এমন কেউ নাই যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে?' রন ক্ষোভের সঙ্গে জানতে চাইল।

'অবশ্যই রন, কিন্তু তারা সবাই আতঙ্কিত,' মি. উইসলি বললেন। 'আতঙ্কিত এ কারণে যে এরপর হয়তো সে নিজেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাদের সন্তানরা হয়তো আক্রান্ত হবে। চারদিকে জোর একটা অপপ্রচার আছে; অবশ্য আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে হগোয়ার্ডের মাগল স্টাডিজের প্রফেসর পদত্যাগ করেছেন। তাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে স্ক্রিমগিয়র তার অফিসে সারাক্ষণ নীরব হয়ে আছেন। আমি আশা করছি যে তিনি হয়তো কোনো একটা পরিকল্পনা করছেন।'

মিসেস উইসলি যাদুর মাধ্যমে প্লেটগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলেন এবং সবাইকে আপেলের চাটনি পরিবেশন করলেন। এ সময়টাতে সবাই নীরব রইল।

'আমাদের অবশ্যই একটি ব্যবস্থা করতে হবে যে কী করে তোমাকে ছদ্মবেশের মাধ্যমে গোপন করা যায়, হ্যারি,' ফ্লেয়ার বলল। সবার সামনে তখন আপেলের তৈরি চাটনি। সে দ্বিধা নিয়ে বলল, 'বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথিদের কেউই ডেথ-ইটার না। কিন্তু আমি জোর দিয়ে এ কথাও বলতে পারি না যে শ্যাম্পেন পান করে কেউ মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলবে না।'

এই কথা থেকে হ্যারি বুঝতে পারে যে ফ্লয়ার এখনো হ্যাগ্রিডকে সন্দেহ করছে।

'হ্যা, এটা একটা পয়েন্ট,' মিসেস উইসলি বললেন। টেবিলের অন্য প্রান্তে তিনি বসে আছেন। তার চশমাটি নাকের ডগায়। যে লম্বা কাগজটিতে তিনি

কাজের বিশাল ফিরিস্তি লিখেছেন এখন সেটির উপর চোখ বুলাচ্ছেন। 'এখন কথা হলো, রন, তুমি কী তোমার রুমটি পরিষ্কার করার কাজ শেষ করেছ?'

'কেন?' উচ্চস্বরে রন বলল। ধপাস করে হাতের চামচটা নামিয়ে রাখল এবং তার মায়ের দিকে তাকাল। 'আমার রুম পরিষ্কার করতে হবে কেন? রুমটি যেমন আছে তাতে ভালোই তো আছি, আমি আর হ্যারি!'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা এখানে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি বাচ্চা ছেলে-'

'ওরা কি আমার বেডরুমেই বিয়ে করবে?' রন ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'না কি! ওখানে আবর্জনার স্তূপ জমে আছে।'

'মায়ের সাথে এভাবে কথা বলে না,' মিসেস উইসলি কঠিন স্বরে বললেন। 'তোমাদের যা বলা হয়েছে সেভাবে কাজ কর।'

রন ওর বাবা-মায়ের সামনে চুপ হয়ে গেল আর কথা বাড়াল না। তারপর চামচটা তুলে নিয়ে আপেলের অবশিষ্ট চাটনিটুকু গবগব করে মুখে পুড়তে থাকল।

'আমি সাহায্য করতে পারি। এর কিছু দায়িত্ব আমারও আছে,' রনের উদ্দেশে হ্যারি বলল। কিন্তু মিসেস উইসলি তার কথার মাঝখানে বাধ সাধলেন।

'না প্রিয় হ্যারি, বরং তুমি আর্থারকে সাহায্য কর মুরগির আবর্জনা পরিষ্কার করতে। আর হারমিয়ন, আমি খুবই খুশি হবো যদি তুমি মশিঁয়ো এবং ম্যাডাম ডেলাকুরের চাদরগুলো পাল্টে দাও। তুমি নিশ্চই জানো তারা আগামীকাল সকাল এগারটায় চলে আসছেন।'

কিন্তু কাজ করার সময় দেখা গেল তেমন কোনো মুরগির আবর্জনা নাই, এই নিয়ে খুব একটা করার কিছু ছিল না।

'মল্লিকে এ নিয়ে কিছু বলবে না,' মি. উইসলি হ্যারিকে কাজ করা থেকে বিরত রেখে বললেন। 'টেড টঙ্কস সিরিয়াসের মটরবাইকে যা ছিল তা সব পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি সেগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছি। বলা যায়– এখানেই আছে। অদ্ভুত কিছু জিনিস– একটি একজস্ট গ্যাসকিন, এটাই নাম বলে আমার মনে হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাটারি, এবং সবচেয়ে বড়কথা কীভাবে ব্রেক কাজ করে তা দেখার সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে। সবগুলোকে একত্র করে আমি আবার লাগাবার চেষ্টা করব, অবশ্য মলি যখন থাকবেনা,আর আমার হাতে যখন সময় থাকবে।'

ওরা যখন ঘরে ফিরে এলো তখন মিসেস উইসলিকে কোথাও দেখা গেল না। সুতরাং হ্যারি ফট করে উপরে রনের বেডরুমে চলে গেল।

'আমি করতে পারছি, আমি করেছি–! ও হ্যারি, তুমি,' হ্যারিকে প্রবেশ করতে দেখে রন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রন বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল যেখান থেকে

সে একটু আগে উঠে এসেছিল। রুমটি সবসময়ের মতোই আগোছালো হয়ে আছে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দেখা গেল হারমিয়ন এক কোণে বসে আছে। হার-মিয়নের পায়ের পাতার ওপর তার হলুদ-বাদামি তুলতুলে বিড়াল ক্রুকশ্যাঙ্ক বসে আছে আর সে বই বাছাই করছে। দুই স্তূপ বইয়ের মধ্যে কিছু বই দেখল তার। হ্যারি ক্যাম্প খাটের ওপর বসতেই হারমিয়ন বলল, 'হাই হ্যারি।'

'আরে, তুমি ফাঁকি দিয়ে এখানে কীভাবে?'

'আহ্, রনের মাম ভুলে গেছেন যে গতকালই তিনি আমাকে এবং জিনিকে মশিঁয়ে এবং ম্যাডাম ডেলাকুরের জন্য বিছানার চাদর পাল্টাতে বলেছিলেন,' হারমিয়ন বলল।

হারমিয়ন তখন *নিউমারোলজি এন্ড গ্রামাটিকা* এক স্তূপে এবং অন্য স্তূপে *দ্য রাইজ এ্যান্ড ফল অব ডার্ক আর্ট* বইগুলো পৃথক করছিল।

'আমরা এই মাত্র ম্যাড-আই'র ব্যাপারে কথা বলছিলাম,' রন বলল হ্যারিকে। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি হয়তো বেঁচে আছেন।'

'কিন্তু বিল নিজে দেখেছে তার গায়ে কিলিং-কার্স আঘাত করেছে।' হ্যারি বলল।

রন বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু বিল নিজেও তো আক্রান্ত ছিল। সে কী করে নিশ্চিত হলো যে সে যা দেখেছে তা সঠিক?'

'যদি কিলিং-কার্স লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়, তারপরও ম্যাড-আইকে হাজার ফিট নিচে পড়তে হয়েছে।' হারমিয়ন ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের কুইডিশ টিমের বই হাতে নিয়ে বলল।

'তিনি হয়তো ঢাল হিসাবে শিল্ড-চার্ম ব্যবহার করতে পারতেন–'

'ফ্লয়ার বলেছে বিস্ফোরিত হওয়ার পর ওর হাত থেকে যাদুদণ্ডটি ফসকে গিয়েছিল।' হ্যারি বলল।

'আচ্ছা ঠিকা আছে, তোমরা যদি ওর মৃত্যুটাই চাও-,' রন ক্ষোভের সঙ্গে বালিশটাকে আছড়ে দিয়ে আরেকটু সঠিক পজিশনে রাখতে রাখতে বলল।

'অবশ্যই আমরা তাকে মৃত দেখতে চাই না!' হারমিয়ন বলল। 'তার আঘাতটা প্রচণ্ড ছিল বলে মনে হয়। এটা খুবই মর্মপীড়াদায়ক, খুবই কষ্টের যে তিনি মারা গেছেন। আমরা বাস্তবতার কথা বলছি।'

এই প্রথম, হ্যারি কল্পনা করল ম্যাড-আই'র শরীরের কথা। ডাম্বলডোরের শরীর যেমন ভেঙে গিয়েছিল হয়তো তেমন তারও হয়েছে। ডাম্বলডোর মারা যাওয়ার পরও তার একটি চোখ কোটরের ভেতর ঘুরছিল। কথাটা ভেবে, তার প্রচণ্ড কষ্টের সঙ্গে অস্বাভাবিক এক হাসির মিশ্রণ ঘটল।

'ডেথ-ইটাররা সম্ভবত জালের মতো করে তাকে ঘিরে রেখেছিল। সে কারনেই

কাজের বিশাল ফিরিস্তি লিখেছেন এখন সেটির উপর চোখ বুলাচ্ছেন। 'এখন কথা হলো, রন, তুমি কী তোমার রুমটি পরিষ্কার করার কাজ শেষ করেছ?'

'কেন?' উচ্চস্বরে রন বলল। ধপাস করে হাতের চামচটা নামিয়ে রাখল এবং তার মায়ের দিকে তাকাল। 'আমার রুম পরিষ্কার করতে হবে কেন? রুমটি যেমন আছে তাতে ভালোই তো আছি, আমি আর হ্যারি!'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা এখানে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি বাচ্চা ছেলে-'

'ওরা কি আমার বেডরুমেই বিয়ে করবে?' রন ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'না কি! ওখানে আবর্জনার স্তূপ জমে আছে।'

'মায়ের সাথে এভাবে কথা বলে না,' মিসেস উইসলি কঠিন স্বরে বললেন। 'তোমাদের যা বলা হয়েছে সেভাবে কাজ কর।'

রন ওর বাবা-মায়ের সামনে চুপ হয়ে গেল আর কথা বাড়াল না। তারপর চামচটা তুলে নিয়ে আপেলের অবশিষ্ট চাটনিটুকু গবগব করে মুখে পুড়তে থাকল।

'আমি সাহায্য করতে পারি। এর কিছু দায়িত্ব আমারও আছে,' রনের উদ্দেশে হ্যারি বলল। কিন্তু মিসেস উইসলি তার কথার মাঝখানে বাধ সাধলেন।

'না প্রিয় হ্যারি, বরং তুমি আর্থারকে সাহায্য কর মুরগির আবর্জনা পরিষ্কার করতে। আর হারমিয়ন, আমি খুবই খুশি হবো যদি তুমি মশিঁয়ো এবং ম্যাডাম ডেলাকুরের চাদরগুলো পাল্টে দাও। তুমি নিশ্চই জানো তারা আগামীকাল সকাল এগারটায় চলে আসছেন।'

কিন্তু কাজ করার সময় দেখা গেল তেমন কোনো মুরগির আবর্জনা নাই, এই নিয়ে খুব একটা করার কিছু ছিল না।

'মল্লিকে এ নিয়ে কিছু বলবে না,' মি. উইসলি হ্যারিকে কাজ করা থেকে বিরত রেখে বললেন। 'টেড টঙ্কস সিরিয়াসের মটরবাইকে যা ছিল তা সব পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি সেগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছি। বলা যায়– এখানেই আছে। অদ্ভুত কিছু জিনিস– একটি একজস্ট গ্যাসকিন, এটাই নাম বলে আমার মনে হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাটারি, এবং সবচেয়ে বড়কথা কীভাবে ব্রেক কাজ করে তা দেখার সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে। সবগুলোকে একত্র করে আমি আবার লাগাবার চেষ্টা করব, অবশ্য মলি যখন থাকবেনা,আর আমার হাতে যখন সময় থাকবে।'

ওরা যখন ঘরে ফিরে এলো তখন মিসেস উইসলিকে কোথাও দেখা গেল না। সুতরাং হ্যারি ফট করে উপরে রনের বেডরুমে চলে গেল।

'আমি করতে পারছি, আমি করেছি–! ও হ্যারি, তুমি,' হ্যারিকে প্রবেশ করতে দেখে রন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রন বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল যেখান থেকে

সে একটু আগে উঠে এসেছিল। রুমটি সবসময়ের মতোই আগোছালো হয়ে আছে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দেখা গেল হারমিয়ন এক কোণে বসে আছে। হারমিয়নের পায়ের পাতার ওপর তার হলুদ-বাদামি তুলতুলে বিড়াল ক্রুকশ্যাঙ্ক বসে আছে আর সে বই বাছাই করছে। দুই স্তূপ বইয়ের মধ্যে কিছু বই দেখল তার। হ্যারি ক্যাম্প খাটের ওপর বসতেই হারমিয়ন বলল, 'হাই হ্যারি।'

'আরে, তুমি ফাঁকি দিয়ে এখানে কীভাবে?'

'আহ্, রনের মাম ভুলে গেছেন যে গতকালই তিনি আমাকে এবং জিনিকে মশিঁয়ে এবং ম্যাডাম ডেলাকুরের জন্য বিছানার চাদর পাল্টাতে বলেছিলেন,' হারমিয়ন বলল।

হারমিয়ন তখন *নিউমারোলজি এন্ড গ্রামাটিকা* এক স্তূপে এবং অন্য স্তূপে *দ্য রাইজ এ্যান্ড ফল অব ডার্ক আর্ট* বইগুলো পৃথক করছিল।

'আমরা এই মাত্র ম্যাড-আই'র ব্যাপারে কথা বলছিলাম,' রন বলল হ্যারিকে। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি হয়তো বেঁচে আছেন।'

'কিন্তু বিল নিজে দেখেছে তার গায়ে কিলিং-কার্স আঘাত করেছে।' হ্যারি বলল।

রন বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু বিল নিজেও তো আক্রান্ত ছিল। সে কী করে নিশ্চিত হলো যে সে যা দেখেছে তা সঠিক?'

'যদি কিলিং-কার্স লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়, তারপরও ম্যাড-আইকে হাজার ফিট নিচে পড়তে হয়েছে।' হারমিয়ন ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের কুইডিশ টিমের বই হাতে নিয়ে বলল।

'তিনি হয়তো ঢাল হিসাবে শিল্ড-চার্ম ব্যবহার করতে পারতেন-'

'ফ্লয়ার বলেছে বিস্ফোরিত হওয়ার পর ওর হাত থেকে যাদুদণ্ডটি ফসকে গিয়েছিল।' হ্যারি বলল।

'আচ্ছা ঠিকা আছে, তোমরা যদি ওর মৃত্যুটাই চাও-,' রন ক্ষোভের সঙ্গে বালিশটাকে আছড়ে দিয়ে আরেকটু সঠিক পজিশনে রাখতে রাখতে বলল।

'অবশ্যই আমরা তাকে মৃত দেখতে চাই না!' হারমিয়ন বলল। 'তার আঘাতটা প্রচণ্ড ছিল বলে মনে হয়। এটা খুবই মর্মপীড়াদায়ক, খুবই কষ্টের যে তিনি মারা গেছেন। আমরা বাস্তবতার কথা বলছি।'

এই প্রথম, হ্যারি কল্পনা করল ম্যাড-আই'র শরীরের কথা। ডাম্বলডোরের শরীর যেমন ভেঙে গিয়েছিল হয়তো তেমন তারও হয়েছে। ডাম্বলডোর মারা যাওয়ার পরও তার একটি চোখ কোটরের ভেতর ঘুরছিল। কথাটা ভেবে, তার প্রচণ্ড কষ্টের সঙ্গে অস্বাভাবিক এক হাসির মিশ্রণ ঘটল।

'ডেথ-ইটাররা সম্ভবত জালের মতো করে তাকে ঘিরে রেখেছিল। সে কারনেই

কেউ তাকে দেখতে পায়নি। রন ধীর মস্তিষ্কে বলল।

হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, অনেকটা হয়তো বার্টি ক্রোচের মতো। প্রথমে বার্টি হাড়ের মতো হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে হ্যাগ্রিডের সামনের বাগানেই ঝরে পড়ে।'

'এমন কথা বলো না!' হারমিয়ন প্রায় কেঁদে ফেলল। হ্যারি ঠিক সময় মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল হাতে ধরা স্পেলম্যান সিলাব্যারির বইটার ওপর হারমিয়নের চোখ থেকে টপ টপ জল পড়ছে।

'আহ, না,' হ্যারি বলল। সে পুরানা ক্যাম্প-খাট থেকে উঠে বসার জন্য চেষ্টা করতে করতে বলল, 'হারমিয়ন, আমি তোমার মন খারাপ করার জন্য-'

বিছানার স্প্রিঙে কচকচ শব্দ করে রন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এবং হ্যারির আগেই হারমিয়নের কাছে গেল। এক হাত দিয়ে সে হারমিয়নকে আগলে ধরল। অন্য হাত পকেটে ঢুকিয়ে একবারেই নোংরা একটি রুমাল বের করল যেটা কিছুক্ষণ আগেই সে কিচেনে অভেন পরিস্কার করতে ব্যবহার করেছে। দ্রুত গতিতে সে তার যাদুদণ্ডটি টেনে বের করল এবং নেকড়াটির দিকে ধরে বলল, 'টেরগো।'

যাদুদণ্ডের কারণে তেল লাগা ময়লার অধিকাংশই উবে গেল। রনকে সন্তোষ্ট মনে হলো। সে এখন মোটামুটি পরিষ্কার রুমালটি হারমিয়নের হাতে দিল।

'ওহ্... ধন্যবাদ রন... আমি দুঃখিত,' সে নাকের পানি পরিষ্কার করল। 'খুবই দুঃখজনক, তাই না? ডাম্বলডোরের পর আবার... আমি... আমি কল্পনাও করতে পারি না যে ম্যাড-আই মারা যাবে। তাকে খুবই দৃঢ়, খুবই শক্তিশালী বলে মনে হতো!'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' রন ওকে জড়িয়ে ধরে বলল। 'কিন্তু তুমি জানো সে এখানে থাকলে কী বলত?'

'সর্বক্ষণ সতর্ক থাকবে।' হারমিয়ন চোখ মুছতে মুছতে বলল।

'ঠিক বলেছ,' মাথা দুলিয়ে রন বলল। 'তার ব্যাপারে যা ঘটেছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে বলত। তবে আমি যে শিক্ষাটি পেয়েছি তা হলো ওই ছোট ভীরু, হাদারাম মুন্ডুঙ্গুসকে বিশ্বাস করা যাবে না।'

হারমিয়ন শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল এবং নিচু হলো আরো দুটো বই তুলে নেওয়ার জন্য। এক সেকেন্ড পরে রন হারমিয়নের কাঁধ থেকে তার হাতটা সরিয়ে নিল; হারমিয়নের হাতে ধরা বই-কেস থেকে তার পায়ের উপর, 'মনস্টার বুক অব মনস্টারস' ভারী মোটা বইটা পড়ে গেল। বইটা রনের গোড়ালিতে লেগেছে।

'আমি দুঃখিত.... আমি দুঃখিত,' হারমিয়ন উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল। হ্যারি বইটি রনের পায়ের ওপর থেকে টেনে তুলল এবং বন্ধ করল।

'এই বইগুলো নিয়ে তুমি কী করছ?' রন একটু খুঁড়িয়ে বিছানায় যেতে যেতে বলল।

' বাছাই করছি, আমরা যখন হরক্রুক্সকে খুঁজতে যাব তখন কোন কোন বই আমরা সঙ্গে নিতে পারি,' হারমিয়ন বলল।

'ওহ্, তাই,' রন বলল। নিজর কপালে হাত দিতে দিতে হেসে আবার বলল, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে একটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে আমরা ভোল্ডেমর্টকে ধ্বংস করতে যাব।'

'হা... হা... ' হারমিয়ন বলল। মাথা নিচু করে *স্পেলম্যান সিলবারির* দিকে তাকাল। 'ভাবছি, যাদুর প্রতীকগুলো কি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব? বুঝতে না-ও পারি, তাই আমার মনে হয় এটি আমরা সঙ্গে নিতে পারি নিরাপত্তার জন্য।'

সে সিলাব্যারির বইটা দুই স্তূপের মধ্যে যেটি বড় সেটির উপর রাখল। তারপর হাতে তুলে নিল *'হগোয়ার্ড : একটি ইতিহাস'* গ্রন্থটি।

'শোনো,' হ্যারি বলল।

সে বসে আছে সোজা হয়ে। রন এবং হারমিয়ন দু'জনই তার দিকে ভিন্নমত এবং প্রত্যাখ্যানের মিশ্র ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'আমার মনে আছে তুমি ডাম্বলডোরের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের পর আমার সঙ্গে আসতে চাওয়ার কথা বলেছিলে।' হ্যারি শুরু করল।

'ওই যে, আবার শুরু করেছে।' রন চোখ পাকিয়ে হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমরা তো জানি সে বলবেই,' হারমিয়ন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল এবং এবার বইয়ের দিকে নজর দিল। 'জানো, আমি এই *হগোয়ার্ড: একটি ইতিহাস* বইটি সঙ্গে নেব। এমনকি যদি আমরা সেখানে ফিরে নাও যাই, তারপরও এ বইটি আমার সঙ্গে না থাকলে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব না-

'শোনো!' হ্যারি বলল।

'না! তুমি বরং আমার কথা শোনো,' হারমিয়ন জেদ ধরে বলল। 'আমরা তোমার সঙ্গে যাবই। এবং এটা কোনো নতুন কথা নয়, এই ব্যাপারে অনেক মাস আগে, বলতে পার বছর আগে, সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। সত্যি সত্যিই।'

'কিন্তু-'

'একদম চুপ,' রন বলল।

' তোমরা কি নিশ্চিত যে এভাবে বিষয়টি ভেবেছ?'

'দেখা যাক,' হারমিয়ন হ্যারির কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে বলল। ট্রাভেলস এন্ড ট্রলস বইটি ছুড়ে স্তূপের ওপর ফেলে তীব্র চোখে তাকাল। 'আমি কয়েক দিন ধরে গোছগাছ করছি। সুতরাং এক মুহূর্তের নোটিশে আমরা রওয়ানা হতে প্রস্তুত আছি। তোমার অবগতির জন্য বলছি, কয়েকটা জটিল যাদু জানা ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে। বলার অপেক্ষা রাখে না রনের

মায়ের নাকের ডগা থেকে লুকিয়ে ম্যাড-আই'র সব পলিজিউস পোশন পাচার করে নিয়ে এসেছি।

'আমি বাবা-মায়ের স্মরণশক্তিকেও কিছুটা বদলে দিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের ওয়েন্ডেল এবং মনিকা উইলকিনস মনে করেন এবং তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা হলো অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়া, যা তারা ইতিমধ্যে করেছেন। এর ফলে ভোল্ডেমর্টের জন্য কঠিন হয়ে যাবে তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং আমার সম্পর্কে বা তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। সত্যি বলতে কি, দুর্ভাগ্যবশত তোমার সম্পর্কে তাদের কাছে আমি খানিকটা বলেছি।'

'ধর যদি আমি হরক্রুক্সকে ধরতে গিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে আসি, তখন আমি বাবা-মায়ের ওপর থেকে ম্যাজিক স্পেল তুলে নেব। আর যদি না আসি, ঠিক আছে, আমার মনে হয় একটা ভালো চার্মই ব্যবহার করেছি যাতে তারা নিরাপদ এবং শান্তিতে থাকতে পারেন। ওয়েন্ডেল এবং মনিকা উইলকিনস জানে না যে তাদের একটি মেয়ে আছে। বুঝতে পেরেছ?'

হারমিয়নের চোখ আবার ভিজে উঠেছে। রন বিছানা থেকে আবার উঠে এলো। আরো একবার তার হাতটা হারমিয়নের কাঁধের উপর রাখল। হ্যারির কথা বলার কৌশলের অভাব দেখে তার দিকে নিঃশব্দে বিরক্ত মুখে তাকাল রন। হ্যারি কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মনে মনে অপদস্থ হলো রনের ভাব দেখে। কারণ রন কাউকে কৌশল শেখায় এমনটি সে আর কখনো দেখেনি।

'আমি... হারমিয়ন... আমি দুঃখিত... আমি বুঝতে পারিনি...'

'তুমি কী বুঝতে পারোনা যে রন এবং আমি ভালো করেই জানি, আমরা তোমার সঙ্গে থাকলে কী ঘটতে পারে? আমরা সব জানি। রন, হ্যারিকে দেখাও তুমি কী করেছ।'

'নাহ, ও এই মাত্র খেয়েছে।' রন বলল।

'দেখাও! ওর জানার প্রয়োজন আছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যারি, তুমি একটু এদিকে এসো।'

দ্বিতীয়বারের মতো হারমিয়নের উপর থেকে রন হাত সরিয়ে নিল এবং ভারী পা ফেলে দরোজার দিকে গেল।

'সি'মন।'

'কেন?' হ্যারি রনের পেছনে পেছনে ছোট জায়গাটিতে নামতে গিয়ে বলল।

'ডিসেন্ডো!' রন গুনগুন করে হাতের যাদুদণ্ডটি নিচু ফলস সিলিং-এর দিকে ধরে বলল।

ওদের ঠিক মাথার উপর একটি ছোট ডালা খুলে গেল এবং একটি মই ওদের দিকে সোজা নেমে এলো। একটি ভয়ানক চুচু শব্দ এবং গোঙানোর শব্দ আসছে

মাথার ওপরের ওই চারকোনা জায়গাটি থেকে। এর সাথে আসছে অনেকটা খোলা নর্দমার মতো একটি তীব্র দুর্গন্ধ।

'এটাই তাহলে তোমার পিশাচ, তাই না?' হ্যারি জানতে চাইল। সে এই প্রাণীটিকে এর আগে দেখেনি শুধু মাঝেমাঝে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়া শব্দ শোনা ছাড়া।

'হ্যাঁ,এটাই,' রন বলল। সে মই বেয়ে উপরে উঠল। 'এসো, এবং ওকে দেখ।'

হ্যারি রনের পেছনে মই বেয়ে কয়েক পা উঠল। ছাদের নিচে ফলস সিলিং-এ মাচাং-এর ওপর ছোট একটি জায়গা। সে মাথা এবং কাঁধ উপরে তোলার পর দেখতে পেল প্রাণীটি কয়েক ফুট দূরে গুটি পাকিয়ে আছে। প্রায় অন্ধকার জায়গাটিতে বিশাল মুখ হা করে ঘুমিয়ে আছে।

'কিন্তু... কিন্তু এটা তো দেখতে... পিশাচরা কি পায়জামা পড়ে?'

'না,' রন বলল। 'ওদের সাধারণত লাল চুলও হয় না অথবা গায়ে ফুস্কুরি দাগও হয় না।'

হ্যারি এবার কিছুটা অনুধাবন করতে পারল এবং ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলো। আকারে এবং গঠনে দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, হ্যারির চোখ অন্ধকারে কিছুটা সয়ে আসতেই সে পরিষ্কার দেখতে পেল এটির পরনে রনের একটি পুরনো পায়জামা। সে আগে জানত যে পিশাচদের পশম হয় না এবং গায়ে রঙিন ভেজা ফস্কুরির দগদগে দাগ হয় না। বরং ওরা হয় হালকা-পাতলা গড়নের এবং পশমহীন।

'এটাই যে আমি, নিশ্চই বুঝতে পেরেছ?'

'না, আমি বুঝলাম না।' হ্যারি বলল।

'রুমে ফিরে গিয়ে তোমাকে বলব সব। গন্ধটা নাকে লাগছে চল তারাতারি এখান থেকে যাই।' রন বলল। ওরা মই বেয়ে নিচে ফিরে এলো। রন মইটা ভাঁজ করে আবার সিলিঙে ঠেলে দিল। ওরা ফের হারমিয়নের সঙ্গে যোগ দিল। হার-মিয়ন তখনও বই নাড়াচাড়া করছে।

'আমরা যখন ওই কাজে চলে যাব, পিশাচটা তখন নেমে এসে আমার রুমে থাকবে।' রন বলল। 'আমার মনে হয় সেও এই অপেক্ষাতেই আছে। তবে বলা শক্ত কতটা সে পারবে, কারণ সে শুধু গোঙাতে এবং লালা ফেলতেই পারে। আর কেউ কিছু তাকে বললে সে মাথা দোলায়। যা হোক, সে আমার রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে তার গায়ের স্প্যাটারগ্রোইটে আক্রান্ত সকল দুর্গন্ধ নিয়েই। খুবই ভালো পরিকল্পনা, তা-ই না?

হ্যারি পরিকল্পনার দুর্বলতার দিকগুলো ভাবছিল।

'এ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে,' রন বলল। হ্যারি যে তার এমন একটি বুদ্ধিমত্তার কাজ ধরতে পারেনি তা দেখে সে পরিষ্কার হতাশ হলো। 'দেখো, আমরা তিনজন যখন হগোয়ার্টে ফিরব না, তখন সবাই চিন্তা করবে যে হারমিয়ন এবং আমি তোমার সঙ্গে আছি, ঠিক? তারমানে হলো এরপর ডেথ-ইটাররা সরাসরি আমাদের বাড়িতে গিয়ে তুমি কোথায় আছ সে সম্পর্কে খোঁজ করবে।'

'কিন্তু আমার বেলায় আশা করি তাদের মনে হবে, আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে কোথাও গিয়েছি। এখন অনেক মাগলরা তো পালিয়ে থাকার কথা ভাবছে।' হারমিয়ন বলল।

'কিন্তু, আমি তো আমার পুরো পরিবারকে লুকোতে পারব না। এতে খুবই সন্দেহের উদ্রেক হবে, তাছাড়া সবাই কাজকর্ম ছেড়ে কোথাও চলে যেতেও পারে না।' রন বলল। 'সুতরাং আমরা এমন একটি গল্প তৈরি করব যেন আমি স্প্যাটারগ্রোইট হওয়ার কারণে খুবই অসুস্থ। সে কারণেই স্কুলে যেতে পারছি না। যদি কেউ অনুসন্ধান করতে আসে, মা আর বাবা তাদেরকে আমার বিছানায় শোয়া পিশাচটাকে দেখাবে। যেন আমি শুয়ে আছি, আমার সারা গায়ে ফুসকুড়ি। স্প্যাটারগ্রোইট সত্যিই খুব সংক্রামক। সুতরাং তাদের কেউ 'আমার' কাছাকাছি যাবে না। সে যে কথা বলতে পারে না, সেটা কোনো সন্দহের কারণ হবে না। বরং তারা ভাববে, কারো ফাঙ্গাস থাকলে তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাই সে কথা বলতে পারে না।'

'তোমার মাম এবং ড্যাড এই পরিকল্পনায় রাজি আছেন?' হ্যারি জানতে চাইল।

'ড্যাড আছেন। তিনি ফ্রেড এবং জর্জকে পিশাচে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছেন। আর মাম...তুমি মা'র মনোভাব বুঝতে পেরেছ নিশ্চই। তিনি আমাদের যাওয়াটা মেনে নেবেন না, ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না যাই।'

ঘরের ভেতর নীরবতা নেমে এল। হারমিয়ন বইগুলো একটি স্তূপ থেকে আরেক স্তূপের উপর রাখছে টুকটাক শব্দ করে । রন বসে তার কাজ দেখছে। আর হ্যারি একবার রনকে আরেকবার হারমিয়নকে দেখছে। কিছু বলার ভাষা তার নেই। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষার জন্য যেসব প্রস্তুতি নিয়েছে তা থেকে হ্যারি বুঝতে পারল যে ওরা সত্যিই তার সঙ্গে যাবে এবং এ সিদ্ধান্ত কতটা বিপজ্জনক তারা সেটাও জানে। হ্যারির বলতে ইচ্ছা করল এর অর্থ তার কাছে কী, কিন্তু বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো শব্দ সে খুঁজে পেল না।

এই নীরবতার ভেতর চার ফ্লোর নিচ থেকে মিসেস উইসলির চিৎকারের শব্দ ভেসে এলো।

'জিনি সম্ভবত ন্যাপকিন রিঙে ধুলো-ময়লা রেখে দিয়েছে।' রন বলল। 'আমি

জানি না কেন ডেলাকুর পরিবার বিয়ের অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে আসছেন।'

'ফ্লয়ারের বোন হবে নববধুর সঙ্গী ব্রাইডমেইড। রিহার্সেলের জন্য তাকে থাকতে হবে। তার বয়স কম। সে একা আসবে কি করে।' আনমনাভাবে 'ব্রিক উইথ এ বানশি' বইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হারমিয়ন বলল ।

'হ্যাঁ, কিন্তু অতিথীরা তো আর মায়ের কাজকর্মে সাহায্য করতে যাচ্ছেন না,' রন বলল।

'আসলে আমাদের প্রথমে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা'হলো, আমরা এখান থেকে প্রথমে কোথায় যাব।' হারমিয়ন বলল। সে না তাকিয়েই বিনের ভেতরে ডিফেনসিভ ম্যাজিক্যাল থিওরি বইটি ছুড়ল এবং অ্যান অ্যাপ্রাইজাল অফ ম্যাজিক্যাল এডুকেশন ইন ইউরোপ বইটি হাতে তুলে নিল। 'হ্যারি, আমি জানি তুমি বলেছিলে যে প্রথমে গোড্রিচ হলোতে যেতে চাও। আমি বুঝতে পারি কেন। কিন্তু... ধর... আমাদের কি হরক্রুক্সের বিষয়টিতে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়?'

'হরক্রুক্সগুলো কোথায় আছে, যে কোনো একটার খবরও আমরা যদি জানতাম, তাহলে তোমার কথায় আমি একমত হতাম যে সেখানেই আমাদের প্রথম যাওয়া উচিত।' হ্যারি বলল। হ্যারির মনে হলো না যে হারমিয়ন সত্যিকার অর্থে তার গোড্রিচ হলোতে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। ওখানে ওর বাবা-মায়ের কবর তাই সেখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। এ জায়গাটির বিষয়ে তার একটা গভীর অনুভূতি রয়েছে এটা সত্যি, তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস অনেক প্রশ্নের উত্তর সে এখান থেকেই পাবে। হয়তোবা খুবই সাধারণ কারণ, এ জায়গাটিতেই ভোল্ডেমর্টের কিলিং-কার্স থেকে সে বেঁচে গিয়েছিল। এখন তার সামনে আবার চ্যালেঞ্জ এসেছে ঘটনার পুনরাবৃত্তির। হ্যারি সেই জায়গাটিতে যেতে চাচ্ছে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল। সে পূর্বের ঘটনাটা বুঝতে চায়।

'তোমার কি মনে হয় না যে ভোল্ডেমর্টের গোড্রিচ হলোর ওপর নজর রাখছে?' হারমিয়ন জানতে চাইল। 'সে হয়তো চিন্তা করতে পারে যে তোমার যখন 'সময়' হবে, যখন থেকে তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে- তখন তুমি তোমার মা-বাবার কবর দেখতেও যাবে?'

এ কথাটা হ্যারির মনে হয়নি। সে এর বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য গলদঘর্ম হতে থাকল। ইতিমধ্যে রন কথা বলে উঠল। সে ভিতরে ভিতরে যা চিন্তা করছিল সে কথাটাই এখন বলল।

'আর.এ.বি লোকটি কে, তুমি জানো, এ হলো সেই লোকটি যে আসল লকেটটি চুরি করেছিল।' তার কথায় হারমিয়ন মাথা দোলালো।

'সে তার নোট-এ বলেছে যে ওটা সে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। সে এই কথাই বলেছে, তাই না?'

হ্যারি ওর নিজের রুকস্যাকটি কাছে টেনে নিল। ভেতর থেকে নকল হরক্রুক্স টেনে বের করল যার ভেতর আর.এ.বি'র নোটটি তখনো ভাঁজ করা আছে।

'আমি আসল হরক্রুক্সটি চুরি করেছি এবং যত তাড়াতাড়ি পারি এটাকে ধ্বংস করতে চাই।' হ্যারি পড়ল।

'যদি ইতিমধ্যে লোকটি ধ্বংস করে দিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে?' রন বলল।

'অথবা মেয়েলোকটি,' হারমিয়ন বাধা দিয়ে বলল।

'যাই হোক,' রন বলল। 'তাতে একটা কাজ আমাদের কমে গেল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আসল লকেটের জন্য, তাই না?' হারমিয়ন বলল। 'সত্যিই এটা ধ্বংস হয়েছে কি না আমরা তা খুঁজে দেখব।'

'এবং এক সময় যদি আমাদের হাতে আসে, তাহলে তুমি হরক্রুক্স ধ্বংস করবে কীভাবে?

'ঠিক বলেছ,' হারমিয়ন বলল। 'এটাই আমি এখন গবেষণা করছি।'

'কীভাবে?' হ্যারি জানতে চাইল। 'আমার তো মনে হয় না যে হরক্রুক্স সম্পর্কে লাইব্রেরিতে কোনো বই আছে?'

'না, নাই,' হারমিয়ন বলল।' তার মুখটা গোলাপি হয়ে উঠল। 'ডাম্বলডোর সব সরিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি বইগুলো ধ্বংস করেননি।'

রন চোখ বিস্ফারিত করে হারমিনের দিকে তাকাল ।

'তুমি হলক্রুক্স বিষয়ে বইগুলো হস্তগত করলে কীভাবে?'

'ঠিক চুরি করিনি,' হারমিয়ন বলল। অস্থির-অসহায়ভাবে হ্যারি এবং রনের দিকে তাকাল। 'ডাম্বলডোর লাইব্রেরির শেলফ থেকে সরিয়ে নিলেও ওগুলো ছিল লাইব্রেরিরই বই। যা'হোক, যদি তিনি চাইতেন যে কেউ যেন বইগুলো না পায় তাহলে আরো সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো–'

'আসল কথা বল!' রন বলল।

'হ্যাঁ, এটা খুবই সহজ কাজ ছিল।' হারমিয়ন নিচুস্বরে বলল। 'আমি শুধু একটি সামোনিং চার্ম ব্যবহার করেছি। তোমরা জানো চার্মটা হলো- এসিও! এবং বইগুলো আকারে ছোট হয়ে ডাম্বলডোরের স্টাডি রুমের জানালা দিয়ে সোজা মেয়েদের ডরমেটরিতে চলে এসেছে।'

'কিন্তু তুমি এটা কখন করলে?' হ্যারি জানতে চাইল। হারমিয়নের প্রতি তার অবিশ্বাস এবং সমর্থনের একটি মিশ্রভাব তৈরি হলো।

'ডাম্বলডোরের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ঠিক পরপর,' হারমিয়ন বলল। তার গলার স্বর আরো নিচু হয়ে এসেছে। 'ঠিক যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে স্কুল ত্যাগ করব এবং হরক্রুক্স খুঁজতে যাব, তার পরপরই। আমি যখন আমার জিনিসপত্র আনতে উপরে গিয়েছিলাম তখন আমার মনে হয়েছে যে এ সম্পর্কে আরো বেশি জানলে

খুব ভালো হবে, এবং আমি ছিলাম একা সেখানে... সুতরাং আমি চেষ্টা করলাম... আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। ওগুলো সোজা জানালা দিয়ে উড়ে চলে এলো... আর আমি গুছিয়ে নিলাম।' সে ঢোক গিলল এবং সোজাসুজি বলল, 'আমার বিশ্বাস হয় না যে এতে ডাম্বলডোরের খুব রাগ হতো। এটা এমন না যে আমরা হরক্রুক্স তৈরির জন্য তথ্য ব্যবহার করছি, তাই না?'

'আমরা কী এই বিষয়ে তোমাকে দূষছি?' রন বলল। 'আসল কথা বল, বইগুলো এখন কোথায়?'

হারমিয়ন অল্প একটু সময় খুঁজেই স্তূপের ভেতর থেকে একটি মোটা ভলিউম বের করে আনল। বইটার চামড়ার বাঁধাই ঢিলে হয়ে গেছে। তাকে একটু বিমর্ষ দেখা গেল এবং এমনভাবে বইটা ধরে রাখল যেন কোনো একটা কিছু এইমাত্র মারা গেছে।

'এই বইতেই পরিষ্কারভাবে আছে যে কীভাবে হরক্রুক্স বানাতে হয়। *'সিক্রেট অব দি ডার্কেষ্ট আর্ট'*- এটি একটি সাংঘাতিক বই। সত্যিই ভয়ানক, অশুভ যাদু দিয়ে ভরা। আমি ভাবছি কখন ডাম্বলডোর এগুলো লাইব্রেরি থেকে সরিয়েছেন... যদি তিনি হেডমাস্টার হওয়ার আগে এগুলো সরিয়ে না থাকেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট এর থেকে তার প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা পেয়ে গেছে।'

'সে সত্যিই সত্যিই বই পড়ে থাকে, তাহলে কেন সে স্লুগহর্নের কাছে জানতে চাইবে যে, কী করে হরক্রুক্স বানাতে হয়?' রন বলল।

'না, সে শুধুমাত্র জানতে চেয়েছিল যে, যদি একজন তার আত্মাকে সাতখণ্ডে ভাগ করে তা'হলে কি হয়।' হ্যারি বলল। 'ডাম্বলডোর যখন তাদের সম্পর্কে স্লাগহর্নকে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে রিডল ইতিমধ্যে জানে যে কী করে হরক্রুক্স তৈরি করতে হয়। আমার মনে হয় তোমার কথা ঠিক হারমিয়ন, এভাবেই সে হলক্রুক্স তৈরির বিষয়ে জেনে থাকতে পারে।'

'এবং আমি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যত বেশি পড়েছি,' হারমিয়ন বলতে থাকল, 'ততই বিষয়টি ভয়ানক মনে হয়েছে, আর আমার বিশ্বাস কমেছে আমাদের জানা তার ছয়টি হরক্রুক্স বানানোর তথ্যের ওপর। বইতে সতর্ক করা আছে, আত্মা খণ্ডিত করে মাত্র একটি মাত্র হরক্রুক্স বানাতে গিয়ে একজন তার আত্মাকে কতটা ভঙ্গুর ও দুর্বল করে।'

হ্যারির মনে পড়ল ভোল্ডেমর্টের 'শয়তানের অধিক খারাপ' চলাফেলার ডাম্বলডোরের উক্তি।

'নিজেকে এক জায়গায় করার কি কোনো উপায় নেই?' রন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত হেসে হারমিয়ন বলল। 'কিন্তু তা হবে ভয়ানক কষ্টের।'

'কেন, কীভাবে করা যায় এটা?' হ্যারি বলল।

'অনুতাপ,' হারমিয়ন বলল। 'তোমাকে সত্যি সত্যিই অনুধাবন করতে হবে যে তুমি কী করেছ। বইতে একটি ফুটনোট দেওয়া আছে। এমনকি ব্যাথাটি তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার মনে হয় না যে ভোল্ডেমর্ট এটা করতে চেষ্টা করছে। তোমার কি মনে হয়?'

'না,' হ্যারির উত্তর দেয়ার আগেই রন বলল। 'বইতে কি লেখা আছে কীভাবে হরক্রুক্স ধ্বংস করা যায়?'

'হ্যাঁ,' হারমিয়ন বলল। সে এমনভাবে দুর্বল পাতাগুলো উল্টাতে থাকল যেন নষ্ট হয়ে যাওয়া শিরা-উপশিরাগুলো পরীক্ষা করছে। 'কারণ এখানে ডার্ক উইজার্ডদের সতর্ক করা হয়েছে যে তারা যাদুর স্পেল ব্যবহারকালে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে যেন সচেতন থাকে। সেখানে থেকে আমি যা পেয়েছি তা'হলো, হ্যারি যেমন রিডলের ডায়েরির বেলায় যা করেছিল, সেটা ছিল হরক্রুক্স ধ্বংসের যে অল্প কয়েকটি নিরাপদ মাধ্যম আছে তার একটি।'

'সেটা কী, ব্যাসিলিস্ক-এর বিষাক্ত থাবা দিয়ে আঘাত করা?' হ্যারি জানতে চাইল।

'ওহ্, তাহলে আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান যে অনেক ব্যাসিলিস্কের থাবা পেয়েছি, রন বলল। 'আমি ভাবছিলাম যে এগুলো দিয়ে আমরা কী করব।'

'ব্যাসিলিস্কের থাবা হতেই হবে তা নয়', হারমিয়ন শান্তভাবে বলল। 'এটা এমন ধ্বংসকর কিছু হতে হবে যে হরক্রুক্স নিজে থেকে আর সেরে উঠতে না পারে। ব্যাসিলিস্কের থাবার বিষের শুধু একটি প্রতিষেধক আছে । এবং এটি অবিশ্বাস্যরকমের কম দেখা যায়।'

'ফিনিক্স-এর চোখের জল,' হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

'ঠিক,' হারমিয়ন বলল। সমস্যা হলো, খুব কম উপাদানই আছে ব্যাসিলিস্কের বিষের মতো ধ্বংসাত্মক। এবং সেগুলো ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক। এ সমস্যাটি আমরা সমাধান করতে চাচ্ছি। কারণ হরক্রুক্স খণ্ড-বিখণ্ড বা দুমড়ে-মুচড়ে বা চূর্ণ বিচূর্ণ করলেই চলবে না। তোমাকে এমনভাবে বিনষ্ট করতে হবে যাতে যাদুর মাধ্যমেও মেরামত করা না যায়।'

'এমনকি আমরা ধ্বংস করার পরও তার ভিতরেও প্রাণ থেকে যেতে পারে,' রন বলল। 'কেন, এর ভিতরের আত্মাটুকু অন্য কিছুর ভেতর কি আশ্রয় নিতে পারে না?'

'কারণ হরক্রুক্স মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত।'

হ্যারি এবং রনের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার নয়, ওদের ঘোরের মধ্যে দেখে হারমিয়ন দ্রুত বলল, 'ধর, আমি যদি ঠিক এই মুহূর্তে একটি তলোয়ার তুলে নিই, এবং সেটা দিয়ে তোমাকে আঘাত করি, তাতে আমি তোমার আত্মার কিছুই করতে

পারব না ।'

'সেটাই হবে আমার জন্য স্বস্তিদায়ক, আমি নিশ্চিত,' রন হেসে বলল ।

হ্যারিও হাসল ।

'প্রকৃতপক্ষে তাই হওয়া উচিত! কিন্তু আমার পয়েন্টটি হলো, তোমার শরীরের যাই হোক না কেন তা থেকে তোমার আত্মা মুক্ত থাকবে । ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে,' হারমিয়ন বলল । 'কিন্তু হরক্রুক্সের বেলায় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন । এর শরীরের ভেতরে আত্মার টুকরাগুলোর টিকে থাকাটা নির্ভর করবে এর ধারণ ক্ষমতার ওপর, যাদু করা শরীর বা পাত্রের ওপর । এই আত্মা ছাড়া হরক্রুক্স টিকে থাকতে পারে না ।'

'ওই ডায়েরির ওপর আমি যখন আঘাত চালিয়েছিলাম তখন ওটার এক ধরনের মৃত্যু হয়েছিল ।' হ্যারি বলল । মনে পড়ল ফুটো হয়ে যাওয়া পাতাগুলো থেকে কীভাবে রক্তের মতো কালি ঝরেছিল । এবং ওটা ধ্বংস হওয়ার সময় ভোল্ডেমর্টের এক টুকরা আত্মার চিৎকার শোনা গিয়েছিল ।

'এবং ডায়েরিটা এক সময় যখন সঠিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল তখন এর মধ্যে এক টুকরা আত্মা আটকা পড়েছিল । যা আর পরে টিকে থাকতে পারেনি । তোমার ধ্বংস করার আগে জিনি চেষ্টা করেছিল ডায়েরিটা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে ওঁার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার । কিন্তু ওটি স্বাভাবিকভাবেই ফিরে এসেছিল আবার নতুন হয়ে ।'

'বিষয়টা ভেবে দেখ', বলে রন একটু সময় নিল । 'ডায়েরির ওই আত্মা-টুকরা ছিল জিনির নিয়ন্ত্রণে,তাই না? তাহলে সেটা স্বক্রিয় হলো কী করে?'

'যাদুর আধারটুকু যতক্ষণ আস্ত থাকবে, আত্মার টুকরা ততক্ষণ লাফিয়ে যে কারো ভেতরে এবং বাইরে যাতায়াত করতে পারবে । যদি, কেউ একজন মানষিকভাবে ওগুলোর নৈকট্য অনুভব করে– আমি বলছি না যে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখলে বা এটা স্পর্শ করলেই হবে ।' রন কিছু বলার আগেই আবার সে বলল । 'জিনি তার হৃদয়টা দিয়ে দিয়েছিল ডায়েরির প্রতি । সে নিজেকে ভয়ানক নাজুক করে ফেলেছিল । নিজেকে ভয়ঙ্কর বিপদের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল । তুমি খুবই সমস্যায় পড়বে যদি তুমি হরক্রুক্স-এর ওপর অধিক দুর্বল হয়ে যাও অথবা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।'

'আমি ভাবছি ডাম্বলডোর কী করে রিং ভাঙলেন ।,' হ্যারি বলল । 'আমি কেন যে আগে তাকে জিজ্ঞেস করিনি? আমি কখনোই সত্যিকার অর্থে...'

তার কণ্ঠস্বর নেমে গেল । সে চিন্তা করতে থাকল আর কী কী বিষয়ে ডাম্বলডোরকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল । এবং হেডমাস্টার মারা যাওয়ার পর থেকেই হ্যারির মনে হচ্ছে যে সে অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে । ডাম্বলডোর বেঁচে

থাকলে অনেক বেশি জানা যেত, সবকিছু জানা যেত...

বেড রুমের দরোজা দরাম করে খুলে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেতেই সব নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। হারমিয়ন তীক্ষ্ণ একটি শব্দ করল এবং সিক্রেট অব দি ডার্ক বইটি হাত থেকে ফেলে দিল। ক্রুকশ্যাঙ্ক দৌড়ে বিছানার নিচে চলে গেল। সে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। রন লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল এবং নিচে ফেলা চকোলেট ফ্রগ র‍্যাপারের ওপর পা পড়ায় পিছলে গেল। তার মাথাটা বিপরীত দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে গেল। আর হ্যারি স্বভাবগতভাবেই নিজের যাদুদণ্ডটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার চোখের সামনে দেখল মিসেস উইসলি। মিসেস উইসলির চুলগুলো এলামেলো। মুখটা রাগে কঠিণ হয়ে আছে।

'আমি খুবই দুঃখিত তোমাদের খোসগল্পের আসর ভেঙে দেওয়ার জন্য,' তিনি বললেন। তার গলা কাঁপছে। 'আমি জানি তোমাদের বিশ্রাম প্রয়োজন...কিন্তু ওদিকে আমার রুমে বিয়ের উপহারগুলো সব স্তূপ হয়ে আছে। ওগুলো গুছাতে হবে। এবং আমার মনে হলো তোমরা এ কাজে আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হবে।'

'ওহ হ্যাঁ,' হারমিয়ন বলল। সে পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াল। তাকে বেশ ভীত দেখাচ্ছে। চারদিকে বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'হ্যাঁ আমরা...আমরা খুবই দুঃখিত যে...'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সে হ্যারি এবং রনের দিকে তাকিয়ে তারপর মিসেস উইসলির পেছনে পেছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

'এটা অনেকটাই খণ্ডকালীন কাজের মতো,' গলার স্বর নামিয়ে অভিযোগের সুরে রন বলল। সে তখনো মাথার ঠুকে যাওয়া জায়গাটা ডলছে। ওরা দু'জনেই হারমিয়ন ও মিসেস উইসলিকে অনুসরণ করল। 'তবে কোনো জব স্যাটিসফেকশন ছাড়াই। এই বিয়েটি যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় আমি বেঁচে যাই।'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল 'তখন আর হরক্রুক্সকে খোঁজা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো কাজ থাকবে না। তখন একেবারে হলি ডে'র মতো সময় কাটবে, তাই না?'

রন হাসতে শুরু করল। কিন্তু মিসেস উইসলির রুমে তাদের কাজ করার জন্য যে বিশাল উপহারের স্তূপ অপেক্ষা করছে তা দেখে সে দমে গেল।

পরের দিন সকাল এগারটায় ডেলাকুর পরিবার চলে এলো।

কিন্তু, ফ্লয়ারের পরিবারোকে এখনই আসতে দেখে হ্যারি, রন, হারমিয়ন এবং জিনি যথেষ্ট বিরক্ত হলো। মন খারাপ করে রন উপরে গেল কোন মোজা জোড়া ম্যাচ করবে তা দেখতে। আর হ্যারি তার চুল সোজা করার কাজে মন দিল। যখন ওদের সবার কাছে নিজেদেরকে পরিপাটি মনে হলো তখন রোদ্রজ্জ্বল উঠানে নেমে এসে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

হ্যারি এই জায়গাটিকে কখনো এমন সাজানো-গোছানো দেখেনি। দরোজার সামনে বড় দাগঅলা পানি সেদ্ধ করার ডেকচিগুলো নেই, ওয়েলিংটন বুটের দাগগুলো নেই, তার বদলে দরোজার দু'পাশে বড় দুটি পাত্রে ফ্লাটারবাই ঝোপ দেখা যাচ্ছে। চারদিকে কোনো বাতাস না থাকা সত্ত্বেও মন্থরভাবে পাতাগুলো নড়ছে। একটা মৃদুমন্দ ছন্দ বয়ে যাচ্ছে। মুরগিগুলো দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উঠোন ঝাড় দেয়া হয়েছে এবং পাশের বাগানটি ঝরঝরে হয়েছে। বাগানটি থেকে লতাপাতা ও আগাছা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হ্যারির মনে হলো স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ভাবটা চলে গিয়ে বাগানটাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে। হ্যারি বাগানের আগোছালো প্রাকৃতিক ভাবটাই পছন্দ করে।

অর্ডার এবং মন্ত্রণালয় মিলে বারোতে অগণিত নিরাপত্তা স্পেল ব্যবহার করেছে তার সঠিক সন্ধান করা হ্যারির কাছেও কঠিন। সে শুধু জানে যে কারো পক্ষে সরাসরি ম্যাজিকের দ্বারা এখানে আসা সম্ভব নয়। সে কারণেই মি.উইসলি ডেলাকুরদের আনতে পাশের পাহাড়ের চূড়ায় গিয়েছেন। ওখানেই তারা পোর্টকিতে করে নামবেন। উচ্চকণ্ঠে হাসির শব্দে ভেসে আসায় তারা চলে এসেছেন সেটা বোঝা গেল। মনে হলো হাসির শব্দটি মি.উইসলির। একটু পরেই মি.উইসলিকে গেটের কাছে দেখা গেল। দু'হাত ধরা লাগেজ এবং সামনে অপূর্ব সুন্দর লম্বা সোনালি চুলের একজন নারী, পরনের সবুজ পাতার ঢিলে পোশাক, তিনি ফ্লয়ারের মা হতে পারেন ।

'*মামান*,' চিৎকার করে উঠল ফ্লয়ার। দৌড়ে সামনে গেল তাদের জড়িয়ে ধরতে, 'পাপা!'

মঁসিয়ে ডেলাকুর তার স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুই না। তিনি স্ত্রীর চেয়ে একমাথা খাটো এবং শরীরটা ভারী। মুখে খোচাখোচা কালো দাড়ি। কিন্তু তাকে ভালো মানুষ বলে মনে হয়। তিনি মিসেস উইসলির দিকে এসে দু'গালে দু'বার করে চুমু দিয়ে মিসেস উইসলিকে নারভাস করে দিলেন।

'তোমরা গভীর সংকটের ভেতর দিয়ে কাটিয়েছ,' গভীর গলায় তিনি বললেন। 'ফ্লয়ার বলল যে তোমাদের খুবই পরিশ্রম ও ঝামেলা যাচ্ছে।'

'ওহ, এটা কিছু না, কোনো ব্যাপার না,' মিসেস উইসলি নরম সুরে বললেন,' কোনো সমস্যাই হয়নি।'

রন ওর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটালো একটি বামন ভুতকে লক্ষ্য করে লাথি দিয়ে। বামনটি পেছনের ফ্লাটারবাই ঝোপ থেকে ওর দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল।

'ডিয়ার লেডি! মঁসি ডেলাকুর বললেন, তিনি তখনো তার মোটা হাত দিয়ে মিসেস উইসলির একটি হাত ধরে হাসছেন। 'আমাদের দু-পরিবারের মধ্যে যে

বন্ধন তৈরি হচ্ছে সে জন্য আমরা সম্মান বোধ করছি। আমি আমার স্ত্রীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি, অ্যাপোলিন!'

ম্যাডাম ডেলাকুর শান্তভাবে সামনে এগিয়ে এলেন এবং তিনিও সামনের দিকে ঝুঁকে মিসেস উইসলিকে কিস করলেন।

'কি যে ভালো লাগছে!' তিনি বললেন,'আপনার স্বামী আমাদেরকে অনেক মজার মজার গল্প বলছিলেন।'

মি. উইসলি তার স্বভাবসুলভ হাসলেন; মিসেস উইসলি তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে মি.উইসলি নীরব হয়ে গেলেন। এবং এমন একটা ভাব করলেন যেন রোগে শয্যাগ্রস্ত কোনো নিকট-বন্ধুর বিছানার পাশে বসে আছেন।

'এবং অবশ্যই আপনারা আমার ছোট মেয়ে গ্যাব্রিয়েলেকে দেখেছেন!' ডেলাকুর বললেন। গ্যাব্রিয়েলে হলো ফ্লয়ারেরই ছোট সংস্করণ, দেখতে অবিকল ফ্লয়ার। এগারো বছর বয়স। কোমর পর্যন্ত খাঁটি সোনালি চুল। সে মিসেস উইসলির দিকে তাকিয়ে একটা উজ্জ্বল হাসি দিল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। জিনি উচ্চশব্দ করে কাশি দিল।

'আচ্ছা, ভেতরে আসুন,' মিসেস উইসলি আনন্দের সঙ্গে বললেন। তিনি ডেলাকুর দম্পতিকে পথ দেখিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। বেশ অনেকবার 'নো প্লিজ! আফটার ইউ!, নট এট অল!' বাক্যগুলো বলতে শোনা গেল।

অল্প সময়ের ভেতরই বোঝা গেল যে ডেলাকুর দম্পতি খুবই আনন্দদায়ক, উৎসাহী অতিথী। তারা সব ব্যাপারেই খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠান প্রস্তুতে সহায়তা করলেন। মঁসিয়ে ডেলাকুর অতিথীদের বসার স্থান থেকে শুরু করে নববধুর সঙ্গীদের জুতোর ব্যাপারেও ঘোষণা দিলেন *চারমেন্ট*, খুবই সুন্দর!'। মিসেস ডেলাকুর অধিকাংশ গৃহকর্মে যোগ দিলেন এবং অল্প সময়ের ভেতর অভেন পরিষ্কার করে ফেললেন। গ্যাব্রিয়েলে সারাক্ষণ তার বড় বোনের সঙ্গে সঙ্গে রইল। চেষ্টা করল তার দ্বারা যা সম্ভব তা করে সাহায্য করতে। সে ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কথা বলে যেতে থাকল।

অসুবিধার দিক হলো বারো নামের বাড়িটা খুব বেশি মানুষের থাকার উপযোগী করে বানানো হয়নি। ফলে মি. এবং মিসেস উইসলি বসার ঘরে ঘুমাতে গেলেন। মঁসিয়ো এবং মাদাম ডেলাকুর প্রতিবাদ করলে এক রকম ধমক দিয়েই তারা তাদেরকে নিজেদের বেডরুমে ঘুমাতে পাঠালেন। গ্যাব্রিয়েলে ঘুমাতে গেল ফ্লয়ারের সঙ্গে পারসির পুরাতন রুমটিতে। রোমানিয়া থেকে চার্লি আসার পর বিলের সাথে থাকবে । চার্লি তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

ফলে ওদের একসঙ্গে শলা-পরামর্শ করার পরিস্থিতি প্রায় রইল না। সে

কারণে মরিয়া হয়ে হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন মুরগিগুলোকে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। যাতে সবার কাছ থেকে ওরা দূরে সরে থাকতে পারে।

'কিন্তু এখনো তিনি আমাদের একা ছাড়ছেন না,' রন ক্ষোভের সঙ্গে বলল। কারণ ওরা দ্বিতীয়বার উঠোনে একত্র হওয়ার চেষ্টা করতেই দেখা গেল মিসেস উইসলি হাতে কাপড় ধোয়ার বড় বালতি নিয়ে হাজির হয়েছেন।

'ওহ্, খুব ভালো কথা, তোমরা মুরগিগুলোকে খাবার দিয়েছ,' ওদের দিকে আসতে আসতে মিসেস উইসলি বললেন। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগামীকাল লোকজন আসার আগেই আমরা এগুলোকে আটকে রাখো... এটা করতে হবে কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানের সামিয়ানা হবে এখানে।' তিনি মুরগীর খোপের ওপর হেলান দিয়ে একটু সময় নিয়ে বললেন। তাকে ক্লান্ত দেখা যাচ্ছিল। 'মিলামেন্টের ম্যাজিক মারকুজ এসে পৌঁছবে এখনি... ওরা খুবই ভালো। বিলরা ওদের এগিয়ে নিয়ে আসতে গেছে... ওরা যখন আসবে তুমি বরং বাড়ির ভিতরে থেকো হ্যারি। এ জায়গায় এতসব স্পেল, যে কারণে বিয়ের আয়োজনকে জটিল করে তুলেছে ।'

'আমি দুঃখিত,' হ্যারি বিনয়ের সঙ্গে বলল।

'ওহ্, এভাবে বলো না ডিয়ার,' সঙ্গে সঙ্গে মিসেস উইসলি বললেন। 'আমি আসলে ওভাবে বলিনি..ওয়েল, তোমার নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তুমি তোমার জন্মদিনটি কীভাবে পালন করতে চাও হ্যারি। শত হলেও সতেরোতম, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ...

'আমি এ নিয়ে হৈচৈ চাই না,' হ্যারি দ্রুত উত্তর দিল। সে সকলের বাড়তি কাজ ও ঝক্কি-ঝামেলার সম্ভাবনার কথা ভাবল। 'মিসেস উইসলি, সত্যিকারে একটি নরমাল ডিনার হওয়াটাই ভালো... দিনটা হলো বিয়ের ঠিক আগের দিন...'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যদি তাই মনে কর। আমি রামুস এবং টঙ্কসকে আমন্ত্রণ জানাব, নাকি?' আর হ্যাগ্রিডকে?'

'তাহলে তো কথাই নেই,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু দয়া করে খুব চাপ কাঁধে নেয়া দরকার নেই।'

'না না, না মোটেই না... এটা কোনো সমস্যা না...

তিনি হ্যারির দিকে তাকালেন... একটি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি তার চোখে। তারপর একটু করুণ হাসলেন। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। হ্যারি পেছন থেকে তাকিয়ে রইল। তিনি তার যাদুদণ্ডটি ধোয়া কাপড়ের ওপর ধরলেন, ভেজা কাপড়গুলো শুকোনোর জন্য আপনা আপনি উপরে উঠে ঝুলে গেল।। হঠাৎ হ্যারির ভিতরে দুঃখবোধ হলো মিসেস উইসলির অসুবিধাগুলোর জন্য এবং সে নিজেও যে তাদের বেদনার কারণ হয়েছে, সেজন্য।

অধ্যায়-৭

অ্যালবাস ডাম্বলডোরের দলিল

হ্যারি পাহাড়ি পথ দিয়ে হাঁটছে। নিচে ঠাণ্ডা নীল আলোর আভা। তারও অনেক নিচ দিয়ে কুয়াশা ভেদ করে ছোট শহরের অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে যাকে খুঁজছে সেই মানুষটি কী ওই শহরে আছে? লোকটিকে যে তার ভীষণভাবে প্রয়োজন! এত প্রয়োজন যে তাকে ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ওই লোকটির কাছেই আছে তার উত্তর, তার সমস্যাবলির উত্তর....

'এই,ওঠো!'

হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। দেখল সে রনের ছোট্ট রুমের একটা ক্যাম্প খাঁটের ওপর শুয়ে আছে। তখনো সূর্য ভালো করে ওঠেনি। রুমের ভেতরে তখনো অন্ধকার। পিগভিটজিওন তখনো ঘুমিয়ে আছে তার ছোট পাখার নিচে মাথা দিয়ে। হ্যারির কপালের উপরের স্কারটিকে চুলকাচ্ছে।

'ঘুমের ঘোরে বকবক করছিলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, 'গ্রেগোরোভিচ', তুমি বারবার বলছিলে, 'গ্রেগোরোভিচ।'

হ্যারির চোখে চশমা নেই, সে কারণেই রনের মুখটা একটু আবছা দেখাচ্ছে। বলল, 'গ্রেগোরোভিচ কে?'

'আমি তো জানি না, আমি কি করে জানব? তুমিই তো বলছিলে নামটা বারবার।'

হ্যারি চিন্তা করতে করতে নিজের কপালে ঘষা দিল। তার একটু একটু মনে পড়ছে যে এই নামটা সে শুনেছে, কিন্তু কোথায় তা মনে পড়ছে না।

'আমার মনে হয় ভোল্ডেমর্ট তাকে খুঁজছে।'

'বেচারা,' রন বলল আগ্রহের সঙ্গে।

হ্যারি উঠে বসল। তখনো সে কপাল ঘষছে। এক সময় হ্যারি পুরোপুরি জেগে উঠল। সে মনে করার চেষ্টা করল স্বপ্নে ঠিক কী দেখেছে। কিন্তু শুধু মনে পড়ল পাহাড়ি এলাকা, তার নিচে গভীর উপত্যকায় একটি গ্রাম বিছিয়ে আছে।

'আমার মনে হয় সে এখন বিদেশে অবস্থান করছে।'

'কে, গ্রেগোরোভিচ?'

'না,ভোল্ডেমর্ট। মনে হয় সে কোনো এক স্থানে গ্রেগোরোভিচকে খুঁজছে। তবে, জায়গাটি ব্রিটেনের বলে আমার মনে হয় না।'

'তুমি ধারণা করছ যে আবারও তুমি তার মনের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছ?' রনের গলায় উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

'তুমি আমার একটু উপকার কর, হারমিয়নকে এ কথাটা আর দয়া করে বলবে না,' হ্যারি বলল। 'সে কীভাবে মনে করে যে আমি এসব স্বপ্ন দেখা বন্ধ করি... সব কিছু কি আমার ওপর নির্ভর করে?'

সে পিগভিজিওনের ছোট্ট খাঁচাটির দিকে তাকাল। চিন্তা করল....গ্রেগোরোভিচ নামটি কেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে?

'আমার মনে হয়,' সে ধীরে শান্তভাবে বলল। 'তার সঙ্গে কিডিচের একটা সম্পর্ক আছে। একটা যোগাযোগ আছে। কিন্তু সেটা যে কী আমি...আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'কিডিচ?' রন বলল। 'তুমি নিশ্চিত যে এটা গোরগোভিচ নয়?'

'কে সে?'

'দ্রাগোমির গোরগোভিচ, সে.. ওই যে কিডিচ খেলার চেজার। দু' বছর আগে যাকে রেকর্ড পরিমাণ ফি' দিয়ে কাডলি ক্যাননে নিয়ে গেল। এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি কোয়াফ্‌ল ফেলার রেকর্ডধারী।'

'না, হ্যারি বলল। 'আমি নিশ্চিত গোরগোভিচ নয়।'

'অবশ্য আমি নিজেও তা মনে করছি না,' রন বলল। 'যা' হোক, শুভ জন্মদিন।'

'ওহ্, ঠিক, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আজকে আমার বয়স সতেরো হলো।'

হ্যারি ক্যাম্প খাটের ওপর থেকে ওর যাদুদণ্ডটি তুলে নিল। এলোমেলো হয়ে

থাকা ডেস্কের দিকে তাক করল। বলল, 'এসিও গ্লাসেস!' যদিও মাত্র ফুট খানেক দূরে, কিন্তু কোনো কিছু ওর নিজের দিকে আসছে দেখাটা ওর কাছে খুবই আনন্দের, অন্তত ওর চোখে এসে খোচা না দেয়া পর্যন্ত।

'স্লিক,' রন নাক টেনে বলল।

হ্যারি ট্রেসের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করার জন্য রনের জিনিসপত্রগুলো যাদু করে রুমের ভেতর উড়িয়ে দিল। যার ফলে পিগভিজিওনের ঘুম ভেঙে গেল এবং খাঁচার ভেতর রেগে গিয়ে ঘুরপাক করতে থাকল। হ্যারি যাদুর মাধ্যমে জুতার ফিতা বাধল। (ফলে গিটগুলো হাত দিয়ে খুলতে কয়েক মিনিট সময় লাগল।) এবং শুধু এই আনন্দের জন্য কিডিচ খেলার বিখ্যাত টীম চাডলি ক্যাননের পোস্টারের ওপর ঝোলানো রনের কমলা রঙের হাউজ কোট উজ্জ্বল নীল দেখা গেল। হ্যারি যখন তার যাদুর আনন্দ শেষ করে এনেছে রন অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে বলল, 'তুমি যে জিনিসগুলো যাদু করে উড়িয়েছ তা আমি হাত দিয়েই করতে পারতাম। এই যে তোমার উপহার। মোড়কটা খোল, এটা আবার আমার মায়ের চোখের সামনে নেওয়া যাবে না।'

'বই, তাই না?' হ্যারি বলল। সে চৌকো প্যাকেটটি হাতে তুলে নিল। ' তবে একটু অন্যরকম কিছু মনে হয়?'

'এটা কোনো সাধারণ বই না'। রন বলল। 'এটা খাটি সোনা : *টুয়েলভ ফেইল-সেফ ওয়েস টু চার্ম উইচেস* । মেয়েদের সম্পর্কে জানার সব বিষয় এখানে দেওয়া আছে। গত বছর যদি এটি আমার কাছে থাকত তাহলে জানতে পারতাম কী করে ল্যাভেন্ডারের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এবং জানতাম কী করে পারা যায় মেয়েদের সাথে...ওয়েল, ফ্রেড এবং জর্জ আমাকে একটি কপি দিয়েছিল। এবং আমি ওটা থেকে প্রচুর জেনেছি। তুমি শুনলে অবাক হবে, এবিষয় গুলো শুধু যাদুদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত না।'

ওরা কিচেনে এসে দেখল টেবিলের ওপর উপহার স্তূপ। বিল এবং মঁসিয়ো ডেলাকুর সবে নাস্তা সেরে উঠছেন। আর মিসেস উইসলি তাদের সঙ্গে ফ্রাইং প্যান নিয়ে কথা বলছেন।

'আর্থার আমাকে বলেছে তোমাকে সতেরো বছরের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে, হ্যারি,' মিসেস উইসলি হ্যারিকে দেখে বললেন। 'আর্থারকে সকাল সকাল কাজে চলে যেতে হয়েছে। তবে ও রাতের খাবার খেতে আসবে। ওই ওপরেরটা আমাদের উপহার।'

হ্যারি বসল। মিসেস উইসলির দেখানো চারকোণা প্যাকেটটার মোড়ক খুলল। ভেতরে একটি ঘড়ি, মি. এবং মিসেস উইসলি রনের বয়স সতেরো হওয়ায় যে রকম ঘড়ি দিয়েছিলেন, ঠিক তেমন। ঘড়িটি সোনার, হাতের বদলে ঘড়িটায়

বৃত্ত করে তারকাখঁচিত নকশা ।

'উইজার্ডের বয়স সতেরো হলে তাকে একটি ঘড়ি উপহার দেওয়াটা একটি প্রথা,' মিসেস উইসলি বললেন। কুকারের পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে হ্যারির দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমি লজ্জিত যে এটা নতুন নয়, তোমাকে দেওয়া ঘড়িটা প্রকৃতপক্ষে আমার ভাই ফ্যাবিয়ানের। সে তার জিনিসপত্রের একেবারেই যত্ন নিত না। পেছনে একটু রঙ নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু-'

তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। হ্যারি উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। এই জড়িয়ে ধরার মধ্য দিয়ে হ্যারি অনেক কথা বোঝাতে চাইল। হয়তো তার কথাগুলো মিসেস উইসলি বুঝতে পারলেন। কারণ হ্যারি তাকে ছেড়ে দিতেই তিনি হ্যারির গালে ছোট্ট করে আদর করে চাপড় দিলেন। তারপর তিনি তার যাদুদণ্ডটি দিয়ে তুলে ধরলেন, চুলোর ওপর ফ্রাইং প্যান থেকে মাংস নিচে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল।

'হ্যাপি বার্থ ডে, হ্যারি!' হারমিয়ন বলল। সে দ্রুত গতিতে কিচেনে ঢুকল এবং উপহারের স্তূপের ওপর ওর আনা উপহারটা রাখল। 'এটা তেমন কিছু না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার পছন্দ হবে। ওর কাছ থেকে কী পেলে?' হারমিয়ন রনের ব্যাপারে বলল। রনকে মনে হলো সে কিছু শোনেনি।

'কাম অন, হারমিয়নেরটা খোলো!' রন বলল।

সে হ্যারির জন্য একটা নতুন স্নিকোস্কোপ কিনেছে। অন্য প্যাকেটগুলোর মধ্যে রয়েছে বিল ও ফ্লয়ারের জন্য আনা আকর্ষণীয় রেজর ('ওহ্ হ্যা, এই রেজরে একেবারে মসৃণ সেভ করতে পারবে,' ডেলাকুর ওকে নিশ্চিত করলেন। 'কিন্তু এটিকে তোমার অবশ্যই পরিষ্কার করে বলতে হবে তুমি কী চাও। তা না হলে হয়তো দেখবে তুমি যা চাও তারচেয়ে বেশি চুল কাটা হয়ে গেছে...'), ডেলাকুর চকলেট এনেছেন এবং ফ্রেড ও জর্জ কিনে এনেছে উইসলি'স উইজার্ড হুইজস।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন সেখানে আর দেরি করতে চাইল না। কারণ মাদাম ডেলাকুর, ফ্লয়ার এবং গ্যাব্রিয়েলে প্রবেশ করায় ছোট রুমটিতে অস্বস্তিদায়ক ভীড় হয়ে গেছে।

'আমি তোমার জিনিসগুলো গুছিয়ে দিচ্ছি,' হারমিয়ন উৎসাহের সাথে বলল। ওরা তিনজন ওপরে ফিরে যাওয়ার সময় সে তার হাতে উপহারগুলো তুলে নিল। 'প্রায় শেষ, শুধু অপেক্ষা করছি তোমার প্যান্টগুলো ওয়াশিং মেশিন থেকে ধোয়া হয়ে বের হওয়ার, রন-' ওপরে ওঠার সময় হারমিয়ন বলল।

রন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিচের তলায় দরোজা খোলার শব্দে বাধাগস্ত হল।

'হ্যারি, তুমি একটু এদিকে আসবে?'

জিনি এসেছে। রন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কিন্তু হারমিয়ন তাকে কনুই দিয়ে ছোট করে গুঁতো দিয়ে উপরে উঠে যেতে বলল। কিছুটা বিব্রত হয়ে হ্যারি জিনির পেছনে পেছনে তার রুমে ঢুকল।

এই রুমটির ভেতরে সে আগে কখনো আসেনি। রুমটি ছোট, কিন্তু বেশ ঝকঝকে। রুমের দেয়ালের একপাশে উইজার্ড ব্যান্ড দল ওয়্যার্ড সিস্টার্স-এর একটি বিশাল ছবি। আর অন্য দেয়ালটিতে কিডিচ টিম হলিহেড হারপিসের অধিনায়ক জিওনগ জোনসের একটি ছবি। ঠিক জানালা বরাবর একটি ডেস্ক রয়েছে। জানালার বাইরে খোলা বাগান দেখা যাচ্ছে। ওখানে এক সময় জিনি এবং সে আর রন এবং হারমিয়ন দু'জন করে দলে হয়ে কিডিচ খেলত। ওখানে এখন একটি গুম্বুজ আকারের সাদা মিনার। গুম্বজের ওপর সোনালি পতাকা জিনির জানালার সোজাসুজি।

জিনি মুখ তুলে হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'হ্যাপি সেভেনটিনথ।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

জিনি হ্যারির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু হ্যারির ওর দিকে তাকিয়ে থাকা কঠিন। অনেকটা তীব্র আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার চোখ ধাঁধানোর মতো মনে হলো হ্যারির।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, 'অপূর্ব দৃশ্য।'

জিনি বিষয়টি গায়ে মাখল না। এ জন্য হ্যারি অবশ্য তাকে দায়ী করতে পারে না।

'আমি ভাবতে পারছিলাম না যে তোমাকে কী উপহার দেব।'

'আমাকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই তোমার।'

এ কথাও জিনি কানে তুলল না।

'আমি জানি না যে কোন জিনিসটা তোমার কাজে লাগতে পারে। বড় আকারের কিছু হলে সেটা আবার তুমি সঙ্গে নিতে পারবে না।'

হ্যারি ওর দিকে এক পলকের জন্য তাকাল। জিনির ভেতর কান্নার কোনো আভাস নেই। ওর অনেক আকর্ষণীয় বিষয়ের এটি একটি। সে সহসা কাঁদে না। মাঝে মাঝেই হ্যারির মনে হয়েছে ছয়টি ভাই থাকার কারণে তার মধ্যে এই দৃঢ়তা এসেছে।

জিনি এক পা হ্যারির দিকে এগিয়ে এলো।

'তাই আমার মনে হলো, আমি এমন কিছু দেব যেন তুমি যে কাজেই থাক, সেখানে যদি কোনো *ভিলার* সঙ্গেও দেখা হয়, তখন যেন আমাকে না ভুলে যাও।'

'সত্যি বলতে কী আমার মনে হয় সে কাজের সময় ডেটিং-এর সুযোগ কমই পাওয়া যাবে।'

'আমি একটি রুপালি রেখার জন্য অপেক্ষা করছি,' জিনি ফিস ফিস করে বলল। তারপর হ্যারিকে সে চুমু খেতে শুরু করল যা সে জীবনে কখনো করেনি। হ্যারিও তাকে চুমু খেতে থাকল। ওরা সুখের রাজ্যে হারিয়ে গেল। ফায়ার হুইস্কির চেয়েও মধুর এ অনুভূতি। সে হলো এ দুনিয়ার একমাত্র বাস্তবতা জিনি ও হ্যারি পরস্পরকে অনুভব করছে। এক হাত জিনির পিঠে, অন্যহাত তার লম্বা মিষ্টি ঘ্রাণের চুলের ভেতর-

দরাম করে দরোজা খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা লাফ দিয়ে পৃথক হয়ে গেল।

'ওহ,' রন আর কোনো কথা না বাড়িয়ে বলল। 'সরি'

'রন!' হারমিয়ন ঠিক তার পেছনে। সে একটু হাপাচ্ছিল। একটি অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এলো। জিনি শান্ত সরল কণ্ঠে বলল, 'ওয়েল, হ্যাপি বার্থ ডে হ্যারি।'

রনের কান লাল হয়ে গেছে। হারমিয়নকে রীতিমতো নার্ভাস দেখা গেল। হ্যারির মনে হয়েছিল ওদের মুখের ওপর ঠাস করে দরোজাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু দরোজাটা খুলে যেতেই মনে হলো ঘরে একটি শুষ্কতা প্রবেশ করেছে এবং ওর উষ্ণ মুহূর্তগুলো সাবানের বুদ্বুদের মতো উবে গেছে। রন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করল জিনির সঙ্গে বিচ্ছেদ, পরম বিভোর হয়ে থাকা মুহূর্তগুলো যেন শেষ হয়ে গেল।

সে কিছু বলতে চেয়ে জিনির দিকে তাকিয়ে থাকল; যদিও সে জানে না জিনিকে কী বলতে চায়। কিন্তু জিনি পিছন ফিরল। হ্যারি ভাবল, জিনি হয়তো নিজেকে সংবরণ করতে পারছে না, তার চোখ হয়তো জলে ভরে উঠেছে। কিন্তু রনের সামনে হ্যারি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

'তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে,' হ্যারি বলল। তারপর ওদের দু'জনের পেছনে পেছন জিনির বেডরুম থেকে বের হয়ে গেল।

রন হনহন করে নিচের তলায় নেমে এলো। তারপর ভীড় হয়ে থাকা কিচেনের ভেতর দিয়ে উঠোনে নেমে এলো। হ্যারিও তার পেছন পেছন অনুসরণ করে এলো। হারমিয়নও ওদের তালে তালে হাঁটল। তাকে বেশ ভীত দেখা গেল।

এক সময় নিরিবিলি সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসের লনে এসে পৌঁছে রন হ্যারির দিকে ফিরল।

'যখন তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছ তখন তুমি তার সাথে আবার ঘনিষ্ঠতা করছ কেন।'

'আমি নিজ থেকে ঘনিষ্ঠতা তো করিনি।' হ্যারি বলল। হারমিয়ন তাদের

কথার ভেতর যোগ দিয়ে রনকে থামাতে চেষ্টা করল।

'রন-'

কিন্তু রন এক হাত তুলে তাকে বরং থামতে ইঙ্গিত দিল।

'সে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল তুমি যখন সম্পর্কটা শেষ-'

'আমিও তাই। তুমি জানো কেন আমি তা করেছি। আমি যে ইচ্ছা করে করেছি তা নয়।'

'হ্যাঁ বুঝলাম, কিন্তু তুমি তাকে চুমু খেয়ে তার মধ্যে আবার আশা জাগিয়ে তুলছ-'

'সে অতটা বোকা নয়। সে ভালো করেই জানে যে সেটা হতে পারে না। সে মোটেই আশা করেনি যে আমরা- বিয়ের মতো.. কিছু ঘটবে, অথবা-'

কথাগুলো বলার সময় তার চোখের সামনে একটি ছবি পরিষ্কার ভেসে উঠল; সাদা পোশাকে জিনি, তার বিয়ে হচ্ছে একজন লম্বা মতো মুখহীন এবং কিম্ভুতকিমাকার লোকের সঙ্গে।

মুহূর্তের মধ্যে সে তাকে আবিষ্কার করল সে মুক্ত ও **নিঃঝঞ্ঝাট**, আর ... সে শুধু তার সামনে ভোল্ডেমর্টকেই দেখতে পাচ্ছে।

'সুযোগ পেলেই তুমি যদি তাকে সঙ্গ দিতে থাক....'

'এটা আর ঘটবে না,' হ্যারি কঠিনভাবে বলল। দিনটি বেশ উজ্জ্বল, মেঘমুক্ত। কিন্তু হ্যারির মনে হলো সূর্য ডুবে গেছে। 'ঠিক আছে?'

রনকে খানিকটা বিরক্ত, খানিকটা বিব্রত মনে হলো। সে আগে পিছে কয়েক পা হাঁটতে থাকল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ওকে... আচ্ছা।'

বাকি দিনগুলোতে জিনি আর হ্যারির একান্তে সাক্ষাৎ হলো না, তাকে তার রুমে একা ডাকল না। না সে কোনো বিশেষ চাহনি দিল, না সে কোনো ইঙ্গিত করল। যেন সেদিন তার রুমে সাধারণ আলোচনার বাইরে তাদের মধ্যে কিছু হয়নি। তা সত্ত্বেও চার্লি আসার পর হ্যারি কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। চার্লি আসার পর একটি আশ্চর্য কাণ্ড হলো। মিসেস উইসলি জোর করে চার্লিকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ধমকে দিয়ে তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরলেন। চার্লির চুলে একেবারে সঠিক ছাঁট দেয়ার ঘোষণা দিলেন।

হ্যারির বার্থডে ডিনারের সময় বারোর কিচেনটি পূর্ণ হয়ে গেল লুপিন, টঙ্কস, হ্যাগ্রিড এবং চার্লি আসার আগেই। বাগানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত টেবিল পাতা হলো। ফ্রেড এবং জর্জ যাদুর মাধ্যমে বেশ কিছু রঙিন লণ্ঠন নিয়ে এল। ১৭ অঙ্কিত রঙিন লণ্ঠনগুলো অতিথীদের মাথার ওপর শূন্যে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। ধন্যবাদ মিসেস.উইসলিকে, তার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের কারণে জর্জের ক্ষত এখন অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। জর্জকে নিয়ে হাসি-তামাশা হওয়ার কারণে তো

বটেই, হ্যারির এখনো তার কানের পাশের কালো দাগটির জন্য অস্বস্তি লাগে। হারমিয়ন ওর যাদুদণ্ডটি দিয়ে রঙিন এবং সোনালি ফিতা তৈরি করে চারপাশের গাছ-গাছালি এবং ঝোপের ওপর দিয়ে বেশ কারুকাজ করে সাজিয়ে দিল।

'চমৎকার,' রন বলল। যাদুদণ্ড দিয়ে শেষবারের মতো ক্র্যাব আপেল গাছের ওপর দিয়ে হারমিয়ন সোনালি রঙ বিছিয়ে দিল। 'এ কাজের বিষয়ে তোমার চোখ দারুণ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ রন,' হারমিয়ন বলল। দু'জনকেই একই সঙ্গে কিছুটা আনন্দিত আবার বিব্রত মনে হলো। হ্যারি অন্যদিক ফিরে নিজে নিজেই একটু মুচকি হাসল। সে যখন *টুয়েলভ ফেইল- সেইফ ওয়েজ টু চার্ম উইচেস* গ্রন্থটি পায় সেখানে বেশ একটি মজাদার কথা পেয়েছিল; হঠাৎ জিনির চোখে চোখ পড়তে হ্যারি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। পরক্ষণেই মনে পড়ল রনকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা। সঙ্গে সঙ্গে সে মঁসিও ডেলাকুরের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরু করল।

'সামনে থেকে একটু সরে যাও, সামনে থেকে সর ,' সুর করে বলতে বলতে মিসেস উইসলি একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করলেন। তার সামনে বড় আকারের, বিচবল সাইজের একটি *সিনিচ* ভাসছে। এক মুহূর্ত পরই হ্যারি বুঝতে পারল এটি তার জন্মদিনের কেক। এবং মিসেস উইসলি ওটাকে যাদুদণ্ড দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি হাতে করে আনার ঝুঁকি নেননি। কারণ জায়গাটা অতটা মসৃণ নয়, উঁচু-নিচু। কেকটি যখন টেবিলের মাঝখানে এসে নামল তখন হ্যারি বলল, 'এটা দেখতে অসাধারণ মিসেস উইসলি।'

'ওহ, এটা কিছু না প্রিয়,' তিনি বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললেন। তার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন থেকে রন আঙুল তুলে দেখিয়ে মুখে বলল, 'ভালো জিনিস।'

সন্ধ্যা সাতটার ভেতর সকল অতিথী চলে আসলেন। ফ্রেড এবং জর্জ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। ওরা বাড়ির রাস্তার মাথায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। হ্যাগ্রিড এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার সবচেয়ে ভালো পোশাক পড়েছে। সেটা ভয়ানক দেখতে এক বাদামি রঙের পশমি স্যুট।

যদিও লুপিন হ্যারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসলেন, কিন্তু হ্যারির মনে হলো কোনো একটা কারণে তিনি চিন্তিত। তিনিই একমাত্র আনমনা। তিনি ছাড়া তার পাশে টঙ্কসকে এবং অন্য সকলকে দেখা গেল বেশ হাসিখুশি।

'হ্যাপি বার্থ ডে হ্যারি!' টঙ্কস বলে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'সতেরো বছর,অ্যাঁ,' হ্যাগ্রিড বলল। সে বালতি সাইজের একগ্লাস ওয়াইন ফ্রেডের হাত থেকে নিল। 'ছয় বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। তোমার কি মনে আছে হ্যারি?'

'একটু একটু,' হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হ্যারি বলল। 'তুমি সামনের দরোজা ভেঙে ফেলেছিলে না? ডাডলিকে শুকরের লেজ লাগিয়ে দিয়েছিলে, আর বলেছিলে আমি একজন যাদুকর।'

'আমার সব ঘটনা মনে নেই,' হ্যাগ্রিড উৎসাহের সঙ্গে হাসল। তারপর রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী খবর তোমাদের?'

'আমরা বেশ আছি,' হারমিয়ন বলল। 'তুমি কেমন আছ?'

'খারাপ না, একটু ব্যস্ততা গেছে। আমাদের কিছু নতুন ইউনিকর্ন জন্ম নিয়েছে। তোমরা যখন আমার ওখানে যাবে তখন সেগুলো তোমাদের দেখাব। হ্যাগ্রিড ওর পকেটে দ্রুত হাত ঢুকালো। রন এবং হারমিয়ন তাকিয়ে রইল। হ্যারি তা গায়ে মাখল না। 'এটা হ্যারি, ভাবতে পারছিলাম না তোমার জন্য কী আনব, তারপর এটার কথা মনে হলো। সে পকেট থেকে একটি পশমি তারের নরম ব্যাগ বের করল। ব্যাগের সঙ্গে লম্বা ফিতা, সাধারণত গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য। 'এটি মোকস্কিনের তৈরী। এর ভেতর যে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা যায়। কেউ বের করতে পারবে না শুধু এর মালিক ছাড়া। এটা খুবই বিরল জিনিস।'

'ধন্যবাদ হ্যাগ্রিড।'

'এটা এমন কিছু না,' হ্যাগ্রিড তার ডাস্টবিনের ঢাকনার আকারের মতো বড় হাতের তালু উপরে তুলে বলল। 'ওই যে আরেকজন, চার্লি। খুবই ভালো ছেলে, হেই চার্লি!'

চার্লি এগিয়ে এলো। সদ্য নিষ্ঠুরভাবে ছোট করে দেওয়া চুলের ওপর অসন্তুষ্টির সঙ্গে হাত বুলাচ্ছে। সে রনের চেয়ে একটু খাটো, চওড়া শরীর। পেশিবহুল হাতে বেশ কয়েকটি পোড়া এবং কাটা দাগ।

'হাই, হ্যাগ্রিড, কেমন যাচ্ছে?....... । নরবার্ট কেমন আছে?'

'নরবার্ট,' চার্লি হাসল। নরওয়েজিয়ান কুকুরটি? আমরা ওকে এখন নোবার্টা বলে ডাকি।'

'ওয়াহ, নোবার্ট এখন মেয়ে?'

'হ্যা,' চার্লি বলল।

'তুমি কী করে তা বলছ?' হারমিয়ন জানতে চাইল।

'আরো অনেক পরিবর্তন আছে,' চার্লি বলল। সে নিজের কাঁধ ঘুরিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বলল। 'ড্যাড দ্রুত এখানে এলে ভালো হয়। মা বিরক্ত হয়ে পড়ছেন।'

ওরা সবাই মিসেস উইসলির দিকে তাকিয়ে দেখল। তিনি ম্যাডাম ডেলাকুরের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছেন আর বার বার গেটের দিকে তাকাচ্ছেন।

'আমার মনে হয় আর্থারকে ছাড়াই আমাদের শুরু করা উচিত,' খানিক বাদে তিনি খোলামেলা ভাবে বললেন। 'সে অবশ্যই কোথাও আটকা পড়েছে, ওহ।'

ওরা সবাই একসঙ্গে দৃশ্যটি দেখল: একটি নানা রঙের আলোর রেখা উড়ে আসল সোজা উঠানের টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপর এসে একটি উজ্জ্বল রুপালি রঙের বেজির আদল পেতে থাকল। পেছনের পা দুটোর ওপর ভর করে দাঁড়াল এবং মি. উইসলির কণ্ঠে কথা বলতে থাকল।

'ম্যাজিকের মিনিস্টার আমার সঙ্গে আসছেন।'

ঘোষণা দিয়েই আবার উজ্জ্বল রুপালি রঙ ধারণ করে হালকা বাতাসের মধ্যে মিশে গেল। যে দিকটায় উবে গেল সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ফ্রয়ার পরিবার।

'আমাদের এখানে থাকা ঠিক না,' লুপিন সঙ্গে সঙ্গে বললেন। 'হ্যারি..আমি দুঃখিত...আমি এ ব্যাপারে পরে ব্যাখ্যা করব...'

তিনি টঙ্কসের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারা পাচিল বেয়ে উঠে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। মিসেস উইসলিকে পুরোপুরি হতভম্ব দেখা গেল।

'মিনিস্টার....কিন্তু কেন? আমি বুঝতে পারছি না...'

কিন্তু এ নিয়ে আলোচনার কোনো সময় পাওয়া গেল না। এক সেকেন্ড পরই মি. উইসলিকে বাতাসের ভেতর থেকে আবির্ভূত হতে দেখা গেল গেটের কাছে। তার সঙ্গে রুফুস স্ক্রিমগিয়র। সেটা বোঝা গেল তার গলার কাছে ধুসর পশম দেখে। সদ্য আসা দু'জন হেঁটে সোজা লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত টেবিলের দিকে এলেন। সেখানে সবাই চুপচাপ বসে আছে। ওদের এগিয়ে আসা দেখছে। স্ক্রিমগিয়র লণ্ঠনের আলোর কাছে চলে আসতেই হ্যারি লক্ষ্য করল তাকে শেষবার সাক্ষাতে যেমন দেখেছে তারচেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক দেখা যাচ্ছে। অনেক শুকনো এবং বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে।

'এখানে অনুপ্রবেশ করার জন্য আমরা দুঃখিত,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। এলামেলো পা ফেলে তিনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি আমি একটি পার্টিতে দাওয়াত ছাড়াই ঢুকে পড়েছি।'

তিনি এক মুহূর্ত মস্তবড় স্নিচ কেকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'মেনি হ্যাপি রিটার্নস,'

'থ্যাঙ্কস,' হ্যারি বলল।

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু একান্ত কথা আছে'। স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'তুমি ছাড়াও মি.রোনাল্ড উইসলি এবং হারমিয়ন গ্র্যাঞ্জারকেও প্রয়োজন।'

'আমাদের?' রন বলল। তাকে কিছুটা অবাক মনে হলো। 'আমরা কেন?'

'আরো একটু একান্ত জায়গায় গিয়ে আমি তোমাদের বলব।' স্ক্রিমগিয়র বললেন।' এখানে এমন কোনো জায়গা আছে?' সে মি. উইসলির কাছে জানতে চাইল।

'হ্যা, অবশ্যই, মি. উইসলি বললেন। তাকে কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে। 'ওখানে বসার রুম আছে,তোমরা ওখানটায় বসো না!'

'তুমি আমাদের ওখানে নিয়ে যাও,' রনের দিকে চেয়ে স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'আর্থার, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসার কোনো দরকার নেই।'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন উঠে দাঁড়াল। হ্যারি লক্ষ্য করল মি.উইসলি মিসেস উইসলির দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। ওরা নীরবে ঘরের দিকে যাওয়ার সময় হ্যারি চিন্তা করল যে অন্য দু'জনও তার মতো করেই চিন্তা করছে। স্ক্রিমগিয়র যে করেই হোক কোথাও থেকে শুনেছেন যে ওরা হগোয়ার্ট ত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছে।

স্ক্রিমগিয়র বিশৃঙ্খল কিচেনের ভেতর দিয়ে বারোর সিটিং রুমে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বললেন না। বাগানে পর্যন্ত বেলা শেষের কোমল সোনালি আলো থাকলেও ঘরের ভেতরের এই জায়গাটি ইতিমধ্যেই অন্ধকারে ঢেকে গেছে। হ্যারি রুমে প্রবেশ করেই ওর যাদুদণ্ডটি তেলের ল্যাম্পের ওপর ধরল। ফলে এলামেলো কিন্তু উষ্ণ রুমটি আলোকিত হয়ে উঠল। স্ক্রিমগিয়র নিজে হাতলওয়ালা ঝুলন্ত চেয়ারে বসলেন যেটায় সাধারণত মি. উইসলি বসে থাকেন। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন পাশাপাশি সোফায় গাদাগাদি করে বসল। ওরা বসার পর স্ক্রিমগিয়র কথা বলতে শুরু করলেন।

'তোমাদের তিনজনের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় সে প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন করাই শ্রেয়। যদি তোমরা দু'জন,' তিনি হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমরা দু'জন উপরের রুমে অপেক্ষা করতে পার। আমি রোনাল্ডকে দিয়ে শুরু করব।'

'আমরা কোথাও যাব না,' হ্যারি বলল। হারমিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা দোলালো। 'আপনি আমাদের এক সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অথবা কোনো দরকার নেই।'

স্ক্রিমগিয়র হ্যারির দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। হ্যারির মনে হলো যে মিনিস্টার ভাবছেন কথার শুরুতেই তর্ক করা ঠিক হবে কি না।

'খুব ভালো কথা, তাহলে একত্রেই প্রশ্ন করছি।' তিনি কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন। তিনি খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমি নিশ্চিত যে আমি এখানে কেন সেটা তোমরা জানো। আমি এখানে, তার কারণ অ্যালবাস ডাম্বলডোরের রেখে যাওয়া দলিল।'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন ওরা সবাই সবার দিকে তাকাল।

'আপাতদৃষ্টিতে একটি অবাক করা ব্যাপার বটে! তাহলে তোমরা জানতে না

যে ডাম্বলডোর তোমাদের জন্য কিছু রেখে গেছে?'

'আ- আমাদের সবার জন্য? রন বলল। 'আমার এবং হারমিয়নের জন্যও?'

'হ্যা, তোমাদের সবার-'

কিন্তু হ্যারি বাধা দিল।

'এক মাসেরও আগে ডাম্বলডোর মারা গেছেন। তিনি আমাদের জন্য কী রেখে গেছেন সেটা জানাতে এত সময় লাগল কেন?'

স্ক্রিমগিয়র উত্তর দেয়ার আগেই হারমিয়ন বলল, 'এতে কী পরিষ্কার বোঝা যায় না যে তিনি যাই রেখে গিয়ে থাকুন সেটা তারা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন? অথচ আপনাদের তা করার কোনো অধিকার নেই!' হারমিয়নের কথাগুলো বলার সময় গলা একটু একটু কাঁপল।

'আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে', স্ক্রিমগিয়র ওর কথা বাতিল করে দিয়ে বললেন। 'যৌক্তিকভাবে জব্দ করার আইনে কোনো দলিলের জিনিসপত্র জব্দ করার ক্ষমতা মন্ত্রণালয়কে দেওয়া আছে-'

'ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছিল যাদুকরদের ডার্ক প্রত্নসম্পদ সরিয়ে ফেলা ঠেকানোর জন্য,' হারমিয়ন বলল। 'এবং মন্ত্রণালয়কে ওসব জব্দ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রমাণ রাখতে হবে যে মৃতের জিনিসগুলো অবৈধ! আপনি কী সে কথাই বলছেন যে ডাম্বলডোর আমাদেরকে অবৈধ জিনিস দেবে সেটাই আপনি চিন্তা করেছেন?'

'তুমি কী যাদু আইনে তোমার ক্যারিয়ার গঠন করবে বলে পরিকল্পনা করেছ, মিস গ্র্যাঞ্জার?' স্ক্রিমগিয়র জানতে চাইলেন।

'না, আমি তা করছি না,' হারমিয়ন জোরালোভাবে বলল। 'আমি আশা করছি পৃথিবীতে ভালো কিছু করার।'

রন হাসল। স্ক্রিমগিওরের চোখ তার দিকে জ্বলে উঠল। এবং হ্যারি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সে তার দিকে তাকাল।

'তাহলে কেন এখন আপনি আমাদের জিনিসগুলো দিতে চাচ্ছেন? সেগুলো রেখে দেয়ার আর কোনো যুক্তি খুঁজে বের করতে পারলেন না?'

'না, এর কারণ হলো ৩১ দিন চলে এসেছে।' হারমিয়ন সঙ্গে সঙ্গে বলল। যদি তারা প্রমাণ করতে না পারেন যে জিনিসগুলো বিপদজনক, তাহলে এই সময়ের বেশি রাখতে পারেন না, তাই না?'

'তুমি কী মনে কর যে তুমি ডাম্বলডোরের খুব নিকটজন ছিলে, রোনাল্ড?' হারমিয়নের কথায় কান না দিয়ে স্ক্রিমগিয়র জানতে চাইলেন। রনকে শঙ্কিত দেখা গেল।

'আমি?.. আমি ঠিক না.... হ্যারিই সব সময়..'

রন ঘুরে হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে তাকাল। দেখল হারমিয়ন তার দিকে 'এখন কথা বন্ধ কর' ধরনের চাহনি দিল। কিন্তু যা ঘটার তা ঘটে গেছে। স্ক্রিমগিয়রকে মনে হলো তিনি যা শুনতে আশা করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন ঠিক তাই শুনে ফেলেছেন। তিনি শিকারি পাখির মতো রনের উত্তরটিকে ধরে বসলেন।

'তুমি যদি ডাম্বলডোরের খুব নিকটজন না হবে তাহলে ডাম্বলডোর কীভাবে দলিলে তোমার নাম দিলেন? তিনি দলিলে খুব অল্প কিছু মানুষের নাম উল্লেখ করে গেছেন। তার জিনিসপত্রগুলোর অধিকাংশ, যেমন তার প্রাইভেট লাইব্রেরি, যাদুর যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সরঞ্জাম তিনি রেখে গেছেন হগোয়ার্টে। তাহলে কেন তিনি অনেকের ভেতর থেকে তোমার নাম বেছে নিয়েছেন বলে মনে কর?'

'আমি...বলতে পারব না।' রন বলল। 'যা সত্যি... আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম না....আমার মনে হয় তিনি আমাকে হয়তো ভালো জানতেন...'

'এটা তোমার বিনয় রন,' হারমিয়ন বলল। 'ডাম্বলডোর তোমাকে খুবই পছন্দ করতেন।'

এই সন্ধিক্ষণ সত্যটাই আরো তুলে ধরল : হ্যারি এখন পর্যন্ত জানত যে রন এবং ডাম্বলডোর কখনোই পৃথকভাবে মিলিত হতো না। এবং তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগটা ছিল অতি বিরল ঘটনা। কিন্তু স্ক্রিমগিয়র কিছু শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তিনি তার আলখাল্লার ভেতরে হাত ঢুকালেন এবং ফিতা বের হয়ে থাকা একটি ব্যাগ বের করে আনলেন। এটা হ্যাগ্রিডের হ্যারিকে দেয়া ব্যাগটির চেয়ে আকারে বড়। এর ভেতর থেকে তিনি টেনে একটি দলিল বের করে ভাঁজ খুলে উঁচু গলায় পড়তে শুরু করলেন।

"দি লাস্ট উইল এন্ড টেস্টামেন্ট অব অ্যালবাস পারসিভাল উলফ্রিক ব্রায়ান ডাম্বলডোর"... হ্যাঁ, আমরা এখানে.... '*রোনাল্ড বিলিয়ুস উইসলিকে, আমি আমার ডেলুমিনেটর প্রদান করছি এই আশায় যে, যখনই সে এটা ব্যবহার করবে সে আমাকে স্মরণ করবে।*'

স্ক্রিমগিয়র ব্যাগ থেকে একটি জিনিস বের করলেন যা হ্যারি আগে দেখেছে: এটা দেখতে অনেকটা রুপালি রঙের একটি সিগারেট লাইটারের মতো। কিন্তু হ্যারি জানে এটার ক্ষমতা হলো ওই জায়গার সব আলো শুষে নিতে পারে,আবার একটি ছোট ক্লিক করার মাধ্যমে আলো জ্বালাতে পারে। স্ক্রিমগিয়র সামনের দিকে ঝুঁকে ডেলুমিনেটরটি রনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। রন সেটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে অবাক হলো।

'এটি একটি মূল্যবান জিনিস,' স্ক্রিমগিয়র রনের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'এমনকি হয়তোবা এটাই একমাত্র পিস। অবশ্যই এটি ডাম্বলডোরের নিজের ডিজাইন করা। এমন বিরল একটি জিনিস তিনি তোমার জন্য রেখে গেলেন কেন?'

রন মাথা দোলালো। সে জানে না। তাকে বিস্মিত দেখালো।

'ডাম্বলডোর হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন,' স্ক্রিমগিয়র দৃঢ়ভাবে বললেন। 'তারপরও তিনি মাত্র তোমাদের তিনজনের নাম স্মরণ রেখে দলিলে উল্লেখ করেছেন। তা কেন? তোমাদের এই ডেলুমিনেটর কী কাজে লাগবে বলে তিনি মনে করেছেন মি.উইসলি?'

'আমার মনে হয় বাতি নেভাতে', রন বিড়বিড় করে বলল। 'এ ছাড়া এটা দিয়ে আর কী করব?'

স্ক্রিমগিয়র এ কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। রনের দিকে এক বা দুই মুহূর্ত তীব্র চোখে চেয়ে থেকে তারপর আবার ডাম্বলডোরের দলিলের দিকে নজর দিলেন।

"মিস হারমিয়ন জিন গ্র্যাঞ্জারের জন্য আমি আমার দি টেলস অব বিডল দ্য বার্ড-এর কপিটি রেখে যাচ্ছি। আমি আশা করি সে এটা উপভোগ করবে এবং এর থেকে নির্দেশনা পাবে।"

স্ক্রিমগিয়র তার ব্যাগ থেকে এবার একটি ছোট বই টেনে বের করলেন। বইটি দেখতে উপরের তলায় থাকা সিক্রেট আর্টস অব দ্য ডার্ক-এর কপির মতো পুরনো। বইয়ের বাধাইয়ের রঙ মলিন হয়ে গেছে এবং উপরের আস্তর খসে গেছে। হারমিয়ন নিঃশব্দে বইটি স্ক্রিমগিওরের হাত থেকে নিল। সে বইটি নিয়ে তার কোলের ওপর রেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। হ্যারি দেখল এর শিরোনাম যাদুর সংকেতে। হ্যারি তা পাঠ করতে শেখেনি। সে বইটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় দেখল এক ফোটা চোখের জল টপ করে এমবোস করা বইয়ের নামের ওপর পড়ল।

'ডাম্বলডোর এই বই তোমার জন্য কেন রেখে গেছেন বলে মনে কর মিস গ্র্যাঞ্জার?' স্ক্রিমগিয়র জানতে চাইলেন।

'তিনি....তিনি জানতেন আমি বই ভালোবাসি,' হারমিয়ন ভারি গলায় বলল। সে জামার হাতা দিয়ে তার চোখ মুছল।

'কিন্তু এই বিশেষ বইটি কেন?'

'আমি ঠিক জানি না। তিনি হয়তো মনে করেছেন এই বইটি আমি উপভোগ করব।'

'তুমি কি কখনো কোড নিয়ে অথবা সিক্রেট মেসেজ নিয়ে ডাম্বলডোরের সঙ্গে আলোচনা করেছ?'

'না, আমি তা করিনি,'হারমিয়ন বলল। তখনো সে জামার হাতায় চোখ মুছছে।' এবং মিনিস্ট্রি যদি এই ৩১ দিনে এর ভেতর থেকে গোপন কোড খুঁজে না পেয়ে থাকে, তাহলে আমার সন্দেহ হয় আমি পারব কিনা।'

হারমিয়ন ডুকরে কেঁদে ওঠাটা অনেক কষ্টে ঠেকাল। ওরা এমন গাদাগাদি করে তিনজন বসে আছে যে কষ্ট করে রন হাতটা উঠিয়ে হারমিয়নের কাঁধে রাখল তাকে শান্ত করতে। স্ক্রিমগিয়র আবার দলিল পড়তে শুরু করলেন।

"হ্যারি জেমস পটারের প্রতি," তিনি পড়তে থাকলেন। হ্যারির ভেতরে একটা উত্তেজনা কাজ করতে থাকল। *"সে হগোয়ার্টে প্রথম কিডিচ ম্যাচে যে স্নিচটি ধরেছিল সেটি আমি তাকে দিয়ে যাচ্ছি দৃঢ়তা এবং দক্ষতার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিতে।"*

স্ক্রিমগিয়র টেনে বের করলেন একটি ছোট, আখরোট ফল আকারের সোনালী বল। এর রুপালি পাখা নিস্তেজভাবে কাঁপতে থাকল। হ্যারি ভেতরের আবেগকে সংবরণ করতে পারল না।

'ডাম্বলডোর কেন এই স্নিচ তোমার জন্য রেখে গেলেন? স্ক্রিমগিয়র জানতে চাইলেন।

'কোনো ধারণা নেই,' হ্যারি বলল। 'হয়তো আপনি যা পড়ে শোনালেন সে জন্যই, আমি তাই মনে করি....আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে তুমি পারো.. দৃঢ়তা বা যেটাই হোক।'

'তাহলে তুমি কী মনে কর যে এটা শুধুমাত্র একটা প্রতিকী উপহার?'

'আমার তাই মনে হয়.' হ্যারি বলল। এছাড়া আর কি হতে পারে?'

'আমি তোমার কাছে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছি,' স্ক্রিমগিয়র তার চেয়ারটা সোফার আরো কাছে সরিয়ে এনে বললেন। বাইরে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন জানালার বাইরে ঝোপগুলোর ওপর ভৌতিক একটা সাদা আবরণ পড়ে আছে।

'আমি লক্ষ্য করেছি তোমারি বার্থ-ডে কেকের চেহারাটা একটি স্নিচের মতো, স্ক্রিমগিয়র হ্যারির উদ্দেশ্যে বললেন। 'সেটা কেন?'

হারমিয়ন উপহাস করে হাসল।

'হাহ্, হ্যারির ব্যাপারে অনুসন্ধানে এটা কোনো রেফারেন্স হতে পারে না, এই পন্থা খুবই সাদামাটা।' সে বলল তাহলে নিশ্চয়ই কেকের ভেতরে ডাম্বলডোরের গোপন মেসেজ আছে!'

'আমি মনে করি না যে কেকের ভেতরে কোনো কিছু লুকোনো আছে,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'কিন্তু স্নিচ-এর ভেতর ছোট কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য খুবই ভালো জায়গা। আমি নিশ্চিত, তুমি সেটা জানো।'

হ্যারি কাঁধ ঝাঁকি দিল। তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু হারমিয়ন স্ক্রিমগিওরের কথার উত্তর দিল । হ্যারির মনে হলো, সঠিক উত্তর দেওয়াটা হারমিয়নের ভেতরে এমন গভীরভাবে প্রোথিত অভ্যাস যে নিজেকে দমন করতে

পারে না।

'কারণ স্নিচের আছে শরীরের গন্ধ চেনার ক্ষমতা, 'হারমিয়ন বলল।

'কি?' হ্যারি এবং রন একসঙ্গে বলে উঠল। দু'জনেরই ধারণা ছিল যে হারমিয়নের কিডিচ বিষয়ক জ্ঞান খুবই কম।

'ঠিক,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। স্নিচ হস্তান্তরের আগে এটাকে খালি হাতে ছোঁয়া যায় না। এমনকি যিনি বানাবেন তিনিও পারবেন না। বানাবার সময় তিনি গ-াভস পড়ে নেন। এর ভেতর এমন একটা যাদু আছে যেটা প্রথম যে মানুষটি হাত দিয়ে ছোঁবে তাকে চিনে রাখে। কারণ এটা যদি বেহাত হয়ে যায়। এই স্নিচ,' তিনি ছোট সোনালি বলটি হাতে ধরে আছেন, 'তোমার ছোঁয়াকে মনে রাখবে পটার। আমার ধারণা যে ডাম্বলডোর, আর যে সমস্যাই তার থাকুক যাদুতে যার ছিল অসাধারণ দক্ষতা, তিনি এই স্নিচে এমন কিছু করেছেন যে তুমিই একমাত্র এটি খুলতে পারবে।'

হ্যারির বুক আরো ধুকধুক করতে থাকল। সে নিশ্চিত যে স্ক্রিমগিয়র ঠিক কথা বলছেন। এখন মন্ত্রীর সামনে ও খালি হাতে স্নিচ নেয়াকে পাশ কাটাবে কী করে?

'তুমি কিছু বলছ না যে,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'হয়তো তুমি ইতিমধ্যেই জানো এর ভিতরে কী আছে।'

'না,' হ্যারি বলল। তখনো সে ভাবছে স্নিচটি কী করে সে ছোঁবে। সে যদি লেজিলিমেন্সি জানত, সত্যিকারে জানত, তাহলে সে হারমিয়নের মনের কথা বুঝতে পারত। সে বুঝতে পারত হামিয়নের মস্তিস্ক তার সঙ্গে অনুরণন ঘটাচ্ছে।

'এটা নাও,' স্ক্রিমগিয়র শান্ত কণ্ঠে বললেন।

হ্যারির মিনিস্টারের হলুদ চোখে চোখ পড়ল। সে বুঝতে পারল তার কথা মান্য করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সে হাত বের করে সামনে ধরল এবং স্ক্রিমগিয়র আবার সামনে ঝুঁকে স্নিচটি ধীরে স্থিরভাবে হ্যারির হাতের তালুতে রাখল। কিছুই ঘটল না। হ্যারি আঙুলগুলো দিয়ে চারপাশ আটকে ধরতে স্নিচটির ছোট পাখা দ্রুত কাঁপল এবং স্থির হলো।

স্ক্রিমগিয়র, রন এবং হারমিয়ন আগ্রহ নিয়ে ধরে রাখা বলটির দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন তারা আশা করছে এখনই সেটি অন্য রকম রূপ নেবে।

'নাটকীয় ব্যাপার,' হ্যারি ঠাণ্ডা মাথায় বলল। রন এবং হারমিয়ন দু'জনই হাসল।

'তাহলে এই সব, তাই না?' হারমিয়ন বলল। সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল।

'পুরোপুরি না,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। তাকে কিছুটা রাগান্বিত মনে হলো। 'ডাম্বলডোর আরো একটি জিনিস তোমার জন্য রেখে গেছেন পটার।'

'সেটা কি?' হ্যারি জানতে চাইল। ভেতরে আবার উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল।

এবার আর স্ক্রিমগিয়র দলিল থেকে পড়লেন না।

'গোদ্রিক গ্রিফিনডোরের তলোয়ার।' তিনি বললেন।

রন এবং হারমিয়ন দু'জনই শক্ত হয়ে গেল। হ্যারি চারদিকে তাকাল। রুবি পাথর খোঁচিত তলোয়ারটি । কিন্তু স্ক্রিমগিয়র ব্যাগটির থেকে আর তলোয়ার বের করলেন না। কারণ, দৃশ্যত ওটা তলোয়ার রাখার জন্য খুবই ছোট।

'সেটা কোথায়?' উৎসুক দৃষ্টিতে হ্যারি বলল।

'দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপর,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'ওটা ইচ্ছা করলেই ডাম্বলডোর কাউকে দিয়ে দিতে পারেন না। গোদ্রিক গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি একটি ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ। এবং এটির মালিক-'

'এটার মালিক হ্যারি!' হারমিয়ন থামিয়ে দিয়ে বলল। 'তাকেই এটা বাছাই করেছে, এবং এটা তার কাছে এসেছে তাকে বাছাই করার পর-'

'বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক সূত্র মতে, তলোয়ারটি দেয়া যেতে পারে যে কোনো যোগ্য গ্রিফিনডোরকে,' স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'সে হিসাবে ডাম্বলডোর যে সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকুন না কেন এটা হ্যারির একার সম্পদ হতে পারে না।' স্ক্রিমগিয়র তার এলামেলোভাবে সেইভ করা থুতনি চুলকিয়ে হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। 'তুমি কীভাবে চিন্তা করছ?'

'ডাম্বলডোর তলোয়াড়টি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন?' হ্যারি বলল। বহু কষ্ট নিজেকে শান্ত রাখল। 'তিনি হয়তো ভেবেছেন আমার দেয়ালে এটাকে ভালো দেখাবে।'

'এটা কোনো তামাশার ব্যাপার নয় হ্যারি!' গভীর গলায় স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'এটা কি এই কারণে যে ডাম্বলডোর বিশ্বাস করতেন, একমাত্র গোদ্রিচ গ্রিফিনডোরের তলোয়ার পারে স্লিথারিনের **পরম্পরা** ধ্বংস করতে? তিনি তোমাকে এই তলোয়ারটি দিতে চেয়েছেন, কারণ তিনি অনেকের মতই বিশ্বাস করতেন যে তুমিই কেবল ওই ব্যাক্তিকে ধ্বংস করতে যার নাম নেয়া যায় না?'

'মজার থিওরি,' হ্যারি বলল। ' কেউ কি কখনো ভোল্ডেমর্টকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছে? ডেলুমিনেটর নিয়ে সময় নষ্ট না করে, অথবা আজকাবান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা গোপন রাখতে ব্যস্ত না রেখে মিনিস্ট্রি বরং কিছু লোককে এই কাজে লাগিয়ে দিলেই ভালো করত। আপনি এই সব কাজই করে চলেছেন মিনিস্টার, অফিসে চুপ করে বসে থেকে স্নিচ খোলার চেষ্টা করছেন। এদিকে মানুষ মরছে। আমিও প্রায় তাদের মতো মরতে বসেছিলাম। ভোল্ডেমর্ট আমাকে তিনটি রাজ্যের উপর দিয়ে ধাওয়া করেছে। সে ম্যাড-আই মুডিকে হত্যা করেছে। কিন্তু এসব নিয়ে মন্ত্রণালয় টু-শব্দ করেনি। করেছে ? আর এখনো আপনি আশা করছেন আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব!'

'তুমি অনেক দূর চলে গেছ!' উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন স্ক্রিমগিয়র। হ্যারিও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্ক্রিমগিয়র হ্যারির দিকে লাফ দিল এবং জোরে যাদুদণ্ডটির মাথা দিয়ে হ্যারির বুকে আঘাত করল। হ্যারির টি-শার্টের ওপর সিগারেটের আগুন দিয়ে পোড়ার মতো একটি ছিদ্র গয়ে গেল।

'এই!' রন বলল। সে লাফ দিয়ে নিজের যাদুদণ্ডটি তুলে নিল। কিন্তু হ্যারি বলল, 'না! তুমি কী আমাদের গ্রেফতার করার সুযোগ করে দিতে চাও?'

'মনে রাখবে তুমি আর এখন স্কুলের ছাত্র নও!' হ্যারির মুখের ওপর নিঃশ্বাস ছেড়ে স্ক্রিমগিয়র বললেন। 'মনে রাখবে আমি ডাম্বলডোর না! তিনি তোমার উদ্ধত আচরণ এবং বাড়বাড়ি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি হয়তো মুকুটের মতো স্কার পড়ে আছ, কিন্তু সতেরো বছর বয়সের ছেলের কাছে আমার কর্তব্য শিখতে হবে না! এবার তোমাকে রেসপেক্ট করা শিখতে হবে!'

'সময় এসেছে আপনাকেও সেটা অর্জন করতে হবে!' হ্যারি বলল।

পায়ের নিচে মেঝে কেঁপে উঠল। দৌড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল। ধপাস করে দরোজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন মি. এবং মিসেস উইসলি।

'আমরা..আমরা ভেবেছিলাম ...' মি.উইসলি শুরু করলেন। মিনিস্টার এবং হ্যারিকে নাকের সঙ্গে নাক লাগানো দূরত্বে দেখে সতর্ক হয়ে উঠলেন।

'- এত উচ্চস্বর কেন,' মিসেস উইসলি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন।

স্ক্রিমগিয়র হ্যারির কাছ থেকে কয়েক পা সরে গেলেন। হ্যারির জামার ছেড়া জায়গাটার দিকে তাকালেন। তাকে মনে হলো রেগে যাওয়ার কারণে এখন অনুতপ্ত হয়েছেন।

'এটা..এটা কিছু না,' তিনি ঘরঘর করে বললেন। 'আমি... তোমার আচরণে দুঃখিত হয়েছি।' আরো একবার সরাসরি হ্যারির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'তুমি মনে হয় চিন্তা করছ যে তুমি যা চাও, ডাম্বলডোর যা চাইতেন তা বোধ হয় মিনিস্ট্রি চায় না। আমাদের এক সঙ্গে কাজ করা উচিত ছিল।'

'স্পষ্ট বলি, আমি আপনার কাজকর্ম পছন্দ করি না মিনিস্টার,' হ্যারি বলল।

সে দ্বিতীয়বারের মতো স্ক্রিমগিয়রকে মুষ্টিবদ্ধ করে তার ডান হাতের স্কারটি তুলে দেখালো। এখনো সেখানে সাদা লেখা আছে 'আমি মিথ্যা কথা বলব না'। স্ক্রিমগিওরের মুখ কঠিন হয়ে গেল। তিনি কোনো কথা না বলে পেছন ফিরে লাফিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। মিসেস উইসলি তার পেছন পেছন ছুটে গেলেন। হ্যারি শব্দ শুনতে পেল তিনি পেছন দরোজার কাছে গিয়ে থেমে গেছেন। খানিক বাদে তিনি বললেন, সে চলে গেল!'

'সে কি চায়,' মি.উইসলি ঘুরে ফিরে হ্যারি রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন। মিসেস উইসলিও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'তিন আমাদের জন্য ডাম্বলডোর যা রেখে গেছেন সেটা দিতে এসেছিলেন,' হ্যারি বলল, 'তারা এখন দলিলে উল্লেখিত জিনিসগুলো রিলিজ করেছে।'

বাইরে বাগানে ডিনার টেবিলে স্ক্রিমগিওরের দিয়ে যাওয়া জিনিসগুলো সবাই হাতে হাতে নিয়ে দেখতে থাকল। সবাই ডেলুমিনেটর এবং দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ড নিয়ে শোরগোল করতে থাকল। এবং স্ক্রিমগিয়র যে তলোয়ার দিতে অস্বীকার করেছে তা নিয়ে প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করতে পারল না যে কেন, কি কারণে ডাম্বলডোর হ্যারিকে স্নিচ দিয়ে গেছেন। মি. উইসলি তৃতীয় বা চতুর্থবারের মতো ডেলুমিনেটর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। মিসেস উইসলি দ্বিধা নিয়ে বললেন, 'হ্যারি, প্রিয়, সবাই খুবই ক্ষুধার্ত। আমরা তোমাকে ছাড়া শুরু করতে পারছি না। এখন কি ডিনার পরিবেশন করতে পারি?'

সবাই তাড়াহুড়া করে ডিনার শেষ করল। তারপর সবাই মিলে সুর করে হ্যাপি বার্থ-ডে গাইল, গাল ভরে কেক খেল। এরপর জন্মদিনের পার্টি শেষ হলো।

হ্যাগ্রিড পরের দিনের বিয়ের অনুষ্ঠানেরও অতিথি। কিন্তু তার ওই বিরাট শরীর নিয়ে বারোর কোনো ঘরে থাকাটা মুশকিল হয়ে গেল। সে পাশের মাঠে নিজের জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে নিল।

'উপরে চলে এসো,' বাগানের স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়ে আনতে গোছগাছ করতে মিসেস উইসলিকে সাহায্য করার সময় হ্যারি ফিসফিস করে হারমিয়নকে বলল, 'সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লে চলে এসো।'

উপরের ছাদের সঙ্গের ছোট রুমটিতে রন তার তার ডেলুমিনেটর পরীক্ষা করল। হ্যারি হ্যাগ্রিডের মোসেসকিনে জিনিস ভরতে থাকল। সোনার দামী জিনিস না, কিন্তু, যে জিনিসগুলো তার কাছে মূল্যবান। যদিও এর কিছু দেখে আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে হয় না; মারাউডারের ম্যাপ, সিরিয়ুসের যাদুর আয়নার ভাঙা টুকরো এবং আর এ বি'র লকেট। সে টেনে ব্যাগের ফিতা লাগালো এবং গলার ওপর দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর পুরনো স্নিচটি হাতে নিয়ে বসল। এবং সেটির পাখা নড়া দেখতে থাকল। অবশেষে হারমিয়ন দরোজায় টোকা দিল এবং পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল।

'মুফলিয়েটো!' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। সে উপরের দিকে তার যাদুদণ্ডটি ধরল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি এই স্পেল করা অনুমোদন কর না?'

'সময় বদলেছে,' হারমিয়ন বলল। 'এখন আমাদেরকে তোমার ডেলুমিনেটরটা দেখাও।'

রন সঙ্গে সঙ্গে তার কথা অনুসরণ করল। সে নিজের সামনে ডেলুমিনেটরটি ধরল। একটি চাপ দিল। যে একটি লাইট ঘরে জ্বালানো ছিল সেটি সঙ্গে সঙ্গে নিভে

গেল।

'এই জিনিসটি,' হারমিয়ন অন্ধকারের ভেতর ফিসফিস করে বলল। 'আমরা পেরুভিয়ান ডার্কনেস পাওডার দিয়ে এটি অর্জন করতে পারতাম।'

ছোট একটি ক্লিক করার পর আলোর বলটি ল্যাম্প থেকে উড়ে সিলিং এ ফিরল। সেখানে আলো ছড়িয়ে দিল।

'বেশ স্থির, স্নিগ্ধ,' রন বলল। 'এবং ওদের মতে, ডাম্বলডোর এটি নিজে তৈরি করেছে!'

'আমি জানি, কিন্তু তিনি অবশ্যই তার দলিলে তোমাকে বিশেষভাবে আমাদের জন্য লাইট জ্বালানো এবং নেভানোর কাজ করতে বলে যাননি।'

'তুমি কী মনে করো যে তিনি জানতেন যে তার দলিলটি মিনিস্ট্রি জব্দ করতে পারে এবং তিনি যা রেখে গেছেন তার সব কিছু পরীক্ষা করতে পারে?' হ্যারি জানতে চাইল।

'অবশ্যই জানতেন,' হারমিয়ন বলল। 'তাই তিনি দলিলে বলে যেতে পারেননি যে কি কারণে তিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলো রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি....'

'...তিনি বেঁচে থাকতে কেন আমাদের ইঙ্গিত দেন নাই?' রন বলল।

'ঠিক আছে, তোমার কথা ঠিক, হারমিয়ন বলল। তখন সে দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ড বইটির পাতা উল্টে যাচ্ছে। 'যখন এই জিনিসগুলো মিনিস্ট্রির মাধ্যমেই হস্তান্তর হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি ধরে নিতে পার জিনিসগুলো তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, আর তা না হলে তিনি আমাদেরকে জানাতেন, আর তা না হলে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে মিনিস্ট্রির মাধ্যমেই হস্তান্তর হবে?

'তাহলে এটা তার ভুল, তাই না?' রন বলল। 'আমি সব সময় বলেছি তিনি পাগলা ধরনের। তিনি মেধাবী এবং তার অন্য সব কিছু ঠিক, কিন্তু তিনি উদ্ভট কাজও করেছেন। হ্যারির জন্য একটি পুরোনো স্নিচ রেখে গেছেন– কি হবে এই স্নিচ দিয়ে?'

'আমার কোনো ধারণা নেই,' হারমিয়ন বলল। 'স্ক্রিমগিয়র যখন ওটা তোমাকে নিতে বলল হ্যারি, আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, বুঝলাম,' সে হাতে স্নিচ আঙুল দিয়ে তুলে নিতেই তার রক্ত চলাচল বেড়ে গেল। 'আমি স্ক্রিমগিওরের সামনে খুব কঠিন হতে চাইনি, চেয়েছি?'

'তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ? হারমিয়ন বলল।

'জীবনে প্রথম কিডিচ ম্যাচে আমি স্নিচ ধরেছিলাম,' হ্যারি বলল। 'তোমাদের

কি সে কথা মনে আছে?'

হারমিয়নকে পরিষ্কার হতবাক মনে হলো। রন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। আবেগাপ্লুত হয়ে হ্যারির দিক থেকে স্নিচের দিকে তাকাল। এবং সে কথা বলতে শুরু করলে আবার চোখ ফেরাল।

'এটি তুমি প্রায় গিলে ফেলেছিলে!'

'ঠিক,' হ্যারি বলল। তার বুক আরো জোরে ওঠানামা করতে থাকল। সে স্নিচটি তার মুখের ওপর চেপে ধরল।

এটা খোলেনি। হতাশা এবং তীক্ত বেদনা বোধ তার ভেতরে বসে গেল। সে সোনালি দিকটা নিচু করল। ঠিক তখনই হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল।

'লেখা..! ওটার উপরে কিছু লেখা আছে! তাড়াতাড়ি দেখ!'

উত্তেজনা এবং বিস্ময়ে হ্যারি প্রায় হাত থেকে ফেলেই দিয়েছিল। হারমিয়ন ঠিক কথা বলেছে। এর উপরিভাগে কিছু ছাপ দেয়া লেখা রয়েছে। ঠিক এক মুহূর্ত আগেও এর উপর কিছুই ছিল না। সরু হাতের লেখায় পাঁচটি শব্দ রয়েছে সেখানে। হ্যারি চিনতে পারল এটা ডাম্বলডোরের হাতের লেখা :

আই ওপেন অ্যাট দ্য ক্লোজ।

সে কোনোক্রমে পড়তে পারল শব্দগুলো আবার মিলিয়ে যাওয়ার আগে।

"*আই ওপেন অ্যাট দ্য ক্লোজ....*" এর মানে কী হতে পারে?

হারমিয়ন এবং রন দু'জনই মাথা নাড়ল। অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকল।

'আই ওপেন অ্যাট দি ক্লোজ.... অ্যাট দ্য ক্লোজ... আই ওপেন অ্যাট দ্য ক্লোজ....'

কিন্তু যতবারই ওরা বাক্যটি উচ্চারণ করুক না কেন, উল্টেপাল্টে চিন্তা করুক না কেন– এর কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারল না।

'আর ওই তলোয়ার,' স্নিচের দৈবিক লেখার অর্থ বের করতে না পেরে শেষে রন বলল। 'তলোয়ারটি হ্যারির প্রয়োজন হবে এটা তিনি ভাবলেন কেন?'

'এবং তিনি কেন আমাকে কথাটা বলতে পারেননি,' শান্তকণ্ঠে হ্যারি বলল।' এই তলোয়ারটি সেখানে ছিল। গত বছর আমরা তার সঙ্গে যতবার কথা বলেছি এই তলোয়ারটি তার দেয়ালে ঝুলানো ছিল! তিনি যদি এটা আমাকে দিতে চাইতেন, তাহলে তখন কেন আমাকে সরাসরি দিয়ে দিলেন না?'

হ্যারির মনে হলো সে এক গাদা প্রশ্ন সামনে নিয়ে বসে আছে যার উত্তর তার জানা উচিত। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পেতে যেন তার মাথা মন্থর হয়ে গেছে এবং কোনো কাজ করছে না। গত বছর ডাম্বলডোরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার সময় সে কি কিছু

মিস করেছে? তার কি সব কথার মানে জানা উচিত ছিল? ডাম্বলডোর কি আশা করেছিলেন যে সে সব বুঝবে?

'আর এই বইটির ব্যাপারে, হারমিয়ন বলর। 'দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ড..এর সম্পর্কে আমি কখনো কিছু শুনিনি পর্যন্ত!'

'তুমি কখনো দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ড সম্পর্কে শোনোনি?' রন অবিশ্বাসের সুরে বলল। 'তুমি নিশ্চই ফাজলামো করছ তাই না?'

'না, আমি মোটেই ফাজলামো করছি না!' হারমিয়ন অবাক হয়ে বলল। 'তাহলে তুমি কী এসব বই পড়েছ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি পড়েছি!'

হ্যারি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। কোনো বই হারমিয়ন পড়েনি কিন্তু রন পড়েছে, এমন ঘটনা অভুতপুর্বই বটে। কিন্তু রন তাদের বিস্মিত হওয়া দেখে হতবাক হলো।

'আহ্, সব পুরনো শিশুকাহিনী বলা যায় বিডলকে, তাই না? দ্য ফাউন্টেন অব ফেয়ার ফরচুন.... দ্য উইজার্ড এন্ড দ্য হোপিং পট.... ব্যাবিটি র‍্যাবিটি এন্ড হার ক্যাকলিং স্ট্যাম্প....'

'এক্সকিউজ মি,' হারমিয়ন বলল। 'শেষেরটা কী বললে?'

'ওটা বাদ দাও!' হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রন বলল । 'তোমরা অবশ্যই ব্যাবিটি র‍্যাবিটি ...?

'রন, তুমি ভাল করেই জানো হ্যারি এবং আমি বড় হয়ে উঠেছি মাগলদের কাছে,' হারমিয়ন বলল, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এ ধরনের কোনো কাহিনী শুনিনি। আমরা পড়েছি স্নো হোয়াইট এন্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ভস এবং সিনডারেলা...'

'ওগুলো কি পড়ার মতো?' রন জানতে চাইল।

'এগুলো শিশুদের গল্প?' হারমিয়ন আবার নিচু হয়ে বইয়ের উপরের শিরোনামটি দেখল।

'হ্যা,' রন অনিশ্চয়তার সঙ্গে বলল। 'অর্থাৎ ঠিক তোমরা যেমনটি শুনেছ। ইউ নো, এই সব পুরনো গল্প এসেছে বিডল থেকে। আমি বলতে পারব না আসল সংস্করণে গল্পগুলো ঠিক কেমন।"

'কিন্তু আমি ভাবছি ডাম্বলডোর কেন চিন্তা করলেন যে ওগুলো আমার পড়া উচিত?'

নিচে ক্যাচ করে কিছু একটা শব্দ হলো।

'সম্ভবত চার্লি,মা এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে হয়তো গোপনে তার চুল গজিয়ে ওঠা পরীক্ষা করছে।' রন নার্ভাসভাবে বলল।

‘একই কথা, আমাদেরও এখন ঘুমাতে যাওয়া উচিত, ‘হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। ‘কাল অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যাবে না।’

‘না,’ রন একমত হলো। ‘বরের মা যদি আমাদের তিনজনকে মেরে ফেলে তা হলে বিয়ের অনুষ্ঠানটা ভেস্তে যাবে। আমি লাইট জ্বালাচ্ছি।’

হারমিয়ন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় রন আরেকবার ক্লিক করে ডেলুমিনেটরে চাপ দিল।

অধ্যায়-৮

বিয়ের অনুষ্ঠান

পরদিন দুপুরের পর, বেলা তিনটা থেকেই হ্যারি, রন, ফ্রেড এবং জর্জ ফলের বাগানে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিশাল সামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। হ্যারি বড় এক ডোজ পলিজিউস পোশন খেয়ে এখন সে স্থানীয় গ্রাম ওটারি সেন্ট ক্যাচপোলের মাগ্‌ল পরিবারের লাল চুলের একটি ছেলের রূপ ধারণ করেছে। ফ্রেড ছেলেটির চুল সামোনিং চার্ম করে চুরি করে এনেছিল পলিজিউস পোশনের জন্য। পরিকল্পনাটা এরকম, ওদের 'চাচাতো ভাই বার্নি' হিসাবে সবার কাছে হ্যারিকে পরিচয় দেয়া হবে। এবং এভাবে উইসলি পরিবারের আত্মীয়দের কাছ থেকে হ্যারির পরিচয় গোপন রাখা হবে।

ওরা চারজনই অতিথিদের বসার ব্যবস্থার পরিকল্পনা করল, যাতে সকলকে বসার সঠিক জায়গাটি দেখিয়ে দিতে পারে। বিয়ের অনুষ্ঠানের সাদা গাউন পরা একদল আপ্যায়নকারী এক ঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সোনালি ছাউনি দেয়া ব্যান্ড। তারা একটু দূরে গাছের নিচে বসে আছে। হ্যারি একটি বাজনার পাইপ থেকে অস্পষ্ট ধোঁয়া বের হতে দেখল।

হ্যারির ঠিক পিছনে সামিয়ানার ভেতর লম্বা রক্তিম বর্ণের কার্পেটের দু'পাশেই

সারি সারি সোনালি রঙের হালকা চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। সামিয়ানার দু' পাশের খুঁটিগুলোকে সাদা এবং সোনালী ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিল ও ফ্লয়ারের যেখানে বিয়ে হবে সেখানে ফ্রেড এবং জর্জ সোনালি বেলুনের বিশাল গুচ্ছ বেঁধে দিল। বাইরে ঘাস এবং ছোট ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে মৌমাছি আর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হ্যারি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। যে মাগল ছেলেটির আদল সে পেয়েছে সেই ছেলেটি ওর চেয়ে কিছুটা মোটা। গ্রীষ্মকালের এই দিনে তার পরা বিয়ের অনুষ্ঠানের গাউনটা বেশ গরম এবং তা ছাড়া আটোসাটো, এই কারণে যে সে এখন ওই ছেলেটির মতো মোটা ।

'আমার বিয়ে যখন হবে,' নিজের পোশাকের কলারে টান দিয়ে ঠিক করে ফ্রেড বলল, 'এতসব আজেবাজে ঝামেলার মধ্যেই যাব না। এতসব ফরমালিটিসের মধ্যে আমি একেবারেই না, যার যা খুশি সে তাই পড়বে। আর সব কিছুতে যেন নাক গলাতে না পারেন, সে কারণে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা'র শরীর আটকে রাখার একটি কার্স ব্যবহার করব। যাতে তিনি নড়াচড়া না করতে পারেন।'

'আজ সকালে কিন্তু তিনি তুলনামূলকভাবে অতটা শোঁরগোল করেননি,' জর্জ বলল। 'পারসি এখানে না থাকায় একটু চেঁচামেচি করেছেন। কিন্তু তাকে চায় কে? হায় হায়! রেডি হও, ওই যে ওরা আসছে, ঐ দ্যাখো!'

উজ্জ্বল বর্ণের একটির পর একটি শরীর শুন্য থেকে উঠোনের বাইরে নামতে থাকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লম্বা অতিথিদের লাইন হয়ে গেল এবং সাপের মত আকাবাঁকা হয়ে লাইনটি সামিয়ানার দিকে আসতে থাকল। আকর্ষণীয় ফুল এবং যাদুর পাখি মেয়ে যাদুকরদের মাথার হ্যাটের ওপর নড়ছে। আর পুরুষ যাদুকরদের গলায় মুল্যবান পাথরখঁচিত রুমাল ঝকমক করছে। তাদের আনন্দঘন কথা বলার গুনগুন শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হতে থাকল। ওরা সামিয়ানার কাছে যত আসছে তত মৌমাছির শব্দ চাপা পড়ে গেল।

'চমৎকার, আমার মনে হচ্ছে ভিলা কাজিনদের দেখা যাচ্ছে,' জর্জ বলল। সে ভালো করে দেখার জন্য মাথা উঁচু করল। 'আমাদের ইংলিশ প্রথা বোঝার জন্য ওদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আমি ওদের দেখাশোনার জন্য যাচ্ছি....'

'এত দ্রুত যেও না, লাগলেস,' ফ্রেড বলল। রাজহংসীর মতো মধ্যবয়স্ক একদল মেয়ে যাদুকর দ্রুত পাশ দিয়ে চলে গেল। সে একদল সুন্দরি ফরাসি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলল, 'পারমেটেজ মই টু এসিসটা ভঁ'(আমি কী তোমাদের সাহায্য করতে পারি?)। ওরা হাসল এবং পথ দেখিয়ে ওদের ভিতরে নিয়ে যেতে দিল। জর্জের দায়িত্ব পড়ল মধ্য বয়স্ক মেয়ে যাদুকরদের দেখাশোনা করার, রন দায়িত্ব নিল মি.উইসলির পুরাতন মন্ত্রণালয়ের কলিগদের, আর হ্যারির ভাগে পড়ল

কানে শোনেন না এমন এক বৃদ্ধ দম্পতির।

'ভোচার,' হ্যারি সামিয়ানা থেকে বের হয়ে আসতেই একটি পরিচিত কণ্ঠ বলল। এবং দেখল টঙ্কস এবং লুপিন ভেতরে ঢোকার লাইনে দাঁড়ানো। টঙ্কসের চুলগুলো এখন ব্লন্ড রঙ করা। হ্যারি ওদেরকে চেয়ারের লাইনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় টঙ্কস ফিসফিস করে বলল, 'আসার সময় আর্থার বলল তুমিই সে, যার মাথায় কোঁকড়ানো চুল। গত রাতের ব্যাপারে দুঃখিত। মন্ত্রণালয় এখন খুবই ওয়ারওলফ বিরোধী হয়েছে। এবং আমরা ভেবেছিলাম আমাদের উপস্থিতি তোমাদের জন্য খুব একটা কাজে আসবে না।'

'না না, এটা কোনো বিষয় না, আমি বুঝতে পেরেছি,' হ্যারি বলল। টঙ্কসের চেয়ে সে লুপিনের সঙ্গেই বেশি কথা বলল। লুপিন তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তার নতুন রূপ দেখে। কিন্তু তারা যখন ওকে ছেড়ে এগিয়ে গেল হ্যারি দেখল লুপিনের মুখটা আবার উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সে এর কারণ বুঝতে পারল না । কিন্তু হ্যারি এ নিয়ে ভাবার সময় পেল না। হ্যাগ্রিডের কারণে তার চিন্তা বাধাগ্রস্ত হলো। হ্যাগ্রিড কোথায় বসবে, ফ্রেডের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটি সে বুঝতে পারেনি। তার জন্য রাখা পেছনের সারিতে যাদুর মাধ্যমে বড় করা বিশেষ আসনটিতে না বসে, যে পাঁচটি চেয়ারে সে বসে পড়েছিল তা এখন সোনালি ম্যাচের কাঠির স্তূপের মতো পড়ে আছে ।

মি. উইসলি সে চেয়ারগুলো আবার ঠিক করলেন। হ্যাগ্রিড সকলের উদ্দেশ্যে দুঃখ প্রকাশ করল। হ্যারি দ্রুত প্রবেশ পথে এলো রনকে খুঁজতে। রন একজন অদ্ভুত দর্শন যাদুকরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যাদুকরের চোখ দুটো সামান্য ট্যারা, কাঁধ পর্যন্ত সাদা চুল, দেখতে অনেকটা হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো। মাথার হ্যাটটি থেকে সুতো এসে নাকের সামনে ঝুলছে। তার পরা ডিমের কুসুমের মতো হলুদ গাউনে চোখের জলের ছায়া। গলায় ত্রিকোণ চোখের চিহ্নযুক্ত সোনার চেইন চকচক করছে।

'জেনেফিলিউস লাভগুড,' সে বলল। হ্যারির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার মেয়ে, আর আমি ওই পাহাড়ের ওপরে থাকি। উইসলি পরিবার আমাদের দাওয়াত করেছেন এজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আমার লুনাকে চেন?' সে রনকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'হ্যা,' রন বলল। 'সে আপনার সঙ্গে আসেনি?'

'না, সে দেরি করছে ওই চমৎকার বাগানে বামন ভুতদের (নমস) হ্যালো বলার জন্য। কী সুন্দর ওরা ওখানে থাকে! খুব কম যাদুকরই জানে যে এই বুদ্ধিমান বামন ভুতগুলোর থেকে কত কিছু শেখার আছে! অথবা খুব কম সংখ্যক লোক ওদের প্রকৃত নামে ডাকতে পারে 'জারনুমবি- গার্ডেনসি।'

'আমাদেরগুলো চমৎকার সব গালি শিখেছে,' রন বলল। 'আমার ধারণা ফ্রেড এবং জর্জ ওদেরকে গালিগুলো শিখিয়েছে।'

লুনা চলে আসতেই সে ওদেরকে যাদুকরদের সামিয়ানায় নিয়ে গেল।

'হ্যালো হ্যারি!' লুনা বলল।

'এহ্, আমার নাম বার্নি,' হ্যারি বলল। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

'ওহ্ বাবা, তুমি তাহলে ওটাও পরিবর্তন করেছ?' সে উৎসাহের সঙ্গে বলল।

'তুমি আমাকে জানলে কী করে-'

'ও আর তেমন কী, তোমার চালচলন থেকেই-' সে বলল।

বাবার মতোই লুনার পরণেও উজ্জ্বল হলুদ পোশাক। সে শোভা বর্ধন করেছে তার চুলে মস্তবড় একটি সুর্যমুখী ফুল গেঁথে দিয়ে। একবার যদি সবদিক দিয়ে উজ্জ্বলতা উপচে পড়ে তাহলে তার সাধারণ প্রভাব খুবই আনন্দদায়ক। অন্তত পক্ষে তার কানে কোনো মুলা ঝুলানো নেই।

জেনোফিলিউস একজন পরিচিতের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। ফলে তিনি হ্যারি এবং লুনার কথোপকথন মিস করেছেন। সেই উইজার্ডকে বিদায় দিয়ে তিনি মেয়ের দিকে ফিরলেন। লুনা হাতের আঙুলগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ড্যাডি দ্যাখো, একটা বামন ভুত আমাকে কামড়ে দিয়েছে!'

'বাহ্ কি চমৎকার! বামন ভুতের লালা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার!' মি.লাভগুড বললেন। তিনি লুনার বাড়িয়ে দেয়া আঙুলগুলো ধরলেন এবং রক্ত বের হওয়া জায়গাটা পরীক্ষা করলেন। 'লুনা, লক্ষ্মী মেয়ে, যদি তুমি প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাও– ধর যদি অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাকে অপেরা গাইতে বলা হয় বা আবৃতি করতে বলা হয়, তাহলে না করো না, কিন্তু। হয়তো তুমি জারনুমবি-দের কাছ থেকে কোনো বর পেতে পার।'

রন ওদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছিল। কথা শুনে সে জোরে হাসল।

'রন হয়তো বিষয়টি নিয়ে হাসতে পারে,' লুনা এবং জেনেফিলিয়াসকে তাদের নির্দিষ্ট আসনে বসানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় লুনা শান্ত-স্বাভাবিকভাবে বলল। 'কিন্তু আমার বাবা জারনুমবি- যাদু নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।'

'তাই নাকি?' হ্যারি বলল। সে অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে লুনা বা তার বাবার অদ্ভুত সব ধারণার ব্যাপারে কোনো রকম বিতর্কে যাবে না। 'তুমি কী নিশ্চিত যে ওই কামড়ে দেয়া জায়গাটিতে কিছু লাগাবে না?'

'নাহ্, এটা ঠিক আছে, তেমন কিছু নয়,' সে একটা স্বপ্নময় ভঙ্গিতে হাতের নখ চুষল এবং আপাদমস্তক হ্যারির দিকে তাকাল। 'তুমি দেখতে বেশ স্মার্ট। আমি ড্যাডিকে বলেছি, অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠানিক পোশাক পড়বে। কিন্তু তিনি

বিশ্বাস করেন বিয়ের অনুষ্ঠানে সৌভাগ্যের জন্য সূর্য রঙের পোশাক পড়া ঠিক।'

লুনা বাবার পেছনে পেছনে হেঁটে চলে যেতেই রনকে দেখা গেল একজন বৃদ্ধা যাদুকরের বাহু ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে। তার লম্বা নাক, চোখের চারপাশ লাল এবং তার গোলাপি পালকের হ্যাট সব মিলিয়ে তাকে ক্রুদ্ধ একটি ফ্লেমিঙ্গো পাখির মতো দেখাচ্ছে।

'...আর তোমার চুল অনেক বড় রোনাল্ড, আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল তুমি বুঝি জিনেভ্রা। মেরলিনের দাড়ি, জেনোফিলিয়াস লাভগুড কী পড়েছে? ওকে তো একটা ওমলেটের মতো দেখাচ্ছে। আর তুমি কে!' তিনি খেইখেই করে উঠলেন হ্যারির দিকে চেয়ে।

'ওর কথা বলছ– আন্টি মুরিয়েল, এ হচ্ছে আমাদের চাচাতো ভাই বার্নি।'

'আরো একজন উইসলি? তোমরা তো দেখছি বামন ভুতের মতো গজাতে থাক। হ্যারি পটার আসেনি? তার সঙ্গে দেখা হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। আমি ভেবেছিলাম ও তোমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নাকি তোমরা ওর নামে কেবল দম্ভ করে বেড়াও রোনাল্ড?

'না....সে আসতে পারেনি...'

'হুম্, বাহানা দিচ্ছ, তাই না? সংবাদপত্রের ছবিতে যেমন ওকে বোকা বোকা মনে হয়, সে তাহলে আসলে তা না। আমি কিছুক্ষণ আগেই হবু বৌকে বোঝাচ্ছিলাম আমার উপহার দেয়া টায়রাটা পরলে কত ভালো দেখাবে।' তিনি উঁচুস্বরে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন। 'গবলিনের তৈরি বুঝলে, এবং এটা আমার পরিবারের কাছে শতশত বছর ধরে ছিল। হবু-বৌ মেয়েটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু এখনো ফরাসিই রয়ে গেছে! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাকে একটা ভালো আসনে বসিয়ে দাও রোনাল্ড, আমার এখন এক শ' সাত বছর বয়স, বেশি সময় আর পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।'

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রন হ্যারির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ চাহনি দিল। এবং বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে আর দেখা গেল না। এরপর যখন সামিয়ানার প্রবেশমুখে আবার ওদের দেখা হলো, তখন হ্যারি দেখল বেশ কয়েক ডজন অতিথি এসেছে। সামিয়ানার ভেতরটা প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে আর কোনো ভেতরে ঢোকার লাইন দেখা গেল না।

'মুরিয়েল একটা দুঃস্বপ্ন,' রন জামার হাতা দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলল। 'প্রতি বছর তিনি ক্রিসমাসের সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন, তারপর একবার তিনি রাতে খেতে বসলে তার চেয়ারের নিচে জর্জ এবং ফ্রেড ডাঙবোমা সেট করেছিল। থ্যাঙ্কস গড, এরপর থেকে তিনি আর আসেন না। ড্যাড সবসময় বলেন, মুরিয়েল তার উইল থেকে জর্জ এবং ফ্রেডের নাম বাদ দেবেন- আর তা না

হলে ওরা পরিবারের সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠত। অন্তত যে হারে বেড়ে চলেছে...বাবা!' রন বলল। এরপর চোখ পিটপিট করে হারমিয়নকে দ্রুত আসতে দেখে তার উদ্দেশ্যে বলল,'তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'সব সময় গলায় অভিভূত হওয়ার সুর,' হারমিয়ন মুচকি হেসে বলল। সে হাইহিলের সঙ্গে মিলিয়ে হালকা রঙের একটা পোশাক পড়েছে। চুলগুলো মোলায়েম এবং চিকচিকে দেখাচ্ছে। 'কিন্তু তোমার ওই গ্রেট আন্ট মুরিয়েল তো ভিন্ন কথা বলছে। কিছুক্ষণ আগেই তার সঙ্গে উপরের তলায় দেখা, তিনি যখন ফ্লয়ারকে একটি টায়রা দিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "ওহ্ ডিয়ার, এও কি মাগ্‌ল সন্তান?" তারপর বললেন, "ভঙ্গি খারাপ, পায়ের গোড়ালি চিকন"।'

'ওনার কথা তুমি ধর্তব্যে এনো না, তিনি সবার ব্যাপারেই এমন রুঢ়,' রন বলল।

'কী, মুরিয়েলের কথা বলছ?,' জর্জ জিজ্ঞেস করল। ফ্রেডকে নিয়ে সে সামিয়ানা থেকে বের হয়েছে। 'হ্যাঁ, তিনি এই মাত্র আমাকে বলেছেন, আমার কান দুটো বড়। বুড়ো বাদুর! আজ বিলিউস আঙ্কেল যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তিনি বিয়ের অনুষ্ঠান একেবারে জমিয়ে ফেলতেন।'

'তিনি একটা *গ্রিম* দেখে ২৪ ঘন্টা পর মারা গিয়েছেন না?' হারমিয়ন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, শেষ দিকে তিনি একটু কেমন যেন মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন,' জর্জ বলল।

'কিন্তু তিনি অমন হয়ে যাওয়ার আগে ছিলেন যে কোনো পার্টির প্রাণকেন্দ্র।' ফ্রেড বলল। 'তিনি পুরো বোতল ফায়ারহুইস্কি গলায় ঢেলে ড্যান্স ফ্লোরের ওপর দিয়ে দৌড়াতেন। গাউন উপরে তুলে ধরে ফুলের তোড়া বের করতে শুরু করতেন তার-'

'হ্যাঁ, কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি একজন প্রকৃত আমুদে লোক ছিলেন,' হারমিয়ন বলল। হ্যারি হো-হো করে হেসে ফেলল।

'কখনো বিয়ে করেননি, কিছু কারণ ছিল অবশ্য,' রন বলল।

'তুমি আমাকে অবাক করলে,' হারমিয়ন বলল।

ওরা এসব নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকল। কেউ লক্ষ্যই করেইনি যে বিলম্বে একজন অতিথি এসেছে। অতিথি ঘনকালো চুলের এক যুবক। বাঁকানো চোখা নাক, কালো মোটা ভ্রু। রনের দিকে তার দাওয়াতপত্র বের করে হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে।' এবার সবাই তাকে লক্ষ্য করল।

'ভিক্টর!' চিৎকার করে হারমিয়ন বলল। তার হাত থেকে কারুকাজ করা ছোট ব্যাগটি মাটিতে পড়ে গেল। ব্যাগটি আকারের তুলনায় থপ করে একটু জোরেই

শব্দ হলো। সে বিব্রত অবস্থায় হাতিয়ে ব্যাগটি তুলতে তুলতে বলল,'আমি জানতাম না যে তুমি... দেখো তো... তোমাকে দেখে কী আনন্দ হচ্ছে...কেমন আছো তুমি?'

রনের কান আবার লাল হয়ে গেল। ক্রুমের ইনভাইটেশন কার্ডের দিকে তাকিয়েও যেন ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'তুমি এখানে এই বিয়ের অনুষ্ঠানে?'

'ফ্লয়ার আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে,' ক্রুম ভ্রূ দুটো উপরে তুলে বলল।

হ্যারি অবশ্য ক্রুমকে দেখে মনক্ষুণ্ণ নয়। সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। তখনই ওর মনে হলো রনের কাছ থেকে ক্রুমকে দ্রুত সরিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাকে এখনই বসার জায়গা দেখিয়ে দেয়াটাই ভালো।

'মনে হয়, তোমার বন্ধু আমাকে দেখে খুব একটা খুশি হয়নি,' লোকে পরিপূর্ণ সামিয়ানায় ঢুকে ক্রুম বলল। 'বন্ধু না আত্মীয়?' সে হ্যারির লাল কোঁকড়ানো চুলের দিকে তাকিয়ে আবার বলল।

'কাজিন,' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু ক্রুম তার উত্তরে মনযোগ দিল না। ক্রুম প্রবেশ করার পর সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে ভিলা কাজিনরা। শত হলেও সে ছিল একজন বিখ্যাত কিডিচ খেলোয়াড়। সবাই যখন মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছে তখন রন, হারমিয়ন ফ্রেড এবং জর্জ দ্রুত চেয়ারের লাইনের ভেতর ঢুকে গেল।

'এখন বসে পড়ার সময় হয়েছে,' ফ্রেড হ্যারিকে বলল। 'হবু বধু চলে এলে আমাদের আর বসার জায়গা থাকবে না।'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন দ্বিতীয় সারিতে ঠিক ফ্রেড এবং জর্জের পেছনে বসল। হারমিয়নকে গোলাপি দেখা যাচ্ছে, আর রনের কান এখনো লাল হয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত পর সে হ্যারিকে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি ওর মুখে গজিয়ে ওঠা স্টুপিড ছোট দাঁড়ি দেখেছ?'

হ্যারি মন্তব্যহীন একটি শব্দ করল।

উষ্ণ সামিয়ানার ভেতরে একটি চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝেই উচ্চস্বরে কথা ও হাসি নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। মি.এবং মিসেস উইসলি আসনের প্রতিটি সারির ভেতরে ঢুকলেন। হাসিমুখে আত্মীয়-স্বজনদের দিকে হাত নাড়লেন ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। মিসেস উইসলি একেবারে নতুন রঙিন গাউন পরেছেন। তার সঙ্গে মাথায় মানানসই হ্যাট।

কিছুক্ষণ পরই বিল এবং চার্লি সামিয়ানার সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনের পরনেই গাউন। গাউনের বোতামের ঘরে বড় সাদা গোলাপ ফুল। ফ্রেড তারঃস্বরে নেকড়ের ডাক দিল। ভিলা কাজিনদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল। তারপরই

একটি সুর বেজে উঠতেই সবাই থেমে গেল। মনে হলো এই সুর সোনালি বেলুনগুলো থেকে বেজে উঠেছে।

'উউউহ!' একই জায়গায় বসে প্রবেশ পথের দিকে ঘুরে হারমিয়ন বলল।

ফ্লয়ারকে দু' হাত উড়াল দেওয়ার মতো করে প্রশস্ত করে আর মঁসিয়ো ডেলাকুরকে বিগলিত হেসে লাফ দেওয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারের সারির দিকে আসতে দেখে উপস্থিত যাদুকররা পলকহীনভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। ফ্লয়ার একেবারে সাধারণ একটি সাদা পোষাক পড়েছে। তারপরও মনে হচ্ছে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের রুপালী আলোর ছটা বের হচ্ছে ফ্লয়ার থেকে। আজ প্রত্যেককেই যেন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপরও ফ্লয়ারের আলোর ছটা অন্যদেরকে তুলনামূলকভাবে নিস্তেজ করে দিল। জিনি এবং গ্যাব্রিয়েলে দু'জনই হলদে পোশাক পড়েছে। তাদেরকে অন্য সময়ের চেয়ে ভালো লাগছে। ফ্লয়ার যখন বিলের কাছে গেল তখন বিলকে এতই বিমুগ্ধ ও সুখি লাগল যেন তার কখনই ফেনরির গ্রেব্যাকের মুখোমুখি হওয়ার দুঃস্বপ্নের মতো কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটেনি।

'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন,' একটি সুরেলা কণ্ঠ বলল। হ্যারি অবাক হয়ে দেখল সেই ছোটখাটো, মাথায় ঝুটিওয়ালা যাদুকর, যিনি ডাম্বলডোরের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বিল এবং ফ্লয়ারের সামনে। 'আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি দু'টি বিশ্বস্ত আত্মার মিলনের অনুষ্ঠানে....'

'হ্যাঁ, আমার টায়রা অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলেছে,' আন্টি মুরিয়েল ফিসফিস করে বললেন। 'কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, জিনেভ্রার দেয়া পোশাকটা একেবারেই ছোট...'

জিনি চারদিকে তাকাল, হ্যারির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ছোট করে চোখ টিপল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আবার সামনের দিকে মুখ ফেরালো। হ্যারির মন তখন সামিয়ানা থেকে অনেক দূরে, স্কুলের মাঠে জিনির সঙ্গে একাকি দুপুরের সময় কাটানোর কথা মনে পড়ল। সে কতদিন আগের কথা! তার সব সময় মনে হয় যে সেই মূহুর্তটা যদি সত্যি হয়ে ধরা দিত! সে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের আলোকিত সময়টার কথা ভাবছে- যে মানুষটির কপালে কোনো জ্বলজ্বল দাগ নেই....'

'তুমি, উইলিয়াম আর্থার, ফ্লয়ার ইসাবেলকে....'

সামনে সারিতে মিসেস উইসলি এবং ম্যাডাম ডেলাকুর লেস দিয়ে চোখ মুছছেন। তাঁবুর পিছন থেকে ট্রাম্পেটের মতো কান্নার শব্দ ভেসে এসে সবাইকে বলে দিচ্ছে যে হ্যাগ্রিড তার টেবিলক্লোথ সাইজের রুমাল বের করে নিয়েছে। হার-

মিয়ন হ্যারির দিকে ফিরে হাসল; তার চোখ দুটো জলে ভিজে আছে।

'...আমি ঘোষণা করছি তোমরা চিরজীবনের জন্য বন্ধনে আবদ্ধ।'

ঝুটিচুলের যাদুকর তার যাদুদণ্ডটি ফ্লয়ার এবং বিলের মাথার ওপর তুলে ধরলেন। ওদের মাথার ওপর এক ঝাক রুপালি তারার বর্ষণ হলো। চক্রাকারে তাদেরকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে সেগুলো জোড়া জোড়া আকার ধারণ করল। ফ্রেড এবং জর্জ একবার করে হাতে তালি দিতেই মাথার উপরের বেলুনগুলো ফেটে গেল। বেলুনের ভেতর থেকে স্বর্গীয় পাখি এবং ছোট ছোট সোনালী রঙের বাশি বের হয়ে সুর করে গাইতে থাকল এবং বাজতে থাকল।

'লেডিস এন্ড জেন্টলমেন!' ঝুটিওলা যাদুকর বললেন। 'দয়া করে আপনারা যদি একটু উঠে দাঁড়ান।'

সবাই তাই করল। আন্টি মুরিয়েল শব্দ করেই গজগজ করতে থাকলেন; যাদুকর তার দণ্ডটি তুলে ধরলেন। ক্যানভাসের দেয়াল উধাও হয়ে গেল এবং যে চেয়ারগুলোতে সবাই বসেছিল সেগুলো সব পরিপাটিভাবে শূন্যে উঠে গেল। ফলে সবাই দাঁড়িয়ে রইল এক সোনালি রঙের খুঁটির ওপর ভরকরা এক অপূর্ব সুন্দর চাঁদোয়ার নিচে। চারদিকে সুর্যালোকিত ফুল-ফলের গাছ, গ্রামের পরিবেশ। এরপর চাঁদোয়ার মাঝখান থেকে ভারী উলের তৈরি সোনালি কাপড়ের পুল বেরিয়ে এসে একটি আলোকিত নাচের ফ্লোরের আকার তৈরি করল। শুন্যে ঝুলে থাকা চেয়ারগুলো ছোট সাদা কাপড়ের টেবিলগুলোর চারপাশে জড়ো হলো। সুন্দর আকার করে ভাসতে থাকা এই টেবিল চেয়ার মাটিতে নেমে এলো। এরপর

সোনালি জ্যাকেট পরা ব্যান্ড দলবেঁধে একটি বেদিতে উঠে এলো।

'স্মুথ,' রন আনন্দের সঙ্গে বলল। হঠাৎ করে ওয়েটাররা আবির্ভূত হলো এবং তাদের কেউ কেউ পাম্পকিন জুস, বাটারবিয়ার অথবা ফায়ার হুইস্কি নিয়ে আর কেউ টার্ট এবং স্যান্ডউইচ হাতে হাতে করে ঘুরতে লাগল।

'আমাদের এগিয়ে গিয়ে ওদের অভিনন্দন জানানো উচিত,' হারমিয়ন পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে বিল এবং ফ্লয়ারকে দেখতে চেষ্টা করল। শুভাকাঙ্ক্ষিরা ঘিরে রেখেছে,যার ফলে ওদের দেখা যাচ্ছে না।

'আমরা পরে সময় পাব,' রন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। পাশ দিয়ে বাটারবিয়ারের ট্রে যাওয়ার সময় ছোঁ মেরে তিনটি তুলে নিল। একটি হ্যারির হাতে দিল। 'হারমিয়ন, ধর, চলো একটি টেবিল বেছে নিই,...ওখানে না! মুরিয়েলের কাছাকাছি কোথাও না-'

রন পথ দেখিয়ে ফাঁকা ড্যান্স ফ্লোরের দিকে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল। হ্যারি বুঝতে পারল সে ক্রুমের দিকে চোখ রাখছে। এরই মধ্যে ওরা সামিয়ানার অন্য প্রান্তে চলে এলো। সেখানে অধিকাংশ টেবিলই দখল

হয়ে আছে। একমাত্র টেবিল ফাঁকা আছে যেখানে লুনা একা বসে আছে।

'আমরা তোমার সঙ্গে বসতে পারি তো?' রন বলল।

'ও হ্যাঁ,' সে আনন্দের সঙ্গে বলল। ড্যাডি এইমাত্র বিল এবং ফ্লয়ারকে আমাদের উপহার পৌঁছে দিতে গেলেন।

'সেটা কি, সারাজীবনের সরবরাহ্ করা গার্ডিরুটগুলো?' রন জিজ্ঞেস করল।

হারমিয়ন টেবিলের নিচ দিয়ে তাকে পা দিয়ে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তার পরিবর্তে হ্যারি খোঁচা খেলো। ব্যাথায় ওর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসল। হ্যারির কিছু সময় আলোচনায় অংশ নেয়া বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যান্ড সঙ্গিত শুরু হলো। তুমুল করতালির মধ্যে বিল এবং ফ্লয়ার প্রথম ড্যান্স ফ্লোরে গেল। একটু পরই মি.উইসলি ম্যাডাম ডেলাকুরকে নিয়ে ফ্লোরে উঠে এলেন। তার পেছন পেছন এলেন মিসেস উইসলি এবং ফ্লয়ারের বাবা।

'এই গানটি আমার ভারি পছন্দ,' লুনা বলল। গানের সুরের সঙ্গে সে একটু একটু দুলতে থাকল। একটু পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং ধীর পায়ে ড্যান্স ফ্লোরে গিয়ে উঠল। পুরো একা চোখ বুজে, হাত দুটো প্রসারিত করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গানের তালে ঘুরতে থাকল।

'সে একটা ব্যতিক্রম মেয়ে, তাই না?' রন হাসিমুখে বলল। 'তার সবসময় একটা ভাব আছে।'

কিন্তু এক মুহূর্ত পরই রনের মুখ থেকে হাসি উবে গেল। লুনা যে চেয়ার থেকে উঠে গেছে সেখানে ভিক্টর ক্রুম এসে ধপাস করে বসল। হারমিয়নকে হাসিমুখ, কিন্তু বিব্রত দেখা গেল। এবার কিন্তু ক্রুম তাকে প্রশংসা করতে আসেনি। মুখে গম্ভীর ভাব এনে ক্রুম বলল, 'ওই হলদে পোশাক পরা লোকটি কে?'

'উনি হলেন জেনোফিলিয়ুস লাভগুড, আমাদের এক বন্ধুর বাবা।' রন সংক্ষেপে বলল এবং তার ভাব গম্ভীর ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে সে ক্রুমের সাথে জেনোফিলিয়ুসকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে রাজি না। ক্রুমের কথাকে পাত্তা না দিয়ে রন হারমিয়নকে বলল 'চলো নাচের ফ্লোরে যাই।

হারমিয়ন একবার ইতস্তত করল, তারপরই খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল। ক্রমে বেড়ে ওঠা ড্র্যান্স ফ্লোরের ভিড়ের মধ্যে ওরা হারিয়ে গেল।

'আহ! ওরা এখন জুটি,' ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে ক্রুম জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,এক রকম,' হ্যারি বলল।

'তুমি কে?' ক্রুম হ্যারির দিকে ফিরে জানতে চাইল।

'বার্নি উইসলি।'

ওরা দু'জন হাত মেলাল।

'তুমি বার্নি- তুমি এই লাভগুড লোকটিকে ভালো করে চেনো?'

'না, আজই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কেন?'

ক্রুম তার হাতের ড্রিঙ্কসের ওপর দিয়ে জেনোফিলিউয়ুসের দিকে বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে। জেনোফিলিউয়ুস ড্যান্স ফ্লোরের এক পাশে দাঁড়িয়ে অন্যান্য যাদুকরদের সঙ্গে কথা বলছেন।

'কারণ,' ক্রুম বলল। সে যদি ফ্লয়ারদের অতিথি না হতো তাহলে এখনই ওকে আমি বুকের ওপর ওই নোংরা চিহ্নটি লাগানোর জন্য দেখে নিতাম ।'

'চিহ্ন?' হ্যারি বলল। সেও জেনোফিলিউসের দিকে তাকাল। একটা অদ্ভুত ত্রিকোণ চোখ তার বুকের ওপর। 'কেন? ওটা থাকায় সমস্যা কি?'

'গ্রিন্ডেলভাল্ড। ওটা গ্রিন্ডেলভাল্ডের চিহ্ন।'

'গ্রিন্ডেলভাল্ড... যে ডার্ক উইজার্ডকে ডাম্বলডোর পরাজিত করেছিলেন?'

'ঠিক।'

ক্রুমের চোয়াল শক্ত হলো, যেন সে কিছু একটা চিবুচ্ছে। বলল 'গ্রিন্ডেলভাল্ড বহু লোককে হত্যা করেছে। যেমন সে **আমার** পিতামহকে হত্যা করেছে। সে কখনোই এ দেশে শক্তিশালী ছিল না। সবাই বলে সে ডম্বলডোরকে ভয় পেত। সে শেষ হয়ে গেছে ঠিকই । কিন্তু এই-' সে আঙুল দিয়ে জোনোফিলিউসের কি দেখাল। 'কিন্তু এই চিহ্নটি সহজেই চিনতে পারি : ডার্মস্ট্রাঙে ছাত্র থাকা অবস্থায় গ্রিন্ডেলভাল্ড ওটা কেটে বানিয়েছিল। কিছু ইডিয়ট সেটা কপি করে তাদের বইতে বা পোশাকে লাগিয়ে থাকে। মনে করে নিজেদের একটা আবেদন সৃষ্টি করছে– আমরা যারা গ্রিন্ডেলভাল্ডের হাতে পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছি তারা তাদের উচিৎ শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত ওরা তাই মনে করতে থাকবে।'

ক্রুম হাতের আঙুলগুলো আক্রমনাত্মকভাবে মটকালো এবং বড় বড় চোখ করে জেনোফিলিউসের দিকে তাকালো। হ্যারি বিব্রত বোধ করল। লুনার বাবাকে দেখে কোনো ক্রমেই মনে হয় না যে একজন ডার্ক আর্টের সমর্থক। এবং এই সামিয়ানায় উপস্থিত কাউকেই মনে হয় না যে এই ত্রিকোণ চিহ্নটিকে সেভাবে মূল্যায়ন করছে।

'তুমি কী নিশ্চিত যে ওটি গ্রিন্ডেলভাল্ডের চিহ্ন?'

'আমি ভুল করিনি,' ক্রুম ঠাণ্ডাভাবে বলল। 'আমি কয়েক বছর ধরে ওই চিহ্নের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি। আমি এ চিহ্ন ভালো চিনি।'

'কিন্তু এটা তো হতে পারে,' হ্যারি বলল। 'হয়তো জেনোফিলিউস আসলে জানে না যে এই চিহ্নের অর্থ কী। লাভগুডরা এমনিতে শান্ত...তাদের জন্য এটা অস্বাভাবিক। সে হয়তো কোথাও পেয়ে চিহ্নটি তুলে নিয়েছে। ভেবেছে কোনো স্নোরক্যাকের মাথার ভাঙা অংশ।'

'কীসের ভাঙা অংশ?'

'আমি ঠিক জানি না বস্তুটি কি, কিন্তু মনে হয় তিনি এবং তার মেয়ে ছুটির সময় ওগুলো খুঁজতে যান।'

হ্যারি বুঝতে পারল লুনা এবং তার বাবাকে খুবই নিন্দিতভাবে চিহ্নিত করতে চাচ্ছে ক্রুম ।

'ওই যে ও,' লুনার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ও বলল। লুনা এখনো একা, মাথার উপরে হাত তুলে নেচে যাচ্ছে। এমন ভঙ্গিতে যেন সে ছোট ছোট মাছি তাড়াচ্ছে।

'সে অমন করছে কেন?' ক্রুম জানতে চাইল।

'সম্ভবত র‍্যাকস্পুর্ট সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।' হ্যারি বলল। সে এই লক্ষণ সম্পর্কে জানে।

ক্রুম ঠিক ধরতে পারল না হ্যারি তামাশা করছে কি-না। সে তার গাউনের ভেতর থেকে নিজের যাদুদণ্ডটি বের করল এবং নিজের উরুতে সতর্কতার সঙ্গে আটকে দিল। বের হয়ে থাকা শেষ প্রান্ত স্পার্ক করছে।

'গ্রেগোরোভিচ!' হ্যারি উচ্চস্বরে বলে উঠল। ক্রুম কথা শুরু করল কিন্তু হ্যারি এত উত্তেজিত যে তা কানে গেল না। ক্রুমের দণ্ড দেখে তার স্মরণশক্তি ফিরে এসেছে। এই যাদুদণ্ড অলিভ্যান্ডার ট্রাইউইজার্ড টুরনামেন্টের সময় নিয়ে যেতেন এবং নিয়মিত পরীক্ষা করতেন।

'গ্রেগোরোভিচ-এর ব্যাপারটা কী?' ক্রুম সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল।

'তিনি যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারক!'

'আমি সেটা জানি,' ক্রুম বলল।

'তিনিই তো তোমার দণ্ডটি বানিয়েছেন। সে কারণে আমি চিন্তা করেছিলাম...কিডিচ..'

ক্রুমকে আরো বেশি সন্দেহপ্রবণ মনে হলো।

'তুমি কী করে জানলে যে আমার যাদুদণ্ডটি গ্রেগোরোভিচের তৈরি?

'আমি....আমি কোথাও পড়েছি, আমার মনে হয়,' হ্যারি বলল। 'হয়তো একটি ফান ম্যাগাজিনে।' হ্যারি তাৎক্ষণিকভাবে বলল। ক্রুম শান্ত হলো উত্তর শুনে।

'আমার তো মনে পড়ে না আমি কখনো ফান ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমার যাদুদণ্ড নিয়ে কথা বলেছি।' সে বলল।

'আচ্ছা...হ্যাঁ.. গ্রেগোরোভিচ এখন কোথায়?'

ক্রুমকে বিস্মিত দেখালো প্রশ্নটি শুনে। 'তিনি কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। আমি সর্বশেষদের একজন তার কাছ থেকে যাদুদণ্ড কিনেছি। সবচেয়ে ভালো যাদুদণ্ড ওগুলো। যদিও আমি জানি তোমরা ব্রিটেনের লোকরা

অলিভ্যান্ডারের কাছ থেকে অনেক যাদুদণ্ড সংরক্ষণ করেছ।'

হ্যারি কোনো উত্তর দিল না। সে এমন ভাব করল যেন ক্রুমের মতোই সেও নাচ দেখছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে গভীরভাবে ভাবতে থাকল। ভোল্ডেমর্ট একজন বিখ্যাত যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারীকে খুঁজছিল। কিন্তু একটি কারণে হ্যারির সেটি খোঁজার প্রয়োজন নাই : কারণ হলো ভোল্ডেমর্ট যেদিন সারা আকাশে তাকে ধাওয়া করেছিল সেদিন হ্যারির দণ্ডটি অনেক কাজে এসেছিল। তার চিরশ্যামল লতা এবং ফিনিক্সের পালকের দণ্ড ভোল্ডেমর্টের ধার করা দণ্ডকে পরাজিত করেছে। ওলিভ্যান্ডার হয়তো তা ধারণাও করতে পারেননি বা বুঝতে পারেননি। গ্রেগোরোভিচ কী ভালো যাদুদণ্ড তৈরি করা জানতেন, সত্যিই কী তিনি অলিভ্যান্ডারের চেয়ে দক্ষ? তিনি কী যাদুদণ্ডের গোপন কথা জানতেন যা অলিভ্যান্ডার জানেন না?

'এই মেয়েটি ভারি সুন্দর দেখতে,' ক্রুম বলল। সাথে সাথে হ্যারি ভাবনা জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। ক্রুম আঙুল তুলে জিনিকে দেখাচ্ছে। জিনি এই মাত্রই লুনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 'সেও কি তোমাদের একজন আত্মীয়?'

'হ্যাঁ,'হ্যারি বলল। হঠাৎ করে ওর বিরক্ত লাগল। 'এবং সে অন্য একজনের প্রতি দুর্বল। আর সে লোকটি ঈর্ষাকাতর ধরনের, আবার উঁচুস্তরের মানুষ। তোমার উচিত হবে না তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া।'

ক্রুম ঘোঁতঘোঁত করে উঠল।

'কী,' সে বলল। তার মগটি চুমুক দিয়ে শেষ করল এবং উঠে দাঁড়াল। 'ইন্টারন্যাশনাল কিডিচ খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও সকল ভালো চেহারার মেয়েদেরকে অন্যরা নিয়ে যাবে এটা কোনো কথা হলো?'

সে হ্যারিকে রেখে পা বাড়াল। সামনে দিয়ে যাওয়া ওয়েটারের কাছ থেকে একটি স্যান্ডউইচ তুলে নিতে। তারপর ভিড় হয়ে থাকা ড্যান্স ফ্লোরের পাশ দিয়ে চলে গেল। হ্যারি রন কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করল। তাকে গ্রেগোরোভিচ সম্পর্কে বলা দরকার। কিন্তু রন হারমিয়নকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোরের একেবারে মাঝখানটায় নাচছে। হ্যারি একটি সোনালি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে জিনিকে দেখতে থাকল। সে এখন ফ্রেড এবং জর্জের বন্ধু লি' জর্ডানের সঙ্গে নাচছে। হ্যারি মনে করল রনকে দেয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ।

হ্যারি কখনোই বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেনি। তাই উইজার্ডদের অনুষ্ঠান এবং মাগ্‌লদের অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারল না। যদিও সে ভাল করে জানে যে মাগলরা নিশ্চই এমন ব্যবস্থা রাখে না যে দুটি ফিনিক্সের মতো তৈরি কেক, কাটার সময় সত্যিকারের ফিনিক্সের মতো উড়ে যায়, অথবা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোনো কিছুর ওপর ভর না করে শ্যাম্পেনের বোতল শূন্যে উড়তে থাকে। সন্ধ্যা

নেমে আসতেই সোনালি লণ্ঠনগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকল, উপরের আচ্ছাদনের নিচে পোকামাকড় উড়তে থাকল। শব্দ ক্রমে বাড়তে থাকল। ফ্রেড এবং জর্জ দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে; চার্লি হ্যাগ্রিড এবং রঙিন পর্ক-পাই হ্যাট মাথায় কুঁজো মতো একজন যাদুকর এক কোণায় বসে গান গাইছে,'ওডো দ্য হিরো... ।'

হ্যারি রনের এক মদ্যপ চাচার কাছ থেকে সরে সরে থাকছে, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে হ্যারি তার ছেলে কি-না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। হ্যারি দেখল একজন বৃদ্ধ উইজার্ড একা বসে আছেন। তার মেঘের মতো সাদা চুলের কারণে মনে হচ্ছে যেন তিনি বহুদিনের পুরনো বাতিল ঘড়ি। মাথায় পোকামাকড় আটকে দেয়া টুপি। তাকে খুব অস্পষ্টভাবে পরিচিত মনে হচ্ছে। মাথাটাকে একটু ঝেরে ফেলতেই হ্যারি হঠাৎ অনুধাবন করতে পারল, ইনি হলেন এলফিয়াস ডোজ। তিনি ফিনিক্সের সদস্য এবং ডাম্বলডোরের মৃত্যুর শোক সংবাদের লেখক।

হ্যারি তার কাছে গেল।

'আমি কী বসতে পারি?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' ডোজ বললেন। তার কণ্ঠ বেশ খসখসে।

হ্যারি তার দিকে ঝুকল।

'মি. ডোজ, আমি হ্যারি পটার।'

ডোজ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'মাই ডিয়ার বয়, আর্থার আমাকে বলেছে তুমি এখানে আছ.... ছদ্মবেশে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, খুবই সম্মান বোধ করছি!'

আনন্দে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ডোজ এক গ্লাস শ্যাম্পেন ঢেলে হ্যারির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'আমি তোমাকে চিঠি লেখার কথা চিন্তা করেছিলাম,' তিনি ফিসফিস করে বললেন। 'ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পর....এই আঘাত.....তোমার জন্য, আমি নিশ্চিত...'

ডোজের ছোট ছোট চোখ আকস্মিক জলে ভরে উঠল।

'আমি দেখেছি ডেইলি প্রফেটে আপনি ডাম্বলডোরের স্মরণে এক সুন্দর লেখা লিখেছিলেন,' হ্যারি বলল। 'আমি ভাবতে পারিনি যে প্রফেসর ডাম্বলডোর সম্পর্কে আপনি এতোকিছু জানেন।'

'অন্য যে কারো মতো,' ডোজ বললেন। একটি রুমাল দিয়ে আলতো করে চোখ মুছলেন। 'অবশ্যই আমি তাকে দীর্ঘতম সময় ধরে জানতাম। তবে যদি তুমি আবারফোর্থ-এর কথা না ধর– অবশ্য জনগণ কখনো আবারফোর্থ-এর কথা মনে

করেনি।'

'ডেইলি প্রফেটের আলোচনায়... আমি জানি না আপনি দেখেছেন কি-না, মি. ডোজ..?'

'ওহ, প্লিজ আমাকে এলফিয়াস ডাকো ডিয়ার বয়।'

'এলফিয়াস, আমি জানি না ডাম্বলডোরের ব্যাপারে রিটা স্কিটারের দেওয়া সাক্ষাতকারটি দেখেছেন কি না।'

ডোজের মুখটি রাগে রক্তিম হয়ে উঠল।

'ওহ, হ্যারি, আমি সেটা দেখেছি। ওই মহিলা- তাকে আসলে শকুনী ডাকাই ভালো। তার সঙ্গে কথা বলাটাই আমার কাছে বিরক্তিকর। আমার বলতে লজ্জা করে যে আমি আসলে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তাকে বলেছি নাক গালানো মাছ। যার ফলে, তুমি হয়তো দেখেছ, সে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে।'

'দেখুন, ওই ইন্টারভিউতে,' হ্যারি বলল।' রিটা স্কিটার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অল্প বয়সে ডাম্বলডোর ডার্ক আর্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।'

'এমন কথা কখনো বিশ্বাস করো না!,' সঙ্গে সঙ্গে ডোজ বললেন। 'একটা কথাও না হ্যারি! ডাম্বলডোর সম্পর্কে তোমার সুন্দর স্মৃতিগুলোকে ফিকে হতে দিও না!'

হ্যারি ডোজের আন্তরিক, ব্যথিত মুখটির দিকে তাকালো। তাঁর কথায় পরিপূর্ণ আস্বস্ত হতে পারল না, বরং হতাশা বোধ করল এত হালকাভাবে বিষয়টি নেওয়ায়। ডোজ কি সত্যিই এমন করে চিন্তা করছেন যে এত সহজভাবে হ্যারি তার কথাগুলো বিশ্বাস করবে ? ডোজ কি বুঝতে পারছেন না যে হ্যারির ডাম্বলডোর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, তার সব কিছু জানা প্রয়োজন?'

হয়তো ডোজ হ্যারির অনুভূতিগুলো বুঝতে পেরেছেন। তাই তাকে উদ্বিগ্ন দেখালো এবং দ্রুত বললেন, 'হ্যারি, রিটা স্কিটার একজন ভয়ানক-'

কিন্তু তার কথাগুলো বাধাগ্রস্ত হলো একটি তীক্ষ্ণ হাসির কারণে।

'রিটা স্কিটার? ওহ, আমি তাকে খুব পছন্দ করি। তার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়ি।'

হ্যারি এবং ডোজ মুখ তুলে দেখল আন্টি মুরিয়েল দাঁড়িয়ে আছেন। তার হ্যাটের পালকগুলো নাচছে এবং তিনি হাতে শ্যাম্পেনের একটি মগ ধরে আছেন। 'তিনি ডাম্বলডোরকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন, জানো!'

'হ্যালো মুরিয়েল,' ডোজ বললেন। 'হ্যা, আমরা তাই নিয়েই আলোচনা করছিলাম-'

'তুমি এখানে! তোমার চেয়ারটা আমাকে দাও, এখন আমার একশ' সাত বছর চলছে!'

একজন লাল মাথা মি.উইসলির জ্ঞাতি ভাই নিজের চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে সতর্ক দেখা গেল। আন্টি মুরিয়েল অবিশ্বাস্য শক্তিতে সেটি ঘুরিয়ে নিলেন এবং হ্যারি ও ডোজের মাঝখানে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

'হ্যালো, আবার ব্যারি না কি যেন তোমার নাম,' তিনি হ্যারিকে বললেন। 'এখন বলো, তোমরা রিটা স্কিটার সম্পর্কে কি বলছিলে এলফিয়াস? তুমি জানো সে ডাম্বলডোরের একটি জীবনী লিখেছে? এটা পড়তে দেরি করা যাবে না, ফ্লরিশ এন্ড ব্লটকে এক কপির জন্য অর্ডার দিতে হবে।'

ডোজকে কঠিন এবং ক্রুদ্ধ দেখা গেল। কিন্তু আন্টি মুরিয়েল তার মগের শ্যাম্পেনটুকু মুখে দিলেন। পাশ দিয়ে একজন ওয়েটার যাওয়ার সময় তার হাড্ডিসার হাত দিয়ে আরেকটি ভরা গ্লাস পাল্টে নিলেন। তিনি আবার মুখ ভরে শ্যাম্পেন নিয়ে গিললেন এবং ঢেকুর তুললেন। বললেন, 'ভরা পেটের এক জোড়া ব্যাঙের মতো তাকিয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই! তিনি এতটা সম্মানিত হওয়ার আগে অ্যালবাসকে নিয়ে কিছু বদনাম চালু ছিল!'

'ভুল তথ্য দ্বারা তাকে বিচার,' ডোজ বললেন। তিনি আবার লাল হয়ে গেছেন।

'তুমি সেটা বলতে পার এলফিয়াস,' তীক্ষ্ণভাবে আন্টি মুরিয়েল বললেন। 'আমি লক্ষ্য করেছি তোমার লেখা মৃত্যু সংবাদে তুমি কতটা সুক্ষ্মভাবে সবকিছু লুকিয়ে গেছ।'

'আপনি এভাবে চিন্তা করেন দেখে আমি দুঃখিত,' ডোজ আরো ভাবে বলল। 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমি সেটা অন্তর দিয়েই লিখেছি।'

'ওহ, আমরা সবাই জানি তুমি ডাম্বলডোরকে পুজা করতে; আমি বলতে পারি তুমি এখনো তাকে একজন সাধু মনে কর, যদিও এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে সে তার স্কুইব বোনকে লুকিয়ে রেখেছে....'

'মুরিয়েল!' ডোজ চিৎকার করে উঠলেন।

অলক্ষ্যে একফোটা বরফ ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন এসে হ্যারির বুকে ছিটকে পড়ল।

'তুমি কী বলছ!' ডোজ মুরিয়েলকে জিজ্ঞেস করলেন। 'কে বলেছে তার বোন স্কুইব ছিলেন? আমি তো জানি তিনি অসুস্থ ছিলেন?'

'তাহলে ভুল জানতে। তুমি জানো না ব্যারি!' আন্টি মুরিয়েল বললেন। যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে তাকে আনন্দিত মনে হলো। 'যা হোক, তুমি এ ব্যাপারে কীভাবে সব কিছু জানার কথা আশা কর? এসব ঘটেছে বহু বহু বছর আগে। তুমি তখনকার কথা চিন্তাও করতে পারবে না মাই ডিয়ার। এবং আরো বড় সত্য হলো আমাদের যারা জীবিত ছিল তারাও জানতে পারেনি প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল। সে কারণেই স্কিটার যা আবিষ্কার করেছেন তা জানার এত আগ্রহ।

ডাম্বলডোর তার বোনকে দীর্ঘদিন ধরে গোপন করে রেখেছিলেন ।'

'অসত্য!,' ডোজ বললেন । 'পুরোপুরি অসত্য!'

'তিনি কখনোই আমাকে বলেননি যে তার বোন স্কুইব,' হ্যারি কোনো কিছু না ভেবেই উত্তেজিতভাবে বলল ।

'তিনি তোমাকে এসব কথা বলতে যাবেন কেন?' মুরিয়েল তীব্র কণ্ঠে বললেন । তিনি সিটে বসে একটু একটু দুলছেন এবং বিস্মিত হয়ে হ্যারির দিকে ভালকরে তাকালেন ।

'অ্যালবাস যে কারণে অরিয়ানার ব্যাপারে কথা বলেননি,' এলফিয়াস বলতে শুরু করলেন । 'অন্তত আমার এভাবেই চিন্তা করা উচিত, তার বোনের মৃত্যুতে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন-'

'তাকে কেন কেউ কখনো দেখেনি, এলফিয়াস?' মুরিয়েল উচ্চস্বরে বললেন । 'বাড়ির বাইরে কফিন বয়ে কবর দেয়ার আগ পর্য্যন্ত আমাদের অনেকেই, অর্ধেক পরিমাণ লোকও তার অস্তিত্বের কথা জানত না । অরিয়ানা যখন বছরের পর বছর সেলারে তালাবদ্ধ ছিল তখন কোথায় ছিলেন অ্যালবাস? হগোয়ার্টের একজন মেধাবী হয়েও তিনি চিন্তা করেননি তার নিজের বাড়িতে কী হচ্ছে!'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, সেলারে তালাবদ্ধ?' হ্যারি জানতে চাইল । 'এই বিষয়টি কী?'

ডোজকে বিরক্ত মনে হলো । আন্টি মুরিয়েল আবার উঁচুস্বরে শুরু করলেন এবং হ্যারির কথার উত্তর দিলেন ।

'ডাম্বলডোরের মা ছিলেন একজন ভয়ানক মহিলা, শুধু ভয়ানক বললে কম বলা হবে । মাগ্‌ল ঘরে জন্ম, কিন্তু আমি শুনেছি যে তিনি নিজে অন্য রকম ভাব দেখাতেন-'

'তিনি কখনোই অমন কোনো ভাব ধরেননি! কেন্দ্রা একজন চমৎকার মহিলা ছিলেন,' শান্তকণ্ঠে ডোজ ভারাক্রান্ত মনে বললেন । কিন্তু আন্টি মুরিয়েল তার কথা কানে তুললেন না ।

'অত্যন্ত গর্বিত এবং দাম্ভিক প্রকৃতির । এমন একজন মানুষের একজন স্কুইব জন্ম দেয়ার জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল ।'

'অরিয়ানা স্কুইব ছিল না!' হিসহিস করে ডোজ বললেন ।

'তুমি কি তাই মনে কর এলফিয়াস, তাহলে বলো--ব্যাখ্যা দাও, কেন সে তাহলে হগোয়ার্টে কখনো আসেনি!' আন্টি মুরিয়েল বললেন । তিনি হ্যারির দিকে ফিরলেন । 'আমাদের সময়ে স্কুইবরা ছিল সাধারণত নীরব প্রকৃতির । তারপরও একটি ছোট মেয়েকে প্রকারান্তরে কারাগারে রাখা এবং এমন ব্যবস্থা করা যেন তার কোনো অস্তিত্ব নেই-'

'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, প্রকৃতপক্ষে এ রকম কিছু ঘটেনি!' ডোজ বললেন। কিন্তু আন্টি মুরিয়েল তার কথা ধর্তব্যে না এনে হ্যারির দিকে তাকিয়ে কথা বলে যেতে থাকলেন।

'স্কুইবদের সাধারণত মাগ্‌ল স্কুলে পাঠানো হতো, এবং মাগ্‌ল কমিউনিটিকে সুসংহত করতে উদ্বুদ্ধ করা হতো.... উইজার্ড জগতে একটু স্থান' করে নিতে পারলেই মাগলরা খুশি। সেখানে ওরা সবসময় দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া কেন্দ্রা তার মেয়েকে মাগ্‌ল স্কুলে দেওয়ার কথা নয়-'

'অরিয়ানা ছিলেন খুবই নাজুক!' ডোজ হতাশ হয়ে বললেন। 'তার শরীর এত খারাপ ছিল যে তিনি স্বাভাবিক. চলতে-ফিরতে অক্ষম ছিলেন-'

'বলো কি, তিনি বাড়ি থেকে বের হতে অক্ষম ছিলেন? খ্যাকখ্যাক করে মুরিয়েল বললেন। 'তারপরও তাকে কেন সেন্ট মুঙ্গোতে নেয়া হয়নি চিকিৎসা করতে, বা তাকে সারিয়ে তোলার জন্য কাউকে ডাকা হয়নি!'

'প্রকৃতপক্ষে মুরিয়েল, আপনি কী করে জানবেন যে-'

'তোমাকে একটা কথা বলি এলফিয়াস, আমার চাচাতো ভাই ল্যানসেলট তখন সেন্ট মুঙ্গোর একজন হিলার ছিল। সে আমাদের স্পষ্ট করেই জানিয়েছে যে অরিয়ানাকে কখনোই সেখানে নেওয়া হয়নি। ল্যানসেলটের ধারণা অরিয়ানার বিষয়টা সন্দেহজনক।'

ডোজকে দেখে মনে হল কেঁদে ফেলার উপক্রম। আন্টি মুরিয়েলকে মনে হলো যেন খুবই উপভোগ করছেন এসব কথা বলে। তিনি আরো শ্যাম্পেইনের জন্য আঙুল নাড়লেন। অভিব্যক্তিহীন হ্যারি চিন্তা করল ডারসলি পরিবার তাকে একবার কীভাবে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। তাকে সকলের চোখের আড়াল করে রেখেছিল। শুধুমাত্র উইজার্ড হওয়ার অপরাধে। ডাম্বলডোরের বোনের কি ঠিক উল্টো কারণে একই রকম ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে; যাদু না জানার কারণে তালাবদ্ধ? এবং সত্যিই কি ডাম্বলডোর তাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে হগোয়ার্টে চলে যেতেন, নিজেকে মেধাবী এবং গুণী হিসাবে প্রমাণ করতে?

'এখন কথা হল, যদি কেন্দ্রা আগে না মারা যেতেন,' মুরিয়েল আবার শুরু করলেন। 'আমি বলতাম যে তিনিই অরিয়ানাকে শেষ করেছেন-'

'কী করে বলেন এসব কথা, মুরিয়েল?' ডোজ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন। 'একজন মা তার নিজের মেয়েকে শেষ করবেন? চিন্তা করে দেখুন আপনি কী বলছেন!'

'যদি একজন মা তার মেয়েকে বছরের পর বছর আটকে রাখতে পারেন, তাহলে একে কী বলব?' মুরিয়েল ঝাঁকিয়ে বললেন। 'কিন্তু আমি বলছি, এটা সঠিক অর্থে হয়তো নয়। কারণ কেন্দ্রাই অরিয়ানার আগে মারা গেছেন-- যে ব্যাপারটাতে কেউ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি তা হলো, কী ভাবে-'

'ওহ, কোনো সন্দেহ নেই যে অরিয়ানাই তাকে হত্যা করেছে,' প্রতিবাদের সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ডোজ বললেন। 'কেন নয়?'

'হ্যাঁ, অরিয়ানা হয়তো মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে কেন্দ্রাকে হত্যা করেছে।' আন্টি মুরিয়েল গভীর চিন্তার সঙ্গে বললেন।'তুমি যেভাবে খুশি মাথা নাড়তে পার এলফিয়াস! তুমি তো অরিয়ানার শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে ছিলে তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম,' কম্পিত ঠোঁটে ডোজ বললেন।' এবং এর চেয়ে বেদনাদায়ক কোনো শেষকৃত্যানুষ্ঠান আমি স্মরণ করতে পারি না। অ্যালবাসের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল-'

'তার হৃদয় একমাত্র বিষয় ছিল না। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে সার্ভিসের অর্ধেক পথে আবারফোর্থ অ্যালবাসের নাক ভেঙে দিয়েছিল না?'

আগে যদি ডোজকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ বলে মনে হয়ে থাকে- তাহলে সেটা এখন যেমন দেখা যাচ্ছে তার তুলনায় কিছুই না। মুরিয়েল মনে হয় তাকে ছুরি মেরেছেন। তিনি আরো এক ঢোক শ্যাম্পেইন মুখে নিলেন। তার গাল বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে পড়ল। উচ্চস্বরে কথা বললেন-

'আপনি কী করে-' তারঃস্বরে ডোজ বললেন।

'আমার মা ছিলেন বৃদ্ধা বাথিলডা বাগশটের সঙ্গে অন্তরঙ্গ।' আন্টি মুরিয়েল পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন। 'বাথিলডা আমার মায়ের কাছে সব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং আমি দরোজায় দাঁড়িয়ে শুনেছি। বাথিলডা যেভাবে বর্ণনা করেছেন- কফিনের পাশে শোরগোল, আবারফোর্থ হৈচৈ করে বলছেন যে অরিয়ানার মৃত্যুর জন্য অ্যালবাসই দায়ী এবং এ কথা বলেই সে তার মুখে ঘুষি মারে। বাথিলডার কথা অনুসারে, অ্যালবাস এমনকি আত্মরক্ষারও চেষ্টা করেননি। এবং এটি একটি বিরল ঘটনা, আবারফোর্থের সঙ্গে মারামারি হলে দু-হাত বাঁধা অবস্থায়ও অ্যালবাস তাকে ধ্বংস করে দিতে পারত।'

মুরিয়েল আরো বড় করে শ্যাম্পেইন মুখে নিয়ে ঢোক গিললেন। পুরনো দিনের এসব কেলেঙ্কারির কথায় তিনি যতই মজা পাচ্ছেন, ডোজ ততই শঙ্কিত হচ্ছেন। হ্যারি বুঝতে পারছে না কোনটা সে বিশ্বাস করবে। সে তো শুধু সত্যটা জানতে চায়। কিন্তু ডোজ নীরব এবং যেটুকু বললেন, তা'ও দুর্বলভাবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে যে অরিয়ানা অসুস্থ ছিলেন। হ্যারি এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যে ডাম্বলডোরের বাড়িতে এমন নিষ্ঠুর একটি ঘটনা ঘটলে তিনি তা রোধ করবেন না। এমনটা হতে পারে না। তারপরও এর মধ্যে কিছু একটা রয়েছে।

'আর একটি বিষয়,' মুরিয়েল খুকখুক করে কাশলেন। তার হাতের শ্যাম্পেইনের গ্লাসটি নামিয়ে রাখলেন। 'আমার ধারণা বাথিলডা কথাগুলো রিটা স্কিটারের কাছে ঢেলে দিয়েছে। স্কিটারের ইন্টারভিউর সবগুলো ইঙ্গিতই

ডাম্বলডোরের গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সুত্রের। কে জানে হয়তো অরিয়ানার সেই ঘটনার সময় বাথিলডা সব কিছুই জানত, সেটাই যুক্তিযুক্ত!'

'বাথিলডা কখনোই রিটা স্কিটারের সঙ্গে কথা বলবে না!' ফিসফিস করে ডোজ বললেন।

'বাথিলডা ব্যাগশট?' হ্যারি বলল। 'দ্য হিস্ট্রি অব ম্যাজিকের লেখক, তার কথা বলছেন?'

হ্যারির পাঠ্য বইয়ের ওপর নামটি ছাপার অক্ষরে ছিল। যদিও নামটি বিশেষ কোনো নাম হিসাবে মনোযোগ দিয়ে সে পড়েনি।

'হ্যাঁ,' ডোজ বললেন। যেন ডুবে যেতে থাকা একজন লোক হাতের কাছে লাইফবোট পেয়েছেন। 'তিনি একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং ডাম্বলডোরের পুরনো বন্ধু ছিলেন।'

'শুনেছি এখন অথর্ব হয়ে গেছেন।' আন্টি মুরিয়েল আনন্দের সঙ্গে বললেন।

'যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে সুযোগ নেওয়াটা স্কিটারের জন্য অসম্মানজনক,' ডোজ বললেন। 'এবং বাথিলডা যদি কিছু বলেও থাকেন সে কথার ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

'ওহ্, অতীতের কথা স্মৃতিতে নিয়ে আসার কিছু কায়দা আছে, এবং আমি নিশ্চিত যে রিটা স্কিটার সেগুলো জানেন।' মুরিয়েল বললেন। 'এবং এমনকি বাথিলডার যদি পুরো মতিভ্রমও হয়ে থাকে, আমি নিশ্চিত তার কাছে তখনো পুরানো ছবি ছিল, হয়তো কিছু চিঠিও। তিনি ডাম্বলডোর পরিবারকে বেশ কয়েক বছর ধরে জানতেন.... আমার যতদূর মনে পড়ে গোড্রিচ হলোতে তাদের একত্রে মূল্যবান সময় কেটেছে।'

হ্যারি বাটার বিয়ার থেকে এক চুমুক পান করতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্থির হয়ে গেল। হ্যারি হাঁচি দিয়ে উঠতেই ডোজ তার পিঠের উপর ধুপ করে আঘাত করলেন। তীক্ষ্ণ চোখে মুরিয়েলের দিকে তাকালেন। এক সময় গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'বাথিলডা ব্যাগশট গোড্রিচ হলোতে বাস করতেন?'

'ওহ্, হ্যাঁ, তিনি সেখানে সারাজীবন কাটিয়েছেন! পার্সিভালের জেল হওয়ার পর ডাম্বলডোর পরিবার সেখানে চলে আসেন। এবং তিনি ছিলেন ওদের প্রতিবেশী।'

'ডাম্বলডোর পরিবার গোড্রিচ হলোতে বাস করতেন?'

'হ্যা বেরি, সে কথাটাই আমি বলছিলাম।' মুরিয়েল আগ্রহের সঙ্গে বললেন।

হ্যারির সবকিছু ফাঁকা, শূন্য মনে হলো। অবিশ্বাস্য যে ছয় বছরের মধ্যে একবারও ডাম্বলডোর হ্যারিকে বলেননি যে তারা দু'জনই গোড্রিচ হলোতে বাস করেছেন এবং তারা দু'জনই নিকটজনকে সেখানে হারিয়েছেন। কেন বলেননি?

হ্যারির মা-বাবা লিলি এবং জেমসকেও কি ডাম্বলডোরের মা এবং বোনের কাছাকাছি কবর দেয়া হয়েছে? ডাম্বলডোর কি তাদের কবর দেখতে গিয়েছিলেন? লিলি এবং জেমসের কবরের পাশ দিয়ে হেঁটেছেন? এবং তিনি কখনো হ্যারিকে একবারের জন্যও বলেননি.... কখনো বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি......

বিষয়টা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হ্যারি নিজেই বুঝতে পারছে না। কিন্তু তারপরও তার মনে হচ্ছে, তারা যে সেখানে ছিল সে বিষয়টি হ্যারিকে না বলাটা মিথ্যারই নামান্তর। সে সোজা সামনের দিকে তাকাল। ওর চারপাশে কী হচ্ছে সেদিকে খুব একটা লক্ষ্য নেই। মাথা তার ঝিম ঝিম করছে। হারমিয়ন তার পাশে একটি চেয়ার টেনে বসার আগে হ্যারি টেরও পায়নি যে হারমিয়ন ওই ভিড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে।

'আমি আর নাচতে পারছি না,' সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। পা থেকে জুতা খুলে সে পায়ের তলা ঘষতে থাকল। 'রন আরো বাটার বিয়ার আনতে গেছে। দেখলাম ভিক্টর লুনার বাবার কাছ থেকে দ্রুত সরে গেল। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক মনে হলো। মনে হলো ওরা তর্ক করছিল-' হারমিয়ন হঠাৎ হ্যারির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। 'হ্যারি, কি হয়েছে তোমার, ভালো আছো তো?'

হ্যারি বুঝতে পারল না কীভাবে কথাটা শুরু করবে, যদিও সেটা তখনকার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। ঠিক তখনই উপরের আচ্ছাদন থেকে বড় রুপালি রঙের কিছু একটা ড্যান্স ফ্লোরে এসে পড়ল। ড্যান্স ফ্লোরে নাচতে থাকা বিস্মিত এবং হতবাক লোকদের মাঝে উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো বিড়াল এসে নামল। বিড়ালটি মাথা উঁচু করল। উপস্থিত সকলে স্থির হয়ে গেছে। প্যাট্রোনাসের মুখ বিস্তৃত হলো এবং তার ভেতর থেকে কিংসলে শ্যাকেলবোল্টের গভীর, দরাজ গলায় ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল।

'মন্ত্রণালয়ের পতন হয়েছে। স্ক্রিমগিয়র নিহত হয়েছেন। ওরা আসছে।'

অধ্যায়- ৯

লুকানোর জায়গা

সবকিছু কেমন অস্পষ্ট, মন্থর মনে হচ্ছে। হ্যারি এবং হারমিয়ন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যার যার যাদুদণ্ড বের করল। অধিকাংশ লোকই সবে বুঝতে শুরু করেছে যে বিপর্যকর কিছু একটা ঘটেছে। তখনো কেউ কেউ মাথা ঘুরিয়ে বিড়ালের উধাও হয়ে যাওয়া জায়গাটার দিকে তাকাচ্ছে। প্যাট্রোনাস যেখানে নেমেছিল সেখান থেকে ঠাণ্ডা স্রোতের মত নীরবতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই কেউ একজন চিৎকার দিয়ে উঠল।

হ্যারি এবং হারমিয়ন দু'জনই ছুটাছুটি করা ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেল। অতিথিদের অনেকেই এদিক-সেদিক মরণপণ দৌড়াচ্ছেন। অনেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; বারোকে ঘিরে যাদুমন্ত্র নিরাপত্তা ভেঙে পড়েছে।

'রন!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল। 'রন, তুমি কোথায়!'

ড্যান্স ফ্লোরের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় হ্যারি দেখল আলখাল্লা পড়া, মুখে মাস্ক দেয়া শরীরগুলো ভিড়ের দিকে নেমে আসছে। তার পরপরই সে লুপিন এবং টঙ্কসকে দেখতে পেল, তারা তাদের যাদুদণ্ড তাক করে একসঙ্গে দু'জনই বলে উঠল, 'প্রোটেগো!' তাদের এই চিৎকার চারদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হলো-

'রন! রন!,' হারমিয়ন ডাকল। হারমিয়ন প্রায় ডুঁকরে উঠল। আতঙ্কিত অতিথিদের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে হ্যারি এবং হারমিয়ন অগ্রসর হলো। হ্যারি হারমিয়নের হাত ধরল যাতে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। একটি আলোর ঝলক মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। হ্যারি বুঝতে পারল না ওটা নিরাপত্তা চার্ম, নাকি অশুভ কিছু।

রনের দেখা পাওয়া গেল। সে দ্রুত হারমিয়নের অন্য হাত ধরল। হারমিয়নের বাঁক নেওয়া অনুভব করল হ্যারি; চোখের সামনে থেকে দৃশ্যগুলো উধাও হয়ে গেল, এরপর আর কোনো শব্দ নেই- অন্ধকার হ্যারিকে চারপাশ থেকে চেপে ধরল। সে শুধু হারমিয়নকে ধরে থাকাটা, আর সময় ও স্থানের পরিবর্তন অনুভব করল। বারো থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, ডেথ-ইটারদের থেকে, হয়তোবা খোদ ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে অনেক দূরে...

'আমরা এখন কোথায়?' রনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ওরা এখনো বিয়ের অনুষ্ঠানেই আছে; মনে হলো এখনো লোকের ভিড় আছে।

'টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড,' উল্লসিত কণ্ঠে হারমিয়ন বলল। 'হাঁটো, শুধু হাঁটতে থাক। আমাদের একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে তোমার চেহারাটা পরিবর্তনের জন্য।'

হ্যারি ওর কথামতো কাজ করল। ওরা প্রশস্ত, অন্ধকার রাস্তাটা দিয়ে কিছুটা হেঁটে, কিছুটা দৌড়ে গভীর রাতে বার থেকে ফেরা নেশাগ্রস্ত লোকদের মাঝে মিশে গেল। দু'পাশে সারি সারি বন্ধ দোকান, মাথার ওপর আকাশে তারা মিটিমিটি করছে। একটি ডাবল ডেকার বাস শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হৈচৈ করা একদল বার-এ যাওয়া মানুষ ওদের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল। হ্যারি এবং রন তখনো গাউন পড়ে আছে।

'হারমিয়ন পাল্টানোর মতো কোনো পোষাক আমাদের সঙ্গে নেই।' রন হারমিয়নের উদ্দেশ্যে বলল। একটি অল্প বয়সের মেয়ে রনকে দেখেই উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

'আমি কেন খেয়াল করলাম না যে আমার সঙ্গে ইনভিজিবিলিটি আলখাল্লা আছে কি না?' হ্যারি বলল। মনে মনে নিজের বোকামির জন্য নিজেকে গালি দিল। 'গত বছর, সব সময় আমি ওটা নিজের সঙ্গে রেখেছি এবং-'

'কোনো সমস্যা নেই, আমার কাছে আলখাল্লা আছে এবং তোমাদের দু'জনের পড়ার মতো কাপড় আছে।' হারমিয়ন বলল। 'শুধু স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা কর যতক্ষণ পর্যন্ত.... তাতেই হবে।'

সে ওদেরকে পথ দেখিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে একটি অন্ধকার সরু রাস্তায়

নিয়ে এলো।

'তুমি তখন বললে যে তোমার কাছে আলখাল্লা এবং পোশাক আছে...,'হ্যারি বলেই হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল। হারমিয়নের সঙ্গে তার ছোট কারুকাজ করা ব্যাগটি ছাড়া আর কিছুই নেই। সে তখন ওই ব্যাগটির ভেতর হাতরাচ্ছে।

'হ্যাঁ, ওগুলো এই ব্যাগটির ভেতরই আছে,' হারমিয়ন বলল। হ্যারি এবং রন বিস্ময়সুচক শব্দ করল। হারমিয়ন টেনে ভেতর থেকে একজোড়া জিনসের প্যান্ট, একটি সোয়েটার, কিছু মেরুন রঙের মোজা এবং শেষে রুপালি অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা বের করল।

'কীভাবে এই কাণ্ড-?'

'আনডিটেক্ট্যাবল এক্সটেনশন চার্ম,' হারমিয়ন বলল। 'কৌশল খাটাতে হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি ঠিক মতোই করতে পেরেছি। যা হোক আমাদের প্রয়োজন হবে এমন জিনিসগুলো ভরে আনতে পেরেছি।' সে পাতলা ব্যাগটি হালকা করে ঝাঁকি দিল। এমন শব্দ হলো যেন একটি মালবহনকারী কার্গোর ভিতরে ভারী ভারী জিনিস গড়গড় করে গড়াচ্ছে। 'ওহ, কপাল! ওগুলো মনে হচ্ছে বইগুলো।' সে ব্যাগের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল । 'আমি বইগুলো বিষয় অনুসারে একে একে সাজিয়েছিলাম...আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যারি, তুমি তোমার এই ইনভিজিবিলিটি আলখাল্লাটি নাও। রন, তাড়াতাড়ি কর, পাল্টে ফেল....'

'মাই গড, তুমি এতসব কাজ কখন করলে?' হ্যারি জানতে চাইল। রন তখন তার গাউনটা খুলে পোশাক পাল্টাচ্ছে।

'আমি তোমাদেরকে বারোতে থাকার সময় বলেছিলাম না যে আমার কাছে কয়েক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করা আছে। তৈরী হয়েই ছিলাম যদি আমাদেরকে জরুরিভাবে বেরিয়ে পড়তে হয়। আজ সকালে তুমি যখন অন্যের শরীর ধারণ করলে তখন আমি তোমার রুকস্যাকটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম এবং এটার ভিতরে রেখেছিলাম.... আমার কাছে মনে হয়েছিল....'

'তুমি একটা বিস্ময়,' রন তার হাতে গাউনটা ভাঁজ করে দিতে দিতে বলল ।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হারমিয়ন বলল । ব্যাগের ভেতরে গাউনটা ঠেলে দিতে দিতে একটুখানি হাসল। 'প্লিজ হ্যারি, ওই আলখাল্লাটা পরে নাও!'

হ্যারি ইনভিজিবিলিটি আলখাল্লাটা নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিল এবং মাথার দিকটা ভেতরে গলিয়ে দিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর ভাবার চেষ্টা করল সেখানকার কথা ।

'অন্যদের কী হলো- বিয়েতে উপস্থিত অন্য সবাই-'

'আমাদের তা নিয়ে এখন ভাবার অবকাশ নেই,' হারমিয়ন ফিসফিস করে

বলল । 'ওরা এখন তোমার পিছনে হ্যারি, আমরা ফিরে গেলে ওদের বিপদ শুধু বাড়বেই ।'

'সে ঠিকই বলেছে,' রন বলল । রনের মনে হলো হ্যারি বিষয়টি নিয়ে এখনই প্রতিবাদ করবে, যদিও সে হ্যারির মুখ দেখতে পাচ্ছে না । 'অধিকাংশ অর্ডার সদস্য সেখানে রয়েছে । তারা সবার দিকে নজর রাখবে ।'

হ্যারি মাথা নাড়ল । কিন্তু তখনই বুঝতে পারল ওরা ওর মাথা নাড়ানোটা দেখতে পাচ্ছে না । বলল 'হ্যাঁ, । কিন্তু সে জিনির কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের মধ্যে ভয় এসিডের মতো বুদ্বুদ করে উঠল ।

'চলো, আমার মনে হয় এখন আমরা রওয়ানা হতে পারি ।' হারমিয়ন বলল ।

ওরা পাশের রাস্তা থেকে ফিরে আবার বড় রাস্তায় চলে এলো । রাস্তার অন্য প্রান্ত দিয়ে একদল লোক গান গাইতে গাইতে ফুটপাতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাচ্ছে ।

'পছন্দের জায়গা হিসাবে টোটেনহাম কোর্ট এলাকাকে বেছে নিলে কেন?' রন বলল ।

'আগের থেকে পরিকল্পনা করে নয়, হঠাৎ করে আমার মাথায় এসেছে । কিন্তু আমি নিশ্চিত, এই মাগল এলাকায় আমরা অনেকটা নিরাপদ । ওরা চিন্তা করতে পারবে না যে আমরা এই এলাকায় আছি ।'

'সত্যি,' রন বললা । সে চারদিকে তাকাল । 'তোমাদের কি মনে হয় না আমরা একটু প্রকাশ্যেই চলাফেরা করছি?'

'অন্য কোনো জায়গা জানা আছে?' হারমিয়ন বলল । রাস্তার অপর প্রান্তে একজন লোক হারমিয়নের দিকে বাজে মন্তব্য ছুড়ে দিলে হারমিয়ন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল ।

'আমরা হয়তো বড়জোর লিকি কল্ডরনে রুম ভাড়া করতে পারি, পারি না? এবং গ্রিমোল্ড প্লেসের কথা বাদ দিতে হবে, কারণ স্নেইপ সেখানে চলে আসতে পারে.... আমার মনে হয় আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে চেষ্টা করে দেখতে পারি....যদিও সম্ভাবনা আছে ওরা সেখানেও যেতে পারে.....ইশ!' হারমিয়ন লোকগুলোর প্রতি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এদের মুখ যদি বন্ধ করে দেয়া যেত!'

'অল রাইট,ডার্লিং,' নেশাগ্রস্ত লোকদের মধ্য থেকে বেশি নেশাগ্রস্ত একজন উচ্চস্বরে বলল । 'আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক করবে? এই ছেলে-ছোকরাদের ছেড়ে চলে এসো, এবং আমার সঙ্গে একটু পান করো!'

'চলো অন্য কোথাও বসি,' হারমিয়ন দ্রুত বলল । রন লোকটিকে ধমক দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল । 'দেখ, এখানে এ রকম হবেই,ঝামেলা করোনা!'

একটি ছোট, স্যাতস্যাতে কফি হাউস । রাতভর খোলা থাকে । ফরমিকার

তৈরি টেবিলগুলোর ওপর তেল চিটচিটে আস্তরণ পড়েছে। কিন্তু আর যাই হোক, কফি হাউসটা ফাঁকা। হ্যারি প্রথমে একটি টেবিল নিয়ে বসে পড়ল। তার পাশেই রন বসল হারমিয়নের উল্টো দিকে --মুখোমুখি। হারমিয়নের পেছনে পড়েছে প্রবেশ পথ,বিষয়টি তার মোটেই ভালো লাগছে না। সে মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে পেছনের দিকে দেখতে চেষ্টা করল। হ্যারির স্থির বসে থাকাটা পছন্দ নয়, আবার বেশি হাঁটাহাঁটি করলে ভাব প্রকাশ হয়ে যাবে যে ওদের কোনো উদ্দেশ্য আছে। হ্যারি অনুভব করল আলখাল্লার নিচে পলিজিউস পোশনের অবশিষ্ট প্রভাব শেষ হয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতগুলো আবার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য এবং সঠিক গঠনে ফিরে এসেছে। সে পকেট থেকে তার চশমা বের করে চোখে দিল।

মিনিট দু'এক পর রন বলল, 'তুমি জানো, লিকি কলড্রন থেকে আমরা খুব একটা দূরে না। এই তো চ্যারিং ক্রসেই-'

'রন, আমরা ওখানে যেতে পারি না!,' হারমিয়ন বলল।

'সেখানে থাকতে নয়, কিন্তু কি ঘটেছে সেটা জানতে!'

'আমরা জানি সেখানে কী ঘটেছে। ভোল্ডেমর্ট মিনিস্ট্রি দখল করে নিয়েছে। এর পর আমাদের জানার কী আছে?'

'ওকে, ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটা আইডিয়ার কথা বললাম!'

ওদের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা নেমে এলো। চুইংগাম চিবাতে চিবাতে ওয়েট্রেস এসে সামনে দাঁড়াল। হারমিয়ন তাকে দু'টি কাপুচিনো কফির অর্ডার দিল। যেহেতু হ্যারি অদৃশ্য হয়ে আছে তাই তিনটির অর্ডার দেয়া গেল না, তাহলে অস্বাভাবিক দেখাবে। দু'জন মোটাতাজা পেটানো শরীরের মানুষ কফি হাউসে ঢুকল। ওদের পরের চেয়ার টেবিল দখল করে বসল। হারমিয়ন ওর গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে থাকল।

'আমি মনে করি সবার চোখের আড়ালে আমাদের গ্রামের দিকে একটি নিরি-বিলি জায়গায় যাওয়া দরকার। আমরা ওখানে যেতে পারলে অর্ডারকে মেসেজ পাঠাতে পারতাম।'

'তুমি কী কথা বলা প্যাট্রোনাস করতে পার?' হারমিয়ন বলল।

'আমি এ নিয়ে প্র্যাকটিস করছি, আমার মনে হয় পারব।' হারমিয়ন বলল।

'তাহলে যে পর্যন্ত এটা তাদের কোনো সমস্যায় ফেলবে না, যদিও ইতিমধ্যে তারা গ্রেফতার হয়ে থাকতে পারেন। গড! খুবই বিস্বাদ,' রন ফেনা ওঠা ধুসর রঙের কফিতে চুমুক দিয়ে বলল। ওয়েট্রেস মেয়েলোকটি রনের কথা শুনল। সে নতুন কাস্টমারদের কাছ থেকে অর্ডার আনতে যাওয়ার সময় রনের দিকে একটি ক্রুদ্ধ চাহনি দিল। দুই পেটানো শরীরে লোকের মধ্যে সোনালি চুলের সাইজে বড়টিকে হ্যারি দেখতে পেল; ওয়েট্রেসকে সরিয়ে দিতে। সে অপমানিত হয়ে

তাকিয়ে থাকল।

'চলো এবার আমরা যাই, আমি আর এই আঁঠালো পদার্থ খেতে চাই না।' রন বলল। 'হারমিয়ন, তোমার কাছে মাগলদের টাকা-পয়সা কিছু আছে ওদের বিল পরিশোধ করার?'

'হ্যাঁ, আমি বারোতে আসার আগে আমার বিল্ডিং সোসাইটি **সঞ্চয়** মানি সব সাথে নিয়ে এসেছি। আমি নিশ্চিত যে ভাঙতি পয়সাগুলো নিচে আছে।' হারমিয়ন ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকালো।

ঠিক তখনই শক্তিশালী লোক দুটো একই সঙ্গে নড়ে উঠল এবং হ্যারি মূহূর্তেই ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল। আগন্তুক তিনজনই একই সঙ্গে যাদুদণ্ড বের করল। কী ঘটছে তা বুঝে উঠতে রনের কয়েক সেকেন্ড দেরি হলো। সে টেবিলের উপর দিয়ে ঝাপ দিয়েই হারমিয়নকে ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দিল। ডেথ-ইটারদের স্পেল ঠিক রনের মাথা আগে যেখানে ছিল সেই সোজা গিয়ে টাইলের দেয়ালে আছড়ে পড়ল। হ্যারি অদৃশ্য থেকেই চিৎকার করে উঠল, 'স্টুপিফাই!'

বড় সোনালি চুলের ডেথ-ইটারের মুখে লাল আলো গিয়ে আঘাত করল। তার সঙ্গি ডেথ-ইটারটি বুঝতে পারল না কে স্পেলটি ছুড়েছে। সে রনের দিকে আবার স্পেল ছুড়ল। তার যাদুদণ্ডের আগা থেকে কালো চিকচিকে দড়ি বের হয়ে রনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ধরল। ওয়েট্রেস চিৎকার করে দরোজার দিকে দৌড় দিল। যে ডেথ-ইটারটি রনকে বেঁধেছে সেটার নড়াচড়া করা মুখে হ্যারি আরো একটি স্টানিং স্পেল ছুড়ে দিল। কিন্তু স্পেলটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। জানালায় লেগে সেটি ঘুরে ওয়েট্রেসের গায়ে আঘাত করল। সে দরোজার কাছে পড়ে গেল।

'এক্সপালসো!' ডেথ-ইটারটি চিৎকার করে স্পেল ছুড়লো। যে টেবিলটার পেছনে হ্যারি দাঁড়িয়ে ছিল সেটি চুরমার হয়ে গেল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় হ্যারি দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে বারি খেল, এবং বুঝতে পারল যে তার যাদুদণ্ডটি হাত থেকে খসে পড়েছে। এবং গায়ের থেকে আলখাল্লা সরে গেছে।

'প্যাট্রিফিকাস টোটালাস!' চোখের আড়াল থেকে হারমিয়ন চিৎকার করে স্পেল ছুড়ল। ডেথ-ইটারটি একটি মূর্তির মতো সামনের দিকে মাটিতে ভাঙা চিনামাটি, টেবিল এবং কফির উপর ধপাস করে পড়ল। হারমিয়ন হামাগুড়ি দিয়ে বেঞ্চের নিচ থেকে বের হলো। সে মাথা ঝাকিয়ে চুল থেকে কাচের অ্যাস্ট্রের ভাঙা টুকরা ফেলল। নিজে একটু একটু কাঁপছে।

'ডি-ডিফিন্ডো!' রনের দিকে যাদুদণ্ড তাক করে হারমিয়ন বলল। হারমিয়নের স্পেলের কারণে রনের জিন্সের প্যান্টে হাঁটুর কাছে বেশ কতকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। হাঁটুতে গভীর ক্ষত দেখা গেল। রন ব্যথায় কাতরে উঠল। 'আমি দুঃখিত রন, আমার হাত কাঁপছে! ডিফিন্ডো!'

রনের গায়ে জড়ানো মোটা দড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল। হাতে বল ফিরে পেতে কয়েকবার ঝাকি দিল। হ্যারি ওর যাদুদণ্ডটি তুলে নিল এবং ভাঙাচোরা সব স্তূপের ভিতর উঠে দাঁড়াল। তার কাছেই হাত-পা ছড়িয়ে বড় সাইজের সোনালি চুলের ডেথ-ইটারটি পড়ে আছে।

'ওকে আমার চেনা উচিত ছিল। ডাম্বলডোরের মৃত্যুর রাতে ও সেখানে উপস্থিত ছিল,' হ্যারি বলল। সে পা দিয়ে অপেক্ষাকৃত কালো ডেথ-ইটারটিকে উল্টে ফেলল। তার চোখ দুটো দ্রুত একবার হ্যারি একবার রন এবং একবার হার-মিয়নের দিকে ঘুরছে।

'এ হলো দোহলভ।' রন বলল। 'আমি ওর ছবি 'একে ধরিয়ে দিন' পুরাতন পোস্টারে দেখেছি। আমার মনে হয় বড়টার নাম থর্নফিন রাউলে।'

'নাম যাই হোক সেটা এখন কোনো ব্যাপার না।' হারমিয়ন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'ওরা আমাদের খোঁজ পেল কী করে। এখন আমরা কী করব?'

তার এই উদ্বেগের কারণে হ্যারি সচেতন হয়ে উঠল।

'দরোজা লাগিয়ে দাও,' সে বলল। 'আর রন, বাতিগুলো নিভিয়ে দাও!'

হ্যারি নিচে স্থির হয়ে পড়ে থাকা দোহলভের দিকে তাকাল। হ্যারি দ্রুত চিন্তা করতে থাকল। এরই মধ্যে দরোজা ক্লিক করে বন্ধ করে দেয়া হলো এবং রন ডেলুমিনেটর ব্যবহার করে বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে কফি হাউসটা অন্ধকার করে ফেলল। হ্যারি দূর থেকে শুনতে পেল আসার পথে যে লোকটি হারমিয়নের দিকে মন্তব্য করছিল সে রাস্তা দিয়ে যাওয়া আর একটি মেয়ের দিকে মন্তব্য করছে। 'ওদের নিয়ে এখন আমরা কী করব,' রন অন্ধকারে ফিসফিস করে হ্যারির উদ্দেশে বলল। তারপর গলা আরো নামিয়ে বলল, 'হত্যা করব? ওরা তো আমাদের হত্যা করত। এখন ওদেরও উপযুক্ত সাজা পাওয়া উচিত।'

হারমিয়ন তখনো কাঁপছে, সে এক পা পিছিয়ে গেল। হ্যারি মাথা নাড়ল।

'আমাদের প্রয়োজন শুধু ওদের মাথা থেকে মোমোরি মুছে ফেলা,' হ্যারি বলল। 'সেটাই ভালো। কারণ তাতে ওরা এখান থেকে সরে যাবে। আর যদি আমরা ওদের হত্যা করি, তাহলে প্রমাণ হবে যে আমরা এখানেই ছিলাম।'

'তুমি এ ব্যাপারে আমাদের বস,' রনকে মনে হলো গভীরভাবে ভারমুক্ত হলো। 'কিন্তু আমি কখনোই মেমোরি চার্ম ব্যবহার করি নাই।'

'আমিও না, হারমিয়ন বলল। 'কিন্তু আমি থিওরিটা জানি।'

হরমিয়ন গভীর, ঠাণ্ডা একটা নিঃশ্বাস টানল। তারপর হাতের যাদণওটি দোহলভের কপালের দিকে তাক করে বলল,'ওভলিভিয়েট!'

সঙ্গে সঙ্গে দোহলভের চোখ দুটো নির্লিপ্ত এবং স্বপ্নময় হয়ে গেল।

'ব্রিলিয়ান্ট!' হ্যারি বলল। হারমিয়নের পিঠ চাপড়ে দিল। 'অন্যটি এবং

ওয়েট্রেসের দিকে নজর রেখো, আমি আর রন সব ঠিকঠাক করছি।'

'ঠিকঠাক করার দরকার কেন?' রন চারদিকে তাকিয়ে দেখে বলল।

'তোমার কি মনে হয় না যে ওরা যখন জেগে উঠে চারদিকের এই হাল দেখবে তখন কি ভাববে না যে কী ঘটেছিল? এবং ওরা নিজেদেরকে এমন একটি জায়গায় দেখবে যেখানে মনে হবে যে রীতিমতো বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক....'

রন ওর যাদুদণ্ডটি পকেট থেকে বের করার আগে কাঁধ ঝাঁকি দিল।

'আমি তো বের করতে পারছি না, অবাক হওয়ার কিছু নেই হারমিয়ন, তুমি আমার পুরানা জিন্সের প্যান্ট নিয়ে এসেছ। একেবারে টাইট!'

'আহা, আমি দুঃখিত রন,' হারমিয়ন চুকচুক শব্দ করে বলল। সে ওয়েট্রেসকে টেনে জানালার ওপাশে চোখের বাইরে নিয়ে গেল। হ্যারি শুনতে পেল রনকে হারমিয়ন বলে দিচ্ছে তার যাদুদণ্ডটি কোথায় তাক করতে হবে।

কফি হাউসটা আগের মতো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর ওরা ডেথ-ইটার দু'জনকে তুলে নিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে দিল।

'কিন্তু ওরা আমাদের খোজ পেল কীভাবে?' হারমিয়ন স্থির হয়ে থাকা ডেথ-ইটার দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল। 'ওরা জানল কী করে যে আমরা কোথায় আছি?'

সে হ্যারির দিকে ফিরল।

'তোমার কী এখনো ট্রেস আছে বলে মনে কর, হ্যারি?'

'না, এখন আর সে ওটার মধ্যে পরে না,' রন বলল। 'সতেরো বছর বয়স হয়ে গেলে আর ট্রেস থাকে না। এটাই উইজার্ড জগতের আইন। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের ওপর তুমি ট্রেস প্রয়োগ করতে পারো না।'

'বিষয়টা যখন তুমি জানো,' হারমিয়ন বলল। 'কী হবে যদি ডেথ-ইটাররা সতেরো বছর বয়সী কারো ওপর প্রয়োগ করার কোনো উপায় খুঁজে পেয়ে থাকে?'

'কিন্তু হ্যারি গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো ডেথ-ইটারের কাছাকাছি ছিল না। তাহলে কে ওর উপর ট্রেস ব্যবহার করে থাকতে পারে?'

হারমিয়ন কোনো উত্তর দিল না। হ্যারি এই যুক্তিতে একটু প্রভাবিত হলো, দ্বিধায় পড়ল: ডেথ-ইটাররা যে খুঁজে পেয়েছে, এটাই কি সে খুঁজে পাওয়ার কারণ?

'ওরা আমাদের অবস্থান জেনে যাবে এই কারণে যদি আমি যাদু করতে না পারি, আর যদি একই কারণে তুমি আমার কাছাকাছি থেকে যাদু করতে না পার,'সে বলতে শুরু করল।

'আমরা কোনো কারণেই আলাদা হব না!' হারমিয়ন শক্ত গলায় বলল।

'আমাদের লুকিয়ে থাকার জন্য নিরাপদ একটি স্থান দরকার,' রন বলল। 'এ

বিষয় নিয়ে আমাদের একটু ভাবার সময় দাও।'

'গ্রিমোল্ড প্লেস,' হ্যারি বলল।

রন আর হারমিয়ন বড় বড় চোখ করে তাকাল।

'এত হেঁয়ালি করো না হ্যারি, স্নেইপও সেখানে যেতে পারে!'

'রনের বাবা বলেছেন ওরা তার বিরুদ্ধে জিনস্ক স্পেল ব্যবহার করেছেন। যদি তা ঠিক মতো কাজ না করে,' হারমিয়ন তর্ক করতে চেষ্টা করলে তাকে বাধা দিয়ে হ্যারি বলতে থাকল। 'তাতে কী, আমি কসম খেয়ে বলছি স্নেইপের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই আমি চাই!'

'কিন্তু-'

'হারমিয়ন, এছাড়া আর জায়গা কই? এটাই আমাদের জন্য একমাত্র সুযোগ। স্নেইপ তো মাত্র একজন ডেথ-ইটার। আর যদি এখনো আমার উপর ট্রেস থেকে থাকে তাহলে তো আমরা যেখানেই যাই পেছনে একদল ডেথ-ইটার ধাওয়া করবে।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হারমিয়ন তর্ক করতে পারল না। সে কফি হাউসের দরোজা খুলল। রন ডেলুমিনেটরে চাপ দিয়ে কফি হাউসের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। তারপর ওরা তিন ডেথ- ইটারের উপর উল্টো স্পেল চালাল। ওয়েট্রেস বা ডেথ ইটাররা কেউ ঘুম ঘুম চোখে চোখ মেলে তাকানোর আগে রন, হ্যারি এবং হারমিয়ন এক জায়গায় জড়ো হলো এবং নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পর ওরা একটি জায়গায় আছড়ে পড়ল। হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। দেখল ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটি পরিচিত ছোট জীর্ণ চত্বরে। লম্বা ভাঙাচোরা বাড়িগুলো যেন চারপাশ থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ১২ নম্বর লেখা বাড়িটি ওরা দেখতে পেল। এই বাড়িটির কথা ডাম্বলডোরের কাছে ওরা শুনেছে। তিনি ছিলেন এটির সিক্রেট কিপার। ওরা সে বাড়িটির দিকে ছুটতে থাকল। আর বার বার ওরা লক্ষ্য রাখল কেউ তাদের অনুসরণ করছে কি-না। একজন আরেক জনের আগে দৌড়ে পাথরের সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। হ্যারি ওর যাদুদণ্ডটি দিয়ে দরোজায় একবার ঠেলে দিল। বেশ কয়েকবার ভেতর থেকে ক্লিক ক্লিক করে ধাতব শব্দ হলো। তারপর সেকলের ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো। অবশেষে কিচকিচ শব্দ করে দরোজাটি খুলে গেল। ওরা দ্রুত দরোজার চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

হ্যারি পেছনে দরোজাটি বন্ধ করে দিতেই পুরনো স্টাইলের গ্যাসের ল্যাম্পটি সতেজ হয়ে ধপ করে জ্বলে উঠল। ঘরের ভেতর কেঁপে কেঁপে আলো জ্বলতে থাকল। জায়গা দেখে হ্যারির মনে হলো -- ভুতুরে, চারদিকে মাকড়শার জাল।

ঘরের ভিতরে সিড়ির রেলিং এ ঘরে বাস করা ভুতের কালো মাথার আবছায়া আলো পড়েছে। লম্বা কালো পর্দা দিয়ে সিরিয়াসের মায়ের একটি ছবি ঢেকে রাখা। শুধু একটি জিনিসই সঠিক জায়গায় নেই; তা হলো একটি ট্রলের পা'র তৈরি ছাতার স্ট্যান্ড। সেটি পড়ে আছে পাশে,যেন টঙ্কস ওটাকে আবার ফেলে দিয়েছে।

'আমার মনে হয় এখানে কেউ আছে,' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। সে ছাতার স্ট্যান্ডটা দেখাল।

'অর্ডার চলে যাওয়ার সময়ও এমন হয়ে থাকতে পারে।' রন বিড়বিড় করে উত্তর দিল।

সেই স্পেলগুলো কোথায় যেগুলো অর্ডার স্নেইপের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে?' হ্যারি প্রশ্ন করল।

'হয়তো এমন হতে পারে যে সে আসলেই ওগুলো শুধু সচল হবে।' রন মন্তব্য করল।

ওরা কাছাকাছি একজনের সঙ্গে আরেকজন গায়ে গা মিশিয়ে দরোজার কাছে দাঁড়াল। দরোজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে। সামনে ঘরের দিকে পা এগুতে সাহস হচ্ছে না।

'আমরা চিরকাল এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না,' হ্যারি বলল। সে এক পা সামনে এগুল।

'সেভেরাস স্নেইপ?'

অন্ধকারের ভেতর থেকে ম্যাড-আই মুডির কণ্ঠ ভেসে এলো। ভয়ে তিনজনই পেছনের দিকে লাফ দিল। 'আমরা স্নেইপ না!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। তার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের মতো কিছু একটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। তার জিহ্বা আপনা আপনি পেছনের দিকে বেঁকে গেল। কোনোক্রমেই কথা বলতে পারছে না। মুখের ভিতরে অনুভূতিগুলো বুঝে ওঠার আগেই জিহ্বার ভাঁজ আবার খুলে গেল।

অন্য দু'জনকেও মনে হলো একই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। রন বমির করার মতো শব্দ করল। হারমিয়ন তোতলাতে থাকল। 'এটা অ...অবশ্যই ট...টঙ্ক-টাইং কার্স ম্যাড-আই স্নেইপের জন্য সেট করেছে।'

হ্যারি সতর্কতার সঙ্গে আরেক পা এগুলো। হলরুমটির শেষ প্রান্তে ছায়ার মত কিছু একটা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেল। ওদের মধ্যে কেউ কিছু বলার আগেই কার্পেটের নিচ থেকে একটি শরীর উঠে এলো। লম্বা, ধূলো জড়ানো রঙের ভয়ানক দেখতে সে শরীর। হারমিয়ন চিৎকার দিয়ে উঠল। একই সঙ্গে চিৎকার দিলেন মিসেস ব্ল্যাক। তার সামনে রাখা পর্দাটি উড়ে গেল। ধুসর রঙের শরীরটি ওদের দিকে উড়ে আসতে শুরু করল। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। কোমর পর্যন্ত

লম্বা চুল তার পেছনে স্রোতের মত উড়তে থাকল। মুখটা ভিতরের দিকে, মাংস-হীন চোখ দুটোর কোটরে গর্ত। এই ভয়নক দৃশ্যটি পরিচিত- এই শরীরটি উড়ন্ত অবস্থায় হ্যারির দিকে একটি হাত উঁচিয়ে তাক করল।

'না!' হ্যারি চিৎকার করে উঠল। যদিও হ্যারি নিজের যাদুদণ্ডটি তাক করেছে, কিন্তু মুখে কোনো স্পেল বলতে পারল না। 'না! আমরা তোমাকে হত্যা করিনি-'

'হত্যা' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেহটি বিস্ফোরিত হয়ে ধুলার মেঘ তৈরি করল। হ্যারি কাশতে কাশতে ওর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল। সে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল হারমিয়ন মাথা দু'হাত দিয়ে ঢেকে নিচু হয়ে দরোজার কাছে উবু হয়ে আছে। আর রন হারমিয়নের কাঁধ ধরে আছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে। রন বলল, এখন স..সব ঠিক আছে...চ..চলে গেছে।

হ্যারির চারপাশে ধুলাগুলো কুয়াশার মতো উড়ছে। গ্যাসের আলো অস্পষ্ট করে ফেলেছে। মিসেস ব্ল্যাক চিৎকার করতে থাকলেন-

'মাডব্লাডরা, নোংরা সম্মানজ্ঞানহীন, আমার বাবার বাড়িকে অসম্মান করে–

'শাট আপ!' হ্যারি তার দিকে যাদুদণ্ডটি তাক করে চিৎকার করে বলল। একটি প্রকাণ্ড শব্দ হয়ে এবং লাল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পর্দাটি আবার জায়গায় লেগে গেল। আর তার চিৎকার থেমে গেল।

'ওটা...ওটা ছিল...' হারমিয়ন বলতে চেষ্টা করল। রন তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। কিন্তু এটা আসল সে নয়, তাই না? শুধু স্নেইপকে ভয় দেখানোর জন্য কোনো একটা কিছু।'

হ্যারি ভাবতে থাকল,এতে কী কাজ দিয়েছে? স্নেইপ যে জীবিত ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছে তার কাছে এই ভূতুরে শরীর ধ্বংস করা কী কঠিন কিছু হবে? হ্যারির নার্ভগুলো এখনো কাঁপছে। হ্যারি দু'জনকে পথ দেখিয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে থাকল। ওরা আশঙ্কা করল আবার কোনো ভয়ঙ্কর কিছু দেখা দেবে। কিন্তু না কোনো কিছুর নড়াচড়া চোখে পড়ল না। শুধু একটি ইঁদুর দ্রুত স্কার্টিং বোর্ডের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল।

'সামনে যাওয়ার আগে আমাদের চেক করে নেয়া ভালো,' হারমিয়ন বলল। সে হাতের যাদুদণ্ডটি সামনের দিকে ধরে বলল, *হোমেনাম রিভেলিও!'*

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

'আমরা এই মাত্র একটি বড় ধাক্কা খেয়েছি,' নরম সুরে রন বলল। 'সে ক্ষেত্রে তোমার ওই স্পেল কি কাজ করবে?'

'আমি যা চেয়েছি সেটাই এই স্পেলে হয়ে গেছে, হারমিয়ন তাকে বাধা দিয়ে বলল। 'এই স্পেলটি হলো, যদি এখানে কোনো মানুষ থাকে তাহলে তা প্রকাশ

হয়ে যাবে। এবং দেখা গেল যে আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।'

'আর ওই পুরানো ধূলো,' কার্পেটের যে অংশ থেকে মৃতদেহের শরীরটি বের হয়ে এসেছিল সেদিকে তাকিয়ে রন বলল।

'চলো, আমরা উপরে যাই, হারমিয়ন একই জায়গার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলল। সে পথ দেখিয়ে কচকচ শব্দ করা সিঁড়ি দিয়ে প্রথম তলার ড্রাইং রুমের দিকে নিয়ে গেল।

হারমিয়ন তার যাদুদণ্ডটি তুলে গ্যাসের পুরনো ল্যাম্পটি জ্বালাল। তারপর একটু একটু কেঁপে কেঁপে শুকনো রুমটিতে ঢুকল। সে সোফার উপর বসে পড়ল। হাতদুটো শক্ত করে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। রন ওদের পার হয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভারী ভেলভেটের পর্দা ইঞ্চিখানেক সরালো।

'বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' রন বলল। 'সুতরাং তোমরা ভাবতে পার, যদি হ্যারির ওপর ট্রেস থাকত তাহলে ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করে চলে আসত। আমি জানি ওরা ভিতরে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু– কী হয়েছে তোমার হ্যারি?'

হ্যারি যন্ত্রণায় মুখ কাঁদো কাঁদো করে ফেলেছে। তার স্কারটিতে আবার জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে। পানির ভিতরে উজ্জ্বল প্রতিফলনের মতো তার মনের ভিতরে কিছু একটা জ্বলে উঠেছে। সে দেখতে পেল একটি বিশাল ছায়া। একটি ভয়নক অনুভূতি হলো হ্যারির। সে অনুভূতি নিজের শরীরের ভিতরের কোনো কাঁপুনি থেকে নয়, কিন্তু ছোট করে বৈদ্যুতিক শকের মতো ঝাকি দিতে থাকল।

'তুমি কী দেখছ হ্যারি?' রন হ্যারির দিকে এগিয়ে এসে জানতে চাইল। 'তুমি কী আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, তাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'না, আমি শুধু তার রাগটা অনুভব করছি... সে সত্যিই খুব ক্ষুব্ধ...'

'কিন্তু সেটা বারোতে হতে পারে,' রন উচ্চস্বরে বলল। 'এছাড়া আর কি? তুমি কী অন্য কিছু দেখনি? সে কি কারো উপর কার্স করছে?'

'না, আমি শুধু তার রাগটা অনুভব করছি, আমি বলতে পারব না....'

হ্যারি বিরক্ত হলো, কনফিউজ্‌ড হলো । যে কারণে হারমিয়ন যা বলল তাতে তার অনুভূতির খুব একটা হেরফের হলো না। হারমিয়ন ভয়ের সঙ্গে বলল, 'আবার তোমার স্কার? কিন্তু এসব কি ঘটছে? আমি ভেবেছিলাম এই কানেকশনটি বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে!'

'কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়েছিল,' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। স্কারের জায়গাটিতে এখনো ব্যাথা করছে। যে কারণে হ্যারি মনোযোগ দিতে পারছে না। 'আমি.... আমার মনে হয় সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেই এটা আবার শুরু হয়। এভাবেই এটা হয়ে থাকে...'

'তাহলে হ্যারি, তোমার মনটাকে ক্লোজ করতে হবে!' হারমিয়ন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল। 'হ্যারি, ডাম্বলডোর তোমার এই কানেকশনটি কখনো পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন তোমার এই কানেকশনটি বন্ধ হোক। সে কারণেই তোমার অক্লুপেন্সি ব্যবহার করতে হতো। তা না হলে বিভ্রান্ত করার জন্য ভোল্ডেমর্ট তোমার মনে নকল ইমেজ ঢুকিয়ে দিতে পারে। মনে রেখ-'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে, ধন্যবাদ,' হ্যারি দাঁতে দাঁত চেপে বলল। হারমিয়নের মনে করিয়ে দেয়া দরকার নেই যে ভোল্ডেমর্ট একবার তাদের দু'জনের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছিল হ্যারিকে ট্র্যাপে ফেলার জন্য। আর সে কারণে সিরিয়াসের মৃত্যু হয়েছিল। হ্যারির মনে হলো তার মধ্যে কী ঘটছে এবং সে কি দেখছে সেটা ওদের কাছে না বললেই ভাল হতো। এর ফলে ভোল্ডেমর্ট আরো বড় ভীতি হয়ে দেখা দিয়েছে। মনে হয়, সে এত কাছে চলে এসেছে, যেন রুমের জানালার ওপর চাপ দিচ্ছে ভেতরে প্রবেশের জন্য। স্কারের ব্যথা তখনো বেড়েই চলেছে। হ্যারি মোকাবেলা করতে চাইছে। যেন নিজেকে অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে প্রতিরোধ করছে।

সে রন এবং হারমিয়নের থেকে পেছন ফিরল। এমন ভাব করল যেন দেয়ালের সঙ্গে কারুকাজ করে গেঁথে রাখা ব্ল্যাক পরিবারের বংশক্রম মনোযোগ সহকারে দেখছে। ঠিক তখনই হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। হ্যারি দ্রুত ওর যাদুদণ্ডটি বের করে চারদিকে ঘুরালো। দেখল একটি প্যাট্রোনাস জানালার দিয়ে উড়ে এসে ওদের সামনে ফ্লোরের ওপর এসে বসল। গলায় পরিষ্কারভাবে রনের বাবার কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল।

'পরিবার নিরাপদ, উত্তর দেওয়ার দরকার নেই, আমাদেরকে নজরে রাখা হয়েছে।'

প্যাট্রোনাসটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

রন ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হওয়ার মাঝামাঝি একটি শব্দ করল এবং সোফার ওপর বসে পড়ল। হারমিয়ন কাছে গিয়ে ওর হাত ধরল।

'তারা ভালো আছেন, তারা ভালো আছেন!' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। রন সামান্য হেসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

'হ্যারি,' সে হারমিয়নের কাঁধের উপর দিয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমি-'

'কোনো সমস্যা নেই,' হ্যারি বলল। তার মাথায় প্রচুর ব্যথা হচ্ছে। 'তোমার পরিবার, অবশ্যই তাদের নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন। আমার হলেও একই অনুভূতি হতো।' জিনির কথা মনে পড়ল হ্যারির। 'আমারও একই রকম অনুভব হচ্ছে।'

তার ব্যথা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেল। ঠিক বারোর বাগানে যেমন

হয়েছিল। অনেকটা নিস্তেজভাবে সে শুনতে পেল হারমিয়ন বলছে, 'আমি একা থাকতে পারব না। আমরা কী আজ রাতে এখানে থাকার জন্য ওই স্লি-পিংব্যাগগুলো ব্যবহার করতে পারি না যেগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি?'

হ্যারি শুনতে পেল রন সমর্থন জানাচ্ছে। সে আর ব্যথা সহ্য করতে পারছে না, মনে হচ্ছে মরেই যাবে।

'বাথরুম,' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। সে না দৌড় দিয়ে যত তারাতারি সম্ভব ঘর থেকে বের হলো।

সে কোনোক্রমে পৌঁছতে পারল। বাথরুমে ঢুকে সে কাঁপা হাতে দরোজাটা লাগিয়ে দিল। যন্ত্রণা কাতর মাথাটি দু' হাত দিয়ে চেপে ধরল এবং মেঝেতে বসে পড়ল। ব্যথায় মনে হলো একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। ভেতরে এমন এক ক্রুদ্ধভাব সে অনুভব করল যা আসলে তার নিজের ভেতরের না। দেখল একটি লম্বা রুম। রুমটি শুধু আগুনের আলোতে আলোকিত। বিশাল সাইজের সোনালি চুলের ডেথ-ইটারটি মেঝেতে পড়ে আছে। চিৎকার করছে, কাতরাচ্ছে। একটি হালকা শরীরের কেউ তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যাদুদণ্ড ডেথ-ইটারটির দিকে ধরে আছে। আর হ্যারি শীতল, নির্দয়কণ্ঠে কথা বলছে।

'রাউলে, এখন শেষ করে দেই, তোকে নাগিনীকে দিয়ে খাইয়ে দেই? লর্ড ভোল্ডেমর্ট এবার নিশ্চিত না যে তোকে ক্ষমা করবেন কি-না....তুই আবার আমাকে ডেকে এনে বলছিস যে হ্যারি পটার আবারো পালিয়ে গেছে? ড্র্যাকো, রাউলেকে আমাদের অসন্তুষ্ট হওয়ার উপযুক্ত একটা দাওয়াই দাও... এখনই দাও, নইলে তুমি নিজে আমার ক্রোধের ঝালটা বুঝবে!

একটি কাঠ আগুনের ভেতর পড়ল। ধোয়া ওপরের দিকে ফুঁসে উঠল। বিদ্যুতের মতো আলো ঝলকে উঠল। সেই আলো ভয়ানক একটি সাদা মুখের উপর পড়ল। দীর্ঘক্ষণ গভীর পানির মধ্যে থেকে উঠে আসলে যেমন দম ছাড়ে তেমনি দম ছেড়ে হ্যারি চোখ খুলল।

হ্যারি হাত-পা ছড়িয়ে ঠাণ্ডা কালো মেঝের উপর পড়ে আছে। ওর নাকের কয়েক ইঞ্চি দূরে বাথটাবের সঙ্গে লাগানো সর্পিল লেজের পায়া। সে উঠে বসল। ম্যালফয়ের সরু, ভয়ার্ত মুখটা ওর চোখের ভেতর গেঁথে গেছে। ড্র্যাকোকে ভোল্ডেমর্ট যেভাবে ব্যবহার করছে তা দেখে হ্যারি রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছে।

দরোজায় জোরে জোরে আঘাতে হ্যারি লাফিয়ে উঠল। বাইরে থেকে হারমিয়নের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'হ্যারি, তোমার কি টুথব্রাশ লাগবে? আমি নিয়ে এসেছি।'

'হ্যাঁ,অসংখ্য ধন্যবাদ। সে বলল। সে গলা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করল। উঠে দাঁড়িয়ে হারমিয়নকে দরোজা খুলে দিল।

অধ্যায়-১০

ক্রেচারের কাহিনী

পরদিন ভোরে ড্রইং রুমে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে এক খণ্ড আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাত এবং ভোরের মাঝামাঝি জলরঙের পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ। চারদিকে শান্ত, নীরব। শুধু রন আর হারমিয়নের ধীর, গভীর নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যারি তাকিয়ে তার পাশেই ওদের ছায়ার মতো অবয়ব দেখল। রন আড়ষ্ঠ হয়ে ঘুমিয়ে আছে কারণ তার পাশেই হার-মিয়ন সোফার ওপর ঘুমিয়ে। এ কারণে রনের চেয়ে তার ছায়াটি একটু উঁচুতে। সোফা থেকে তার হাত নিচে মেঝেতে নেমে এসেছে। আঙুলগুলো রনের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। হ্যারি ভাবল, ওরা ঘুমানোর সময় একজন আরেকজনের হাত ধরে হয়তো ঘুমিয়েছিল। এই চিন্তা তার মধ্যে একটা একাকিত্বের অনুভূতি এনে দিল।

হ্যারি উপরের সিলিংয়ের দিকে তাকাল। ঝাড়বাতিতে মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টারও কম সময় আগে হ্যারি দাঁড়িয়েছিল রোদের আলোতে, সামিয়ানার প্রবেশ পথে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল অতিথিদের জন্য। মনে হচ্ছে এক জনম আগের কথা। এখন কি হবে। সে শুয়ে শুয়ে হরক্রুক্স-এর কথা চিন্তা

করতে থাকল। ডাম্বলডোর তাকে ভয়াবহ এবং জটিল এই মিশনটি দিয়ে গেছেন.....ডাম্বলডোর...

ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পর তার মধ্যে যে বেদনাবোধ তৈরি হয়েছিল সেই বোধটা এখন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে বাড়িতে মুরিয়েলের কাছ থেকে যে সব কথা সে শুনেছে তা মনে হয় মাথার ভেতর গেঁথে গেছে। যে যাদুকরকে সে তার আদর্শ বলে মনে করেছে তার স্মৃতিগুলো যেন অসুস্থ, পীড়িত করছে তাকে। ডাম্বলডোর কি করে এমন ঘটতে দিতে পারেন? তিনিও কি ডাডলির মতো, হ্যারির প্রতি অবহেলা আর অবজ্ঞা দেখেও তার ভিতরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি? তিনি কি তার বোনের বন্দি ও গোপন অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেন?

হ্যারি গোড্রিচহলো নিয়ে ভাবল। যে কবরস্থান সম্পর্কে ডাম্বলডোর কখনো কিছু তাকে বলেননি। সে ডাম্বলডোরের দলিলে উল্লেখিত রহস্যজনক বস্তুগুলো নিয়ে ভাবতে থাকল। এসব ভেবে অন্ধকারে তার বেদনা বাড়তে থাকল। কেন ডাম্বলডোর তাকে বলেননি? কেন তিনি এসব ব্যাখ্যা করেননি? ডাম্বলডোর কি সত্যিই হ্যারিকে গুরুত্ব দিতেন, ভালো জানতেন? অথবা হ্যারি কি তার কাছে এমন কিছু ছিল যে শুধুমাত্র হ্যারিকে শানিত করা এবং ধারালো করাই ছিল একমাত্র বিষয়, বিশ্বাস করা বা গোপনীয়তা রক্ষা করার মতো বিশ্বস্ত সে ছিল না?

একটু পরেই হ্যারির বোধ হলো, সে বিনা কারণে শুয়ে শুয়ে আপনজনদের সম্পর্কে বাজে চিন্তা করে সময় কাটাতে পারে না। কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে সে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর থেকে বের হয়ে যাদুদণ্ডটি তুলে নিল এবং নিঃশব্দে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে নিচুঃস্বরে বলল, 'লিউমস,' তারপর যাদুদণ্ডের আলো ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল।

এবার হ্যারি যেখানে এসে দাঁড়াল এটি একটি বেডরুম। শেষবার হ্যারি এবং রন যখন এখানে এসেছিল তখন তারা এখানে ঘুমিয়েছিল। হ্যারি রুমের ভিতর তাকিয়ে দেখল। ওয়ারড্রবের দরোজা খোলা, বিছানার চাদর ওল্টানো। হ্যারির মনে পড়ল নিচে সে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখেছে। অর্ডার চলে যাওয়ার পর কেউ একজন এখানে সার্চ করেছে। কে হতে পারে, স্নেইপ? অথবা মুন্ডঙ্গুস হতে পারে, যে সিরিয়াসের মৃত্যুর আগে এবং পরে এই বাড়িটি থেকে অনেক ছোটখাটো জিনিস চুরি করেছে। হ্যারি একটি পোর্ট্রেইটের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করল। এখানে সিরিয়াসের প্রপিতামহ পাইনিয়াস নিজেলাস ব্ল্যাকের ছবি দেখা যেত। জায়গাটা এখন খালি। সেখানে শুধু মেটে ধরনের পর্দা রয়েছে। পাইনিয়াস নিজেলাস রাত কাটাতেন হগোয়ার্টের হেডমাস্টারের স্টাডি রুমে।

হ্যারি সর্বশেষ তলায় না পৌঁছা পর্যন্ত একের পর এক তলা উপরে উঠতে থাকল। উপরের তলাটিতে মাত্র দু'টি দরোজা। একটি তার ঠিক সামনাসামনি।

যেটার নেমপ্লেটে লেখা আছে, 'সিরিয়ুস'। হ্যারি আগে কখনো এই গডফাদারের রুমটিতে প্রবেশ করেনি। সে দরোজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলল। আলো পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব উঁচু করে যাদুদণ্ডটি ধরে রাখল।

বেশ বড় রুম, ভেতরে অনেক জায়গা। একটি বড় বিছানা পাতা আছে, যার মাথার দিকের হেডবোর্ডটি কাঠের। একটি লম্বা জানালা ভেলভেটের পর্দা দিয়ে ঢাকা। মাথার উপরের ঝাড়বাতিটায় ধুলোর পুরো আস্তরণ পড়ে আছে। কিন্তু এখনো ঝাড়বাতির মোমবাতিগুলো লাগানো আছে। সেই টিউবগুলো থেকে গলে পড়া মোম ঝুলে আছে বরফ গলে ঝুলে থাকার মতো। দেয়ালের ছবি এবং বিছানার হেডবোর্ডে ধুলোর মিহি আস্তর পড়ে আছে। ঝাড়বাতি থেকে ওয়ারড্রবের উঁচু অংশ পর্যন্ত একটি মাকড়শার জাল ছড়িয়ে আছে। হ্যারি আরো একটু ভিতরে ঢুকতেই ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো।

অল্প বয়স থাকতে সিরিয়ুস ঘরের দেয়াল ভরে পোস্টার এবং ছবি লাগিয়েছিল যার কিছু এখনো ধুসর রুপালি হয়ে দেয়ালে রয়েছে। হ্যারি ধারণা করল যে পার্মানেন্ট স্টিকিং চার্ম ব্যবহার করে ওসব লাগানো। তাই সিরিয়ুসের বাবা-মা তুলে ফেলতে পারেননি। সিরিয়ুস যাদু করে ওগুলো লাগিয়েছিল। কারণ সে জানত যে তার বাবা-মা পরিবারের বড় ছেলেটির এই ঘর সাজানোর ধরণটি পছন্দ করবেন না। সিরিয়ুস বোধহয় এভাবেই ওর বাবা-মাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। কয়েকটি গ্রিফিনডোরের ব্যানার দেখা গেল। টকটকে লাল এবং সোনালি রঙ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। স্লিদারিন পরিবার থেকে সে যে আলাদা তা বোঝার জন্যই এই ব্যানার। বেশ কতগুলো মাগল মটরসাইকেলের ছবি দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও (হ্যারি সিরিয়াসের নার্ভের কথা মনে মনে স্বীকার করল।) বিকিনি পড়া কিছু মাগল মেয়ের ছবি রয়েছে। হ্যারি বুঝতে পারল ওরা মাগল। কারণ ছবিতে ওরা স্থির-অচল। বিমর্ষ হাসি এবং প্রলেপ পড়া চোখগুলো নিরুত্তাপ। এর বিপরীতে দেয়ালে একটিমাত্র উইজার্ড জগতের ছবি রয়েছে। ছবিতে হগোয়ার্টের চারজন ছাত্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

হ্যারির মন হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে তার বাবার ছবিটা চিনতে পেরেছে। তার মাথার এলোমেলো কালো চুলগুলো হ্যারির মতোই পেছনের দিকে। তারও চোখে চশমা। তার পাশে দাঁড়ানো সিরিয়ুস। সহজাতভাবেই হ্যান্ডসাম চেহারায় সিরিয়ুসের কোথাও একটি রুক্ষভাব থাকলেও হ্যারি তাকে জীবিত যেমন দেখেছে তার চেয়ে এখানে অল্প বয়সী এবং সুখী মনে হচ্ছে। সিরিয়ুসের পাশে দাঁড়ানো পেটিগ্রিউ। অন্যদের চেয়ে একমাথা খাটো। ফোলা এবং ভাসা ভাসা তার চোখ দুটো। এই দলের সঙ্গে থাকায় তাকে বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে। জেমস এবং সিরিয়ুস তো তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহী। জেমসের বাঁয়ে দাঁড়ানো লুপিন।

তাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে, নিজেকে ওদের মধ্যে থাকতে পেরে রীতিমতো সে বিস্মিত.....নাকি বিষয়টি এমন যে হ্যারি এসব জানে বলেই ছবিতে অমনটা মনে হচ্ছে? সে ছবিটা দেয়াল থেকে তুলতে চেষ্টা করল। এখন তো এগুলো হ্যারিরই। সিরিয়ুস সব কিছুই তাকে দিয়ে গেছে। কিন্তু সে ছবিটা একটুও নড়াতে পারল না। নিজের রুম সাজাতে মা-বাবার বাধা দেয়ার কোনো সুযোগই সে রাখেনি।

হ্যারি মেঝের চারদিকে তাকালো। বাইরের আকাশের আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। একখণ্ড আলো এসে কার্পেটের উপর পড়াতে সেখানে কিছু কাগজ, বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে সিরিয়ুসের বেডরুমটিতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। পুরোপুরি না হলেও অধিকাংশ জায়গায় যে অযথাই পরখ করা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। কয়েকটি বই একেবারে এলোপাথারি করে খোঁজা হয়েছে। মলাট ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বইগুলোতে লেখা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

হ্যারি নিচু হলো। কয়েকটি পাতা তুলে নিয়ে পরিক্ষা করল। সে বুঝতে পারল পাতাগুলো ছেঁড়া হয়েছে যে বই থেকে তার একটি হলো বাথিলডা ব্যাগশটের লেখা এ হিস্ট্রি অব ম্যাজিক-এর একটি পুরনো সংস্করণ, অন্য বইটি মটরসাইকেল মেইনটেন্যান্স মেনুয়াল। আর তৃতীয়টি একটি হাতে লেখা কাগজ। দুমড়ানো মোচড়ানো। হ্যারি সেটিকে টেনে সমান করল।

প্রিয় প্যাডফুট,

হ্যারির বার্থডে উপহারের জন্য অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ! এখন পর্যন্ত এটাই ওর সবচেয়ে প্রিয় উপহার। মাত্র এক বছর বয়স, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে খেলনা ব্রুমস্টিকে চড়তে শিখে গেছে। ব্রুমস্টিকে তাকে ভীষন খুশি মনে হয়। আমি একটি ছবিও পাঠালাম যাতে তুমি দেখতে পারো। তুমি ভালো করেই জানো ব্রুমস্টিকটি মাত্র দু'ফুট উপরে ওঠে। কিন্তু হ্যারি সেটায় চড়ে বিড়ালটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। ক্রিসমাস উপলক্ষে পেটুনিয়া আমাকে একটি অসাধারণ রকমের ফুলদানী পাঠিয়েছিল। সে ওটা ভেঙে ফেলেছে। (এ নিয়ে কোনো দুঃখ নেই) তবে জেমস তার এসব দেখে আনন্দ পায় আর বলে, হ্যারি একজন বিখ্যাত কিডিচ খোলোয়াড় হবে, কিন্তু আমাদেরকে অন্য সবকিছু বাদ দিতে হলেও নিশ্চিত করতে হবে যে তার প্রয়োজনের দিকে নজর দেয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনো অনিহা না থাকে।

আমাদের একটি খুবই ছোটো বার্থ ডে চায়ের ব্যবস্থা ছিল। শুধু আমরা এবং বৃদ্ধা বাথিলডা উপস্থিত ছিলেন। বাথিলডা আমাদের প্রতি খুবই আন্ত রিক। তিনি হ্যারিকে খুবই আদর করেন। আমরা খুবই দুঃখিত যে তুমি

আসতে পারেনি। কিন্তু অর্ডারের আসার কথা ছিল। যা হোক হ্যারির তো আর বোঝার বয়স হয়নি যে এটা ওর জন্মদিন। জেমস এখানে আটকে থাকায় ভিতরে ভিতরে হতাশ, মুখে না বললেও বুঝি আমি। হতাশ হওয়ার বিশেষ কারণ, ডাম্বলডোরের কাছে এখনো তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আলখাল্লা। সুতরাং তার বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। তুমি যদি আসতে তাহলে খুবই ভালো হতো, তোমাকে পেয়ে তার মনমরা ভাবটা কাটত। গত সপ্তাহে ওয়ার্মি এখানে এসেছিল। তাকে খুবই নিস্প্রভ দেখাচ্ছিল। মনে হয় ম্যাককিননসের সংবাদের কারণে; আমি খবরটি শোনার পর সারা বিকেল কেঁদেছি।

বাথিলডা অধিকাংশ দিন গল্প করেই কাটিয়েছেন। তার কাছে বহু পুরনো বিষয় রয়েছে। ডাম্বলডোর সম্পর্কে অনেক কাহিনী তার জানা। ডাম্বলডোর সেগুলো শুনলে খুশি হবেন কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমরা বুঝতে পারি না এর কতটা বিশ্বাস করা যায়, কারণ শুনলে মনে হয় ভয়াবহ ব্যাপার যে ডাম্বলডোর-

হ্যারির হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসল। সে বোধহীন আঙুলে কাগজটি ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। অন্যদিকে তার ভিতরে আনন্দ ও বেদনার এক নীরব ঝড় বয়ে গেল। সে ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

হ্যারি আবার চিঠিটা পড়ল। কিন্তু প্রথমবার চিঠিটা পড়ে যা বুঝেছে তার চেয়ে বেশি কিছু বুঝতে পারল না। এবং হাতের লেখাটির আরো অস্পষ্ট মনে হলো। তিনি কিছু কিছু শব্দ লিখেছেন ঠিক হ্যারি যেমন করে লেখে। সে পুরো চিঠিটার ভেতর এমন প্রত্যেকটি শব্দ খুঁজে দেখল। প্রতিটি শব্দই যেন পর্দার আড়াল থেকে তাকে একটি করে শুভেচ্ছার হাতছানি দিয়ে গেল। এই চিঠিটা একটা অমূল্য সম্পদ। লিলি পটার যে এই পৃথিবীতে সত্যিই বেঁচে ছিলেন তার একটি নজির হলো এই চিঠি। এক সময় তার উষ্ণ হাত এই চিঠির কাগজটি ছুঁয়েছে। চিঠির ওপর কালির দাগে এই বাক্যগুলো লিখেছেন। লিখেছেন হ্যারির তার সন্তানের কথা।

অস্থিরভাবে হ্যারি তার ভিজে ওঠা চোখ দুটো মুছল। সে আবার চিঠিটা পড়ল। এবার অর্থ উদ্ধারে সে মনোনিবেশ করল। যেন সে একটু একটু মনে থাকা গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

ওদের একটি বিড়াল ছিল। হয়তো সেটি গোড্রিচ হলোতে তার বাবা-মায়ের মতোই মরে গেছে.... অথবা সেখানে তাকে খাবার দেয়ার জন্য কেউ না থাকার কারণে কোথাও চলে গেছে....হ্যারির জন্য সিরিয়ুস প্রথম ব্রুমস্টিক এনেছিলেন...... হ্যারির বাবা-মায়ের সঙ্গে বাথিলডা ব্যাগশটের জানাশোনা ছিল; ডাম্বলডোর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন? *ডাম্বলডোরের কাছে এখনো অদৃশ্য*

হওয়ার আলখাল্লা আছে.....এর মধ্যে কোনো মজার বিষয় আছে....

হ্যারি থামল। মায়ের বাক্যগুলো নিয়ে চিন্তা করল। ডাম্বলডোর কেন জেমসের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আলখাল্লাটি নিয়েছিলেন? হ্যারির পরিষ্কার মনে আছে কয়েক বছর আগে তার হেডমাস্টার তাকে বলেছিলেন, 'অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জন্য আমার কোনো আলখাল্লা দরকার নেই।' হয়তো অন্য কোনো সাধারণ অর্ডার সদস্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ডাম্বলডোর শুধু বাহক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন? হ্যারি আবার পড়তে শুরু করল...

ওয়ার্মি এখানে এসেছিল.. পেটিগ্রিউ বেঈমানটাকে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, সত্যিই কি? তার কি জানা ছিল যে জেমস এবং লিলি পটারকে সে শেষবারের মতো দেখছে?

সবশেষে আবার বাথিলডার কথা, যিনি ডাম্বলডোরের অদ্ভুত সব কাহিনী বলেছেন: *অবিশ্বাস্য মনে হয় যে ডাম্বলডোর......*

যে ডাম্বলডোর কি? ডাম্বলডোরের অনেক কাহিনীই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে; যেমন একবার তিনি ট্রান্সফিগার টেস্টে সবচেয়ে কম নাম্বার পেয়েছিলেন, অথবা আবারফোর্থের মতো গোট চার্মিং শুরু করেছিলেন।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ঘরের মেঝেটা ভালো মতো পরখ করল; হয়তো চিঠির বাকী অংশ এখানেই কোথাও পড়ে আছে। সে সত্যিকারের তল্লাশিকারীর মতোই কাগজগুলো অতি যত্ন নিয়ে খুঁজল। ড্রয়ারগুলো টেনে খুলল, বইগুলো ঝেড়ে ঝেড়ে দেখল, একটি চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ওয়ারড্রবের ওপরে হাত চালিয়ে দেখল। এবং বিছানার নিচে, চেয়ারের নিচে উবু হয়ে খুঁজে দেখল।

অবশেষে মেঝেতে মাথা নিচু করে ড্রয়ারগুলোর নিচে কিছু ছেঁড়া কাগজের মতো টুকরা দেখতে পেল। সেগুলো টেনে বের করে দেখল লিলির চিঠিতে বর্ণিত সেই ছবি। কালো চুলের একটি শিশু ছোট একটি ব্রুমের উপরে বসে হাসিতে ফেটে পড়েছে। ছবিতে একজোড়া পা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো জেমসেরই হবে। বাচ্চা ছেলেটির পেছনে ছুটছেন। হ্যারি ছবি আর চিঠি একসঙ্গে করে পকেটে পুরে রাখল। তারপর চিঠির বাকী অংশ খুঁজতে শুরু করল।

আরো মিনিট পনেরো খোঁজাখুঁজির পর হ্যারি মেনে নিতে বাধ্য হলো যে চিঠির বাকী অংশ আর পাওয়া যাবে না। চিঠি লেখার পর ষোলোটি বছর পার হওয়ায় এই সময়ের ব্যবধানে কি বাকী অংশ হারিয়ে গেছে, নাকি যে এই রুমটি তল্লাশি করেছে সে নিয়ে গেছে? হ্যারি চিঠির প্রথম অংশটি আবার খুলে পড়ল। এবার সে চিঠির মধ্যে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করল পরের অংশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্লু আছে কি না। তার খেলনা ব্রুমস্টিকটি বড়জোর ডেথ-ইটাররা ইন্টারেস্টিং মনে করতে পারে....একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে পারে ডাম্বলডোরের ব্যাপারে

কোনো ইনফরমেশন। *এটা অবিশ্বাস্য যে ডাম্বলডোর-* এই বিষয়টি কি?

'হ্যারি! হ্যারি! হ্যারি!'

হ্যারি বলল, 'আমি এখানে, কি হয়েছে?'

বাইরে খটখট করে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হারমিয়ন ঝটপট করে ভিতরে ঢুকল।

'আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি তোমার কোনো পাত্তা নেই!' সে একটানে বলতে থাকল। তারপর দরোজার দিকে মুখ করে উচ্চস্বরে বলল, 'রন, ওকে পাওয়া গেছে!'

রনের বিরক্ত গলার আওয়াজ কয়েক তলা নিচ থেকে প্রতিধ্বনিতে হয়ে উপরে এলো।

'ভালো কথা, আমার পক্ষ থেকে বলে দাও ও একটা ঝামেলা!'

'হ্যারি, এভাবে না বলে আড়াল হয়ে যেও না প্লিজ, আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! যা হোক, এখানে এসেছ কেন,' হারমিয়ন রুমের চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু বিশৃঙ্খল দেখে বলল, 'এখানে কি করছিলে?'

'দেখ এখানে আমি কী পেয়েছি।'

হ্যারি তার মায়ের চিঠিটা বের করল। হারমিয়ন চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল এবং হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। চিঠিটা শেষ করে হারমিয়ন মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকাল।

'ওহ! হ্যারি...'

'এখানে এটাও ছিল।'

হ্যারি ছিঁড়ে যাওয়া ছবিটি দেখালো। হারমিয়ন ব্রুমস্টিকের উপর বসা শিশুটিকে একবার কাছে আসতে আবার দূরে চলে যেতে দেখে স্মিত হাসল।

হ্যারি বলল, 'আমি চিঠির বাকী অংশ খুঁজছিলাম। কিন্তু সে অংশটি এখানে নেই।'

হারমিয়ন চারদিকে ঘুরে তাকাল।

'তুমিই কি এগুলো এমন এলোমেলো করেছ, নাকি তুমি ঢোকার আগেই এলোমেলো ছিল?'

হ্যারি বলল, 'কেউ আমি ঢোকার আগেই এগুলো তল্লাশি করেছে।'

হারমিয়ন বলল, 'আমারও তাই ধারণা। উপরে আসতে আসতে যে কয়টা রুম দেখেছি তার প্রত্যেকটিই এমন এলোমেলা। বিষয়টা কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো?'

'যদি স্নেইপ হয়ে থাকে, তাহলে অর্ডারের ব্যাপারে তথ্যের জন্য।'

'কিন্তু তুমি ভেবেছিলে তার কাছে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই আছে। অর্থাৎ সে

তো নিজেই অর্ডারে ছিল, তাই না?'

হ্যারি তার থিওরি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। সে বলল, ডাম্বলডোরের ব্যাপারে ইনফরমেশনের বিষয়টি কি? এই চিঠির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কথাই ধর। তুমি কি আমার মা যে বাথিলডার কথা উল্লেখ করেছেন তাকে চেন? তুমি জান তিনি কে?'

'কে?'

'বাথিলডা ব্যাগশট, তার লেখা বইটি হলো-'

'দ্য হিস্ট্রি অব ম্যাজিক,' হারমিয়ন বলল। তাকে আগ্রহী মনে হলো। 'তোমার বাবা-মা তাকে চিনতেন? তিনি ছিলেন ম্যাজিক ইতিহাসের অসাধারণ এক ঐতিহাসিক।'

হ্যারি বলল, 'এবং তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি গোড্রিচ হলোতে বাস করেন। বিয়ের সময় রনের খালা মুরিয়েল তার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তিনি ডাম্বলডোরের পরিবারকেও ভালো করে জানেন। তার সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু জানা যাবে, তাই না?'

হ্যারির দিকে তাকিয়ে হরমিয়ন যে হাসিটা দিল সেটা হ্যারির কাছে খুবই পরিচিত। সে ছবি এবং চিঠিটা হাতে ফিরিয়ে নিল এবং গলার সঙ্গে ঝোলানো ছোট ব্যাগটার ভিতরে রাখল। গলার ব্যাগের ভিতরে রাখার কারণ হলো যাতে হার-মিয়নের দিকে তাকাতে না হয়।

হারমিয়ন বলল, 'আমি বুঝতে পারি কেন তুমি তোমার মা-বাবা এমনকি ডাম্বলডোরকে নিয়েও তার সঙ্গে কথা বলতে চাও। কিন্তু হরক্রুক্স খুজে বের করার জন্য এই আলোচনা কোনো কাজে আসবে না, আসবে কি?'

হ্যারি কোনো উত্তর দিল না। হারমিয়ন আবার বলতে শুরু করল,'হ্যারি, আমি জানি তুমি সত্যিই গোড্রিচ হলোতে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু আমার ভয় হয়.... গতকাল ডেথ ইটাররা আমাদের কীভাবে খুঁজে বের করেছে তা নিয়ে আমি সত্যিই ভীত। এর ফলে আমার খুব বেশি বেশি করে মনে হচ্ছে যে তোমার বাবা-মায়ের কবরের স্থানটিতে আমাদের কোনোক্রমেই যাওয়া উচিৎ নয়। আমি নিশ্চিত যে ওরা আশা করবে তুমি ওখানে যাবে।'

হ্যারি তখনো হারমিয়নের দিকে তাকাচ্ছে না। বলল, 'বিষয়টা শুধু তা নয়। মুরিয়েল বিয়ে অনুষ্ঠানে ডাম্বলডোরকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আমি শুধু সত্যটা জানতে চাই....'

মুরিয়েল যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা হারমিয়নকে বলল হ্যারি । তার কথা শেষ হলে হারমিয়ন বলল, অবশ্যই আমি বুঝতে পারি কেন কথাগুলো তোমাকে আপসেট করেছে, হ্যারি-'

'আমি মোটেই আপসেট হইনি,' হ্যারি মিথ্যা বলল। 'আমি শুধু জানতে চাই কথাগুলো কি সত্যি নাকি–'

'হ্যারি, তুমি কি সত্যিই মনে কর যে মুরিয়েলের মতো একজন খারাপ মহিলার কাছ থেকে অথবা রিটা স্কিটারের কাছ থেকে তুমি সত্যি কথাটা জানতে পারবে? তুমি তাদেরকে বিশ্বাস করো কীভাবে? তুমি নিজতো ডাম্বলডোরকে চেন!'

'আমি ভেবেছিলাম আমি চিনি!' হ্যারি শান্ত কণ্ঠে বলল।

'কিন্তু তুমি ভালো করেই জানো রিটা স্কিটার তোমাকে নিয়ে যা লিখেছেন তার কতটা সত্য! ডোজের কথাই ঠিক, এসব মানুষদের কথা বিশ্বাস করে ডাম্বলডোর সম্পর্কে তোমার উজ্জল-আলোকিত স্মৃতিকে তুমি খাটো করার সুযোগ দাও কীভাবে?'

হ্যারি অন্যদিক তাকিয়ে রইল। যে দুঃখবোধ তার মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে না। সে বিশ্বাস করবে তবে সত্যতা পরখ করার পর। সে সত্যটা জানতে চায়। সবাই কেন এতটা মরিয়া যে সে যাতে তা না জানে?

একটু সময় পার হওয়ার পর হারমিয়ন বলল, 'আমরা কি নিচের কিচেনে যাব, কিছু ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় কি-না দেখতে?'

হ্যারি অনিচ্ছার সঙ্গে রাজি হলো। সে হারমিয়নের পেছন পেছন সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ নেমে এলো। দ্বিতীয় দরোজাটি পার হয়ে দাঁড়াল। একটি চিত্রকর্মের নিচের দিকে স্বাক্ষরের ওপর কাটাকুটি দাগ। রাতের অন্ধকারে হ্যারি তা লক্ষ্য করেনি। সেটা পড়ার জন্য সিঁড়ির উপরের ধাপে সে একটু সময় নিল। হাতের লেখায় ইচ্ছা প্রকাশ করা, প্রায় এ রকমই একটি সম্ভবত পার্সি উইসলির বেডরুমের দরোজায় লাগানো ছিল।

রেগুলাস আর্কটুস ব-্যাকের
অনুমতি ছাড়া
প্রবেশ নিষেধ

হ্যারির মধ্যে উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর কারণ বুঝতে পারল না। সে লেখাটি আবার পড়ল। হারমিয়ন ইতিমধ্যেই তার থেকে কয়েক সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

'হারমিয়ন,' হ্যারি ডাকল। তার গলা শান্ত শোনা গেল সে নিজেই অবাক হলো। 'এদিকে উঠে এসো।'

'কি ব্যাপার?'

'আর এ বি। আমার মনে হয় আমি তাকে ধরতে পেরেছি।'

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হারমিয়ন উপরে উঠে এলো।

'তোমার মায়ের চিঠিতে এই নামটি কিন্তু আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি-'

হ্যারি মাথা নাড়ল এবং রেগুলাসের লেখাটির দিকে দেখালো। হারমিয়ন লেখাটি পড়ল। সে হ্যারির হাত এত জোড়ে চেপে ধরল যে ব্যথা অনুভব করল।

হারমিয়ন ফিস ফিস করে বলল, 'সিরিয়ুসের ভাই?'

হ্যারি বলল, 'সে ছিল একজন ডেথ-ইটার। সিরিয়ুস তার সম্পর্কে আমার কাছে বলেছে। সে খুব ছোট থাকতেই যোগ দিয়েছিল। এরপর সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ছেড়ে দিতে চেষ্টা করে। তাই ওরা তাকে হত্যা করে।'

হারমিয়ন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এটা ঠিক যুক্তি। তবে সে যদি একজন ডেথ-ইটার হয়ে থাকে তাহলে তার সুযোগ হয়েছিল ভোল্ডেমর্টের কাছে যাওয়ার। আর যদি তার মন্ত্রশক্তি তুলে নেয়া হয় তাহলেই সে একমাত্র ভোল্ডেমর্টকে শেষ করতে চাইবে।

হারমিয়ন হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ির রেলিংএর দিকে উবু হয়ে চিৎকার করে ডাকল, রন! র-ন! তাড়াতাড়ি উপরে এসো!'

এক মিনিট পর রন হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে আসল। তার হাতে যাদুদণ্ডটি প্রস্তুত।

'কি হয়েছে! আবার বড় কোনো মাকড়শা দেখেছো! এসব করার আগে আমার ব্রেকফাস্ট–'

হারমিয়নের আঙুলের ইশারা অনুসরণ করে দরোজায় রেগুলাসের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল।

'কি? সিরিয়াসের ভাই, তাই না? রেগুলাস আর্কতুরুস...রেগুলাস...আর এ বি! সেই লকেটটা– ভেবে দেখেছ...?

'চলো খুঁজে দেখি, 'হ্যারি বলল। সে দরোজায় ধাক্কা দিল। কিন্তু দরোজাটি বন্ধ। হারমিয়ন ওর যাদুদণ্ডটি দরোজার হাতলের দিকে তাক করে বলল, 'আলোহোমোরা!' একটা ক্লিক শব্দ করে দরোজাটি খুলে গেল।

ওরা একসঙ্গে খোলা দরোজার মাঝে দাঁড়াল। রেগুলাসের ঘরটির চারদিকে সতর্কভাবে তাকাল। এই ঘরটি সিরিয়ুসের ঘরের চেয়ে একটু ছোট। কিন্তু একই রকম সুসজ্জিত ছিল বোঝা যায়। সিরিয়ুস নিজেকে পরিবারের অন্যদের চেয়ে আলাদা হিসাবে প্রচার করতে চাইত, আর রেগুলাস জোর দিত এর বিপরীতটায়। পান্না ও রুপালি রঙ চারদিকে। বিছানার আচ্ছাদন, দেয়াল এবং জানালায় - স্লিদারিনদের রঙ। বিছানার ওপর যত্নসহকারে ব্ল্যাক পরিবারের ক্রেস্ট আঁকা হয়েছে, সঙ্গে পরিবারের মোটো 'তোজোরসপুর'। বিছানার নিচে বেশ কিছু হলদে রঙের নিউজপেপার কাটিং। সব থাক করে রাখা হয়েছে সংরক্ষণের জন্য। হার-

মিয়ন অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে গেল ওগুলো পরীক্ষা করার জন্য ।

হারমিয়ন বলল, 'এ সবই তো ভল্ডেমের্টের উপর। রেগুলাস ডেথ-ইটার হওয়ার কয়েক বছর আগেই ভোল্ডেমর্টের ভক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়...'

কাগজের টুকটাগুলো পড়ার জন্য হারমিয়ন বিছানায় বসল। সঙ্গে সঙ্গে একটি হালকা ধুলোর ধোঁয়া উঠল। অন্য একটি ফটোগ্রাফের ওপর হ্যারির চোখ পড়ল। একটি ফ্রেমের মধ্যে হগোয়ার্টের একটি কিডিচ টিম হাসিমুখে হাত নাড়ছে। হ্যারি আরো কাছে এগিয়ে গেল এবং লক্ষ করল ওদের বুকের উপর সাপের প্রতীক আঁকা; স্লিদারিন। রেগুলাসকে সহজেই চেনা যায়। সে বসে আছে প্রথম সারির মাঝের দিকে। তার ভাইয়ের মতো তারও কালো চুল এবং চেহারায় একটু উদ্ধত ভাব। যদিও সে সিরিয়ুসের চেয়ে কম হ্যান্ডসাম ছিল তার তুলনায় একটু খাটো এবং হালকা প্রকৃতির।

'হ্যারি বলল, 'সে সিকার খেলত।'

'কি,' অস্পষ্ট স্বরে হারমিয়ন জানতে চাইল। কারণ তখনো সে ভোল্ডেমর্টের বিষয়ে সংবাদগুলোর ভিতর ডুবে ছিল।

'সে বসেছে প্রথম সারির মাঝখানে, যেখানে সিকারদের....হায়রে কপাল,' হ্যারি বলল। সে বুঝতে পারল তার কথা কেউ শুনছে না : রন হাত এবং পায়ের ওপর ভর করে ওয়ারড্রবের নিচে তল্লাশি করছে। হ্যারি লুকোনোর সম্ভাব্য জায়গা দেখতে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে ডেস্কের কাছে গেল। এখানেও তাদের আগে কেউ তল্লাশি চালিয়েছে। সম্প্রতি ড্রয়ারের জিনিসগুলো ওলোটপালট করা হয়েছে। ড্রয়ারের ওপর পড়া ধুলো-ময়লা নড়েচড়ে আছে। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই: পুরাতন লেখার পালক, অকেজো টেক্সবুক যা অযত্নে হাতাহাতি করা হয়েছে, সম্প্রতি ভেঙে যাওয়া কালির দোয়াত। এর আঁঠালো কালি ড্রয়ার জিনিসপত্রগুলো ভিজিয়ে দিয়েছে।

'একটি সহজ উপায় আছে,' হারমিয়ন বলল। হ্যারি আঙুলে লেগে যাওয়া কালিগুলো জিনসের প্যান্টে মুছল। হারমিয়ন তার যাদুদণ্ডটি তুলে বলল, 'অ্যাকসিও লকেট!'

কিছুই হলো না। রন তখন মলিন হয়ে যাওয়া পর্দার ভাঁজগুলো পরীক্ষা করছিল। তাকে হতাশ দেখা গেল।

'তাহলে এই হলো ফল, ওটা এখানে নেই?'

হারমিয়ন বলল, 'না, ওটা এখনো এখানে থাকতে পারে, কিন্তু বিপরীত মন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে। যাদুর মাধ্যমে ওটাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে চার্ম ব্যবহার করা হতে পারে।'

'যেভাবে ভোল্ডেমর্ট গুহায় পাথরের ওপর ব্যবহার করেছিল,' হ্যারি বলল। ওর

মনে পড়ল নকল লকেটটি ও সামন চার্ম ব্যবহার করে আনতে পারেনি।

রন জানতে চাইল, 'তাহলে আমরা এটা খুঁজে বের করব কীভাবে?'

হারমিয়ন বলল, 'আমাদের যাদুর সাহায্য ছাড়া খালি হাতে খুঁজতে হবে।'

'এটা একটা ভালো আইডিয়া,' চোখ নাচিয়ে রন বলল। তারপর আবার পর্দা পরীক্ষা করতে শুরু করল।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওরা তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলো যে লকেটটি ওখানে নেই।

সূর্য্য পুরোপুরি উঠে গেছে। পর্দার ভেতর দিয়েও ওদের ওপর আলো এসে পড়েছে।

'তবে এটা এ বাড়িতেই কোথাও আছে,' নিচের তলায় ফিরে আসার সময় হারমিয়ন বলল। যেখানে হ্যারি এবং রনকে হতাশ মনে হলো সেখানে হারমিয়নকে আরো দৃঢ় দেখা গেল। 'সে ওটা ধ্বংস করে থাকুক আর না থাকুক, ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইত, তাই না? মনে করতে পারো শেষবার আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখন কত ভয়াবহ জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম? সেই ঘরিটি সবার ওপর পাখড় ছুড়ে দিয়েছিল, আর পুরনো গাউনগুলো রনকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল: রেগুলাস হয়তো লকেটটি লুকিয়ে রাখতে সেগুলো ব্যবহার করেছে। এমনকি হতে পারে আমরা সে সময়....'

হ্যারি এবং রন দু'জনেই হারমিয়নের দিকে তাকাল। হারমিয়ন এক পা শূন্যে তুলে হতবাক হয়ে রইল। যেন সে পা'টা নামাতে ভুলে গেছে। চোখের চাহনি যেন থেমে গেছে।

'... সে সময় বুঝতে পারিনি।' সে ফিসফিস করে বাক্য শেষ করল।

'কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?' রন জানতে চাইল।

'তখন একটি লকেট দেখেছিলাম।'

'কি?' হ্যারি এবং রন একসঙ্গে বলে উঠল।

'ড্রইং রুমের একটি কেবিনেটের ভেতর। সেটা তখন কেউ খুলতে পারেনি এবং আমরা...আমরা..'

হ্যারির মনে হলো আস্ত একটা ইট তার বুক থেকে পেটের দিকে নেমে গেল। তার মনে পড়ল– ওরা সবাই মিলে একে একে চেষ্টা করেছিল সেটা খুলতে। সেটি নস্যির কৌটা এবং ঘুম পাড়ানো মিউজিক বক্সের সঙ্গে আবর্জনার বস্তার মধ্যে ছিল...'

'ক্রেচার আমাদের ভার লাঘব করতে পারে।' হ্যারি বলল। এখন ওদের একটাই চান্স, একটাই ক্ষীণ আশা আছে। আর সেটার সঙ্গেই হ্যারি লেগে থাকল। 'কিচেনে আলমিরার ভেতর অনেক জিনিস লুকানো আছে। চলো যাই।'

হ্যারি দুটি করে সিঁড়ি লাফিয়ে একসঙ্গে পার হয়ে নিচে নেমে এলো। রন এবং হারমিয়নও ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নামল। ওরা এত সোড়গোল করে নামল যে হলরুমে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিরিয়ুসের মায়ের ছবিটি জেগে উঠল।

'নোংরা! মাডব্লাড! বাজে লোকজন!' ওরা বেসমেন্টে কিচেনের দিকে যেতে থাকলে পেছন থেকে সিরিয়ুসের মা চিৎকার করে বলতে থাকলেন। ওদের পেছনে দরোজাটি বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যারি দৌড়ে কক্ষের অন্য প্রান্তে গেল এবং দু'পায়ে স্লিপ করে ক্রেচারের আলমিরার কাছে দাঁড়ালো। টেনে আলমিরার কপাট খুলল। ভেতরে ময়লা কম্বল দেখা গেল। গৃহপালিত ভুত এ কম্বলে এক সময় ঘুমাতো, কিন্তু তার সঙ্গে ক্রেচারের সংগ্রহ করা ছোটখাটো জিনিসগুলো দেখা গেল না। একটি মাত্র জিনিস রয়েছে। তা হলো 'ন্যাচার নোবিলিটি: এ উইজার্ডিং জিনিওলোজি'র একটি পুরাতন কপি। হ্যারি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে কম্বল টেনে তুলে নিল এবং ঝারা দিল। কম্বলের ভাঁজ থেকে একটি মরা ইঁদুর নিচে পড়ল। রন বিড়বিড় করে কিচেনের একটি চেয়ারে বসে পড়ল। হারমিয়ন হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করল।

'এখনো শেষ হয়ে যায়নি,' হ্যারি বলল। সে গলার স্বর উঁচিয়ে ডাকল,' ক্রেচার!'

ক্র্যাক করে একটি শব্দ হলো এবং আগুনহীন ফায়ার প্লেস থেকে ঘরের ভুত বের হয়ে এলো। এই ভুতটিকে হ্যারি ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সিরিয়াসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। ছোটখাটো, মানুষের অর্ধেক সাইজের এই ভুতটির গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে ঝুলে পড়েছে। বাদুরের মতো কানের পাশ দিয়ে সাদা চুলের গোছা। তার পরনে এখনো সেই পুরনো ময়লা নেকড়া কাপড় যেটি প্রথমদিন হ্যারি দেখেছিল। হ্যারির দিকে তার বিরক্তি নিয়ে তাকানো দেখে বোঝা যায় মালিকানা বদল হলেও তার কাপড়ের মতোই আচরণেও কোনো পরিবর্তন আসেনি।

কোলা ব্যাঙের মতো কণ্ঠে হাঁটুর কাছে মাথা নুইয়ে বলল, 'প্রভু, ব্লাড ট্রেইটর উইসলি এবং মাডব-াড নিয়ে আমার মিস্ট্রেসের পুরাতন বাড়িতে ফিরে এসেছেন-'

'আমি তোমাকে নিষেধ করেছি কাউকে মাডব্লাড বা ব্লাড ট্রেইটর না বলতে,' হ্যারি ধমকের স্বরে বলল। সে লক্ষ করলে দেখতে পেত লম্বা শুরের মতো নাক আর লাল চোখের ক্রেচারের মধ্যে অপছন্দের ভাব। যদিও ভুতটি সিরিয়ুস থেকে শুরু করে ভোল্ডেমর্ট কারো সঙ্গেই বিশ্বাসঘতকতা করেনি।

'তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' হ্যারি বলল। ভুতটির দিকে মাথা নিচু করে তাকাল। তার বুকের ভেতর দ্রুত ধুককুক করছে। 'আমি তোমাকে প্রশ্নের সত্যি উত্তর দিতে আদেশ করছি, ঠিক আছে?'

'ঠিকা আছে প্রভু,' আবারও মাথা নুয়ে ক্রেচার বলল। হ্যারি দেখল তার মুখটা বিড়বিড় করে নড়ছে। হ্যারি নিশ্চিত যে তিরস্কার করে কিছু বলছে, হ্যারি নিষেধ করার কারণে জোরে বলতে পারছে না।

হ্যারির হৃদপিন্ড এখন এতটাই ধুক ধুক করছে যে রীতিমতো বুকের পাঁজরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। বলল, 'দুই বছর আগে উপরের ড্রইং রুম থেকে একটি বড় লকেট আমরা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলেছিলাম। তুমি কী সেটা চুরি করে রেখে দিয়েছিলে?'

এক মুহূর্ত নীরবতা দেখা দিল। এ সময় ক্রেচার সোজা হয়ে হ্যারির মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর বলল,'হ্যাঁ।'

রন, হারমিয়ন এবং হ্যারির মধ্যে আনন্দ বয়ে গেল। অতি উৎসাহ নিয়ে হ্যারি বলল, 'সেটা এখন কোথায়?'

ক্রেচার চোখ বন্ধ করল। তার উত্তরে ওদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটা যেন তাকে দেখতে না হয়।

'খোয়া গেছে।'

'খোয়া গেছে!', হ্যারির কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো। তার ভেতর থেকে সব সুখ যেন বেরিয়ে গেল, 'খোয়া গেছে বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ!'

ভুতটি কাঁপছে। সে দুলতে থাকল।

হ্যারি তীব্র কণ্ঠে বলল, 'ক্রেচার! আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি-'

ক্রেচারের চোখ দুটো তখনো বুজে আছে। বিড়বিড় করে বলল, 'মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচার সব চুরি করে নিয়ে গেছে। মিস বেলা এবং মিস সিজির ছবি, আমার মিস্ট্রেসের গ্লাভস, অর্ডার অব মারলিন, ফ্যামিলি ক্রেস্টসহ গবলেট এবং-'

ক্রেচার দম নেয়ার জন্য ঢোক গিলল। ওর ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া বুক ওঠা-নামা করতে থাকল। এরপর সে চোখ খুলল এবং চিৎকার করে উঠল।

'-এবং ওই লকেটটি, প্রভু রেগুলাসের লকেটটি, ক্রেচার ভুল করেছে! ক্রেচার ঠিক মতো আদেশ পালন করতে পারেনি!'

ক্রেচার দৌড়ে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানোর রডটি ধরতে গেল। হ্যারি দ্রুত গতিতে গিয়ে ওকে ধরে ফেলল। গায়ের উপর পড়ে ওকে শুইয়ে ফেলল। হার-মিয়ন চাপা গলায় চিৎকার করল ক্রেচারের উদ্দেশ্যে। তার চেয়েও উঁচু গলায় হ্যারি বলল, 'ক্রেচার! আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি স্থির হয়ে থাকতে!'

সে বুঝতে পারল ভুতটি স্থির হয়ে গেছে। হ্যারি ওকে ছেড়ে দিল। ক্রেচার ঠাণ্ডা মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে রইল। তার দুর্বল হয়ে আসা চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকল।

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, ওকে তুলে দাঁড় করাও।

হ্যারি ভূতটির পাশে হাটু গেড়ে বসে নাক টেনে বলল, 'যাতে সে রডটি দিয়ে নিজেকে পেটাতে পারে? আমরা সেটা চাই না। ঠিক আছে, ক্রেচার, আমি শুধু সত্যি কথাটা জানতে চাই। তুমি কী করে জানলে যে মুন্ডুঙ্গুস ওগুলো চুরি করেছে?'

'ক্রেচার তাকে দেখেছে!,' ক্রেচার নিজের কথা ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল। তার চোখের পানি লম্বা নাক বেয়ে পড়তে থাকল। 'ক্রেচার তাকে দেখেছে ক্রেচারের আলমিরা থেকে হাত ভরে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে! ক্রেচার চোরকে থামতে বলেছিল, কিন্তু মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচার হো হো করে হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেছে.....'

হ্যারি বলল, তুমি ওই লকেটটির কথা বলছিলে 'প্রভু রেগুলাসের, কেন? ওটি কোথেকে এসেছে? রেগুলাস ওটা দিয়ে কি করত? ক্রেচার, উঠে বসো, এবং তুমি লকেটটি সম্পর্কে যা জানো তার সবকিছু আমাকে খুলে বলো। এবং রেগুলাস ওটা দিয়ে কী করত তাও খুলে বল।'

ক্রেচার উঠে বসল। বলের মতো গোলাকৃতি হয়ে বসল। চোখের জলে ভেজা মুখটা দুই হাঁটুর মাঝে রাখল। তারপর একখণ্ড পাথরের মতো সামনে-পেছনে দুলতে থাকল। কথা বলতে শুরু করল নিস্তেজভাবে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিচেনে নীরবতার মধ্যে তার কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলতে থাকল।

'মাস্টার সিরিয়ুস পালিয়ে গিয়েছিলেন এটা বোঝাতে যে তিনি একজন খারাপ ছেলে। তিনি পালিয়ে যাওয়ার কারণে আমার মিস্ট্রেস ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মাস্টার রেগুলাস আসল জায়গায় ঠিক ছিলেন; তিনি ব্ল্যাক পরিবারের আভিজাত্য এবং মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কয়েক বছর ধরে তিনি ডার্ক লর্ডের কথা বলে আসছিলেন, যে ডার্ক লর্ড গোপন জায়গা থেকে উইজার্ডদের বের করে আনতে চেষ্টা করছিলেন মাগল এবং মাগল বর্নদের শাসন করার জন্য... এবং মাস্টার রেগুলাসের বয়স ষোল বছর হলে তিনি ডার্ক লর্ডের সঙ্গে যোগ দেন। খুবই গর্বিত... খুবই গর্বিত এবং খুশি তাকে সেবা...

'এবং একদিন, তিনি যোগদানের এক বছর পর মাস্টার রেগুলাস নিচে কিচেনে নেমে এলেন ক্রেচারকে দেখতে। মাস্টার রেগুলাস ক্রেচারকে সবসময় ভালো জানতেন। মাস্টার রেগুলাস বললেন... বললেন'

বৃদ্ধ ভূতটি আরো জোরে দুলতে থাকল।

'তিনি বললেন ডার্ক লর্ডের একটি ভূতের দরকার।'

'ভোল্ডেমর্টের ভূতের দরকার পড়েছিল?' হ্যারি রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল। হ্যারিকে অবাক হতে দেখা গেল।

ক্রেচার বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, এবং মাস্টার রেগুলাস ক্রেচারের তদারকি করতেন। মাস্টার রেগুলাস বলেছিলেন, এটা গর্বের বিষয়। এটা তার এবং ক্রেচার

দু'জনের জন্যই ছিল গর্বের বিষয়। ডার্ক লর্ড যা-ই বলতেন সেটা নিশ্চিতভাবেই তিনি পালন করতেন...তারপর ঘরে ফিরতেন।'

ক্রেচার আরো জোরে নড়তে থাকল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস আরো ঘন হয়ে উঠল।

'এরপর ক্রেচার ডার্ক লর্ডের কাছে চলে গেল। ডার্ক লর্ড ক্রেচারকে কিছুই বললেন না কি করবেন সে বিষয়ে। তিনি ক্রেচারকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে একটি গুহায় গেলেন। এবং সেই গুহার পরে আরেকটি বড় গোপন গুহাপথ ছিল। সেই গুহাপথের ভেতর ছিল একটি বিশাল কালো লেক...'

হ্যারির মাথার পেছনের ঘারের কাছের চুলগুলো শক্ত হয়ে গেল। মনে হলো ক্রেচারের কণ্ঠস্বর কালো জলের ভেতর থেকে উঠে আসছে। হ্যারি এত পরিষ্কারভাবে সবকিছু বুঝতে পারল যেন সে নিজে উপস্থিত ছিল।

'....সেখানে ছিল একটি নৌকা...'

হ্যাঁ, অবশ্যই একটি নৌকা ছিল। হ্যারি সে নৌকাটি চেনে। একটি ছোট ভুতুরে সবুজ রঙের নৌকা। এমনভাবে নৌকাটিকে মন্ত্র দিয়ে রাখা যে একজন মাত্র যাদুকরকে নিয়ে বা একজন শিকারকে দ্বীপের মাঝখানের ছোট সেন্টারে নিয়ে যেতে পারে। সে কারণেই ঘরের ভুতের মত একটি প্রাণীকে ব্যবহার করে ভোল্ডেমর্ট হরক্রুক্সের চারদিকে প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করেছে...

'ছোট আইল্যান্ডটিতে একটি বেসিন পূর্ণ ছিল পোশন দিয়ে। ডার্ক লর্ড সেই পোশন ক্রেচারকে খেতে বাধ্য করেছে...'

সে কথা চিন্তা করে ভয়ে ক্রেচারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

ক্রেচার বলতে থাকল,' ক্রেচার সে পোশন পান করেছে। সেই পোশন পান করার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। ক্রেচারের ভেতরটা পুড়তে শুরু করল... ক্রেচার চিৎকার করে তার মাস্টার রেগুলাসকে ডাকতে থাকল তাকে রক্ষা করার জন্য। তার মিস্ট্রেস ব্ল্যাকের জন্য সে কাঁদতে থাকল। কিন্তু ডার্ক লর্ড শুধু হাসতে থাকল......ডার্ক লর্ড সবটুকু পোশন তাকে পান করতে বাধ্য করল...সে একটি লকেট খালি বেসিনের ভেতর ফেলে দিল....সে আবার বেসিনটি পোশন দিয়ে ভরে দিল........তারপর ডার্ক লর্ড ক্রেচারকে ওই ছোট দ্বীপে রেখে নৌকা চালিয়ে চলে গেল....'

হ্যারি ঘটনাটি অনুধাবন করল। হ্যারি দেখেছে ভোল্ডেমর্টের সাদা সাপের মতো মুখটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিষ্ঠুর লাল চোখ দুটি তাকিয়ে আছে ছুড়ে দেয়া ভুতটির দিকে। ভুতটির মৃত্যু হতে পারত কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ভুতটি পোশনের জ্বালাপোড়ার কারণে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে...হ্যারি এর পরের দৃশ্য আর কল্পনায় দেখতে পেল না। সে দেখতে পেল না যে ক্রেচার কী করে রক্ষা পেল।

ক্রেচার বলতে থাকল, 'ক্রেচারের পানির প্রচণ্ড তৃষ্ণা হলো। সে হামাগুড়ি দিয়ে দ্বীপের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল এবং কালো লেকের থেকে যে-ই পানি তুলে মুখে দিল...অমনি পানির ভেতর থেকে মৃত হাতগুলো বের হয়ে এসে তাকে পানির তলে নিয়ে গেল....'

'তুমি রক্ষা পেলে কী করে,' হ্যারি জানতে চাইল। হ্যারির নিজের কাছেই নিজের গলা ফিসফিস শোনা গেলেও সে অবাক হলো না।

ক্রেচার কুৎসিত মাথাটা তুলল এবং রক্তলাল চোখ দুটো বিস্তৃত করে হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'প্রভু রেগুলাস ক্রেচারকে ফিরে আসতে বলেছেন।'

'আমি জানি, কিন্তু তুমি ভয়ানক জায়গা থেকে রক্ষা পেলে কীভাবে?' ক্রেচার বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

ক্রেচার আবার বলল, 'প্রভু রেগুলাস ক্রেচারকে ফিরে আসতে বলেছেন।'

'আমি সেটা জানি-'

রন বলল, বুঝতে পেরেছি, বিষয়টি পরিষ্কার, সে অদৃশ্য হয়ে গেছে!'

হ্যারি বলল, 'কিন্তু তুমি গুহা থেকে ইচ্ছা করলেই ঢুকতে বা বের হতে পারবে না। অন্যথায় ডাম্বলডোর-'

রন জানতে চাইল, ভুতদের ম্যাজিক এবং উইজার্ডদের ম্যাজিক এক রকম নয়, তাই না? আমি বলতে চাচ্ছি, ওরা ইচ্ছা করলে দৃশ্যমান হতে পারে আবার অদৃশ্য হতে পারে যা আমরা পারি না।'

সবাই চুপচাপ। হ্যারি রনের কথা অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। ভোল্ডেমর্টের কি এত বড় ভুল করার কথা? হ্যারি যখন এ নিয়ে ভাবতে থাকল তখন হারমিয়ন কথা বলে উঠল। তার গলার স্বর বরফ শীতল মনে হলো।

'অবশ্যই ভোল্ডেমর্ট তার চিন্তার চেয়ে ঘরের ভুতদেরকে কম গুরুত্ব দিয়েছে, ঠিক যেমন পিওর ব্লাডরা ঘরের ভুতদেরকে জন্তু মনে করে তেমনি। তার কাছে কখনোই মনে হয়নি যে ওরা এমন কোনো যাদু জানে যা তার নিজের জানা নেই।'

ক্রেচার বলল, 'ঘরের ভুতদের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ হলো তার প্রভুর কথা শোনা। ক্রেচারকে বলা হয়েছে চলে আসতে, তাই ক্রেচার চলে এসেছে...'

হারময়িন নরম সুরে বলল, 'তাহলে তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি তাই করেছ, ঠিক না? তুমি তোমার প্রভুর আদেশ মোটেও অমান্য করনি!'

ক্রেচার মাথা দোলালো। সে আগের চেয়ে আরো জোরে দুলতে থাকল।

হ্যারি বলল, 'তুমি ফিরে আসার পর কী হলো? তুমি ঘটনা খুলে বলার পর রেগুলাস কী বলেছিল?'

'প্রভু রেগুলাস ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন,' ক্রেচার বলতে থাকল। 'প্রভু রেগুলাস ক্রেচারকে লুকিয়ে থাকতে বললেন। এবং ঘর থেকে বের হতে নিষেধ

করলেন। এরপর...বেশ কয়েকদির পর একরাতে প্রভু রেগুলাস অস্থির হয়ে ক্রেচারকে তার আলমারিতে খুঁজতে এলেন। ক্রেচারকে পেয়ে বললেন তাকে সেই গুহায় নিয়ে যেতে যেখানে ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে ক্রেচার গিয়েছিল...'

এরপর তারা রওয়ানা হলো। হ্যারি দৃশ্যগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। একটি বৃদ্ধ ভুত এবং হালকা পাতলা ডার্ক সিকার যাকে দেখলে সিরিয়ুস বলে মনে হয়.... ক্রেচার জানত কীভাবে গুহার ভিতরের গোপন গুহাপথটির বন্ধ দরোজা খুলতে হয়, সে জানত নৌকাটি তুলতে হবে। এবার তার প্রিয় রেগুলাস তার সঙ্গে নৌকায় যাচ্ছে দ্বীপের বেসিনে রাখা পোশনের দিকে....

'তিনিও কি তোমাকে পোশন পান করতে বললেন?' হ্যারি বিরক্তির সঙ্গে বলল।

ক্রেচার মাথা নেড়ে কাঁদতে থাকল। হরমিয়ন মুখের উপর হাত তুলে এনেছে। সে একটা কিছু ধারণা করে নিয়েছে।

'মাস্টার রেগুলাস ভোল্ডেমর্টের লকেটার মতোই একটা লকেট পকেট থেকে বের করলেন,' ক্রেচার বলতে থাকল। তার লম্বা, সরু নাকের দু'পাশ দিয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। 'এবং তিনি সেটি ক্রেচারের হাতে দিয়ে বললেন বেসিনটি খালি হলে লকেটটি তার ভেতর ফেলে দিতে....'

ক্রেচারের কান্না বেড়ে গেল। হ্যারি আরো মনোযোগ দিয়ে তার কথা বুঝতে চেষ্টা করল।

'এবং তিনি আদেশ দিলেন ক্রেচারকে......তাকে ছাড়াই ফিরে যেতে। তিনি ক্রেচারকে বললেন– ঘরে ফিরে যেতে এবং কখনো যেন এ কথা মিস্ট্রেসকে না বলি– তিনি যা করেছেন– প্রথম লকেটটি ধ্বংস করার জন্য। তিনি পান করলেন, সবটুকু পোশন পান করলেন- ক্রেচার লকেট বদল করল-এবং দেখতে থাকল– প্রভু রেগুলাসকে পানির ভেতরে টেনে নিয়ে গেল এবং...'

'ক্রেচার!' হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। সে কাঁদছে। হাঁটু গেড়ে হারমিয়ন ঘরের ভুতটির পাশে বসল, ওকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেচার পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালো এবং লাফ দিয়ে পেছনের দিকে সরে গেল। সরাসরি হারমিয়নকে প্রত্যাখ্যান করল।

ক্রেচার বলল, 'মাডব্লাড ক্রেচারকে ছুঁয়ে দেবে, এটা ক্রেচার মেনে নেবে না– তার মিস্ট্রেস কি বলবে?'

রাগত স্বরে হ্যারি বলল, 'আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছি তাকে মাডব্লাড না বলতে!' কিন্তু ততক্ষণে ভুতটি নিজেই এ অপরাধের জন্য নিজেকে সাজা দিতে শুরু করেছে। সে মেঝের উপর পড়ে নিজের কপাল মেঝেতে ঠুকতে লাগল।

হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'ওকে থামাও! ওকে থামাও! তুমি দেখতে পাচ্ছ

ও কতটা অসুস্থ, আদেশ পালন করার ধরণ দেখেছ?'

হ্যারি উঁচুস্বরে বলল,' ক্রেচার! থামো, থামো!'

ঘরের ভুতটি মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। সে হাপাচ্ছে এবং সারা শরীর তার কাঁপছে। নাকের চারদিকে সবুজ ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ বের হয়ে এসেছে। শীর্ণ কাপালের যে জায়গাটা মেঝেতে ঠুকেছে সে জায়গায় ইতিমধ্যেই একটি দাগ বসে গেছে। হ্যারি এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য কখনো দেখেনি।

হ্যারি প্রকৃত ঘটনা জানতে দৃঢ় হয়ে আছে। সে অমন দুঃখজনক অবস্থায়ও জানতে চাইল, 'তাহলে তুমি লকেটটি নিয়ে এসেছ? এবং সেটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছ?'

ক্রেচার ওটার কিছুই করতে পারেনি। ক্ষোভের সঙ্গে ক্রেচার বলল। 'যত রকমের উপায় জানা আছে ক্রেচার সেই সব রকমের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। লকেটের ছোট বক্সটির উপর সব ধরনের স্পেল প্রয়োগ করা আছে। ক্রেচার নিশ্চিত ছিল যে ওটা ধ্বংস করতে বক্সটি খুলতে হবে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা খোলা গেল না। ক্রেচার নিজেকে শাস্তি দিল, সে আবার চেষ্টা করল, সে আবার চেষ্টা করল, আবার নিজেকে শাস্তি দিল। ক্রেচার আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হলো। সে ওই লকেটটি ধ্বংস করতে পারেনি! প্রভু রেগুলাস নিখোজ হওয়ার কারণে ক্রেচারের মিস্ট্রেস দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রেচার তাকে বলতে পারল না প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছে। কারণ মাস্টার রেগুলাস তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন গুহায় কী ঘটেছে তা পরিবারের কাউকে না বলতে....'

ক্রেচার এত বেশি ফোঁপাতে লাগল যে আর কোনো পরিপূর্ণ বাক্য সে বলতে পারল না। হারমিয়ন ক্রেচারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছে। কিন্তু সে আর ক্রেচারকে ছোঁয়ার সাহস পেল না। এমনকি রন, যার ক্রেচারের জন্য বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই তাকেও বিমর্ষ মনে হলো। হ্যারি পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে বসল এবং মাথা ঝাঁকি দিয়ে বিষয়টি মাথা থেকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করলো।

অবশেষে হ্যারি বলল, 'আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না ক্রেচার, ভোল্ডেমর্ট তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে, ভোল্ডেমর্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে রেগুলাস মারা গেছেন। তারপরও তুমি ভোল্ডেমর্টের পক্ষ হয়ে সিরিয়ুসের সঙ্গে বেঈমানি করে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছ? তুমি নির্দ্বিধায় নারসিসা এবং বেলাট্রিক্সের কাছে গিয়েছ এবং তাঁদের মাধ্যমে ভোল্ডেমর্টের কাছে তথ্য প্রদান করেছ...'

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, ক্রেচার বিষয়টিকে সেভাবে দেখেনি,' 'সে হলো শুধুমাত্র একজন দাস। ঘরের ভুতরা খারাপ, এমনকি নিষ্ঠুর আচরণ পেয়ে থাকে।

ভোল্ডেমর্ট ক্রেচারের সঙ্গে যা করেছে তা খুব একটা ব্যতিক্রম কিছু নয়। ক্রেচারের মতো ঘরের ভুতকে উইজার্ড যোদ্ধারা কীভাবে দেখে? ওকে যারা ভালো জানে তাদের প্রতি ও ভীষণ অনুগত। মিসেস ব্ল্যাক এবং রেগুলাস অবশ্যই তাকে ভালো জানত। সুতরাং ক্রেচার মন দিয়ে তাদের একই রকম সেবা করেছে, তাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছে।' হ্যারি প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে চাইল। হারমিয়ন বলল, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। তুমি বলবে যে রেগুলাস তার মনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কিন্তু সেটা তো রেগুলাস ক্রেচারকে জানিয়েছে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা আমি বুঝতে পেরেছি কেন ক্রেচার এবং ব্যাক পরিবার নিরাপদে থেকেছে– যদি তারা পুরনো পিওর ব্লাড লাইনের হয়ে থাকে। রেগুলাস তাদেরকে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করেছেন।'

'সিরিয়ুস-'

'সিরিয়ুস ওর প্রতি ভীষণ নাখোশ ছিল। বিষয়টি মোটেই সুখের ছিল না। তুমি এর সত্যতা সম্পর্কে জানো। সিরিয়ুস যখন এখানে থাকতে এসেছেন তখন ক্রেচার দীর্ঘ সময়ের জন্য একা হয়ে গিয়েছিল। সে একটু ভালোবাসার জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত সিরিয়ুস চলে যাওয়ার পর মিস সিজি এবং মিস বেলা ক্রেচারের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন। তাই সে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে এবং তারা যা জানতে চেয়েছেন তা ও যতটা জানত সব বলে দিয়েছে। আমি সবসময় বলে আসছি উইজার্ডরা ঘরের ভুতদের সঙ্গে যেমন আচরণ করবে ঠিক তেমনি ফল পাবে। এই দেখ ভোল্ডেমর্ট-সিরিয়ুসও তাই করেছেন।'

হ্যারির মুখে কোনো ভাষা নেই। সে মেঝেতে পড়ে ফুপিয়ে কান্না করতে থাকা ক্রেচারের দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে পড়ল ডাম্বলডোর হ্যারিকে কী বলেছিলেন। সিরিয়াসের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর ডাম্বলডোর বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না যে সিরিয়ুস কখনো ক্রেচারকে মানুষের মতো বুদ্ধি আছে ভেবে সহানুভূতির চোখে দেখেছে...'

কিছুক্ষণ পর হ্যারি বলল, 'ক্রেচার, পারলে তুমি দয়া করে উঠে বসো।'

ক্রেচার কয়েক মিনিট ডুকরে কঁদে নীরব হলো। তারপর আবার নিজে পেছনের দিকে সরে ঠিক হয়ে বসল। হাতের আঙুলগুলো উল্টো পিঠ দিয়ে ঠিক একটি ছোট শিশুর মতো চোখ মুছতে থাকল।

হ্যারি বলল, ' ক্রেচার, আমি তোমাকে একটা কাজ করতে বলব।'

হ্যারি হারমিয়নের দিকে সাহায্যের জন্য তাকালো। হ্যারি খুব বিনয়ের সঙ্গে ওকে আদেশটা দিতে চাইল। কিন্তু একই সঙ্গে এটা যে কোনো আদেশ নয় সে ভাবটা নিজের ভেতর আনতে পারল না। হারমিয়ন হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি দিল।

'ক্রেচার, আমি চাই তুমি গিয়ে মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচারকে খুঁজে নিয়ে আসো। আমাদের বের করা দরকার যে লকেটটা কোথায় আছে, মাস্টার রেগুলাসের লকেটটি কোথায়। এটা খুঁজে বের করা সত্যিই খুব জরুরি। মাস্টার রেগুলাস যে কাজ শুরু করেছিলেন আমরা সেটা শেষ করতে চাই। আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই যে তিনি একেবারে বৃথা মারা যাননি।'

ক্রেচার হাত দুটো নামালো এবং হ্যারির দিকে মুখ তুলে তাকালো।

বিড়বিড় করে বলল, 'মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচারকে খুঁজে বের করতে হবে?'

হ্যারি বলল, 'তাকে এখানে, এই গ্রিমোল্ড প্লেসে নিয়ে আসবে। আমাদের জন্য কাজটি করতে পারবে না?'

ক্রেচার মাথা দোলালো এবং উঠে দাঁড়াল। এতে হ্যারি হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেল। সে হ্যাগ্রিডের পার্সটি বের করে সেটা থেকে একটি নকল হরক্রুক্স এবং অন্য একটি লকেট বের করল যেটির ভিতরে ভোল্ডেমর্টের জন্য রেগুলাস কিছু নোট রেখেছিলেন।

হ্যারি সেগুলো ক্রেচারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ক্রেচার, আমি এগুলো তোমাকে দিচ্ছি। এগুলো রেগুলাসের ছিল। আমি নিশ্চিত তিনিও এগুলো তোমাকে দিতেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ। তুমি যা করেছ-'

ঘরের ভুতটি লকেটটার দিকে একবার তাকালো। তারপর গভীর বেদনায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আবার মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

'বাড়াবাড়ি হচ্ছে,' রন বলল।

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল ক্রেচারকে শান্ত করতে। ব্ল্যাক পরিবারের ঐতিহ্যবহনকারী মূল্যবান সামগ্রী উপহার পেয়ে ক্রেচার এতটাই অভিভূত হলো যে নিজের পায়ে ভর করে সে দাঁড়াতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত যখন কোনোক্রমে কয়েক পা আগালো তখন হ্যারিরা তিনজনই তার সঙ্গে আলমিরার দিকে পা বাড়ালো। ক্রেচার যত্ন করে লকেটটি তার নোংরা কম্বলটির ভেতর গুঁজে রাখল। ক্রেচারকে ওরা আশ্বস্ত করল যে সে বাইরে থাকতে লকেটটি তারা নিরাপদে রাখবে। ক্রেচার হ্যারি এবং রনের দিকে ফিরে মাথা নামিয়ে বো করল। হারমিয়নের দিকে ফিরে এমন একটা ভঙ্গী করল যাতে বোঝা গেল সে হারমিয়নকে সম্মান জানিয়ে স্যালুট করছে। তারপর ক্র্যাক শব্দ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যায়-১১

ঘুষ

হ্যারি ভাবল, ক্রেচার যদি ইনফেরি দিয়ে পরিপূর্ণ লেক থেকে বেঁচে আসতে পারে তাহলে মুন্ডুঙ্গুসকে ধরে আনাও তার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। এই চিন্তা থেকেই হ্যারি সারা সকাল অপেক্ষা করতে থাকল। ভাবল এই তো ক্রেচার এসে পড়বে। কিন্তু সকাল পার হয়ে গেল । সকাল পার হয়ে দুপুর হলো কিন্তু ক্রেচারের দেখা নেই। সন্ধ্যা নেমে এলে হ্যারি উদ্বিগ্ন হলো এবং হতাশায় ভুগতে থাকল। রাতের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে, সেই খাবারের ওপর হারমিয়ন নানা বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছে। তাতেও হ্যারির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হল না।

পরদিনও ক্রেচার ফিরে এলো না। তার পরের দিনও না। কিন্তু ১২ নম্বর বাড়িটির বাইরের চত্বরে আলখাল্লা গায়ে দু'জনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। সারারাত তারা সেখানে এক রকম পাহারায় রইল। বাড়ির দিকে তারা এমনভাবে তাকালো যেন তারা বাড়িটি দেখতে পায়নি।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়র ড্রইং রুমের জানালা দিয়ে ওদেরকে দেখল। রন বলল, 'অবশ্যই ওরা ডেথ-ইটার।'

হারমিয়নকে আতঙ্কিত দেখা গেল। তারপরও সে বলল, 'আমার তা মনে হয়

না। অথবা এমন হতে পারে তারা স্নেইপকে আমাদের পিছু নিতে পাঠিয়েছে। ঘটনাটা এমন হতে পারে না?'

রন বলল, তোমার কি মনে মনে হয় যে সে এখানে এসেছে, এবং মুডির কাসের্র ফলে তার মুখ বন্ধ?'

হারমিয়ন বলল, 'হ্যাঁ, তা না হলে স্নেইপ বলতে পারত এখানে কীভাবে প্রবেশ করতে হয়, তাই না? কিন্তু সম্ভবত ওরা লক্ষ্য রাখছে আমাদেরকে এখানে দেখা যায় কি-না। ওরা ভালো করেই জানে এই বাড়িটি এখন হ্যারির।'

'তা কীভাবে জানবে?' হ্যারি বলতে শুরু করল।

উইজার্ডিং দলিলগুলো মিনিস্ট্রিতে পরীক্ষা করা হয়েছে, মনে আছে?' ওরা ভালো করেই জানে সিরিয়ুস এই বাড়িটি তোমাকে দলিল করে দিয়েছেন।'

বাইরে ডেথ-ইটারদের উপস্থিতির কারণে ঘরের ভেতর একটি ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হলো। মিসেস উইসলির পেট্রোনাস কথা বলার পর ওরা অন্য কোনো কণ্ঠের কথা এখানে শুনতে পায়নি। রনের একটি বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে যা বিরক্তিকর। বারবার সে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ডেলুমিনেটর চেপে খেলা করতে থাকে। ক্রেচারের জন্য অপেক্ষা করাটা দূরে সরিয়ে রাখার জন্য হারমিয়ন দ্য টেল্স অফ বিডল দ্য বার্ড পড়ছে। রনের ওই খেলার কারণে বারবার লাইট বন্ধ হওয়া এবং জ্বলে ওঠা হারমিয়ন পছন্দ করছে না।

ক্রেচারের অনুপস্থিতির তৃতীয় সন্ধ্যায় রনের ওই অভ্যাসের কারণে ড্রইং রুমের বাতি নিভে যাওয়ায় হারমিয়ন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কী থামবে!'

'সরি! সরি!,' রন ডেলুমিনেটরে চাপ দিয়ে লাইট অন করে বলল, 'আমার মনে থাকে না যে আমি এই কাজটি করছি!'

'তুমি অন্য কোনো ভালো কাজে মন দিতে পারো?'

'কী, বাচ্চাদের গল্প পড়ব?'

'রন, ডাম্বলডোর এই বইটি আমাকে দিয়েছেন,'

'আর তিনি আমাকে এই ডেলুমিনেটর দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এটাই তাহলে সারাক্ষণ আমার ব্যবহার করা উচিত!'

এই তর্কের ভিতরে থাকতে না পেরে হ্যারি ওদের দু'জনের অলক্ষ্যে আস্তে করে ঘর থেকে কেটে পড়ল। সিঁড়িতে নেমে সে নিচের কিচেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। হ্যারি ভালো করেই জানে ক্রেচার ফিরে ওখানেই আসবে। হলরুমে যাওয়ার পথে অর্ধেক সিড়ি পার হতেই সে সামনের দরোজায় ক্লিক করে ধাতব একটি শব্দ শুনতে পেল এবং চেইন টানার শব্দ পাওয়া গেল।

হ্যারির প্রতিটি নার্ভ শক্ত হয়ে গেল। টান দিয়ে সে তার যাদুদন্ডটি বের করল। নিঃশব্দে সে অন্ধকারের দিকে ঘরের ভুতদের ছিন্ন মাথা যেখানে রয়েছে

তার কাছাকাছি সরে এলো এবং অপেক্ষা করতে থাকল। দেখল, আস্তে করে দরোজা খুলে যাচ্ছে। সে অল্প সময়ের জন্য দরোজা দিয়ে বাইরের উঠোনের আলো দেখতে পেল দরোজা দিয়ে একটি আলখাল্লা পড়া শরীর প্রবেশ করল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করা লোকটি তার পেছনে দরোজাটি বন্ধ করে দিল। অনুপ্রবেশকারী কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো এবং মুডির গলায় ডেকে উঠল, 'সেভেরাস স্নেইপ?' ঠিক তখনই হলের এক প্রান্ত থেকে ধুলোর শরীর জেগে উঠল এবং তার দিকে ছুটে গেল। ধুলোর শরীর মৃত হাত দুটো উপরে তুলে আছে।

একটি শান্ত কণ্ঠ বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিনি অ্যালবাস।'

ধুলো শরীরের অশুভ ভাব চলে গেল এবং শরীরটি আবার বিস্ফোরিত হলো। ধুসর ঘন ধুলোর মেঘে অনুপ্রবেশকারীকে চেনা অসম্ভব হয়ে গেল।

হ্যারি তার মধ্যেই যাদুদণ্ডটি তাক করল।

বলল, 'ডোন্ট মুভ!'

মিসেস ব্ল্যাকের ছবিটির কথা তার একেবারেই মনে ছিল না। হ্যারির চিৎকারে ব্ল্যাকের গোপন পর্দাটি খুলে গেল। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকলেন, 'মাডব্লাড! নোংরা, আমার বাড়িটির অসম্মান করছিস-'

রন এবং হারমিয়ন হ্যারির পেছনে ছুটে এসেছে। ওরাও হ্যারির মতো যাদুদণ্ড তাক করে আছে। অজানা লোকটি তখন হাত উঁচু করে নিচে হলরুমের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

'থামো, ফায়ার ছুড়ো না, আমি, আমি রেমুস!'

'ওহ গুডনেস!' হারমিয়ন দুর্বল কণ্ঠে বলল। সে যাদুদণ্ডটি সরিয়ে নিয়ে মিসেস ব্ল্যাকের পোট্রেইটের দিকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে পোট্রেইটের পর্দাটি বন্ধ হয়ে গেল এবং মিসেস ব্ল্যাকের চেঁচামেচি থেমে গেল। রনও তার যাদুদণ্ডটি নামিয়ে ফেলল। কিন্তু হ্যারি তার যাদুদণ্ডটি তাক করেই থাকল।

'নিজেকে প্রমাণ করো!' সে উঁচু স্বরে বলল।

লুপিন আলোর দিকে এগিয়ে এলেন। তখনো তার হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে উপরে তুলে আছেন।

'আমি রেমুস জন লুপিন। ওয়ারওল্ফ। কখনো কখনো আমাকে মুনিও বলা হয়। মারাউডারস ম্যাপের চারজন আবিষ্কর্তার আমি একজন। নিমফাডোরাকে বিয়ে করেছি। নিম্ফাডোরাকে সাধারণত টঙ্কস নামে ডাকা হয়। এবং আমিই তোমাদের শিখিয়েছি কী করে প্যাট্রোনাস বানাতে হয়, হ্যারি। প্যাট্রোনাস পুরুষ হরিণের রূপ ধারণ করে থাকে।'

হ্যারি হাতের দণ্ডটি নামিয়ে ফেলল। বলল, 'ওহ, অল রাইট। কিন্তু আমার তো চেক করাটাই উচিত, তাই না?'

'তুমি কথা বলছ তোমার সাবেক ডিফেন্স অ্যাগেইনস্ট দ্য ডার্ক আর্টের শিক্ষকের মতো। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে তোমার চেক করাটাই উচিত। রন এবং হারমিয়ন, তোমাদের এত তাড়াতাড়ি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে যাদুদণ্ড নামিয়ে ফেলা উচিত নয়।'

ওরা তিনজনই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তার দিকে নেমে এলো। তিনি গায়ে দিয়েছেন একটি মোটা কাপড়ের ভ্রমণে যাবার আলখাল্লা। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু বোঝা গেল ওদের দেখে তিনি খুশি হয়েছেন।

তিনি জানতে চাইলেন, 'সেভেরাসের কোনো খবর নেই, তাই না?'

হ্যারি বলল, 'না। ওদিকে কি অবস্থা চলছে? সবাই ঠিকঠাক আছে?'

লুপিন বললেন,'হ্যা, কিন্তু আমাদের সবার দিকে দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। এখানে বাইরের চত্বরে কয়েকটি ডেথ-ইটার রয়েছে'

'আমরা জানি।'

'সামনের দরোজার উপরের সিঁড়িতে আমাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অ্যাপারেট করতে হয়েছে যাতে ওরা না দেখে ফেলে। ওদের জানার কথা নয় যে তোমরা এখানে আছ। আমি নিশ্চিত যে ওদের আরো লোক আশেপাশে আছে। হ্যারি, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব জায়গায় ওরা জড়ো হয়েছে। চলো নিচে যাই, অনেক কথা বলার আছে। আমি জানতে চাই বারোর বাড়ি থেকে তোমরা চলে আসবার পর কি কি ঘটেছে।'

ওরা সবাই কিচেনে নেমে এলো। হারমিয়ন ফায়ার প্লেসের চুল্লির দিকে যাদুদণ্ড তাক করল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল। পাথরের দেয়ালের কারণে ফায়ার প্লেসের আলো একটা আভা হয়ে রইল এবং সামনে কাঠের লম্বা টেবিলটার ওপর আগুনের আলো চিকচিক করতে থাকল। লুপিন তার ভ্রমনে বের হওয়ার আলখাল্লার ভেতর থেকে কয়েকটি বাটারবিয়ার বের করলেন এবং সবাই টেবিল ঘিরে বসে পড়ল।

'আরো তিনদিন আগেই আমি এখানে আসতে পারতাম, কিন্তু ডেথ ইটারদের ঝামেলা ঝেরে ফেলে আসতে হয়েছে।' লুপিন বললেন। 'তোমরা কী বিয়ে বাড়ি থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছ?'

হ্যারি বলল, 'না, টোটেনহ্যাম কোর্ট রোডে একটি কফি হাউসে দুটি ডেথ-ইটারকে শেষ করে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।'

লুপিন ফস করে মুখ থেকে অধিকাংশ বাটারবিয়ার সামনে ফেলে দিলেন।

'কী?'

ওরা কী ঘটেছিল তা পুরোপুরি বর্ণনা করল। ওদের কথা শেষ হলে লুপিনকে উদ্বিগ্ন দেখা গেল।

'কিন্তু ডেথ-ইটাররা তোমাদের এত দ্রুত খুঁজে বের করল কীভাবে? কেউ অ্যাপারেট করলে তো তার পিছু নেয়া অসম্ভব- যদি তারা অদৃশ্য হওয়ার সময় তাদেরকে টেনে না ধরে!'

হ্যারি বলল, 'মনে হয় না যে ওরা টোটেনহাম কোর্ট রোড দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাই কি মনে হয়?'

হারমিয়ন ইতস্তত করে বলল, 'আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম এখনো হ্যারির ওপর ট্রেস আছে কি-না?'

লুপিন বললেন,'অসম্ভব।'

তার কথা শুনে রনকে মনে হলো স্বস্তি পেয়েছে। হ্যারিও আশ্বস্ত হলো।

লুপিন বললেন, 'অন্য কথা বাদ দাও, হ্যারির ওপর যদি ট্রেস থাকতই তাহলে ওরা সর্বাগ্রে জেনে যেত যে হ্যারি এখানে- এই বাড়িটায় আছে। তারা জানত না? কিন্তু আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না, সেটা হলো টোটেনহাম কোর্ট রোডে ওরা আবিষ্কার করল কীভাবে? এটা খুবই চিন্তার বিয়য়, খুই উদ্বেগজনক।'

লুপিনকে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই বলে মনে হলো। কিন্তু হ্যারি যতক্ষণ স্বস্তি বোধ না করছে ততক্ষণ তো প্রশ্ন আসতে থাকবে।

'আমরা চলে আসার পর কী হলো একুট খুলে বলেন তো, রনের ড্যাডের মুখে 'পরিবারের সবাই নিরপদ আছে'- এ কথা শোনার পর থেকে আমরা আর কারো মুখে কিছু শুনিনি।'

লুপিন বললেন, 'কিংসলে আমাদের রক্ষা করেছে। সতর্ক করার জন্য তাকে ধন্যবাদ। তার সতর্ক করার কারণেই ওরা নেমে আসার আগে বিয়ে বাড়ির অতিথিদের অধিকাংশই সরে পড়তে পেরেছিল।'

হারমিয়ন জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি ডেথ-ইটার, নাকি মিনিস্ট্রির লোকজন?'

'মিশ্রন ছিল। মিনিস্ট্রির যারা ছিল এবং ডেথ-ইটারদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য একই ছিল। ওরা সবাই মিলে ছিল প্রায় এক ডজনের মতো। কিন্তু ওরা জানতো না যে তুমি সেখানে আছ, হ্যারি। আর্থার একটি কথা শুনছে যে ওরা স্ক্রিমগিয়রকে মেরে ফেলার আগে তোমার খোঁজ জানার জন্য তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল। কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে স্ক্রিমগিয়র তোমার সঙ্গে বেঈমানি করেনি।'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়নের দিকে ফিরে তাকালো। কৃতজ্ঞতা বোধ ও আঘাত পাওয়ার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেল। হ্যারি কখনোই স্ক্রিমগিয়রকে খুব বেশি পছন্দ করত না। কিন্তু লুপিন যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে শেষ পর্যন্ত লোকটি হ্যারিকে রক্ষার চেষ্টাই করেছে।

লুপিন বলতে থাকলেন, 'ডেথ-ইটাররা বরোর বাড়িটির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত

সর্বত্র তল্লাশি চালিয়েছে। ওরা বাড়িতে পিশাচটিকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু খুব কাছে যায়নি। এরপর আমরা যারা কয়েক ঘণ্টা ধরে সেখানে ছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ওরা তোমার তথ্য জানতে চেষ্টা করেছে হ্যারি। কিন্তু অবশ্যই অর্ডার ছাড়া আর কেউ জানতো না যে তুমি সেখানে ছিলে।'

কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি আবার দ্রুত বললেন, 'একই সঙ্গে পাশাপাশি ওরা বিয়ের সবকিছু ভেঙে-চুড়ে দিয়েছে। অর্ডারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন দেশব্যাপী সব বাড়িতে ডেথ-ইটাররা হামলা চালিয়েছে। অবশ্য এতে কেউ মারা যায়নি। কিন্তু ওরা ছিল খুবই উদ্ধত। ওরা ডেডালুস ডিগলের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ডেডালুস যে সেখানে ছিলেন না সেটা তো তোমরা জানো। এবং ওরা টঙ্কসের পরিবারের ওপর ক্রুসিয়াটাস কার্স প্রয়োগ করেছে। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছে যে তুমি তাদের ওখান থেকে দেখা করে কোথায় গিয়েছ। ওরা সবাই ঠিক আছে, কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। সবাই একটু ধাক্কা খেয়েছে– এই আর কি।'

'ডেথ-ইটাররা কি সব ধরনের সুরক্ষা করার চার্ম ভেঙে ফেলেছে?' হ্যারি জানতে চাইল। তার মনে পড়ল যে রাতে সে টঙ্কসের বাবা-মায়ের বাড়ির বাগানে ক্রাশ করেছিল তখন এই চার্ম কতটা কার্যকর ছিল।

লুপিন বললেন, 'তোমাকে বুঝতে হবে হ্যারি, ডেথ-ইটাররা এখন মিনিস্ট্রির পুরো শক্তি পেয়ে গেছে। ওরা এখন ক্ষমতা পেয়েছে নিষ্ঠুর সব স্পেল ব্যবহার করার। তাদের এখন পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার বা গ্রেফতার হওয়ার ভয় নেই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে যে সুরক্ষাকারী স্পেলগুলো বেছে নিয়েছি সেগুলো ভেদ করে ওরা ঢুকে পড়েছে। এবং ওরা যা করছে তা প্রকাশ্যেই করছে। গোপন করার চেষ্টা করেনি। করবেই বা কেন, মিনিষ্ট্রি এখন তাদের হাতে।'

হারমিয়নের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনা গেল। সে জানতে চাইল, 'হ্যারির কাছের লোককে সকলের সামনে নির্যাতন করার সময় ওরা কোনো কেনো কিছু বলেছে?'

লুপিন একটু ইতস্তত করলেন। তারপর ডেইলি প্রফেটের একটি ভাঁজ করা কপি টেনে বের করলেন, 'দেখ, এই যে।'

তিনি সেটি টেবিলের উপর হ্যারির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আজ হোক কাল হোক তোমরা জানতে পারবে। দেখ, তোমার পিছু নেয়ার জন্য ওরা কতটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছে।'

হ্যারি পত্রিকাটির ভাঁজ খুলল। সামনের পাতায় হ্যারির একটি বিশাল ছবি প্রায় পুরো পাতা জুড়ে। সে সংবাদের শিরোনামটি পড়ল-

ডাম্বলডোরের মৃত্যুর ব্যাপারে
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওয়ান্টেড ব্যক্তি

রন এবং হারমিয়ন ক্ষেপে গিয়ে চেচামেচি শুরু করে দিল। কিন্তু হ্যারি কোনো উচ্চবাচ্য করল না। সে ঠেলে সংবাদপত্রটি দূরে সরিয়ে দিল। ভিতরে কি লিখা আছে তা আর পড়ার আগ্রহ বোধ করল না সে। ভালো করেই জানে ওর ভিতরে কি লেখা থাকতে পারে। রিটা স্কিটার ইতিমধ্যেই উইজার্ড ওয়ার্লডকে বলেছে, ডাম্বেলডোর পড়ে যাবার পর সেখান থেকে হ্যারিকে দৌড়াতে দেখা গেছে। আর কেউ না জানলেও যারা তখন সেখানে ছিল তারা জানে কে প্রকৃতপক্ষে ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছে।

লুপিন বলল, 'আমি দুঃখিত হ্যারি।'

হারমিয়ন প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে বলল, 'তাহলে ডেথ-ইটাররা ডেইলি প্রফেটও দখল করে নিয়েছে?'

লুপিন মাথা দোলালেন।

'কিন্তু মানুষ তো বুঝতে পারছে প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটছে?'

লুপিন বললেন, 'অভ্যুত্থানটি ছিল খুবই সুক্ষ্ম এবং নীরব। স্ক্রিমগিওরের হত্যার অফিসিয়াল বক্তব্য হলো, তিনি পদত্যাগ করেছেন; তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পিয়াস থিকনেস। পিয়াস থিকনেস ইমপেরিয়াস কার্সের অধীনে আছে।'

রন জানতে চাইল, 'ভোল্ডেমর্ট কেন নিজেকে ম্যাজিকের মিনিস্টার ঘোষণা করল না?'

লুপিন হাসলেন।

'তার সেটা দরকার পড়েনি রন। কার্যত সেই হলো আসল মন্ত্রী, তাহলে কেন সে মিনিস্ট্রির ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসবে?' থিকনেস হলো তার হাতের পুতুল। ভোল্ডেমর্টকে বাইরে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য মুক্ত রেখে সেই সব কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই অনেক লোকই ধারণা করছে যে ব্যাপারটি কী হয়েছে। শেষ কয়েকদিনে মিনিস্ট্রির নীতিমালায় নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। অনেকেই কানাঘুষা করছে যে এর পেছনে অবশ্যই ভোল্ডেমর্টের হাত আছে। কিন্তু এটাই লক্ষণীয় বিষয় যে তারা কানাঘুষা করছে। তারা একজন আঁরেকজনের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না, জানে না কাকে বিশ্বাস করা যায়। তারা মুখ ফুটে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। যদি তাদের সন্দেহ সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তাদের পরিবার টার্গেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভোল্ডেমর্ট সত্যিই একটি ধূর্ত চাল চেলেছে। নিজেকে মিনিস্টার

ঘোষণা করলে সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার ভয় ছিল। সে খোলসের ভিতর থেকে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ও ভয় সৃষ্টি করেছে।'

হ্যারি বলল, 'আর মিনিস্ট্রির এই নীতিমালা পরিবর্তন উইজার্ড ওয়ার্ল্ডকে ভোল্ডেমর্টের পরিবর্তে আমার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে।'

লুপিন বললেন, 'তা তো কিছুটা বটেই। এবং এটি একটি মহা কৌশল। ডাম্বলডোর এখন আর নেই। ভোল্ডেমর্টকে প্রতিরোধ করার মতো একমাত্র তুমিই বেঁচে আছ। এখন বৃদ্ধ হিরোর মৃত্যুতে তোমার হাত আছে এ কথা রটিয়ে ভোল্ডেমর্ট যে শুধু তোমার মাথার দাম ধার্য করেছে তাই নয়, যারা তোমার পক্ষ নিতে পারে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে মিনিস্ট্রি মাগল বর্নদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছে।'

লুপিন ডেইলি প্রফেটের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'দু' নাম্বার পাতায় দেখ।'

হারমিয়ন পত্রিকাটি নিয়ে সিক্রেট অব দি ডার্কেস্ট আর্টের খোলার মতোই অনাগ্রহের সঙ্গে পত্রিকার পাতা উল্টোলো।

সে জোরে জোরে পড়তে থাকল, 'মাগল বর্ন রেজিস্টার- দি মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক তথাকথিত মাগল বর্নদের ব্যাপারে একটি সার্ভে করবে। তারা কীভাবে ম্যাজিক্যাল সিক্রেটে অন্তর্ভুক্ত হলো সেটা বোঝার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

রন পড়তে থাকল, 'সম্প্রতি রহস্য উদ্ঘাটন বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ম্যাজিক কেবলমাত্র উইজার্ডদের মাধ্যমেই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে ট্রান্সফার হতে পারে। যদি কারো বংশে উইজার্ডের অস্তিত্ব না থেকে থাকে তাহলে ওই মাগল বর্নরা উইজার্ড পাওয়ার হয় চুরি করেছে অথবা জোর করে নিয়েছে।'

'এ ধরনের নিয়ম বহির্ভূত ম্যাজিক্যাল পাওয়ার ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করতে মিনিস্ট্রি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। সে কারণেই মিনিস্ট্রির নতুন রেজিস্ট্রেশন কমিশন সকল মাগল বর্নকে ইন্টারভিউর সম্মুখীন হতে আহ্বান জানিয়েছে।'

রন বলল, 'জনগণ এটা হতে দেবে না।'

লুপিন বললেন, 'হতে দেবে না কি, ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমরা যখন এখানে কথা বলছি তখন মাগল বর্নরা সাক্ষাতকারের জন্য রীতিমতো জড়ো হতে শুরু করেছে।'

রন বলল, 'কিন্তু কীভাবে ধারণা করা হয় যে তারা ম্যাজিক চুরি করেছে? এটা একটা অসুস্থ চিন্তা। যদি কেউ চুরি করে তাহলে তো সে স্কুইব কেউ করতে পারবে না? পারবে কি?'

লুপিন বললেন, 'আমি সেটা জানি, তারপরও তুমি যদি এখন প্রমাণ করতে না পার যে অন্তত একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উইজার্ড আছে তাহলে ধরে নেয়া হবে যে তুমি ম্যাজিক পাওয়া অবৈধভাবে পেয়েছ। এবং এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

রন হারমিয়নের দিকে তাকাল। তারপর বলল, যদি পিওর ব্লাড এবং হাফ ব্লাড কেউ একজন মাগল বর্নকে আত্মীয় বলে দাবি করে তাহলে? আমি সবাইকে বলব যে হারমিয়ন আমার চাচাতো বোন-'

হারমিয়ন রনের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে চেপে ধরল।

'ধন্যবাদ রন, কিন্তু আমি তোমাকে সেটা বলতে দেব না-'

রনও নিজের হাত দিয়ে হারমিয়নের হাত চেপে বলল, 'এ ছাড়া তো তোমার আর কোনো উপায় নেই। আমি তোমাকে আমাদের বংশের সব আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় শিখিয়ে দেব, যাতে তুমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার।'

হারমিয়ন শরীর দুলিয়ে হাসল।

'রন, আমরা হ্যারি পটারের মতো মোস্ট ওয়ান্টেডের সঙ্গে পালিয়ে বেড়াতে পারছি, আর ওটা তো কোনো বড় ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না। আমি যদি স্কুলে ফিরে যেতাম তাহলে একটা কথা ছিল।'

হারমিয়ন লুপিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোগার্টের ব্যাপারে ভোল্ডেমর্টের পরিকল্পনা কি?'

তিনি বললেন, 'প্রত্যেক তরুণ ছেলে এবং মেয়ে যাদুকরের জন্য এখন হাজিরা দেয়া বাধ্যতামূলক। গতকাল এটা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে কখনো এ রকম বাধ্যবাধকতা ছিল না। এবারই পরিবর্তন করা হলো। অবশ্যই ব্রিটেনের প্রায় সব উইজার্ডই হোগার্টে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের বাবা-মা ইচ্ছা করলে ঘরে অথবা বাইরেও কোথাও শিক্ষা গ্রহণ করাতে পারতেন। সে কারণে ভোল্ডেমর্ট গোটা উইজার্ড সম্প্রদায়কে তার নজরে আনতে পারবে। আর এভাবেই ভোল্ডেমর্ট মাগল বর্নদের বাছাই করতে পারবে। কারণ ছাত্রদেরকে অনুমোদন দেয়ার আগে প্রমাণ দিতে হবে যে তারা উইজার্ডদের উত্তরসূরী।'

হ্যারি ভয়ানক রাগান্বিত হলো। অসুস্থ অনুভব করতে থাকল, ঠিক এই মুহূর্তে ১১ বছর বয়সীরা একগাদা নতুন কেনা স্পেল বইয়ের উপর অতি আগ্রহ নিয়ে হুমরি খেয়ে পড়েছে। ওরা জানে না যে কখনোই হোগার্ট দেখা হবে না, এমন কি হয়তো তাদের পরিবারকেও তারা আর কখনো দেখবে না।'

এই চিন্তায় হ্যারি ভালো করে কথা বলতে পারছে না। কি বলবে তা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু বিড়বিড় করে বলল, 'এটা..এটা...'

লুপিন শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি।'

লুপিন এবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে নিশ্চিত না করলেও আমি বুঝে নিতে পারব হ্যারি। কিন্তু অর্ডার এখন মনে করছে যে ডাম্বলডোর তোমাকে একটা মিশন দিয়ে গেছেন।'

হ্যারি উত্তর দিল,'হ্যাঁ, দিয়ে গেছেন। রন এবং হারমিয়নও সেই মিশনে আমার সঙ্গে আছে।'

'তুমি আমার উপর আস্থা রেখে বলতে পার যে মিশনটা কি?'

হ্যারি অন্যদিকে একটি ধুসর, ঘন চুলের মুখের দিকে তাকাল। এবং মনে হলো তার অন্যরকম উত্তর দেয়া উচিত।

'আমি বলতে পারছি না রেমুস, আমি দুঃখিত। যদি ডাম্বলডোর আপনাকে কিছু বলে থাকেন তাহলে আপনাকে কিছু বলা আমারও ঠিক হবে না।'

লুপিনকে হতাশ দেখা গেল। বললেন,'আমি ধারণা করেছিলাম তুমি এমন উত্তরই দেবে। তারপরও আমি তোমাদের কিছু কাজে লাগতে পারি। তুমি ভালো করেই জানো আমি কে এবং কি করতে পারি। আমি সঙ্গে আসতে পারি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য। এতে আমার জানার প্রয়োজন হবে না যে তোমাদের মিশনটি কি।'

হ্যারি দ্বিধায় পড়ে গেল। খুবই ভালো প্রস্তাব। যদিও সে বুঝতে পারছে না লুপিন সঙ্গে গেলে তার কাছ থেকে মিশন গোপন রাখবে কীভাবে।

হারমিয়নকে বিস্মিত মনে হলো।

সে জানতে চাইল, 'কিন্তু টঙ্কসের কী হবে?'

লুপিন বললেন, 'টঙ্কসের কী হবে মানে?'

হারমিয়ন একটু থেমে থেমে বলল, 'আপনি বিবাহিত! আপনি আমাদের সঙ্গে চলে গেলে তার অনুভূতিটা কী হবে?'

লুপিন বললেন, 'সে ভালো এবং নিরাপদেই থাকবে। সে তার বাবা-মায়ের বাড়িতে থাকবে।'

লুপিনের কণ্ঠে কিছু একটা অস্বভাবিক শোনা গেল। কণ্ঠ অনেকটাই শীতল শোনা গেল। টঙ্কসের বাবা-মায়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার বিষয়টি কেমন যেন বেমানান মনে হলো। আর যাই হোক, টঙ্কস অর্ডারের একজন সদস্য। হ্যারি যতটা জানে সে সক্রিয় থাকতেই চাইবে।

হারমিয়ন দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'রেমুস, সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো..আপনি ভালো করে জানেন আপনার এবং-'

লুপিন বললেন, 'সবকিছু ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

হারমিয়ন লাল হয়ে গেল। আরো একটি বিব্রতকর নিস্তব্ধ মুহূর্ত পার হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে লুপিন বললেন, 'টঙ্কস শীঘ্রই মা হতে যাচ্ছে।'

হারমিয়ন উল্লসিত হয়ে বলল, 'ওহ! চমৎকার!'

রন আগ্রহ নিয়ে বলল, 'এক্সিলেন্ট!'

হ্যারি বলল, 'অভিনন্দন।'

লুপিন একটি কৃত্রিম হাসি দিলেন যা অনেকটাই বেদনারই মনে হলো। বললেন, 'তাহলে তোমরা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করছ? তিনজনের জায়গায় চারজন। ডাম্বলডোর এতে অরাজি হতেন বলে আমার মনে হয় না। ডার্ক আর্ট টিচারের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে বলে রাখছি, আমার ধারণা আমরা এমন অনেক ম্যাজিকের সম্মুখীন হচ্ছি যেগুলোর বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াতে হয়নি বা আমরা কল্পনা করিনি।

রন এবং হারমিয়ন দু'জনই হ্যারির দিকে তাকালো।

হ্যারি বলল, আমাদেরকে শুধু একটি কথা পরিষ্কার করে বলুন, আপনি চান যে টঙ্কসকে তার বাবা-মায়ের কাছে রেখে আমাদের সঙ্গে আসতে?'

লুপিন বললেন,' সে ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে, ওর বাবা-মা ভালো মতোই দেখাশোনা করবে।'

তার কথায় আগের মতোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুর। বললেন, 'হ্যারি, আমি নিশ্চিত জেমসও তোমাদের সঙ্গে আমার যাওয়াটা চাইতেন।'

হ্যারি বলল, 'আমার তা মনে হয় না। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আমার বাবা জানতে চাইতেন, যে আপনি নবজাতকের সঙ্গে থাকছেন না কেন।'

লুপিনের মুখের রঙ পাল্টে গেল। কিচেনের তাপমাত্রা মনে হচ্ছে ১০ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে। রন রুমের চারদিকে তাকিয়ে ঘরটির সবকিছু মনে করতে চেষ্টা করছে। আর হারমিয়ন একবার হ্যারির দিকে এবং একবার লুপিনের দিকে তাকাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত লুপিন বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না হ্যারি।'

হ্যারি বলল, 'তাহলে বুঝিয়ে বলুন।'

লুপিন ঢোক গিললেন।

'আমি...আমি আসলে টঙ্কসকে বিয়ে করে ভয়ানক ভুল করেছি। আমি আমার সুবিবেচনাকে পাত্তা না দিয়ে কাজটি করেছি। এবং তখন থেকেই এরজন্য আমাকে পস্তাতে হচ্ছে।'

হ্যারি বলল, 'বুঝতে পেরেছি, আপনি তাকে এবং বাচ্চাটিকে তার মা-বাবার কাছে ফেলে রেখে আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছেন।'

লুপিন লাফিয়ে উঠলেন। ধাক্কা লেগে তার চেয়ারটি পেছনে সরে গেল। এবং তিনি এতটা ভয়ানকভাবে ওদের দিকে তাকালেন যে এই প্রথম ওদের কাছে মনে হলো মানুষের মুখে তারা নেকড়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছে।

'তুমি বুঝতে পারছ না আমি আমার স্ত্রী এবং এখনো জন্ম না নেয়া শিশুটির উপর কি অন্যায় করেছি! আমার কখনোই তাকে বিয়ে করা উচিত হয়নি। আমি তাকে জাতিচ্যুত করে ফেলেছি!'

লুপিন তার বসার চেয়ারটি লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলেন।

'তুমি আমাকে শুধু অর্ডারের ভেতরেই দেখেছ, অথবা হোগার্টে ডাম্বলডোরের নিরাপদ বলয়ের মধ্যেই দেখেছ। তুমি জানে না উইজার্ড ওয়ার্লডের অধিকাংশই আমাকে কিরকম ভয়ানক প্রাণীর মতো দেখেছে। তারা যখন আমার রাগ-ক্ষোভ দেখে তখন আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারে না! আমি কী করেছি তুমি বুঝতে পারনি? শুরু থেকেই টঙ্কসের পরিবার আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। কোন বাবা মা চায় যে তাদের একমাত্র মেয়ের একজন ওয়ারওল্ফ-এর সঙ্গে বিয়ে হোক? আর শিশুটি...শিশুটি...'

লুপিন মুঠ ভরে নিজের চুল টেনে ধরলেন। ভয়ানক হতাশ দেখা গেল।

বললেন, 'আমার মতো মানুষরা শিশুর জন্ম দিতে পারে না! কারণ বাচ্চাটিও আমার মতো হবে! এই বিষয়টিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি নিজেকে কীভাবে ক্ষমা করব? আমি জেনেশুনে একটি নিষ্পাপ শিশুর মধ্যে আমার অবস্থান ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আর যদি অলৌকিকভাবে সাধারণ একটি বাচ্চা হয়, তাহলে সে সারা জীবন আমার জন্য লজ্জাবোধ করবে!'

হারমিয়নের চোখে জল চলে এসেছে। সে ফিসফিস করে বলল,'রেমুস! এমন কথা বলবেন না। আপনার জন্য একটি বাচ্চা কেন লজ্জাবোধ করবে?'

হ্যারি বলল, 'আমি সেটা জানি না হারমিয়ন, কিন্তু আমি হলে তার জন্য লজ্জাবোধ করতাম।'

হ্যারি বুঝতে পারছে না এত রাগ তার কোত্থেকে আসছে। কিন্তু সে এতটাই রেগে গেছে যে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। লুপিনের কাছে মনে হলো যে হ্যারি বোধ হয় তাকে মারতে উদ্দত হয়েছে।

হ্যারি বলল, 'এখন যদি নতুন ক্ষমতায় আসা লোকেরা মনে করতে পারে যে মাগল বর্নরা খারাপ, তাহলে আধা ওয়ারওল্ফকে তারা কি বলবে– যার বাবা কিনা আবার অর্ডারের সদস্য? আমার বাবা মারা গেছেন আমাকে এবং আমার মাকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর আপনি কি মনে করেন, আমার বাবা আপনাকে কখনো বলতেন সন্তান রেখে আমাদের সঙ্গে অভিযানে বের হতে?'

লুপিন বললেন, 'তুমি..তোমার কত দুঃসাহস! আমি কী সাধ করে সেটা করতে চাচ্ছি..... নাকি নিজের ভালোর জন্য অথবা নিজের বিপদ দেখে...তুমি কীভাবে এটা চিন্তা করলে-'

হ্যারি বলল,'আমার ধারণা আপনি একটা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন। আপনি

সিরিয়ুসের পথ অনুসরণ করছেন....'

'হ্যারি না!,' হারমিয়ন অনুরোধ করে বলল। কিন্তু হ্যারি লুপিনের হিংস্র মুখটির দিকে তাকিয়ে কথা বলে যেতে থাকল।

বলল, 'আমি কখনোই এটা বিশ্বাস করতে পারি না যে মানুষটি আমাকে ডেমেনটরদের সঙ্গে লড়াই করতে শিখিয়েছেন তিনি একজন ভীতু লোক।'

লুপিন এত দ্রুত তার যাদুদন্ডটি বের করল যে হ্যারি নিজেরটা পুরোপুরি বের করতে পারল না। একটা বিকট শব্দ হলো! এবং হ্যারি বুঝতে পারল যে সে পেছনের দিকে উড়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে পাঞ্চ করলে যেমন হয়। হ্যারি কিচেনের দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল এবং নিচে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখতে পেল দরোজা দিয়ে লুপিনের আলখাল্লার শেষ অংশটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'রেমুস! রেমুস! ফিরে আসুন!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলতে থাকল। কিন্তু লুপিনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একটু পরেই সামনের দরোজা বন্ধ হওয়ার একটা শব্দ পাওয়া গেল।

হারমিয়ন চিৎকার করে বলল,' হ্যারি! তুমি এটা কী করে পারলে!'

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'খুবই সহজ।' সে অনুভব করল দেয়ালের যে জায়গাটিতে তার মাথা গিয়ে পড়েছে সে জায়গাটিতে একটি দাগ হয়ে গেছে। হ্যারি রাগে তখনও থরথর করে কাঁপছে।

হ্যারি তীব্র কণ্ঠে হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার দিকে তুমি ওভাবে তাকাবে না!'

রন বাধ সেধে বলল, 'তুমিই তো ওর সঙ্গে শুরু করেছ!'

হারমিয়ন লাফ দিয়ে দু'জনের মাঝখানে এসে দাড়িয়ে বলল, 'না-না-, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করব না।'

রন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'লুপিনকে কথাগুলো ওভাবে তোমার বলা উচিত হয়নি।'

'ওটাই তার জন্য সত্য কথা,' হ্যারি বলল। হ্যারির মনের মধ্যে ভাঙা ভাঙা স্মৃতিগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে দৌড়াচ্ছে: সিরিয়ুস কালো কাপড় পড়া অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন, ডাম্বলডোর শূন্যে ঝুলে আছেন; আর হ্যারির মা দয়া করার জন্য আবেদন নিবেদন করছেন...

'একেবারেই বাধ্য না হলে বাবা-মা'র সন্তান ফেলে চলে যাওয়া একেবারেই অনুচিৎ।

'হ্যারি-' হারমিয়ন হাত বাড়িয়ে হ্যারিকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু হ্যারি বাধা মানল না। সে হেঁটে ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। হারমিয়ন যাদুর মাধ্যমে

ফায়ার প্লেসে যে আগুন জ্বালিয়েছে সে দিকে হ্যারি তাকিয়ে আছে। এই ফায়ার প্লেসের সামনে বসেই এক সময় হ্যারি লুপিনের সঙ্গে কথা বলেছে। জেমসের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে এবং লুপিন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আর এখন সেই লুপিনের আঘাতপ্রাপ্ত সাদা মুখটি যেন হ্যারির সামনে বাতাসে ভাসছে। একটা ভয়ানক অপরাধ বোধ হ্যারির অনুভব হলো। রন বা হারমিয়ন কেউ কথা বলছে না, কিন্তু হ্যারি ঠিকই বুঝতে পারল যে ওরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নীরব ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

হ্যারি ঘুরল এবং ওরা দ্রুত দু'জন দু'জনের দিক থেকে মুখ ফেরালো।

হ্যারি বলল, 'আমি জানি, তাকে আমার কাওয়ার্ড বলা উচিত হয়নি।'

রন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'না, উচিত হয়নি।'

'কিন্তু তার কাজ কারবারটা সে রকমই ছিল।'

হারমিয়ন বলল,সেটা যাই হোক...'

হ্যারি বলল, 'আমি জানি, কিন্তু এর কারণে সে যদি টঙ্কসের কাছে ফিরে যায় তাহলে আমার এই আচরণ খুব একটা বিফলে যায়নি বলতে হবে, তাই না?'

হ্যারি আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। হারমিয়নকে সহানুভূতিশীল মনে হচ্ছে। রনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেল। হ্যারি চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। ওর বাবার কথা চিন্তা করছে। লুপিনকে সে যা বলেছে সে ব্যাপারে তার বাবা কি তাকে সম্মতি দিত, নাকি নাকি তার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এমন আচরণ করার জন্য ছেলের ওপর রাগ করতেন?

রন এবং হারমিয়নের নীরব সমালোচনা এবং ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কারণে কিচেনের ভিতর একটি পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। লুপিন ডেইলি প্রফেট পত্রিকার যে কপিটি সঙ্গে এনেছিলেন সেটি টেবিলের উপর পড়ে আছে। পত্রিকার প্রথম পাতায় হ্যারির নিজের বিশাল ছবিটি সিলিং এর দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যারি হেঁটে পত্রিকাটির কাছে গেল এবং বসল। সে পত্রিকাটির পাতাগুলো উল্টাতে থাকল এবং ভাব করল যেন মন দিয়ে পড়ছে। কিন্তু সে একটি অক্ষরেও মন বসাতে পারছে না। তার ভিতরে লুপিনের সঙ্গে বিবাদের বিষয়টি ঘোরাফেরা করছে। হ্যারি নিশ্চিত যে ডেইলি প্রফেটের পিছনে ওরা দু'জন আবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করতে শুরু করেছে। সে শব্দ করে একটি পাতা উল্টালো এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাম্বলডোরের নামটি তার চোখে পড়ল। পত্রিকার ভেতর ছবির ভাষাটি বুঝতে তার এক অথবা দুইটি মুহূর্ত পার হয়ে গেল। ছবিটি একটি পারিবারিক ছবি। ছবিটির নিচে ক্যাপশান লেখা আছে : *বাঁ থেকে ডানে–: অ্যালবাস, পারসিভাল নবজাতক অরিয়ানাকে কোলে নিয়ে আছেন, কেন্দ্রা এবং আবারফোর্থ।*

হ্যারি মন দিয়ে ছবিটি দেখল। ছবিটি ভালো করে পরীক্ষা করল।

ডাম্বলডোরের বাবা একজন সুদর্শন মানুষ ছিলেন। ওই অস্পষ্ট হয়ে আসা ছবিতেও দেখা যাচ্ছে তার চোখ দুটো বেশ প্রাণবন্ত। ছোট্ট শিশু অরিয়ানা একটি পাউরুটির চেয়ে হয়তো সামান্য একটু বড়, অন্য কোনো বিশেষ ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না । ডাম্বলডোরের মা কেন্দ্রার ঘন কালো চুল পেছনের দিকে গোছা করে গুটিয়ে রেখেছেন। সে কারণেই তাঁর মুখটি অন্যরকম লাগছে। যদিও তিনি ছবিতে গলা পর্যন্ত ঢাকা সিল্ক গাউন পড়ে আছেন, তারপরও তার কালো চোখ, উঁচু চোয়াল এবং চোখা নাক দেখে হ্যারির আমেরিকান নেটিভদের কথা মনে হল। অ্যালবাস এবং আবারফোর্থ এক রকম লেস লাগানো রঙিন জ্যাকেট পড়ে আছেন। এবং দু'জনেরই একই রকম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। অ্যালবাসকে শুধু কয়েক বছরের বড় মনে হচ্ছে। তাছাড়া দুটি ছেলেই দেখতে একই রকম। অ্যালবাসের নাক ভেঙে যাওয়ার পর তিনি চোখে কালো চশমা পড়তে শুরু করেছিলেন। এই ছবিটি ছিল তার আগের।

ছবিতে পরিবারটিকে বেশ সুখী এবং স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। পত্রিকার ছবিতে সবাইকে বেশ আনন্দমুখর মনে হচ্ছে। শিশু অরিয়ানা গায়ের কাপড়ের ভেতর থেকে অস্পষ্টভাবে হাতটি বের করে তুলতে চাচ্ছে। হ্যারি ছবিটির দিকে তাকালো এবং শিরোনামটি পড়ল:

অ্যালবাস ডাম্বলডোরের প্রকাশিতব্য জীবনীর বিশেষ বিশেষ অংশ

বাই রিটা স্কিটার

হ্যারি ভাবল যে পূর্বেই যে বাজে অনুভূতি হয়েছে তার চেয়ে বেশি আর কি হবে। সে পড়তে শুরু করল।

> আজকাবানে স্বামী পারসিভাল ডাম্বলডোরের গ্রেফতার এবং কারাগারে যাওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে গর্বিত এবং উদ্ধত চরিত্রের কেন্দ্র ডাম্বলডোর আর মোল্ড অন দ্য ওল্ডে থাকতে পারেননি। তিনি তখন সিদ্ধান্ত নেন পুরো পরিবার নিয়ে গোড্রিচ হলো গ্রামে চলে যাবেন। গোড্রিচ হলো গ্রামটি পরে বিখ্যাত হয়েছিল হ্যারি পটার ইউ-নো-হু'র হাত থেকে পালিয়ে সেখানে যাওয়ার কারণে।
>
> মোল্ড অন দ্য ওল্ডের মতো গোড্রিচ হলোতেও ছিল বেশ কয়েকটি উইজার্ড পরিবারের বসবাস। যেহেতু কেন্দ্রা প্রতিবেশী কাউকেই চিনতেন না তাই তিনি পুর্বের গ্রামে তার স্বামীর অপরাধ নিয়ে চিন্তা করেই সময় পার করতেন। বারবার উইজার্ড পরিবারগুলোর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়া

প্রত্যাখ্যান করার পর তিনি নিশ্চিত হন যে পরিবারটি এখন একা থাকতে পারবে।

বাথিলডা ব্যাগশট যেমন বলেছেন, 'আমি ঘরে তৈরী বিশাল কেক নিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে গেলে তিনি আমার মুখের উপর ঠাস করে দরোজা বন্ধ করে দেন।' প্রথম যেবার পরিবারটি এখানে আসে আমিও সেবারই শুধু ছেলে দু'টিকে দেখেছি। আমি জানতেও পারতাম না যে তাদের একটি মেয়েও আছে, যদি সেই শীতের রাতে চাঁদের আলোতে আমি প্ল্যানজেনটাইন না তুলতাম। দেখলাম কেন্দ্রা অরিয়ানাকে নিয়ে বাগানে বের হয়ে এলেন। তারপর শক্ত করে তার হাত ধরে লনে ঘোরালেন। শেষে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। এর অর্থ আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।'

আমার কাছে এই ঘটনায় মনে হয়েছে কেন্দ্রা গোড্রিচ হলোতে অরিয়ানাকে সবার চোখ থেকে লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা মনে করে সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এই পরিকল্পনাটি তিনি হয়তো কয়েক বছর ধরে করেছিলেন। সময়টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অরিয়ানা যখন সবার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। এবং অধিকাংশ এক্সপার্টের মতে সাত বছর বয়সেই ম্যাজিক প্রকাশ পেয়ে থাকে। অরিয়ানার ছিটেফোঁটা ম্যাজিক্যাল ক্ষমতা ছিল এটা মনে করার মতো কেউ এখন আর জীবিত নেই। সে কারণেই এটা পরিষ্কার যে কেন্দ্রার একটি স্কুইব মেয়ে আছে সে লজ্জা ঢাকতে তিনি তাকে লুকিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সরে থাকার কারণ সবাই জেনে যেত যে তিনি মেয়েটিকে আটকে ফেলেছেন। অল্প কয়েকজন শুধু জানতো অরিয়ানার অবস্থানের কথা। এর মধ্যে অরিয়ানার দু'ভাই ছিল, যারা তার মায়ের শিখিয়ে দেয়া কথা বলে অরিয়ানার কথা এড়িয়ে যেতো: আমার বোন স্কুলে যাওয়ার মতো সুস্থ নয়।

পরের সপ্তাহে : হোগার্টে ডাম্বলডোর– মূল্যায়িত এবং অভিযুক্ত

হ্যারির ধারণা ভুল। সে যা পড়ল তাতে তার মন সত্যিই আরো খারাপ হলো। সে আবার ছবির সুখী পরিবারটির দিকে তাকালো। এ কাহিনী কি সত্যি? কীভাবে সে তা উদ্ঘাটন করবে? বাথিলডার তার সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থা নেই জেনেও সে গোড্রিচ হলোতে যেতে চেয়েছিল। হ্যারি এবং ডাম্বলডোর– দুজনই যেখানে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে সেখানে হ্যারি যেতে চেয়েছিল। সে পত্রিকাটি হাত থেকে নামিয়ে রাখতে গিয়ে কেবল রন এবং হারমিয়নের মতামত জানার জন্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় পুরো কিচেনে ক্র্যাক করে কান ফাটানো একটি শব্দ হলো। গত তিন দিনের মধ্যে হ্যারি প্রথমবারের মতো আজ ক্রিচারের কথা ভুলে গিয়েছিল। শব্দটি হওয়ার পরপরই হ্যারির প্রথমে মনে হলো লুপিন শব্দ করে

রুমের ভেতর ফিরে এসেছেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই লক্ষ করল তার চেয়ারের কাছেই বাতাসের ভিতরে ধস্তাধ্বস্তি করতে দেয়া যাচ্ছে। হ্যারি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই ক্রিচার হ্যারির দিকে মাথা অবনত করে বলল, 'চোর মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচারকে সঙ্গে করে ক্রিচার ফিরে এসেছে প্রভু।'

মুন্ডুঙ্গুস গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং নিজের যাদুদণ্ডটি টেনে বের করল। হারমিয়ন তড়িৎ গতিতে তাকে প্রতিরোধ করল-

'এক্সপেলিয়ারমুস!'

মুন্ডুঙ্গুসের যাদুদণ্ডটি হাত থেকে খসে শূন্যে উড়ে গেল এবং হারমিয়ন সেটি ধরে ফেলল। বন্য চোখের মুন্ডুঙ্গুস সিড়ির দিয়ে লাফ দিয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। রন রাগবি বল ধরার মতো ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধরে ফেলল এবং ঘোৎ করে পাথরের মেঝেতে মুন্ডুঙ্গুস আঘাত পেল।

রনের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্য সে ঝাড়া দিল এবং চিৎকার করে বলল, 'কি! অমি কী করেছি! আমার পিছনে একটি ঘরের ভুত লাগিয়েছ! আমাকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে!,ছেড়ে দাও নইলে-'

হ্যারি বলল, 'ধমক দেয়ার মতো পরিস্থিত তোমার নেই!' হ্যারি হাত থেকে সংবাদপত্রটি নামিয়ে রাখল এবং লম্বা পা ফেলে কিচেনের অন্য প্রান্তে গিয়ে মুন্ডুঙ্গুসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। মুন্ডুঙ্গুস এখন জোড়াজুড়ি করছে না এবং ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো। রন উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকল। সে দেখল হ্যারি তার যাদুদণ্ডটি মুন্ডুঙ্গুসের নাক বরাবর তাক করে ধরেছে। মুন্ডুঙ্গুসের কাছ থেকে বিশ্রী তামাকের গন্ধ বের হচ্ছে। ওর চুলগুলো জট পাকিয়ে আছে। পরনের গাউনটা একেবারে মলিন।

ক্রিচার, ঘরের ভুতটি বলল, 'ক্রিচার চোর ধরে আনতে অনেক দেরি করে ফেলেছে, এজন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে প্রভু। কীভাবে ধরা পড়া থেকে সরে থাকতে হয় ফ্লেচার তা খুব ভালো করে জানে। তার অনেক জায়গা এবং সাহায্যকারী ছিল। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ক্রিচার চোরটিকে আটকে ফেলেছে।'

'তুমি সত্যিই খুব কাজের কাজ করেছ ক্রিচার।' হ্যারি বলল। ক্রিচার মাথা নিচু করে হ্যারির দিকে বো করল।

হ্যারি মুন্ডুঙ্গুসের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করার আছে।

মুন্ডুঙ্গুস সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'আমি খুবই বিপদগ্রস্ত, ওকে? আমি কখনো স্বেচ্ছায় আসতে সরে যেতে চাইনি। এটা আমার কোনো দোষ না। কিন্তু আমি তোমাদের মৃত্যু হোক তা চাইনি। ওই ইউ-নো-হু আমার দিকে উড়ে এসেছিল। সেখানে আর কেউ তো উপস্থিত ছিল না। আমি বলেছি, আমি এটা

করতে চাইনি-'

হারমিয়ন বলল, 'তোমার জানার জন্য বলছি, আমাদের মধ্যে কেউ অদৃশ্য হয়ে যাইনি।'

তোমরা তাহলে একদল হিরো। তোমরা না, কিন্তু আমি কখনো এমন চিন্তা করিনি যে নিজেকে নিজে হত্যা করব-'

হ্যারি মুন্ডুঙ্গুসের চোখের আরো কাছে যাদুদণ্ডটি ধরে বলল, 'তুমি কেন ম্যাডআইকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা জানতাম যে তুমি একটা অবিশ্বাসী নচ্ছাড়।'

'তাহলে আমাকে ওই ঘরের ভুত দিয়ে ধরে আনা হয়েছে কেন? এটা কি আবার ওই পেয়ালাগুলোর জন্য? আমার কাছে ওর একটি পেয়ালাও অবশিষ্ট নেই। তুমি ওগুলো পেতে পার-'

হ্যারি বলল, 'ওই পেয়ালাগুলোর বিষয়েও না। এখন চুপ করো এবং মন দিয়ে 'শোনো।

হ্যারি বেশ স্বস্তি বোধ করল যে কাউকে পাওয়া গেছে যার কাছ থেকে কিছুটা হলেও সত্যি কথা আদায়করা যাবে। সে যাদুদণ্ডটি মুন্ডুঙ্গুসের মুখের এত কাছে নিয়ে এলো যে মুন্ডুঙ্গুস দু' চোখ বাঁকিয়ে সেটি দেখতে থাকল।

'তুমি যখন এ বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসগুলো সরিয়ে নিচ্ছিলে-' হ্যারি বলতে শুরু করল। কিন্তু মুন্ডুঙ্গুস তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'সিরিয়ুস কখনো বাতিল জিনিসগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতেন না-'

দ্রুত পা ফেলার শব্দ পাওয়া গেল। দস্তার তৈরি কিছু একটা ঝলকে উঠল এবং চারদিকে ব্যথা পাওয়ার একটি শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল: ক্রিচার দৌড়ে মুন্ডুঙ্গুসের কাছে গিয়ে তার মাথা সসপেন দিয়ে বাড়ি দিয়েছে।

'ওকে থামাও! ওকে থামাও! ওকে ধরে আটকে রাখো!' মুন্ডুঙ্গুস চিৎকার করে বলতে থাকল। ক্রিচার আবার ভারী সসপেনটা মাথার উপরে তুলল ওকে আঘাত করার জন্য।

হ্যারি উঁচু স্বরে বলল, 'ক্রিচার না!'

ক্রিচারের চিকন হাত দুটো নিয়ন্ত্রণ রাখতে কষ্ট হওয়ায় কেঁপে উঠল। তখন সে সসপেনটি মাথার উপর ধরে আছে।

'আর একটা মারি, প্রভু হ্যারি, সৌভাগ্যের জন্য?

রন হেসে উঠল।

হ্যারি বলল, ওকে আমাদের জ্ঞান থাকা অবস্থায় প্রয়োজন। কিন্তু যদি কথা না শোনে তাহলে তুমি উচিত শিক্ষা দিও।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভু,' ক্রিচার আবারো মাথা নিচের দিকে বো করে বলল।

তারপর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে বিরক্ত চোখে মুন্ডুঙ্গুসের দিকে তাকিয়ে থাকল।

হ্যারি আবার মুন্ডুঙ্গুসের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, 'তুমি যখন এ বাড়ির মূল্যবান সব জিনিস খালি করে নিয়ে যাচ্ছিলে তখন কিচেনের আলমিরার থেকে কিছু জিনিস নিয়ে গেছ। সেখানে একটি লকেট ছিল। সেটা তুমি কী করেছ?'

হ্যারি এ প্রশ্ন করার সময় মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল রন এবং হারমিয়নও প্রশ্নের উত্তরের জন্য উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে।

মুন্ডুঙ্গুস জানতে চাইল, কেন, সেটা কি মূল্যবান কিছু?'

হারমিয়ন উঁচু গলায় বলল, 'সেটা তোমার কাছে এখনো আছে!'

পরিস্থিতি বিবেচনা করে রন বলল, না, ওর কাছে নেই। সে ভাবছে ওটার জন্য আরো বেশি টাকা দাবী করা যায় কি না।'

মুন্ডুঙ্গুস বলল, 'আরো? তা পাওয়া খুব একটা কঠিন কিছু ছিল না.... বদমায়েশ সেটি নিয়ে গেছে। কোনো উপায় ছিল না।

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

ডায়াগন অ্যালিতে আমি ওগুলো বিক্রি করছিলাম। তখন সেই মহিলা এসে আমার কাছে জানতি চাইল যাদু বিষয়ক প্রত্ন সম্পদ বিক্রয় করার লাইসেন্স আছে কি না। মহিলা হলো গোপন তদন্তকারী। সে আমাকে জরিমানা করল। কিন্তু লকেটটি তার ভারী পছন্দ হলো এবং সে আমাকে বলল, লকেটটা তাকে দিলে সে আমাকে ছেড়ে দেবে।'

হ্যারি জানতে চাইল, এই মহিলাটি কে?'

'আমি জানি না, মিনিস্ট্রির কোনো যাদুকর হবে।'

মুন্ডুঙ্গুস কিছুক্ষণ নীরব থাকল। তারপর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ছোটখাটো মেয়েলোক। মাথায় বো টুপি।'

সে চুপ করে থেকে আবার বলল, দেখতে কোলা ব্যাঙের মতো।'

হ্যারি ওর যাদুদণ্ডটি ছেড়ে দিল। মুন্ডুঙ্গুসের নাকের উপর সেটি আঘাত করল এবং তার ভ্রু জোড়া লাল আলো হয়ে জ্বলে উঠল।

হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'আগুয়ামেনতি!'

সঙ্গে সঙ্গে তার যাদুদণ্ড থেকে পানির স্রোত বের হয়ে মুন্ডুঙ্গুসের গা মুখ ভরে গেল। সে শব্দ করে নিঃশ্বাস নিতে থাকল।

হ্যারি মুখ তুলে উপরের দিকে তাকালো এবং দেখলরন এবং হারমিয়নের মুখেও তার মতোই হতাশা। ডান হাতের পিছনের স্কারটিতে চুলকাচ্ছে।

অধ্যায়-১২

ম্যাজিকই শক্তি

আগস্ট মাস চলে এলো। গ্রিমোল্ড প্লেসের চত্বরে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঘাসগুলো রোদের তাপে নিস্তেজ এবং বাদামি রঙ ধারণ করেছে। দু'পাশের বাড়িঘরের বাসিন্দারা কেউ কখনো ১২ নম্বর বাড়ির কাউকে দেখেনি। এমন কি বাড়িটিকেও দেখেনি। গ্রিমোল্ড প্লেসে বসবাসকারী মাগলরা বহুদিন ধরেই মেনে নিয়েছে যে বাড়ির নম্বর বসানোর ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। ফলে ১১ নম্বর বাড়ির পরেই ১৩ নম্বর বাড়িটি পড়েছে।

তারপরও ওই জায়গাটিতে টুকটাক দর্শনার্থী আসে। তারা আগ্রহ নিয়ে রহস্য খুঁজতে আসে। গ্রিমোল্ড প্লেসে একজন বা দু'জন লোক আসে না এমন কোনো দিন খুব একটা দেখা যায় না। অন্য কোনো কারণ ছাড়াই, অন্তত দেখলে তাই মনে হয়-তারা রেলিং এ হেলান দিয়ে ১১ এবং ১৩ নম্বর বাড়িটির সংযোগ স্থলটির দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপিচুপি আসা এ বিশেষ লোকগুলোর মধ্যে সাধারণত পরপর দু'দিন একজনকে দেখা যায় না, যদিও তাদের সবাইকেই লক্ষ করা যায় যে তারা সাধারণ পোশাক পছন্দ করে না। লন্ডনের অধিবাসীরা যারা এদের পাশ দিয়ে হেঁটে

যায় তারা এদের অপ্রচলিত পোশাকের দিকে খুব একটা খেয়াল করে না। শুধু দু' একজন হেঁটে যাওয়ার সময় পিছন দিকে তাকিয়ে একবার দেখে ভাবে, এই গরমের মধ্যে একজন মানুষ লম্বা একটি আলখাল্লা পড়ে আছে কেন?

নজর রাখা লোকগুলোর মধ্যে খুব একটা প্রাপ্তির আনন্দ লক্ষ করা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ তাদের কেউ একজন ভীষণ আগ্রহ নিয়ে এমন উত্তেজিতভাবে সামনে এগিয়ে যায় যেন যা খুঁজছে অবশেষে তা পেয়ে গেছে। শেষে যখন আবার ফিরে আসে তখন হতাশ দেখা যায়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি লোককে চত্বরে দেখা গেল। আলখাল্লা গায়ে দেয়া ছয় জন লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে। তারা বারবার ১১ নম্বর এবং ১৩ নম্বর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আসল যা খোঁজার জন্য তারা অপেক্ষা করছে সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে এলো। অপ্রত্যাশিত বাতাসের সঙ্গে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম বৃষ্টি নামল। কী কারণে কে জানে তারা আগ্রহ নিয়ে কিছু একটা দেখতে এগিয়ে গেল। কঠিন চেহারার লোকটি তার পাশের লোকটিকে হাত ইশারায় কিছু একটা দেখালো। পাশের ওই পরিপাটি লোকটি একটু সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। একটু পরেই আবার তারা গা ছেড়ে দিয়ে যার যার জায়গায় ফিরে এলো। তাদেরকে হতাশ দেখা গেল।

এদিকে হ্যারি সবেমাত্র ১২ নাম্বার বাড়িটির হলরুমে এসে ঢুকল। সামনের দরোজার সবচেয়ে উপরের সিঁড়িতে অ্যাপারেট করে নামতে গিয়ে হ্যারি প্রায় পড়েই গিয়েছিল। কোনোক্রমে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করেছে। ভেবেছিল এই বুঝি ডেথ-ইটাররা ওর ক্ষণিকের জন্য বের হয়ে আসা কনুইটা দেখে ফেলল। হ্যারি সতর্কতার সঙ্গে হলরুমের দরোজাটি বন্ধ করে দিয়ে গায়ের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আলখাল্লাটি খুলে ফেলল। সেটিকে ভাঁজ করে হাতের উপর নিয়ে সোজা বেসমেন্ট যাওয়ার দরোজাটির দিকে আগালো। হাতের মুঠিতে সে একটি ডেইলি প্রফেটের কপি শক্ত করে ধরে আছে।

বরাবরের মতো ফিসফিস করে, 'সেভেরাস স্নেইপ?' বলাতে তাকে এক ধরনের অভ্যর্থনা জানানো হলো। একটা দমকা হাওয়া উঠল। ক্ষণিকের জন্য হ্যারির জিহ্বা গুটিয়ে এলো।

'আমি তোমাকে হত্যা করিনি,' হ্যারি বলল। যে ধুলোর শরীরটি উঠে এসেছিল সেটি বিস্ফোরিত হলো। হ্যারি দম নেয়ার জন্য খানিক সময় অপেক্ষা করল। উঠে আসা ধুলো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল এবং মিসেস ব্ল্যাকের কান সজাগ না হয়ে উঠে ততটা দূরত্ব রেখে সে কিচেনের পথে অর্ধেক সিঁড়ি পর্যন্ত নামল। তখনই কথাটা শুনতে পেল, 'আমি একটি খবর পেয়েছি, কিন্তু আপনি এটা

পছন্দ করবেন না।'

কিচেনটি এখন আর ঠিক চেনা যাচ্ছে না। প্রতিটি জায়গা এখন ঝকমক করছে। দস্তার পাত্রগুলো, চকচকে ধোয়ামোছা করা, কাঠের টেবিলের উপরটা ঝকমকে, ডিনারের জন্য যে থালা বাটি টেবিলের উপর রাখা হয়েছে সেগুলোর উপর ঘরে জ্বলতে থাকা আলো পড়ে বেশ ঝিকমিক করছে। খাবারের ডিশ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর কোনো বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না, শুধু ঘরের ভুতটি দৌড়ে হ্যারির দিকে আসল। পরনে তুষারের মতো সাদা তোয়ালে ধরনের কিছু। ওর কানের উপরের চুলগুলো পরিষ্কার, তুলোর মতো ফুরফুরে। পাতলা বুকের উপর রেগুলাসের লকেটটি ঝুলে আছে।

'দয়া করে জুতো খুলুন এবং হাত-মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নিন প্রভু,' ক্রিচার বলল। হ্যারির হাত থেকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি নিল এবং ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে দেয়ালের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। পাশেই আরেকটি পুরাতন ফ্যাশনের গাউন ঝোলানো রয়েছে। সেটি একেবারে যত্ন নিয়ে ধোলাই করা।

'কী ঘটনা?' রন গুরুত্ব দিয়ে জানতে চাইল। রন এবং হারমিয়ন এক গাদা কাটাছেঁড়া করা লেখা নোট হতে আঁকা ম্যাপ পরীক্ষা করে দেখছিল। ওগুলো কিচেনে লম্বা টেবিলের এক কোণায় পড়েছিল। কিন্তু এবার ওরা দেখল হ্যারি লম্বা পা ফেলে ওদের কাছে আসছে। হ্যারি কাছে এসেই হাতের পত্রিকাটি ওদের দেখতে থাকা কাগজগুলোর উপর ছুড়ে দিল।

পত্রিকার উপর চোখা নাক, কালো চুলের পরিচিত মানুষটির ছবি। ওদের সবার দিকে তাকিয়ে আছে। তার নিচে বড়বড় করে শিরোনাম লেখা-

হোগার্টের প্রধান শিক্ষক হিসেবে সেভেরাস স্নেইপের নাম ঘোষণা করা হয়েছে

হারমিয়ন এবং রন একই সঙ্গে বলে উঠল, 'না!'

হারমিয়নই আগে হাত বাড়িয়ে কাগজটি ধরল। সে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে পড়তে থাকল-

'উইজার্ড্রি এবং উইচক্রাফ্‌টের দীর্ঘদিনের পোশন মাস্টার সেভেরাস স্নেইপকে হেডমাস্টার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু স্টাফের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এই প্রাচীন স্কুল থেকে সাবেক মাগল টিচার পদত্যাগ করায় তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন অ্যালেকটো কারো। আর তার ভাই অ্যামিকাস ডিফেনস এগেইন্স্ট দি ডার্ক আর্টের প্রফেসরের দায়িত্ব নিচ্ছেন।'

'আমাদের উইজার্ডের ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার সুযোগকে আমি

স্বাগত জানাই-' আমি মনে করি এটি জনগণের কান কেটে দেয়ার মত, হত্যা করার মতো অপরাধ! স্লেইপ হবে হেডমাস্টার! ডাম্বলডোরের স্টাডিতে গিয়ে স্লেইপ বসবে- মেরলিনের প্যান্ট!' সে এমনভাবে শেষের শব্দটি বলার সময় চিৎকার করে উঠল যে হ্যারি এবং রন দু'জনই লাফিয়ে উঠল। হারমিয়ন টেবিলের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল। যাওয়ার সময় পেছন থেকে বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি!'

'মেরলিনের প্যান্ট?' রন হারমিয়নের মতো করে উচ্চারণ করল। 'অবশ্যই হারমিয়ন খুব আপসেট হয়েছে।'

রন নিউজ পেপারটি টেনে নিল এবং স্লেইপের উপর লেখা প্রতিবেদনটি যত্নসহকারে পড়তে থাকল।

'অন্য শিক্ষকরা এটার পক্ষে সমর্থন দেবেন না। ম্যকগোনাগল, ফ্লিটউইক এবং স্প্রাউটের মতো শিক্ষকরা প্রকৃত সত্যটা জানেন। তারা ভালো করেই জানেন ডাম্বলডোর কীভাবে নিহত হয়েছেন। তারা স্লেইপকে হেডমাস্টার হিসাবে মেনে নেবেন না। আর এই ক্যারোস বা কে?'

হ্যারি বলল, 'ডেথ-ইটার। ভিতরে ওদের ছবি দেয়া আছে। স্লেইপ যখন ডাম্বলডোরকে হত্যা করে তখন ওরা টাওয়ারের উপরে অবস্থান নিয়েছিল। সুতরাং ওরা সব বন্ধুরা এখন এক।' হ্যারি বিরক্তির সঙ্গে একটি চেয়ার টেনে বসল। বলল, 'এবং শিক্ষকদের ওখানে যথারীতি অবস্থান করা ছাড়া অন্য কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি মিনিস্ট্রি এবং ভোল্ডেমর্ট স্লেইপের পিছনে থাকে তাহলে টিচারদের হয় ওখানে থাকতে হবে, নতুবা আজকাবানে তাদের তাদের স্থান

হবে । আমি মনে করি তাদের সেখানে থেকে বরং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ দেখতে চেষ্টা করাটাই উচিত।'

ক্রিচার দ্রুতগতিতে টেবিলের কাছে আসল। তার হাতে বড় বাটি। সে অন্য ছোট বাটিগুলোতে সুপ বাড়ল। বাড়ার সময় দু'দাঁতের ফাঁক দিয়ে হুস হুস করে শব্দ করল।

'ধন্যবাদ ক্রিচার' হ্যারি বলল। ডেইলি প্রফেটের কপিটি ভাঁজ করল যাতে স্লেইপের মুখটি না দেখতে হয়। 'যা হোক, আমরা এখন অন্তত জানতে পারছি যে স্লেইপের অবস্থান কোথায়।'

হ্যারি চামচে তুলে সুপ মুখে দিতে থাকল। রেগুলাসের লকেটটি তাকে দেয়ার পর থেকে ক্রিচারের রান্না নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়েছে। আজ যে ফ্রেঞ্চ অনিয়ন রান্না করেছে এমন স্বাদ হ্যারি আর কখনো পায়নি।

হ্যারি খেতে খেতে রনের দিকে তাকিয়ে বলল,'এখনো একদল ডেথ-ইটার বাড়িটার দিকে লক্ষ রাখছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওরা আশা করছে আমরা

আমাদের বইখাতা নিয়ে হোগার্ট এক্সপ্রেসে চড়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব।'

রন ঘরির দিকে তাকালো।

'আমি সারাক্ষণ এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। ইতিমধ্যেই ছয় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য, এ রকম হওয়ার কথা নয়, তাই না?'

হ্যারি ওর মনের চোখ দিয়ে রঙ বেরঙের ঝলমলে স্টিম ইঞ্জিনটি দেখল। ঝিকঝিক করতে করতে ক্ষেত, পাহাড় পার হয়ে যাচ্ছে একটি শুয়োপোকার মতো। হ্যারি নিশ্চিত যে ওর ভেতরে এখন জিনি, নেভিল এবং রুনা বসে আছে। হয়তো ওরা ভাবছে হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন কোথায় গেল। অথবা তর্কে জড়য়ে পড়েছে কী করে স্লেইপের নতুন আমলকে অস্বীকার করা যায়।

হ্যারি বলল, 'ওরা আমাকে প্রায় দেখেই ফেলেছিল। আমি সিড়ির উপর খুব বাজে ভাবে এসে নেমেছি। গায়ের থেকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি স্লিপ করে গিয়েছিল।'

'আমার সবসময় এমন হয়, ওহ এই যে হারমিয়ন এসেছে।' রন বলল। সে নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে হারমিয়নের কিচেনে প্রবেশ করার দিকে মুখ করে নিল। বলল, 'মারলিনের নামের সঙ্গে সম্পর্কটা কি?'

হারমিয়ন বলল, 'আমার এটার কথা মনে পরেছিল।

তার হাতে একটা বড় আকারের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সে ওটাকে নিচু করে দেখালো। তারপর কিচেনের ড্রেসার থেকে ওর ছোট ব্যাগটা টেনে নিল। ব্যাগটা খুলে বড় আকারের পেইনটিং ছবিটা ঠেসে ভরে দিতে থাকল। যদিও বড় ছবিটার তুলনায় ব্যাগটা অতি ছোট, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ভেতরই ছবিটা ব্যাগের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাগের পেটের ভেতর অন্য অনেক কিছুর মতো ঢুকে গেল।

হারমিয়ন ব্যাগটি কিচেন টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলল। ঝনাৎ করে একটা ধাতব শব্দ উঠল। বলল, 'পাইনিয়াস নিজেলাস।'

রন বলল, 'সরি, বুঝতে পারলাম না।' কিন্তু হ্যারি বিষয়টি বুঝল। পাইনিয়াস নিজেলাস ব্ল্যাক তার ছবিটির সঙ্গে গ্রিমোল্ড প্লেসে হোগার্টের হেডমাস্টারের অফিসে টাঙানো একটি ছবির সংযোগ তৈরি করতে পারে। সম্ভবত বৃত্তের মতো ঘোরানো উপরে টাওয়ারঅলা রুমটিতে এখন স্লেইপ বসে আছে। ডাম্বলডোরের ম্যাজিকের সরঞ্জাম, পাথরের পেনসিভ, সর্টিং হ্যাট এবং গ্রিফিনডোরের তরোয়াল সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত স্লেইপ খুব গর্বের সঙ্গে ওগুলো দখল করার গর্ব অনুভব করবে।

হারমিয়ন নিজের চেয়ারটায় বসে রনকে ব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করল, 'স্লেইপ নিজের স্বার্থে পাইনিয়াস নাইজেলাসকে এই বাড়ির ভেতর খোঁজ করতে পাঠাতে পারে। কিন্তু এখন পাঠাতে দাও। এখন পাইওনাস নাইজেলাসকে পাঠালে সে শুধু হ্যান্ডব্যাগের ভেতরের কালো অংশটাই দেখবে।'

রন বিষয়টা বুঝতে পারল। বলল, 'ভালো চিন্তা করেছ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হারমিয়ন মিষ্টি করে হাসল। নিজের সুপের বাটিটা কাছে টেনে নিল। বলল, 'হ্যারি,তাহলে আজ কী ঘটল বলোতো?'

হ্যারি বলল, 'কিছুই না। সাত ঘন্টা ভরে মিনিস্টির দিকে নজর রাখলাম। মহিলাকে দেখা গেল না। তবে তোমার বাবাকে দেখেছি রন। তাকে ভালো আছে বলেই মনে হলো।'

রন খবরটির জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে ধন্যবাদ জানালো। ওরা দু'জনই একটা বিষয়ে সম্মত হলো যে রনের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা ভয়ানক বিদপজ্জনক হতো। কারণ তার চারপাশে সবসময় মিনিস্ট্রির কর্কচারীরা রয়েছে। তাকে এক নজরের জন্য দেখাটাই স্বস্তিদায়ক। তাকে যদি উদ্বিগ্ন দেখা যেত বা সমস্যায় আছে মনে হতো, তারপরও তাকে চোখে দেখতে পাওয়াটাই বড় কথা।

রন বলল, 'ড্যাড আমাদেরকে সবসময় বলেন, মিনিস্ট্রির অধিকাংশ কর্মচারী অফিসে যাতায়াতে ফ্লু-নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে থাকে। সে কারণেই আমরা আমব্রিজকে কখনো দেখিনি। তিনি কখনো হেঁটে চলাচল করেন না। নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।'

হারমিয়ন জানতে চাইল, 'আর ওই নীল গাউন পরা ছোট যাদুকর এবং বৃদ্ধ মেয়ে যাদুকরের বিষয়টি কি?'

রন বলল, 'ওহ, ওই লোকটা হলো ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্সের।'

হারমিয়ন সুপ মুখে দিতে গিয়েও মাঝপথে থামল। বলল, 'তুমি জানলে কী করে যে সে ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্সের হয়ে কাজ করে?'

'ড্যাড বলেছেন ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্সের হয়ে যারা কাজ করে তারা প্রত্যেকে নিল গাউন পড়ে।'

'কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে এ কথা কখনো বলনি!'

হারমিয়ন হাত থেকে চামচ নামিয়ে রাখল এবং সামনে রাখা নোট ও ম্যাপগুলো নিজের দিকে টেনে নিল। যেগুলো হ্যারি কিচেনে প্রবেশ করার সময় ওরা পরীক্ষা করে দেখছিল।

হারমিয়ন আলুথালু করে ওগুলোর পাতা উল্টাতে উলটাতে বলল, 'কিন্তু নীল গাউন সম্পর্কে তো এর মধ্যে কিছু লেখা নেই, কিচ্ছু না!'

'আচ্ছা, এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়?'

'রন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! যদি আমরা মিনিস্ট্রিতে ঢুকতে চাই এবং তারা চুপে চুপে ঢোকা লোকদের খোঁজার সময় ধরা না পড়তে চাই তাহলে সব ক্ষুদ্র বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এগুলোর ভেতর বারবার সূত্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি, আর তুমি যদি একটু মুখ ফুটে বলতে না পার-'

'এহ্ হারমিয়ন,আমি শুধু একটি ছোট বিষয় বলতে ভুলে গেছি-'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না যে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আমাদের জন্য সবচেয়ে বিপদজ্জনক জায়গা হলো এই মিনিস্ট্রি-'

হ্যারি বলল, 'আমার মনে হয় আমরা তো আগামীকাল করতে পারি ।'

হারমিয়ন পাথরের মতো থমকে গেল । সে মুখ হা করে থাকল । রনের মুখের ভেতর সুপ আটকে গেল ।

হারময়িন রিপিট করে বলল, 'আগামীকাল? তুমি কী গুরুত্ব বুঝতে পারছ না হ্যারি?'

হ্যারি বলল, 'বুঝতে পারছি। আমরা আরো একমাস যদি মিনিস্ট্রিতে প্রবেশের জন্য ঘুরধুর করি– তা'হলেও আমার মনে হয় না আমরা এখন যতটা প্রস্তুত আছি তার চেয়ে বেশি প্রস্তুত হতে পারব। আমরা যতটা দেরি করব, লকেটটি তত দূরে চলে যাবে। এরই মধ্যে আমব্রিজ হয়তো লকেটটি খুলতে না পেরে ফেলেও দিয়ে থাকতে পারেন ।'

রন বলল, 'কখনোই না, যে পর্যন্ত সে খুলতে না পারবে সে পর্যন্ত ওটি নিজের কাছে রেখে দেবে ।'

হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাকে দিয়ে কোনো বিশ্বাস নেই। ওরা সবাই এক। সে ছিল প্রথম শ্রেণীর এক শয়তান ।'

হারমিয়ন বসে তার ঠোঁট কামড়াচ্ছে। সে গভীরভাবে বিষয়টি চিন্তা করছে।

হ্যারি হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা জানি সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে ওরা মিনিস্ট্রির ভিতরে এবং বাইরে অ্যাপারিশন বন্ধ করে দিয়েছে, মিনিস্ট্রির অতি উচ্চ পর্যায়ের সিনিয়র সদস্যরাই শুধু ফ্লু নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাড়ির সংযোগ রাখতে পারেন। কারণ রন এ সম্পর্কে ভয়ানক দুটি অভিযোগ শুনেছে এবং আমরা মোটামুটি আমব্রিজের অফিসটি কোথায় তাও জানি, কারণ তুমি ওই দাড়িওয়ালা লোকটিকে তার বন্ধুর কাছে বলতে শুনেছ-'

হারমিয়ন তার শোনা কথাগুলো রিপিট করল, 'আমি উপরে লেভেল ১-এ যাব, ডলরস আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ।'

হ্যারি বলল, 'ঠিক, এবং তুমি ওই হাস্যকর কয়েনগুলো বা টোকেন যাই বলো না কেন- ওগুলোর ব্যবহার জানো। কারণ আমি ওই যাদুকর মহিলাকে দেখেছি তার বন্ধুর কাছ থেকে কয়েন ধার নিতে-'

'কিন্তু আমাদের কাছে তো একটি কয়েনও নেই!'

হ্যারি শান্ত কণ্ঠে বলল,'যদি পরিকল্পনা মতো চলে তাহলে আমাদের কাছেও থাকবে ।

'আমি জানি না হ্যারি! আমি বলতে পারি না! অনেক বিপদের সম্ভবনা রয়ে

যাচ্ছে। আমরা অনেক বেশি চান্সের উপর নির্ভর করছি...'

হ্যারি বলল, 'আমরা যদি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আরো তিন মাস ব্যয় করি সে ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এখনই যা করার করতে হবে।'

রন এবং হারমিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বুঝতে পারল ওরা ভয় পেয়েছে। সে নিজেও খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু তারপরও হ্যারির মনে হলো– যে এখনই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়।

গত চারটি সপ্তাহ ওরা কাটিয়ে দিয়েছে অদৃশ্য আলখাল্লা প্রস্তুত করতে এবং মিনিস্ট্রির অফিসিয়াল প্রবেশ পথের দিকে গুপ্তচরের কাজ করে। রন ছোটবেলা থেকেই জায়গাগুলো সব চিনত। এজন্য মি. উইসলিকে ধন্যবাদ দেয়া যেতে পারে। ওরা মিনিস্ট্রি কর্মচারীদের পিছু নিয়েছে, তাদের আলোচনাগুলো কান পেতে শুনেছে। প্রতিদিন একই সময়ে হাজির হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তাদেরকে জানতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ফাঁক বুঝে একটি ডেইলি প্রফেটের কপি কারো ব্রিফকেস থেকে টুক করে তুলে নিয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে ওদের একটি নোট এবং ম্যাপ দাঁড়িয়ে গেছে, যেটি এখন হারমিয়নের সামনে রয়েছে।

রন ধীরে ধীরে বলল, ঠিক আছে, ধরো যদি আমরা আগামীকাল যাই...আমার মনে হয় আমি এবং হ্যারির যাওয়াটাই ভালো।

হারমিয়ন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওহ্ আবার আরম্ভ করলে! আমার ধারণা ছিল আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি চূড়ান্ত করেছি।'

'আলখাল্লার ভেতর থেকে প্রবেশপথে অপেক্ষা করা এক জিনিস, কিন্তু এটা একটু ভীন্ন হারমিয়ন,' রন বলল। সে দশ দিন আগের একটি ডেইলি প্রফেটের উপর টোকা দিয়ে বলল, 'তুমি মাগল বর্নদের তালিকার একজন যারা তদন্তের জন্য হাজির হওনি!'

'এবং তুমি বারোতে স্প্যাটারগ্রোয়েটের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছ। যদি কারো যেতে না হয় তাহলে সেটা হ্যারির জন্য প্রযোজ্য। তার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার গ্যালিয়ন-'

হ্যারি বলল, ভালো কথা, তাহলে আমি এখানে থেকে যাই। তোমরা কখনো ভোল্ডেমর্টকে পরাস্থ করতে পারলে আমাকে জানিও।'

রন এবং হারমিয়ন হেসে উঠল। হ্যারির কপালের স্কারটিতে জ্বালা করতে শুরু করেছে। সে হাত তুলে জায়গাটিতে রাখল। সে দেখল হারমিয়ন বাঁকা করে তাকিয়েছে। হ্যারি তার নিজের চুলে হাত বুলিয়ে অন্যমস্ক হয়ে থাকতে চাইল।

রন বলতে থাকল, 'ঠিক আছে, আমরা তিনজনই যদি যাই তাহলে আলাদা আলাদাভাবে ডিস্যাপারেট করব। আমরা তিনজন একসঙ্গে আলখাল্লার ভিতরে ঢুকতে পারব না।'

হ্যারির স্কারটিতে আরো যন্ত্রণা বাড়তে থাকল। সে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিচার দৌড়ে কাছে এলো।

'মাস্টার স্যুপ শেষ করেননি। প্রভু কি শাক দিয়ে রান্না করা মাছ পছন্দ করবেন? অথবা প্রভু কি ঝাল জাতীয় পছন্দের কিছু খাবেন?'

'ধন্যবাদ ক্রিচার, আমি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব। একটু বাথরুমে যাব।'

হ্যারি জানে হারমিয়ন পেছন থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হ্যারি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে হলরুমে উঠে গেল। প্রথম ল্যান্ডিংঙে গিয়ে বাথরুমের দরোজা ধাক্কা দিয়ে খুলল। তারপর ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে কালো রঙের বেসিনের উপর ঝুঁকে পড়ল। বেসিনের পানির ট্যাপের মুখটি সাপের হাঁ করা মুখের মতো। হ্যারি চোখ বুজল...

হ্যারি নিভু নিভু আলোর একটি রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। দু'পাশের ভবনগুলো সুউচ্চ। বাড়িগুলোতে কাঠের রং-এ পালিশ দেয়া। কালো কেকের মতো দেখতে।

সে এমন একটি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দেখল তার সাদা হাত দরোজার উপর রেখেছে। দরোজায় টোকা দিল। ভিতরে একটা উত্তেজনা শুরু হয়েছে....

দরোজা খুলে গেল। একজন হাস্যজ্জ্বল মহিলা দরোজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখটি দেখে মনে হলো হ্যারির মুখের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছে। মুখ থেকে হাসি উবে গেল, চেহারাটা ভয়ানক হয়ে উঠল...

'গ্রেগোরোভিচ?' একটি শান্ত কণ্ঠ উচ্চারণ করল।

মহিলা মাথা নাড়লেন। তিনি দরোজাটা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করলেন। একটি সাদা হাত তাকে দরোজা বন্ধ করা থেকে বিরত রাখল। জোর করে দরোজাটা ঠেলে ধরল।

'আমি গ্রোগোরোভিচকে চাই।'

মহিলা মাথা নেড়ে চিৎকার করে জার্মান ভাষায় বললেন, এর ভন্ট হিয়ার নিক্সট মেয়ার! ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললেন এখানে থাকে না! এখানে থাকে না! আমি তাকে চিনি না!'

দরোজা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা বাদ দিয়ে মহিলা অন্ধকার ঘরের ভিতরের দিকে যেতে থাকলেন। হ্যারি তাকে অনুসরণ করল। শান্তভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল। তার লম্বা আঙুলওলা হাত দিয়ে যাদুদণ্ড বের করে সামনে ধরল।

'সে কোথায়?'

'দাস ভাইস ইস নিক্সট!' অর্থাৎ আমি জানি না। 'সে চলে গেছে। কোথায় গেছে আমি জানি না!'

হ্যারি যাদুদণ্ডটি তুলল। মহিলা চিৎকার করতে থাকল। দু'টি ছোট্ট শিশু দৌড়ে হলরুমে প্রবেশ করল। মহিলা বাচ্চা দুটোকে হাত দিয়ে ধরে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করল। একটি সবুজ আলো ঝলসে উঠল-

'হ্যারি! হ্যারি!'

হ্যারি চোখ খুলল। সে মেঝেতে পড়ে আছে। হারমিয়ন দরোজায় জোরে জোরে টোকা দিচ্ছে।

'হ্যারি, দরোজা খোলো!'

হ্যারি জানে সে চিৎকার করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে দরোজা খুলে দিল। হারমিয়ন লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সে কোনোক্রমে নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখল। সন্দেহ নিয়ে চারদিকে তাকালো। হারমিয়নের ঠিক পেছনেই রন। সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তার যাদুদণ্ডটি ছোট বাথরুমের এক কোণের দিকে তাক করা।

কঠিন সুরে হারমিয়ন বলল, 'তুমি কী করছিলে?'

হ্যারি নিস্তেজ কিন্তু শক্ত গলায় বলল,'তোমার কি মনে হয়, আমি কী করছিলাম?'

'তুমি চিৎকার করছিলে মাথা গেল বলে।' রন বলল।

'ওহ, হ্যা আমি বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অথবা-'

'হ্যারি, প্লিজ, আমাদের এতটা নির্বোধ বলে মনে করো না।' হারমিয়ন বলল। সে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। 'আমরা জানি তোমার স্কারটিতে জ্বালা করছিল। এবং তুমি চাদরের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলে।'

হ্যারি বাথরুমের ভেতর একপ্রান্তে বসে পড়ল।

'ওকে, আমি এই মাত্র দেখতে পেয়েছি ভোল্ডেমর্ট একজন মহিলাকে হত্যা করছে। এতক্ষণে সম্ভবত মহিলার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছে। এই নিষ্ঠুরতার তার প্রয়োজন নেই। সেড্রিক আবার সেখানে, চারদিকে সেড্রিক । ওরা ওখানে...

'হ্যারি, তোমার আর এই বিষয়টি আর ঘটতে দেয়া উচিত হচ্ছে না। হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। তার কণ্ঠস্বর বাথরুমে প্রতিধ্বনি তুলল। 'ডাম্বলডোর চাইতেন তুমি ওকলুমেনসি ব্যবহার করো! তিনি মনে করতেন তোমার এই যোগাযোগকে ভোল্ডেমর্ট ব্যবহার করতে পারে হ্যারি! সে কাউকে হত্যা করছে বা নির্যাতন করছে তা দেখে কী হবে বলো, এতে কাজই বা কী?'

হ্যারি বলল, 'এর মানে হলো অন্তত সে যা করছে তা জানতে পারছি।'

'তুমি তো চেষ্টা করনি তাকে দেখাটা বন্ধ করতে?'

'হারমিয়ন, আমি ইচ্ছা করলেই পারি না। তুমি জানো, ওকলুমেনসির ব্যাপারে আমার সমস্যা আছে। আমি কখনো এটাকে আটকে রাখতে পারি না।'

হারমিয়ন বলল, 'তুমি কখনো সত্যিকারের চেষ্টা করনি। আমি বুঝতে পারি

না। তুমি নিশ্চই নিজেই এই যোগাযোগ বা সম্পর্ক যাই বল– পছন্দ করো?'

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হারমিয়নের দিকে এমনভাবে তাকালো যে সে একটা হোঁচট খেল।

হ্যারি ঠাণ্ডাভাবে বলল, আমি এটা পছন্দ করি? তুমি হলে কী পছন্দ করতে?'

'না...না সে কথা নয়...আমি দুঃখিত হ্যারি..আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি।'

'আমি এটা ঘৃণা করি! আমি ঘৃণা করি যে সে আমার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং সে যখন সবচেয়ে বিপ্পদজ্জনক হয়ে ওঠে তখন তাকে আমার দেখতে হয়। কিন্তু হ্যা বলতে পার, আমি এটাকেই কাজে লাগাতে চাই।'

'ডাম্বলডোর তো চাইতেন-'

'ডাম্বলডোরের কথা বাদ দাও। এটা আমার নিজের চয়েস, অন্য কারো নয়। আমি জানতে চাই সে কেন গ্রেগোরোভিচকে খুঁজছে।'

'সে কে?'

হ্যারি বলল, 'গ্রেগোরোভিচ হলো একজন বিদেশি যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারক। সে ক্রমের যাদুদণ্ডটি বানিয়েছে। ক্রমের ধারণা অসম্ভব মেধাবী যাদুদণ্ড বানাতে পারে সে।'

রন বলল, 'কিন্তু তোমার কথামতো ভোল্ডেমর্ট অলিভ্যান্ডারকে কোথাও আটকে রেখেছে। তার হাতে অলিভ্যান্ডারের মতো একজন যাদুদণ্ড নির্মাতা আটক থাকতে তার কেন আরেক জনকে প্রয়োজন হবে?'

'হয়তোবা সে ক্রমের কথা শুনছে, অথবা সে মনে করছে গ্রেগোরোভিচ অপেক্ষাকৃত উন্নত যাদুদণ্ড বানায়। অথবা সে ভাবছে গ্রেগোরোভিচ হয়তো বলতে পারে ভোল্ডেমর্ট যখন আমার পেছনে ধাওয়া করছিল তখন আমার যাদুদণ্ডটি কী কাজ করেছে। কারণ অলিভ্যান্ডার সেটি জানত না।'

হ্যারি ধুলোমাখা ভাঙা আয়নার দিকে তাকালো। দেখল তার পেছনে রন এবং হারমিয়ন সন্দেহ প্রকাশ করে এক দৃষ্টি বিনিময় করছে।

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, তুমি বলে যাচ্ছ তোমার যাদুদণ্ড কি করেছে সেটা। কিন্তু তুমিই তো দণ্ডটি দিয়ে করিয়েছ। কেন তুমি তোমার নিজের ক্ষমতার কথাটি স্বীকার করছ না।'

'কারণ আমি জানি এটা আমি না! হারমিয়ন, ভোল্ডেমর্ট যা করছে, আমরা দু'জনই জানি প্রকৃত ঘটনাটা কি!'

ওরা এক অপরের দিকে তাকালো। হ্যারি জানে যে সে হারমিয়নকে তার কথা দিয়ে আশ্বস্ত করতে পারেনি। হারমিয়ন হ্যারির বক্তব্য এবং যাদুদণ্ড দু'টির বিরুদ্ধেই যুক্তি দাঁড় করাতে চাইল। সে বলতে চাচ্ছে যে হ্যারি নিজেকে

ভোল্ডেমর্টের ভিতরে দেখতে দিচ্ছে। রন বাধা দেয়ায় হ্যারি পরিত্রাণ পেল।

রন হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল,'বাদ দাও। এটা ওর ব্যাপার। যদি আমরা আগামীকাল মিনিস্ট্রিতে যাই তাহলে প্ল্যান করার বিষয়টি চিন্তা করছ না কেন?'

বিরুদ্ধে ইচ্ছার হারমিয়ন বিষয়টি ক্ষান্ত দিল। যদিও হ্যারি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে হারমিয়ন সুযোগ পেলেই আবার আক্রমণ করবে। ইতিমধ্যে ওরা আবার নিচের কিচেনে নেমে এলো। ক্রিচার ওদের জন্য মাছ এবং শাক-সবজি পরিবেশন করল।

গভীর রাত পর্যন্ত ওরা জেগে থাকল। কয়েক ঘণ্টা ধরে ওরা বারবার পরিকল্পনাটা পরীক্ষা করে দেখল যে পর্যন্ত ওরা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য একে অপরকে সঠিকভাবে বোঝাতে পারল কি না।

হ্যারি সিরিয়ুসের বিছানায় ঘুমাতে গেল। বিছানায় শুয়ে যাদুদণ্ডের আলো জ্বেলে দিল। যাদুদন্ডের আলো গিয়ে পড়ল একটি পুরনো ছবির উপর। যে ছবিতে হ্যারির বাবা, সিরিয়ুস, লুপিন এবং পেটিগ্রিউকে দেখা যাচ্ছে। হ্যারি বিড়বিড় করে আরো দশ মিনিট পরিকল্পনাটি মুখস্থ করল। সে যখন যাদুদণ্ডের আলোটি নিভিয়ে দিল তখন পলিজিউস পোশন, পুকিং প্যাস্টিলেস অথবা ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্সের কথা ভাবল না। হ্যারি ভাবতে থাকল যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারক গ্রেগোরোভিচকে নিয়ে। ভোল্ডেমর্ট যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সে কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে!

মধ্যরাতের পর সকালটা যেন অসম্ভব গতিতে চলে এলো।

রন হ্যারিকে জাগাতে রুমে প্রবেশ করে শুভ সকাল জানিয়ে বলল, 'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

হ্যারি আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, খুব বেশিক্ষণের জন্য নয়।'

ওরা দু'জন এসে হারমিয়নকে কিচেনে পেল। ক্রিচার তাকে কফি এবং হট রোল পরিবেশন করছে। হারমিয়নের মধ্যে এখনো একটি ভাব আছে যেটি হ্যারি চেনে। পরীক্ষায় রিভিশন দেয়ার সময় এমন হতো।

ওদের দু'জনের উপস্থিতি বুঝতে পেরে নার্ভাসভাবে মাথা নেড়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে হারমিয়ন বলল, 'গাউনটা। পোলিজিউস পোশন....ইনভিজিবল আলখাল্লা...ডিকয় ডেটোনেটর.....তোমাদের প্রত্যেকের এক জোড়া করে সঙ্গে নেয়া দরকার যদি প্রয়োজন হয়.....পুকিং প্যাস্টেলেস, নোসব্লিড নোগাট, এক্সটেনডাবল ইয়ারস।'

ওরা তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে উপরের তলায় চলে এলো। ক্রিচার মাথা নুইয়ে বিদায় দিয়ে জানালো ওরা ফিরে আসার পর ওদেরকে স্টিক এবং কলিজা ভুনা খাওয়াবে।

রন আদর করে বলল, 'তোমাকে আশীর্বাদ করি, এবং আমি অবশ্য মজা করে

চিন্তা করি, তোমার গলাটি কেটে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখার ।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে ওরা সামনের সিঁড়িতে গেল । ওরা দেখল ঘুম ঘুম চোখের দু'টি ডেথ-ইটার হালকা কুয়াশার ভেতরে বাড়িটার দিকে নজর রাখছে । হারমিয়ন প্রথমে রনের সঙ্গে ডিসাপারেট করল । তারপর আবার হ্যারির জন্য ফিরে এলো ।

একটুখানি সময় গভীর অন্ধকার এবং দম আটকে আসা ভাব হলো । তারপরই হ্যারি নিজেকে একটি সরু গলিতে আবিষ্কার করল । এখানেই ওদের পরিকল্পনার কাজটি প্রথম করতে হবে । জায়গাটি এখনো অনেকটা ফাঁকা । শুধু কয়েকটি খালি কন্টেইনার পড়ে আছে । কর্মচারীরা সাধারণত এখানে সকাল ৮টার আগে আসে না ।

হারমিয়ন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে । মহিলা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে আসার কথা । আমি যখন তাকে স্টান করব–'

রন দৃঢ় গলায় বলল, 'হারমিয়ন, আমরা জানি এবং আমি ভেবেছিলাম মহিলা আসার আগেই আমাদের দরোজা খুলতে হবে?'

হারমিয়ন হঠাৎ হুঁশ করে একটা শব্দ করল ।

'আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম! ঘুরে দাঁড়াও-'

হারমিয়ন হাতের যাদুদণ্ডটি দরোজার ভারী তালার উপর ধরল । তালাটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল । দরোজা খুলতেই ভেতরে অন্ধকার । ওরা আগে থেকেই তদন্ত করে জায়গাটি সম্পর্কে জেনে নিয়েছে । করিডোরটি চলে গেছে সোজা একটি খালি মঞ্চের দিকে । ওরা ভিতরে ঢোকার পর হারমিয়ন ওর পেছনে দরোজাটি আলতো করে বন্ধ করে দিল । যাতে বাহ্যত মনে হয় যে দরোজাটি এখনো বন্ধই আছে ।

সরুপথে অন্য দু'জনের দিকে ফিরে হারমিয়ন বলল, 'এখন, আমাদের আবার আলখাল্লা গায়ে দিতে হবে-'

'এবং অপেক্ষা করতে হবে,' রন ওর কথা টেনে নিয়ে শেষ করল । সে হারমিয়নের মাথার উপর দিয়ে দিল ঠিক যেন একটি টিয়া পাখির উপর কাপড়ের টুকরা ফেলে দেয়ার মতো এবং হ্যারির দিকে ঘুরে তাকালো ।

এক মিনিটের কিছু সময় পর ধুপ করে একটি শব্দ হলো এবং ছোট একটি মহিলা যাদুকর ওদের সামান্য দূরে অ্যাপারেট করল । এখন একটু উজ্জ্বলতা বেড়েছে; সূর্য কেবল একটি মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে । সে অপ্রত্যাশিত এই উষ্ণতা উপভোগ করবে, ঠিক তখনই হারমিয়নের স্টানিং স্পেল তার বুকের উপর আঘাত করল এবং মহিলা ছিটকে পড়ল ।

মঞ্চের দরোজার পাশের একটি কনটেইনারের পেছন থেকে রন বেরিয়ে এসে বলল,'চমৎকারভাবে কাজটি করেছ হারমিয়ন ।' হ্যারি অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার ভিতরে থেকে বের হলো । ওরা ধরাধরি করে যাদুকর মহিলাকে অন্ধকার প্যাসেজের পিছনে নিয়ে গেল । হারমিয়ন যাদুকর মহিলার মাথা থেকে কয়েকটি

চুল তুলে নিল। এবং তার ব্যাগটির ভেতর থেকে পলিজিউস পোশন বের করে তার সঙ্গে চুলগুলো মেশালো। রন মহিলার ব্যাগের ভেতরে হাতরাতে থাকল।

'এ হলো মাফালডা হফকির্ক,' রন একটি ছোট আইডেন্টি কার্ড পড়ে বলল। দেখল মহিলা হলো ইমপ্রোপার ইউজ অব ম্যাজিক অফিসের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'তুমি এগুলো সঙ্গে নাও হারমিয়ন, এই হলো টোকেন।'

সে হারমিয়নের কাছে মহিলার ব্যাগ থেকে বের করা কয়েকটি সোনার কয়েন দিল। এগুলোর উপর খোদাই করা তিনটি আক্ষর এম ও এম।

হারমিয়ন পোলিজিউস পোশন পান করল। পোশনের রঙ কিছুটা হেলিওট্রোপ ফুলের আকার ধারণ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের সামনে দু'জন মাফালডা হফকির্ক দেখা গেল। হারমিয়ন মাফালডার চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে পড়ল। হ্যারি ঘড়ির দিকে তাকালো।

'আমরা দেরি করে ফেলছি। যে কোনো মুহূর্তে মি.ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্স এখানে চলে আসবে।'

ওরা দ্রুত আসল মাফালডাকে রাখা জায়গাটি বন্ধ করে দিল। হ্যারি এবং রন অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর প্রবেশ করল। কিন্তু হারমিয়ন দৃশ্যমান রয়ে গেল। অপেক্ষা করতে থাকল। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর দ্বিতীয়বার ধুপ করে শব্দ হলো। ছোট বিড়ালের মতো দেখতে একটি যাদুকর ওদের সামনে নামল।

'আহ্, হ্যালো মাফালডা।'

হারমিয়ন একটু কেঁপে যাওয়া গলায় বলল, 'হ্যালো, আজ কেমন আছ।'

বিমর্ষ চেহারা নিয়ে যাদুকরটি বলল, 'আসলে খুব একটা ভালো নেই।'

হারমিয়ন এবং যাদুকরটি প্রধান রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকল। হ্যারি এবং রন ওদের পিছনে চুপি চুপি চলতে থাকল।

'তুমি এমন অবস্থায় আছ শুনে আমি খুবই দুঃখিত,' হারমিয়ন দৃঢ় গলায় যাদুকরকে বলল। যাদুকর তার সমস্যাটি ব্যাখ্যা করতে থাকল। কিন্তু তাকে প্রধান রাস্তায় ওঠা এখনই বন্ধ করা দরকার। 'নাও, একটা মিষ্টি খাও।'

'অ্যা, ওহ না, ধন্যবাদ-'

হারমিয়ন জোর দিয়ে বলল, 'আমি বলছি নাও তো,'

চকলেটের ব্যাগ তার মুখের সামনে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল। সতর্কতার সঙ্গে ছোট যাদুকরটি একটি চকোলেট নিল।

মুহূর্তের মধ্যে ফল পাওয়া গেল। চকোলেটটি মুখের মধ্যে পুরতেই যাদুকরটি বমি করতে শুরু করল। এমন ভয়ানক অবস্থা দাঁড়ালো যে সে লক্ষ করতে পারল না হারমিয়ন তার মাথা থেকে টান দিয়ে এক গোছা চুল তুলে নিয়েছে।

যাদুকরটি অসুস্থ হয়ে বমি করতে থাকলে হারমিয়ন বলল, 'আহা, তোমার

বরং আজকের দিনটা বিরতি নেয়াই ভালো!'

'না! না!' যাদুকরটি বমি করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। সোজা হয়ে হাঁটতে না পারলেও সে তার পথে হাঁটতে চেষ্টা করল্ 'আমাকে অবশ্যই...আজকে অবশ্যই যেতে হবে..'

হারমিয়ন সতর্কতার সঙ্গে বলল, 'কিন্তু এটা ঠিক হবে না! তুমি এই অবস্থায় কাজে যেতে পার না। আমার মনে হয় তোমার সরাসরি সেন্ট মাঙ্গোসে যাওয়া উচিত। এবং তারা তোমাকে কাজে যোগদান থেকে বিরত রাখবে।'

যাদুকরটি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টা করছে হাটতে।

হারমিয়ন বলল, 'তোমার এই অবস্থায় কাজে যাওযার কোনো উপায় নেই!'

অবশেষে মনে হলো সে হারমিয়নের কথা সত্য বলে বুঝতে পারল। তাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা থেকে হারমিয়ন ঠেলে পেছনে নিয়ে গেল। যাদুকরটি জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার সময় রন তার হাত থেকে থাবা দিয়ে ব্যাগটি কেড়ে রাখল। কিছু বমির দলা বাতাসে ভাসতে থাকল।

হারমিয়ন ওর গাউনটা একটু উঁচু করে ধরে নিচের বমিগুলো থেকে সরে থাকল। বলল, 'উর্গ, এর চেয়ে ওকে স্ট্যান করলে বরং ঝামেলা কম হতো।'

রন আলখাল্লার ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। তার হাতে কেড়ে রাখা ব্যাগটি। বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আমি চিন্তা করছি এক গাদা অচেতন দেহের কথা। যেগুলো অ্যাটেনশন তৈরি করতে পারে। কাজের ব্যাপারে খুব সচেতন, তাই না? পোশন আর চুলগুলো দাও, তারপর দেখা যাক।'

দু'মিনিটের মধ্যে রন ওদের সামনে দাঁড়ালো এক ছোট বিড়ালের মতো যাদুকর হয়ে। পরনে নীল রঙের গাউন। গাউনটি ব্যাগের ভেতরে ভাঁজ করা ছিল।

'অবাক ব্যাপার হলো আজ ওর পরনে গাউন ছিল না। অথচ ও কাজে যাওয়ার জন্য কতটা আগ্রহী ছিল। যা হোক, আমি এখন রেড ক্যাটারমোল। অন্তত ওর পিঠের লেখাটি নাম অনুসারে।'

হ্যারি এখনো অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে আছে। তারপরও অনুমানে হারমিয়ন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে অপেক্ষা করো, আমি তোমার জন্য কিছু চুল নিয়ে ফিরে আসছি।'

হ্যারিকে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু এই সময়টাই তার কাছে লম্বা সময় বলে মনে হলো। একা নিভৃতে বমি করা সরু গলিটাতে থাকতে হলো। পাশেই বন্ধ দরোজার পেছনে স্ট্যান করা অবস্থায় মাফালডা রয়েছে। অবশেষে রন এবং হারমিয়ন ফিরে এলো।

হারমিয়ন হ্যারির হাতে কয়েকটি কোঁকড়ানো, কালো চুল তুলে দিয়ে বলল, 'আমরা জানি না যে সে কে। কিন্তু সে ভয়ানক রক্ত নাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

বেশ লম্বা, তোমার একটা লম্বা গাউনের প্রয়োজন হবে।'

হারমিয়ন ব্যাগ থেকে টেনে এক সেট লম্বা গাউন বের করল। ক্রিচার এগুলো পরিপাটি করে ভরে দিয়েছে। হ্যারি পোশন হাতে নিল এবং বদলে গেল।

এই কষ্টকর বদলে যাওয়া সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা গেল সে ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা আর হাত-পা গুলো বেশ পেশীবহুল। তার মুখে কিছু দাড়ি আছে। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা এবং নিজের চোখের চশমা গুছিয়ে গাউনের পকেটে রাখল। সে অন্য দু'জনের সঙ্গে যোগ দিল।

হ্যারিকে কাছে আসতে দেখে রন বলল, 'এহ্ এ তো ভয় পাওয়ার মতো!'

হারমিয়ন হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাফালডার টোকেনগুলো নাও। চলো যাই, প্রায় নয়টা বেজে গেছে।'

ওরা একসঙ্গে সরু গলি থেকে বের হলো। পঞ্চাশ গজ দূরেই বড় রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটার রাস্তা। প্রচুর লোক। চোখা কালো মাথার স্পাইকের রেলিঙ দিয়ে রাস্তাটি ভাগ করা। একটি রাস্তা ভদ্রমহিলাদের জন্য এবং অন্যটি ভদ্র মহোদয়দের জন্য।

হারমিয়ন নার্ভাসভাবে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে একটু পর দেখা হবে।' সে মহিলাদের দলে নেমে গেল।

হ্যারি এবং রন একদল অস্বাভাবিক পোশাকের লোকের সঙ্গে ভদ্রমহোদয় লেখা পথে নিচের দিকে নামল। যে পথটি দেখে মনে হচ্ছে পাবলিক টয়লেটের দিকে নেমে গেছে। দেয়ালে পিচ্ছিল কালো এবং সাদা টাইল্স বসানো।

হ্যারি একটি স্লটের মধ্যে টোকেন ফেলে দিতেই সামনের বাধা সরে গেল। সে একটি কিউবিকেলে ঢুকল। পাশের কিউবেকেল থেকে গাঢ় নীল রঙের গাউন পড়া একজন উইজার্ড বলে উঠল, গুড মর্নিং রেগ!' খামোখা জ্বালাতন বাড়ছে অ্যাঁ! আমাদের সবাইকে জোর করে এ পথেই কাজ করতে পাঠানো হচ্ছে, তাই না? কে আমাদের এখানে আসবে বলে এরা মনে করছে, হ্যারি পটার?'

যাদুকর একা একাই হাসিতে ফেটে পড়ল। রন তার কথায় জোর করে হাসল। সে বলল, 'হুম্, স্টুপিড, তাই না?'

রন এবং হ্যারি কায়দা করে পাশাপাশি কিউবেকেলে দাঁড়ালো।

হ্যারির ডানে এবং বাঁয়ে টয়লেটে ফ্লাশ করার শব্দ হলো। হ্যারি দ্রুত উবু হয়ে কিউবিকেলের নিচের ফাঁকা জায়গাটি দিয়ে উঁকি দিল। কোনো রকমে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল ওর ঠিক পরের কিউবিকেলে এক জোড়া পালিশ করা জুতা টয়েলেটের উপর উঠে গেল। সে বাঁ পাশেরটার দিকে তাকালো। দেখল রন তার দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে।

রন ফিসফিস করে বলল, 'আমাদেরও নিজেদের ফ্লাশ করতে হবে!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' হ্যারিও ফিসফিস করে পাল্টা বলল। ওর গলা বেশ গম্ভীর শোনা গেল।

দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। নিজেদেরকে চরম বোকা বলে মনে হলো। হ্যারি টয়লেটের উপর উঠে দাঁড়ালো।

সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল যে ঠিক কাজটিই করেছে। যদিও মনে হচ্ছে সে টয়লেটের পানির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার জুতা, পা এবং পরনের গাউন একেবারে শুকনো রয়েছে। সে চেইনে হাত দিয়ে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ছোট হয়ে ডুবে গেল এবং পরের মুহূর্তেই একটি ফায়ার প্লেসের ভেতর থেকে মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকে বের হয়ে এলো।

হ্যারি সামনের দিকে ঝুঁকে উঠে দাঁড়ালো। সে যে শরীরে অভ্যস্ত তার চেয়ে এখনকার শরীরটা অনেক ভারী। গ্রেট অ্যাট্রিয়ামটা হ্যারি যেমন দেখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। এর আগে একটি সোনালি রঙের ঝরনা হলের মাঝখানে ছিল। কাঠের পালিশ করা মেঝে এবং দেয়ালের বিভিন্ন স্পটে আলো ঝলমল করত। এখন সেখানে একটি বিশাল কালো রঙের মূর্তি দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্যটি বরং ভয়ঙ্কর। এই বিশাল মূর্তিটিতে দেখা যাচ্ছে একজন যাদুকর এবং একজন ডাইনী একটি জাঁকালো, বাঁকা করে বসানো সিংহাসনে বসে নিচের ফায়ার প্লেসে কাজ করা মিনিস্ট্রি কর্মীদের দেখছে। মূর্তির পায়ের কাছে এক হাঁটু উঁচুতে খোদাই করে লেখা: ম্যাজিকই শক্তি।

হ্যারি হঠাৎ করে পায়ের পিছনে খুব জোরে আঘাত পেল। ওর পেছনেই অন্য একটি উইজার্ড ফায়ার প্লেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়েছে।

'পা থেকে একটু সরে দাঁড়াতে পার না, আরে তু-মি, দুঃখিত রানকর্ন!'

পরিষ্কার বোঝা গেল ভয় পেয়েছে। সে দ্রুত কাছ থেকে সরে গেল। হ্যারি রামকর্ন নামের যে উইজার্ডের রুপ ধারণ করেছে সে লোকটা ভয় পাওয়ার মত বলে মনে হচ্ছে।

'পিস্‌স!' একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল। হ্যারি ঘুরে তাকিয়ে দেখল পাতলা ছোটখাটো মহিলা যাদুকর এবং বিড়ালের মতো যাদুকরটি মূর্তির কাছের একটি জায়গা। হ্যারি দ্রুত ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল।

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে ঠিকমতো পৌঁছতে পেরেছ?'

রন বলল, 'না, সে এখনো গ্রাউন্ডের সঙ্গেই লেগে আছে।'

হ্যারি এখনো বারবার তাকিয়ে মূর্তি দেখছে। হারমিয়ন বলল, 'ওহ, খুবই হাস্যকর...ভয়ানক ব্যাপার, তাই না?' তুমি কী দেখেছ ওরা কিসের উপর বসে আছে?'

হ্যারি আরো কাছে থেকে দেখল এবং বুঝতে পারল যে কারুকাজ করা

সিংহাসন আসলে মানুষের দেহ। নারী-পুরুষ-শিশুর শতশত নগ্ন দেহ। মানুষের দেহ দিয়ে বিশাল গাউন পরা উইজার্ডদের দেহের ভার রক্ষা করা হয়েছে।

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'মাগলদের দেহ, ওদের সঠিক জায়গা। চল যেতে থাকি।'

ওরা একদল যাদুকর এবং মহিলা যাদুকরের স্রোতে মিশে গেল। সবাই হলের শেষ প্রান্তে সোনালি রঙের গেটের দিকে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব সবার অলক্ষ্যে ওরা চারদিক দেখতে থাকল। কিন্তু কোথাও ডোলোরেস আমব্রিজের বিশেষ শরীরটি দেখা গেল না। ওরা গেট দিয়ে ঢুকে একটি ছোট হলে এসে পড়ল। সেখানে কুড়িটি সোনালি গ্রিলের সামনে লাইন ধরে সবাই দাঁড়াচ্ছে। ওগুলো লিফ্‌ট হিসাবে কাজ করে। ওরা তিনজন কেবল কাছাকাছি একটি লাইনে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় একটি কণ্ঠ জোরে বলে উঠল, 'ক্যাটারমোল!'

হ্যারির পেটের ভেতর নড়েচড়ে উঠল। ডাম্বলডোরের মৃত্যুর সময় দেখেছে এমন একটি ডেথ-ইটার ওদের দিকে লম্বা পায়ে এগিয়ে আসছে। ওদের আশেপাশের উইজার্ডরা সব নীরব হয়ে গেল। তারা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। হ্যারি ওদের ভিতরে ভয় অনুধাবন করতে পারল। যে লোকটা চিৎকার করে উঠেছে তার মুখটা স্থূল ধরনের। কিন্তু তাকে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হচ্ছে তার আকর্ষণীয় গাউনটির জন্য। গাউনটি সোনার সুতা দিয়ে সেলাই করা। ভীড়ের ভিতর থেকে তাকে তোষামোদ করে কেউ একজন বলে উঠল, 'গুড মর্নিং ইয়াক্সলি!'

কিন্তু ইয়াক্সলি তা গায়ে মাখল না।

'ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্সের কাউকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার অফিসটি সাফ করতে। ক্যাটারমাল, এখনো সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে।'

রন চারদিকে তাকালো। আশা করল কেউ তাকে বাধা দিয়ে কিছু বলবে। কিন্তু কেউ কথা বলল না।

'বৃষ্টি হচ্ছে...আপনার অফিসে? সেটা...সেটা তো ভালো কথা না, তাই না?'

রন নার্ভাসভাবে হাসল। ইয়াক্সলি চোখ বড় করে তাকালো।

'তুমি কী মনে করো এটা ফানি? ক্যাটারমল, মনে করো?'

দু'জন মহিলা যাদুকর লিফটের লাইন থেকে দ্রুত বের হয়ে আসল।

রন তাড়াতাড়ি বলল, 'না, অবশ্যই না-'

'তুমি বুঝতে পারছ ক্যাটারমল যে আমি নিচে যাচ্ছি তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তদন্ত করতে। আসলে আমি অবাক হয়েছি, তোমার স্ত্রী সেখানে অপেক্ষা করছে, আর তুমি সেখানে গিয়ে তার হাতটা পর্যন্ত ধরলে না। ইতিমধ্যেই কাজটি ভালো হয়নি ভেবে তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ? সম্ভবত সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিশ্চিত হও, এবং পরবর্তী সময়ে একজন পিওর ব্লাডকে বিয়ে করো।'

হারমিয়ন ভয়ে হিক করে একটি শব্দ করল। ইয়াক্সলি তার দিকে ফিরে তাকালো। হারমিয়ন খুকখুক করে কেশে অন্যদিকে ফিরল।

রন তোঁতলাতে থাকল, 'আমি...আমি..' ইয়াক্সলি বলল, যদি আমার স্ত্রী মাডব্লাড হিসেবে অভিযুক্ত হতো...অবশ্য তা কখনো হতো না, আমি ভুল করেও কখনো এই নোংরা কাজ করতাম না... আর তখন যদি ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল ল' এনফোর্সমেন্টের প্রধানের কোনো কাজের প্রয়োজন হতো- আমি সেটাকে সবচে অগ্রাধিকার দিয়ে করতাম ক্যাটারমল। তুমি কী আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

রন ফিসফিস করে বলল, 'জ্বি।'

'তাহলে সেটা করো ক্যাটারমল। আর যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমার অফিস পুরোপুরি শুকনো না হয়, তাহলে তোমার স্ত্রীর ব্লাড পরীক্ষা এখন যতটা খারাপ ভাবছ তার চেয়ে অনেক ভয়ানক হবে।'

ওদের সামনের সোনালি গেটগুলো খুলে গেল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ইয়াক্সলি একটু মাথা দুলিয়ে একটি অস্বস্তিকর হাসি দিল। সে আশা করল যে ক্যাটারমলের এই সাজাটি সঠিক হয়েছে বলে সবাই সম্মতি দেবে। তারপর অন্য একটি লিফটে ঢুকে গেল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন একটি লিফটে উঠল। কিন্তু অন্য কেউ ওদের সঙ্গে উঠল না। ভাবটা এমন যেন ওরা সব সংক্রমিত হয়ে গেছে। একটি খট শব্দ করে গ্রিল বন্ধ হয়ে গেল। লিফ্‌টটি উপরে উঠতে শুরু করল।

রন ভড়কে গেছে বলে মনে হলো। সে অন্য দু'জনের কাছে প্রশ্ন করল, 'এখন আমি কী করব। যদি আমি এখন না যাই, তাহলে আমার স্ত্রী, অর্থাৎ ক্যাটারমলের স্ত্রী-'

হ্যারি বলল, 'আমরা তোমার সঙ্গে যাব। আমাদের এক সঙ্গে থাকতে হবে।' কিন্তু রন অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে নিষেধ করল।

'সেটা পাগলের কাজ হবে। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। তোমরা দু'জন আমব্রিজকে খুঁজে বের করো। আমি গিয়ে ইয়াক্সলির অফিস পরিষ্কার করছি। কিন্তু আমি বৃষ্টি থামাব কীভাবে?'

হারমিয়ন সঙ্গে সঙ্গে বলল, '*ফিনিট ইনকানটাটেম* স্পেল দিয়ে চেষ্টা করো। সেটা যদি কোনো অশুভ স্পেলের বৃষ্টি হয়। যদি তাতে কাজ না হয় বুঝতে হবে অ্যাটমোসফেরিক চার্মে কোনো গোলমাল হয়েছে। তাহলে এটা ঠিক করা কঠিন কাজ হয়ে যাবে। ওটা ব্যবহারকালে তুমি ওর জিনিসপত্রগুলো রক্ষার জন্য ইমপারভেসিয়াস স্পেল ব্যবহার করতে পারো।'

'একটু ধীরে ধীরে আবার বলো-' রন বলল। সে হন্যে হয়ে তার পকেট হাতড়াতে লাগল লিখে রাখার জন্য একটি পালকের কলমের জন্য। কিন্তু এরই মধ্যে ঝাকি দিয়ে লিফ্‌ট থেমে গেল। একটি দৃশ্য মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল,

'লেভেল চার, ডিপার্টমেন্ট ফর দ্য রেগুলেশন এন্ড কন্ট্রোল অব ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারস,সঙ্গে রয়েছে বিস্ট, বিঙ এন্ড স্পিরিট ডিভিশন, গবলিন লিয়াসেন অফিস এবং পেস্ট অ্যাডভাইজারি ব্যুরো।' গ্রিলের দরোজা খুলে গেল। দু'জন যাদুকর ভিতরে প্রবেশ করল এবং লিফটের ছাদের আলোর পাশে রঙিন কাগজের প্লেনগুলো কেঁপে উঠল।

'গুড মর্নিং অ্যালবার্ট,' ঘন মোছ-দাড়িঅলা যাদুকরটি হ্যারির দিকে মুচকি হেসে বলল। সে রন এবং হারমিয়নের দিকে একবার ঘুরে তাকালো। লিফ্‌ট উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। হারমিয়ন দ্রুত ফিসফিস করে রনকে অল্প কথায় নির্দেশনা দিল। যাদুকরটি হ্যারির দিকে ঝুঁকে দুঃখের হাসি দিয়ে বলল,'ডার্ক ক্রেসওয়াল, অ্যাঁ? গবলিন লিয়াসেনের? ভালো কথা। আমি পুরো নিশ্চিত, ওর কাজটি এখন আমি পাব!'

সে হ্যারির দিকে চোখ টিপল। হ্যারি উত্তরে মুচকি হাসল। মনে করল ওর সন্তুস্টির জন্য এটাই করা উচিত। লিফ্‌ট থামলো। দরোজা আবার খুলে গেল। সেই অদৃশ্য মহিলা যাদুকরের কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'লেভের টু, ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল ল' এনফোর্সমেন্ট ইনক্লুডিং দ্য ইমপ্রোপার ইউজ অব ম্যাজিক অফিস, অরোর হেডকোয়ার্টারস এন্ড উইজেনগামোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস।'

হ্যারি দেখল হারমিয়ন ছোট করে রনকে একটা ধাক্কা দিল এবং রন দ্রুত লিফটের দরোজা দিয়ে বের হয়ে গেল। হারমিয়ন এবং হ্যারি রয়ে গেল। সোন-ালি দরোজাটি আবার বন্ধ হওয়ার সময় হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল,'আসলে হ্যারি, আমার মনে হয় রনের পিছনে পিছনে আমার যাওয়া উচিত। আমার মনে হয় না সে কী করতে হবে বুঝতে পেরেছে। সে যদি ধরা পড়ে তাহলে– 'লেভেল ওয়ান, মিনিস্টার ফর ম্যাজিক এন্ড সাপোর্ট স্টাফ।'

সোনালী দরোজাটি আবার খুলে গেল। হারমিয়ন বড় করে নিঃশ্বাস নিল। চারজন মানুষ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনায় ব্যস্ত। একজন লম্বা চুলের যাদুকর অপূর্ব সুন্দর একটি কালো ও

সোনালি রঙের গাউন পড়ে আছে। এবং আরেকজন মহিলা যাদুকর খাটো, ব্যাঙের মতো দেখতে। তার ছোট ছোট চুলের উপর ভেলভেটের ফিতা পড়ে আছে। একটি ক্লিপবোর্ড বুকের উপর ধরে আছে।

অধ্যায় ১৩

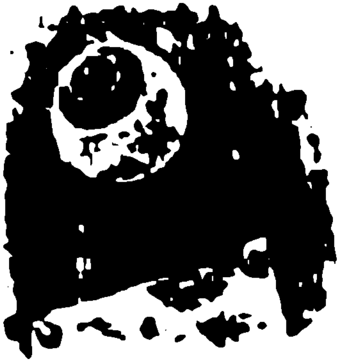

দ্য মাগল বর্ন রেজিস্ট্রেশন কমিশন

'আহ মাফালডা!,' হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে আমব্রিজ বলল। 'ট্র্যাভার্স তোমাকে পাঠিয়েছে তাই না?'

'অ্যা..হ্যাঁ,' হারমিয়ন কোনো রকম বলল।

'খুবই ভালো কথা, তুমি সঠিকভাবে কাজটি পারবে', আমব্রিজ কালো এবং সোনালী রঙের গাউন পরা যাদুকরটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মিনিস্টার, রেকর্ড কিপিং এর জন্য যদি মাফালডাকে পাওয়া যায় তাহলে আমরা আমাদের কাজ সরাসরি শুরু করতে পারি। সে তার হাতের ক্লিপ বোর্ডটিকে দেখালো। 'আজ দশজন, এরমধ্যে একজন আছে মিনিস্ট্রি কর্মীর স্ত্রী... ইশ! এমনকি এই মিনিস্ট্রির কলিজার ভেতর!' সে হারমিয়নের পাশাপাশি লিফটের দিকে আগালো। সঙ্গে বাকী দুই যাদুকরও আগালো, যে দুজন মিনিস্টারের সঙ্গে আমব্রিজের কথার সময় উপস্থিত ছিল। 'আমরা সোজা নিচে নেমে যাবো মাফালডা, তুমি কোর্টরুমেই যাবতীয় সবকিছু পাবে। গুড মর্নিং অ্যালবার্ট, তুমি এখনো যাওনি!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাচ্ছে', রানকনের গলার সুরে হ্যারি বলল।

হ্যারি পা বাড়িয়ে লিফট থেকে বের হল। লিফটের সোনালী দরোজা তার

পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। কাঁধের উপর দিয়ে এক পলক তাকিয়ে হ্যারি দেখল হারমিয়নের মুখটা উদ্বিগ্ন। তার দু'পাশে দুই লম্বা যাদুকর। আমব্রিজের ভেলবেট মাথার ফিতা হারমিয়নের কাঁধের সমান পর্যায়ে রয়েছে।

'তুমি এই উপরে উঠে এসেছ কেন রানকর্ন?' ম্যাজিকের নতুন মিনিস্টার জানতে চাইল। তার লম্বা, কালো চুল এবং দাড়ি চকচক করছে। চওড়া ঝুলে পড়া কপালের নিচে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। দেখে হ্যারির মনে হল একটি কাকড়া যেন পাথরের নিচ থেকে বের হয়ে আসছে।

সেকেন্ডেরও কম সময় দ্বিধা করে হ্যারি বলল, 'একটু কথার প্রয়োজন ছিল। আর্থার উইসলি, কেউ একজন বলল সে লেভেল ওয়ানে উঠে এসেছে।'

'আহ্', পিয়াস থিকনেসে বলল। 'কোনো অনাকাঙ্খিত লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ধরা পড়েছে?'

হ্যারি শুকনো গলায় বলল, 'না, সে রকম কিছু না।'

থিকনেসে বলল, 'আহ, ঠিক আছে। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। আমার কথা হলো, ব্লাড ট্রেইটররাও মাডব্লাডদের মতই খারাপ। গুড ডে রানকর্ন।'

'গুড ডে মিনিস্টার।'

হ্যারি দেখল থিকনেসে মোটা কার্পেটের উপর দিয়ে পা ফেলে চলে গেল। মিনিস্টার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই হ্যারি মোটা কালো আলখাল্লার নিচ থেকে ইনভিজিবল আলখাল্লাটি টেনে বের করল। সেটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিডোরের উল্টো দিকে যেতে শুরু করল। রানকর্ন অনেক লম্বা, তাই হ্যারি শরীরটাকে নিচু করে নিশ্চিত করল যেন বড় পা অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা থেকে বের হয়ে না থাকে।

উত্তেজনায় হ্যারির পেটের ভেতর সুরসুর করতে থাকল। একটার পর একটা চকচকে কাঠের দরোজা পার হওয়ার সময় দেখল প্রতিটি দরোজায় একটি করে ছোট মানুষের প্রতিক আছে, তার নিচে কক্ষে অবস্থানকারীর নাম ও পদবী দেয়া আছে। মাইট অব দি মিনিস্ট্রির ভাব কায়দা দেখে, এর ভেতরে প্রবেশের দুর্ভেদ্যতা দেখে হ্যারির মনে হল বিগত চার সপ্তাহ ধরে রন এবং হারমিয়নের সঙ্গে যে পরিকল্পনা সে করেছে তা হাস্যকর রকমের শিশুসুলভ। ওরা শুধু পরিকল্পনা করেছে ভেতরে ঢোকার, কিন্তু তার পরের সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের পরিকল্পনা ছাড়াই। এক মুহূর্তের জন্যও ওরা চিন্তা করেনি যে, একজনের কাছ থেকে আরেকজন পৃথক হয়ে গেলে কী হবে। এখন হারমিয়ন রয়েছে কোর্ট প্রসেডিংস নিয়ে ব্যস্ত। সেটা নিঃসন্দেহে কয়েক ঘণ্টা চলতে থাকবে। রন ম্যাজিক ব্যবহারের চেষ্টায় ব্যস্ত। হ্যারি জানে সেটা তার সাধ্যের বাইরে। ওর কাজের উপর নির্ভর করছে একজন মহিলার স্বাধীন হওয়াটা। আর হ্যারি নিজে ঘোরাফেরা করছে উপরের ফ্লোরে।

অথচ সে জানে তার যাকে নিয়ে কাজ করতে হবে সে লিফটে নিচে চলে গেছে।

হ্যারি হাটা থামালো। একটা দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল এখন কী করা উচিত। তার চারদিকে নিরবতা। কোনো ব্যস্ততা নেই, কথা বলার শব্দ নেই, নেই দ্রুত হেটে চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ। রঙিন কার্পেটের করিডোরগুলো এতটাই শান্ত যে মনে হয় এই জায়গার উপর মাফ্লিয়াটো চার্ম ব্যবহার করা হয়েছে।

হ্যারি ভাবল, মহিলার অফিস উপরেই হবে।

মনে হয় না যে আমব্রিজ তার গহনাপাতি অফিস কক্ষে রাখবে। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য খুঁজে না দেখাটাও হবে বোকামি। সে আবার করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হ্যারি কাউকে দেখতে পেল না, শুধু একজন গোমরামুখো যাদুকরকে দেখা গেল বিড়বিড় করে পালকের কলমকে নির্দেশ দিচ্ছে, যেটি তার সামনে ভাসছে। একটি মন্ত্র দ্রুতগতিতে এলোমেলোভাবে লেখা হচ্ছে।

হ্যারি এক কোণায় গেল এবং এবার দরোজার নামগুলোর দিকে হ্যারি মন দিল। পরের করিডোরের অর্ধেক পথ যেতেই হ্যারি একটি চওড়া খোলা জায়গায় চলে এলো। দেখল প্রায় এক ডজন যাদুকর এবং মহিলা যাদুকর লাইন ধরে বসে আছে। স্কুল ডেস্কের মতো সামনে ছোট ডেস্ক। যদিও স্কুল ডেস্কের চেয়ে অনেক ঝকমকে এবং কাটাকুটি দাগ নেই। হ্যারি ওদেরকে দেখার জন্য থামল। কারণ ওরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে কাজ করছে। ওরা সবাই একই সঙ্গে হাতের যাদুদণ্ড তুলছে এবং ঘোরান দিচ্ছে। চারকোনা রঙীন কাগজ চারদিকে ওড়াউড়ি করছে। যেন ছোট ছোট ঘুড়ি। কয়েক সেকেন্ডে হ্যারি লক্ষ করল কাগজগুলোর ভেতর একটি মিল আছে। সবগুলো একই রকমের। আরো অল্প কয়েক সেকেন্ড পর হ্যারি বুঝতে পারল ওগুলো হল প্যামপ্লেট। কাগজগুলো সাইজ করে, ভাঁজ করে ম্যাজিকের মাধ্যমে ওরা প্রত্যেক যাদুকর এবং মহিলা যাদুকর নিজের পাশে একেকটি জায়গায় রাখছে।

হ্যারি নিচু হয়ে আরো কাছে এল। ওরা এত মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে যে হ্যারি বুঝতে পারল কার্পেটের উপর পায়ের দাগগুলো খেয়াল করবে না। সে অল্প বয়সের মহিলা যাদুকরের পাশ থেকে পুরোপুরি তৈরি হওয়া একটি প্যামপ্লেট টুক করে টেনে নিল। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার ভেতর নিয়ে সে পরিক্ষা করল। গোলাপি রঙের কভারের উপর কারুকাজ করে লেখা-

মাডব্লাড

পিওর-ব্লাড সোসাইটির জন্য

তারা বিপদজনক

শিরোনামের নিচে একটি গোলাপ ফুলের ছবি। ফুলের পাতার উপরে লাজুক হাসিমাখা একটি মুখ। তার সঙ্গে কাটাযুক্ত একটি সবুজ লতা জড়ানো। প্যামপ্লেটের উপর কোনো লেখকের নাম নেই। এবং হ্যারি প্যামপ্লেটটি পরিক্ষা করার সময় তার ডান হাতের পেছনের স্কারটিতে চুলকাতে শুরু করল। তখনই হ্যারির সন্দেহটা সত্যি হল। তার পাশের অল্পবয়সী মেয়ে যাদুকর যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ করতে করতে বলে উঠল, 'বুড়ি কী সারাদিন ভরে মাডব্লাডদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কারো জানা আছে?'

'সাবধান,' বলল মেয়ে যাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা যাদুকরটি। নার্ভাসভাবে এদিক ওদিক তাকালো। তার কাজ করতে থাকা একটি কাগজ পিছলে গিয়ে মেঝেতে পড়ল।

'কী ব্যাপার, তার কী যাদুর চোখের মত যাদুর কানও আছে নাকি?'

মেয়ে যাদুকরটি ঘুরে চকচকে মেহেগুনির দরোজার দিকে তাকালো। দরোজাটি কাজ করতে থাকা যাদুকরদের দিকে পুরোপুরি মুখ করা। হ্যারিও ঘুরে তাকালো। এবং ক্ষোভে সাপের মত ফুসে উঠল। দরোজার যেখানে ভেতর থেকে দেখার কীহোল থাকার কথা, সেখানে কাঠের উপর একটি বড়, গোলাকার নীল রঙের অর্ধেক চোখ বসানো; যারা অ্যালেস্টর মুডিকে চেনে তারা জানে যে, এই চোখটি দেখতে অ্যালেস্টর মুডির চোখের মত।

মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভুলে গেল সে কোথায় আছে এবং ভুলে গেল যে তার গায়ে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা রয়েছে। সে লম্বা পা ফেলে দরোজার কাছে চলে গেল চোখটি পরিক্ষা করতে। চোখটি স্থির এবং উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ঠিক নিচে লেখা রয়েছে :

ডোলোরেস আমব্রিজ
সিনিয়র আন্ডার-সেক্রেটারি টু দি মিনিস্টার

তার নিচেই খোদাই করে আরেকটু ছোট করে লেখা, একটু একটু করে জ্বলজ্বল করছে :

হেড অব দ্য মাগল-বর্ন
রেজিস্ট্রেশন কমিশন

হ্যারি ঘুরে প্যামপ্লেট তৈরি করতে থাকা যাদুকরদের দিকে তাকালো। যদিও তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত, তারপরও হ্যারির মনে হল না যে, তাদের সামনে দরোজাটি খুলে গেলে তারা কেউ দেখবে না। হ্যারি ভেতরের পকেট থেকে একটি জিনিস বার করল যেটির ছোট ছোট দুটি পা। আর দেহটির সঙ্গে দুটি রাবারের মত শিং।

হ্যারি আলখাল্লার ভেতরে নিচু হয়ে সেটিকে মেঝের উপর একটি জায়গায় রাখল।

জিনিসটি গুরগুর করে যাদুকরদের পায়ের নিচ দিয়ে একটি জায়গায় চলে গেল। হ্যারি হাতের যাদুদণ্ডটি দরোজার নবের কাছে ধরে অপেক্ষা করছে, কয়েক মুহূর্ত পর জোরে একটি শব্দ হয়ে এক কোনা থেকে কালো ধোয়া ছড়িয়ে পড়ল। সামনের সারির অল্প বয়সের মেয়ে যাদুকরটি চিৎকার করে উঠল। সব কয়জন যাদুকর লাফিয়ে উঠল। গোলাপি রঙের কাগজগুলো চারদিকে উড়তে থাকল। ওরা সবাই ধোয়া ওঠার উৎস খুঁজতে থাকল। হ্যারি দরোজার নবটি ঘুরিয়ে খুলে ফেলল এবং আমব্রিজের অফিসের ভেতর ঢুকে দরোজাটি বন্ধ করে দিল।

হ্যারির মনে হল সে পা ফেলে অতীতের সময়ে চলে গেছে। রুমের ভেতরটা একেবারে হোগার্টে আমব্রিজের অফিস কক্ষের মত। ঝুলন্ত লেসগুলো, ফিতাওয়ালা রুমাল, শুকনো ফুল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। দেয়ালের সঙ্গে একই রকম কারুকাজ করা প্লেট রয়েছে। প্রত্যেকটিতে প্রচুর রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। বিড়ালের বাচ্চার বিভিন্ন ভঙ্গীর বিরক্তিকর ছবি। ডেস্কের উপরে টেবিল ক্লথটিতে নানা ধরণের কাল্পনিক ফুলের ছবি। ম্যাড-আই'র ওই চোখের সঙ্গে একটি টেলিস্কোপ জুড়ে দেয়া হয়েছে যাতে দরোজার বাইরে যাদুকররা কী করছে সেটা দেখা যায়। হ্যারি টেলিস্কোপে চোখ রাখল এবং দেখল বাইরে এখনো যাদুকররা ডেকয় ডেটনেটর ঘিরে আছে। সে টেলিস্কোপটি টেনে বাইরে নিয়ে গেল। ফুটোর সঙ্গে সেটিকে রেখে আইবলটা খুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে রাখল। তারপর আবার রুমের দিকে ফিরে হাতের যাদুদণ্ডটি তুলে বিড়বিড় করে বলল,' অ্যাকসিও লকেট!'

কিছুই ঘটল না। সে নিজেও আশা করেনি যে এমন কিছু ঘটবে। হ্যারি নিশ্চিত যে, আমব্রিজের সব প্রোটেকটিভ চার্ম ও স্পেল সম্পর্কে জানা আছে। সে কারণেই হ্যারি দ্রুত আমব্রিজের ডেস্কগুলোর কাছে গেল এবং ড্রয়ারগুলো টেনে খুলতে থাকল। সে ড্রয়ারগুলোর ভেতর পালকের কলম, নোটবুক এবং স্পেলোট্যাপ দেখতে পেল। যাদু করা পেপারক্লিপগুলো সাপের মতো পাকিয়ে আছে। ওগুলোকে বাড়ি দিয়ে ঠিক করার প্রয়োজন হবে। একটি ছোট লেস বক্স দেখা গেল। সেটির ভেতরে সোনামুখি সুচ এবং ক্লিপ রয়েছে। কিন্তু লকেটের কোনো চিহ্নই নেই।

ডেস্কের পেছনে একটি ফাইল কেবিনেট। হ্যারি কেবিনেটের ভেতর সার্চ করতে শুরু করল। কেবিনেটটি হোগার্টের ফিল্চ ফাইলের মত। ভেতরে অনেক ফোলডার। প্রত্যেকটি ফোলডারে আলাদা আলাদা নাম লেখা আছে। হ্যারি ফাইলগুলো খুঁজতে খুঁজতে নিচের দিকে দেখল। একটি ফাইল পেল মনোযোগ দিয়ে দেখার মত। সেটি মি. উইসলির ফাইল।

আর্থার উইসলি

ব্লাড স্ট্যাটাস :	পিওর-ব্লাড কিন্তু মাগলদের সমর্থক যা প্রত্যাশিত নয়। অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের সদস্য হিসেবে পরিচিত।
পরিবার :	স্ত্রী (পিওর ব্লাড), সাতটি সন্তান, ছোট দু'টি হোগার্টে আছে। বি.দ্র. সবচেয়ে ছোট ছেলেটি বর্তমানে ভীষণ অসুস্থ, বাড়িতে রয়েছে। মিনিস্ট্রির পরিদর্শকরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সিকিউরিটি স্ট্যাটাস :	ট্র্যাক্ট। সব কর্মকাণ্ড নজরে রাখা হচ্ছে। আনডিজারেবল নাম্বার-১ এর যোগাযোগ করার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

মি. উইসলির ফাইলটি রাখতে রাখতে হ্যারি বিড়বিড় করে বলল 'আনডিজারেবল নাম্বার-১'। ড্রয়ারটি বন্ধ করে দিল। হ্যারির ধারণা আছে এই নাম্বার-১ কে হতে পারে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিষয়টি আরো নিশ্চিত হল। অফিস কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে লুকোনোর মত জায়গাগুলো দেখতে থাকল। তখনই সে দেয়ালে তার ছবিটি দেখতে পেল। ছবিটির বুকের উপর ডিজাইন করে লেখা, আনডিজারেবল নাম্বার-১। একটি ছোট নোট করে একটি মন্তব্য লেখা আছে। একটি ছোট বিড়াল ছানার ছবিও আছে এক কোণে। হ্যারি কাছে গেল লেখাটি পড়তে। আমব্রিজ সেখানে লিখে রেখেছে, 'শাস্তি পেতে হবে।'

হ্যারি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক ক্ষেপে গেল। সে ফুলদানী, বাস্কেটের ভেতরে উল্টেপাল্টে খুঁজতে থাকল কিন্তু কোথাও লকেটটি নেই। সে গোটা অফিসের দিকে একবার চোখ বুলালো। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। একটি চারকোণা আয়না থেকে ডাম্বলডোর তার দিকে তাকিয়ে আছেন। আয়নাটি পাশেই একটি বইয়ের কভারের উপর ঠেকিয়ে রাখা আছে।

হ্যারি দৌড়ে কাছে গেল এবং থাবা দিয়ে সেটি তুলে নিল। কিন্তু ছুঁয়েই দেখল আসলে ওটা মোটেই আয়না নয়। ডাম্বলডোর গ্লোসি পেপারের বইয়ের কভারের ছবিতে তিক্ত হাসি দিয়ে আছেন। প্রথমে হ্যারি লক্ষ করতে পারেনি যে সবুজ রঙে তার হ্যাটের উপর বাঁকা করে লেখা আছে, দি লাইফ এন্ড লাই'স অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর। আর ছবির বুক জুড়ে ছোট করে লেখা আছে, বাই রিটা স্কিটার, তিনি বেস্ট সেলিং গ্রন্থ 'আরমান্ডো ডিপেট : মাস্টার অর মরন?'-এর লেখক।

হ্যারি বইয়ের পাতাগুলো উল্টোতে থাকল। একটি জায়গায় দেখল পুরো

পাতাজুড়ে দু'জন টিনএজ বালকের ছবি। দু'জন দু'জনের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দিয়ে আছে। তখন ডাম্বলডোরের কনুই সমান চুল ছিল। মুখে ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হ্যারির মনে পড়ল ক্রুমের এমন দাড়ি দেখে রন বিরক্ত হতো। ডাম্বলডোরের পাশে আনন্দচিত্তে দাঁড়ানো ছেলেটির চোখে একটি বন্য চাহনি। তার সোনালী চুলগুলো বাঁকা হয়ে কাঁধের উপর পড়েছে। হ্যারি ভাবলো, এটা কি ডোজের অল্প বয়সের ছবি? কিন্তু ছবির নিচের ক্যাপশনটি পড়ার আগেই অফিস কক্ষের দরোজাটি খুলে গেল।

থিকনেসে যদি নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পেছনের দিকে ফিরে না তাকাতো তাহলে আর হ্যারি অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি পড়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু হ্যারি ভাবল, থিকনেসে হয়তো পলকের জন্য কিছু একটা লক্ষ করেছে। কারন বেশ একটু সময় নিয়ে থিকনেসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। কৌতুহলী দৃষ্টিতে ঠিক হ্যারি যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে সে সেদিকটায় তাকিয়ে থাকল। হ্যারি যখন দ্রুত বইটি শেলফে রেখেছে তখন শেষ মুহূর্তে একটু নড়তে দেখে সে হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করছে যে, সেকি বইয়ের কভারের উপর ডাম্বলডোরকে একটি নাক চুলকাতে দেখল? অবশেষে থিকনেসে হেটে তার ডেস্কের কাছে গেল এবং তার যাদুদণ্ডটি দিয়ে কালির ভেতর থাকা পালকের কলমটি তুলে নিল। পালকটি আমব্রিজের কিছু নোট লিখে ফেলল। হ্যারি পেছন থেকে বের হয়ে এলো দরোজার বাইরে।

প্যামপ্লেট তৈরি করা যাদুকররা তখনো ডেকয় ডেটনেটর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। এখনো সেটি থেকে নিস্তেজভাবে কিছু ধোয়া বের হচ্ছে। হ্যারি দ্রুতগতিতে করিডোর ধরে উপরে উঠতে উঠতে শুনলো সেই অল্প বয়সী মেয়ে যাদুকর বলছে, 'আমি ব্যাজ ধরে বলতে পারি এটি চক্রাকের ঘুরে এখানে এসে পড়েছে, এটি একটি এক্সপেরিমেন্টাল চার্ম। ওরা এত কেয়ারলেস, মনে আছে সেই বিষাক্ত হাসের কথা?'

হ্যারি দ্রুত লিফটের দিকে যেতে যেতে ভাবল কী করতে পারে। এখানে এই মিনিস্ট্রিতে লকেটটি আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমব্রিজের আশেপাশে স্পেল ব্যবহার করে সেটি খোঁজাও সম্ভব নয়, বিশেষ করে সে এখন বসে আছে কোর্টে অনেক মানুষের ভীড়ের ভেতর। এখন সবচেয়ে ভালো সবাই বুঝে ওঠার আগে মিনিস্ট্রি থেকে কেটে পড়া। অন্য আরেকদিন চেষ্টা করা যাবে। এখন প্রথম কাজ হল রনকে খুঁজে বের করা। তারপর দু'জনে মিলে হারমিয়নকে কোর্ট থেকে বের করার উপায় খুঁজতে হবে।

লিফটে পৌছতে দেখা গেল সেটি খালি। হ্যারি লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল এবং লিফট নামতে শুরু করতেই টান দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি খুলে ফেলল।

বিরাট স্বস্তির ঘটনা ঘটল। লিফট দ্বিতীয় লেভেলে এসে থামতেই ভেজা শরীর নিয়ে রন বড়বড় চোখ করে ভেতরে ঢুকল।

'মর্নিং,' সে তোতলাতে তোতলাতে বলল। লিফট আবার চলতে শুরু করল।

'রন, আমি, আমি হ্যারি!'

'হ্যারি, হায় হায়! আমি ভুলে গেছি তুমি দেখতে কেমন, হারমিয়ন তোমার সঙ্গে নেই কেন?'

'ওকে আমব্রিজের সঙ্গে নিচে কোর্টরুমে যেতে হয়েছে। না যেয়ে উপায় ছিল না, এবং–'

হ্যারির কথা শেষ হওয়ার আগেই লিফট থামল; দরোজা খুলে গেল এবং মি. উইসলি একজন মহিলা যাদুকরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লিফটের ভেতরে ঢুকলেন। যাদুকরটির সোনালী চুল এমন যে, দেখলে পিপড়ার ঢিবির কথা মনে হয়।

'... আমি তোমার কথা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি ওয়াকানডা। কিন্তু আমি খুবই সন্দিহান যে আমি পার্টিতে–

মি. উইসলি হঠাৎ থেমে গেলেন। হ্যারির দিকে তার চোখ পড়েছে। মি. উইসলি এমন বিরক্তির সঙ্গে তাকালেন যা খুবই অদ্ভুত লাগল। লিফটের দরোজা বন্ধ হল এবং চারজন আবার নিচের দিকে নামতে থাকল।

'ওহ, হ্যালো রেগ', মি. উইসলি বললেন। রনের ভেজা গাউনের খসখস শব্দ শুনে সেদিকে তাকালেন। 'তোমার স্ত্রীকে কি আজ প্রশ্ন করা হচ্ছে?– এই তোমার কী হয়েছে? তুমি এমন ভেজা কেন?'

'ইয়াক্সলির অফিসে বৃষ্টি হচ্ছে,' রন বলল। সে মি. উইসলির কাঁধের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। হ্যারি বুঝতে পারল যে সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় পেয়েছে, যদি চোখে চোখ রাখলে রনের ড্যাড তাকে চিনে ফেলে। 'আমি এটা থামাতে পারিনি। তাই ওরা আমাকে পাঠালো বার্নি- পিলসওয়ার্থকে ডেকে নিতে। আমার মনে হয় তারা বলল–'

'হ্যাঁ, অনেক অফিসে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হচ্ছে,' মি. উইসলি বললেন। 'তুমি কী মেটিওলজিঙ্কস রেকান্টো স্পেল দিয়ে চেষ্টা করেছিলে? ব্লেটলিদের এই স্পেলে কাজ হয়েছে–'

'মেটিওলজিঙ্কস রেকান্টো?' রন ফিসফিস করে বলল। 'না, আমি চেষ্টা করিনি। ধন্যবাদ ড্যা– মানে ধন্যবাদ আর্থার।'

লিফটের দরোজা খুলে গেল। পিপড়ার ঢিবির মতো সোনালি চুলের যাদুকর মহিলাটি বের হয়ে গেল। রন তাকে অতিক্রম করে চোখের বাইরে চলে গেল। হ্যারিও পেছনে যাবে সিদ্ধান্ত নিল। কিন্ত বের হওয়ার আগেই দেখল রাস্তা ব্লক হয়ে

গেছে। কারণ বড়বড় পা ফেলে পারসি উইসলি এসে লিফটের ভেতরে প্রবেশ করেছে। পারসি কিছু কাগজের ভেতর চোখ মুখ ডুবিয়ে পড়ছে।

লিফটের দরোজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পার্সি লক্ষ করল না যে সে তার বাবার সঙ্গে একই লিফটে আছে। সে উপরের দিকে তাকাল। মি. উইসলিকে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেল। লিফটের দরোজা খোলামাত্র সে টুক করে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়বারের মতো হ্যারি বের হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এবার দেখল তার পথ মি. উইসলি হাত উচিয়ে আগলে ধরেছেন।

'এক মিনিট রানকর্ন।'

লিফটের দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। লিফট নিচে নামতে থাকলে মি. উইসলি বললেন, 'আমি শুনতে পেলাম তুমি ডার্ক ক্রেসওয়েল সম্পর্কে তথ্য পেশ করেছ।'

হ্যারি ধারণা করল মি. উইসলি রেগে আছেন পারসির সঙ্গে দেখা হওয়াতে। হ্যারি চিন্তা করল সবচেয়ে ভালো স্টুপিডের ভান করা।

'সরি?' সে বলল।

'ভঙ্গি করো না রানকর্ন,' মি. উইসলি তীক্ষ্নসুরে বললেন।

'তুমি যাদুকরের ফ্যামিলি পরম্পরায় ফাঁকি দেয়ার বিষয়টি ধরিয়ে দিয়েছ।' তাই না?'

'আমি– আমি যদি সেটা করে থাকি তাহলে কী?' হ্যারি বলল।

'ডার্ক ক্রসওয়েল তোমার চেয়ে দশগুণ বেশি যাদুকর।' মি. উইসলি শান্তভাবে বললেন। লিফট আরো নিচে নেমে এল। 'সে যদি আজকাবানে টিকে যায়, তাহলে তার কাছে তোমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। শুধু তার স্ত্রীকেই না, তার ছেলেদের কাছে, তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে জবাব দিতে হবে-'

হ্যারি বাধা দিয়ে বরল, 'আর্থার, আপনি কী জানেন যে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে? জানেন না?'

মি. উইসলি উচ্চস্বরে বললেন, 'তুমি কী আমাকে হুমকী দিচ্ছ রানকর্ন?'

হ্যারি বলল, 'না, এটা সত্যি! ওরা আপনার সব কাজকর্মের দিকে নজর রাখছে–'

লিফটের দরোজা খুলে গেল। ওরা অট্রিয়ামে পৌছে গেল। মি. উইসলি হ্যারির দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিফট থেকে বের হয়ে গেলেন। হ্যারি ঠায় দাড়িয়ে থাকল। তার মনে হল সে যদি রানকর্নের বদলে অন্য কারো রুপ ধারণ করতে পারতো... লিফটের দরোজা খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যারি ঝটপট অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি টেনে বের করল। রনকে বৃষ্টি থামানো নিয়ে কবাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং একাই তাকে হারমিয়নকে বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে। লিফটের দরোজা যখন খুলল, হ্যারি দেখল টর্চলাইট

পাথরের পথ, উপরের কাঠের প্যানেল করা করিডোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিফট ঘরঘর করে চলে যেতেই হ্যারি সামান্য কেঁপে উঠল। সামনে বেশ খানিকটা দূরে কালো দরোজাটার দিকে হ্যারি তাকালো। দরোজার উপর ডিপার্টমেন্ট অব মিসচারিজের চিহ্ন দেয়া আছে।

হ্যারি হাঁটতে থাকল। তার গন্তব্য ওই সামনের কালো দরোজা না। কিন্তু মনে পড়ল হাতের বায়ে একটি দরোজা দিয়ে ঢুকতে হবে। যে দরোজাটি দিয়ে নিচে কোর্টরুমে প্রবেশ করতে হয়। নিচু হয়ে নামার সময় হ্যারির মনে ঝড় উঠল; এখনো তার পকেটে কয়েকটি ডেকয় ডেটনেটর রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো সাধাসিধাভাবে দরোজায় টোকা দিয়ে রানকর্ন হিসাবে ভেতরে ঢুকে মাফালডার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাওয়া। যদিও হ্যারির জানা নেই এই কথা বলার মত গুরুত্ব রানকর্নের আছে কিনা। আর যদি সে কোনোভাবে ম্যানেজ করতেও পারে তাহলেও হারমিয়ন কাছে না থাকলে তাকে খোজার প্রয়োজন হতে পারে মিনিস্ট্রি থেকে বের হওয়ার জন্য...

হ্যারি আর চিন্তা করতে পারল না। সে লক্ষ করল এক অস্বাভাবিক ধরণের ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। সে যতই সামনে যাচ্ছে ততই ঘন কুয়াশা ভেদ করতে হচ্ছে। ঠাণ্ডা আরো বাড়ছে। ঠাণ্ডা গলার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে কলজেতে গিয়ে আঘাত করছে। ঠিক তখনই হ্যারি অনুভব করল তার ভেতর চুপিসারে একটা নিরাশা ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে সে নিরাশা স্ফীত হয়ে উঠছে...

সে ভাবল, ডেমেনটররা।

হ্যারি পা বাড়িয়ে ডান পাশের সিড়িতে রাখতেই একটি ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেল। কোর্টরুমের বাইরে প্যাসেজে এক দল লম্বা, কালো কাপড়ে মাথা ঢাকা শরীর। মুখগুলো পুরোপুরি ঢাকা। জায়গাটিতে শুধু ওদের বিক্ষিপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। গাদাগাদি করে একদল আতঙ্কিত মাগল বর্ন বসে আছে। ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। কাঠের বেঞ্চে বসে ওরা কাঁপছে। তাদের অধিকাংশই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আছে। সম্ভবত ডেমেনটরদের লোভী মুখ থেকে নিজেদের মুখ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে। কারো কারো সঙ্গে পরিবারের লোকেরাও এসেছে। অন্যরা একা বসে আছে। ডেমেনটররা ওদের সামনে দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা, এই ঠাণ্ডা লাগা এবং এই সার্বিক অবস্থা হ্যারির কাছে একটি অভিশাপ মনে হল...

হ্যারি নিজেকে নিজে বলল, এর বিরুদ্ধে আগাতে হবে। হ্যারি জানে যে এখানে নিজেকে কাজে লাগানো ছাড়া যাদুর মাধ্যমে প্যাট্রোনাস ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং যতটা সম্ভব নিঃশব্দে হ্যারি এগিয়ে গেল। যত সামনে এগুলো তত মনে হল মাথার ভেতর ফাঁকা হয়ে আসছে। কিন্তু নিজের সঙ্গে হ্যারি যুদ্ধ করতে থাকল, রন এবং হারমিয়নের এখন ওর সাহায্যের প্রয়োজন।

হ্যারি যত সামনে আগালো তত শরীরগুলোকে ভয়ানক মনে হল। চোখহীন ঢেকে রাখা মাথাগুলো অতিক্রম করার সময় ওরা ঘুরল, হ্যারি নিশ্চিত হল যে ওরা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে...

এবং হঠাৎ করে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। করিডোরের বাম পাশের একটি বন্ধ দরোজা সাট করে খুলে গেল এবং রুমের ভেতরের চিৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

'না! না! আমি একজন হাফ ব্লাড, আমি হাফ ব্লাড! আমি আপনাকে বলছি! আমার বাবা একজন যাদুকর আমার বাবা আর্কি অ্যালডারটন একজন সুপরিচিত ব্রুমস্টিক ডিজাইনার, তার দিকে তাকান, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন-'

'এটা তোমার জন্য শেষ সতর্ক হওয়ার নির্দেশ, আমব্রিজের কণ্ঠ শোনা গেল। তার গলার স্বর যাদুর মাধ্যমে এমন করা হয়েছে যে সবার চেচামেচির ভেতরও তার কণ্ঠ পরিস্কারভাবে শোনা যাচ্ছে। 'তুমি যদি আবার চেষ্টা করো, তাহলে ভাগ্যে ডেমেনটরদের চুমা জুটবে।'

চিৎকার ধীরে ধীরে থেমে গেল, কিন্তু করিডোর থেকে নাক টেনে কান্নার শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

কোর্টরুমের দরোজায় দু'জন ডেমেনটর দেখা গেল। ওরা পচাগলা ধরনের হাত দিয়ে একজন নিস্তেজ হয়ে আসা যাদুকরের বাহুর কাছে ধরে রেখেছে। ওরা যাদুকরকে নিয়ে মসৃনভাবে করিডোর ধরে চলে গেল। যে অন্ধকার তারা পেছনে ফেলে গেল তা হ্যারিকে অন্ধকারে ফেলে দিল এবং সে আর দেখতে পেল না।

'নেক্সট- ম্যারি ক্যাটারমোলে', আমব্রিজ ডাকলেন। এক ছোটখাটো মহিলা উঠে দাঁড়াল। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছিল।

তার কালো চুলগুলো পেছনে রোল করে বাধা এবং পরণে সাধাসিধা একটি লম্বা গাউন। মুখটা পুরোপুরি রক্তশূন্য। সে যখন ডেমেনটরদের পাশ দিয়ে গেল তখন হ্যারি তাকে ভয়ে কাঁপতে দেখল।

কাজটি সে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই করে ফেলল। হঠাৎ করেই। কারণ সে মহিলার এই অসহায় ভাবে যাওয়া তার ভাল লাগছিল না, ঠিক যখন দরোজাটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনই হ্যারি তার পেছনে পেছনে কোর্টরুমে ঢুকে পড়ল।

এটা সেই রুম নয় যে রুমে হ্যারিকে একসময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ম্যাজিকের অপব্যবহার নিয়ে। এই রুমটি অনেক ছোট। যদিও এর ছাদটি অনেক উপরে। এই ঘরের ভেতরে প্রবেশের পর মনে হয় যেন একটি কুয়োর গভীরে আটকা।

রুমটির ভেতরও অনেকগুলো ডেমেনটর রয়েছে। নিথর দাঁড়িয়ে থাকা

শরীরগুলো দেখা যাচ্ছে। ওরা উচু প্লাটফর্মে মুখবিহীন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারির কাছেই একটি রেলিং ঘেরা জায়গার ভেতরে আমব্রিজ বসে আছে। তার এক পাশে ইয়াক্সলি এবং অন্যপাশে রয়েছে মিসেস ক্যাটারমোলের মতই সাদা মুখ নিয়ে হারমিয়ন। পায়ের কাছে মেঝেতে একটি উজ্জ্বল রুপালী রঙের লম্বা চুলওয়ালা বিড়াল শিকার খোঁজার মত করে ওঠানামা করছে। হ্যারি বুঝতে পারল যে এটি ডেমেনটরদের কাছ থেকে যে সব অভিযুক্তদের আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে যারা দোষী প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তাদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে।

'বসো', নরম ও শান্ত সুরে আমব্রিজ বলল।

মিসেস ক্যাটারমোল উঁচু প্লাটফর্মটির সামনেই মেঝের মাঝখানে একটি চেয়ারে হোচট খেয়ে বসে পড়ল। সে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের হাতল থেকে ক্লিং শব্দ করে শেকল বের হয়ে এসে তার হাত দুটো আটকে ফেলল।

আমব্রিজ জানতে চাইল, 'তুমিই কী মেরি এলিজাবেথ ক্যাটারমোল?'

মিসেস ক্যাটারমোল শুধু একবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

'ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্স ডিপার্টমেন্টের রেজিনেন্ট ক্যাটারমোলের বিবাহিত স্ত্রী?'

মিসেস ক্যাটারমোল হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

'আমি জানি না সে এখন কোথায় আছে, কিন্তু তার এখানে আসার কথা ছিল।'

আমব্রিজ তার কথা গায়ে মাখল না।

'মেইস, এলি এবং আলফ্রেড ক্যাটারমোলের মা?'

মিসেস ক্যাটারমোল আগের চেয়ে জোরে ডুঁকরে কাঁদতে থাকলেন।

'ওরা ভীষণ ভয় পেয়েছে, ওরা মনে করছে আমি আর বাড়ি ফিরব না–'

'বাদ দাও', ইয়াক্সলি বলল। 'মাডব্লাড পোষ্যরা আমাদের সহানুভূতির বিষয় হতে পারে না।'

মিসেস ক্যাটারমোলের কান্নার শব্দে হ্যারির পায়ের আওয়াজ ঢাকা পড়ল। সে অতি সন্তর্পনে উচু বেদিতে উঠে এসেছে। প্যাট্রোনাস বিড়ালটি যেখানে পাহারা দিচ্ছে সে জায়গাটি পার হওয়ার সময় হ্যারি বুঝতে পারল তাপমাত্রা ভিন্ন রকমের। উপরের এই জায়গাটি বেশ উষ্ণ এবং আরামদায়ক। হ্যারি নিশ্চিত যে প্যাট্রোনাসটি আমব্রিজের। এটির গায়ে একটি উজ্জ্বল আভা, কারণ আমব্রিজ এখানে খুবই সুখী। সব পাল্টে যাওয়া আইনগুলো লিখতে সে নিজে সহায়তা করেছে। হ্যারি ধীরে, অতি সতর্কতার সঙ্গে আমব্রিজ, ইয়াক্সলি এবং হারমিয়নের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের ঠিক পেছনেই একটি আসনে বসল। সে মনে মনে ভয় পাচ্ছিল যে হারমিয়ন হয়তো লাফিয়ে উঠবে। তার ইচ্ছা হল আমব্রিজ এবং

ইয়াক্সলির উপর মাফলিয়াটো চার্ম ব্যবহার করতে। কিন্তু বিড়বিড় করে শব্দ করলেও তা হারমিয়নের কানে যেতে পারে। ঠিক তখনই আমব্রিজ ক্যাটারমোলের উদ্দেশে কথা বলে উঠল এবং হ্যারি এই সুযোগটা নিল।

'আমি ঠিক তোমার পেছনে, হ্যারি ফিসফিস করে হারমিয়নের কানের কাছে বলল।

হ্যারি যা ভেবেছিল, ঠিকই হারমিয়ন এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে আরেকটু হলেই যে কালি দিয়ে হারমিয়ন ইন্টারভিউ রেকর্ড করছিল তার উপর পড়ে যেত। কিন্তু ভাগ্য ভালো, আমব্রিজ এবং ইয়াক্সলি দু'জনেই ক্যটারমোলের দিকে এতটাই মনোযোগ দিয়ে আছে যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল না।

আমব্রিজ বলতে থাকল, 'আজ তুমি মিনিস্ট্রিতে আসার পর তোমার কাছ থেকে একটি যাদুদণ্ড নেয়া হয়েছে ক্যাটারমোল। সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা, চেরি, ইউনিকন হেয়ার কোর। তুমি কী এই বর্ণনা থেকে বুঝতে পারছ?' মিসেস ক্যাটারমোল মাথা নাড়ল এবং জামার হাতায় চোখ মুছল।

'তুমি কী আমাদেরকে বলবে যে, কোন যাদুকর বা মহিলা যাদুকরের কাছ থেকে ওই যাদুদণ্ডটি নিয়েছ?'

ক্যাটারমোল ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'নি-নিয়েছি? আমি কা-কারো কাছ থে-থেকে নেইনি। আ-আমি ওটি কিনেছিলাম যখন আমার বয়স এগারো বছর। এটা-এটা-এটা আমার পছন্দ হয়েছিল।'

সে আগের চেয়েও জোরে কাঁদতে থাকল।

আমব্রিজ নরম করে হাসল। ছেলে মানুষি হাসি দিল যা দেখে হ্যারির ওকে আক্রমণ করতে ইচ্ছা হল। সে সামনের রেলিং এর উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুকল ক্যাটারমোলকে ভালমত পরীক্ষা করার জন্য। তার সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝোলানো একটি জিনিসও সামনের দিকে ঝুলে পড়ল : লকেটটি।

হারমিয়নও সেটি দেখল। সে ছোট করে আৎকে উঠার শব্দ করল। কিন্তু আমব্রিজ এবং ইয়াক্সলি তাদের শিকার নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে বিষয়টি লক্ষ করল না।

আমব্রিজ বলল, 'না, আমার তা মনে হয় না মিসেস ক্যাটারমোল। যাদুদণ্ড শুধুমাত্র যাদুকরদেরই পছন্দ করে। তুমি কোনো যাদুকর নও। তোমাকে করা প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার কাছে আছে, যেগুলো তোমাকে পাঠানো হয়েছিল-মাফালডা, ওগুলো আমার কাছে দাও।

আমব্রিজ ছোট একটি হাত বের করে দিল। তাকে তখন এতটাই ব্যঙের মত লাগছে যে, হ্যারি অবাক হয়ে দেখল তার খাটো খাটো আঙুলগুলোর ভেতর প্রায় ফাক নেই। ঘটনাগুলোর কারণে হারমিয়নের হাত কাঁপছে। সে তার পাশে চেয়ারে

রাখা এক পাজা ফাইলের ভেতর হাতাহাতি করতে থাকল। অবশেষে একটি ফাইল তুলে আনল যাতে ক্যাটারমোলের নাম লেখা আছে।

'এই তো, চামৎকার ডোলোরেস', আমব্রিজ বলল।

'কি!, নিচের দিকে তাকিয়ে আমব্রিজ তার গলায় ঝোলানো লকেটটি নাড়া দিল। 'ও হ্যাঁ, একটি পুরোনো উত্তরাধিকার।' তার লকেটটি বড় বুকের উপর ঝুলে আছে। 'এই যে এস শব্দটি লেখা আছে এটি হল সেলুইনের সংক্ষেপ- আমার সেলুইন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সত্যি, খুব কম পিওর ব্লাড পরিবার আছে যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।' সে উচ্চস্বরে বলে যেতে থাকল। ক্যাটারমোলের কাগজপত্র উল্টাতে উল্টাতে আমব্রিজ বলল, 'তোমার ব্যাপারে একই কথা বলা যাবে না। মা বাবার পেশা : গ্রিন গ্রোসার।'

ইয়াক্সলি শরীর দুলিয়ে হাসল। নিচের তুলতুলে পশমের বিড়ালটি নিচে এবং উপরে ওঠানামা করে পাহারা দিচ্ছে। ডেমেনটরগুলো এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আমব্রিজের মিথ্যা কথা শুনে হ্যারির মাথাটা পুরোপুরি অস্থির হয়ে গেল। সতর্ক থাকার কথা হ্যারির মাথা থেকে সরে গেল। যে লকেটটি সে একজন ছোটখাটো অপরাধীর কাছ থেকে ঘুষ হিসাবে নিয়েছে, সেটা দেখিয়েই সে এখন নিজের পিওরব্লাডের গর্ব করছে। হ্যারি ওর যাদুদণ্ডটি তুলল। এমনকি সেটিকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার নিচে রাখার চেষ্টাও করল না। বলল, 'স্টুপিফাই!'

একটি লাল আলোর ঝলক দেখা গেল। আমব্রিজ পড়ে গেল এবং তার মাথাটি একটি রেলিঙে ঠুকে গেল। মিসেস ক্যাটারমোলের কাগজগুলো তার কোলের উপর থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে গেল। সামনে ঘোরাঘুরি করা বিড়ালটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসটা দমকা হওয়ার মত বোধ হল। ইয়াক্সলি হতভম্ব হয়ে গেল। চারদিকে ঘুরে তাকালো কোথা থেকে সমস্যাটা এসেছে দেখতে। সে অদৃশ্য থেকে বের হয়ে থাকা হ্যারির হাতটা শুধু দেখতে পেল। দেখল যাদুদণ্ড তার দিকে তাক করা। সে নিজের যাদুদণ্ডটি বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

'স্টুপিফাই!'

ইয়াক্সলি ছিটকে মেঝেতে পড়ে বাঁকা হয়ে গেল।

'হ্যারি!'

'হারমিয়ন, তুমি যদি মনে করো যে আমি এখানে বসে বসে তাকে অভিনয় করতে-'

'হ্যারি, মিসেস ক্যাটারমোল!'

হ্যারি ঘুরে তাকালো। গায়ের থেকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি খুলে নিচে

ফেলে দিল। ডেমেনটরগুলো এক কোনা থেকে নেমে এসেছে। ওরা চেয়ারে বসা চেন দিয়ে বাধা মহিলার দিকে ছুটে আসছে। ওরা যখন দেখেছে যে প্যাট্রোনাস উধাও হয়ে গেছে অথবা সবকিছু ওদের প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে নেই ওরা তখন নিজেরাই আদেশের অপেক্ষা না করে নেমে পড়েছে। একটি চিকন হাত মিসেস ক্যাটারমোলের থুতনি চেপে ধরে মুখটা পেছন দিকে বাকা করে দিতে চাইল। ক্যাটারমোল চিৎকার করে উঠল।

'এক্সপেট্রো প্যাট্রোনাম!'

হ্যারির যাদুদণ্ডের আগা থেকে একটি রুপালি রঙের কুকুর বের হয়ে উড়ে গেল ডেমেনটরটির দিকে। ডেমেনটরটি পেছনে সরে গিয়ে ধোয়া হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুকুরটির আলো এবং তাপ আগের ওই বিড়াল প্যাট্রোনাসের প্রতিরক্ষার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। পুরো ঘরটা ঘোড়ার মত দৌড়ে গরম করে দিল।

হ্যারি হারমিয়নকে বলল, হরক্রুক্সটা নাও!

হ্যারি দৌড়ে আবার বেদিটার উপর উঠল। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি তুলে নিয়ে ব্যাগের ভেতর ভরে ফেলল। তারপর মিসেস ক্যাটারমোলের দিকে আগালো।

'তুমি', মিসেস ক্যাটারমোল হ্যারির দিকে চেয়ে বলল। 'কিন্তু রেগ আমাকে বলেছে যে, তুমি আমার নাম প্রশ্ন করার জন্য তালিকায় তুলে দিয়েছ।'

'আমি তাই করেছি?' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। তাকে মুক্ত করতে চেয়ারের শেকল ধরে টান দিল। 'হতে পারে আমার মন নানাভাবে পরিবর্তন হয়। ডিফিনডো!' কিন্তু কিছুই ঘটল না। শেকল খুলল না। হ্যারি বলল, 'হারমিয়ন, এই শেকল ছুটাবো কীভাবে?'

'রাখো, আমি বিষয়টি দেখছি–'

'হারমিয়ন, আমরা ডেমেনটরদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছি!'

'আমি সেটা জানি হ্যারি। কিন্তু সে যদি এখন জেগে ওঠে এবং লকেটটা উধাও হয়ে যায়, আমার এর ডুপ্লিকেট কপি দরকার-জেমিনো! দেখা যাক এটাই তাকে ধোকা দেবে– হারমিয়ন নিচে নেমে এল। 'দেখি কী হয় রেলাসিও!'

কট করে শেকল খুলে গেল এবং চেয়ারের হাতল থেকে সরে গেল। মিসেস ক্যাটারমোলকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত দেখা গেল।

সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হ্যারি তাকে টেনে তুলে দাড় করিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। তারপর বাড়ি গিয়ে তোমার বাচ্চাদেরকে তুলে নেবে এবং বের হয়ে যাবে। পারলে দেশ থেকে বের হয়ে যাবে। নিজের মুখ লুকাও এবং দৌড়াও। তুমি দেখেছ বিষয়টি কতটা ভয়ঙ্কর। এখানে তোমার জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা

করছিল না।'

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, সমস্ত ডেমেনটররা দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা এখান থেকে বের হবো কীভাবে?'

হ্যারি নিজের যাদুদণ্ডটি দেখিয়ে বলল, 'প্যাট্রোনাসগুলোর মাধ্যমে।'

প্যাট্রোনাস করা কুকুরটি গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে দরোজার দিকে। এখনো সেটি জ্বলজ্বল করছে। হ্যারি বলল, *'আমরা যতটা বেশি প্যাট্রোনাস ডাকতে পারি– হারমিয়ন, তোমারটা ব্যবহার করো।'*

হারমিয়ন বলল, 'এক্স-এক্সপেকটো প্যাট্রোনাম!' কিন্তু কিছুই ঘটল না। 'এই একটি মাত্র স্পেলে এ যাবতকালে তার সমস্যা হল।' হ্যারি বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকা ক্যাটারমোলের দিকে তাকিয়ে বলল। 'কিন্তু সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক... আবার চেষ্টা করো হারমিয়ন...'

'এক্সপেক্টো প্যাট্রোনাম!'

একটি রুপালি বেজি ঠাস করে হারমিয়নের যাদুদণ্ডের আগা দিয়ে বের হয়ে এলো। সুন্দর করে সাতার কেটে কুকুরটির সঙ্গে যোগ দিল।

'সি'মন,' হ্যারি বলল। এবং হারমিয়ন আর মিসেস ক্যাটারমোলকে সঙ্গে নিয়ে দরোজার দিকে হাঁটতে থাকল।

প্যাট্রোনাস দুটো দরোজা দিয়ে বের হতেই অপেক্ষমান লোকেরা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। হ্যারি চারদিকে তাকালো। ডেমেনটরগুলো রুপালী প্যাট্রোনাসগুলোর সামনে থেকে করিডোরের দু'পাশে ধপধপ করে পড়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

'আপনারা সবাই যার যার বাড়ি চলে যান এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লুকিয়ে পড়বেন, হ্যারি অপেক্ষায় থাকা মাগল বর্নদের উদ্দেশে বলল। প্যাট্রোনাসের আলোতে দেখা গেল সবাই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে হতবাক হয়ে বসে আছে। 'যদি পারেন তাহলে দেশের বাইরে চলে যাবেন। মিনিস্ট্রি থেকে দূরে থাকবেন, যত দূরে পারেন। এটাই হল আপনাদের নতুন পরিস্থিতি। এখন আপনারা যদি প্যাট্রোনাসকে অনুসরণ করেন, তাহলে আপনারা অট্রিয়াম থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন।'

বিনা বাধায় সবাই উঠে দাঁড়ালো। তারা সবাই লিফটের কাছে আসতেই হ্যারির ভেতরে একটি আশঙ্কা কাজ করতে থাকল। যদি দেখা যায় একটি কুকুর প্যাট্রোনাসের সঙ্গে একটি বেজি প্যাট্রোনাস উড়ে উড়ে চলছে এবং সঙ্গে কুড়ি বা ততোধিক মাগলবর্ন সঙ্গে রয়েছে, তাহলে যে চোখ পড়বে তাদের দিকে এবং অপ্রত্যাশিত ঝামেলা হবে সেটা হ্যারি বুঝতে পারছে। হ্যারির মাথায় হিসাবটা এল ঠিক যখন লিফটটা ধাতব শব্দ করে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো।

'রেগ!' চিৎকার করে ক্যাটারমোল রনের বাহুতে গিয়ে পড়ল। 'রানকর্ন আমাকে বের করে নিয়ে এসেছে। সে আমব্রিজ এবং ইয়াক্সলিকে আক্রমণ করেছে। এখন রানকর্ন বলছে আমাদেরকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। আমার মনে হয় সেটা করাই ভালো। রেগ, আমি তাই করব। চলো তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই এবং বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসি– তুমি এমনভাবে ভিজলে কী করে?'

'পানি,' রন বিড়বিড় করে অন্য মনস্কভাবে বলল। 'হ্যারি, ওরা টের পেয়েছে যে মিনিস্ট্রিতে কেউ প্রবেশ করেছে। আমব্রিজের অফিসের দরোজার ফুটো নিয়ে কিছু একটা হয়েছে। আমার মনে হয় ঘটনাটা এমন হলে আমাদের হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে–'

হারমিয়নের প্যাট্রোনাসটি পপ শব্দ করে উধাও হয়ে গেল। সে হ্যারির দিকে ফিরে বলল, 'হ্যারি, যদি আমরা এখানে আটকা পড়ে থাকি–'

'আমরা তা পড়বো না যদি দ্রুত বের হতে পারি,' হ্যারি বলল। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকা মাগল বর্নদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে কার কার যাদুদণ্ড আছে?'

তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হাত উচু করল।

'ঠিকাছে, যাদের কাছে যাদুদণ্ড নেই তারা একেকজন যাদুদণ্ডধারীদের সঙ্গে একত্রে থাকবে। ওরা আমাদের থামানোর আগে আমাদের দ্রুত বের হতে হবে, চলো।'

ওরা পাদাগাদি করে দুটি লিফটে উঠে পড়ল। লিফট বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং চালু না হওয়া পর্যন্ত হ্যারির প্যাট্রোনাসটি পাহারায় রইল।

লিফটের মহিলা যাদুকরের কণ্ঠটি বলল, 'লেভেল আট, অট্রিয়াম।'

হ্যারি বুঝতে পারল ওরা মহা বিপদের ভেতর আছে। অট্রিয়াম ভরা লোক যারা ফায়ারপ্লেস থেকে ফায়ারপ্লেসে যাতায়াত করছে ওদের আটকানোর জন্য। 'হ্যারি!' হারমিয়ন বলল। 'আমরা এখন কী করব–'

'স্টপ!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। রানকর্নের দরাজ কণ্ঠে তা চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল। যে যাদুকররা ফায়ারপ্লেস আগলে ছিল ওরা স্থির হয়ে গেল। সে মাগলবর্নদের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল, 'আমার পেছনে আসো। ওরা এক পালের মত সামনে আগালো। রন এবং হারমিয়ন ওদের পেছনে রইল।

'কী ব্যাপার অ্যালবার্ট?' সেই টাক মাথা যাদুকরটি হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল। এই যাদুকরটিই হ্যারিকে আগে ফায়ার প্লেস থেকে পথ দেখিয়েছিল।

'এই লোকগুলোকে বাইরে পাঠাতে হবে তুমি বোরোবার পথ বন্ধ করার আগে।' হ্যারি এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন ওদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ।

সামনে দাঁড়ানো একদল যাদুকর একে অন্যের মুখের দিকে তাকালো।

'আমাদেরকে সব পথ বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছে, এবং কাউকে বের হতে দেয়া নিষেধ-'

'তুমি কী আমাকে বিব্রত করতে চাও?' হ্যারি উদ্ধত কণ্ঠে বলল। 'তুমি কী চাও যে আমি তোমার ফ্যামিলি ট্রির কথা তুলি? ডার্ক ক্রেসওয়েলেরটার মত?'

'দুঃখিত, টেকো মাথার যাদুকরটি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল। সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইল। 'আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি অ্যালবার্ট, আমি ভেবেছিলাম- আমি ভেবেছিলাম এদেরকে আনা হয়েছে প্রশ্ন করার জন্য এবং...'

'ওদের ব্লাড পিওর', হ্যারি বলল। ওর গলার স্বর সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হল। 'তোমাদের অনেকের রক্তের চেয়ে পিওর, আমি বলছি। তোমরা বের হও', সে মাগলবর্নদের দিকে তাকিয়ে বলল। ওরা জোড়ায় জোড়ায় ফায়ার প্লেসের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মিনিস্ট্রির যাদুকররা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল। কেউ কেউ একটু দ্বিধান্বিত, আবার কেউ কেউ আতঙ্কিত বা বিরক্ত। তারপর-

'ম্যারি!'

মিসেস ক্যাটারমোল পেছন ফিরে তাকাল। আসল রেগ ক্যাটারমোলকে দেখা গেল। সে বমি করছে না, কিন্তু ভীষণ দুর্বল এবং বিমর্ষ দেখা গেল। লিফট থেকে নেমে দৌড়ে আসছে।

'রে- রেগ?'

সে ঘুরে রন এবং তার স্বামী দু'জনের দিকে তাকাতে থাকল।

টেকো মাথার যাদুকরটি হাস্যকরভাবে তার মাথাটা একবার রেগ ক্যাটারমোল আবার আরেক ক্যাটারমোলের দিকে ঘুরাচ্ছে।

'হেই কী ঘটছে! ব্যাপার কী!'

'বেরোবার পথ বন্ধ কর! বন্ধ করো!' ইয়াক্সলি আরেকটি লিফট থেকে বের হয়ে আসল। সে দৌড়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে যেতে থাকল। কিন্তু ইতিমধ্যে মিসেস ক্যাটারমোল ছাড়া আর সব মাগলবর্ন ফায়ার প্লেস দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। টেকো মাথার যাদুকরটি তার যাদুদণ্ড তুলল। হ্যারি তাকে এমন প্রচণ্ড জোরে একটা পাঞ্চ করল যে সে শূন্যে উড়তে থাকল।

'ও মাগলবর্নদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করছে ইয়াক্সলি!' হ্যারি বলল।

টেকো মাথার যাদুকরের সঙ্গীরা সব চিৎকার শুরু করল। মিসেস ক্যাটারমোলকে টেনে নিয়ে হ্যারি ফায়ার প্লেসে ঢুকালো এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। ইয়াক্সলি দ্বিধায় পড়ে গেল এবং একবার হ্যারির দিকে আবার টেকো মাথার দিকে তাকাতে থাকল। আসল রেগ চিৎকার করে বলতে থাকল,'আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রীর সঙ্গে লোকটা কে! এখানে কী ঘটছে!'

হ্যারি দেখল ইয়াক্সলি নিচে দাড়ানো একটি নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকালো। সেই মুখটি প্রকৃত ঘটনা ইয়াক্সলিকে ইশারা করল।

'জলদি চলো!, হ্যারি হারমিয়নের উদ্দেশে চিৎকার করল। সে হারমিয়নের হাতটা শক্ত করে ধরে ফায়ারপ্লেসে লাফ দিল। প্রায় একই সঙ্গে হ্যারির মাথার উপর দিয়ে ইয়াক্সলির ছুড়ে দেয়া কার্সটা চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড ঘুরপাক খেয়ে টয়লেটের ভেতর দিয়ে ওরা কিউবিকেলে উঠে এল। হ্যারি ধপাস করে দরোজাটা খুলে ফেলল। রন দাড়িয়ে আছে, তখনো মিসেস ক্যাটারমোলকে জড়িয়ে ধরে আছে। 'রেগ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না-'

'চলুন যাই, আমি আপনার স্বামী না। আপনাকে এখনই বাড়ি যেতে হবে!'

ওদের পেছনেই কিউবিকেলে একটা শব্দ হল। হ্যারি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ইয়াক্সলি মাত্র উঠে এসেছে।

'শীঘ্রই চলো!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। সে হারমিয়ন কে ধরল। রন ও হারমিয়নের বাহু ধরল এবং স্থানটির উপর দিয়ে ওরা ঘুরে গেল।

একটা অন্ধকারের ভেতর ওরা তলিয়ে গেল। কিন্তু কিছু একটা ঝামেলা হচ্ছে....মনে হচ্ছে হারমিয়নের হাতটা ওর মুঠের ভেতর থেকে পিছলে বের হয়ে যাচ্ছে...।

হ্যারি ভাবল ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পৃথিবীতে একমাত্র বিষয় হল রনের হাত এবং হার-মিয়নের আঙুল– তাও আবার ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে।

এরপরই সে দেখতে পেলো গ্রিমোল্ড প্লেসের ১২ নম্বর বাড়ির দরোজা। দরোজার কড়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই একটি চিৎকার শুনতে পেল। একটি রঙীন আলোর ঝলক দেখা গেল। হারমিয়নের হাত আচমকা তার হাতের উপর পড়ল এবং সবকিছু আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

অধ্যায়-১৪

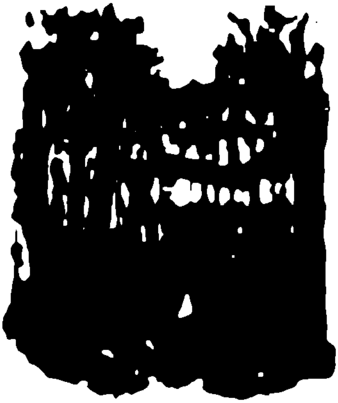

চোর

হ্যারি চোখ খুলে তাকালো এবং সে বিস্মিত; তার কোনো ধারণাই নেই কী ঘটেছে। শুধু বুঝলো কোথাও সে গাছের পাতা এবং ডালের উপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হ্যারি চোখ পিটপিট করে দেখল অনেক দূরে একটি গাছের উপরের দিকে সূর্যের তীর্যক আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। তারপর কিছু একটা হ্যারির মুখের কাছে নড়ল। মনে হলো পোকা-মাকড়। সে হাতে এবং হাটুতে ভর করে উঠতে চেষ্টা করল। ছোট ছোট ভয়ানক পোকা-মাকড়গুলো তাড়াতে হবে। কিন্তু খেয়াল করতেই দেখল, ওই কিছু একটা হল রনের পা। চারদিকে তাকিয়ে হ্যারি আবিষ্কার করল যে ওরা দু'জন এবং হারমিয়নও একটি বাগানে পড়ে আছে। দৃশ্যত আর কেউ সেখানে নেই।

হ্যারি প্রথম চিন্তা করল এটি হয়তো একটি নিষিদ্ধ বাগান। একটু পরেই ইচ্ছা হল গাছের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে হ্যাগ্রিডের ঘরটিতে চলে যেতে। যদিও সে জানে এটা কতটা বোকামি হবে এবং হোগার্ট এলাকা কতটা বিপদজনক। একটু পরই রন নিচু শব্দে গোঙাতে থাকল। হ্যারি বুকের উপর ভর করে তার দিকে যেতে থাকল। সে বুঝতে পারল যে এটি কোনো নিষিদ্ধ বন নয়। গাছগুলো যথেষ্ট সবুজ। অনেক জায়গা নিয়ে একেকটি গাছ, নিচের মাটি বেশ পরিস্কার।

হ্যারি হারমিয়নের দিকে তাকালো। সে হাঁটু ঠেকিয়ে এবং হাত দিয়ে রেখেছে হ্যারির মাথায়। রনের দিকে চোখ দিতেই হ্যারির ভেতর থেকে অন্য সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। রনের বাঁ পাশ রক্তে ভিজে গেছে। মুখটা পড়ে আছে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা পাতার উপর। পলিজিউস পোশনের ক্রিয়া ধীরে ধীরে কেটে যেতে শুরু করেছে। রন এখন অর্ধেক ক্যটারমোল এবং অর্ধেক নিজের চেহারা পেয়েছে। চুলগুলো লাল থেকে আরো লাল হচ্ছে। মুখের রঙ বদলে যেতে শুরু করেছে।

'কী হয়েছে ওর?'

' স্পি-নচিং,' হারমিয়ন বলল। সে আঙুল দিয়ে রনের জামার যে জায়গায় রক্ত ঝরছে এবং কালো দেখা যাচ্ছে সে জায়গা খুলতে ব্যস্ত।

হারমিয়ন রনের শার্ট ছিড়ে গায়ের থেকে সরাতেই হ্যারি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। তার এর আগে ধারণা ছিল স্পি-নচিং হল একটা হাসি তামাশার মত যাদু, কিন্তু এবার রনেরটা– হারমিয়ন যখন রনের হাতের উপরের দিকে জামার হাতা খুলে ফেলল তা দেখে হ্যারির ভেতরটা রীতিমতো শিরশির করতে থাকল। বেশ খানিকটা মাংস উঠে গেছে। মনে হয় যেন চামুচের মত করে চাকু দিয়ে সুন্দর করে কেটে নেয়া হয়েছে।

'হ্যারি, তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগের ভেতর দেখ একটা বোতল আছে, গায়ে লেখা এসেন্স অব ডিটানি-

'ব্যাগ-ঠিকাছে-'

হ্যারি দৌড়ে হারমিয়ন যে জায়গাটায় ল্যান্ড করেছে সেখানে গেল। ছোট ব্যাগটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। তার হাতের ছোয়ায় একটির পর একটি জিনিস ধরা দিতে থাকল। হ্যারি অনুভব করল চামড়ার ব্যাগ, উলের জাম্পার, জুতার হিল-

'তাড়াতাড়ি!'

হ্যারি মাটি থেকে ওর যাদুদণ্ডটি তুলে নিল এবং ব্যাগের ভেতরের দিকে তাক করল-

'অ্যাকসিও ডিটানি!'

একটি ছোট বাদামী রঙের বোতল বড় হতে হতে ব্যাগ থেকে বের হল। সে বোতলটি নিয়ে দৌড়ে হারমিয়ন এবং রনের কাছে গেল। রনের চোখ দু'টো আধবোজা হয়ে আছে। চোখের পর্দার নিচে শুধু সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে।

'সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে,' হারমিয়ন বলল। হারমিয়ন নিজেও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে এখন আর মাফালডার মত নয়। যদিও তার চুলের কিছু কিছু অংশ এখনো ধুসর দেখা যাচ্ছে। 'আমি ঠিকভাবে খুলতে পারছি না। আমার হাত কাঁপছে।'

হ্যারি ছোট বোতলের মুখটি প্যাচ দিয়ে খুলল, হারমিয়ন সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে রনের রক্ত ঝরতে থাকা ক্ষত জায়গায় তিন ফোটা পোশন ঢেলে দিল। ক্ষত জায়গা থেকে সবুজ ধোয়া পাক খেয়ে উপরে উঠল এবং হ্যারি দেখল ক্ষত থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষতটি এখন মনে হচ্ছে কয়েকদিনের পুরোনো। ক্ষতের উপরে নতুন চামড়ার প্রলেপ পড়তে দেখা গেল।

হ্যারি বলে উঠল, 'ওহ!'

হারমিয়ন বলল, 'এটাই আমার কাছে নিরাপদ ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছে। আরো কিছু স্পেল আছে যা হয়তো পুরোপুরি ভালো করে দিতে পারতো। কিন্তু আমার সাহস হলো না। যদি আমি কোথাও ভুল করে ফেলি তাহলে হয়তো আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে– এরমধ্যেই রনের অনেক রক্ত ঝরেছে– '

হ্যারি মাথা ঝাকিয়ে পরিস্কার করে বুঝতে চেষ্টা করল ঘটনাটা কী ঘটেছে। বলল,'ওর ক্ষতটা হল কী করে, বা আমরা এখানে কেন? আমি ভেবেছিলাম আমরা গ্রিমোল্ড প্লেসে ফিরে যাচ্ছি?'

হারমিয়ন গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল। চোখ দিয়ে প্রায় পানি বের হয়ে এল। বলল, 'হ্যারি, আমার মনে হয় না যে আর আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারবো।'

'তুমি কী বলছো-'

'আমরা যখন অদৃশ্য হচ্ছিলাম, ইয়াক্সলি তখন আমাকে ধরে ফেলে। এবং আমি ওর কাছ থেকে ছুটতে পারিনি। সে প্রচণ্ড শক্তিশালী। আমরা যখন গ্রিমোল্ড প্লেসে গিয়ে নামছি তখনো সে আমাকে জাপটে ধরে রেখেছিল। তারপর– আমার ধারণা সে অবশ্যই গ্রিমোল্ড প্লেসের দরোজাটি দেখেছে ও ভেবেছে আমরা সেখানেই নামতে যাচ্ছি। তাই সে তার মুঠিটা একটু ঢিলে করেছে– অমনি আমি ঝাড়া দিয়ে ছুটে গেছি। এবং আমরা এখানে চলে এসেছি!'

'কিন্তু সে কোথায়? বল– সে কি গ্রিমোল্ড প্লেসেই রয়ে গেছে মনে কর? সে তো ওখানে ঢুকতে পারবে না?'

হারমিয়নের চোখ চিকচিক করে উঠল। ছলছল চোখে মাথা দোলালো।

'হ্যারি, আমার ধারণা সে পারবে। আমি...আমি তাকে বাধ্য করেছি রিভালশন জিঙ্ক ব্যবহার করতে। কিন্তু আমি তাকে ইতিমধ্যে ফিডেলিউস চার্ম প্রোটেকশনের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। ডাম্বলডোরের মৃত্যুর পরে আমরাই হলাম সিক্রেট কিপার। অথচ আর আমিই তাকে সিক্রেটটা দিয়ে দিলাম। তাই না?'

সান্ত্বনা দেয়ার কিছু নেই। হ্যারি নিশ্চিত যে হারমিয়নের কথাই ঠিক। এটি ওদের উপর একটা চরম বিপর্যয়। যদি ইয়াক্সলি ভেতরে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এমনকি এতক্ষণে অ্যাপারিশনের মাধ্যমে সে হয়তো ডেথ-ইটারদেরও নিয়ে এসেছে। অনেক ঝামেলাপূর্ণ হওয়া

সত্ত্বেও বাড়িটি ছিল ওদেরও একটি নিরাপদ আশ্রয়। এখানে ক্রিচারও ছিল বেশ সুখী এবং আন্তরিক। বাড়িটি নিজেদের বাড়ির মতই মনে হতো। হ্যারি অনুমান করল ক্রিচার হয়তো এখন খাবার তৈরিতে ব্যস্ত । সে স্টেক এবং কিডনী পাই খাওয়াতে চেয়েছিল। খাবারের সেই মজার মেনুটি আর হ্যারি রন এবং হারমিয়নের খাওয়া হবে না।

'হ্যারি, আই অ্যাম সরি! আই অ্যাম সরি!'

'এমন বোকার মত কথা বলো না, এটার জন্য তুমি দায়ি নও। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, সেজন্য আমি দায়ি।'

হ্যারি পকেটে হাত ঢুকালো। এবং পকেট থেকে ম্যাড-আই'র চোখ তুলে আনল। হারমিয়ন চট করে ঘুরে তাকালো এবং তাকে ভয়ানক বিস্মিত দেখা গেল।

'আমব্রিজ তার অফিসের দরোজা লাগিয়ে কাজ করছিল লোকজনের ব্যাপারে গোপনে খোজ নেয়ার সেজন্য আমি এটা ওখানে ফেলে আসতে পারিনি– সে কারণেই ওরা বুঝতে পেরেছে যে কেউ ঢুকে পড়েছে।'

হারমিয়ন কিছু বলার আগেই রন শব্দ করল এবং চোখ খুলল তখনো সে ঘোরের ভেতরে আছে এবং তার মুখটা ঘামে চিকচিক করছে।

'এখন তোমার কেমন লাগছে?' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল।

'অস্বস্তি লাগছে,' রন ককিয়ে বলল। হাতের ক্ষত জায়গাটিতে ব্যাথা অনুভব করায় মুখ বিকৃত করল। 'আমরা কোথায়?'

হারমিয়ন বলল, 'সেই গাছ-গাছালির ভেতর যেখানে আমরা কিডিচ ওয়ার্লড কাপের আয়োজন করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম চারদিক ঘেরা, অন্তত ঢাকা আছে এমন একটি জায়গা এবং এই জায়গাটি-'

'যেমন ভেবেছিলে ঠিক তেমনি প্রথমেই পেয়ে গেছ,' হ্যারি তার বাকী কথাটুকু নিজে শেষ করল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল বাহ্যত জায়গাটি শুষ্ক এবং ঝোপঝাড়বিহীন। হ্যারি স্মরণ করতে পারল না শেষবার কী ঘটেছিল যখন হার-মিয়ন অ্যাপারেট করার কথা চিন্তা করেছিল; কয়েক মিনিটের মধ্যে ডেথ-ইটাররা তাদেরকে দেখল কী করে। সেটা কী রেজিমিলেন্সি ছিল? ভোল্ডেমর্ট বা তার সমর্থকরা কী জানতো বা এখনো জানে যে হারমিয়ন তাদেরকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল।

'তোমার কী মনে হয় যে আমাদের এখন যাওয়া উচিত?' রন জানতে চাইল হ্যারির কাছে। হ্যারি রনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল সে নিজেও এরকমটি ভাবছে।

'আমি জানি না।'

রনকে এখনো বিমর্ষ এবং নিস্তেজ দেখা যাচ্ছে। সে উঠে বসতে কোনো চেষ্টা

করল না, মনে হল সে উঠে বসতে পারছে না। তাকে ধরে নাড়াতেও এখন ভয় করছে।

'আপাতত আমরা এখানেই থাকি,' হ্যারি বলল।

হারমিয়ন যেন স্বস্তি পেল। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

রন বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'যদি আমরা এখানে থাকি, তাহলে এই জায়গাটিতে কিছু নিরাপত্তা এনচানমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।' হারমিয়ন উত্তর দিল। সে তার যাদুদণ্ডটি উচু করল। সে হ্যারি এবং রনকে ঘিরে বেশ বড় একটি জায়গা নিয়ে ঘুরল। হাটতে হাটতে যাদুর কিছু শব্দ উচ্চারণ করল। হ্যারি দেখল ওদের ঘিরে চারদিকের বাতাসে একটি অস্বাভাবিক আবহ তৈরী হল। মনে হল যেন হারমিয়ন তাদের ঘিরে গরম একটি অংশ তৈরি করেছে।

'স্যালভিও হেক্সিয়া– প্রোটেগো টোটালাম– রিপেলো ম্যাগলেটাম– মাফ-লিয়াটো– তোমরা এখন তাবুটা বের করতে পারো হ্যারি...'

'তাবু?'

'ব্যাগের ভেতর!'

'ব্যাগে– অবশ্যই,' হ্যারি বলল।

এবার আর সে ব্যাগে হাতাহাতি করতে গেল না। অন্য একটি সামনিং চার্ম ব্যবহার করল। একটি বড় মোটা ক্যানভাস কাপড়ের স্তূপ, দড়ি, খুটি দেখা দিতে থাকল। হ্যারি এই তাবু চিনে ফেলল। চিনে ফেলার একটা কারণ হল এর সঙ্গে বিড়ালের গন্ধ আছে। এই তাবুটিতেই কিডিচ ওয়ার্লড কাপ খেলার সময় রাতে ওরা ঘুমিয়েছিল।

তাবুর ভাঁজ খুলতে খুলতে সে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এই তাবুটি পারকিন্স নামের লোকটির ছিল।'

'আসলে সে তাবুটি ফেরত নিতে চায়নি। তার পিঠের ব্যাথাটি তীব্র,' হার-মিয়ন বলল। সে তার যাদুদণ্ড দিয়ে আটকোনা করে এলাকা নির্দিষ্ট করছে। 'তাই রনের ড্যাড বলল আমি এটা ধার নিতে পারি। *এরেকটো!*' হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হারমিয়ন তাবুর আকার ঠিক করার জন্য যাদুদণ্ড তুলে বলল। এলোমেলো হয়ে থাকা মোটা ক্যানভাস তরল পদার্থের মত একেবেঁকে উপরে উঠে গিয়ে স্থির হল। হ্যারির সামনে আচমকা তাবুর খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

'*কেভ ইনিমিকাম!*' হারমিয়ন শূন্যের দিকে যাদুদণ্ড তুলে ফিনিশ করল। এর চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারি না। অন্তত পক্ষে আমরা জানতে পারব যে ওরা আসছে। তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি না যে এই ব্যবস্থা নিরাপদ-

'এই নামটি মুখে নিও না!' রন নামটি উচ্চারণের ঠিক মাঝখানে তাকে থামিয়ে

দিল।

হারমিয়ন এবং হ্যারি দু'জন দু'জনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'আমি দুঃখিত,' রন গুনগুন করে বলল। একটুখানি মাথা তুলে হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে তাকালো। 'নামটা শুনতে কেমন অমঙ্গলের মত শোনায়। আমরা তাকে ইউ-নো-হু বলতে পারি না, প্লিজ?'

হ্যারি বলল, 'ডাম্বলডোর বলতেন নাম নিতে ভয় পেলে-'

রন ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা যদি লক্ষ করে থাকো শেষের দিকে ইউ-নো-হু' কে নাম ধরে কথা বলে ডাম্বলডোরের খুব একটা ভাল হয়নি। ইউ-নো-হু'কে একটু– একটু রেসপেক্ট দেখাও।'

'রেসপেক্ট?' হ্যারি রিপিট করল। কিন্তু হারমিয়ন তার দিকে সতর্ক করার একটি চাহনি দিল। হ্যারির উচিত হবে না রনের সঙ্গে এখন তর্কে জড়িয়ে পড়া। কারণ রন শারীরিকভাবে এখন যথেষ্ট দুর্বল।

হ্যারি এবং হারমিয়ন কিছুটা তুলে ধরে কিছুটা টেনে রনকে তাবুর ভেতর নিয়ে গেল। তাবুর ভেতরে ঠিক আগের মতই আছে, ঠিক হ্যারি যেমন দেখেছিল। মনে হয় যেন ছোট একটি ফ্লাট। বাথরুম আছে, ভেতরে ছোট একটি কিচেন আছে। হ্যারি এক পাশে একটি হাতলঅলা চেয়ার সরালো এবং সতর্কতার সঙ্গে রনকে নিচু একটি বেডের উপর বসালো। রনকে যখন ম্যাট্রেসের উপর শুইয়ে দিল তখন রন চোখ বুজল এবং কিছু সময়ের জন্য নিরব হয়ে রইল।

'আমি চা বানিয়ে আনছি,' হারমিয়ন বলল। সে ব্যাগের গভীর থেকে একটি কেতলি আর কয়েকটি মগ টেনে বের করে নিয়ে কিচেনের দিকে গেল।

হ্যারি হট ড্রিঙ্কস এবং ফায়ার হুইস্কি দেখতে পেল, ম্যাড-আই মারা যাবার রাতে এগুলো ছিল। তার বুকের ভেতর একটু পুড়ে উঠল যেন। এক বা দুই মিনিট পর রন কথা বলে উঠল।

'ক্যাটারমোলদের কী হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?'

'ভাগ্য ভাল হলে ওরা সরে পড়তে পেরেছে,' হারমিয়ন বলল। সে গরম মগটিকে চেপে ধরে আছে একটু হাতের আরামের জন্য। 'মিস্টার ক্যাটারমোলের যখন সব জানা আছে, তিনি মিসেস ক্যাটারমোলকে অ্যাপারেশনের মাধ্যমে সরিয়ে নেবেন এবং বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে দেশ থেকে অন্য কোথাও সরে যাবেন। সেটা করতেই তো হ্যারি মিসেস ক্যাটারমোলকে বলেছেন।'

'আহা, আমি চাই ওরা যাতে পালিয়ে যেতে পারে,' রন বলল। সে পেছনে বালিশে হেলান দিল। চা পান করার ফলে মনে হয় একটু সতেজ হয়ে উঠেছে। নিজের রঙও অনেকটা ফিরে পেয়েছে।' আমি রেগ ক্যাটারমোলের রুপ ধরে থাকার সময় সবাই আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছে তাতে আমার মনে হয় না

যে সে খুব বুদ্ধিমান কেউ। ঈশ্বর, আমি চাই ওরা যেন সরে যেতে পারে– ওরা যদি আমাদের কারণে আজকাবান থেকে–

হ্যারি মুখ তুলে হারমিয়নের দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করতে চাইলো- মিসেস ক্যাটারমোলের যাদুদণ্ড না থাকায় সে তার স্বামীর সঙ্গে অ্যাপারিশন করতে পারবে কি না- কিন্তু হ্যারি আর জিজ্ঞেস করতে পারল না। থমকে গেল। ক্যাটারমোলদের ভাগ্য নিয়ে রন যে উদ্বিগ্ন সেটা লক্ষ করছিল হারমিয়ন। তার চোখ মুখে এমন একটা ভাব দেখতে পেল যে হ্যারির মনে হল হারমিয়ন তাকে চুমো দেয়ায় হ্যারি বিস্মিত হয়েছে।

'তাহলে তুমি ওটা পেয়েছ?' হ্যারি হারমিয়নকে জিজ্ঞেস করলো। অনেকটা হারমিয়নকে মনে করিয়ে দিতে যে, সে ওখানে উপস্থিত আছে।

'পেয়েছি মানে!' 'কী পেয়েছি,' হারমিয়ন জিজ্ঞেস করলো।

'আমরা যে জিনিসের জন্য এত কিছু করছি, লকেটটি! লকেটটি কোথায়?'

'তুমি সেটা পেয়েছ?' রন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে সে বালিশ থেকে মাথা তুলে ফেলল। 'আমাকে তো তোমরা কেউ কিছু বলনি! কেমন কথা! তোমরা আমাকে বলতে পারতে!'

হারমিয়ন বলল, 'বলব কখন, আমরা ডেথ-ইটারদের হাত থেকে জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই না? এই যে সেটা।'

সে তার গাউনের পকেট থেকে লকেটটি বের করে রনের হাতে দিল।

লকেটটি বড়জোর একটি মুরগির ডিমের সমান। সবুজ ছোট ছোট পাথরের মাঝে একটি বড় এস অক্ষর লেখা। তাবুর ক্যানভাসের ছাদে আলোর আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

রন বলল, 'ক্রিচারের কাছে যখন এটি ছিল তখন কেউ যে এটি ধ্বংস করেনি, মানে আমি বলতে চাচ্ছি, এটিতে যে এখনো হরক্রুক্স আছে সে ব্যাপারে কি আমরা নিশ্চিত?'

হারমিয়ন তার হাত থেকে লকেটটি নিয়ে আরো কাছে থেকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমার তাই মনে হয়। যদি কেউ এটা ম্যাজিকের মাধ্যমে ধ্বংস করে থাকতো তাহলে তার চিহ্ন থাকতো।'

হারমিয়ন লকেটটি হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি আঙুল দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। জিনিসটিকে একেবারে চকচকে দেখা যাচ্ছে। কোনো রকম নষ্ট হয়নি। তার মনে পড়ল ডায়েরির কথা, এবং ডাম্বলডোর যখন হরক্রুক্স ভেঙেছিলেন তখন কীভাবে হরক্রুক্সের রিং ক্র্যাক শব্দ করে খুলেছিল।

হ্যারি বলল, 'আমার মনে হয় ক্রিচারের কথাই ঠিক। আমরা এটি ধ্বংসের জন্য কী করে খোলা যায় সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

হাতের জিনিসটির ব্যাপারে হ্যারি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। লকেটের সোনালী রঙের ছোট খাপটির ভেতরে কী আছে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। তাদের বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও খুলতে না পেরে হ্যারির মনে হল ওটা ছুড়ে ফেলে দিতে। সে আবার আঙুল দিয়ে খুলতে চেষ্টা করল। হ্যারি তারপর রেগুলাসের বেডরুমের তালা খুলতে হারমিয়ন যে চার্ম ব্যবহার করেছিল সেটা দিয়ে চেষ্টা করল। কোনোটাই কাজ হল না। সে লকেটটি হারমিয়ন এবং রনের কাছে ফিরিয়ে দিল। ওরা দু'জন খুব করে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো কিছুতেই এটি খোলা গেল না।

রন হাতের তালু দিয়ে আটকে ধরে রেখে হিসহিস করে বলল, 'তুমি কী কিছু একটা অনুভব করতে পেরেছ?'

'তার মানে কী?'

রন হরক্রুক্সটি হ্যারির হাতে দিল। একটু পরেই হ্যারি বুঝতে পারল রন কী বলতে চাইছে। সে যা অনুভব করছে তাকি নিজের শরীরে শিরা উপশিরা দিয়ে প্রবাহিত রক্ত, নাকি লকেটের ভেতরই কিছু একটা ধাতব হৃৎপিণ্ডের মত আঘাত করছে?

হারমিয়ন বলল, 'এখন আমরা এটা নিয়ে কী করবো?'

হ্যারি উত্তরে বলল, 'এটা কীভাবে ভাঙা যায় সে পথ বের করা না পর্যন্ত নিরাপদে রেখে দিতে হবে।' হ্যারি না চাইলেও সে চেইনটি গলায় ঝুলিয়ে রেখে লকেটটি আলখাল্লার ভেতরে পাচার করে দিল। লকেটটি হ্যাগ্রিডের দেয়া ছোট ব্যাগটির পাশে তার বুকের উপর রইল।

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। হারময়িনের উদ্দেশে বলল, 'আমার মনে হয় এটা রেখে বরং আমরা তাবুর বাইরে একটু নজর রাখতে পারি। এবং আমাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে।' রন বিছানায় উঠে বসতে চেষ্টা করল। হ্যারির মুখে না না আশঙ্কার ছায়া দেখা গেল। সে রনের উদ্দেশে বলল, 'তুমি এখানেই থাকো।'

হারমিয়ন হ্যারির বার্থ ডে' তে যে স্নিকোস্কোপ দিয়েছিল সেটি যত্নের সঙ্গে টেবিলের উপর রাখল। হ্যারি এবং হারময়িন সারাটা দিন সেটার দিকে নজর রেখে কাটালো। কিন্তু স্নিকোস্কোপ সারাদিন নিরব হয়েই রইল। সারাদিন পয়েন্টের কাটাটি স্থির হয়ে রইল। হয়তো হারমিয়নের মাগল রিপেলিং চার্ম দিয়ে রাখার কারণে কাটাটি মাগলদের চলাচল দেখতে পারছেনা অথবা এ পথ দিয়ে হয়তো দু'একটি পাখি এবং কাঠবিড়ালী চলাচল করা ছাড়া অন্য কেউ চলা-ফেরা করেনি। সন্ধ্য বেলাও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। হারমিয়নের সঙ্গে পালাবদল করে হ্যারি রাত দশটার সময় নিজের যাদুদণ্ডটির আলো জ্বেলে বাইরের নিস্তব্ধ জায়গাটা

পরিক্ষা করল। প্রটেক্ট করা এলাকার বেশ উপরে বিক্ষিপ্তভাবে বাদুর ওড়াউড়ি করতে দেখা গেল।

হ্যারির ক্ষুধা অনুভব হল। এরপর হ্যারি দেখল একটি ছোট আলো এগিয়ে আসছে। হারমিয়ন তার যাদুর ব্যাগটিতে কোনো খাবার আনেনি। ওই রাতে সে ভেবেছিল আমরা তো গ্রিমোল্ড প্লেসে ফিরেই যাচ্ছি। ফলে বন্য মাশরুম ছাড়া আজ আর ওদের কিছুই খাওয়া হয়নি। হারমিয়ন ওগুলো কাছের গাছ থেকে তুলে এনে সেদ্ধ করেছে। এক দুবার মুখে দিয়ে রন সেগুলো ওয়াক করে ফেলে দিয়েছে। বমির ভাব হওয়ায় মুখ কুচকে ফেলেছে। হ্যারি সেগুলো ফেলে দেয়নি যাতে হারমিয়ন কিছু মনে না করে।

চারপাশের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ঘরঘর শব্দ হল। গাছের ডাল ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ হল। হ্যারি মনে হল কোনো মানুষ না, কোনো জীব জানোয়ার হবে। তারপরও সে যাদুদণ্ডটি শক্ত করে ধরে প্রস্তুত থাকল। ভেতরটা অস্বস্তি লাগছে।

হ্যারি ভাবল ওরা হরক্রুক্সটা ভাঙতে পারলে খুবই আনন্দের বিষয় হতো। কিন্তু যে কারণেই হোক এখনো তা হয়নি। হ্যারির যাদুদণ্ড থেকে আলো গিয়ে বাইরের একটি অংশে পড়ছে। হ্যারি অন্ধকারে বসে অনুভব করল এবং উদ্বিগ্ন হল যে এর পর কী হবে। সে এর পর কী হবে সে বিষয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর চিন্তা করেছে। কিন্তু এখন সে হঠাৎ করে একটি জায়গায় থমকে গেছে। সামনে যেন আর পথ নেই।

এখন কোথায় অন্য সকল হরক্রুক্স। কিন্তু হ্যারির ন্যূনতম ধারণা নেই সেগুলো কোথায় থাকতে পারে। এমনকি তার জানা নেই কী ধরনের হরক্রুক্স সেগুলো। অন্যদিকে সে প্রায় ভুলে বসে আছে যে, তারা ইতিমধ্যে যে হরক্রুক্সটি পেয়েছে তা কীভাবে ধ্বংস করবে। হরক্রুক্সটি এখনো তার বুকের সঙ্গে ঝুলে আছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই হরক্রুক্সটি তার গায়ের থেকে উত্তাপ গ্রহণ করছে না। বরং এতটাই ঠাণ্ডা হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে সদ্য বরফ থেকে তোলা হয়েছে। হ্যারির মাঝে মাঝে মনে হয়, অথবা কল্পনাই হয়তো করে যে বুকের কাছে সে একটি ছোট ধুকধুক শব্দ পায়।

অন্ধকারে বসে থেকে হ্যারির ভেতরে নানা ধরণের অশুভ চিন্তা কিলবিল করে ঢুকছে। হ্যারি চেষ্টা করল বাধা দিতে। এসব চিন্তা সরিয়ে দিতে। তারপরও একের পর এক অশুভ চিন্তা তার দিকে ধেয়ে আসতে থাকল। *একজন বেঁচে থাকলে আর একজন বেঁচে থাকতে পারে না*। হারমিয়ন ও রন ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে। কিন্তু সে তা পারে না।

একসময় তার মনে হল বুকের সঙ্গে লেগে থাকা হরক্রুক্সটি ঘড়ির কাঁটার মত তার সময়কে টিক টিক করে পার করে দিচ্ছে। সে নিজেকে নিজে বলল, স্টুপিড আইডিয়া! এভাবে চিন্তা করা যাবে না–

তার স্কারটিতে আবার জ্বালা করতে শুরু করেছে। হ্যারির মনে হল যে, সে সঠিক চিন্তা না করতে পারে এবং ভুল পথে সরিয়ে দেয়ার জন্যই এই জ্বালাতনটি সৃষ্টি করছে। সে হতভাগা ক্রিচারের কথা চিন্তা করল। ক্রিচার আশা করছে হ্যারিদেরকে, কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে হয়তো ইয়াক্সলিকে। ক্রিচার কি গোপন রাখবে নাকি যা জানে সব ইয়াক্সলিকে বলে দেবে? হ্যারি বিশ্বাস করতে চায় যে গত কয়েক মাসে হ্যারি সম্পর্কে ক্রিচারের ধারণা পাল্টে গেছে। তার এখন হ্যারির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা। কিন্তু কে জানে কি ঘটবে? ডেথ-ইটাররা যদি ক্রিচারের উপর নির্যাতন চালায়? অসুস্থ সব দৃশ্য হ্যারির মাথার ভেতর কিলবিল করছে। কিন্তু সে ওগুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। কারণ সে তো এখন চাইলেও ক্রিচারের জন্য কিছুই করতে পারবে না। হারমিয়নের সঙ্গে একত্রে হ্যারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ক্রিচারকে নিয়ে আসার জন্য কোনো সামন চার্ম ব্যবহার করবে না। কারণ সেই সঙ্গে যদি মিনিস্ট্রির কেউ চলে আসে? ভুতের অ্যাপারিশন যে একক হবে সে কথা ওরা ভাবতে পারে না। কারণ একই অ্যাপারিশনের যাত্রায় হারমিয়নের জামার হাতা ধরে ইয়াক্সলি গ্রিমোল্ড প্লেসে চলে এসেছে।

হ্যারির স্কারটি জ্বালাপোড়া করতে শুরু করেছে। সে ভাবল তারা অনেক কিছুই জানে না। লুপিনের কথাই ঠিক। তারা এখনো অনেক যাদুর মুখোমুখি হয়নি এবং অনেক যাদুর কথা কল্পনা করেনি। ডাম্বলডোর কেন আরো অনেক চার্মের কথা ব্যাখ্যা করেননি? তিনি কি ভেবেছিলেন যে সামনে আরো অনেক সময় আছে? ভেবেছিলেন আরো অনেক বছর, হয়তো তার বন্ধু নিকোলাস ফ্লামেলের মত শতাধিক বছর বেঁচে থাকবেন? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি ভুল করেছেন......স্নেইপকে সেখানে দেখা গিয়েছিল.......স্নেইপ, ঘুমন্ত সাপ। সেই টাওয়ারের উপর থেকে আঘাতটি করেছিল....

এবং ডাম্বলডোর পড়তে থাকলেন, পড়তে...

'গ্রেগোরোভিচ, আমাকে এটা দাও।'

হ্যারির কণ্ঠের আওয়াজ উঁচু, পরিস্কার এবং শীতল। সে দেখতে পাচ্ছে তার যাদুদণ্ডটি ধরা একজন লম্বা লম্বা আঙ্গুলের সাদা লোকের হাতে। যে লোকটির দিকে সে যাদুদণ্ডটি ধরে রেখেছে সে কোনো দড়ি বা কিছুর সাহায্য ছাড়াই শূন্যে ঝুলছে। দুলছে অদৃশ্য এবং ভৌতিকভাবে। তার হাত-পা প্রায় হ্যারিকে ছুঁয়ে ফেলেছে। হ্যারির সমান্তরালে তার ভয়াবহ মুখটি। মাথার রক্ত বেয়ে লাল হয়ে আছে। মাথায় ঘন সাদা চুল। মুখে ঘন দাড়ি ফাদার ক্রিস্টমাস-এর আদল।

'আমার কাছে নেই! আমার কাছে এখন আর নেই! অনেক বছর আগে এটা আমার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে!'

'লর্ড ভোল্ডেমর্টের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না গ্রেগোরোভিচ! তিনি জানেন...তিনি সব সময় জানেন।'

ঝুলন্ত মানুষটির শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়ছে। তারাও দুলছে। তাদের ছায়াগুলো আরো বড় হতে হতে হ্যারিকে পুরোপুরি তাদের ভেতরে নিয়ে নিল...

এবার হ্যারি একটি অন্ধকার করিডোরে গ্রেগোরোভিচকে দেখল। সে হাতে লণ্ঠন উঁচু করে দৃঢ় পায়ে হাঁটছে। করিডোরের মাথার একটি রুমে গ্রেগোরোভিচ ঢুকে পড়ল। তার হাতের লণ্ঠনটার আলো ছড়িয়ে পড়ল এবং ঘরটিকে মনে হল একটি ওয়ার্কশপ। আলোর প্রতিফলনে কাঠের অংশ সোনালী আলোর মাঝে চকচক করছে। জানালার কাছে একটি পাখির মত সোনালী চুলের একটি অল্প বয়সের ছেলের মুখ দেখা গেল। হ্যারি তার চোখে মুখে আনন্দের ভাব দেখতে পেল। তারপর ছেলেটি যাদুদণ্ড থেকে একটি স্পেল ছুড়ে দিল এবং হিহি করে হাসি দিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেল।

হ্যারি দ্রুত গাঢ় অন্ধকারের মত ডেথ-ইটারদের কাছ থেকে সরে এল। গ্রেগোরোভিচের মুখটি ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছে।

'চোরটি কে ছিল গ্রেগোরোভিচ?' উঁচু শান্ত গলার স্বরটি বলল।

'আমি জানি না, আমি কখনো জানতে পারিনি, একজন অল্প বয়সের ছেলে-না প্লিজ-প্লিজ না! প্লিজ!'

চিৎকারের শব্দ শোনা যেতে থাকল এবং তার পরপরই সবুজ আলোর ঝলক দেখা গেল-

'হ্যারি!'

হ্যারি চোখ খুলে তাকালো। হাপাচ্ছে। কপালের জায়গাটি টনটন করছে। সে তাবুর পাশে নিস্তেজ হয়ে হেলান দিল। ক্যানভাসের সঙ্গে পিছলে পাশ ফিরে মাটিতে পড়ে গেল। হ্যারি চোখ তুলে হারমিয়নের দিকে তাকাল। সে হারমিয়নের কোঁকড়ানো চুলের পাশ দিয়ে আকাশে যে জায়গাটুকু আলোকিত হয়ে আছে তার ভেতর গাছের শাখা দেখতে পেল।

'স্বপ্ন,' হ্যারি বলল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে হারমিয়নের অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাব করতে চেষ্টা করল। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সরি।'

'আমি জানি স্বপ্ন না, তোমার স্কার! আমি তোমার মুখ দেখেই বলতে পারি। তুমি ভল্ডে–'

'তার নাম মুখে নিও না!,' তাবুর ভেতর থেকে রন বলল।

'ঠিকাছে,' উত্তর দিল হারমিয়ন। 'ইউ-নো-হু'র মনের ভেতর প্রবেশ

করেছিলে।'

হ্যারি বলল, 'আমি সেটা হোক তা চাইনি। 'এটা ছিল স্বপ্নের মত! তুমি কী স্বপ্নে দেখছ সেটাকে ঠেকাতে পারো, হারমিয়ন?' 'তুমি যদি শুধু অকলুপেনসিটা ব্যবহার করা শিখতে-'

হ্যারি কোনো তীক্ততায় যেতে চায় না। সে শুধু আলোচনা করতে চায় যা দেখেছে সেটা নিয়ে।

'সে গ্রেগোরোভিচকে খুঁজে পেয়েছে হারমিয়ন। আমার মনে হয় সে তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু হত্যা করার আগে সে গ্রেগোরোভিচের মনের ভেতর ঢুকেছে এবং যেটা আমি দেখেছি-'

হারমিয়ন বলল, 'তুমি খুব পরিশ্রান্ত, তাই ঘুমিয়ে যেতে পার, আমি বরং পাহারা দেয়ার কাজটি করি।'

'না, আমি পাহারা দেয়ার কাজটি শেষ করি।'

'না, তুমি সত্যিই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।'

হারমিয়ন তাবুর মুখে বসে পড়ল। তাকে কঠিন দেখা গেল। রাগান্বিত কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর জন্য হ্যারি ঘরে ঢুকে পড়ল। রন নিচের বেড থেকে ফ্যাকাশে মুখটি বের করে রেখেছে। হ্যারি ঠিক তার উপরের বেডটিতে উঠে গেল। শুয়ে পড়ে তাবুর উপরের কালো সিলিংটির দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর রন খুব আস্তে কথা বলে উঠল যাতে দরোজায় বসা হারমিয়ন শুনতে না পায়।

'ইউ-নো-হু কী করছিল?'

হ্যারি চোখ বুজে সব স্মরণ করতে চেষ্টা করল এবং অন্ধকারের ভেতর ফিস ফিস করে বলল।

'সে গ্রেগোরোভিচকে খুঁজে পেয়েছে। সে তাকে আটক করেছে এবং নির্যাতন চালিয়েছে।'

'গ্রেগোরোভিচকে আটকে রাখলে সে তার জন্য নতুন যাদুদণ্ড বানাবে কীভাবে?'

'আমি জানি না...সত্যিই এটা বিস্ময়কর..তাই না?'

হ্যারি চোখ বুজে যা দেখেছে এবং শুনেছে তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকল। যা সে স্মরণ করতে পারল সবকিছুই যেন ঘোলা মনে হল...ভোল্ডেমর্ট হ্যারির যাদুদণ্ডটি নিয়ে কোনো কথা বলেনি, জোড়া যাদুদণ্ড নিয়ে বা গ্রেগোরোভিচের নতুন যাদুদণ্ড বানানো নিয়ে কোনো কথা বলেনি যে যাদুদণ্ডটি হ্যারিরটাকে পরাস্থ করতে পারে....

হ্যারি চোখ শক্ত করে বুজে থেকেই বলল, 'সে গ্রেগোরোভিচের কাছ থেকে কিছু একটা চাচ্ছিল। সে তাকে জিনিসটি তার হাতে দিতে বলছিল। কিন্তু

গ্রেগোরোভিচ বারবার বলছিল জিনিসটি তার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে...এবং তারপর...তারপর..'

হ্যারির মনে পড়ল সে, প্রকারান্তরে ভোল্ডেমর্ট কীভাবে গ্রেগোরোভিচের চোখের মধ্যদিয়ে তার ভেতরটা দেখছিল, গ্রেগোরোভিচের স্মৃতিগুলো...

'সে গ্রেগোরোভিচের মনের ভেতর দেখছিল, আমিও সেই সঙ্গে দেখলাম অল্প বয়সী একটি ছেলে জানালার উপর বসে আছে এবং সে গ্রেগোরোভিচের দিকে কার্স ছুড়ে দিল এবং জানালা থেকে লাফ দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। সেই চুরিটা করেছে, সে ওই জিনিসটাই নিয়েছে যেটি ইউ-নো-হু গ্রেগোরোভিচের কাছে চাচ্ছিল। ওই অল্প বয়সের চোরটিকে চেনা চেনা মনে হল কেন?'

চারপাশে গাছের শব্দ তাবুর ভেতরেও মৃদুভাবে শোনা যায়। এর ভেতরে হ্যারি রনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একটু পরই রন ফিসফিস করে বলল, 'তুমি দেখতে পাওনি চোরের হাতে কী ছিল?'

'না...তবে নিশ্চয়ই ছোট কোনো জিনিস।'

'হ্যারি?'

রন নড়ে চড়ে শুতেই কাঠের পাটাতনে ক্যাচক্যাচ করে শব্দ হল।

'হ্যারি, তোমার কী মনে হয় না যে ইউ-নো-হু যে জিনিসটা খুজছিল সেটা হয়তো একটি হরক্রুক্স তৈরির জন্য কোনো সঠিক বস্তুর?'

হ্যারি ধীরে ধীরে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। হতে পারে। কিন্তু আরো একটি নেয়া তার জন্য কি বিপদজনক হতে পারে না? হারমিয়ন বলেছিল না যে, সে ইতিমধ্যেই তার আত্মার হরক্রুক্স তৈরির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে?'

'কিন্তু সে হয়তো তা জানে না।'

হ্যারি বলল, 'হতে পারে।'

হ্যারি নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট কিছু একটা খুঁজছে যাদুদণ্ডের সমাধান করার জন্য। নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট পুরোনো যাদুদণ্ড নির্মাতার কাছে সমস্যা সমাধানের দাবী করেছে....কিন্তু তারপরও সে তাকে হত্যা করল। দৃশ্যত সে যাদুদণ্ড নিয়ে একটি প্রশ্নও করেনি।

ভোল্ডেমর্ট কি খুঁজছে? যেখানে পুরো মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক তার পায়ের নিচে সেখানে সে কী এমন খুঁজছে যা এক সময়ে গ্রেগোরোভিচের ছিল, এবং যে জিনিসটি একজন অজানা চোর চুরি করে নিয়ে গেল?

হ্যারির কেনো সেই ব্লন্ডি চুলের ছেলেটির মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মুখটি প্রানবন্ত এবং বন্য। জর্জ এবং ফ্রেডের চেহারার মাঝামাঝি চেহারাটি তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। জানালার উপর থেকে সে একটি পাখির মত উড়ে গেছে। হ্যারি তাকে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায় মনে করতে পারছে না...।

গ্রেগোরোভিচের মৃত্যুর পর এখন সেই প্রানবন্ত মুখের ছেলেটি বিপদের মধ্যে আছে। হ্যারির চিন্তা মন্থর হয়ে আসছে। নিচের বিছানা থেকে রনের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ আরো ঘণ হয়ে আসছে। হ্যারি ধীরে ধীরে আবার ঘুমের আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অধ্যায়- ১৫

গবলিনদের প্রতিশোধ

খুব সকালে অন্য দু'জনের ঘুম ভাঙার অগেই হ্যারি তাবু থেকে বের হল। সে পুরাতন একটি গাছ খুঁজে পেল। গাছটি আঁকাবাকা এবং বেশ ছড়ানো। এই গাছটির নিচেই সে ম্যাড-আই মুডির চোখ মাটিতে পুতে দিল। এবং জায়গাটিকে যাদুদণ্ড দিয়ে একটি ক্রস চিহ্নও দিয়ে রাখল। ম্যাড-আইর জন্য এটা খুব একটা ভাল জায়গা নয়। হ্যারি অনুভব করল যে ম্যাড-আই হয়তো ডোলোরেস আমব্রিজের দরোজায় থাকতেই বেশি পছন্দ করতো। হ্যারি তাবুতে ফিরে এলো। বাকী দু'জনের ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এরপর ওরা কী করবে তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

হ্যারি এবং হারমিয়নের মত হল, এক জায়গায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করা ঠিক নয়। রনও একমত হল। সেই সঙ্গে ওরা ঠিক করল যে প্রথম প্রয়োজন ওদের খাবার, আর সেটা বেকন স্যান্ডউইচ। হারমিয়ন প্রথম ওদের চারদিকে দেয়া এনচানমেন্ট তুলে নিল। রন এবং হ্যারি সব দাগ মুছে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা যে এখানে ক্যাম্প করেছিল সেটা যাতে বোঝা না যায়। এরপর ওরা ছোট একটি মার্কেটের কাছে ডিসাপেরেট করল।

আরো একবার ওরা সাময়িকভাবে একটি গাছের নিচে তাবু পাতলো। চারপাশে আত্মরক্ষামূলক এনচানমেন্ট দিল। হ্যারি ঝুকি নিয়ে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে অন্তত ক্ষুধা নিবারনের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আনতে বের হল। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই কাজটি করল। সে ছোট শহরটাতে মাত্র ঢুকতে শুরু করেছে ঠিক তখনই অস্বাভাবিক একটা শীতল ভাব লক্ষ করল। নেমে আসা একটি ঘন কুয়াশা আকাশ অন্ধকার করে ফেলল। হ্যারি স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকল।

এরপর, হ্যারি হাপাতে হাপাতে খালি হাতে ফিরে এল। মুখে **শুধু** বলল, 'ডেমেনটর!'

শুনে রন বলল, 'কিন্তু তুমি একটি ভালো প্যাট্রোনাস বানাতে পারতে!'

হ্যারি দম ফেলতে ফেলতে বলল,' পারতাম না.....সম্ভব হতো না ...বুঝতে চেষ্টা কর!'

এই অপ্রত্যাশিত খবরে ওদের চেহারায় হতাশা ফুটে উঠতে দেখে হ্যারি লজ্জিত হল। এটি একটি দুঃস্বপ্নের মত অভিজ্ঞতা। ডেমেনটরগুলো দূরের ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে সোজা বের হয়ে রুপ নিচ্ছিল। এক অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হ্যারির কলজেতে জমাট বাধিয়ে দিয়েছিল এবং ওদের চিৎকারে কান ফেটে যাচ্ছিল। হ্যারির মনে হয়েছিল নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে না। হ্যারি ওর সবটুকু মনোবল ব্যবহার করে নিজেকে সচল করে দৌড় দিয়ে ফিরে এসেছে। তখন চোখবিহীন ডেমেনটরগুলো নেমে আসছে মাগলবর্নদের মাঝে। মাগলবর্নরা ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু যেখানেই তারা যাচ্ছে হতাশ করছে সবকিছু।

'তারমানে আমরা এখনো কোনো খাবার পাবো না।'

হারমিয়ন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করো রন!' হ্যারির দিকে ফিরে বলল, 'হ্যারি, কী ঘটেছে ? কেন তুমি মনে করছ যে তুমি প্যাট্রোনাস তৈরি করতে পারবে না? গতকালই তো তুমি ঠিকঠিকভাবে তৈরি করেছ?'

'আমি জানি না।'

সে নিচু পারকিন্সের পুরোনো চেয়ারটিতে বসল। এখন নিজের কাছে আরো অপমানজনক মনে হচ্ছে। একটা ভয় কাজ করতে থাকল যে তার ভেতরই কিছু একটা গড়মিল হয়েছে। গতকালটাকে তার কাছে অনেক লম্বা অতীত বলে মনে হচ্ছে। আজ তার বয়স আবার সেই তের বছরের মত মনে হলো, সে সময় হোগার্ট এক্সপ্রেসে বিদ্ধস্ত হয়ে পড়ে থাকার মত।

রন একটা চেয়ারে লাথি দিল।

'কি হলো আবার?' হারমিয়ন মেজাজ গরম করে তাকালো। 'আমি ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি! সেই মরতে যাওয়ার সময় সামান্য একটু ব্যাঙের ছাতা মুখে পড়েছিল!'

হ্যারি খোঁচা দিয়ে বলল, 'তাহলে তুমি নিজে ডেথ-ইটারদের সঙ্গে লড়াই কর গিয়ে।'

'আমি তা পারতাম, কিন্তু এখন আমার হাতে ব্যান্ডেজ বাধা, তুমি হয়তো সেটা লক্ষ করার সময় পাওনি।'

'সেটাই তো সুবিধাজনক।'

'তাতে কী হবে-'

হারমিয়ন হাত কপালে তুলে চাপড় দিল। হঠাৎ তার চঞ্চল হয়ে ওঠার কারণে রন এবং হ্যারি দুজনেই নিরব হয়ে গেল। হারমিয়ন বলল, 'অবশ্যই! হ্যারি লকেটটি আমার কাছে দাও! তাড়াতাড়ি দাও!' সে অস্থির হয়ে বলল। হ্যারির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে সে আঙুলে টোকা দিয়ে তাগিদ দিল। 'হরক্রুক্স হ্যারি, তুমি এখনো ওটি গলায় পরে আছো!'

হারমিয়ন হাত বাড়িয়ে রাখল এবং হ্যারি গলা থেকে মাথার উপর দিয়ে চেইনটি খুলল। লকেটটি তার নিজের স্পর্শ থেকে সরে যেতেই হ্যারির মনে হল তার অনেক হালকা লাগছে, নিজেকে মুক্ত লাগছে। সে আগে বুঝতে পারেনি যে তার একটা শীতলভাব তৈরি হয়েছিল। অথবা বুঝতে পারেনি যে পাকস্থলীতে একটি ভারি চাপ অনুভব হয়েছে। এগুলো উঠে যাওয়ার পর সে এসব অনুভব করলো।

'এখন একটু বেটার?' হারমিয়ন জানতে চাইল।

'হ্যা, অনেক ভালো!'

'হ্যারি, হারমিয়ন হামাগুড়ি দিয়ে ওর সামনে চলে এলো এবং এমনভাবে কথা বলল যেন অসুস্থ কোনো রুগির সামনে কথা বলছে, 'তোমার মনে হয়নি যে তুমি কিছুর ভেতর আটকে আছো? মনে হয়েছে?'

'কী, নাহ্,' হ্যারি অত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল। 'এটি আমার গলায় থাকা অবস্থায় আমরা কী করেছি সবই আমার মনে আছে। আমার উপর অন্য কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকলে আমি কী করছি সেগুলো মনে থাকতো না। থাকতো? জিনি আমাকে বলেছিল অনেক সময় সে কিছু স্মরণ করতে পারতো না।'

'হুম,' হারমিয়ন উচ্চারণ করল। সে লকেটটির দিকে তাকিয়ে আছে। 'ঠিকাছে, হতে পারে আমাদের এই লকেটটি গলায় নেয়া উচিত নয়। আমরা এটিকে তাবুর ভেতর কোথাও রেখে দিতে পারি।'

হ্যারি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমরা হরক্রুক্সটি কোথাও ফেলে রাখতে পারি না। যদি এটি হারিয়ে যায়, যদি চুরি হয়ে যায়-'

'ঠিকাছে, ঠিকাছে,' হারমিয়ন লকেটটি গলায় শার্টের ভেতরে গুজে দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু আমরা এটি পালা করে গলায় ঝুলিয়ে রাখব। যাতে কারো দীর্ঘ সময়

গলায় ঝুলিয়ে রাখতে না হয়।'

রন বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'গ্রেট! এটার সমস্যার সমাধান হল। এখন আমরা কিছু খাবার পেতে পারি?'

'ঠিকাছে, কিন্তু আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে,' হ্যারির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হারমিয়ন বলল। 'ডেমেনটররা নেমে আসছে জেনে চুপচাপ বসে থাকার কোনো কারণ নেই।'

অবশেষে ওরা রাত কাটানোর জন্য একটি নির্জন খামার বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে উঠল। সেখান থেকে ওরা কোনোক্রমে ডিম আর রুটির জোগাড় করতে পারল।

'এটাকে তো চুরি বলা যায় না, তাই না?' হারমিয়ন বলল। ওরা ডিম দিয়ে গবগব করে টোস্ট খাচ্ছে। 'যদি আমরা মুরগির খাঁচার নিচে কিছু পয়সা রেখে দেই?'

রন মুখ ভরে খাবার নিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'হারমিয়ন, তুমি অনেক বেশি ভাব, রিলাক্সে থাকো তো!'

সত্যিই ওরা খাবারের পর রিলাক্স অনুভব করলো। রাতে হাসাহাসির মাঝে ওরা ডেমেনটরদের কথা ভুলে গেল। হ্যারি উৎফুল্ল বোধ করলো। ওর ভেতর প্রাণ সঞ্চার হল। রাতের পাহারা দেয়ার কাজ প্রথমে হ্যারি গ্রহণ করলো।

এবারই ওরা প্রথম বুঝতে পারল যে পেট ভরা থাকলে ভালো স্পিরিট পাওয়া যায়। খালি পেট থাকলে মেজাজ খিটমিট করে। হ্যারির কাছে বিষয়টি তেমন বিস্ময়কর নয়। কারণ ডাডলি পরিবারে থাকতে তাকে অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয়েছে। হারমিয়ন ভালভাবে কাটালেও অনেক সময়ে রাতগুলো সস্তা বেরি ফল আর বাসী বিস্কুট খেয়ে কাটিয়েছে। সে সময়ের তুলনায় হয়তো তার ধৈর্যও একটু কমেছে। কিন্তু রন তিন বেলা সুস্বাদু খাবার খেয়েছে। তার মা অথবা হোগার্টের ঘরের ভূতগুলো তাকে দেখাশোনা করেছে। সে কারণেই ক্ষুধা তাকে দিকবিদিক শুন্য করে ফেলে, তার কোনো হুশ থাকে না। তাই একই সঙ্গে যখন খাবারের প্রয়োজন এবং হরক্রুক্স গলায় নেয়ার পালা এলো তখন সরাসরি বিরক্তি প্রকাশ করল।

'এর পর কী হবে?' এভাবেই সে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তার নিজের কোনো ধারণা হল না, কিন্তু আশা করল যে হারমিয়ন এবং হ্যারি একটা কিছু প্ল্যান বের করে ফেলবে। সে বসে ভাবতে থাকল পরবর্তী খাবারের ব্যবস্থার কথা। হ্যারি এবং হারমিয়ন ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো সিদ্ধান্ত পৌছানো ছাড়াই আলোচনা করল পরের হরক্রুক্সটি কোথায় হতে পারে এবং যেটি তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছে সেটা কীভাবে ধ্বংস করবে। নতুন কোনো তথ্য বা বিষয় তাদের কাছে না থাকার কারণে তারা ঘুরে ফিরে একই আলোচনায় ফিরে আসতে থাকল।

ডাম্বলডোর হ্যারিকে বলেছিলেন যে, ভোল্ডেমর্ট এমন একটি জায়গায় হরক্রুক্সগুলি লুকিয়ে রেখেছে যে জায়গাটি তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওরা বারবার ভোল্ডেমর্ট যে জায়গাগুলোতে অবস্থান করেছে এবং ভ্রমন করেছে সে জায়গাগুলোর নাম উচ্চারণ করতে থাকল। যে, এতিমখানার কথা... সে জন্ম গ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে, হোগার্ট ... যেখানে শিক্ষা লাভ করেছে, বোরজিন এন্ড বার্কস... যেখানে স্কুল ছাড়ার পর কাজ করেছে, তারপর আলবেনিয়া... যেখানে সে নির্বাসন জীবনযাপন করেছে; এই এলাকাগুলোর দিকেই ওরা গুরুত্ব দিল।

রন বলল, 'চলো আলবেনিয়ায় যাই, পুরো দেশটি খুঁজে দেখতে এক বেলার বেশি সময় প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়।'

'সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না। সে নির্বাসনে যাবার আগেই পাঁচটি হরক্রুক্স তৈরি করেছিল। এবং ডাম্বলডোর নিশ্চিত যে ছয় নাম্বার হরক্রুক্সটি ছিল সাপ।' হারমিয়ন বলল। 'আমরা জানি যে সাপটি আলবেনিয়ায় নেই। এটা সাধারণত ভল-'

'আমি তোমাকে নাম নিতে নিষেধ করেছি না?'

'ঠিকাছে, সাপটি সাধারণত ইউ-নো-হু'র সঙ্গে থাকে, এবার খুশি তো?'

'পুরোপুরি না।'

'বোরজিন এন্ড বার্কসে সে কিছু লুকিয়ে রেখেছে বলে আমার মনে হয় না,' হ্যারি বলল। সে বারবার এই যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আবারো বলল ওদের নিরবতা ভঙ্গ করার জন্য। বোরজিন এণ্ড বাকর্সে ডার্ক বিষয়ে যথেষ্ট এক্সপার্ট রয়েছে। হরক্রুক্স থাকলে তারা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলতো।'

রন হাল ছাড়ল। কিন্তু তারসঙ্গে যুক্তি-তর্কে যাওয়াটা দমন করে হ্যারি বলল, 'আমি এখনো মনে করি যে হোগার্টেই সে হয়তো কিছু লুকিয়ে রেখেছে।'

হারমিয়ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

'কিন্তু ডাম্বলডোর তাহলে সেটা জানতে পারতো, হ্যারি!'

হ্যারি তার থিওরির পক্ষে আবার যুক্তি দিতে থাকল।

'ডাম্বলডোর আমার সামনে বলেছেন যে তিনি হোগার্ট সের সব গোপন বিষয় জানেন না। আমি তোমাকে বলছি, যদি একটি গোপন জায়গায় ভল-

'এই!'

'হ্যা, ইউ-নো-হু!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে গেছে। 'যদি ইউ-নো-হু'র কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থাকে তাহলে সেটা হল হোগার্টস!'

রন উপহাস করে বলল, 'ও কাম অন! তার স্কুল?'

'হ্যা তার স্কুল! এটাই ছিল তার প্রথম নিজের বাড়ির মত জায়গা। এই জায়গাই তার কাছে সবকিছু, এমন কি জায়গাটি ছেড়ে যাবার পরও-'

'আমরা তো ইউ-নো-হু কে নিয়ে আলোচনা করছি তাই না?' রন বলল। সে হরক্রুক্স চেইনটি নিজের গলায় পড়ল। হ্যারির মনে হল সেটি ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় পরতে।

হারমিয়ন বলল, 'তুমি বলেছিলে যে হোগার্টস ছাড়ার পর ইউ-নো-হু ডাম্বলডোরের কাছে একটি চাকরি চেয়েছিল।'

'হ্যা, ঠিক।' হ্যারি বলল।

'এবং ডাম্বলডোর ভেবেছিলেন সে হোগার্টসে ফিরে আসতে চায় কিছু একটা অনুসন্ধানের জন্য। সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতার কোনো জিনিস- সেটা কী আরেকটি হরক্রুক্স?'

'হ্যা,' হ্যারি বলল।

'কিন্তু সে তো চাকরি পায়নি, তাই না?' হারমিয়ন বলল। 'সুতরাং সে প্রতিষ্ঠাতার কোনো জিনিস হাতে পায়নি এবং স্কুলে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারেনি।'

হ্যারি পরাজয়ের সুরে বলল, 'ওকে, তাহলে হোগার্টের কথা ভুলে যাও।'

সুতরাং অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে ওরা লন্ডনে গেল। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার নিচে থেকে এতিমখানায় তল্লাশি চালালো, যে এতিম খানায় ভোল্ডেমর্ট বড় হয়েছে। হারমিয়ন লুকিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল এবং রেকর্ড পরিক্ষা করে জানতে পারল যে জায়গাটি বহু বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা জায়গাটি ঘুরে দেখল এবং সেখানে উচু অফিস কক্ষের সন্ধান পেল।

হারমিয়ন নিরুৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আমরা এর ভিটা খুড়ে দেখতে পারি।'

'সে এখানে হরক্রুক্স লুকিয়ে রাখবে না।' হ্যারি বলল। হ্যারিই শুধু জানে, এই এতিমখানা থেকেই ভোল্ডেমর্ট পালাতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। সে তার প্রাণের একটি জিনিস কখনোই এখানে লুকিয়ে রাখতে পারে না। ডাম্বলডোর হ্যারিকে জানিয়েছেন যে ভোল্ডেমর্ট লুকিয়ে থাকার জন্য একটি চমৎকার জায়গা অথবা রহস্যময় জায়গা চাইত। লন্ডনের এই ঘিঞ্জি জায়গাটি যা হোগার্টসের থেকে, মিনিস্ট্রি অথবা গ্রিনগোটের ভবনের চেয়ে অনেক আলাদা। গ্রিনগোট হল সোনালী দরোজা এবং মার্বেলের মেঝের একটি উইজার্ডিং ব্যাঙ্ক।

কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই ওরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকল। নিরাপত্তার জন্য রাতে বিভিন্ন জায়গায় তাবু স্থাপন করল। প্রতি সকালেই অন্যস্থানে যাওয়ার সময় ওরা ওদের সেখানে থাকার চিহ্নগুলো মুছে বা নষ্ট করে ফেলত। তারপর আবার অন্য একটি নির্জন জায়গার উদ্দেশে ছেড়ে যেত। অ্যাপারিশনের মাধ্যমে ওরা আরো ঘন গাছগাছালি, আরো দুর্গম পাথরের খাঁজে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বন্য এলাকায় এবং কাটা ঝোপঅলা পাহাড়ি এলাকায় আস্তানা গাড়ল। একবার একটি লেকের পাশে পাথরের উপর আশ্রয় নিল। প্রতি ১২ ঘণ্টার মত সময় পরপর

নিজেদের মধ্যে হরক্রুক্স পালাবদল করলো। যেন একটি ধীর গতির বালিশ বদলের খেলা। মিউজিক থামার মত যখন তীব্র তাপ অনুভব করছে তখন তারা আরেকজনের হাতে লকেটটি দিচ্ছে।

হ্যারির স্কারটিতে আবার জ্বলাপোড়া শুরু হল। হ্যারি লক্ষ করেছে হরক্রুক্স গলায় নেয়ার সময়টাতেই প্রায়ই ঘটনাটা ঘটছে। চেষ্টা করেও মাঝে মাঝেই ওর যন্ত্রণার বিষয়টি লুকিয়ে রাখতে পারে না।

'কী ব্যাপার, কী দেখলে?' হ্যারির মুখে যন্ত্রণার ছাপ দেখে রন জানতে চাইল।

প্রত্যেকবারের মত সে এবারো বিড়বিড় করে বলল, 'একটি মুখ, সেই একই মুখ। সেই চোরটির মুখ যে গ্রেগোরোভিচের কাছে চুরি করতে গিয়েছিল।'

রন ঘুরে দাঁড়ালো। নিজের হতাশ হওয়াটা লুকাতে চেষ্টা করলো না। হ্যারি জানে রন আশা করেছিল তার পরিবারের খবর শুনবে, অথবা অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের খবর শুনবে। কিন্তু হ্যারি তো আর টেলিভিশনের এন্টেনা নয় যে ইচ্ছেমত দেখবে; সে শুধু ভল্টেমর্টের চিন্তার ভেতরই ঢুকে যায়। সে নিজে যা খুশি তা দেখতে পারে না। বোঝা যায়, ভোল্ডেমর্ট সেই অল্প বয়সের অচেনা ছেলেটিকে নিয়ে যারপরনাই মাথা ঘামাচ্ছে। হ্যারি নিশ্চিত যে ছেলেটির নাম এবং পরিচিতি সম্পর্কে ভোল্ডেমর্ট হ্যারির চেয়ে বেশি কিছু জানে না। হ্যারির জ্বালাপোড়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে সে দেখতে পেল হাস্যজ্জ্বল সোনালী চুলের ছেলেটি হ্যারির মেমোরির ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। হ্যারি নিজের যন্ত্রণাকে জোর করে দমন করে রাখল। কারণ বাকী দু'জন ছেলেটির কথা বলায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না, ওরা হরক্রুক্সের জন্য মরিয়া হয়ে আছে।

দিন পার হয়ে সপ্তাহে গড়ালো। হ্যারির সন্দেহ হতে থাকল যে রন এবং হারমিয়ন তার কাছ থেকে লুকিয়ে অথবা তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা শুরু করেছে। বেশ কয়েকবার হ্যারি তাবুর ভেতর প্রবেশ করার সঙ্গেসঙ্গে হঠাৎ করে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। দু'বার অকস্মাৎ ওদের মুখোমুখি হয়ে দেখেছে ওরা একজনের মাথা আরেকজনের কাছাকাছি নিয়ে কানাকানি করে কথা বলছে। হ্যারি কাছে আসতেই ওরা কথা বন্ধ করে ব্যস্ত হয়ে কাঠ এবং পানি সংগ্রহের কাজে মন দিয়েছে।

হ্যারি ভেবে উঠতে পারে না যে, ওরা তার সঙ্গে এমনিতেই নিরর্থক ঘুরে বেড়ানোর জন্য আসতে রাজি হয়েছে কিনা। কারণ ওরা চিন্তা করেছে যে হ্যারির একটি প্ল্যান আছে এবং নির্দিষ্ট সময় ওরা সে প্ল্যানটা জেনে নেবে। রন তার মেজাজ খারাপের ভাবটা লুকানোর কোনো চেষ্টাই করল না। হ্যারি ভয় পেতে থাকল যে হারমিয়নও তার নেতৃত্ব নিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে। এই অবস্থার ভেতর হ্যারি পরবর্তী হরক্রুক্স খোজার জায়গার কথা চিন্তা করল। তার বারবার ঘুরে ফিরে

হোগার্টসের কথাই মনে হল। অন্য দু'জনের কারো এভাবে চিন্তা আসছে না। হ্যারি বিষয়টি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

গ্রামীণ এলাকা দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল হেমন্ত নেমে এসেছে। গাছের পাতায় মাটি ঢেকে থাকা একটি জায়গায় ওরা তাবু পাতলো। ডেমেনটরদের পাশাপাশি প্রাকৃতিক কুয়াশা ডেমেনটরদের কুয়াশার সঙ্গে যোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে বাতাস আর বৃষ্টি সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। হারমিয়ন ধীরে ধীরে খাবার যোগ্য মাশরুমগুলো খুজে পেয়েছে। কিন্তু এতে ওদের নির্জন বাস বা অন্য লোকের সঙ্গহীনতার ঘাটতি পুরণ হচ্ছে না। অথবা ভল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা ভুলে থাকছে না।

এক রাতে ওয়েলসে একটি নদীর পারে তাবুর নিচে বসে রন বলল, 'আমার মা, হালকা বাতাস থেকে খুব ভালো খাবার তৈরি করতে পারে।'

প্লেটের উপর থেকে একটি মাছের টুকরো কাটা দিয়ে তুলে মুখে দিল। হ্যারির চোখ এমনিতেই রনের গলার দিকে চলে গেল। সে দেখল রনের গলায় হরক্রুক্সটি চকচক করছে। সে নিজের ইচ্ছাকে দমন করলো রনের সঙ্গে লকেটটি নিয়ে ঝগড়া করা থেকে। হ্যারি জানে লকেটটি গলা থেকে খোলার সময় রনের মেজাজ কিছুটা ভালো হবে।

হারমিয়ন বলে বসল, 'তোমার মা শুধুমাত্র বাতাস থেকে খাবার তৈরি করতে পারেন না। কেউ তা পারবে না। এলিমেন্টাল ট্রান্সফিগারের গ্যাম্পস আইনে যে পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে তারমধ্যে খাবার একটি-'

'আহ্, তুমি ইংরেজি বোঝো না?' রন দাতের ফাঁক থেকে মাছের কাঁটা বের করতে করতে বলল।

'কোনো কিছু ছাড়া তুমি এমনিতেই খাবার তৈরি করতে পারো না। খাবার কোথায় আছে জানলে তুমি সামন করতে পারো, তুমি খাবারকে রুপান্তর করতে পারো বা কম খাবারকে তুমি বেশি করতে পারো-'

'ঠিক আছে, এ নিয়ে আর কথা বলো না, বিরক্তিকর,' রন বলল।

'হ্যারি মাছ ধরে এনেছে আর আমি রান্না করেছি। আমি লক্ষ করছি, খাবার বানাবার বিষয়টি সব সময় আমাকেই করতে হয়। কারণ আমি একটি মেয়ে!'

রন পাল্টা বলল, 'না, এর কারণ হল তুমি সবচেয়ে ভালো ম্যাজিক করতে পারো।'

হারমিয়ন লাফিয়ে উঠল এবং এক খণ্ড খাবার তার প্লেট থেকে নিচে পড়ে গেল।

'আগামীকাল তুমি রান্না করবে রন। তুমি সব মসল্লাদি যোগাড় করে চার্মের মাধ্যমে খাওয়া যায় এমন খাবার তৈরি করবে। আমি মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকব,

দেখবে কি খাবার তুমি-'

'এই চুপ! চুপ!' হ্যারি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু' হাত প্রসারিত করে বলল। 'এখন থামো!'

হারমিয়ন রেগে গেল।

'তুমি কী করে ওর পক্ষ নিলে, ও কখনো রান্না-'

'হারমিয়ন চুপ করো! আমি কারো শব্দ শুনতে পাচ্ছি!'

হ্যারি মন দিয়ে বাইরের শব্দ শুনতে চেষ্টা করল। তখনো ওদের কথা না বলার জন্য তার হাত দুটো উপরে তুলে আছে। একটু পরেই ওদের তাবুর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। হ্যারি স্লিকোস্কোপের দিকে ফিরে তাকালো। সেটি কোনো নড়াচড়া করছে না।

'তুমি তো আমাদের রক্ষার জন্য মাফলিয়াটো চার্ম ব্যবহার করেছ তাই না?' সে হারমিয়নের উদ্দেশে ফিস ফিস করে বলল।

হারমিয়নও ফিসফিস করে উত্তর দিল, 'আমি সব ব্যবস্থাই করেছি! মাফ-লিয়াটো, রিপেলিং এবং ডিসইল্যুশনমেন্ট সবটাই। ওরা আমাদের দেখতে বা আমাদের কথা শুনতে পাবে না। ওরা যারাই হোক।'

গাছের পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার মরমর চরচর শব্দ শোনা গেল। গাছের ডালের শব্দ শোনা গেল। পানির ভেতর দিয়ে উঠে আসার শব্দ পাওয়া গেল। যেখানে ওদের তাবুর পাশে নদী বাকা হয়ে গেছে তার ঢালুতে শব্দ হচ্ছে। এই অন্ধকার জায়গায় যেখানে ওরা নিজেদের রক্ষার জন্য এনচানমেন্ট ব্যবহার করেছে তা মাগলবর্ন এবং সাধারণ যাদুকরদের কাছ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যথেষ্ট। আর যদি ওরা ডেথ-ইটার হয়ে থাকে তাহলেও ওদের চার্মগুলো যথেষ্ট কিনা সেটা এবার পরিক্ষা হয়ে যাবে।

দলটি নদীর কিনারায় আরো কাছে আসতে থাকলে তাদের কথা বলার শব্দ আরো স্পষ্ট হতে থাকল, কিন্তু তাদের আলাপচারিতা রহস্যজনক মনে হচ্ছে না। হ্যারি হিসাব করল যে, ওদের কাছ থেকে লোকগুলো ২০ ফুটের মত দূরে আছে। কিন্তু নদীর পানির শব্দের কারণে একেবারে নিশ্চিত হতে পারল না। হারমিয়ন ছোঁ মেরে তার ব্যাগটি তুলে নিল এবং ব্যাগের ভেতর হাত দিয়ে কিছু খুঁজতে থাকল। একটু পরেই সে ব্যাগের ভেতর থেকে তিনটি এক্সটেনডাবল ইয়ার বের করলো। একটি রনের দিকে এবং একটি হ্যারির দিকে ছুঁড়ে দিল। ওরা সেগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত তারের এক মাথা নিজেদের কানে এবং অন্য মাথা তাবুর বাইরের দিকে ঠেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি একজন পুরুষের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'এখানে কিছু স্যালমন মাছ পাওয়ার কথা, তোমার কি মনে হয় এখনো মাছের

সিজন আসেনি? অ্যাকসিও স্যালমন!' •

পানি ছেটানোর কয়েকটি শব্দ হল এবং তারপরই মাছের লাফালাফির শব্দ পাওয়া গেল। কেউ একজন আনন্দের শব্দ করলো। হ্যারি ওর এক্সটেনডাবল ইয়ারের তারটি আরো যত্ন করে কানের ভেতরের দিকে ঠেলে দিল। নদীর কুলকুল ধ্বনি ছাপিয়ে একটি কণ্ঠের কথা শুনতে পেল। কিন্তু লক্ষ করল তারা ইংরেজিতে কথা বলছে না অথবা এমন কোনো মানুষের ভাষায় কথা বলছে না, যা সে আগে শুনেছে। দ্রুত অবিরাম কথা বলে চলেছে। মনে হল দু'জনের মধ্যে কথা চলছে। তাদের একজনের গলার স্বর একটু নিচু এবং ধীরে কথা বলে।

ক্যানভাসের অন্য পাশে একটি আলো উঠল। তাবু এবং আলোর মাঝ দিয়ে বড় একটি ছায়া পার হয়ে গেল। রান্না করা স্যালমন মাছের সুগন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল। টুংটাং শব্দ করে কাটা চামচগুলো প্লেটের উপর এসে পড়ল। তখন প্রথম লোকটির গলা শুনতে পেল।

'এখানে, গ্রিপহুক, গরনুক।'

হারমিয়ন হ্যারির দিকে মুখ করে বলল,'গবলিনরা!'

হ্যারি মাথা নেড়ে সায় দিল।

ইংরেজিতে দু'জন গবলিন একে অপরকে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'তাহলে তোমরা তিনজন পালিয়ে বেড়াচ্ছ, কত দিন ধরে?' কোমল কণ্ঠে উল্লসিত একজন বলল। হ্যারির কাছে অস্পষ্টভাবে গলাটি পরিচিত মনে হল। সে মোটা পেটের হাস্যজ্জ্বল একটি মুখের দৃশ্য মনে করতে পারল।

'ছয় সপ্তাহ...অথবা সাত, আমি ভুলে গেছি,' ক্লান্ত লোকটি বলল। 'কয়েক দিন পরে গ্রিপহুকের দেখা পেলাম, তার অল্প পরেই গরনুক যোগ দিল। সঙ্গী পেয়ে ভালই লেগেছে।' একটু সময় কথার বিরতি, সবাই চুপ হয়ে থাকল। সে সময় চামচ প্লেটগুলো ওরা নিচে নামিয়ে রাখল। 'তোমার পালিয়ে আসার কারণ কি টেড?' লোকটি বলতে শুরু করল।

'আমি জানতাম যে ওরা আমার জন্য আসছে। কোমল গলার লোকটি বলল। হ্যারি হঠাৎ ধরে ফেলল এটা কার গলা: টঙ্কসের বাবা। তিনি আবার বললেন, 'যখন শুনেছি ডেথ-ইটাররা গত সপ্তাহে এসেছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম সরে আসাই ভালো। নীতিগত কারণেই মাগলবর্ন হিসাবে রেজিস্টার হইনি। তখনই বুঝেছি শুধু সময়ের ব্যাপার। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত আমাকে সরে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর কোনো সমস্যা নেই। সে একজন পিওর ব্লাড। এরপর আমার ডিনের সঙ্গে দেখা, কয়েক দিন হল তাই না, সান?'

'হ্যা,' অন্য কণ্ঠটি বলল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। চুপচাপ কিন্তু সবাই উত্তেজিত। ওরা নিশ্চিত যে কথা বলা কণ্ঠস্বরটি ডিন

থমাসের। ডিন থমাস ওদের গ্রিফিনডোরের সহপাঠী।

প্রথম লোকটি জানতে চাইল, 'তুমি মাগলবর্ন, তাই না?'

ডিন বলল, 'নিশ্চিত না। আমি শিশু থাকতে আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে গিয়েছেন। তিনি একজন যাদুকর কিনা সে বিষয়ে পরিক্ষা করা হয়নি।'

সবাই কিছুক্ষণ নিরব রইল। শুধু কিছু চিবানোর শব্দ হতে থাকল। তারপর টেড আবার কথা বলতে শুরু করলো।

'সত্যি কথা বলতে কি ডার্ক, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি অবাক হয়েছি। খুশি হয়েছি, কিন্তু অবাক হয়েছি। আমার জানা ছিল তুমি ধরা পড়েছ।'

ডার্ক বলল, 'ধরা পড়েছিলাম, আমাকে আজকাবানে নিয়ে যাবার অর্ধেক পথে ডাওলিশকে স্টান করলে তার ব্রুম ভেঙে অর্ধেক হয়ে যায়। তুমি চিন্তা করতে পারবে না বিষয়টি কত সহজ ছিল। আমার মনে হয় না সে এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছে। একটা ধাক্কা খেয়েছিল।

মনে হয় অন্য কোনো যাদুকরও একই সাথে যাদু করেছিল। বিষয়টি এমন হয়ে থাকলে, আর আমি যদি জানতাম কে এই কাজটি করেছে সেই যাদুকরের সঙ্গে আমি হাত মেলাতাম। সম্ভবত সেই আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

আবার নিরবতা নেমে এল। এই ফাঁকে আগুন জ্বলার এবং নদীর জলের কল কল শব্দ পাওয়া গেল। তারপর আবার টেড বলল, 'তোমরা দু'জন কোন দলে ভিড়েছ? আমার ধারণা গবলিনরা সবাই ইউ-নো-হু'র পক্ষে।'

গবলিনদের মধ্যে উঁচু গলার লোকটি বলল, 'তোমার ধারণা ভুল। 'আমরা কোনো দলের না। এটা যাদুকরদের মধ্যে যুদ্ধ।'

'তাহলে তোমরা লুকাচ্ছ কেন?'

'আমার মনে হয়েছে এটাই বুদ্ধিমানের কাজ,' গম্ভীর গলার গবলিন বলল। 'যখন দেখলাম আমার সামান্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান হল, তখন ভাবলাম আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন।'

টেড জানতে চাইল, 'ওরা তোমাকে কী করতে বলেছে?'

'এমন কাজ যা আমার বংশের জন্য অপমানজনক,' গবলিন বলল। 'আমি তো আর ঘরের ভুত না।'

'তোমার কী ব্যাপার গ্রিপহুক?'

'একই কারণ', উচ্চকণ্ঠের গবলিন বলল। 'গ্রিনগোটরা এখন আর শুধুমাত্র আমাদের বংশের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি কোনো উইজার্ডিং মাস্টারকে মানি না।'

সে গবলেডগুক ভাষায় কিছু একটা সঙ্গে যোগ করে বলল। তা শুনে গোরনুক হেসে দিল।

'হাসির কথাটা কি?' ডিন জানতে চাইল।

ডার্ক উত্তরে বলল, 'সে বলছে,কিছু বিষয় আছে যা উইজার্ডরাও মানে না।'

খানিক সময় সবাই বিরতি নিল।

ডিন বলল, 'আমি বুঝতে পারলাম না।'

গ্রিপহুক ইংরেজিতে বলল, 'আমি চলে আসার আগে ছোট একটি প্রতিশোধ নিয়েছি।'

তাহলে গবলিন, একজন ভালো মানুষ বলতে হয়, নিজেকে শুধরে নিয়ে টেড তাড়াতাড়ি বলল। 'একটি ডেথ-ইটারকে পুরাতন সিকিউরিটি ভল্টে আটকে ফেলতে পারোনি?

'যদি তাই করতাম তাহলে তলোয়ারও ওটা ভেঙ্গে ওকে উদ্ধার করতে পারত না,' গ্রিপহুক উত্তরে বলল। গরনুক হাসল এবং ডার্ক চুকচুক শব্দ করল।

টেড বলল, 'ডিন এবং আমি এখানে কিছু মিস করছি।'

'সেভেরাস স্নেইপও তাই, যদিও সে এর কিছুই জানে না।' গ্রিপহুক বলল। দু'জন গবলিন **অট্টহাসি** দিল।

তাবুর ভেতরে উত্তেজনায় হ্যারির নিঃশ্বাস আরো ঘন হয়ে উঠল। হারমিয়ন এবং হ্যারি একে অপরের দিকে তাকালো। যত স্পষ্ট করে সম্ভব ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করল।

ডার্ক বলতে থাকল, 'তুমি ওই বিষয়টি কিছু শোননি টেড? গ্রিফিনডোরের অল্পবয়সী ছেলেপেলেরা হোগার্টসে স্নেইপের অফিস থেকে তলোয়ার চুরি করতে চেষ্টা করেছিল?'

হ্যারির শরীরের ভেতর একটি বিদ্যুত খেলে গেল। শরীরের সবগুলো নার্ভ শিরশির করে উঠল।

টেড বলল, 'না-তো, এরকম খবর *দ্য প্রফেট*-এ ও পড়িনি। কথাটা কি সত্যি বলে মনে হয়।

'আমার মনে হয় সত্যি, গ্রিপহুক আমাকে বলেছে, সে কথাটা শুনেছে, ব্যাংকে কাজ করে বিল উইসলির কাছ থেকে, যারা তলোয়ারটি চুরি করতে গিয়েছিল ওই ছেলেপেলেদের মধ্যে একজন হল বিলের ছোট বোন।'

হ্যারি হারমিয়ন এবং রনের দিকে ফিরে তাকালো। দু'জনই ওদের কানে দেয়া এক্সটেনডাবল ইয়ারটি শক্ত করে ধরে আছে।

মেয়েটি এবং তার দু'জন বন্ধু স্নেইপের অফিসে প্রবেশ করে এবং তলোয়ার রাখা গ্লাস কেস ভেঙে ফেলে। ওরা যখন সেটি নামিয়ে নিয়ে আসছে তখন স্নেইপ ওদেরকে ধরে ফেলে।'

'আহ! গড ব্লেস দেম,' টেড বলল। 'ওরা কী ভেবেছিল যে তলোয়ারটি ইউ-নো-হু অথবা খোদ স্নেইপের উপর ব্যবহার করতে পারবে?'

ডার্ক বলল, 'ওরা সেটা নিয়ে যাই করতে চেয়ে থাকুক না কেন, স্নেইপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওটি ওখানে আর রাখা ঠিক হবে না। কয়েকদিন পর, আমার ধারণা ইউ-নো-হু'র কথা মত সে ওটিকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রিনগোটে রাখার জন্য।'

গবলিনরা আবার হাসতে শুরু করল।

টেড বলল, 'আমি এরমধ্যে হাসির কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

গ্রিপহুক বলল, 'এটি একটি নকল কপি।'

'গ্রিফিনডোরের তলোয়ার!'

'হ্যা, এটি একটি কপি মাত্র। কিন্তু বড় চমৎকার কপি, এটা ঠিক। কিন্তু এটি উইজার্ডদের তৈরি। আসলটি বানিয়েছিল কয়েক শত বছর আগে গবলিনরাই। এবং গবলিনদের সম্পদ হিসাবেই তা ছিল। গ্রিফিনডোরের আসল তলোয়ারটি আর যেখানেই থাকুক, গ্রিনগোটের ব্যাংকে নেই।

'আচ্ছা, এবার বুঝলাম,' টেড বলল। 'আমি ধরে নিতে পারি যে তোমরা ডেথ-ইটারদের কথাটা জানাও নি।'

'তাদেরকে এ তথ্য প্রদানের কোনো কারণ নেই,' গ্রিপহুক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। এবার গরনুক এবং ডার্কের সঙ্গে টেডও হেসে উঠল।

তাবুর ভেতরে হ্যারি চোখ বন্ধ করল। হ্যারির কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করল। এক মিনিট পার হতেই হ্যারির মনে হল দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। ডিনের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। হ্যারি আনন্দের সঙ্গে মনে করতে পারল, ডিনও জিনির সাবেক বয়ফ্রেন্ড।

'জিনি এবং অন্যদের কী হয়েছিল? যে চুরি করতে চেয়েছিল তার?'

'ওহ্, ওদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে,' গ্রিপহুক বলল।

টেড তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, 'ওরা ঠিক আছে তো? আমি বলতে চাচ্ছি উইসলি পরিবারের সন্তানরা এখনও কি অক্ষত?

গ্রিপহুক বলল,'আমি যতটা জানি ওরা খুব বড় ধরণের আঘাত পায়নি।'

টেড বলল, 'ওদের ভাগ্য ভাল। স্নেইপের যা রেকর্ড সে হিসাবে তারা বেঁচে আছে এটা একটা আনন্দের খবর।'

ডার্ক বলল, 'তোমার কি মনে হয় টেড, তুমি কী বিশ্বাস করো যে স্নেইপ ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছে?'

টেড বলল, 'অবশ্যই আমি মনে করি। তুমি তো বলতে পারবে না যে এরমধ্যে পটারের কোনো হাত আছে।'

ডার্ক বিড়বিড় করে বলল, 'এখন কোনো কিছু বিশ্বাস করা কঠিন।'

ডিন বলল, 'আমি হ্যারিপটারকে চিনি। আমি মনে করি সে একটা প্রকৃত মানুষ, ,একটা বিশ্বাস করার মত মানুষ- যেটাই তুমি বল না কেন।'

ডার্ক বলল, 'হ্যা, প্রচুর লোক তাই মনে করে যে, সে ওরকম একটি ছেলে। আমি নিজেও। কিন্তু সে এখন কোথায়? কোনোকিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি মনে রেখ, এমন কিছু যদি সে জানে যা আমরা জানিনা, অথবা তার যদি কোনো বিপদ হয়- তাহলে সে লুকিয়ে না থেকে প্রতিরোধ করতে বেরিয়ে আসবেই। তুমি জানো প্রফেট পত্রিকা তার বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট করেছে-'

'দ্য প্রফেট?' টেড উপহাস করে বলল। 'যদি এখনো তুমি ওই আবর্জনা পড় তাহলে সব মিথ্যা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। ডার্ক, যদি আসল কথা জানতে চাও তাহলে দি কুইবলার পড়।'

এরপর হঠাৎ করে ওয়াক ওয়াক শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ করে গলায় আটকে যাওয়া একটি মাছের কাঁটা ডার্ক গিলে ফেলল। তারপর সে কোনোক্রমে বলল, 'দ্য কুইবলার, জেনো লাভগুডের ওই নির্বোধ নেকড়া?'

টেড বলল, 'এখন আর ওটা নির্বোধ নয়, তুমি দেখলেই সেটা বুঝবে। যে সব বিষয় প্রফেট গায়ে মাখছে না সে বিষয়গুলো জেনো তুলে আনছেন। গত ইস্যুতে ক্রাম্পল হর্ন **স্ণোক্যাকের** ব্যাপারে একটি কথাও বলা হয়নি। কয়দিন তারা তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে আমি জানি না। কিন্তু জোনো তার প্রত্যেক ইস্যুর প্রথম পাতায় বলেছেন, যেসব ইউজার্ডরা ইউ-নো-হু'র বিরুদ্ধে এবং যারা হ্যারিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তাদের সংখ্যা এখন বেশি।'

ডার্ক বলল, যে ছেলেটির মুখ দুনিয়ার কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে সাহায্য করা কঠিন ব্যাপার।'

টেড বলল, 'শোনো, তারা এখনো তাকে ধরতে পারেনি সেটাই একটা বড় ব্যাপার। আমি তার কাছ থেকে খুশিমনে টিপস নিতে রাজি আছি। আমরাও তো এখন মুক্ত থাকতে চেষ্টা করে যাচ্ছি, তাই না?'

ডার্ক গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যা, তোমার কথার যুক্তি আছে। গোটা মিনিস্ট্রি এবং সব ইনফরমার এখন হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তো মনে করেছিলাম ইতিমধ্যেই সে ধরা পড়েছে। দেখ, তাকে এরমধ্যে ধরে মেরে ফেলে গোপন করা হয়েছে কি না কে জানে।'

'আহ. এমন কথা বলো না ডার্ক,' বিড়বিড় করে টেড বলল।

বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথাবার্তা শোনা গেল না। শুধু কাটা চামচ এবং নাইফের টুংটাং শব্দ হল। পরে যখন আবার তারা কথা বলতে শুরু করল তখন আলোচনা হল রাতে তারা নদীর পারেই ঘুমাবে, নাকি পাহাড়ের ঢালুতে গাছের নিচে ফিরে যাবে তা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল গাছের নিচে ওরা বেশ আচ্ছাদিত থাকবে। তাই আগুন নিভিয়ে, জিনিসপত্র গুছিয়ে ওরা ফিরে গেল। ওদের কথা বলা শব্দ ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন ওদের কান থেকে এক্সটেনডাবল ইয়ারের তার খুলে গুটিয়ে ফেলল। হ্যারি নিজেই চুপ থাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং দেখেছিল দীর্ঘক্ষণ কান পেতে থাকা ক্রমেই মুশকিল হয়ে পড়ছে। কিন্তু এখন সে নিজেই কথা বলতে পারছে না। সে শুধু বলল, 'জিনি- তলোয়ারটি-'

হারমিয়ন বলল, 'আমি জানি!'

হারমিয়ন সামনে হাত বাড়িয়ে তার ছোট ব্যাগটি নিল এবং হাত পুরোপুরি ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল।

'এখানে....আমরা....আমরা...'' সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। সে কিছু একটা টেনে বের করতে চেষ্টা করল যা ব্যাগের অনেক ভেতরে ছিল বোঝা গেল। ধীরে ধীরে একটি পিকচার ফ্রেম চোখের সামনে বের হতে থাকল। হ্যারি দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল ওকে সাহায্য করার জন্য। ওরা পাইনিয়াস নাইজেলাসের একটি ফাকা পোট্রেইট বের করে আনল। হারমিয়ন তার যাদুদণ্ডটি সেটার দিকে ধরে রাখল যে কোনো সময় স্পেল ব্যবহার করার জন্য।

ওরা তাবুর সঙ্গে ঠেক দিয়ে পোট্রেইটটা রাখল। হারমিয়ন ঘনঘন নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ডাম্বলডোরের অফিসে থাকতে যদি কেউ নকল তলোয়ারটা রেখে আসলটা সরিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে পাইনিয়াস নাইজেলাস সেটা দেখে থাকতে পারে। তার ছবিটি পাশেই টাঙানো ছিল।'

'অবশ্য সে যদি ঘুমিয়ে না থাকে,' হ্যারি বলল। কিন্তু সে তখনও দম আটকে রাখছে। হারমিয়ন ফাকা পোট্রেইটের সামনে হাটু গেড়ে বসে ক্যানভাসের মাঝখানটার দিকে যাদুদণ্ড ধরে থাকলো। সে গলা পরিস্কার করে বলল, 'হেই পাইনিয়াস? পাইনিয়াস নাজেলাস?'

কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

'পাইনিয়াস নাইজেলাস?' হারমিয়ন আবার ডাকল। 'প্রফেসর ব্ল্যাক? প্লিজ, আমরা কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, প্লিজ?'

'পি-জ শব্দটি সবসময় কাজে আসে,' একটি ঠাণ্ডা কণ্ঠ উপহাসের সঙ্গে বলল। এবং পাইনিয়াস নাইজেলাসের ছবি ক্যানভাসে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হারমিয়ন উচ্চস্বরে বলল, 'অবস্ক্যুরো!'

একটি কালো চোখবাধা কাপড় পাইনিয়াস নাইজেলাসের চতুর, কালো চোখের উপর এসে পড়ল। সে কারণে পাইনিয়াস ধাক্কা খেল এবং ব্যথায় ককিয়ে উঠল।

'কি- কতবড় সাহস- তোমরা কি করতে-'

হারমিয়ন বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত প্রফেসর ব্ল্যাক, পূর্ব সতর্কতা হিসাবে এটা করতে হয়েছে।'

'এই বাড়তি কাপড় আমার চোখের উপর থেকে এক্ষণি সরাও! আমি বলছি সরাও! তোমরা একটি গ্রেট **আর্ক** নিয়ে নাড়াচাড়া করছ! আমি এখন কোথায়, কী ঘটছে এসব?'

'আমরা কোথায় সেটা কোনো বিষয় নয়,' হ্যারি বলল। পাইনিয়াস চোখের উপর থেকে একে দেয়া কাপড়টি সরাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু স্থির হয়ে গেলেন।

'এটা কি পলাতক পটারের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে?'

'হয়তো বা,' হ্যারি বলল। সে জানে এতে পাইনিয়াস নাইজেলাস আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। 'আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই- গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটির ব্যাপারে।'

'আহ,' পাইনিয়াস নাইজেলাস বললেন। হ্যারিকে দেখার জন্য তিনি এদিক ওদিক মাথা নাড়তে থাকলেন। 'হ্যা, ওই সংকীর্ণ মেয়েটি নির্বোধের মত কাজ করেছে-'

রন ধমকের সুরে বলল, 'আমার বোনের ব্যাপারে চুপ থাকুন!'

পাইনিয়াস নাইজেলাস অবজ্ঞার সঙ্গে ভূরু কুচকালেন।

'অন্য আর কে আছে এখানে?' দু'দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে তিনি বললেন। 'তোমার কথা বলার ধরণ আমাকে বিরক্ত করেছে। তোমার বোন এবং তার বন্ধুদের কাজটি সাহসি কিন্তু নির্বোধের মত। হেডমাস্টারের ঘরে চুরি!'

হ্যারি বলল, 'ওরা চুরি করছিল না। ওই তলোয়ারটি স্নেইপের না।'

'তলোয়ারটি প্রফেসর স্নেইপের স্কুলের,' পাইনিয়াস নাইজেলাস বললেন। 'উইসলি পরিবারের মেয়েটির ওটার উপর দাবিটা কি? ওর শাস্তি হওয়া উচিত। ইডিয়ট লংবটম এবং অস্বাভাবিক লাভগুডের মত।'

হারমিয়ন বলল, 'নেভিল কোনো ইডিয়ট নয় এবং লুনাও কোনো অস্বাভাবিক না।'

'আমি এখন কোথায়?' পাইনিয়াস নাইজেলাস বললেন। তিনি আবার তার চোখের সামনের পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ? তোমরা আমাকে আমার পুরাতন জায়গা থেকে সরিয়ে এনেছ কেন?'

'সেটা নিয়ে ভাববেন না। জিনি, নেভিল এবং লুনাকে স্নেইপ কীভাবে শাস্তি দিয়েছে?' হ্যারি দ্রুত বলল।

প্রফেসর স্নেইপ তাদেরকে একটি নিষিদ্ধ জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওই বোকা হ্যাগ্রিডের জন্য কাজ করতে।'

হারমিয়ন তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'হ্যাগ্রিড কোনো বোকা লোক নন।'

হ্যারি বলল, 'স্নেইপ হয়তো ভেবেছে এটা তাদের জন্য একটি শাস্তি। কিন্তু জিনি, লুনা এবং নেভিল সম্ভবত এ নিয়ে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে হাসাহাসি করেছে। নিষিদ্ধ

জঙ্গল...এর চাইতে অনেক অনেক মন্দ জায়গা ওরা মোকাবেলা করেছে, এটা আর কী বিরাট ব্যাপার!'

হ্যারি স্বস্তি বোধ করল। সে এরচেয়ে ভয়ানক কিছু মনে করেছিল। মনে করেছিল কমপক্ষে ক্রুসিয়াটাস কার্স সহ্য করতে হয়েছে।

'আমরা যে বিষয়টি জানতে চাই প্রফেসর ব্ল্যাক, কেউ কি কখনো তলোয়ারটিকে সরিয়ে নিয়েছিল? হয়তো বা পরিস্কার করার জন্য বা এ ধরণের কোনো কারণে?'

পাইনিয়াস নাইজেলাস খানিক বিরতি নিলেন। তিনি চোখের সামনের বাধাটি খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন।

তিনি বললেন, 'মাগলবর্নরা, গবলিনদের তৈরি কোনো অস্ত্র কখনো পরিস্কার করার দরকার পড়ে না, বুঝলে সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে? গবলিনদের সিলভার সব ধরণের জাগতিক আবর্জনা এমনিতেই সরিয়ে ফেলে। শুধুমাত্র যে সব জিনিস এটিকে শক্তিশালী করে শুধু সেটাই গ্রহণ করে।'

হ্যারি বলল, 'হারমিয়নকে সাধারণ বুদ্ধির বলবেন না।'

'আমি বৈপরিত্য দেখতে দেখতে হাপিয়ে উঠেছি।' পাইনিয়াস নাইজেলাস বললেন। 'এখন বোধহয় সময় হয়েছে আমার হেডমাস্টারের অফিসে ফিরে যাওয়ার?'

তিনি অনুমানের উপর ফ্রেমের এক পাশে চলে গেলেন। ছবির দৃশ্য থেকে বের হওয়াটা অনুমান করতে চেষ্টা করছেন হোগার্টে ফিরে যাবার জন্য। হ্যারি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

'ডাম্বলডোর! আপনি কি ডাম্বলডোরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারেন!'

'দুঃখিত, কি বললে?' পাইনিয়াস নাইজেলাস জানতে চাইলেন।

'প্রফেসর ডাম্বলডোরের পোট্রেইট- আপনি কি আপনার ছবির মধ্যে তাকে নিয়ে আসতে পারেন?'

প্রফেসর পাইনিয়াস হ্যারির কণ্ঠ যেদিক থেকে শোনা গেল সেদিকে মাথা ঘোরালেন।

'দেখা যায় মাগলবর্নরাই শুধূ অজ্ঞ নয় পটার। হোগার্টের পোট্রেইটগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে একত্র হতে পারে। কিন্তু তারা দুর্গের বাইরে একত্রে ভ্রমণ করতে পারেন না। শুধু অন্য একটি পেইন্টিং কোথাও ঝোলানো থাকলে ভিজিট করতে পারেন। ডাম্বলডোর এখানে আমার সঙ্গে আসতে পারেন না। এবং তোমাদের কাছ থেকে যে আচরণ পেলাম তাতে আমি তোমাদের নিশ্চিত করতে পারি যে, আমি আর কখনো তোমাদের ভিজিট করবো না!'

হ্যারি লক্ষ করলো তিনি পোট্রেইট থেকে বের হয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন।

হারমিয়ন বলল, 'প্রফেসর ব্ল্যাক, আপনি কী আমাদের দয়া করে বলতে পারেন না, শেষবার কবে কেস থেকে তলোয়ারটি বের করা হয়েছিল? আমি বলতে চাচ্ছি, জিনিদের বের করার আগে?'

পাইনিয়াস অস্থিরতার সঙ্গে নাক সিটকালেন।

'আমার ধারণা গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি শেষবার বের করতে দেখেছি ডাম্বলডোর যখন ওটা ব্যবহার করেছিলেন একটি রিং ভাঙার জন্য।'

হারমিয়ন ঝট করে হ্যারির দিকে ঘুরে তাকালো। পাইনিয়াস নাইজেলাসের সামনে ওরা আর কেউ আর কোনো কথা বলার চিন্তা করলো না। নাইজেলাস ছবি থেকে বের হওয়ার পথটি ঠিক করলেন।

'ঠিকাছে, তোমাদের সবাইকে গুডনাইট,' একটু বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন। তিনি আবার দৃশ্য থেকে বের হতে শুরু করলেন। তখন শুধু তার হ্যাটের কোনা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠল।

'একটু দাঁড়ান! আপনি কী কথাটি স্নেইপকে বলেছেন?'

পাইনিয়াস নাইজেলাস দাঁড়িয়ে পেছনে ছবির দিকে ঘুরলেন।

'প্রফেসর স্নেইপের মাথায় অনেক বিষয় রয়েছে যা ডাম্বলডোরের অস্বাভাবিক বিষয়গুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গুডবাই পটার!'

তিনি এরপর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পেছনে শুধু তার ছায়াটুকু রয়ে গেল।

হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'হ্যারি!'

হ্যারিও চিৎকার করে বলল, 'আমি জানি!' নিজে স্থির থাকতে পারছে না। সে বাতাসের ভেতরই হাত দিয়ে পাঞ্চ করলো। সে যা মনে করেছিল তারচেয়ে ঘটনা আরো বড়। সে লম্বা পা ফেলে তাবুর ভেতর হাঁটতে থাকল। মনে হল সে একমাইল পথ হেঁটে যাচ্ছে। হ্যারি এখন আর ক্ষুধা অনুভব করছে না। হারমিয়ন পাইনিয়াস নাইজেলাসের পোট্রেইটটা আবার ব্যাগের ভেতর ভরে ফেলল। সে ব্যাগটি শক্ত করে ধরে তারপর এক কোণে ছুড়ে ফেলে রাখল। তারপর হ্যারির দিকে উজ্জ্বল মুখ করে তাকালো।

'ওই তলোয়ারটিই হরক্রুক্স ভেঙে ফেলতে পারে! গবলিনের তৈরি ব্লেড শুধুমাত্র যে জিনিস একে শক্তিশালী করে সেটাই গ্রহণ করে। হ্যারি, ওই তলোয়ার বাসিলিস্ক বিষ দিয়ে ভেজানো!'

'এবং ডাম্বলডোর সেটি আমাকে দেননি, কারণ তখনো সেটি তার প্রয়োজন ছিল। তিনি এটা লকেটের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন-'

'-এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা চায় না তোমার হাতে ওটা আসুক।

যদি তিনি তার দলিলে ওটা উল্লেখ করতেন-'

'তাই তিনি একটি নকল তলোয়ার তৈরি করেছেন-'

'একটি নকল তলোয়ার গ্লাস কেসের ভেতর রেখে দিয়েছেন-'

'এবং তিনি আসলটা রেখে দিয়েছেন....কোথায়?'

ওরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। হ্যারি অনুভব করলো প্রশ্নটি ওদের সামনে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন ডাম্বলডোর তাকে কথাটা বলেননি? নাকি তিনি হ্যারিকে কথাটা বলেছেন, কিন্তু হ্যারি ধরতে পারেনি?

'চিন্তা করো!' হারমিয়ন বলল। চিন্তা করো কোথায় তিনি সেটা রেখে যেতে পারেন?'

হ্যারি আবার হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'অন্তত হোগার্টে না।'

হারমিয়ন বলল, 'হগসমিয়াডের কোথাও হতে পারে?'

হ্যারি বলল, 'শ্রিকিং ম্যাকের কথা বলছো? কেউ কখনো সেখানে যায়নি।'

'কিন্তু স্নেইপ জানে সেখানে কীভাবে ঢুকতে হয়, সেটা একটু বেশি ঝুকিপূর্ণ না?'

হ্যারি তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, 'ডাম্বলডোর তাকে বিশ্বাস করতেন।' হারমিয়ন বলল, 'এতটা বিশ্বাস করতেন না যে তলোয়ারটি তুলে নেয়ার কথা বলবেন।'

'হ্যা, তোমার কথা ঠিক!,' হ্যারি বলল। সে ভেবে আনন্দ পেল যে ডাম্বলডোরের কিছু রিজার্ভেশন ছিল। স্নেইপের উপর বিশ্বস্ততা ওর কাছে যতটা অস্পষ্টই হোক না কেন। 'তাহলে কি তিনি তলোয়ারটি হগসমিয়াড থেকে নিরাপদ দূরে রেখেছেন? তুমি কী মনে করো রন? রন?'

হ্যারি চারদিকে তাকালো। পলকের ভেতর মনে হল রন তাবু থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। তারপর সে লক্ষ করলো যে ছায়ার দিকে নিচে একটি জায়াগায় পাথরের মত সে বসে আছে।

'ওহ্, আমাকে কিছু বলছিলে?' রন বলল।

'কি?'

রন নিচের জায়গার থেকে উপরে ঘুরে তাকালো।

'তোমরা দু'জন চালিয়ে যাও, আমাকে এর মধ্যে তোমাদের ফান নষ্ট করতে ডেকো না।'

হ্যারি স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে হারমিয়নের দিকে সাহায্যের জন্য তাকালো। হারমিয়ন মাথা দোলালো। সেও হ্যারির মত স্থির হয়ে গেছে।

হ্যারি জানতে চাইল,'সমস্যা কি?'

'সমস্যা? কোনো সমস্যা নেই,' রন বলল। সে হ্যারির দিকে মুখ করে

তাকাচ্ছে না। 'অন্তত তুমি যে সমস্যার কথা বলতে চাচ্ছ সে সমস্যা না।'

মাথার উপর তাঁবুতে কিছু পড়তে শুরু করেছে। বোঝা গেল বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

হ্যারি বলল, বুঝলাম, কিন্তু তোমার ভেতর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কী সেটা, একটু ঝেড়ে বলবে।'

রন লম্বা পা দুটো ঘুরিয়ে বেডের থেকে নামিয়ে উঠে বসল। তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

'ওকে, আমি সমস্যার কথা ঝেড়ে বলছি। আশা করো না যে আমি উপরে উঠব আর নামব। কারণ কিছু অন্য বিষয় আছে যা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। যে বিষয়গুলো তুমি জানো না তার সঙ্গে একে যোগ করো।'

'আমি জানি না?' হ্যারি আবার উচ্চারণ করল। 'আমি জানি না?'

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে। তাদের আশপাশ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এবং নদী অন্ধকারের ভেতর কলকল শব্দ করছে। ভয়ানক বিপদজনক পানিতে হ্যারি আনন্দ পায়। রন বলছিল তার ভয় এবং সন্দেহের কথাগুলো।

রন বলল, 'বিষয়টি এরকম নয় যে আমি আমার জীবনের সবটুকু সময় এখানে কাটিয়ে দেব। তুমি জানো হাতের অবস্থা ভালো না, খাবার নেই, আমার পেছনের দিকটা প্রতিরাতেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি আশা করেছিলাম আমরা কয়েকদিনের ভেতর কিছু একটা পেয়ে যাব।'

'রন,' হারমিয়ন বলল। তার কণ্ঠ এতটা শান্ত যে রন ইচ্ছা করলে বৃষ্টির কারণে তার কথা শুনতে পায়নি এমন ভান করতে পারতো।

হ্যারি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি কী জন্য আসছ সেটা বুঝে শুনেই রাজি হয়েছ।'

'হ্যা, আমিও মনে করেছিলাম যে আমি বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে কোন অংশ তোমার ধারণার সঙ্গে মিলছে না?' হ্যারি বলল। এখন ধীরে ধীরে সে গুটিয়ে থাকার বদলে রেগে যেতে থাকল। 'তুমি কী ভেবেছিলে যে আমরা ফাইভস্টার হোটেলে থাকতে যাচ্ছি? একদিন পরপর একটি করে হরক্রুক্স পেয়ে যাবো? তুমি কি ভেবেছিলে যে ক্রিসমাসের সময় মার কাছে ফিরে যাবে?'

'আমরা ভেবেছিলাম তুমি কী করতে এসেছো সেটা তোমার জানা আছে,' রন চিৎকার করে বলল। সে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তার কথাগুলো হ্যারির মনে আগুনে পোড়ানো চাকুর মত বিধতে থাকল। 'আমরা ভেবেছিরাম ডাম্বলডোর তোমাকে বলে গেছেন তোমাকে কী করতে হবে। আমরা ভেবেছিলাম তোমার কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।'

'রন!' হারমিয়ন বলল। ঠিক সে সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। তাঁবুর উপরে অঝোরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। রন হারমিয়নের কথা কানে তুলল না।

'ঠিকাছে, তোমাকে নিয়ে আসার জন্য দুঃখিত,' হ্যারি বলল। হ্যারি ভেতরে একটা শুন্যতা অনুভব করলেও তার কণ্ঠ একেবারে শান্ত। 'আমি তোমার সঙ্গে সব কিছু পরিস্কার করে বলেছি। তোমাকে আমি সবকিছু জানিয়েছি ডাম্বলডোর আমাকে কী কী বলেছেন। তুমি হয়তো লক্ষ করোনি যে আমরা ইতিমধ্যেই একটি হরক্রুক্স পেয়েছি।'

'হ্যা, এবং অন্য হরক্রুক্স খুঁজতে গিয়ে এটাও আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। অন্য কথায় বলা যায় একটার জন্য আরেকটা ধরা!'

'তোমার গলা থেকে লকেটটা খোলো, রন,' হারমিয়ন বলল। তার গলার স্বর সাধারণ অবস্থার চেয়ে চড়া। 'প্লিজ দয়া করে খোল। সারাদিন লকেটটি গলায় পরে না থাকলে তুমি এভাবে কথা বলতে না।'

'হ্যা, তাই, হ্যারি বলল। সে রনের পক্ষে কোনো যুক্তি শুনতে চাচ্ছে না। 'তুমি কী মনে করো আমি লক্ষ করিনি যে তোমরা আমার পেছনে কানাকানি করছিলে? মনে করো আমি বুঝতে পারিনি যে এ নিয়েই তোমরা কানাকানি করছো?'

'হ্যারি, আমরা সেরকম-'

'মিথ্যা বলো না!' রন বাধা দিয়ে বলল। 'তুমিও আমাকে একই কথা বলেছ। তুমি বলেছ যে তুমি নিজেও হতাশ। তুমি বলেছ যে তুমি ভেবেছিলে যে এর চেয়ে ভাল কিছু একটা সে করতে পারে-'

'আমি এমনভাবে বিষয়টি বলিনি হ্যারি, এভাবে নয়!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল।

তাবুর উপর ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। হারমিয়নের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মিনিটের উত্তেজনা কেটে যাবার আগে ওদের মধ্যে যেন অল্প সময় জ্বলে ওঠা আগুন নিভে গেলে যে অন্ধকার এবং শীতলতা তৈরি হয় তেমনি পরিবেশ সৃষ্টি করলো। গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি কোথায় আছে তা ওদের জানা নেই। এই তিন টিনেজারের এখন পর্যন্ত অর্জন এটুকুই যে ওরা বেঁচে আছে।

'তাহলে আমরা এখনো এখানে কেন,' হ্যারি রনের উদ্দেশে বলল।

'সার্চ মি;' রন বলল।

হ্যারি বলল, 'তাহলে বাড়ি ফিরে যাও।'

'হ্যা, হয়তো তাই করবো,' রন চিৎকার করে বলল সে হ্যারির দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। হ্যারি পেছনে গেল না। রন বলল, 'শুনতে পাওনি ওরা আমার বোন সম্পর্কে কি বলে গেল? কিন্তু তুমি একটি শব্দও করলে না। করেছ? তোমার কাছে সেটা ছিল শুধু নিষিদ্ধ জঙ্গল। হ্যারি আমার মধ্যে এই ধারণা হচ্ছে যে জিনির কি হল তা নিয়ে হ্যারির কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমার আসে যায়, মানসিক চাপ এবং ওই বিশাল আকারের মাকড়শাগুলো-'

'আমি শুধু ভাবছিলাম-সে অন্যদের সঙ্গে আছে, ওরা সবাই হ্যাগ্রিডের সঙ্গে-'

'হ্যা, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার কিছু আসে যায় না! এবং আমার পরিবারের বাকীদের অবস্থা কী "উইসলিদের পরিবারের অন্য কারো আর শাস্তির দরকার নেই" শুনতে পেয়েছ ওদের এই কথা?'

'হ্যা, আমি-'

'চিন্তা করে দেখেছ আমি কী বলেছি?'

'রন!,' হারমিয়ন বলল। সে দু'জনের মাঝখানে চলে এলো। 'এর ভেতর নতুন কোনো কথা আছে বলে মনে হয় না। আমরা জানি না এমন কোনো কথা নেই! চিন্তা করে দেখ রন, বিলদের ইতিমধ্যে স্কার করা হয়েছে, অনেক মানুষ দেখেছে যে জর্জ এরইমধ্যে একটি কান হারিয়েছে। তোমার এতক্ষণে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার কথা। আমি নিশ্চিত ও সেটাই বোঝাতে চেয়েছে-'

'ওহ, তুমি নিশ্চিত তাই না? ঠিক আছে, ভাল কথা, এ নিয়ে আমি আর কথা বলব না। তোমাদের জন্য সবকিছু ঠিকঠাক আছে, তোমাদের বাবা মায়েরা নিরাপদ আছেন-'

হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'আমার বাবা-মা মৃত!'

রনও চিৎকার করে বলল, 'আর আমার বাবা মারও একই বিষয় ঘটতে পারতো!'

হ্যারি গর্জন করে বলল, 'তাহলে যাও! তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ভান করো যে তুমি স্প্যাটারগ্রোট পেয়েছ। এবং মাম্মি তোমাকে আদর করে খাওয়াতে পারবেন, এবং-'

রন হঠাৎ আক্রমণ করতে উদ্যোত হয়ে উঠল, হ্যারিও উদ্যোত হল। কিন্তু দু'জন নিজেদের পকেট থেকে যাদুদণ্ড বের করার আগেই হারমিয়ন তার নিজেরটা বের করে তুলে ধরল।

'প্রোটেগো!' সে চিৎকার করে বলল। হ্যারি এবং হারমিয়নকে একপাশে এবং রনকে আরেক পাশে রেখে একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হল। স্পেলের ধাক্কায় ওরা সবাই যার যার জায়গা থেকে একটু পিছিয়ে গেল। স্বচ্ছ দেয়ালের ভেতর থেকে হ্যারি এবং রন একজন আরেকজনের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কেউ কাউকে জীবনে কখনো দেখেনি, এই প্রথমবার দেখছে। হ্যারি রনের প্রতি একটি ভয়ানক বিতৃষ্ণা বোধ করল। মনে হল ওদের ভেতর থেকে কিছু একটা হারিয়ে গেছে।

হ্যারি বলল, 'হরক্রুক্সটা রেখে দাও।'

রন মাথার উপর দিয়ে চেনটি খুলল এবং পাশেই একটি চেয়ারের উপর রেখে দিল। সে হারমিয়নের দিকে ফিরল। 'তুমি কী করবে?'

'কী বলতে চাচ্ছ?'

'তুমি কী এখানেই থাকবে, না যাবে?'

'আমি...' তাকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন দেখা গেল। 'হ্যা-হ্যা, আমি থাকব। রন, আমরা বলেছি আমরা হ্যারির সঙ্গে যাবো, বলেছি তাকে সাহায্য-'

'বুঝতে পেরেছি, তুমি ওকে বেছে নিয়েছ।'

'রন না!...প্লিজ রন...কাম ব্যাক রন!....কামব্যাক...'

সে তার সামনের স্বচ্ছ দেয়াল দ্বারা বাধাগ্রস্থ হল। হারমিয়ন যখন সামনের বাধাটি সরালো ততক্ষণে রন রাতের অন্ধকারের ভেতর চলে গেছে। হ্যারি নিরব পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল। গাছ গাছালির ভেতর হারমিয়নের কান্না করে রনকে ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল।

কয়েক মিনিট পর হারমিয়ন ফিরে এল। তার চুলগুলো মুখের সামনে এসে পুরো মুখ ঢেকে দিয়েছে।

'সে...সে চলে গেছে! ডিসাপ্যারেট করেছে!'

হারমিয়ন একটি চেয়ারে বসে পড়ল। মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

হ্যারি হতভম্ভ হয়ে গেছে। সে নিচু হয়ে হরক্রুক্সটি তুলে নিজের গলায় পরল। রনের বিছানার থেকে কম্বলটি টেনে নিয়ে সে হারমিয়নের দিকে ছুড়ে দিল। তারপর নিজের বিছানাটিতে উঠে গেল। তাবুর অন্ধকার ছাদটির দিকে চেয়ে থাকল। সে বাইরের বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

অধ্যায় -১৬

গোড্রিচ হলো

পরদিন হ্যারি ঘুম থেকে জেগে উঠল। গতরাতে কী ঘটেছিল তা মনে করতে কয়েক সেকেন্ড সময় পার হয়ে গেল। তারপর অবুঝ শিশুর মত হ্যারির মনে হল ওটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। ভাবল রন ওদের ছেড়ে যেতে পারে না। তারপরও বালিশ থেকে মুখ তুলে দেখল রনের বিছানাটা খালি পড়ে আছে। চোখ খুলে ঝাপসা মত বিছানাটা দেখে হ্যারির মনে হল যেন সেটি মৃত। হ্যারি নিজের বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। তার চোখ রনের বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। হার-মিয়ন কিচেনে ব্রেকফাস্ট তৈরীতে ব্যস্ত। সে হ্যারিকে দেখে শুভ সকাল জানালো না। হ্যারি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘোরালো। *সে চলে গেছে*, হ্যারি নিজেকে নিজে বলল। *সে চলে গেল*। সে হাতমুখ পরিস্কার করে জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে একই কথা ভাবতে থাকল। যতই ভাবছে ততই তার বেদনা ও কষ্ট বাড়ছে। *আর ফিরে এলো না*। কিন্তু রন চলে গেছে এটাই সত্য। হ্যারি জানে তাদের এনচানমেন্ট অনুসারে একবার যখন ফিরে গেছে রন, তার জন্য আবার তাদেরকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

হারমিয়ন এবং হ্যারি নিঃশব্দে একত্রে বসে নাস্তা খেলো। হারমিয়নকে দেখে মনে হল সে সারারাত ঘুমায়নি। ওরা ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। হারমিয়ন

ধিরে-সুস্থে কাজ সারল। হ্যারি জানে কেন সে নদীর পারের এই জায়গাটি বার বার ঘুরে আসছে। হারমিয়ন কয়েকবার ঝট করে মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়েছে। হ্যারি জানে যে সে মনের ভুলে কয়েকবার মনে করেছে যে বাইরে বৃষ্টির ভেতর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গাছের ভেতর দিয়ে লাল চুলের কোনো মানুষ আসলে ফিরে আসেনি। প্রত্যেকবারই হ্যারি তার দেখাদেখি চারদিকে তাকিয়েছে (কারণ সে নিজেও আশা ছেড়ে দেয়নি)। কিন্তু সে বৃষ্টিভেজা গাছগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। আরো একটি বিষয় হ্যারির ভেতরে বিস্ফোরণের মত জেগে উঠেছে। সে বারবার তার ভেতর থেকে শুনতে পেয়েছে রন বলছে, 'আমরা ভেবেছিলাম তুমি জানো যে তুমি কী করতে এসেছ।' পেট খালি নিয়ে হ্যারি আবার শক্ত করে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছে।

কর্দমাক্ত নদীর জোয়ারের পানি দ্রুত নদীর কিনারার দিকে উপরে উঠতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো কিনারায় ওদের জায়গাটিতে চলে আসবে। ক্যাম্পসাইট খালি করার পরও ওরা এক ঘণ্টা সময় দেরি করল। তারপর তিনবার ওদের ব্যাগটি শক্ত করে বেধে ফেলল। হারমিয়ন আর দেরি করার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না। হ্যারি এবং হারমিয়ন হাত ধরাধরি করে ডিসাপ্যারেট করল। এবং একটি পাহাড়ের ফুলের গাছের ঝোপঝাড়ের কাছে এসে নামল।

নেমেই হারমিয়ন হ্যারির হাত ছেড়ে দূরে সরে গেল। একটি বড় পাথরের খণ্ডের উপর বসল। সে হাটুর উপর মুখ গুজে বসল। শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। হ্যারি বুঝতে পারল সে কাঁদছে। হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে একটু অপেক্ষা করল। মনে হল কাছে গিয়ে ওকে শান্ত্বনা দেয়া দরকার। কিন্তু কোনো একটি অজানা কারণে হ্যারি স্থির হয়ে থাকল। তার ভেতরে ঠাণ্ডা এবং জড়োসড়ো লাগল। আবার রনের ঘৃণা মাখা মুখটা দেখতে পেল। হ্যারি লম্বা পা ফেলে ফলের ঝোপটার কাছে গেল। হারমিয়নকে মাঝখানে রেখে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে সে সার্কেল তৈরি করল। তারপর একটি স্পেল ব্যবহার করল প্রোটেকশনের জন্য, যা সাধারণত হারমিয়ন করে থাকে।

পরবর্তী কয়েকদিন ওরা রনকে নিয়ে কোনো কথা বলল না। হ্যারি দৃঢ়ভাবে সংকল্প করেছে তার নাম মুখে আনবে না। হারমিয়নকে দেখে মনে হল বিষয়টি নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ হবে না ধরে নিয়েছে। প্রতিরাতে ওরা ঘুমাতে যাওয়ার পর, হারমিয়ন যখন ভাবে যে হ্যারি ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হ্যারি ওর কান্নার শব্দ শুনতে পেল। ইতিমধ্যে হ্যারি মারাউডার-এর ম্যাপ বের করে যাদুদণ্ডের আলোর মাধ্যমে তা দেখতে শুরু করেছে। সে অপেক্ষা করতে থাকল রনের চিহ্ন কখন হোগার্টের করিডোরে ভেসে ওঠে। তাতে বোঝা যাবে যে সে আরামদায়ক দুর্গে পৌছে গেছে। পিওর ব্লাড হওয়ার কারণে নিরাপদ আছে। কিন্তু ম্যাপের ভেতর

রনের কোনো চিহ্নই ভেসে উঠল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই হ্যারি লক্ষ্য করল, সে মেয়েদের ডরমেটরিতে জিনির নামের উপর তাকিয়ে আছে। ভাবল যে আগ্রহ নিয়ে সে তাকিয়ে আছে তাতে জিনির হয়তো ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তাতে জিনি বুঝে যাবে যে সে তাকে নিয়ে চিন্তা করছে। হ্যারি আশা করল যে জিনি নিরাপদ আছে।

দিনের বেলা সর্বক্ষণ ওরা গ্রিফিনডোরের তলোয়ার খোঁজার কাজে ব্যস্ত থাকল। যতই ওরা ডাম্বলডোরের লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনার জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করল ততই হতাশ হল এবং চিন্তা লোপ পেতে থাকল। শতবার মাথা ঠুকেও হ্যারি মনে করতে পারল না যে ডাম্বলডোর কখনো ওকে কোনোকিছু লুকিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন কিনা। সে সময়টিতে হ্যারি বুঝতে পারল না সে রনের এবং ডাম্বলডোর দু'জনের মধ্যে কার উপর রাগ হয়েছে। *আমরা ভেবেছিলাম তুমি জানো যে তুমি কী করতে যাচ্ছ....আমরা ভেবেছিলাম ডাম্বলডোর তোমাকে বলেছেন যে কী করতে হবে....আমরা ভেবেছিছলাম তোমার কাছে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে!*

নিজের কাছে হ্যারি লুকাতে পারল না যে রনের কথা ঠিক। ডাম্বলডোর বাস্তবে তাকে কিছুই জানিয়ে যায়নি। ওরা একটি হরক্রুক্স হাতে পেয়েছে, কিন্তু এটা ভেঙে ফেলার কোনো ব্যবস্থা ওদের কাছে নেই। অন্যগুলো তো ওদের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। হতাশা হ্যারিকে পুরোপুরি জাপটে ধরল। এখন ওর বন্ধুদের কথাই ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। সত্যিই যেন খামোখা ওরা এসেছে। হ্যারি কিছুই জানে না, তার কোনো ধারণা নেই। এবং সে সর্বক্ষণ চিন্তায় থাকল যে হারমিয়নও না বলে যে অনেক হয়েছে, সে চলে যেতে চায়।

অনেকগুলো সন্ধ্যা ওরা পাশাপাশি প্রায় নিরবে কাটিয়ে দিল। এরপর হার-মিয়ন এক সন্ধ্যায় পাইনিয়াস নাইজেলাসের পোট্রেইটটি বের করল এবং সেটি চেয়ারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করালো। হয়তো রনের চলে যাওয়ায় যে শুন্যতা তৈরি হয়েছে সেটাকে একটুখানি ঢাকার জন্য। যদিও তিনি আগেরবার উল্লেখ করেছিলেন যে ওরা ডাকলে আর কখনো আসবেন না, কিন্তু তারপরও তিনি রাজি হলেন দেখা দিতে। হয়তো হ্যারি যে বিষয়টি নিয়ে আছে সেটাকে তিনিও খোঁজার ব্যপারে নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। হ্যারি তাকে দেখে খুশি হল। ওদের দ্বারা অপমানিত এবং হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেখা দিয়েছেন। যদিও নাইজেলাস একজন ইনফরমার না তারপরও ওরা হোগার্টস সম্পর্কে কিছু খবরাখবর পেল। তিনি স্নেইপকে যথেষ্ট মানেন। স্নেইপ হল প্রথম স্লিথারিন হেডমাস্টার। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে। স্নেইপ সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। তাহলে নাইজেলাস সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন।

কিন্তু নিজেই খণ্ড খণ্ড ইনফরমেশন দিতে থাকলেন। স্নেইপকে মনে হয়

ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটি ছোটখাটো বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল। জিনিকে হগসমিয়াডে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কোনো আন অফিসিয়াল সোসাইটিতে তিনজনের বেশি একত্র হওয়া যাবে না, আমব্রিজের এই ডিক্রিকে স্নেইপ আবার পুনর্বহাল করেছে।

এই সব কিছু থেকে হ্যারি সিদ্ধান্তে পৌছল যে, জিনি এবং তার সঙ্গে হয়তো লুনা এবং নেভিল ডাম্বলডোরের আর্মিতে কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংবাদে জিনিকে দেখার জন্য হ্যারির এত বেশি ইচ্ছা হল যে, মনে হল পেটের ভেতর ব্যথা করে উঠছে। কিন্তু একই সঙ্গে এই সংবাদ রন এবং ডাম্বলডোরের কথাও মনে করিয়ে দিল। একই সঙ্গে হোগার্টের কথাও মনে হল যাকে সে প্রায় এক্স গার্লফ্রেন্ডের মত মিস করে। পাইনিয়াস নাইজেলাস যখন স্নেইপের ক্র্যাকডাউনের কথা বলছিল তখন মুহূর্তের জন্য হ্যারি পাগলের মত কল্পনা করল স্নেইপের অস্থিতিশীল সময়ে স্কুলে ফিরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা। অন্যের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, খাওয়া দাওয়া করে নরম বিছানায় শুয়ে থাকাকে হ্যারির মনে হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মজার কাজ। কিন্তু তখনই তার মনে হল তার ধরিয়ে দেয়া তালিকায় নামটি রয়েছে এক নম্বরে। ওর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছে ১০ হাজার গ্যালিয়ন। এ অবস্থায় হোগার্টে যাওয়া ম্যাজিক মিনিস্ট্রির ভেতর দিয়ে হাটার মতই সমান বিপদজনক। পাইনিয়াস নাইজেলাস কোনো বিষয় উল্লেখ না করে এই কথাটিকেই জোর দিয়ে বললেন। তিনি হ্যারি এবং হারমিয়নের বিষয়ে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যেকবারই এমন করার পর হারমিয়ন তাকে আবার ব্যাগের ভেতর পুরে রাখল। প্রত্যেকবার পাইনিয়াস নাইজেলাস যাবার সময় বলে গেলেন যে আর কখনো দেখা দেবেন না।

শীতের মাত্রা বেড়ে চলেছে। একটি এলাকায় বেশিদিন থাকতে ওরা সাহস করল না। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে শক্ত মাটি বরফে জমে উঠছে। এখানে অবস্থান করার বদলে ওরা দেশের নিচের দিকে পাহাড়ি এলাকায় যেতে থাকল। মাটি এখানে এখনো নরম আছে। তাবুর উপর তুষার পড়তে শুরু করেছে। তাবুর নিচের অংশ ঠাণ্ডা পানিতে·ভিজে যাচ্ছে। স্কটিশ লেকের ছোট্ট একটি দ্বীপের উপর তাবুটি রাতের বেলা বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছে।

ওরা বিভিন্ন বাড়ির জানালা দিয়ে ক্রিসমাস গাছের ছোট ছোট বাতিগুলো টিমটিম করে জ্বলতে দেখল। ওরা আসবার পর এক সন্ধ্যায় হ্যারি বিষয়টি উল্লেখ করলো। তার কাছে আবার মনে হল যে এই বিষয়টি ওদের কাছে অধরা রয়ে গেছে। ওরা সবেমাত্র চমৎকার একটি খাবার খেয়েছে। এমন ভালো খাবার সচরাচর হয় না। হারমিয়ন অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা পরে পাশের একটি মার্কেটে ঢুকেছিল (নীতির কথা চিন্তা করে অবশ্যই সে পয়সা রেখে এসেছে)। পেট ভরে

খাবার পর হ্যারির মনে হল হারমিয়ন এখন আগের চেয়ে নমনীয় আছে, তাকে কথা শোনানো যাবে। হ্যারির এ কথাও মনে ছিল যে কয়েক ঘণ্টা হল ওরা হরক্রুক্সটি গলায় ঝোলায়নি। সেটি ওর পাশে ঝোলানো আছে।

'হারমিয়ন?'

'হুম' হারমিয়ন হাতলওয়ালা চেয়ারে বাকা হয়ে হেলান দিয়ে বসে দ্য টেলস অব বিডল দি বার্ড পড়ছে। হ্যারি বুঝতে পারল না যে বইয়ের ভেতর থেকে কতটা হারমিয়ন জানতে পারবে। কারণ বইটি আর বেশিদূর পড়ার বাকী নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হারমিয়ন এখনো কিছু খুঁজতে চেষ্টা করছে। কারণ চেয়ারের ওপর এখনো স্পেলম্যান সেলাব্যারি অংশটা খুলে রেখেছে।

হ্যারি কেশে গলা পরিস্কার করল। হ্যারির মনে পড়ল প্রায়ই এমন গলা পরিস্কার করতে হতো। কয়েক বছর আগে ডারসলি পরিবারের পারমিশনের স্বাক্ষর ছাড়া স্লিপে যখন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছে অনুমতি চাইত হোগার্টসে যাবার ব্যাপারে, তখনো এমন করতো।

'হারমিয়ন, আমি চিন্তা করে দেখলাম-'

'হ্যারি, আমাকে একটা বিষয় একটু সাহায্য করতে পারো?'

তার কথার ভাবে মনে হলো সে হ্যারির কথা শুনতে পায়নি। সে সামনের দিকে ঝুকে দ্য টেলস অব বিডল দি বার্ড মেলে ধরল।

'এই চিহ্নটা দেখ,' হারমিয়ন বলল। আঙ্গুল দিয়ে বইয়ের পাতার উপরের একটি জায়গা দেখালো। চিহ্নটির উপরে বইয়ের শিরোনাম লেখা। (লেখা পড়তে না পারার কারণে হ্যারি নিশ্চিত হতে পারল না)। ছবিটি দেখতে অনেকটা তিনকোণা চোখের মত। এর উপর একটি আড়াআড়ি লাইন টানা রয়েছে।

'আমি কখনো প্রাচীন যাদুচিহ্ন নিয়ে কাজ করিনি হারমিয়ন।'

'আমি সেটা জানি। কিন্তু এটা কোনো প্রাচীন যাদুচিহ্ন না। সিল্যাবলেও এর কথা উল্লেখ নেই। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটি একটি চোখের ছবি। কিন্তু আমার এখন মনে হয় না এটা শুধু তাই। এরমধ্যে কালির ছাপ আছে। কেউ একজন এটি এখানে একেছে। এটা বইয়ের আসল অংশ না। চিন্তা করে দেখ, তুমি কী আগে কখনো এই চিহ্নটি দেখেছ?'

'না...নাহ্...দাড়াও, এক মিনিট,' হ্যারি আরো কাছে থেকে চিহ্নটি লক্ষ করল। 'লুনার বাবার গলায়ও এরকমই একটি চিহ্ন ছিল না?'

'গুড, আমিও একই কথা ভাবছিলাম!'

'তাহলে এটা গ্রিনডেলভাল্ডের চিহ্ন।'

হারমিয়ন বিস্ময়ে মুখ হা করে হ্যারির দিকে তাকালো।

'কি?'

'ক্রুম আমাকে বলেছিল-'

হ্যারি বিয়ে বাড়িতে ভিক্টর ক্রুমের বলা কাহিনী বর্ণনা করল। হারমিয়ন বিস্মিত হোলো।

'গ্রিন্ডেলভাল্ডের চিহ্ন?'

সে একবার হ্যারির দিকে আবার অদ্ভূত চিহ্নটির দিকে তাকাতে থাকল।

'আমি কখনো শুনিনি যে গ্রিন্ডেলভাল্ডের কোনো চিহ্ন আছে। তার সম্পর্কে আমি যত জায়গায় পড়েছি তার কোথাও এর কথা উল্লেখ করা নেই।'

'ঠিকাছে, আমি বলছি ক্রুমের মতে চিহ্নটি ডার্মস্ট্র্যাঙের দেয়ালের সঙ্গে ছিল। গ্রিনডেলভাল্ড সেখানে চিহ্নটি একেছিল।'

হারমিয়ন পুরাতন আর্মচেয়ারটার পেছন দিকে হেলান দিল। অসন্তুষ্ট দেখা গেল।

'এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। এটি একটি ডার্ক ম্যাজিকের সিম্বল। বাচ্চাদের বইয়ের ভেতর এই সিম্বল কেন?'

'হ্যা, বিস্ময়কর ব্যাপার,' হ্যারি বলল।' তুমি মনে রেখ স্ক্রিমগিয়র এটা জানতেন। তিনি একজন মিনিস্টার ছিলেন। তার ডার্ক বিষয়াদি সম্পর্কে সব জানার কথা।'

'সেটা আমি জানি.....হয়তো তিনি ভেবেছিলেন এটা শুধুই একটি চোখের ছবি। ঠিক আমি যেমন মনে করেছিলাম। অন্য প্রত্যেকটি গল্পের শিরোনামের সঙ্গে একটি করে ছবি আছে।'

হারমিয়ন কথা বলছে না। সে ঝুকে বিস্ময়ের সঙ্গে ছবিগুলো দেখতে থাকল। হ্যারি আবার চেষ্টা করল।

'হারমিয়ন'

'হুম?'

আমি চিন্তা করছিলাম..আমি ....আমি গোড্রিচ হলোতে যাবো।'

হারমিয়ন মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু তার চোখে কোনো ভাষা নেই। হ্যারি নিশ্চিত যে হারমিয়ন এখনো বইয়ের ওই রহস্যজনক চিহ্নটি নিয়ে চিন্তা করছে।

'হ্যা,' হারমিয়ন বলল। 'হ্যা, আমিও তাই ভাবছিলাম। আমি সত্যিই মনে করি আমাদের তাই করা উচিত।'

হ্যারি বলল, 'তুমি কী আমার কথা ঠিকভাবে শুনতে পেয়েছ?'

'অবশ্যই আমি শুনতে পেয়েছি। তুমি গোড্রিচ হলোতে যেতে চাও। আমি রাজি আছি। আমাদের তাই করা উচিত। আমি বলতে চাচ্ছি ওটি অন্য কোথাও আছে বলে আমি মনে করি না। যদিও বিপদজনক, কিন্তু যতই আমি চিন্তা করছি

ততই মনে হচ্ছে এটি ওখানে আছে।'

'এই! সেটি কি?' হ্যারি বলল।

এ সময় সত্যিই হারমিয়নকে বিস্মিত মনে হল।

'ওই তলোয়ারটি হ্যারি! ডাম্বলডোর অবশ্যই জানেন যে তুমি সেখানে যেতে চাও। আমি বলতে চাচ্ছি, গোড্রিচ হলো হচ্ছে গোড্রিচ গ্রিফিনডোরের জন্মস্থান-'

'সত্যিই? গ্রিফিনডোর গোড্রিচ হলো থেকে এসেছেন?'

'হ্যারি, তুমি কখনো হিস্ট্রি অব ম্যাজিক বইটি খুলে দেখেছ?'

'অ্যা,' হ্যারি বলতে থাকল। হাসল। মনে হলো যেন এক মাসের মধ্যে প্রথম হাসল। মুখের পেশিগুলো যেন স্বাভাবিকের চেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। 'আমি একবারই এটির পৃষ্ঠা খুলেছিলাম, যখন প্রথম বইটি কিনি...ওই একবারের জন্য...'

'তাহলে শোনো, গ্রামের নামটি তার নামানুসারে হয়েছে। আমার চিন্তা ছিল যে তুমি এরমধ্যে কোনো সংযোগ খুজে পাবে,' হারমিয়ন বলল। হারমিয়নের কথাগুলো পরের দিকের অস্বাভাবিক অবস্থার বদলে তার আগের মত স্বাভাবিক শোনালো। হ্যারি ধারণা করল যে সে এখন বলবে যে সে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল। 'গ্রামটি সম্পর্কে হিস্ট্রি অব ম্যাজিকে একটুখানি উল্লেখ আছে, দাঁড়াও...'

সে ব্যাগটি খুলল এবং ভেতরে হাত দিয়ে কিছু একটা খুঁজল। একটু পরেই সে একটি স্কুল টেক্সটবুক বের করে আনল। বাথিলডা বাগশটের লেখা এ হিস্ট্রি অব ম্যাজিক। হারমিয়ন আঙুল দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পাতার জন্য উল্টাতে থাকল।

"১৬৮৯ সালের আন্তর্জাতিক আইনের স্বাক্ষর অনুসারে উইজার্ডরা ভালোর জন্য লুকিয়ে থাকে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে উইজার্ডরা সমাজের ভেতর নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট জোট গড়ে তোলে। অনেক ছোট ছোট গ্রামে ম্যাজিক্যাল পরিবারগুলোকে আকর্ষণ করেছে যে, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এবং একে অন্যকে সমর্থন দেয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে। যেমন কর্নওয়ালের টিনওয়ার্থ, ইয়র্কশায়ারের আপার ফ্ল্যাগলি এবং সাউথ কোস্টের অটারি সেন্ট উল্লেখযোগ্য। এখানে উইজার্ড ফ্যামিলিগুলো সহিষ্ণুতার সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করেছে এবং তা কখনো কখনো মাগলবর্নদের জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত এই আধাআধি উইজার্ডিং ভিলেজের ওয়েস্ট কাউন্টি ভিলেজে গোড্রিচ গ্রিফিনডোর জন্মগ্রহণ করেছেন, যার নাম পরে হয়েছে গোড্রিচ হলো। এখানেই বোম্যান রাইট প্রথম কামারশালায় গোল্ডেন স্নিচ প্রস্তুত করেন। এখানকার কবরস্থানগুলোতে পুরাতন উইজার্ডিং পরিবারগুলোর নাম দিয়ে ভরা। সে কারণেই এখানকার ছোট চার্চকে শত শত বছর ধরে ভুতুরে কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।"

'তোমার এবং তোমার পরিবারের নামোল্লেখ করা হয়নি,' হারমিয়ন বইটি বন্ধ করতে করতে বলল। 'কারণ প্রফেসর ব্যাগশট ১৯ শতকের শেষ দিকের পরের আর কিছু কভার করেননি। কিন্তু তুমি দেখেছ, গোড্রিচ হলো, গোড্রিচ গ্রিফিনডোর, গ্রিফিনডোরের তলোয়ার; তোমার কী মনে হয়না যে ডাম্বলডোর চেয়েছেন যে তোমার এর সঙ্গে একটা যোগাযোগ হোক?

'ওহ, হ্যা...'

হ্যারি এটা মানতে চায় না যে গোড্রিচ হলোতে যাবার উদ্দেশ্য হিসাবে তলোয়ারটির কথা ভাবেনি। বাথিলডা ব্যাগশটের মতে সে ওই জায়গাটিতে যেতে আগ্রহি কারণ সেখানে ওর বাবা মায়ের কবর রয়েছে। এবং ওখান থেকেই সে কোনোক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

হ্যারি ঘটনাক্রমে জানতে চাইল, 'মনে আছে মুরিয়েল কী বলেছিল?'

'কে?'

'তুমি জানো,' সে দ্বিধা করে বলল। ইচ্ছা করেই রনের নাম মুখে আনল না। 'জিনির এক দাদী, যে কিনা তোমাকে বলেছিল তোমার স্কিনি অ্যাঙ্কল?'

'ও,' হারমিয়ন বলল।

একটা স্পর্শকাতর মুহূর্ত ছিল এটি। হ্যারি জানে হারমিয়ন বুঝতে পেরেছে রনের নামটি উচ্চারণ করা হল না। হ্যারি আবার বলল, 'জিনি বলেছিল, বাথিলডা ব্যাগশট এখনো গোড্রিচ হলোতেই বাস করেন।'

'বাথিলডা ব্যাগশট,' হারমিয়ন বিড়বিড় করে নামটি উচ্চারণ করলো। সে এ হিস্ট্রি অব ম্যাজিক বইটির উপর খাঁজ করে লেখা নামটির উপর চোখ বুলালো।

'তাহলে আমি মনে করি-'

হারমিয়ন এমনভাবে দম নিল যে হ্যারি সচকিত হয়ে উঠল। সে মুহূর্তের মধ্যে তার যাদুদণ্ডটি বের করে তাবুতে প্রবেশের জায়গাটির দিকে দ্রুত তাকালো। সে মনে করল এখনি দেখবে একটি হাত তাবু ছিড়ে ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'কি ব্যাপার?' একটু রাগ একটু স্বস্তির সঙ্গেই হ্যারি বলল। 'তুমি এমন করলে কেন? আমি ভাবলাম তুমি হয়তো একটি ডেথ-ইটার দেখেছ যে তাবু ছিড়ে ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে-'

'হ্যারি, তলোয়ারটি যদি বাথিলডার কাছে থেকে থাকে তাহলে কী হবে। যদি ডাম্বলডোর তাকে বিশ্বাস করে তার কাছে রেখে থাকে?'

হ্যারি এই সম্ভাবনার কথা মাথায় নিল। বাথিলডা হয়তো এখন একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। মুরিয়েলের মতে সে এখন ক্ষেপাটে ধরণের। ডাম্বলডোর গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি তার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেন এমন সম্ভাবনা কী

আছে? যদি তাই হয়, তাহলে হ্যারি ধারণা করল ডাম্বলডোর একটি সুযোগ রেখে গেছেন। ডাম্বলডোর কখনোই কারো কাছে প্রকাশ করেননি যে তিনি আসল তলোয়ারটি সরিয়ে নকল একটি তলোয়ার সেখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বাথিলডার সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক আছে সে কথাও কারো কাছে বলেননি। কিন্তু এখন হারমিয়নের থিওরি নিয়ে সন্দেহ করার সময় নয়। বিশেষ করে সে যখন অবাক করে দিয়ে হ্যারির ইচ্ছার ব্যাপারে মত দিয়েছে।

'হ্যা, তিনি হয়তো কাজটি করেছেন! তাহলে আমরা গোড্রিচ হলোতে যাচ্ছি?'

'হ্যা, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে হ্যারি,' হারমিয়ন উঠে বসল। হ্যারির মনে হলো আবার নতুন করে পরিকল্পনার কারণে তার মতই হারমিয়নও তাজা হয়ে উঠেছে।

'আমাদের দুজনের একসঙ্গে অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে ডিসাপ্যারেট করার ব্যাপারে প্র্যাকটিস করতে হবে। শুরুতে ডিসইল্যুসনমেন্ট চার্মও খুব স্পর্শকাতর হবে। যদি তুমি মনে করো; আমাদের পুরো সময়টা পলিজিউস পোশন ব্যবহার করতে হবে? তাহলে আমাদেরকে কারো কাছ থেকে চুল সংগ্রহ করতে হবে। হ্যারি, একটু মোটা-সোটা লোকের আকৃতিই মনে হয় ভালো হবে....'

হ্যারি বাধা না দিয়ে ওকে কথা বলতে দিল। ও একটু থামতেই হ্যারি মাথা ঝাকিয়ে ওকে সায় দিল। কিন্তু মনে মনে নিজে চিন্তা করতে থাকল। হ্যারি প্রথম যখন আবিষ্কার করেছে যে, গ্রিনগোটের ওই তলোয়ারটি নকল তখন থেকেই ভেতরে উত্তেজনা বোধ করছে।

হ্যারি এখন ধরতে গেলে বাড়িতে যাচ্ছে। এমন এক জায়গায় সে যাবে যেখানে ওর একটি পরিবার ছিল। এই সেই গোড্রিচ হলো যেখানে ভল্ডেমর্টের বদলে তার বড় হয়ে ওঠার কথা ছিল, স্কুল জীবনে ছুটিতে এখানে সময় কাটতে পারতো। এখানেই হয়তো তার বন্ধুদেরকে বাড়িতে দাওয়াত করার কথা ছিল– এখানেই তার ভাইবোনদের থাকার কথা ছিল– তার মা ছিলেন, যিনি ১৭তম জন্মদিনে হয়তো কেক তৈরি করতেন। যে জীবন সে হারিয়েছে তা আজকের এই মুহূর্তের মত এত বাস্তব হয়ে তার কাছে কখনো দেখা দেয়নি। রাতে হারমিয়ন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে হ্যারি হারমিয়নের ব্যাগ থেকে চুপিসারে তার নিজের রুকস্যাকটি বের করে সেখান থেকে ওর বাবা মায়ের ছবিটি বের করল। ছবিটি হ্যাগ্রিড বহু আগে ওকে দিয়েছিল। শেষ কয়েক মাসের ভেতর এই প্রথম হ্যারি তার বাবা মায়ের পুরাতন ছবিটি খুটে দেখতে থাকল। ছবির ভেতরে ওর বাবা মা হাত তুলে নাড়ছেন, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

হ্যারি পরের দিন খুশির সঙ্গে গোড্রিচ হলোতে যাত্রা করতে প্রস্তুত হল, কিন্তু হারমিয়নের মাথায় আরেকটা চিন্তা এল। ভাবল, ভোল্ডেমর্ট হয়তো ধারণা করে

থাকতে পারে যে হ্যারি তার বাবা মায়ের মৃত স্থানটি দেখতে আসবেই। তাই হারমিয়ন নিশ্চিত করতে চাইল যে ওদের ছদ্মবেশটি একেবারে ঠিকভাবে করা হয়েছে। ফলে পুরোপুরি এক সপ্তাহ পার করে ওরা লোকচক্ষুর আড়ালে ক্রিসমাসের শপিং করতে আসা একজন নিরিহ মাগলবর্ন দম্পতির চুল সংগ্রহ করল। এবং একসঙ্গে অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে অ্যাপারেট করার এবং ডিস্যাপারেট করার প্র্যাকটিস করল। তারপর হারমিয়ন পুরোপুরি সম্মত হলো রওয়ানা করতে।

ওরা একটি গ্রামের এক কোণে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অ্যাপারেট করল। তারপর দুপুর পার করে দু'জনই পলিজিউস পান করলো। ফলে হ্যারি পরিণত হল একজন টাক মাথার মধ্য বয়স্ক পাগল লোক, আর হারমিয়ন পরিণত হল তার ছোটখাটো ইদুরমুখী স্ত্রীতে। আটোসাটো হারমিয়নের ব্যাগটির ভেতর ওদের সব জিনিসপত্র। (শুধুমাত্র হরক্রুক্সটি ছাড়া। সেটি হ্যারি গলায় পরে থাকল।) ব্যাগটি রাখা হল হারমিয়নের কোটের নিচে। হ্যারি আবার ওদের উপর অদৃশ্য আলখাল্লাটি দিয়ে দিল। এবং ওরা আবার দম বন্ধ হয়ে আসা অন্ধকারের ভেতর ঢুকে গেল।

হ্যারি চোখ খুলে তাকালো, বুকের ভেতর ধুকধুক করছে। নিল আকাশের মিটিমিটি তারাগুলো দুর্বলভাবে জ্বলছে। হ্যারি এবং হারমিয়ন হাতে হাত ধরে তুষারের উপর দিয়ে হাটছে। রাস্তার দু'পাশে কটেজগুলোর জানালা দিয়ে ক্রিসমাসের ছোটছোট বাতিগুলো মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। ওদের সামনে একটি রাস্তার একটি সোনালী বাতি দেখে বুঝতে পারল যে এটি গ্রামের কেন্দ্রস্থল।

'চারদিকে তুষার! হারমিয়ন বলল। 'আমরা তুষারের কথা চিন্তা করলাম না কেন? এত সতর্কতার পরও আমরা পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছি! এ দাগগুলো আমাদের তুলে ফেলতে হবে। তুমি সামনে এগিয়ে যাও! আমি এগুলো মুছে ফেলছি-'

হ্যারি নিঃশব্দ, না বুঝে ঘোড়ার মত গ্রামে প্রবেশ করতে চাইল না। যাদুর মাধ্যমে ওদের চিহ্ন মুছে ফেলার সময় নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করল।

'এসো এবার আলখাল্লাটি খুলে ফেলি,' হ্যারি বলল। হারমিয়নকে আতঙ্কিত দেখা গেল। 'আহ বুঝতে চেষ্টা করো, আমরা এখন আর নিজেদের মত দেখতে নই, এবং আমাদের চারপাশে কোনো লোকজন নেই।'

সে আলখাল্লাটি তার জ্যাকেটের ভেতর ভরে ফেলল। কোনো বিঘ্ন ছাড়াই ওরা সামনের দিকে পা বাড়ালো। বাড়িগুলো পার হওয়ার সময় তুষার বাতাস মুখে কাঁটার মত বিধতে থাকল। এর যে কোনো একটি বাড়ি হতে পারে যেখানে জেমস এবং লিলি এক সময় বাস করতেন, অথবা এখন যেখানে বাথিলডা বাস করেন। হ্যারি সামনের দরোজাগুলোর দিকে তাকালো। তুষারে সাদা হয়ে থাকা চাল, সামনের উঠোনগুলো দেখে ভাবতে থাকল এর কোনো একটি কিনা। নিজের ভেতর

থেকে জানে যে সে এ বাড়ি ছাড়ার সময় এক বছরের মত বয়সের ছিল, বাড়িটির কথা মনে করা প্রায় অসম্ভব। এমনকি এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত না যে আদৌ বাড়িটি সে দেখতে পাবে কি না। ফিডেলিয়াস চার্মে মারা যাবার সময় কি ঘটেছিল সে তাও জানে না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা সামনে বা দিকে মোড় নিল। এটাই গ্রামের কেন্দ্র। ওরা একটি ছোট চত্বর দেখতে পেল।

চিকন তারের সঙ্গে ওরা রঙিন আলো ঝুলছে দেখতে পেল। মাঝখানের জায়গাটা দেখতে অনেকটা যুদ্ধে নিহতদের স্মৃতিসৌধের মত মনে হল। এর খানিকটা অংশ বাতাসে ঝুলে পড়া একটি ক্রিসমাস গাছের আড়ালে পড়েছে। চারপাশে কয়েকটি দোকান, একটি পোস্ট অফিস, একটি বার এবং ছোট একটি চার্চ রয়েছে। চত্বরের চারদিকে দাগওয়ালা গাছের উপর আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে।

এখানকার বরফগুলো কঠিন ও পিচ্ছিল হয়ে আছে। সারাদিন মানুষের পায়ের চাপে এমন হয়েছে। গ্রামের লোকেরা এখানে এসে ক্রিসক্রস জানায়। ওদের শরীর রাস্তার আলোতে সামান্য দেখা যায়। বারের দরোজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার সময় মানুষের হাসি আর পপ গানের শব্দ বের হয়ে আসছে। এর পরপরই ওরা চার্চে ক্রিসমাসের গানের শব্দ শুনতে পেল।

'হ্যারি, আমার মনে হয় আজ ক্রিসমাস ডে!' হারমিয়ন বলল।

'তাই নাকি?'

হ্যারি তারিখের হিসাব ভুলে গেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ওদের পত্রিকা দেখা হয়নি।

'আমি নিশ্চিত আজ ক্রিসমাস!' হারমিয়ন বলল। সে চার্চের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তারা– তারা এখানে আসবেন। তোমার বাবা মা আসতে পারেন না? আমি চার্চের পেছনে গোরস্থান দেখতে পাচ্ছি।'

হ্যারি এমন এক পুলক অনুভব করলো যা যে কোনো উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে যায়। এই পুলক অনেকটা ভয়ের মত। এই বাস্তবতার সে এতটা কাছাকাছি চলে এসেছে যে এখন ভাবছে নিজেই দেখতে চায় কিনা। সম্ভবত হারমিয়ন তার অনুভূতিটা বুঝতে পেরেছে। কারণ সে এগিয়ে এসে হ্যারির হাত ধরল এবং এই প্রথমবারের মত নিজে ওকে সামনে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু চত্বরটি অর্ধেক পার হয়ে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যারি, দেখ!'

সে ওই স্মৃতিসৌধটির দিকে আঙুল তুলে দেখালো। ওরা পাশ দিয়ে যাবার সময় এটির আকার বদল হল। পাথরের পিলারের বদলে তিনটি মানুষের মূর্তি ভেসে উঠল। একজন লোকের মাথার চুলগুলো এলোমেলো, একজন মহিলা যার

লম্বা চুল এবং মুখটা মায়াবি আর ছোট একটি শিশু বালক মায়ের কোলে বসে আছে। তিনজনের মাথার উপর তুষার পড়ে আছে। মনে হয় যেন মাথায় তুলতুলে সাদা ক্যাপ পরেছে।

হ্যারি সামনে এগিয়ে গেল। ওর বাবা এবং মায়ের দিকে ভাল করে দেখল। সে কখনোই ভাবেনি যে তাদের একটি মূর্তি তৈরি হবে। নিজেকে কপালের উপর স্কার ছাড়া একটি ছোট সুখী বাচ্চার পাথরের মূর্তিতে দেখা কতটা বিস্ময়কর...

'সিমন,' হ্যারি বলল। ওরা আবার চার্চের দিকে ফিরল। হ্যারি পেছন ফিরে বারবার দেখতে থাকল। ওরা রাস্তা পার হওয়ার সময় লক্ষ করল যে মূর্তি আবার স্মৃতিসৌধে রূপ নিল।

চার্চের কাছে আগাতেই গানের শব্দ আরো স্পষ্ট হল। হ্যারির গলা ধরে এল। তার হোগার্টের কথা মনে হল। গ্রেট হলের ক্রিসমাস ট্রি, ডাম্বলডোরের পরণে বনেট, রন পরে আছে হাতে বুনানো সোয়েটার....

করবস্থানের প্রবেশমুখে একটি বাকানো গেট। হারমিয়ন যতটা সম্ভব শব্দ না করে সেটি ঠেলে খুলল। ওরা ভেতরে ঢুকল। পিচ্ছিল পথের অন্যপ্রান্তে চার্চের দরোজা পর্যন্ত বরফের স্তর পড়ে আছে এবং তাতে কারো পায়ের চিহ্ন পড়েনি। ওরা বরফ ভেঙে এগিয়ে গেল এবং পেছনে গভীর দাগ পড়ে রইল। পুরো বিল্ডিংটার পাশ দিয়ে ওরা গেল। ওরা সুন্দর জানালাগুলোর ছায়া ব্যবহার করল।

চার্চের পেছনে সারি সারি লাইন দেয়া কবরের উপরে পাথর। সেগুলোর উপর এবং বরফের উপর জানালার লাল নীল আলো এসে পড়েছে। জ্যাকেটের পকেটে যাদুদণ্ডটি শক্ত করে ধরে হ্যারি কাছের কবরটির দিকে এগিয়ে গেল।

'ওই দেখ! এটি একটি অ্যাবোট, হান্নাহদের বহু আগে মারা যাওয়া কোনো আত্মীয়র অ্যাবোট হবে হয়তো।'

হারমিয়ন অনুরোধ করে বলল, 'তুমি গলার স্বর নিচু করো!'

ওরা কবরস্থানের আরো ভেতরের দিকে প্রবেশ করল। ওদের পেছনে বরফের একটি রেখা তৈরি হল। ঝুকে পড়ে ওরা একটি পুরাতন পাথরের উপরের লেখা দেখল। একটু পরপর ওরা তীব্র চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হল যে ওদের সঙ্গে আর কেউ নেই।

'হ্যারি! এই যে!'

হারমিয়ন দু'টি কবরের সারি দূরে রয়েছে। হ্যারি হেটে পেছনে ওর কাছে গেল। সে বুকে রীতিমতো হৃদপিণ্ডের একটি ধাক্কা খেল।

'এটা কি-'

'না, কিন্তু লক্ষ করো!

হারমিয়ন ডার্ক স্টোনটির দিকে দেখালো। হ্যারি উবু হয়ে বসে পড়ল এবং

ঠাণ্ডা, দাগ পড়ে যাওয়া পাথরের উপর শব্দগুলো লেখা দেখতে পেল। লেখা আছে *'কেন্দ্রা ডাম্বলডোর';* একটু নিচেই জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ লেখা। তার নিচেই লেখা, *এবং তার কন্যা অরিয়ানা।* এ নামটির নিচেও উল্লেখ করা আছে :

তোমার সম্পদ যেখানে, তোমার হৃদয়টিও সর্বদা সেখানে থাকবে

তাহলে রিটা স্কিটার এবং মুরিয়েলের কিছু কথা ঠিক। ডাম্বলডোরের পরিবার এখানেই বাস করতো। এবং এখানেই তাদের পরিবারের কেউ কেউ মারা গেছে।

শোনার চেয়ে কবর দেখাটা আরো বড় ব্যাপার। হ্যারি চিন্তা করতে পারছে না যে তার এবং ডাম্বলডোর দু'জনেরই শেকড় এই কবরস্থানে রয়েছে। এবং ডাম্বলডোরের এ কথাটি তাকে বলা উচিত ছিল। সে নিজেও কখনো এই সংযোগের কথা চিন্তা করেনি। তারা দু'জন একসঙ্গে এই কবরস্থান ভিজিট করতে আসতে পারতো। হ্যারি একবারের জন্য চিন্তা করলো, ডাম্বলডোরের সঙ্গে এখানে এলে কী হতো, কী অর্থ দাঁড়াতো তাতে, কী বাধন তাতে সৃস্টি হতো। ডাম্বলডোরের কাছে মনে হতো দু'জনের আত্মীয়দের কবর পাশাপাশি থাকা একটি গুরুত্বহীন ঘটনা মাত্র। এর সঙ্গে হ্যারিকে দেয়া তার কাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

হারমিয়ন বারবার ঘুরে হ্যারির দিকে তাকাচ্ছিল। হ্যারি খুশি হল যে তার নিজের মুখটা ছায়ার ভেতর রয়েছে। সে আবার পাথরের লেখাগুলো পড়ল- *তোমার সম্পদ যেখানে, তোমার হৃদয়টিও সর্বদা সেখানে থাকবে।* এই বাক্যের অর্থ কী তা হ্যারি ঠিক বুঝতে পারল না। অবশ্যই এই বাক্যটি ডাম্বলডোরের দেয়া। তার মা মারা যাবার সময় সেই ছিল পরিবারের বয়োজষ্ঠ।

'তুমি কী নিশ্চিত যে তিনি কখনো উল্লেখ করেননি-?' হারমিয়ন বলল।

'না,' হ্যারি দৃঢ়ভাবে বলল। 'চলো দেখতে থাকি।' হ্যারি ঘুরে হাঁটতে থাকল। মনে হলো এসব পাথর না দেখলেই ভাল ছিল। সে তার উপলব্ধিগুলোকে নাড়া দিতে চায়নি।

'এই যে! একটু পরেই হারমিয়ন অন্ধকার একটি জায়গা থেকে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল। 'ওহ না, সরি। আমি ভেবেছিলাম এখানে পটার লেখা আছে।'

সে অসন্তুষ্টির সঙ্গে একটি পাথরের উপর থেকে আগাছা ঘষে সরাচ্ছে।

'হ্যারি, একটু এদিকে আসো।'

সে বরফের উপর দিয়ে আরেকটি রেখা তৈরি করতে চায় না। বিড়বিড় করতে করতে সে আবার হারমিয়নের দিকে আগালো।

'কি?'

'এটা দেখ!'

কবরটি অনেক পুরোনো। এমন অবস্থা হয়ে আছে যে হ্যারি নাম পড়তে পারছে না। হারমিয়ন নিচের দিকের চিহ্নটি দেখালো।

'হ্যারি, এটি বইয়ের ভেতরের সেই চিহ্নটি!'

হারমিয়নের দেখানো জায়গাটির দিকে হ্যারি তাকালো। পাথরটি এত অস্পষ্ট যে এতে কী আছে বোঝা যায় না। তারপরও মনে হলো যে নামের নিচে তিনকোণা চিহ্নটি রয়েছে।

'হ্যা, এটা হতে পারে...'

হারমিয়ন যাদুদণ্ডের আলো জ্বালল এবং পাথরের উপরের নামটির উপর ধরল।

'লেখা আছে, ইগ..ইনোটাস...মনে হয়..'

'আমি আমার বাবা মায়ের কবর খুঁজতে যাচ্ছি, ঠিকাছে?' তার গলায় একটু উস্মা। হারমিয়নকে উবু হয়ে একটি কবর পরিক্ষা করা অবস্থায় রেখে হ্যারি সামনে আগালো।

হোগার্টসের কবরস্থানের অ্যাবোটগুলোর মত এখানে হ্যারি অনেক পরিবারের পারিবারিক নাম দেখতে পেল। কবরস্থানে দু-একটি উইজার্ডিং পরিবারের কয়েক প্রজন্মের প্রতিনিধির কবর রয়েছে। হ্যারি কবরের দিন তারিখ দেখে বলতে পারে যে যারা মারা গেছেন তাদের কোন আত্মীরা গোড্রিচ হলো ছেড়ে চলে গেছেন। হ্যারি যতই ভেতরের দিকে গেল এবং পাথরগুলো দেখল ততই নিজের উপলব্ধি থেকে অস্থির হয়ে উঠল।

হঠাৎ করে যেন অন্ধকার এবং নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। হ্যারি উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে ঘুরে তাকাল। ভাবল ডেমেনটরদের কথা। তারপর লক্ষ করল চার্চের সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে। সবাই একে একে চত্বরের দিকে চলে গেছে। চার্চের ভেতরে কেউ একজন বাতিটি নিভিয়ে দিয়েছে।

এরপর হারমিয়নের গলা ভেসে এল। তৃতীয়বারের মত সে পরিস্কার তীব্র কণ্ঠে ডাকল কয়েকগজ দূর থেকে।

'হ্যারি তাদের কবর এখানে, এই যে এখানে!'

এবার হ্যারি ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝল যে এটা ওর বাবা মায়ের কবর। সে দ্রুত পায়ে হারমিয়নের দিকে গেল। মনে হল বুকের উপর একটি ভার অনুভব হচ্ছে। এই একই রকম অনুভূতি হয়েছিল ডাম্বলডোর মৃত্যু বরণ করার পর। নিজের হার্ট থেকে একটি দুঃখবোধ জেগে উঠেছে।

এই হেডস্টোনটি কেন্দ্রা এবং অরিয়ানার হেডস্টোন থেকে একটু পেছনে। এটিও ডাম্বলডোরের স্মৃতির মত শ্বেত পাথরের তৈরি। সে কারণেই এর উপরের লেখা পড়তে সুবিধা হচ্ছে। অন্ধকারের ভেতরেও যেন পাথরের উপর লেখা চকচক

করছে। হ্যারিকে লেখাটা পড়ার জন্য উবু হয়ে বসতে হল না বা খুব কাছে যেতে হল না।

জেমস পটার	লিলি পটার
জন্ম : ২৭ মার্চ, ১৯৬০	*জন্ম : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৬০*
মৃত্যু : ৩১ অক্টোবর, ১৯৮১	*মৃত্যু : ৩১ অক্টোবর, ১৯৮১*

শেষ শত্রুও ধ্বংস হবে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে।

হ্যারি বাক্যগুলো ধীরে ধীরে পড়ল। এমন ভাব যেন সে একবারই পড়ার সুযোগ পাবে। শেষের বাক্যটি হ্যারি শব্দ করে পড়ল।

"শেষ শত্রুও ধ্বংস হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে"... একটি ভয়ানক চিন্তা তার ভেতরে অস্থির করে তুলল। এটা একটি ডেথ ইটারদের ধারণা নয়?

অধ্যায়-১৭

বাথিলডার গোপনীয়তা

'হ্যারি দাঁড়াও!'

'কী সমস্যা?'

ওরা কেবল একটি অজানা কবরের ঠিক ফলক পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'মনে হয়, কেউ একজন এখানে আছে! আমাদের অনুসরণ করছে! আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। ওই যে ওই ঝোপের ভেতর!'

ওরা একজন আরেকজনকে ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে কবরস্থানের কালো দেয়ালের দিকে। হ্যারি কিছুই দেখতে পেল না।

'তুমি কী নিশ্চিত?'

'আমি কিছু একটা নড়তে দেখেছি। কসম খেয়ে বলতে পারি আমি দেখেছি..'

হারমিয়ন হ্যারিকে ছেড়ে দিল নিজের যাদুদণ্ড টি বের করার জন্য।

'আমরা তো দেখতে মাগলদের মত,' হ্যারি যুক্তি দিল।

'হ্যা, মাগল অবশ্যই, তবে যারা এইমাত্র তোমার বাবা মায়ের কবরের উপর ফুল দিয়ে এল। হ্যারি, আমি নিশ্চিত সেখানে কেউ একজন ছিল এবং এখনও

সেখানে আছে!'

হ্যারির হিস্ট্রি অব ম্যাজিকের কথা মনে হল; কবরস্থানে ভূত থাকতে পারে। কিন্তু তাই যদি-? ঠিক তখনই ঝোপের ভেতর যে জায়গাটি হারমিয়ন দেখিয়েছে সেখানে আলগা বরফ ছলকে উঠল। ভূতরা তো বরফের ভেতর চলতে পারে না।

'এটি একটি বিড়াল হবে,' এক বা দু'সেকেন্ড পর হ্যারি বলল। 'অথবা একটি পাখি। যদি ওটা কোনো ডেথ-ইটার হতো তাহলে এতক্ষণে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু হতো। কিন্তু যাই হোক, চলো আমরা এখান থেকে যাই। অদৃশ্য আলখাল্লাটাও পরে ফেলি।'

কবরস্থান থেকে বের হওয়ার সময় ওরা বারবার পেছন ফিরে তাকালো। হ্যারি নিজে হারমিয়নকে বাধা দেয়ার ভান করেছে, কিন্তু নিজেই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি। তাই কবরস্থানের গেট পর্যন্ত পৌছানোর পরে খুশি হল। ওরা পিচ্ছিল ফুটপাথে উঠে এল। ওরা অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি আবার নিজেদের গায়ে চড়িয়ে নিল। বার-এ লোকের সংখ্যা আরো বেড়েছে, কথাবার্তার গুনজন শোনা যাচ্ছে। অনেক মানুষ একত্রে চার্চের সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছে। তারা চার্চের পাশ দিয়ে যাবার সময় এই সঙ্গীতই শুনেছিল। হ্যারি একবার ভাবল ওরা বার-এর ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে কিনা। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই হার-মিয়ন বিড়বিড় করে বলল, 'চলো এই দিক দিয়ে যাই।' সে হ্যারিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেদিক দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল তার উল্টো দিক দিয়ে গ্রাম থেকে বের হওয়ার পথ ধরল। হ্যারি বুঝতে পারল কটেজগুলো শেষ হয়ে যাবার পর বিস্তর ফাঁকা এলাকা রয়েছে। ওরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল। নানা রঙের আলোতে ভরা জানালাগুলো পার হতে থাকল। ক্রিসমাস-ট্রির বাতিগুলো পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'আমরা বাথিলডার বাড়ি খুঁজে বের করব কীভাবে? হারমিয়ন জানতে চাইল। সে এখনো একটু একটু কাঁপছে এবং বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। 'হ্যারি? তুমি কী ভাবছ, হ্যারি?'

সে হ্যারিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু হ্যারি ওর কথায় মনোযোগ না দিয়ে স্থির হয়ে আছে। সে কটেজগুলোর পরেই একটি জায়গার গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলো। পরের মুহূর্তেই সে হারমিয়নকে টেনে সেদিকে নিতে থাকল। বরফের উপর হারমিয়নের পা পিছলে গেল।

'হ্যারি-'

'দেখ... হারমিয়ন দেখ...'

'আমি দেখতে...ওহ!'

হ্যারি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে : ফিডেলিয়াস চার্ম জেমস এবং লিলির সঙ্গেই

ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৬ বছর আগে হ্যাগ্রিড যে ধ্বংসস্তূপ থেকে হ্যারিকে তুলে নিয়েছিল সেখানে এখন আগাছা ঝোঁপঝাড় বড় হয়ে উঠেছে। সেগুলো অন্ধকার এবং বরফে ডুবে আছে। হ্যারি নিশ্চিত, এখানেই কার্সটি বিস্ফোরিত হয়েছিল। সে এবং হারমিয়ন গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বাড়িগুলোর সারি বরাবর ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকালো।

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'আমি ভাবছি এখানে বাড়িটি আবার কেন নির্মাণ করা হয়নি?'

হ্যারি উত্তরে বলল, 'হয়তো পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব নয়। হয়তোবা এটি ডার্ক ম্যাজিকের আঘাত এবং সে কারণে তুমি ইচ্ছা করলেই এটিকে মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে পারো না?'

হ্যারি আলখাল্লার নিচ থেকে একটি হাত বের করলো এবং বরফে ঢেকে থাকা মোটা রডের রঙ করা গেটটি ধরল। খোলার জন্য নয়, শুধু বাড়িটির একটি অংশ ছুঁয়ে দেখার জন্য।

'আমরা তো বাড়িটির ভেতরে যাচ্ছি না? সেটা নিরাপদ নয়। হয়তো- ওহ হ্যারি, দেখ!'

হ্যারির গেটটি ছোয়ার কারণেই ঘটনাটা ঘটল। ওদের সামনের জায়গাটিতে একটি চিহ্ন ভেসে উঠল। লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটি দ্রুত ফুটে ওঠা ফুলের মত পাশের গাছের উপর সোনালী অক্ষর ভেসে উঠল। তাতে লেখা :

এই স্থানে ১৯৮১ সালের ৩১ অক্টোবর
লিলি এবং জেমস পটার প্রাণ দিয়েছেন।
তাদের একমাত্র সন্তান হ্যারি
কিলিং কার্স থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে আছে।
এই স্থানটি মাগলদের জন্য অদৃশ্য।
এটির ধ্বংসাবশেষকে পটারদের স্মৃতি হিসেবে রাখা হয়েছে।
আর সেই সহিংসতার কথা বিবেচনা করে রাখা হয়েছে
যা পরিবারটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

এই লেখাটির চারপাশে হিজিবিজি করে অন্য লেখা রয়েছে। যেসব যাদুকর এবং মহিলা যাদুকর এখানে ভিজিট করতে এসেছে তারা জীবিত ছেলেটির ব্যাপারে লিখেছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করেছে অনপনেয় কালি দিয়ে। কেউ কেউ কাঠের উপর শুধু ইনিসিয়াল দিয়েছে। এবং অন্য অনেকে তাদের বার্তা লিখে রেখেছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিকটি ম্যাজিক্যাল গ্রাফিটি করা। প্রায় সবাই একই রকম লিখেছেন।

গুডলাক হ্যারি, তুমি যেখানেই থাকো না কেন,
যদি তুমি এই লেখা পড় হ্যারি,
জানবে আমরা তোমার সঙ্গে আছি,
লং লিভ হ্যারি পটার।

হারমিয়ন বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'তাদের এই স্মৃতিফলকের উপর লেখা উচিত হয়নি।'

কিন্তু হ্যারি তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এটা ব্রিলিয়ান্ট! আমি খুবই খুশি যে তারা লিখেছে। আমি....'

হ্যারি কথার মাঝখানে থেমে গেল। একটি নিঃশব্দ ভারী শরীর তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দূরের চত্বরটির উজ্জ্বল আলোয় শরীরটিকে ছায়ার মত লাগছে। যদিও বিচার করা কঠিন, কিন্তু তারপরও হ্যারি ভাবল শরীরটি একজন মহিলার। সে ধীরে ধীরে আগাচ্ছে। সম্ভবত বরফের উপর পিছলে না যায় সে জন্য সতর্ক হয়ে হাঁটছে। তার ঝুকে পড়ে হাঁটার ধরণ দেখে বোঝা যায় অনেক বয়স হয়েছে। ওরা দু'জন নিরবে দাঁড়িয়ে তার কাছে আসাটা দেখতে থাকল। হ্যারি অপেক্ষা করতে থাকল মহিলাটি পাশের কোনো একটি কটেজে যাবে । কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল যে সে কোনো কটেজে ঢুকবে না। অবশেষে সে ওদের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়াল। বরফ ঢাকা রাস্তার ঠিক মাঝখানটায় এসে ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

হারমিয়ন হ্যারির হাতে একটি খোঁচা দিল। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হ্যারির বুঝতে কোনো বাকি থাকল না যে এই মহিলা কোনো মাগল নয়। সে দাঁড়িয়ে এমন একটি বাড়ি দেখছে যে বাড়িটি তার কাছে পুরোপুরি অদৃশ্য থাকার কথা, যদি সে একজন মহিলা যাদুকর না হয়ে থাকে। তাকে যাদুকর ভাবার আরো একটি কারণ হল এত রাতে, আবার এত ঠাণ্ডার ভেতর কোনো মহিলার বের হয়ে এসব পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দেখাটা স্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সাধারণ ম্যাজিকের নিয়মানুসারে হারমিয়ন এবং হ্যারিকেও তার দেখার কথা নয়। কিন্তু তারপরও হ্যারির খুব গভীরভাবে মনে হলো যে, মহিলা হ্যারি এবং হারমিয়নের উপস্থিতির কথা জানে। এবং ওদের পরিচয়ও জানে। হ্যারি যখন মনে মনে এসব হিসাব নিকাশ করছে ঠিক তখনই মহিলা গ্লাভস পরা একটি হাত তুলে ইশারায় ওদের কাছে ডাকল।

হারমিয়ন ভয়ে অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে হ্যারির আরো কাছে চলে এল। সে শক্ত করে হ্যারির হাত ধরে রেখেছে।

'সে জানল কী করে?'

হ্যারি মাথা দোলালো। মহিলা আবার আরো দৃঢ়ভাবে হাত তুলে ডাকল। হ্যারি অনেক কারণে তার ডাকে সাড়া না দেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু মুখোমুখি ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তার পরিচয় সম্পর্কে হ্যারির সন্দেহ বাড়তে থাকল।

এমন কি হতে পারে যে এই মহিলা মাসের পর মাস এখানে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছে? হতে পারে ডাম্বলডোর তাকে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন যে এক সময় হ্যারি এখানে আসবেই। এমন হতে পারে না যে এই মহিলাই ছিলেন কবরস্থানের পাশের সেই ঝোপটিতে এবং ওদেরকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে? এমনকি মহিলা যে ওদের দেখতে পাচ্ছে এটি ডাম্বলডোরের একটি নিজস্ব ধরণের ক্ষমতা। এমন ক্ষমতার মুখোমুখি হ্যারি কখনো হয়নি।

অবশেষে হ্যারি কথা বলে উঠল। হারমিয়ন ওর কথা বলার কারণে আঁৎকে লাফিয়ে উঠল।

'আপনি কী বাথিলডা?'

চাদরে জড়ানো শরীরটি মাথা দোলালো এবং আবার কাছে ডাকল।

অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে হ্যারি এবং হারমিয়ন দু'জন দুজনের দিকে তাকালো। হ্যারি ভুরু উপরে তুলে জানতে চাইল, হারমিয়ন মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল।

ওরা মহিলার দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখনই মহিলা খুড়িয়ে খুড়িয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেদিকে ফিরে হাঁটতে থাকলেন। কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে একটি গেটের দিকে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ওরা তাকে অনুসরণ করে একটি বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। বাথিলডার হাতে দরোজার চাবি। তিনি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন, তারপর দরোজা খুললেন। নিজে সরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন।

তার গা দিয়ে একটা বোটকা গন্ধ, অথবা তার ঘরের থেকে গন্ধটা আসছে। হ্যারি পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় নাক আটকে ধরল। ভেতরে ঢুকে আলখাল্লা টেনে খুলে ফেলল। এবার হ্যারি তার পাশে দাঁড়াল। দেখতে পেল তিনি কতটা আকারে খাটো। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন। তিনি হ্যারির বুকের সমান। তিনি ওদের পেছনে দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি হ্যারির মুখোমুখি হলেন। তার চোখ দুঠোতে নানা রকমের দাগ পড়েছে। চোখের পাশ দিয়ে মোটা চামড়ার ভাঁজ পড়েছে। তার সারা মুখে শিরাগুলো জেগে উঠেছে। হ্যারি ভাবল মহিলা ওর সব কথা বুঝতে পারবে কি না। যদি সে পারে তাহলে সে যে টাক মাথার মাগলের চেহারা চুরি করেছে সেটাও বুঝতে পারবে।

বহু পুরোনো ধুলা, অনেক দিনের না ধোয়া কাপড়ের এবং বাসী খাবারের গন্ধ

তীব্র হয়ে উঠেছে। ছেড়া, কালো শালের ভেতর দিয়ে সাদা চুলের মাথাটির চামড়া দেখা যাচ্ছে।

'বাথিলডা?' হ্যারি আবার বলল।

তিনি আবার মাথা নাড়লেন। হ্যারি নিজের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা লকেটটির ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠল। হরক্রুক্সটির ভেতরে টিকটিক করে উঠছে মাঝে মাঝেই। এটা কি বুঝতে পেরেছে যে এটির ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা কাছেই রয়েছে?

বাথিলডা হরমিয়নকে ঠেলে দিয়ে পাশের একটি কক্ষের দিকে চলে গেলেন। মনে হল যেন হারমিয়নকে দেখতেই পাননি। যে রুমটিতে গেলেন সেটি সম্ভবত বসার রুম।

হারমিয়ন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যারি, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।'

'তার সাইজটার দিকে লক্ষ কর। আমাদের প্রয়োজন হলে তাকে কাবু করতে পারব,' হ্যারি বলল। 'শোনো, তোমাকে বলে রাখি, আমি আগেই জানি সে একবারে সহজ নয়। মুরিয়েল তাকে খেপাটে বলে ডাকেন।'

'আসো!' রুমটি থেকে বাথিলডা ওদের ডাক দিলেন।

হারমিয়ন লাফ দিয়ে হ্যারিকে এসে শক্ত করে ধরল।

'কোনো সমস্যা নেই,' হ্যারি আবার ওকে আস্বস্ত করল। হারমিয়নকে সঙ্গে করে ভেতরের রুমটিতে গেল।

বাথিলডা দুর্বল পায়ে রুমটি দিয়ে ঘুরছেন। তিনি ভেতরে মোমের আলো জ্বালিয়েছেন। কিন্তু রুমের ভেতর এখনো অন্ধকার ভাব রয়ে গেছে। অল্প আলোর ব্যবস্থা এখানে, যাতে প্রচণ্ড ধুলো বালি বোঝা না যায়। ওদের পায়ের নিচে অনেক ধুলো অনুভব করলো। হ্যারি নাকেও ধুলার গন্ধ পেল। স্যাতসেতে এবং ফাঙ্গাসের গন্ধ, কিছু একটা মন্দভাব অনুভূত হচ্ছে। হ্যারি ভাবল সর্বশেষ কবে কে দেখেছে বাথিলডা এ ঘরটিকে পরিস্কার এবং রঙ করেছে। তাকে দেখে মনে হয় তিনি যে যাদু জানে সেটা ভুলে গেছেন। তিনি হাতে মোমবাতি জ্বালাতে চেষ্টা করছেন। অথচ তার গায়ের কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়ার ঝুকি রয়েছে আলো জ্বালাতে গিয়ে।

'আমাকে করতে দিন,' হ্যারি প্রস্তাব করল। সে বাথিলডার হাত থেকে ম্যাচটি নিল। মোমবাতিতে আগুন দেয়ার সময় বাথিলডা হ্যারিকে দেখতে থাকলেন। হ্যারি একে একে মোমের চাকতিগুলো জ্বালিয়ে দিল। পাশের টেবিলে ভাঙা কাপ এবং আগোছালো ভাবে বই রেখে দেয়া আছে।

শেষ যে জায়গাটিতে হ্যারি মোমবাতি জ্বালালো সেখানে চেস্ট ড্রয়ারে বেশ কিছু ছবি দেখতে পেল। আলো জ্বলে উঠতেই ধুলো মাখা ছবির উপর একটি প্রতিচ্ছায়া দেখা গেল। হ্যারি দেখল ছোট ছবিগুলোর ভেতর একটু নড়াচড়া হচ্ছে। বাথিলডা মোমবাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হ্যারি এই ফাকে বিড়বিড় করে বলল,

'টেরগো'। সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলোর উপর থেকে ধুলাবালি পরিস্কার হয়ে গেল। এবং হ্যারি লক্ষ করল যে প্রায় অর্ধেক ডজন ছবি সবচেয়ে বড় এবং সাজানো ফ্রেম থেকে মুছে গেল। সে ভাবল বাথিলডা বা অন্য কেউ কি ছবিগুলো সরিয়ে ফেলল? ঠিক তখনই অনেকগুলো ছবির পাশে একটি ছবির দিকে হ্যারির দৃষ্টি পড়ল। এবং হ্যারি ছো মেরে ছবিটি হাতে তুলে নিল।

এই ছবিটি সেই সোনালী চুলের মায়াবি চেহারার চোর ছেলেটির, যাকে গ্রেগোরোভিচের জানালায় দেখা গিয়েছিল। ফ্রেমের ভেতর থেকে হ্যারির দিকে তাকিয়ে অলসভঙ্গীতে হাসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ধরে ফেলল যে এর আগে ছেলেটিকে কোথায় দেখেছে : ইন দ্য লাইন এন্ড লাইফ অফ ডাম্বলডোর বইটিতে রিতা স্কিটার হারিয়ে যাওয়া যে ছবিগুলো ব্যবহার করেছেন তারই একটিতে কিশোর ডাম্বলডোরের হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'মিস-মিসেস-ব্যাগশট?' হ্যারি বলল। তার গলা একটু কেঁপে উঠল। 'এই ছেলেটি কে?'

বাথিলডা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হারমিয়নের মোমে আগুন জ্বালতে থাকা দেখছিলেন।

'মিস ব্যাগশট?' হ্যারি আবার বলল। সে সামনে এগিয়ে গেল। তার হাতে ছবিটি। ফায়ার প্লেসে তখন আগুন জ্বলে উঠল। বাথিলডা তার গলা শুনে চোখ তুলে তাকালেন। অন্যদিকে হ্যারির বুকের উপর হরক্রুক্সটি আরো দ্রুত ধুকধুক করতে থাকল।

'এই লোকটি কে?' হ্যারি ছবিটি সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে আবার বলল।

তিনি মন দিয়ে ছবিটি দেখে হ্যারির দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'আপনি কী জানেন এই ছবিটি কার?' হ্যারি আবার ধীরে ধীরে কিন্তু উচ্চস্বরে বলল। 'এই লোকটি, আপনি একে চেনেন? এর নাম কি?'

বাথিলডার তাকানো দেখে মনে হল সে ছবিটি সম্পর্কে নিশ্চিত না। হ্যারি ভীষণভাবে হতাশা বোধ করল, ভাবল, রিতা স্কিটার বাথিলডার স্মরণ শক্তির উপর এতটা ভরসা রাখলেন কীভাবে?

'এই লোকটি কে?' হ্যারি উচ্চস্বরে এবার জানতে চাইল।

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, তুমি কী করছ?'

'হারমিয়ন, এই ছবিটি, এটি সেই চোরের যে গ্রেগোরোভিচের ওখান থেকে চুরি করেছিল!' এবার বাথিলডার দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, 'প্লিজ! এটি কে?'

কিন্তু বাথিলডা শুধু মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকালেন।

হারমিয়ন এবার গলার স্বর একটু শক্ত করে বলল, 'আপনি কেন আমাদেরকে আপনার সঙ্গে আসতে বললেন মিসেস-মিস বাথিলডা? আপনি কী আমাদেরকে

কিছু বলতে চেয়েছিলেন?'

হারমিয়নের কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। বাথিলডা কয়েক পা এগিয়ে হ্যারির কাছে গেলেন। তিনি ছোট করে মাথা ঝাকিয়ে তারপর হলরুমের দিকে তাকালেন।

হ্যারি জানতে চাইল, 'আপনি কি আমাদেরকে চলে যেতে বলছেন?'

তিনি আবার সেই একই রকম ইঙ্গিত করলেন। এবার তিনি আঙুল তুলে প্রথমে হ্যারিকে তারপর নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'ও আচ্ছা.... হারমিয়ন, আমার মনে হয় তিনি চাচ্ছেন আমি তার সঙ্গে উপরের তলায় যাই।'

হারমিয়ন বলল, 'ঠিকাছে, চলো যাই।'

কিন্তু যখনই হারমিয়ন যেতে উদ্যোত হল তখন বাথিলডা অতি শক্ত করে মাথা নাড়লেন। তিনি আবার প্রথমে হ্যারি তারপর নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'তিনি চাচ্ছেন শুধু তিনি আর আমি যাবো।'

'কেন?' হারমিয়ন জানতে চাইল। মোমবাতি জ্বলা রুমটাতে তার কণ্ঠস্বর পরিস্কার শোনা গেল। বৃদ্ধ মহিলা উচ্চশব্দ করে মাথা নাড়লেন।

'হয়তো ডাম্বলডোর তলোয়ারটি আমার কাছে দিতে বলেছেন। এবং শুধু আমার কাছেই।'

'তুমি কী নিশ্চিত যে তিনি জানেন তুমি কে?'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। সে নিচের দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমার ধারণা তিনি জানেন।'

'আচ্ছা ঠিকাছে। কিন্তু হ্যারি খুব তাড়াতাড়ি করবে।'

হ্যারি বাথিলডার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে চলুন।'

মনে হল তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি ঘুরে দরোজার দিকে রওয়ানা দিলেন। হ্যারি পেছন থেকে হারমিয়নের দিকে ঘুরে তাকালো। ওকে আশ্বস্ত করে হাসল। কিন্তু হারমিয়ন দেখেছে কিনা সে ব্যাপারে হ্যারি নিশ্চিত না। চারপাশে মোমবাতির মাঝে হারমিয়ন হাত গুটিয়ে দাড়িয়ে আছে। সে তাকিয়ে আছে বইয়ের তাকের দিকে। হ্যারি রুম থেকে বের হওয়ার সময় টুক করে সেই চোরের ছবিটি জ্যাকেটের পকেটে পুরে ফেলল। হারমিয়ন বা বাথিলডা কেউ বিষয়টি দেখতে পেল না।

উপরে ওঠার সিড়িটা বাকা এবং সংকীর্ণ। হ্যারি একবার মনে করল উপরে ওঠার সময় পেছন থেকে বাথিলডা যাতে তার উপর পড়ে না যায় সে জন্য তার পিঠের উপর হাতটা রাখবে। দেখে মনে হচ্ছে পড়ে যেতে পারেন। ধীরে ধীরে একটু ঘুরে ঘুরে তিনি উপরের তলায় উঠে গেলেন। এবং সিড়ি দিয়ে উঠতেই ডানপাশের প্রথম দরোজার দিকে ঘুরলেন। হ্যারিকে পথ দেখিয়ে একটি নিচু

ছাদের বেডরুমের ভেতর নিয়ে গেলেন।

একটি নিকষ কালো ঘর, ভয়ানক দুর্গন্ধ। বাথিলডা রুমটি আটকে দেয়ার আগেই হ্যারি বেডের নিচ থেকে বেরিয়ে থাকা চেম্বার পট দেখতে পেল। ঘরটির দরোজা বন্ধ করে দিতেই অন্ধকার গিলে ফেলল।

'লিউমস!' হ্যারি বলল। এবং তার যাদুদণ্ড থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারি আবার শুরু করতে গেল। এই সময়ের মধ্যে বাথিলডা নিরবে হ্যারির একেবারে কাছে চলে এসেছে। বাথিলডা ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি হ্যারি পটার?'

'হ্যা, আমি হ্যারি পটার।'

তিনি বিনয়ের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। হ্যারি অনুভব করল হরক্রুক্সটি ওর নিগের হৃদপিণ্ডের চেয়ে অধিক দ্রুত থেকে দ্রততর হয়ে ধুকধুক করছে। হ্যারির কাছে ভয়ানক অস্বস্তিকর মনে হতে থাকল।

'আপনার কাছে কি আমার জন্য কোনো সংবাদ আছে?' হ্যারি বলল। মনে হল হ্যারির যাদুদণ্ডের আলোর কারণে বাথিলডা অস্বস্তি বোধ করছেন।

হ্যারি আবার প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে কি আমার জন্য কোনো সংবাদ আছে?'

ঠিক তখন বাথিলডা চোখ বুজলেন। এবং একই সঙ্গে কয়েকটি ঘটনা ঘটল। হ্যারি স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করতে শুরু করল; হরক্রুক্সটি এমনভাবে লাফাতে শুরু করল যে হ্যারির সোয়েটারের উপর দিয়ে সেটির লাফালাফি দেখা যেতে থাকল। অন্ধকার গন্ধময় রুমটি মুহূর্তের জন্য যেন ঠিক হয়ে গেল। সে আনন্দে ভরে উঠল এবং ঠাণ্ডা একটি কণ্ঠ উচ্চস্বরে তার ভেতর থেকে বলে উঠল, 'ওকে ধর!'

হ্যারি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দুলে উঠল। মনে হল যেন অন্ধকার দুর্গন্ধময় রুমটি আবার ওকে ঘিরে ধরেছে। হ্যারি ঠিক বুঝতে পারছে না ঘটনাটি কী ঘটছে।

'আপনার কাছে কি আমার জন্য কোনো সংবাদ আছে?' হ্যারি তৃতীয়বারের মত বলল আরো অনেক উচ্চকণ্ঠে।

'ওইদিকে' দেখ, বাথিলডা ফিসফিস করে বললেন। হাত তুলে এক কোণের দিকে দেখালেন। হ্যারি যাদুদণ্ডটি সেদিকে তুলে ধরল। দেখল পর্দা দেয়া জানালার ঠিক নিচেই একটি বিশৃংখল ড্রেসিং টেবিলের ছায়ার মত।

এবার আর বাথিলডা হ্যারিকে পথ দেখালেন না। হ্যারি বাথিলডা এবং অগোছানো একটি বেডের মাঝখানে চলে এল। সে বাথিলডা থেকে অন্যদিকে চোখ সরাতে চায় না।

'এটা কি?' সে ড্রেসিং টেবিলের কাছে পৌছে বলল। টেবিলটি কোমর সমান উঁচু। দেখে এবং গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে নোংরা জামাকাপড়ের স্তূপ।

'ওখানে,' বাথিলডা আবার বললেন। হাত দিয়ে আকারবিহীন বিশাল জায়গার দিকে দেখালেন।

হ্যারি সেদিকে তাকাতেই সে জবুথবু করা জায়গা থেকে তলোয়ারের মুক্তা খচিত বাট দেখতে পেল। বাথিলডা অস্বাভাবিক গতিতে নড়ে উঠলেন। হ্যারি চোখের কোণ দিয়ে তা দেখতে পেল। হ্যারি সেদিকে ফিরে তাকাতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তার হাত পা অবশ হয়ে এল। বাথিলডার শরীর নিচে পড়ে যাচ্ছে। আর সেই বিখ্যাত সাপটি বাথিলডার গলা যেখানে পড়ে আছে সেখান থেকে ধেয়ে আসছে।

হ্যারি তার যাদুদণ্ডটি তুলতে তুলতেই সাপটি আঘাত করল। হ্যারির হাতের উপর সাপের ছোবল এত দ্রুতগতিতে লাগল যে তার হাত থেকে যাদুদণ্ডটি সিটকে পাক খেতে-খেতে উপরের ছাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল। যাদুদণ্ডটির আলো ঘরের ভেতর ঘুরপাক খেল তারপর নিভে যেতে থাকল। হ্যারি শরীরের সাথে মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় এমন একটি প্রচণ্ড বাড়ি খেল যে ভেতরের সব বায়ু বের হয়ে আসল। হ্যারি পেছনের দিকে ড্রেসিং টেবিলের উপর পড়ল এক বোঝা নোংরা কাপড়ের ভেতরে-

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এক পাশে চলে গেল। সামান্য এক ইঞ্চির জন্য সাপের বিশাল লেজটি থেকে রক্ষা পেল। লেজটি ধরাম করে টেবিলের উপর পড়ল। মাত্র এক সেকেন্ড আগেই হ্যারি সেখানে ছিল। টেবিলের কাচের ভাঙা টুকরোগুলো হ্যারির উপর এসে পড়ল। হ্যারি মেঝের উপর বাড়ি খেল। মেঝেতে পড়া অবস্থায় সে হারমিয়নের ডাক শুনতে পেল, 'হ্যারি?'

হ্যারি উত্তর দেয়ার মত দম বুকে নিতে পারছে না। এরপর প্রচণ্ড কিছু একটা হ্যারিকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল। ও উপরে একটি শক্তিশালী পেশিবহুল কিছু অনুভব করল-

'না!,' হ্যারি দম নিতে চেষ্টা করে বলল। সে মেঝের সাঙ্গে লেপ্টে আছে।

'হ্যা!' ফিস ফিস করে একটি কণ্ঠস্বর বলল। 'ইয়েস! ধরেছি....তোকে ধরেছি....ধরেছি..'

'অ্যাকসিও....অ্যাকসিও ওয়্যান্ড....'

এতে কিছুই কাজ হল না। অতি দ্রুত হ্যারির যাদুদণ্ডটি দরকার। সাপটি হ্যারির শরীর কুণ্ডলি পাকিয়ে চেপে ধরছে। তার ভেতর থেকে চেপে সব বায়ু বের করে দিচ্ছে। হরক্রুক্সটি যেন বুকের ভেতরে ঢুকে যেতে চাচ্ছে চাপ পড়ার কারণে। একটি বরফের চাকা যেন জীবন্ত হয়ে উঠে থরথর করে কাপছে তার নিজের ধুকধুক করা হৃদপিণ্ডের কাছেই। হ্যারির মাথার ভেতরে শীতল আলোর প্রবাহ বয়ে যেতে থাকল। সমস্ত চিন্তা মাথার ভেতর থেকে ঝড়ের গতিতে ওলোটপালট হতে থাকল। নিজের দম আটকে আসতে থাকল দূরে সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সবকিছু

কেমন যেন....

একটি ধাতব হৃদপিণ্ড তার বুকের উপর বাড়ি দিচ্ছে, হ্যারির মনে হল এখন সে উড়ছে, হৃদপিণ্ডের উপর ভর করে উড়ছে। তার এখন কোনো ব্রুমস্টিক বা থ্রেস্টাল দরকার নেই....

হঠাৎ করে হ্যারি অন্ধকার দুর্গন্ধের মধ্যে যেন জেগে উঠল। নাগিনী ওকে ছেড়ে দিয়েছে। হ্যারি তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ালো এবং দেখল সাপটি সোজা আকার ধারণ করেছে একটি আলোর সামনে। সাপটি আঘাত করল। এবং হারমিয়ন চিৎকার করে একদিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তার হাতের যাদুদণ্ড থেকে ছুড়ে দেয়া কার্সটি গিয়ে জানালার উপর লাগল। জানালার কাচ টুকরোটুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘর ভরে উঠল। হ্যারি আরো একবার বৃষ্টির মত ভাঙা কাচ ছুটে আসায় লাফ দিল। তার পা পেন্সিল জাতীয় কোনো একটা কিছুর উপর পড়ল, সেটি হ্যারির যাদুদণ্ড-

সে ঝুকে পড়ে সেটি তুলে নিল। কিন্তু রুমটি সাপে ভরে গেছে। সাপটির লেজ ঝটপট বাড়ি দিচ্ছে। হারমিয়নকে দেখা গেল না। মুহূর্তের ভেতর হ্যারির মধ্যে একটি অজানা আশঙ্কা কাজ করল। কিন্তু তখনই বিকট জোরে একটি শব্দ হল এবং লাল আলো ঝলকে উঠল। সাপটি শুন্যে উঠে গেল। এটি উঠে যাবার সময় হ্যারিকে প্রচণ্ড আঘাত করল। ভারী এবং বিশাল শরীরের কুণ্ডলির পর কুন্ডলি সিলিঙের দিকে উঠল। হ্যারি তার যাদুদণ্ডটি তুলল। কিন্তু দণ্ডটি তোলামাত্র তার স্কারে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হতে থাকল। কয়েক বছরের ভেতরে এটিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে।

'সে আসছে! হারমিয়ন সে আসছে!'

হ্যারি চিৎকার করার সময় সাপটি নিচে পড়ল। ভয়ানকভাবে হুসহুস করছে। সবকিছু একটা হট্টগোলের ভেতর পড়ল। আবার উঠে হ্যারিকে আঘাত করার চেষ্টা করলে সে দ্রুত সরে গেলে এবার সাপটি দেয়ালের তাকের সঙ্গে বাড়ি খেলো। তাকের জিনিসপত্র সব টুকরোটুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বিছানার উপর দিয়ে লাফ দিল এবং কালো ছায়াটাকে গিয়ে ধরল। সে জানে ওই ছায়াটি হারমিয়ন-

তাকে বেডের উপর দিয়ে টেনে নেয়ার সময় হারমিয়ন ব্যাথায় ককিয়ে উঠল। সাপটি আবার জেগে উঠছে। কিন্তু হ্যারি জানে এর চেয়ে বড় বিপদ এগিয়ে আসছে। হয়তো এতক্ষণে গেটের কাছে চলে এসেছে। স্কারের কারণে হ্যারির মাথার ব্যাথায় ছিড়ে পড়ার যোগাড় হয়েছে-

হ্যারি হারমিয়নকে টেনে নিয়ে দৌড়াতে থাকলে সাপটি আবার আঘাত করল। হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'কনফ্রিংগো!'। তার ছুড়ে দেয়া স্পেলটি ঘর ভরে

ঘুরল। ওয়্যারড্রোবের কাঁচটি বিস্ফোরিত হল। স্পেলটি ওদের দিকে বাউন্স করে ফিরে এল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বাউন্স করতে থাকল। এর আঘাতে হ্যারির হাতের উল্টো পিঠে তাপ অনুভব করল এবং জ্বালাপোড়া করতে থাকল। ওর গাল কাচের আঘাত লেগে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। ওই অবস্থাতেই হ্যারি হারমিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ঝাপিয়ে বেডের থেকে ভাঙা ড্রেসিং টেবিলের উপর লাফ দিল এবং সেখান থেকে ভেঙে পড়া জানালা দিয়ে বাইরের দিকে শুন্যের ভেতর ঝাপ দিল। হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকারে বাইরে রাতের অন্ধকারে প্রতিধ্বনি উঠল। তখনো ওরা শুন্যে-

ঠিক তখনই যেন হ্যারির স্কারটি ফেটে পড়ল। সে যেন ভল্ডেমর্টে পরিণত হল। সে দুর্গন্ধময় বেডরুমের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। সে তার লম্বা সাদা হাত দিয়ে জানালার কার্নিশ ধরল। এবং টেকো মাথার লোকটি এবং ছোটখাটো মহিলাটিকে সুড়ুৎ করে সরে যেতে দেখল। সে প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে উঠল। সে চিৎকার চারদিকে অন্ধকারের ভেতর চার্চের ক্রিসমাস ডে'র ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে ধ্বনি তুলল....

তার চিৎকার একই সঙ্গে হ্যারির চিৎকার, তার ব্যাথা একই সঙ্গে হ্যারির ব্যাথা..... আগের মত ঘটনা এখানেও ঘটতে পারে...ওই ঘরের ভেতর সে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল...মৃত্যু...প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করেছে....শরীরের ভেতর থেকে কিছু একটা বের হয়ে আসছে। কিন্তু যদি সে কোনো কেউ না হয় তাহলে কেন নিজের মাথাটি এমন বিশ্রীভাবে আঘাত পেল....সে যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে এমন অসহনীয় ব্যাথা বোধ করবে কেন, মৃতের তো ব্যাথা অনুভব হয় না, এটা কি...।

ভেজা রাত, বাতাস বইছে। দু'টি ছোট ছেলে পামকিন ড্রেস পড়ে পাশাপাশি সামনের দিকে ঝুকে চত্বরের ভেতর হাঁটছে। দোকানের জানালাগুলো কাগজের তৈরি মাকড়শা দিয়ে সাজানো, মাগলদের জাঁকালো করে সাজানো বহিরাবরণের বিশ্ব, ওরা বিশ্বাস করে না ...

'*চমৎকার পোশাক*, মিস্টার!'

সে দেখল ছেলে দুটো তাকে ইতস্তত ভাবে দৌড়াতে দেখে হাসছে। তার আলখাল্লার ভেতর দিয়ে নিচের পা বের হয়ে আছে। ওরা দেখেছে ওর হাপিয়ে ওঠা মুখটি। এরপর বাচ্চা দুটো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল....আলখাল্লার নিচে হাত দিয়ে সে যাদুদণ্ডটি ধরল....মুহূর্তের একটা ছোট ঘটনা ঘটে গেলে শিশু দুটো আর কখনো মায়ের কাছে পৌছতে পারবে না...কিন্তু একেবারেই তা অপ্রয়োজনীয়...

সে আর একটি অন্ধকার রাস্তায় চলতে শুরু করল অবশেষে তার গন্তব্যটি সে

দেখতে পেল। ফিডেলিউস চার্ম ভেঙে গেছে। কিন্তু ওরা এখনো তা জানে না। সে প্রায় নিঃশব্দ পায়ে ঝরা পাতার উপর দিয়ে হেঁটে ফুটপাতে উঠল। সে ঝোপঝাড়ের সমান উচু পর্যন্ত থেকে তার উপর দিয়ে তাকালো...

জানালায় ওরা পর্দা টানায়নি। সে ওদেরকে পরিস্কার দেখতে পেল। লম্বা কালো চুলের একজন লোকের চোখে গ্লাস। সে তার যাদুদণ্ড থেকে রঙীন ধোয়ার কুণ্ডলী তৈরি করছে এবং নীল পাজামা পরা ছোট্ট একটি কালো চুলের বাচ্চা তা দেখে মজা পাচ্ছে। শিশুটি হাসছে এবং সেই ধোয়া তার ছোট হাতের মুষ্টিতে ধরতে চেষ্টা করছে.... ভেতরে একটি দরোজা খুলে গেল এবং বাচ্চাটির মা প্রবেশ করলেন। কিছু একটা বললেন, কিন্তু বাইরে থেকে সে শুনতে পেল না। মহিলার লম্বা কালো চুল মুখের উপর এসে পড়েছে। লোকটি ছেলেটিকে একটানে তুলে নিল এবং মায়ের কাছে দিল। সে তার যাদুদণ্ডটি সোফার এক পাশে ছুড়ে রাখল এবং টানটান হয়ে আলস্য ভাঙল...

সে বাইরের গেটটি ধাক্কা দিতেই ক্যাচ করে খুলে গেল। কিন্তু জেমস পটার ভেতর থেকে তা শুনতে পেলেন না। সে দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা হাত দিয়ে আলখাল্লার নিচ থেকে যাদুদণ্ডটি বের করল এবং ঘরের দরোজার দিকে তাক করল। দরোজাটি দরাম করে খুলে গেল।

সে দরোজার আড়কাঠের উপর দাড়ালো। জেমস দেখে হলের ভেতর দৌড় দিল। কিন্তু কাজটি ছিল খুবই সহজ,..এত সহজ যে তাকে যাদুদণ্ডটি তুলতে পর্যন্ত হল না....'লিলি, হ্যারি কে নিয়ে পালাও! সে চলে এসেছে! দৌড়াও! আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখছি-

যাদুদণ্ড ছাড়াই তাকে ঠেকিয়ে রাখবে!...সে কার্সটি ছোড়ার আগে অট্টহাসি দিল...

'অ্যাভাডা কেদাভ্রা!'

ঘরে সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চার ঠেলাগাড়িটি গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল, এর ঝলকানিতে ব্যানিস্টারগুলো জ্বলন্ত লোহার মত আলোকিত হল। এবং জেমস পটার পড়ে গেলেন একটি পুতুলনাচের পুতুলের তার ছিড়ে পড়ে যাওয়ার মত করে...

সে উপরের তলা থেকে মহিলার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। আটকে পড়েছেন। কিন্তু সে সতর্ক হলে তার ভয়ের কিছু ছিল না। সে উপরে উঠে এল। শব্দ শুনতে পেল যে মহিলা চারদিকে জিনিসপত্র দিয়ে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করছে,....তার উপর এমনকি একটি যাদুদণ্ড ধরা নেই... ওরা কতটাই না বোকামি করেছে কতটা বিশ্বাস করেছে। মনে করেছে বন্ধুদের মাঝে ওরা নিরাপদ। যাদুদণ্ড সামান্য সময়ের জন্য কাছে না থাকলে ক্ষতি নেই...

সে ধাক্কা দিয়ে দরোজা খুলল। চেয়ার এবং বাক্স দিয়ে যে বাধা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন মহিলা সেগুলো যাদুদণ্ড দিয়ে ছিটকে সরিয়ে দিল। মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তার কোলে ছোট শিশুটি। তাকে দেখেই মহিলা বাচ্চাটিকে পেছনের বিছানায় ফেলে দিয়ে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন। মনে করলেন যেন এতে কাজ হবে। যেন বাচ্চাটিকে আড়াল করতে পারবেন। সর্বশেষ আশা হিসাবে তিনি এই পথ বেছে নিলেন...

'হ্যারিকে না, হ্যারিকে না, প্লিজ হ্যারিকে না!'

'সরে যাও মেয়ে! এক্ষণি সরে যাও...'

'হ্যারিকে না! প্লিজ,তার চেয়ে বরং আমাকে হত্যা করো...'

'এই আমার শেষ ওয়ার্নিং-'

'হ্যারিকে না! প্লিজ...ক্ষমা চাই....দয়া করো...হ্যারিকে না! আমি সব কিছু করতে রাজি আছি..

'সরে যাও বলছি! সরে যাও!'

সে তাকে সরিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু দুটোকে একসঙ্গে খতম করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল...

ঘরের ভেতর সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল। এবং মহিলাও তার স্বামীর মত হেলে পড়ে গেলেন। এতক্ষণ শিশুটি কাঁদেনি: সে দাঁড়াতে পারে, সে তার ছোট বিছানাটির পাশের রড ধরে দাঁড়ালো এবং অতি আগ্রহ নিয়ে ঘরে প্রবেশকারীর দিকে তাকালো। হয়তো চিন্তা করেছে তার বাবা আলখাল্লার নিচে লুকিয়েছেন। তিনি যাদুদণ্ড থেকে আলো জ্বালাচ্ছেন। হয়তো ভাবছে মা এখনি হাসতে হাসতে উঠে আসবেন-

সে বাচ্চাটির মুখের উপর সতর্কতার সঙ্গে যাদুদণ্ডটি তাক করলো। সে ঘটনাটি দেখতে চায়। নিজের ব্যাখ্যাতীত ধ্বংসটি দেখতে চায়। শিশুটি কাঁদতে শুরু করল। বাচ্চাটি দেখতে পেয়েছে যে লোকটা জেমস না। আর সে এই কান্নার বিষয়টি পছন্দ করল না। সে এতিমখানায় থাকতে এতিম ছোট শিশুর এই কান্না সহ্য করতে পারতো না-

'অ্যাভাডা কেদাভ্রা!'

ঠিক তখনই সে ভেঙে পড়ল। সে এখন শুধু যন্ত্রণা আর ত্রাস ছাড়া কিছুই না, তাকে এখন লুকিয়ে পড়তে হবে। এই ভাঙাচোরা আর ধ্বংসস্তূপের ভেতরে না, যেখানে শিশুটি চিৎকার করছে...বরং অনেক দূরে....অনেক দূরে ...

'না,' সে গুমগুম করে বলল। সাপটি হিসহিস করে শব্দ করছে এলোমেলো মেঝের উপর। আর সে নিজে শিশুটিকে একদিকে যেমন হত্যা করেছে, আবার অন্যদিকে সে নিজেই শিশুটি..

'না....'

এখন সে বাথিলডার ভাঙা জানালায় দাঁড়িয়ে। তার সে স্মরণীয় পরাজয়ের স্মৃতি উঠে এসেছে। তার পায়ের কাছে সাপটি ভাঙা জিনিসপত্রের উপর নড়াচড়া করছে। সে নিচের দিকে তাকালো...এবং কিছু একটা দেখল... ভয়ানক কিছু একটা..

'না...'

'হ্যারি, সবকিছু ঠিক আছে, সব ঠিক?'

সে নিচু হল এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবিটি নিচ থেকে তুলল। এই হল সেই অজানা চোরটি, যে চোরকে সে খুঁজছে..

'না..আমি সেটি হাত থেকে ফেলে দিয়েছি.. ফেলে দিয়েছি...'

'হ্যারি, সবকিছূ ঠিক আছে, হ্যারি ওঠ! জেগে ওঠ!'

এবার সে হ্যারিতে পরিণত হল। ভোল্ডেমর্ট নয়, হ্যারি...এবার যে জিনিসটি হিসহিস করছে সেটি ওই সাপটি না...

হ্যারি চোখ মেলে তাকালো।

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'হ্যারি, তুমি কী সুস্থ বোধ করছ?'

'হ্যাঁ,' সে মিথ্যা করে বলল।

সে একটি তাবুর ভেতরে। তার একটি বেডে কম্বলের উপর শুয়ে আছে। শীতের ধরণ দেখে সে বলতে পারে এখন প্রায় ভোর, তাবুর ক্যানভাসের ছাদের বাইরে আলো। সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। চাদর এবং কম্বলের থেকে তা বুঝতে পারছে।

'আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি'

'হ্যাঁ,' হারমিয়ন বলল। 'তোমাকে তোমার বিছানায় উঠাতে আমাকে একটি হোবার চার্ম ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি তোমাকে তুলতে পারছিলাম না.....মানে, তুমি ঠিক শান্ত ছিলে না...'

হারমিয়নের বাদামী চোখের নিচে রক্তিম ছায়া পড়েছে। হ্যারি লক্ষ করল তার হাতে একটি ছোট স্পঞ্জ। সে হ্যারির মুখ মুছে দিচ্ছিল।

হারমিয়ন বলল, 'তুমি অসুস্থ হ্যারি, পুরোপুরি অসুস্থ।'

'কতক্ষণ আগে আমরা সরে এসেছি?'

'কয়েক ঘণ্টা আগে। এখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।'

'আমি কী...মানে, অচেতন ছিলাম?'

হারমিয়ন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'ঠিক তা বলা যায় না। তুমি চিৎকার করছিলে এবং গোঙাচ্ছিলে....বিষয়টি এমনই ছিল।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে কারণে হ্যারি অস্বস্তি বোধ করল। সে এমন কি করেছে? ভল্ডেমর্টের মত কার্সের কারণে চিৎকার করেছে? ছোট বিছানার সে ছেলেটির মত কেঁদে উঠেছে?

'আমি তোমার কাছ থেকে হরক্রুক্সটি খসাতে পারিনি,' হারমিয়ন বলল। এবং হ্যারি বুঝতে পারল যে হারমিয়ন প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাচ্ছে। 'সেটি তোমার সঙ্গে গেথে ছিল। তোমার বুকের সঙ্গে লেগে ছিল। তোমার বুকে একটি দাগ বসে গেছে। আমি দুঃখিত, আমাকে এটা খসাতে একটি সেভারিং চার্ম ব্যবহার করতে হয়েছে। সাপটিও তোমাকে ছোবল দিয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষত আমি বেশ কিছুটা পরিস্কার করেছি, সেখানে গাছের রস লাগিয়ে দিয়েছি...'

সে টেনে তার পরণের ভেজা টি-শার্টটি খুলে ফেলে দিল এবং মাথা নিচু করে বুকের দিকে তাকালো। বুকের উপর ডিম্বাকৃতির একটি রক্তিম দাগ হয়ে আছে ঠিক যেখানটায় হরক্রুক্স লেগেছিল সেখানে। সে হাতের উপরও একটি গভীর ক্ষত দেখতে পেল।

'হরক্রুক্সটি কোথায় রেখেছ?'

'আমার ব্যাগের ভেতর। আমার মনে হয় আপাতত কাছে রাখতে পারি।'

হ্যারি পেছন দিকে বালিশে হেলান দিল। হারমিয়নের হাতের দিকে, বিষন্ন মুখের দিকে তাকাল।

'আমাদের গোড্রিচ হলোতে যাওয়া উচিত হয়নি। এটা পুরোপুরি আমার দোষ। এর জন্য সম্পূর্ণ আমি দায়ি হারমিয়ন, আমি দুঃখিত।'

'তোমার কোনো দোষ নেই, আমি নিজেও তো যেতে চেয়েছিলাম। আমি সত্যিই ভেবেছিলাম ডাম্বলডোর তোমার জন্য সেখানে তলোয়ারটি রেখে গেছেন।'

'হ্যাঁ, আমরা একটি ভুল ধারণা করেছিলাম, তাই না?'

'কি ঘটেছিল হ্যারি? তোমাকে বাথিলডা উপরে নিয়ে যাওয়ার পর কি ঘটেছিল? সাপটি কোথাও লুকিয়েছিল? সরাসরি বেরিয়ে এসে বাথিলডাকে হত্যা করল এবং তোমাকে আক্রমণ করল?'

'না,' হ্যারি বলল। 'সে হল সাপটি, অথবা সাপটি তার আকার ধারণ করেছিল- যাই বলো।'

'কি!'

হ্যারি চোখ বন্ধ করল। সে এখনো বাথিলডার ঘরের গন্ধ নাকে পাচ্ছে। সেটাই ভয়ানক সব কিছু খোলাসা করে দিচ্ছে।

'বাথিলডা কোনো একটি সময় মরে গিয়েছিলেন। সাপটি...সাপটি ছিল তার ভেতরে। ইউ-নো-হু সেটা গোড্রিচ হলোতে রেখে দিয়েছিল অপেক্ষা করতে। তোমার কথাই ঠিক। সে জানতো যে আমি ফিরে যাবো।'

'সাপটি বাথিলডার ভেতরে ছিল?'

হ্যারি আবার চোখ খুলল। হারমিয়নকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'লুপিন বলেছিল যে সেখানে এমন ম্যাজিক থাকতে পারে যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সেখানে সবকিছুই পারসেলটঙ। আমি সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু অবশ্যই আমি তাকে ধরতে পেরেছি। আমরা যখন উপরের তলায় গেলাম তখন সাপটি ইউ-নো-হু'কে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। আমি আমার নিজের ভেতরে সেটা শুনতে পেয়েছি। আমার মস্তিষ্কের ভেতর। আমি তার উত্তেজিত হয়ে ওঠা অনুভব করেছি। সে বলছিল আমাকে সেখানে আটকে রাখতে...এবং তারপর....'

সে স্মরণ করল বাথিলডার গলা দিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার কথা। হারমিয়নের সব বিস্তারিত জানার প্রয়োজন নেই।

'সে পাল্টে গেল, পাল্টে একটি সাপে পরিণত হল এবং আমাকে আক্রমণ করল।'

সে আবার মাথা নিচু করে ক্ষতটা দেখল।

'মনে হল সে আমাকে হত্যা করতে চায়নি, সে শুধু ইউ-নো-হু আসা পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখতে চেয়েছিল।'

সে যদি সাপটিকে কোনোক্রমে মেরে ফেলতে পারতো তাহলে একটা কাজের কাজ হতো। সে উঠে বসল এবং গায়ের থেকে চাদরটি ফেলে দিল।

'হ্যারি না। আমি নিশ্চিত তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

'এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু তোমাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে। আমি এখন ঠিক আছি। আমি কিছুক্ষণ চারদিকে নজর রাখি। আমার দণ্ডটি কোথায়?'

হারমিয়ন নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার চোখে পানি টলমল করছে।

'হ্যারি...'

'আমার যাদুদণ্ডটি কোথায়?'

হারমিয়ন বিছানার পাশে নিচু হল এবং যাদুদণ্ডটি বের করে আনল। হ্যারির হাতে দিল।

কারুকাজ করা ফিনিক্স দণ্ডটি দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ফিনিক্সের একটি দুর্বল পালক দিয়ে কোনোক্রমে দুটো অংশের মধ্যে তারের মত সংযোগ লেগে আছে। হ্যারি দণ্ডটি হাতে তুলে নিয়ে এমনভাবে ধরল যেন জীবিত কোনো কিছু আহত হয়ে ভুগছে। সে ঠিক মত চিন্তা করতে পারছে না: সবকিছু কেমন ওলোটপালট লাগছে। আতঙ্কিত মনে হচ্ছে, সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। সে যাদুদণ্ডটি হারমিয়নের হাতে তুলে দিল।

'এটা ঠিক করো প্লিজ!'

'হ্যারি, এটা এমনভাবে ভেঙেছে যে আমার মনে হয় না-'

'প্লিজ হারমিয়ন, চেষ্টা করো!'

'রে- রেপারো!'

ঝুলে থাকা অংশটি পড়ে যেতে থাকল। হ্যারি সেটিকে ধরে ফেলল।

'লিউমস!'

যদিদণ্ডটি নিস্তেজভাবে জ্বলে উঠল, তারপর নিভে গেল। হ্যারি সেটিকে হার-মিয়নের দিক তাক করল।

'এক্সপেলিয়ারমাস!'

হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি সামান্য কেঁপে উঠল। কিন্তু তার হাত থেকে খসে গেল না। যাদুর একটি দুর্বল স্পেল হ্যারির দণ্ডটির জন্য বেশি হয়ে গেল। সেটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। হ্যারি যাদুদণ্ডটির দিকে তাকালো। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো। সে কী দেখছে সেটা ভাবতেই পারল না...এই যাদুদণ্ডটি অনেক ঝক্কি ঝামেলা পার করেছে...

'হ্যারি,' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। এত আস্তে আস্তে বলল যে হ্যারির জন্য শোনা কঠিন। 'আমি খুবই দুঃখিত। কাজটি সম্ভবত আমারই। আমরা যখন বের হয়ে আসতে চাচ্ছিলাম তখন সাপটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাই তখন আমি একটি ব্লাস্টিং কার্স ছুড়েছি। এবং সেটি চারদিকে লাফিয়ে ফিরছিল। সেটা অবশ্যই...অবশ্যই তোমার দণ্ডটিকে আঘাত করেছে।'

'এটা একটি দুর্ঘটনা,' হ্যারি বলল যন্ত্রের মত। সে শুন্যতা বোধ করছে, হতভম্ব হয়ে গেছে। 'আমরা...আমরা এটি সারাবার একটি পথ বের করব।'

'হ্যারি আমার মনে হয় না আমরা তা করতে পারব,' হারমিয়ন বলল। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। 'মনে আছে রনেরটার কথা? সে যখন একটি গাড়ির নিচে ফেলে তার যাদুদণ্ডটি ভেঙে ফেলেছিল? সেটি আর ঠিক হয়নি, তাকে আরেকটি নতুন যাদুদণ্ড নিতে হয়েছিল।'

হ্যারি ওলিভ্যান্ডারের কথা স্মরণ করল; তাকে ভোল্ডেমর্ট অপহরণ করে আটকে রেখেছে। গ্রেগোরোভিচতো মারাই গেছে। আরেকটি নতুন যাদুদণ্ড হ্যারি পাবে কীভাবে?'

'ঠিক আছে,' হ্যারি নিজেরটা রেখে বলল, 'ঠিক আছে, আমি এখনকার মত তোমার দণ্ডটি ধার নিচ্ছি। শুধু নজরদারি করার সময়টুকুর জন্য।'

চোখের পানিতে হারমিয়নের মুখটা চিকচিক করছে। সে তার যাদুদণ্ডটি হ্যারির হাতে দিল। এবং হ্যারি তাকে বিছানায় বসা অবস্থায় রেখে তার কাছ থেকে সরে যাওয়া ছাড়া হ্যারি আর কিছু চাইল না।

অধ্যায়-১৮

দ্য লাইফ এন্ড লাইস অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর

সূর্য ধীরে ধীরে আরো উপরে উঠে আসছে। মাথার উপর পরিস্কার বর্ণহীন বিস্তৃত আকাশ। তার কাছে এবং তার সমস্যাগুলোর কাছে এখন এসবের কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। হ্যারি তাবুর প্রবেশ পথে এসে বসল এবং বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নিল। সুর্যের উদয় এবং পাহাড়ের চূড়ায় বরফের উপর তার প্রতিফলনে যে অপূর্ব সৌন্দর্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে করার কথা- কিন্তু হ্যারির সেদিকে মনযোগ নাই। যাদুদণ্ডটি খোয়ানো তাকে খোচাচ্ছে। সে বাইরে উপত্যকার দিকে তাকালো। পুরো এলাকা যেন বরফের কম্বল গায়ে দিয়ে আছে। এই নিঃস্তব্ধতার ভেতর দূর থেকে চার্চের ঘণ্টার শব্দ বাজছে ঢং ঢং।

হ্যারির এ দিকেও নজর নেই, সে আঙুল দিয়ে হাতের মাংসপেশি খামচে ধরছে, যেন ব্যথা প্রশমন করতে চাচ্ছে। কতবার যে সে নিজের ওই ক্ষত থেকে রক্ত বের করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এক সময় সে তার ডান হাতের সবগুলো হাড় খুইয়েছিল। এবারের অভিযানে ইতিমধ্যেই কপালের এবং হাতের পাশাপাশি বুকের উপর এবং হাতে আরো দুটি স্কার জুটেছে। কিন্তু কখনই, অন্তত এ পর্যন্ত কখনোই নিজে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েনি, যদিও ম্যাজিক্যাল পাওয়ারের সবচেয়ে ভাল দিকটা এখন আর নেই। সে ভাল করেই জানে এ কথা বললে হারমিয়ন কি উত্তর দেবে। বলবে, যাদুদণ্ডটিও একজন উইজার্ডের, যেমন থাকার কথা তেমনিই তো আছে। কিন্তু হারমিয়নের এ ধারণা ভুল। তার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। হারমিয়ন বুঝতে পারেনি যে তার যাদুদণ্ডটির সরু কম্পাসের মত অগ্রভাগ ঘোরে এবং শত্রুদের উদ্দেশে সোনালী ধোঁয়ার কার্স ছুড়তে পারে। সে টুইন কোর্স প্রোটেকশন পুরোপুরি হারিয়েছে। এখন এটি চলে যাবার পর সে বুঝতে পারছে এটি কত কাজে লেগেছে।

সে পকেট থেকে যাদুদণ্ডের ভাঙা অংশটি বের করে সেটির দিকে না তাকিয়ে গলায় ঝোলানো হ্যাগ্রিডের দেয়া ছোট ব্যাগটার ভেতরে রেখে দিল। ব্যাগটা ভাঙা জিনিসপত্রে এমনভাবে ভরে গেছে যে আর কিছু আটবে না। হ্যারি ভেতরে হাত দিতেই হাতে ঠেকল পুরাতন স্নিচ। এক মুহূর্তের জন্য হ্যারির ইচ্ছা হল ওগুলো টেনে বার করে ছুড়ে ফেলে দিতে। এগুলো কোনো কাজেই আসবে না। এগুলো সব ডাম্বলডোরের রেখে যাওয়া অকেজো জিনিসের মত-

ডাম্বলডোরের প্রতি তার ক্রোধ এখন লাভার মত রুপ ধারণ করেছে। তার ভেতরটা পুড়ছে। সব ধরনের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। পুরোপুরি হতাশ হয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, গোড্রিচ হলোতেই একমাত্র উত্তর আছে। নিজেদেরকে এটা বোঝালো যে গোড্রিচ হলোতেই ফিরে যেতে হবে। ডাম্বলডোর সেখানেই ওদের জন্য গোপন পথটি রেখে গেছেন। কিন্তু কোনো ম্যাপ নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই। ডাম্বলডোর ওদেরকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে গেছেন। এখন লড়তে হবে অজানা, অচেনা শক্তির সঙ্গে। কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করা হয়নি, তাদের হাতে কোনো তরবারি নেই, এখন তো হ্যারির যাদুদণ্ডটিও নেই। অধিকন্তু হ্যারি সেই চোরের ছবিটি হাত থেকে ফেলে দিয়েছে। এখন ভল্ডেমর্টের জন্য খুজে বের করা আরো সহজ হবে যে চোরটি কে...ভল্ডেমর্টের হাতে এখন সব ইনফরমেশন আছে...

'হ্যারি?'

হারমিয়নের মুখটা আতঙ্কিত হয়ে আছে, যেন তার নিজের যাদুদণ্ড দিয়েই হ্যারি তার দিকে কার্স ছুড়ে দিয়েছে। হারমিয়নের চোখের জলে মুখটা জলছাপ

পড়ে গেছে। সে নিচু হয়ে হ্যারির পাশে বসল। তার কাঁপা হাতে দু' কাপ চা। বাহুর নিচে মোটা ধরণের কিছু একটা।

'ধন্যবাদ,' হাতে এক কাপ চা তুলে নিয়ে হ্যারি বলল।

'আমি তোমার পাশে বসে কথা বললে রাগ করবে?'

'না,' হ্যারি বলল। কারণ সে হারমিয়নের অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না।

'হ্যারি, তুমি জানতে চাচ্ছিলে যে ছবির লোকটি কে। ওয়েল...আমার কাছে একটি বই আছে।'

আলতো করে সে বইটি হ্যারির কোলে ঠেলে দিল। ঝকঝকে এক কপি বই 'দ্য লাইফ এণ্ড লাই'স অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর'।

'কোথায়...কীভাবে...?'

'বইটি বাথিলডার বসার ঘরে ছিল। জাস্ট পড়েছিল...বইটির উপরে এই নোটটি লাগানো ছিল।'

হারমিয়ন প্রথম কয়েক লাইন উচ্চস্বরে পড়ে শোনালো।

"ডিয়ার ব্যাটি, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। এটি সেই বইয়ের একটি কপি। আশা করি তোমার ভালো লাগবে। তুমি যে সব কথা বলেছিলে, তোমার তা মনে নাও থাকতে পারে। রিটা।" আমার ধারণা এই বইটি অবশ্যই প্রকৃত বাথিলডা বেঁচে থাকতে তার কাছে এসেছিল। কিন্তু তিনি হয়তো বইটি পড়ার মত অবস্থায় ছিলেন না।'

'না, সম্ভবত তিনি ছিলেন না।'

হ্যারি নিচের দিকে তাকিয়ে ডাম্বলডোরের ছবিটি দেখল এবং একটি নিষ্ঠুর আনন্দ তার ভেতর বয়ে গেল। এখন সে নিশ্চিতভাবে জানে যে ডাম্বলডোর তাকে বলতে চেয়ে থাকুক আর না থাকুক, তিনি হ্যারির কাছে বলাটাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেননি।

'তুমি এখনো আমার উপর রাগ করে আছো, তাই না?' হারমিয়ন বলল। হ্যারি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার চোখ দিয়ে আবারো পানি গড়িয়ে পড়ছে। হ্যারি জানে তার ভেতরের ক্রোধটি মুখের ছবিতে উঠে আসায় হারমিয়ন সেটা দেখতে পেয়েছে।

'না,' সে শান্তভাবে বলল। 'না হারমিয়ন, আমি ভাল করেই জানি এটি ছিল একটি দুর্ঘটনা। তুমি আমাদেরকে জীবিত বের করে আনতে চেষ্টা করেছিলে। এবং কঠিন কাজ করেছ। তুমি এগিয়ে না এলে আমাকে মরতে হতো।'

সে হারমিয়নের মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। তারপর বইটির দিকে মনোযোগ দিল। বইয়ের মলাটের অংশগুলো একেবারে আনকোরা নতুন রয়েছে। এটা পরিস্কার যে এর আগে এই বইটি খোলা হয়নি। সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা

উল্টে গেল ফটোগ্রাফ দেখার জন্য। যে ছবিগুলো সে আশা করছিল তারই একটা সে প্রথমেই দেখতে পেল। ডাম্বলডোর এবং তার সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে কোনো একটি তামাশার কারণে। হ্যারি ছবির ক্যাপশনের দিকে তাকালো;

অ্যালবাস ডাম্বলডোর, তার মায়ের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই
বন্ধু গেলার্ট গ্রিনডেলভাল্ডের সঙ্গে।

হ্যারি বেশ খানিকক্ষণ শেষ বাক্যটির দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। তার বন্ধু গ্রিনডেলভাল্ড। সে পাশ ফিরে হারমিয়নের দিকে তাকালো। সেও এমনভাবে নামটির দিকে তাকিয়ে আছে যেন তার চোখ দুটো বিশ্বাস করতে পারছে না। মন্থর গতিতে সে মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকালো।

'গ্রিনডেলভাল্ড?'

ফটোগ্রাফির কথা বাদ দিয়ে হ্যারি অন্যান্য পাতায় আরো কোথায় এই ভয়ানক নাম আছে তা দেখতে থাকল। এবং সে অল্পতেই পেয়ে গেল। এবং গোগ্রাসে পড়তে শুরু করল। কিন্তু অল্পতেই খেই হারিয়ে ফেলল। আর বেশিদূর পড়ে কোনো লাভ নেই, যা পড়ার তা পড়ে ফেলেছে। এরপর হ্যারি ঘটনাক্রমে দেখল সে ভিন্ন একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। অধ্যায়টির নাম 'দ্য গ্রেটার গুড'। একসঙ্গে হ্যারি এবং হারমিয়ন পড়তে শুরু করল :

এখন তার ১৮তম জন্মদিন আসছে। ডাম্বলডোর হোগার্টকে উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ করে রেখে গেছেন- হেড বয়, উইনার অব দি বারনাবুস 'ফিঙ্কলে প্রাইজ ফর একসেপশনাল স্পেল-কাস্টিং, ব্রিটিশ ইয়ুথ রিপ্রেজেনটেটিভ টু দ্য উইজেনগামোট, গোল্ড মেডেল উইনার ফর গ্রাউন্ড ব্রেকিং কনট্রিবিউশন টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যালকেমিক্যাল কনফারেন্স ইন কায়রো। ডাম্বলডোর আশা করেছিলেন পরবর্তীতে এলফিয়াস ডোজে কে নিয়ে একটি গ্রান্ড ট্যুর করবেন। কিন্তু পরে স্কুল থেকে তার অধিনস্ত একজনকে পছন্দ করেছিলেন।

দুজন তরুণ অপেক্ষা করছিল লন্ডনের লিকি কোলড্রনে। পরের সকালে গ্রিসের উদ্দেশে যাত্রা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক তখনই একটি পেঁচা ডাম্বলডোরের মায়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে। ডগব্রেথ ডোজে তার বইয়ের জন্য ইন্টারভিউ দিতে অস্বীকার করেন। যার ফলে পরবর্তীতে কী ঘটতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তার চিন্তাটা জনগণের কাছে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। তিনি কেন্দ্রার মৃত্যুকে নিদারুন এক আঘাত বলে গ্রহণ করেছেন। আর ডাম্বলডোর তার অভিযান ত্যাগ করেছেন আত্মত্যাগ হিসাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাম্বলডোর গোড্রিচ হলোতে ফিরে এসেছিলেন। দৃশ্যত তার

ভাইবোনের দেখাশোনার জন্য। কিন্তু কতটা দেখাশোনা তিনি প্রকৃতপক্ষে করেছেন?

'ওই আবারফোর্থ ছিলেন একজন বিকারগ্রস্থ লোক,' বলেছেন এনিড স্মিক। তার পরিবার তখন গোড্রিচ হলোর আশেপাশে বাস করতো। 'বন্য ধরনের লোক। অবশ্যই তার বাবা এবং মা মারা গেছে, সে কারণে তার জন্য দুঃখ করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হল সে আমার মাথার ভেতর ছাগলের নাদা ছুঁড়ে দেয়। আমার মনে হয় না ডাম্বলডোর তার ব্যাপারে কখনো অস্থির হয়েছে। আমি কিন্তু তাদেরকে কখনো একত্রে দেখিনি।'

সুতরাং, যদি বন্য ভাইটির শান্তির ব্যবস্থা নাই করতে পারে তাহলে ডাম্বলডোর কি করেছেন? দেখে শুনে মনে হয় এর উত্তর হল তার বোনকে দিনের পর দিন তালাবদ্ধ করে রাখা। যে কারণে তার প্রথম বন্দীকারীর মৃত্যু হলেও অরিয়ানার দুঃখজনক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার অস্তিত্বের কথা ডগব্রেথ ডোজের মত অল্প কিছু লোক জানতো, যারা বিশ্বাস করতো যে সে অসুস্থ।

এরকম আরেকজন বিশ্বাস করা পারিবারিক বন্ধু ছিলেন বাথিলডা ব্যাগশট। তিনি যাদু বিষয়ক নন্দিত ইতিহাসবিদ। তিনি অনেক বছর গোড্রিচ হলোতে বাস করেছেন। গ্রামে প্রথম যখন পরিবারটি গিয়েছিল তখন বাথিলডা পরিবারটিকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর লেখক বাথিলডা হগোয়ার্টে অ্যালবাসের কাছে একটি পেঁচা পাঠিয়েছিলেন ডাম্বলডোরের ট্রান্স স্পেসিস ট্রান্সমিটার লেখার প্রতি মুগ্ধ হয়ে। আজ ওই ট্রান্স স্পেসিসের কারণেই ট্রান্সফিগার সম্ভব হচ্ছে। এই পরিচয়ের থেকে পুরো ডাম্বলডোর পরিবারের সঙ্গে তার জানাশোনা হয়ে ওঠে। কেন্দ্রার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পুরো গোড্রিচ হলোতে বাথিলডাই ছিলেন একমাত্র মানুষ যিনি ডাম্বলডোরের মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাথিলডা জীবনের প্রথমভাগে যে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন তা এখন স্তিমিত হয়ে গেছে। ইভর ডিলসনবাই তার কথা আমাকে বলেছে, 'আগুন জ্বলছে, কিন্তু পাতিল খালি। আবার একটুখানি ঘুরিয়ে বলে, সে হল বেজির শুকনো গু'র মত নাদা। তা সত্ত্বেও রিপোর্ট কৌশলের প্রচেষ্টা এবং পরীক্ষা আমাকে পুরো কলঙ্গজনক ঘটনা একে একে সাজিয়ে নিতে সামর্থ করেছে।

উইজার্ডিং জগতের অন্যদের মতই বাথিলডা কেন্দ্রার অপরিণত বয়সের মৃত্যুকে ব্যাকফায়ারিং চার্ম বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী বছরগুলোতে অ্যালবাস এবং আবারফোর্থ একই কথা রিপিট করেছেন মাত্র। বাথিলডাও একই পথ অনুসরণ করে অরিয়ানাকে দুর্বল ও ক্ষীণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে বাথিলডার মূল্য রয়েছে তাহল তিনি, একমাত্র তিনি

ডাম্বলডোরের পুরো জীবনের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানেন। এবার এই প্রথমবারের মত সব কথা বেরিয়ে এসেছে। ডাম্বলডোরকে যারা বিশ্বাস করে এবং যারা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষি তাদের সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে: ডার্ক আর্টের প্রতি তার ঘৃণা, মাগলদের দমনে তার বিরোধিতা এমনকি তার পরিবারের প্রতি অবদান নিয়েও।

এতিম হয়ে এবং পরিবারের প্রধান হয়ে ডাম্বলডোর যে গ্রীষ্মে গোড্রিচ হলোর বাড়িতে গিয়েছিলেন সেই একই গ্রীষ্মে বাথিলডা তার ভাগ্নে গেলার্ট গ্রিনডেলভাল্ডকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছিলেন।

যথাযথভাবেই গ্রিনডেলভাল্ড ছিলেন বিখ্যাত। সর্বকালের অন্যতম বিপদজনক ডার্ক উইজার্ড হিসাবে তার নাম ছিল তালিকার শীর্ষে। কিন্তু এক প্রজন্ম পর তার মুকুটটি চুরি করে নিতে ইউ-নো-হু আবির্ভূত হলে তার নাম তালিকা থেকে নেমে যায়। কিন্তু গ্রিনডেলভাল্ড ব্রিটেনে তার সন্ত্রাসকে বিস্তৃত করেননি। তার ক্ষমতার উচ্চাসনে বসার ইতিহাসটি খুব একটা জানা নেই।

পড়াশোনা করেছেন ডার্মস্ট্যাঙে। এই স্কুলটি ডার্ক আর্টের কারণে বিখ্যাত। গ্রিনডেলভাল্ডও ডাম্বলডোরের মত নিজেকে মেধাবী বলে প্রমাণ করেছেন। তার নিজের যোগ্যতাকে অ্যাওয়ার্ড এবং প্রাইজের দিকে না নিয়ে নিজে অন্য দিকে ঝুকে পড়েছেন। ১৬ বছর বয়সে ডার্মস্ট্যাঙ তার ব্যাপারে আর চুপ থাকতে পারেনি। তখন তিনি সেখান থেকে বরখাস্ত হন।

তারপর থেকে গ্রিনডেলভাল্ড সম্পর্কে যা জানা যায় তাহল, 'কয়েক মাসের জন্য দেশের বাইরে ভ্রমণে গিয়েছেন।' এখন এটা বলা যেতে পারে যে গ্রিনডেলভাল্ড তার গ্রেট আন্টের কাছে যাওয়া মনস্থ করেছিলেন এবং তিনি আর কেউ নন, খোদ ডাম্বলডোরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন।

'তাকে আমার কাছে চার্মিং বয় বলে মনে হয়েছিল,' বাথিলডা বলেন। 'পরে সে যাই হয়ে থাকুক না কেন। স্বভাবতই আমি তাকে বেচারাডাম্বলডোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। ডাম্বলডোরের তখন কোনো সমবয়সী বন্ধু ছিল না। ওরা দু'জন দ্রুত একজন আরেকজনকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।'

অবশ্যই তারা তাই করেছিল। বাথিলডা আমাকে একটি চিঠি দেখান। চিঠিটি তার কাছেই ছিল। সেটি মৃত্যুর রাতে ডাম্বলডোর গ্রিনডেলভাল্ডকে পাঠিয়েছিল।

'হ্যাঁ, তারা সারাদিন একসঙ্গে আলোচনা করার পরও একজন আরেকজনের কাছে চুলার উপরের পাতিলের মত ছিল। আমি প্রায়শই গ্রিনডেলভাল্ডের বেডরুমের জানালা দিয়ে একটি পেঁচার শব্দ শুনতে পেতাম। সেটি ডাম্বলডোরের চিঠি নিয়ে আসতো! তার ধারণা ছিল তার উপর আঘাত আসতে পারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা সে গ্রিনডেলভাল্ডকে জানাতো।

সে ধারণাগুলো কেমন ছিল। ডাম্বলডোরের ভক্তরা গভীরভাবে আঘাত পাবে। তাদের ১৬ বছর বয়সের হিরোর চিন্তাগুলো তুলে দেয়া হল, যা সে তার প্রিয় বন্ধুর কাছে রিলে করেছে (অরিজিনাল চিঠির একটি কপি ৪৬৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে) :

গেলার্ট,

মাগলদের ভালোর জন্য উইজার্ডদের প্রভাব নিয়ে তোমার যুক্তি সম্পর্কে আমি মনে করি, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। হ্যাঁ, আমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এবং সে ক্ষমতার বলে আমরা শাসন করতে পারি। কিন্তু সে সঙ্গে এই ক্ষমতা আমাদেরকে দায়িত্বও বর্তে দিয়েছে। এই বিষয়ে অবশ্যই আমরা গুরুত্ব দেব। আমরা যা নির্মাণ করবো তার ভিত্তি প্রস্তর হবে এটাই। আমরা সে ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে (অবশ্যই হতে হবে) এই ভিত্তিই হবে আমাদের যুক্তির মূল উৎস। আমরা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করি FOR THE GREATER GOOD. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেখানে বাধার সম্মুখীন হবো সেখানে ততটুকু শক্তিই প্রয়োগ করবো, যতটা প্রয়োজন। তার বেশি নয়। (ডার্মস্ট্যাঙে এই ভুলটি তুমি করেছিলে। কিন্তু আমি অভিযোগ করছি না, কারণ তুমি যদি বরখাস্ত না হতে তাহলে আমাদের মধ্যে দেখা হতো না।)

অ্যালবাস

তার অনেক শুভাকাঙ্খি বিস্মিত এবং অবাক হবে। এই চিঠিই প্রমাণ করেছে যে, ডাম্বলডোর এক সময় স্বপ্ন দেখেছেন গোপন আইন ভেঙ্গে ফেলার। এবং মাগলদের উপর উইজার্ডদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যারা সব সময় ডাম্বলডোরকে মাগলদের মহান রক্ষাকারী বলে জাহির করতে চেয়েছে তাদের জন্য এটি যে কতবড় ধাক্কা তা ভাবাই যায় না। এই নতুন প্রমাণের আলোকে মাগলদের অধিকার রক্ষার বক্তব্য কতটা ফাঁপা তা বোঝা যায়। যখন তার মায়ের জন্য শোক করার কথা, ভাইবোনদের দেখা-শোনা করার কথা তখন তিনি ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা আটছিলেন। এটাই তাকে ঘৃণার পাত্র বলে প্রমাণ করেছে।

কোনো সন্দেহ নেই যারা তাকে সমর্থন জানাতে দৃঢ় হয়ে আছে তারা হয়তো হৈ হৈ করে বলবে যে তার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, তিনি চেতনায় ফিরে এসেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্যটা আরো আঘাত পাওয়ার মত বলে মনে হয়।

তাদের বন্ধুত্বের দু'মাসের মধ্যেই ডাম্বলডোর এবং গ্রিনডেলভাল্ড আলাদা হয়ে যায়। তাদের দু'জনের বিখ্যাত ডুয়েল (বিস্তারিত দেখুন অধ্যায়-২২) এর

আগ পর্যন্ত আর কখনোই তাদের মধ্যে দেখা হয়নি। হঠাৎ করে এই পরম আগ্রহের কারণ কি? ডাম্বলডোর কি তার চেতনায় ফিরে এসেছেন সেটাই? তিনি কি গ্রিনডেলভাল্ডকে বলেছিলেন যে তিনি তার পরিকল্পনার অংশ হতে চান না? হায়, সেটাও নয়।

বাথিলডা বলেছেন, 'আমার মনে হয় অরিয়ানার মৃত্যু, সেটাই কারণ। তার মৃত্যু একটি আঘাত হয়ে আসে। ঘটনার সময় গের্লাট সেখানে উপস্থিত ছিল। এবং সে আমার বাড়িতেও এসেছিল। সে আমাকে বলেছিল পরের দিন তার বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। সুতরাং আমি একটি পোর্টকির ব্যবস্থা করি। সেটাই ছিল তার সাথে আমার শেষ দেখা।

আরিয়ানার মৃত্যুর সময় অ্যালবাস তার শয্যার কাছেই ছিলেন। দু'ভাইয়ের জন্য সময়টা ছিল ভীষণ খারাপ। দুজনই তাদেরকে ছাড়া আর সবাইকে খুইয়েছেন। কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে দু'জনেরই মানসিক অবস্থা ছিল চড়া। আবারফোর্থ অ্যালবাসকে দোষারোপ করছিলেন। মানুষ বিপদজনক পরিস্থিতিতে এমনই করে থাকে। কিন্তু আবারফোর্থ বেচারা কথা বলছিলেন পাগলের মত। একইভাবে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দিন অ্যালবাসের নাক ভেঙ্গে যাওয়াও কোনো শুভ লক্ষণ নয়। মেয়ের লাশ ঘিরে দুই ছেলেকে লড়াই করতে দেখলে নিজে নিঃশেষিত হয়ে যেতেন। লজ্জায় গেলার্ট সেখানে থাকতে পারেনি। অবশ্য গেলার্ট থাকলে অ্যালবাস অন্তত কিছুটা স্বস্তি বোধ করতেন ...

লাশের পাশে এই ঝগড়া সামান্য কিছু লোক দেখছিল। যারা শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। এই ঘটনা বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। কেন বোনের মৃত্যুতে আবারফোর্থ ডাম্বলডোর অ্যালবাসকে দায়ি করেছিলেন? সেকি শুধুই দুঃখ বোধ থেকে জেগে ওঠা ক্রোধের কারণে? নাকি এমন ক্ষেপে যাওয়ার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে? সে গ্রিনডেলভাল্ড ডার্মস্ট্যাঙে বন্ধুদের উপর ভয়ানক আক্রমণ করার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই গ্রিনডেলভাড মেয়েটির মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার ভেতরে দেশ থেকে পালিয়ে যায়। এবং অ্যালবাসের সঙ্গে তার আর কখনো দেখা হয়নি (লজ্জায় নাকি ভয়ে?) উইজার্ডিং ওয়ার্ল্ডের জোর করার আগ পর্যন্ত তাদের মধ্যে দেখা হয়নি।

পরবর্তী জীবনে ডাম্বলডোর বা গ্রিনডেলভাল্ড কেউই তাদের অল্পবয়সের বন্ধুত্ব নিয়ে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে ডাম্বলডোর গ্রিনডেলভাল্ডের উপর আক্রমণ করতে দেরি করেছিলেন। তার কারণ কি লোকটিকে ভাল লাগা? নাকি এক সময়ের বন্ধুকে আক্রমণ করলে সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে সে ভয়েই তিনি আক্রমণ করতে দ্বিধা করেছিলেন? একসময় যার বন্ধুত্ব আগ্রহের বিষয় ছিল তাকে ধরতে কি অনিচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করেছিলেন?

অরিয়ানার কী করে রহস্যজনক মৃত্যু হল? সে কি কোনো ডার্ক রীতির অনিয়মের শিকার হয়েছে? সে কি এমন কিছু অতিক্রম করেছিল যা তার করার

কথা না, যেখানে দু'জন তরুণ লোক তাদের প্রভাব বলয় বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল? এমন কি হতে পারে যে 'ফর দি গ্রেটার গুড'র জন্য অরিয়ানা প্রথম আত্মোৎসর্গ করেছে?

এখানেই অধ্যায়ের শেষ। এবং হ্যারি মুখ তুলে তাকালো। হারমিয়ন তার আগেই শেষ লাইনগুলো পড়ে ফেলেছিল। সে হ্যারির হাত থেকে ছোঁ মেরে বইটা নিল। হ্যারির অভিব্যক্তি দেখে একটু সতর্ক হল এবং বইটির দিকে না তাকিয়েই সেটি ভাঁজ করল। এমনভাবে ভাঁজ করল যেন অসঙ্গত কোনো কিছু লুকাচ্ছে।

' হ্যারি',

কিন্তু হ্যারি মাথা দোলালো। তার ভেতরে কিছু একটা ঝড় তুলেছে। ঠিক এমনটা বোধ করেছিল রন চলে যাওয়ার পর। সে ডাম্বলডোরকে বিশ্বাস করেছিল, মনে করতো যে তিনি জ্ঞান এবং ভালো মানুষির প্রতিক। কিন্তু তার সে ধারণা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। আর কতো তাকে হারাতে হবে? রন, ডাম্বলডোর, ফিনিক্সের যাদুদণ্ডটি...

'হ্যারি', হারমিয়ন যেন হ্যারির চিন্তাটা ধরতে পেরেছে। 'আমার কথা শোনো। এটা...এটা কোনো ভাল লেখা নয়....'

'হ্যা,তুমি তা বলতে পারো...'

'...কিন্তু হ্যারি ভুলে যেও না যে এটা রিটা স্কিটারের লেখা।'

'তুমি কী গ্রিনডেলভান্ডের চিঠিটা পড়োনি?'

'হ্যাঁ, আমি পড়েছি,' হারমিয়ন ইতস্তত করে বলল। সে তার চায়ের কাপটি ঠাণ্ডা দু'হাত দিয়ে পেচিয়ে ধরল। 'আমার ধারণা সেটাই একটি খারাপ বিষয়। আমি জানি বাথিলডা মনে করেছিলেন এগুলো শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ফর দ্য গ্রেটার গুড গ্রিনডেলভান্ডের জন্য একটি শ্লোগান হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে সে যত নিষ্ঠুরতা করেছে তার যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং...তখন থেকে....মনে হয়েছে যেন সে ডাম্বলডোরের কাছ থেকে এই ধারণা পেয়েছিল। ওদের মতে, এমনকি নুরমেনগার্ডের প্রবেশ পথেও বাকা করে নামটি লিখে রাখা ছিল।'

'নুরমেনগার্ড কি?'

'গ্রিনডেলভান্ড তার বিরোধীদেরকে আটকে রাখার জন্য এটি তৈরি করেছিলেন। সে নিজে এটি পরিত্যাগ করেছে ডাম্বলডোর তাকে ধরে ফেলার পর। যা'হোক, এটি একটি বাজে ধারণা যে গ্রিনডেলভান্ডের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পেছনে ডাম্বলডোরের বুদ্ধি কাজ করেছে। কিন্তু অন্যদিকে রিটা একথা বলতে পারেন না যে, তারা অল্প বয়সে মাত্র কয়েক মাসের বেশি একজন আরেকজনকে

জানতেন। তাদের বয়স তখন সত্যিই কম ছিল।'

'আমি ভেবেছিলাম যে তুমি একথাই বলবে,' হ্যারি চায়না যে তার রাগ হারমিয়নের উপর গিয়ে পড়ুক। কিন্তু নিজের কণ্ঠ স্থির রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বলবে, 'তাদের বয়স খুব কম ছিল।' আমাদের এখন যে বয়স তাদেরও তখন তাই ছিল। আমরা এখন ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন বাজি রেখে নেমেছি। তখন তিনি তার নতুন বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠ ছিলেন মাগলদের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনার জন্য।'

সে বেশিক্ষণ তার মেজাজ ধরে রাখতে পারছে না। হ্যারি উঠে দাঁড়ালো এবং হাঁটতে শুরু করল। সে বিষয়টি নিয়ে আরো খতিয়ে দেখতে চাচ্ছে।

'ডাম্বলডোর যা লিখেছেন আমি তার পক্ষে যুক্তি দিতে চেষ্টা করছি না,' হারমিয়ন বলল। "শাসনের অধিকার" একটি বাজে ব্যাপার। বিষয়টি ছিল, "ম্যাজিই শক্তি"। কিন্তু হ্যারি, তখন সবেমাত্র তার মা মারা গেছেন। তিনি বাড়িতে ছিলেন একেবারে একা-'

'একা? তিনি একা ছিলেন না! সঙ্গ দেয়ার জন্য তার ভাই এবং বোন ছিল। তার স্কুইব বোনকে তিনি তালা দিয়ে রেখেছিলেন-'

'আমি এটা বিশ্বাস করি না,' হারমিয়ন বলল। সেও বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। 'মেয়েটির যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি বিশ্বাস করি না যে মেয়েটি স্কুইব ছিল। যে ডাম্বলডোরকে আমরা জানি তিনি কখনোই তা মেনে নিতেন না-'

'যে ডাম্বলডোরকে আমরা চিনতাম তিনি কখনোই মাগলদের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন না!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। তার কণ্ঠের শব্দ ফাঁকা পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল এবং বেশ কয়েকটি কালো পাখি সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে উড়ে আকাশে চক্কর দিল এবং তারঃস্বরে ডাকতে থাকল।

'পরে তিনি বদলে গিয়েছিলেন হ্যারি, তার চিন্তার পরিবর্তন এসেছিল! হয়তো তিনি এসব বিশ্বাস করতেন যখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর । কিন্তু পরবর্তী পুরো জীবন তিনি ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন! একমাত্র ডাম্বলডোরই গ্রিনডেলভাল্ডকে প্রতিহত করেছেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাগলদের নিরাপত্তার পক্ষে সবসময় ছিলেন। শুরু থেকেই তিনি ইউ-নো-হু'র বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাকে দমন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন!'

রিটার বইটি দু'জনের মাঝখানে মাটিতে পড়ে আছে। বইয়ের উপর থেকে অ্যালবাস ডাম্বলডোরের মুখটি তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়েই হাসছে।

'হ্যারি, আমি দুঃখিত। আমার ধারণা, তোমার এমন রেগে যাওয়ার কারণ, যেহেতু ডাম্বলডোর নিজে থেকে তোমাকে এসব বিষয়ে কিছুই বলেননি তাই।'

'হয়তো বা তাই,' হ্যারি চিৎকার করে বলল। সে হাত দুটো রাগে মাথার উপর তুলে ফেলল। রাগে অথবা নিজের কোনটা ভুল তা ধরার জন্য সময় চাচ্ছে। 'দেখ, তিনি আমাদেরকে কী বলেছেন হারমিয়ন! হ্যারি তোমার জীবন ঝুকিপূর্ণ! আবার বলেছেন, আমার কাছ থেকে সব ব্যাখ্যা আশা করো না! আমার প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করো! বিশ্বাস রাখো যে আমি যা করছি তা আমি জানি! আমি যদি তোমাদেরকে বিশ্বাস নাও করি তাহলেও তোমরা আমার উপর আস্থা রাখো! কখনোই সবটুকু সত্যি নয়! কখনোই নয়!'

এমন চিৎকার করে কথাগুলো বললো যে তার গলার স্বর ভেঙে গেল। ওরা দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল নির্লিপ্ত চোখে। হ্যারির মনে হল ওরা অনেকটা আকাশে উড়ে বেড়ানো ছোট পোকামাকড়ের মত গুরুত্বহীন।

'তিনি তোমাকে ভালবাসতেন.' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'আমি জানি তিনি তোমাকে ভালবাসতেন।'

হ্যারি হাত দুটো নিচে নামালো।

'আমি জানিনা কাকে তিনি ভালবাসতেন, হারমিয়ন। কিন্তু সেটা কখনোই আমি নই। যে ঝামেলা তিনি আমার জন্য রেখে গেছেন তাকে ভালবাসা বলে না। গেলার্ট গ্রিনডেলভাল্ডের সঙ্গে তিনি তার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এতসব বিষয় শেয়ার করেছেন তার কণামাত্র আমার সঙ্গে করেননি।'

হ্যারি হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি তুলে নিল। দণ্ডটি হাত থেকে সে বরফের উপর ফেলে দিয়েছিল। সে তাবুর প্রবেশ পথে বসল পাহারা দেয়ার জন্য।

'চায়ের জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন পাহারা দেয়ার কাজটি করছি। তুমি একটু উষ্ণ হয়ে নাও।'

হারমিয়ন একটু দ্বিধা করল। কিন্তু তাকে ক্ষান্ত করার বিষয়টি বুঝতে পারল। সে বইটি তুলে নিল এবং হ্যারিকে অতিক্রম করে তাবুর ভেতর ঢোকার সময় তার মাথার উপর হাত দিয়ে হালকা করে ঝাকিয়ে দিল। হারমিয়নের স্পর্শে হ্যারি চোখ বন্ধ করল। সে নিজেকে ধিক্কার দিল, ইচ্ছা হল হারমিয়নের কথাগুলো সত্যি বলে মেনে নিতে যে, ডাম্বলডোর সত্যিই তাকে বিশেষ নজরে দেখতেন, অন্য সকল থেকে পৃথকভাবে ভাবতেন।

অধ্যায়-১৯

দ্য সিলভার ডো

মধ্যরাতে হারমিয়ন যখন পাহারায় গেল তখন চারদিকে তুষার পড়ছে। হ্যারির স্বপ্নগুলো সব যেন কেমন এলোমেলা এবং বিরক্তিকরও : নাগিনী ওদেরকে প্রথমে একটি খোলা বিশাল রিঙের ভেতর এবং পরে একটি গোলাপ ফুলের মালার ভেতর দিয়ে দিচ্ছে আবার বের করছে। হ্যারি কয়েকবার ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। মনে হয়েছে কে যেন দূর থেকে ওকে শাসাচ্ছে। কল্পনা করেছে যে তাবুর চারপাশে বাতাসের শব্দের ভেতর কারো পায়ের আওয়াজ এবং কথা বলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে অন্ধকার থাকতেই সে জেগে উঠে হারমিয়নের সঙ্গে যোগ দিল। হারমিয়ন জড়োসড়ো হয়ে বসে যাদুদণ্ডের আলোর সাহায্যে এ হিস্ট্রি অব মাগল বইটি পড়ছে। তখনো ঘন তুষারপাত হচ্ছে। সে হ্যারির প্রস্তাবে সম্মত হল এবং স্বস্তি বোধ করল যে ওখান থেকে ওরা সবকিছু গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাবে।

'আমরা আরো বেশি নিরাপদ কোনো জায়গায় যাবো,' হারমিয়ন সম্মতি দিয়ে বলল। সে শীতে কাঁপছে। তার পায়জামার উপর সে শুধু একটি সোয়েটার পরে

আছে। 'আমি সারাক্ষণ চিন্তা করছিলাম যে কারো চলাফেরার শব্দ পাচ্ছি। এমনকি মনে হল আমি কাউকে একবার বা দু'বার দেখলামও।'

হ্যারি চুপ করে রইল। সে একটি জাম্পার টেনে নিল। এবং টেবিলের উপর নিরব, স্থির হয়ে থাকা স্নিকোস্কোপের দিকে তাকালো।

'আমি নিশ্চিত যে আমি এটি কল্পনা করেছি,' হারমিয়ন বলল। তাকে অনেকটা নার্ভাস দেখাচ্ছে। 'অন্ধকারের ভেতর বরফ তোমার চোখের সঙ্গে নানা ধরণের খেলা করে থাকে...কিন্তু যাই হোক আমাদের উচিত হবে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার নিচে ডিসাপারেট করা, যে কোনো ঝুঁকি এড়াতে।

আধা ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তাবু পুরোপুরি গুটিয়ে ফেলল। হ্যারি হরক্রুক্সটি গলায় পরে আছে। আর হারমিয়ন তার ব্যাগটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। ওরা ডিসাপারেট করল। স্বাভাবিকভাবেই ওরা দু'জন শক্ত করে পরস্পরকে ধরল এবং ডিসাপারেট ওদেরকে গিলে ফেলল। এরপর, হ্যারির পা বরফের মাটির ছোয়া পেল এবং শক্তভাবে একটি বাড়ি খেল । মনে হল বরফাচ্ছন্ন মাটি গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে আছে।

'আমরা কোথায়?' হ্যারি জানতে চাইল। সে চারদিকে তাকিয়ে শুধুই গাছপালা দেখতে পেল। হারমিয়ন ব্যাগটি খুলে তার ভেতর থেকে টেনে তাবুর খুটিগুলো বের করল।

সে বলল, 'ডিনের জঙ্গল, মা আর ড্যাডের সঙ্গে আমি এখানে একবার ক্যাম্পিং করেছিলাম।'

এখানেও সবগাছ বরফে ঢেকে আছে। এখানে আরো তীব্র শীত। তবে তারা এখানে ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ওরা দিনের অধিকাংশ সময়ে তাবুর ভেতরে কাটালো। হারমিয়ন জড়োসড়ো হয়ে বসে উজ্জ্বল নীল রঙ্গের ধোয়া তৈরি করল গ্যাস দিয়ে। হারমিয়ন এটা বানাতে খুবই পারদর্শী। সে হাতল দিয়ে একটি গ্যাস জার তুলে নিয়েছে। হ্যারির মনে হল যেন সে তার গুরুতর আঘাত থেকে সেরে উঠছে। বুঝতে বাকি রইল না যে হারমিয়নের যত্নের কারণেই সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। ওই দুপুরে ঝরঝর করে তুষার পড়তে থাকল। এমনকি ওদের আচ্ছাদনটিও ধুলোর মত তুষার দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

দু' রাত অল্প ঘুমিয়ে হ্যারি যেন আরো সতর্ক হয়ে উঠল। গোড্রিচ হলো থেকে পালিয়ে আসাটা এত বাজে ধরণের ছিল যে, মনে হয়েছে ভোল্ডেমর্ট যেন আরো কাছে চলে এসেছে। আরো বড়ো হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবারো যখন অন্ধকার নেমে এল তখন হারমিয়ন পাহারায় থাকতে চাইল। কিন্তু হ্যারি তাকে নিষেধ করে বিছানায় গিয়ে ঘুমাতে বলল।

হ্যারি একটি গদিতে তাবুর মুখে বসল। হ্যারির যে ক'টি সোয়েটার ছিল সে

সবগুলো পরে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও শীত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত এত গাঢ় হয়ে গেল যে কিছুই দেখা যায় না। হ্যারি একবার জিনির অবস্থান দেখে নেয়ার জন্য মারাউডারস ম্যাপ বের করল। তখনই তার মনে পড়ল এটা ক্রিসমাসের সময় এবং জিনি সম্ভবত বারোতে চলে গিয়েছে।

বিস্তৃত বনের সব ছোট ছোট নড়াচড়া বড় আকার হয়ে হ্যারির চোখে ধরা দিচ্ছে। হ্যারি ভালো করেই জানে যে এই বনে প্রচুর জীবন্ত প্রাণী রয়েছে। মনে মনে কামনা করল ওগুলো যেন চলাচল না করে এবং যাতে সে অন্য কোনো বিপদজনক চলাচলটাকে আলাদা করে দেখতে পারে। অনেক বছর আগে সে মরা পাতার উপর পিছলে যাওয়ার শব্দ পেয়েছিল। তার মনে হল সে সেই শব্দ আবারও পাচ্ছে। সে মাথা ঝাকি দিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের নিরাপত্তা স্পেল কাজ করছে। সেই নিরাপত্তা স্পেল এখন ভেঙে যাবে কেন? তারপরও সে একথা মাথা থেকে সরাতে পারল না যে, আজকের রাতটা হয়তো অন্যরকম।

ঘুমে তার মাথা বারবার নুইয়ে পড়ছে। সে কয়েকবার মাথা ঝাকি দিল। কয়েকবার তাবুর পাশে ঝুকে পড়ল। অন্ধকার এমন নিকষ কালো হয়ে আছে যেন হ্যারি অ্যাপারিশন এবং ডিসপারিশনের মাঝখানে দুলছে। সে তার একটি হাত উচু করে চোখের সামনে ধরল যে তার অঙ্গুলগুলো দেখা যায় কিনা। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল :

একটি উজ্জ্বল রুপালি আলো গাছগাছালির ভেতর থেকে সোজা তার দিকে আসতে শুরু করেছে। এটির উৎস যেখানেই হোক না কেন আসছে একেবারে নিঃশব্দে। আলোটি একভাবে শুধু হ্যারির দিকে এগিয়ে আসছে।

হ্যারি পায়ের উপর ভর করে লাফ দিল। ওর গলার স্বর আটকে গেছে। সে হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি তুলে ধরল। সে তার চোখ দুটো জোর করে লাইটের দিকে স্থির রাখল। চোখে যেন ঝাপসা দেখতে থাকল। এর সামনে যে গাছগুলো পড়েছে সেগুলো কালো ছায়ার মত দেখাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো ভেদ করে আলোটা আরো কাছে চলে আসছে....

এরপর আলোর উৎসটি বের হয়ে এল একটি ওক গাছের পেছন থেকে। সেটি একটি রুপালী সাদা মাদী হরিণ। একেবারে চকচক করছে। মাটির উপর দিয়ে হাঁটছে কিন্তু কোনো শব্দ নেই। নরম ধুলার মত বরফের উপর পায়ের কোনো ছাপ পড়ছে না। হরিণটি ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। চমৎকার মাথা এবং টানা চোখ উপরের দিকে তুলে আছে।

হ্যারি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে আছে প্রাণীটির দিকে। বিস্মিত হরিণটির ধরণ দেখে নয় বরং অবর্ণনীয়ভাবে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। হ্যারির মনে হল যেন সে

এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওকে দেখার আগ পর্যন্ত তা ভুলে গিয়েছিল। এখন তাদের মধ্যে সাক্ষাত হল। এক মুহূর্ত আগেও মনে হয়েছে চিৎকার করে হারমিয়নকে ডাক দেয়ার কথা। কিন্তু এখন তাও ভুলে গেল। হ্যারি ভাল করেই জানে এই যে হরিণটি এগিয়ে আসছে এর ফলে তার মৃত্যুও হতে পারে।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হরিণটি ফিরে চলে যেতে শুরু করল।

'না, হ্যারি বলল। তার গলার স্বর যেন বের হতে চায় না। 'ফিরে এস!'

হরিণটি থামল না, চলে যেতে থাকল। সেটির উজ্জ্বলতা গাছের ডাল-পালায় বাধা পেতে থাকল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য হ্যারি দ্বিধা করল। সতর্কতার সঙ্গে বিড়বিড় করল : এটা একটা কৌশল হতে পারে, ফাঁদ হতে পারে, তাকে লোভ দেখিয়ে নেয়ার কৌশল হতে পারে। কিন্তু তার ভেতর থেকে বলছে এটি কোনো ডার্ক ম্যাজিক নয়। সে পিছনে পিছনে রওয়ানা দিল।

তার পায়ের নিচে বরফ মচমচ করতে থাকল। কিন্তু হরিণটি কোনো শব্দ করছে না। আসলে সে একটি আলো ছাড়া যেন আর কিছু না। হরিণটি বনের গভীর থেকে গভীরে পথ দেখিয়ে ওকে নিয়ে গেল। হ্যারি দ্রুত হাঁটতে থাকল। হ্যারি জানে ও ঠিক জায়গা মত ধরা দেবে। এরপর হয়তো হরিণটি কথাও বলবে। এবং হ্যারি ভাবল তার কী করা উচিত।

অবশেষে হরিণটি থামল। সে তার সুন্দর মাথাটি হ্যারির দিকে ঘোরালো। হ্যারি দৌড় দিয়ে কাছে যেতে চাইল। তার ভেতরে একটি প্রশ্ন ঘুরছে। সে যেই না মুখ খুলেছে অমনি হরিণটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

যদিও অন্ধকারের মধ্যে হরিণটি অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তারপরও হ্যারির চোখের মনিতে ওর অবয়বটা লেগে থাকল। হ্যারি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখের পর্দা নামাতেই উজ্জ্বল কিছু দেখতে পেল। এবার সে একটু ভয় পেল। হরিণটি উপস্থিত থাকায় এতক্ষণ একটু নিরাপদ বোধ করছিল।

'লুমাস!' সে বিড়বিড় করে বলল। এবং যাদুদণ্ডের আগা একটু জ্বলে উঠল।

চোখ পিটপিট করায় তার চোখের সামনে থেকে হরিণটির ছবি মুছে যেতে থাকল। হ্যারি দাঁড়িয়ে বনের নানা ধরণের শব্দ শুনতে থাকল। গাছের ছোট ছোট ডালপালার শব্দ, তুষারের শ্‌শ্‌ শব্দ। সে কি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে? একটি অ্যামবুশে ফেলার জন্য হরিণটি তাকে আকর্ষণ করেছে? তার কি মনে হয়েছে যে কেউ একজন যাদুদণ্ডের আলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে অনুসরণ করছে?

সে যাদুদণ্ডটি উচু করে ধরল। কেউ তারদিকে দৌড়ে আসলো না, গাছের আড়াল থেকে কোনো সবুজ আলো ঝলকে উঠল না। তাহলে কেন হরিণটি তাকে

এখানে নিয়ে এল?

যাদুদণ্ডের আলোতে কিছু একটা মুহূর্তের জন্য ঝলকে উঠল। হ্যারি. ঘুরে সেদিকে তাকালো। কিন্তু দেখল কিছুই না, শুধু একটি জায়গায় জমে থাকা পানি। যাদুদণ্ড তুলে ভাল করে পরিক্ষা করে দেখল কালো উপরিভাগ চিকচিক করছে।

সে সাবধানে এগিয়ে গেল এবং নিচু হয়ে ভালো করে লক্ষ করল। দেখল তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে এবং যাদুদণ্ডের আলো পড়েছে। কিন্তু লক্ষ করল মোটা আবরনের নিচে কিছু একটা ঝিকমিক করছে। একটি রুপালি রঙ্গের ক্রস...

ওর বুকটা লাফিয়ে উঠল। হ্যারি মুখ হা করে ফেলল। জমে থাকা পানির পাশে সে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। যাদুদণ্ডটি বাকা করে সে জমে থাকা পানির নিচে দেখতে চেষ্টা করল যতটা সম্ভব আলো ফেলে। গাঢ় লাল রঙের... এটি একটি তলোয়ার! বাটটি রুবি দিয়ে তৈরি। বনের ভেতরের গর্তের পানিতে গ্রিফিনডোরের তলোয়ার!

কোনো রকমে নিঃশ্বাস নিয়ে সে তলোয়ারটি দেখল। কী করে এটা সম্ভব? এটা বনের ভেতর গর্তের পানিতে আসবে কী করে? তাও আবার তারা যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাবু পেতেছে সে স্থানটিতে? কোনো অজানা যাদু কি হারমিয়নকে এখানে টেনে এনেছে? অথবা যে হরিণটিকে এখন প্যাট্রোনাস হিসেবে ব্যবহার করেছে সে-ই কি এই ছোট গর্তের পানির মালিক? নাকি তারা এখানে নেমে আসার পর এই গর্তের পানিতে তলোয়ারটি রাখা হয়েছে, কারণ হ্যারিরা এখানে? এর যে কোনো ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন, যে তলোয়ারটি হ্যারির কাছে পৌছে দিতে চাচ্ছে, সে কোথায়? সে আবার চারদিকে যাদুদণ্ডটি ঘুরিয়ে পরিক্ষা করল কোনো মানুষ আছে কি না দেখতে। কিন্তু সে কাউকে দেখতে পেল না। পানির নিচে থাকা তলোয়ারটির দিকে নজর দেয়ায় তার ভয় আরো বেড়ে গেল।

সে যাদুদণ্ডটি তলোয়ারের দিকে তাক করে বিড়বিড় করে বলল, 'অ্যাকসিও সোর্ড!'

তলোয়ারটি উঠল না। সে নিজেও আশা করেনি যে এটি উঠে আসবে। বিষয়টি যদি এতই সোজা হতো তাহলে এটি খোলা মাটির উপরই থাকতো, যাতে সে তুলে নিতে পারে। এমন গভীরে সেধিয়ে থাকতো না। সে তুষারে ঢাকা গোলাকার জায়গাটির পাশে বসল। তলোয়ারটি যে শেষবার তার হাতে এসেছিল সেকথা গভীরভাবে ভাবতে থাকলো। ভয়ানক বিপদজনক অবস্থা হয়েছিল। সে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করেছিল।

'হেল্প,' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু তলোয়ারটি একটুও নড়ল না। স্থির রইল।

হ্যারি আবার হাঁটতে শুরু করল। কথাটির মানে কি? হ্যারি নিজেকেই নিজে

জিজ্ঞেস করল। তলোয়ারটি তার হাত থেকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় কথাটি ডাম্বলডোর ওকে বলেছিলেন। *একমাত্র সত্যিকারের একজন গ্রিফিনডোর এটি টেনে বের করতে পারে।'*

গ্রিফিনডোর হতে হলে কি কোয়ালিটি থাকতে হয়? একটি ক্ষীণ কণ্ঠ যেন হ্যারির ভেতর থেকেই উত্তর দিল : *সাহস, স্নায়ু শক্তি এবং বীরত্ব একজন মানুষকে গ্রিফিনডোর করে তোলে।*

হ্যারি হাঁটা থামালো এবং দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়ল। ওর উষ্ণ ধোয়ার মত নিঃশ্বাস অচিরেই শীতল বাতাসে জমে গেল। সে জানতো তার কি করা উচিত। সে যদি নিজের কাছে নিজে সৎ হতো তাহলে সে ভাবতে পারতো যে তলোয়ারটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই উঠে আসতো। বিলম্ব হওয়ার একমাত্র কারণ হল তার প্রথম উদ্যোগটিই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এলোমেলো আঙুলে হ্যারি একের পর এক গায়ের কাপড় খুলতে শুরু করল। দুঃখের সঙ্গে ভাবল, সাহসিকতা কী? সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। অন্তত এটুকু বুঝল যে সে এ কাজ করতে হারমিয়নকে ডাকেনি।

সে কাপড়গুলো খোলার সময় কোথাও একটি পেঁচা ডেকে উঠল। হেজভিগের জন্য ব্যাথায় মনটা ভরে উঠল। হ্যারি থরথর করে কাঁপছে। তার দাঁতগুলো ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে। কিন্তু তারপরও সে গায়ের কাপড় খুলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত গায়ে রইল শুধু আন্ডারওয়্যার। সে খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে কাপড়গুলোর উপর তার ছোট ব্যাগটিকে রাখল। ব্যাগের ভেতরে আছে তার ভাঙা যাদুদণ্ডটি, মায়ের চিঠি, সিরিয়্যুসের দেয়া আয়নার ভাঙা টুকরা এবং পুরাতন একটি স্নিচ। তারপর সে হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি তাক করল।

'ডিফিনডো!'

পানির উপরের বরফের আস্তরটি ক্রাক করে ভেঙে গেল। যেন একটি বুলেট প্রবেশ করেছে। বরফের খণ্ড ছলকে ওঠা পানির ভেতর পড়ল। হ্যারি বিবেচনা করে বুঝল এটি খুব একটি গভীর নয়। কিন্তু তলোয়ারটি তুলে আনতে পুরো শরীর ডোবাতে হবে।

কাজটির কথা চিন্তা করে দেখল এটা সহজ কাজ নয়। পানি গরম করাও যাবে না। সে পানির ধারে চলে এল। হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি মাটিতে নামিয়ে রাখল। পানি কতটা ঠাণ্ডা সে চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে রাখল। কী রকম ভয়ানক কম্পন শুরু হবে সে কথাও মাথায় আসতে দিল না। তারপর পানিতে ঝাপ দিল।

শরীরের প্রতিটি কোষ যেন প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল। বুকের ভেতরের বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। সে কাঁধ পর্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে ডুবে গেল। দম নিতে হ্যারির প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। শরীর এমনভাবে কাঁপছে যে ডোবার পানি ছলকে

পাড়ে উঠে আসছে। সে অসাড় হয়ে আসা পায়ের আগায় তলোয়ারটি অনুভব করল। এখন একটি ডুব দিতে হবে শুধু।

তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তাকে আগুনের মত পোড়াচ্ছে। পানির ভেতর ডুব দিতেই তার মাথা যেন বরফ হয়ে গেল। সে তলায় পৌঁছে তলোয়ারটির জন্য হাতড়াতে লাগল। কেবল আঙ্গুল দিয়ে তলোয়ারের বাট ধরে উপরের দিকে টান দিল।

ঠিক তখনই তার গলায় কিছু একটা টাইট হয়ে আটকে ধরল। প্রথমে হ্যারি মনে করল পানির ভেতরের আগাছা। যদিও পানিতে নামার সময় কিছু অনুভব করেনি। সে তার খালি হাতটি দিয়ে নিজের গলাটি মুক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু এটি আগাছা নয়। গলার হরক্রুক্সটির চেইন শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে দম আটকে দিচ্ছে।

হ্যারি ভয়ানকভাবে নিচে লাথি দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঘুরে ডোবার যে অংশে বরফ শক্ত হয়ে আছে মাথাটা সেখানে গিয়ে ঠেকল। বিপর্যস্ত, দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে হাতড়িয়ে গলা থেকে হরক্রুক্সের চেন ঠিক করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বরফ হয়ে আসা আঙ্গুলগুলো দিয়ে সে ঢিল করতে পারল না। এবার মাথার ভেতর যেন একটি ছোট আলো জ্বলে উঠল। সে ডুবে যেতে থাকল। সে পুরোপুরি অসহায়। তার কিছুই করার নেই। সে মৃত্যুর মুখে হাত দুটি গলার কাছে নিয়ে এল...

দম বন্ধ হওয়া, মুখ দিয়ে লালা পড়া এবং এমন ঠাণ্ডা সে জীবনে কখনো অনুভব করেনি। মুখটি বরফের উপর পড়ে আছে। আশেপাশেই কোথাও কেউ একজন হাপাচ্ছে, কাশি দিচ্ছে এবং দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে হোচট খাচ্ছে। হারমিয়ন আবারো তাকে বাঁচাতে এসেছে। ঠিক সাপের হাত থেকে যেভাবে বাঁচিয়েছিল....কিন্তু আওয়াজটি হারমিয়নের মত না। এর কাশি এবং পায়ের শব্দও হারমিয়নের মত মনে হচ্ছে না...

হ্যারির মাথা তুলে দেখার মত শক্তি নেই। সে তার সাহায্যকারীকে দেখতে পাচ্ছে না। সে যা পারছে তা হল তার একটি কম্পিত হাত কোনোক্রমে গলার কাছে নিতে। গলার জায়গাটিকে অনুভব করতে পারছে যেখানে হরক্রুক্স এর চেইনটি কেটে মাংসের ভেতর বসে গিয়েছিল। সেটি এখন নেই, কেউ একজন কেটে নিয়ে তাকে মুক্ত করেছে। ঠিক তখনই একটি হাপাতে থাকা কণ্ঠস্বর তার মাথার উপরের দিক থেকে বলে উঠল :

'তুমি কী পাগল নাকি?'

কিছুই না, গলার আওয়াজটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ভেতর শক্তি সঞ্চয় হতে শুরু করল। সে উঠে দাঁড়াতে পারল। পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সে ভয়ানকভাবে

কাঁপতে থাকল। তার সামনে দাড়িয়ে আছে রন। পুরোপুরি জামা কাপড় গায়ে। কিন্তু সে কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। চুলের উপর দিয়ে বরফের প্লাস্টার পড়ে গেছে। সে একহাতে ধরে আছে গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি এবং অন্য হাতে চেন ছেড়া হরক্রুক্সটি ঝুলছে।

'এই বাজে কাজ করলে কেন,' হাপাতে হাপাতে রন বলল। হরক্রুক্সটি তার হাতে সামনে পেছনে ঝুলছে। ছিড়ে যাওয়ার ফলে চেন ছোট হয়ে গেছে। 'ঝাপ দেয়ার আগে এটি গলা থেকে খুলে নিতে পারলে না?'

হ্যারি উত্তর দিতে পারল না। রুপালি মাদী হরিণটি কি কিছুই না, রনের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সেটির কোনো সম্পর্কই নেই। হ্যারি বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠাণ্ডায় কাঁপছে। সে ডোবার পাশে স্তূপ করে রাখা জামা কাপড় তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল। সোয়েটারের পর সোয়েটার পরতে পরতে হ্যারি রনের দিকে তাকালো। রন চোখের কোণ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর হ্যারি মনে করছে এই বুঝি অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরও রন বাস্তবে আছে। সে এইমাত্র ডোবায় ঝাঁপ দিয়ে হ্যারিকে উদ্ধার করেছে।

'তাহলে তুমি? শেষ পর্যন্ত..,' হ্যারি রনকে বলল। তার দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছে। গলা প্রায় ফাঁস লাগার মত অবস্থা হওয়ায় তার মুখ দিয়ে এখন আওয়াজ বের হতে চাচ্ছে না।

'হ্যাঁ', রন বলল। সে একটু দ্বিধাগ্রস্থ।

'তুমি ওই মাদি হরিণের রূপ নিয়েছিলে?'

'কি?, নাতো, কখনোই না! আমি তো মনে করেছিলাম তুমি এ কাজ করেছ!'

'আমার প্যাট্রোনাসটি একটি পুরুষ হরিণ।'

'ওহ হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম ওটি দেখতে অন্যরকম হয়েছে। কোনো শিং নেই।'

হ্যারি হ্যাগ্রিডের দেয়া ব্যাগটি গলায় ঝুলালো। শেষ সোয়েটারটি গায়ে চড়ালো। নিচু হয়ে হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি তুলে নিল এবং রনের দিকে তাকালো।

'তুমি এখানে এলে কী করে?'

দৃশ্যত রনের মনে হল এই প্রশ্নটি আরো পরে আসলে আসতে পারে।

'এই ধরো...আমি..মানে আমি ফিরে এসেছি। সে গলা পরিস্কার করে বলল, 'অবশ্য যদি তোমরা চাও।'

দু'জনই কিছুক্ষণ নিরব রইল। এ সময় রনের চলে যাওয়ার বিষয়টি দু'জনের মধ্যে একটি দেয়ালের মত আবহ তৈরি করল। তারপরও শেষ কথা হল রন এখন এখানে। সে ফিরে এসেছে। সে ফিরে এসে হ্যারির জীবন রক্ষা করেছে।

রন মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকালো। যেন হাতের ধরে থাকা

জিনিসগুলো দেখে অবাক হল।

'ও হ্যাঁ, এগুলো আমি পেয়েছি, সে বলল। অনেকটা অপ্রয়োজনেই বলল। তলোয়ারটি উঁচু করে ধরে রাখল হ্যারির নিরিক্ষা করার জন্য। 'এটির জন্যই তুমি ঝাপ দিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এখানে এলে কি করে? আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে?'

'অনেক বড় কাহিনী,' রন বলল। 'আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে তোমাদের খুঁজছিলাম। এটি একটি বিশাল বন তাই না? আমি মাত্র চিন্তা করছিলাম যে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ব। এবং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠিক তখনই দেখলাম হরিণটি আসছে এবং তুমি সেটিকে অনুসরণ করছ।'

'তুমি অন্য কাউকে দেখনি?'

'নাহ,' রন বলল। 'আমি ..'

সে একটু দ্বিধা করল। একটু দূরে দুটি পাশাপাশি গাছের দিকে তাকালো।

'আমি ভেবেছিলাম আমি ওখানে কিছু একটা চলাফেরা করতে দেখেছি। কিন্তু ঠিক সে সময়টাতে আমি ডোবার দিকে দৌড়াচ্ছি। কারণ তুমি ডুব দিয়েছ কিন্তু আর উঠে আসছ না। ফলে আমি একটু ঘুরে- হেই হ্যারি, ওখানে কিছু একটা..?

সে কথা বলার সময় হ্যারি দ্রুত রনের দেখানো জায়গাটির দিকে গেল। দু'টি ওক গাছ পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। দু'টির মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফাক রয়েছে। চোখ বরাবর জায়গাটিতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছটির নিচে শেকড়ের চারপাশে বরফ নেই। হ্যারি কোনো পায়ের চিহ্নও দেখতে পেল না। সে আবার রন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ফিরে এল। রন এখনো হাতে তলোয়ার এবং হরক্রুক্স ধরে আছে।

'কিছু দেখতে পেলে?' রন জানতে চাইল।

হ্যারি বলল,'না।'

'এ তলোয়ারটি পানির ভেতর আসলো কোথা থেকে?'

'প্যাট্রোনাসটি যে ব্যবহার করেছে, অবশ্যই সে ওটিকে ডোবার ভেতরে রেখে দিয়েছিল।'

ওরা দু'জনই কারুকাজ করা তলোয়ারটির দিকে তাকালো। তলোয়ারটি হারমিয়নের যাদুদণ্ডের আলোতে চকচক করছে।

রন বলল, 'তোমার কি মনে হয় এটি আসল তলোয়ার?'

হ্যারি বলল, 'একটি উপায় আছে পরিক্ষা করার।'

হরক্রুক্সটি হ্যারির হাতে দুলছে। লকেটটি একটু একটু লাফাচ্ছে। হ্যারি জানে এর ভেতরে যেটি আছে সেটি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এটি তলোয়ারের

উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরেছে এবং হ্যারির হাতে পড়ার চেয়ে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে। এখন এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সময় নয়। এখন সময় হল লকেটটি একবারে চিরকালের জন্য ভেঙে ফেলা। হ্যারি চারদিকে তাকালো। হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি উঁচু করে ধরল। এবং একটি জায়গার দিকে চোখ পড়ল। একটি সিকামোর গাছের ছায়ায় তুষারে আংশিক ঢাকা একটি মসৃণ পাথর দেখতে পেল।

'এদিকে আসো,' হ্যারি বলল। সে সেদিকে হাঁটতে থাকল। পাথরের উপর থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলল। এবং হরক্রুক্সটির জন্য রনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। রন তলোয়ারটি বাড়িয়ে দিলে হ্যারি মাথা নেড়ে নিষেধ করল।

'না, কাজটি তোমার করা উচিত।'

'আমি? রন অবাক হয়ে বলল। 'কেন?'

'কারণ তুমি তলোয়ারটি ডোবা থেকে তুলে এনেছ। আমি মনে করি এটা তোমার করা উচিত।'

সে দয়া বা ভদ্রতার কথা চিন্তা করেনি। সে জানে যে হরিণটি ছিল অতি বিনম্র। রনেরই তলোয়ারটি ধরা উচিত। ডাম্বলডোর হ্যারিকে অন্তত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ ধরনের ম্যাজিক শিখিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা শিখিয়েছেন।

'আমি এটি খুলছি, তুমি শুধু তলোয়ার দিয়ে কোপটি দেবে। একেবারে সোজাসুজি, ঠিকাছে? হ্যারি বলল। 'কারণ ভেতরে যাই থাকুক সেটি প্রতিরোধ করতে চাইবে। ডায়েরিতে ইঙ্গিত ছিল যে এটি আমাকে হত্যা করতে চায়।'

'আমরা এটিকে কীভাবে ওপেন করবো?' রন জানতে চাইল। সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল।

'পার্সেলটং ব্যবহার করে আমি এটিকে খোলার আদেশ দিচ্ছি,' হ্যারি বলল। উত্তরটি এতটা চট জলদি তার ঠোঁটে এল যে নিজের কাছেই মনে হল যে সে গভীরভাবে এটা জানতো। হয়তো নাগিনীকে প্রতিহত করা থেকে সে বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। হ্যারি সাপের মত আকাবাকা ইংরেজি এস শব্দটি দেখতে পেল খোদাই করা সবুজ রঙের পাথরের উপর। এটা খুবই সহজভাবে মনে হয় একটি ছোট সাপ পাথরের উপর দৃশ্যমান।

'না!,' রন বলল। 'না, এটা খুলতে চেষ্টা করো না! আমি নিশ্চিতভাবে বলছি!'

হ্যারি জানতে চাইল, 'কেন নয়? এই অশুভ জিনিসটাকে খুলে দেখা যাক, কয়েক মাস তো হয়ে গেল-'

'আমি পারব না হ্যারি, তুমি কাজটি করো!'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ, এই বিষয়টি আমার জন্য খুবই খারাপ,' রন বলল। পাথরের উপরে

রাখা লকেটটা থেকে সে পিছিয়ে গেল। 'আমি বিষয়টি হ্যান্ডেল করতে পারবো না। আমি কোনো অজুহাত দিচ্ছি না, হ্যারি, আমি যেমন ধরণের, এই জিনিসটি তোমার বা হারমিয়নের চেয়ে আমার উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। একে নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। কিন্তু আমার কাছে খুবই খারাপ বলে মনে হয়েছে। আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না কেন। সেকারণেই আমি এটিকে ত্যাগ করেছিলাম। আমি পারব না!'

সে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তলোয়ারটি সঙ্গে টেনে নিল। সে মাথা নাড়ছে।

হ্যারি বলল, 'তুমি পারবে রন, তুমি পারো। তোমার হাতে তলোয়ারটি আছে। আমি ধারণা করি তুমি এটা চালাতে পারো। প্লিজ, শুধু এটাকে ভেঙে ফেল, রন।'

তার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন শক্তি ফিরে পেল। রন ঢোক গিলল। তখনো সে নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দম নিচ্ছে। আবার সে পাথরের কাছে ফিরে এল।

সে বলল, 'ঠিক কখন আমাকে বলো।'

'তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে,' হ্যারি বলল। সে ঘুরে ঘুরে লকেট থেকে চোখ বাকিয়ে এস চিহ্নটির দিকে দেখছে। লকেটের ভেতর যখন আটকে পড়া পোকার মত নড়ছে তখন ওটাকে সরিসৃপের মত দেখাচ্ছে। হরক্রুক্সটির উপর দয়া দেখানো যেতে পারতো, কিন্তু এখনো হ্যারির গলার জায়গাটিতে পুড়ছে।

'এক...দুই...তিন...খোলো!'

শেষ শব্দটি তার কণ্ঠ থেকে হিসহিস করে বের হল। সেই সঙ্গে হরক্রুক্স থেকে ঘরঘর করে শব্দ হল। ক্লিক শব্দ করে দুপাশে দুটি ছোট দরোজার মত খুলে গেল। দু'পাশের দু'দরোজার কাচের ভেতর থেকে জীবন্ত চোখের মত দেখা গেল। মনে হল টম রিডলের মত বড় এবং কালো চোখ।

'কোপ দাও,' হ্যারি বলল। সে শক্ত করে পাথরের উপর হরক্রুক্সটি ধরে রেখেছে।

রন কাঁপাহাতে তলোয়ারটি উঁচু করল। রনের হাত কাঁপছে। হরক্রুক্সের চোখ দুটো উত্তেজনায় ঘুরছে। হ্যারি শক্ত করে লকেটটি ধরে আছে। নিজেকে শক্ত করে রেখেছে। ইতিমধ্যেই কল্পনা করতে শুরু করেছে যে খোলা স্থান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক তখনই হরক্রুক্সের ভেতর থেকে হিসহিস কণ্ঠে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'আমি তোমার হৃদয়টা দেখেছি, ওটাও আমার হৃদয়।'

হ্যারি কর্কশভাবে বলল, 'এসব কথা শুনো না রন, কোপ দাও!'

'আমি তোমার স্বপ্নটা দেখেছি রোনাল্ড উইসলি, এবং আমি তোমার ভয়টার কথাও জানি। তুমি যা ইচ্ছা কর সেটা হওয়া সম্ভব, আবার তোমার জন্য যা

আতঙ্কজনক সেটাও হওয়া সম্ভব।'

'কোপ দাও!' হ্যারি চিৎকার করে উঠল। তার গলার আওয়াজে চারদিকের গাছে প্রতিধ্বনি উঠল। তলোয়ার ধরে রাখা হাত কাঁপছে। রন নিচের দিকে রিডলের চোখের দিকে তাকালো।

'ন্যূনতম ভালোবাসা, যেমন মা তার মেয়ের কাছ থেকে পায়, ন্যূনতম ভালবাসা মেয়েটি এখন তোমার বন্ধুকেই পছন্দ করে...দ্বিতীয় ভালো সব সময়ই অবজ্ঞার পাত্র..'

'রন, এখনই কোপ দাও! হ্যারি চিৎকার করে বলল। হ্যারি অনুভব করতে পারল যে লকেটটি তার হাতের মধ্যে ঝাকি দিচ্ছে। সে পরবর্তীতে কী হবে সেটা নিয়ে ভয় পেল। রন তখনো তলোয়ারটি উপরের দিকে ধরে আছে। তার এই ভাব দেখে রিডলের চোখ দুটো রক্তিম হয়ে উঠল।

দু'পাশের দরোজা দিয়ে, দু'পাশের দু'চোখের থেকে বুদ্বুদের মত ফসকে বের হল শরীরের আকার। অস্বাভাবিক রকমের মোচড়ানো শরীর দুটোর মাথা দুটো হ্যারি এবং হারমিয়নের।

রন হতবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল। শরীর দুটো বড় হতে থাকলে সে আরো পেছনের দিকে সরে গেল। লকেটের ভেতর থেকে প্রথমে বুকের অংশ তারপর একে একে কোমর, পা বের হয়ে আসল। একই শেকড় থেকে বের হওয়া দুটো গাছের মত পাশাপাশি দাঁড়ালো। রন এবং আসল হ্যারির উপর দুলতে থাকল। হ্যারি লকেটটি পুড়তে শুরু করলে ফেলে দিয়ে সরে গেল।

'রন!, হ্যারি চিৎকার করে বলল। কিন্তু হ্যারি রূপি রিডেল এবার ভল্ডেমর্টের গলায় কথা বলতে শুরু করল। রন তাকিয়ে আছে, তার চোখে মুখে বিস্ময়।

'কেন ফিরে এলে? তোমাকে ছাড়া তো আমরা ভাল ছিলাম। তোমাকে ছাড়া বেশ সুখেই কাটছিল। তুমি অনুপস্থিত থাকায় আমরা খুশিই হয়েছিলাম...আমরা তোমার বোকামি দেখে, তোমার কাপুরুষতা দেখে হেসেছি, এবং তোমার বিনা বাক্যে মেনে নেয়া...

'মেনে নেয়া? পুনরাবৃত্তি করল রিডল হারমিয়ন। সে আসল হারমিয়নের চেয়ে দেখতে আরো সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর। সে অট্টহাসি দিয়ে দুলে দুলে রনের সামনে আসতে থাকল। একই জায়গায় অবস্থান করা হলেও রনকে আতঙ্কিত মনে হল। তলোয়ারটি তার পাশে এমনিতেই ধরে রেখেছে। *'হ্যারির পাশে তোমার দিকে কে তাকাবে, কে তাকাতে পারে? পছন্দের ক্ষেত্রে তুমি কী করেছ? প্রাণবন্ত ছেলেটির তুলনায় তুমি কী?'*

'রন! কোপ দাও! কো-প দা-ও!,' হ্যারি চিৎকার করে বলল। কিন্তু রন নড়ল না। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত, রিডেল হ্যারি এবং রিডেল হারমিয়নের প্রতিচ্ছবি

সেই চোখে। তাদের চুলগুলো ধোয়ার মত উড়ছে, চোখগুলো লাল টকটকে, তাদের গলার আওয়াজ শয়তানের দ্বৈত কণ্ঠের মত।

'তোমার মা স্বীকার করেছেন,' রিডল হ্যারি বলল। আর রিডল হারমিয়ন হিহি করে হাসতে থাকল। *'স্বীকার করেছেন যে তিনি আমাকে সন্তান হিসেবে পেতে বেশি পছন্দ করতেন। আমাকে পাল্টে দিতে পারলে খুশি হতেন...'*

'তোমাকে কে পছন্দ করবে, তাকে রেখে তোমাকে কোন মহিলা নেবে? তুমি তার কাছে কিছুই না... কিছুই না..... কিছুই না।' গুনগুন করে গানের মত বাজতে থাকল রিডল হারমিয়ন। সাপের মত করে নিজেকে প্রসারিত করতে থাকল। রিডল হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। তাদের দু'টি রিডলের ঠোঁট মিলিত হল।

ওদের সামনে মাটিতে রনের মুখটা উত্তেজনায় ভরে উঠেছে। সে তার হাতের তলোয়ারটি আবার উচু করল কিন্তু হাত কাঁপছে।

'এখনই করো রন! হ্যারি চিৎকার করে বলল। রন তারদিকে ফিরে তাকালো। হ্যারির মনে হল সে তার চোখে রক্তিম আভা দেখতে পেল।

'রন-?'

তলোয়ারটি ঝলকে উঠল। নিচের দিকে নেমে এল। হ্যারি পথের থেকে নিজেকে লাফিয়ে সরিয়ে নিল। চিৎকারের সঙ্গে একটা লম্বা ধাতব শব্দ হল। হ্যারি ঘুরে দাড়ালো। বরফে তার পা পিছলে গেল। যাদুদণ্ডটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মোকাবেলা করার জন্য সামনে কিছুই নেই।

হারমিয়ন এবং তার আকারের মনস্টার উধাও হয়ে গেছে। শুধু রন দাঁড়িয়ে আছে। তলোয়ারটি তার হাতে দুলছে। সে সমান্তরাল পাথরের উপর অবশিষ্ট লকেটের খোসার দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি ধীরে ধীরে হেঁটে তার কাছে গেল। সে বুঝতে পারছে না রনকে কি বলা উচিত বা এখন কি করা উচিত। রন হাপাচ্ছে। তার চোখদুটো এখন আর লাল হয়ে নেই। সাধারণ নীল চোখ। কিন্তু চোখ দুটো ভেজা।

হ্যারি নিচু হল। যেন সে রনের চোখ দেখতে পায়নি এমন ভাব করল। সে ভাঙা হরক্রুক্সটি তুলে হাতে নিল। রন সেটির দুটো জানালাই ভেঙে ফেলেছে। এখন আর হরক্রুক্সের ভেতর রিডল চোখ দুটো নেই। লকেটের ভেতর থেকে এখনো একটু ধোয়া বের হচ্ছে। হরক্রুক্সের ভেতরে জীবন্ত যা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত রন কাজটি শেষ পর্যন্ত করেছে।

রন হাত থেকে ফেলে দিতেই তলোয়ারটি ঢং করে শব্দ হল। রন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার মাথাটি হাতের উপর। সে কাঁপছে। হ্যারি জানে এই কম্পন শীতের কারণে নয়। হ্যারি ভেঙে যাওয়া লকেটটি তুলে পকেটে রাখল। নিচু হয়ে রনের পাশে বসল। তার কাঁধে সতর্কতার সঙ্গে একটি হাত রাখল। রন হাতটি

সরিয়ে দিল না। বিষয়টিকে একটি ভাল লক্ষণ বলে হ্যারি ধরে নিল।

'তুমি চলে যাওয়ার পর,' হ্যারি শান্তকণ্ঠে বলল। সে খুশি হলো যে রনের মুখটি অন্যদিকে ফেরানো আছে। 'সে সপ্তাহ ধরে শুধু কেঁদে কাটিয়েছে। সম্ভবত তারচেয়েও বেশি সময় ধরে সে আমার মুখটি পর্যন্ত দেখতে চায়নি। অনেক রাত আমরা এমনকি একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা না বলেও কাটিয়েছি। তুমি চলে যাবার পর....'

হ্যারি কথা শেষ করতে পারল না। এই এখন মাত্র রন তার কথায় জানতে পারছে তার অনুপস্থিতি ওদের জন্য কত কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিল।

'সে আমার বোনের মত, হ্যারি আবার বলতে থাকল।' আমি তাকে আমার বোনের মত ভালবাসি এবং আমার ধারণা সে নিজেও আমাকে ভাইয়ের মতই জানে। আমাদের এমন সম্পর্ক সব সময়ের। আমি মনে করেছিলাম তুমি সেটা জানো।'

রন কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মুখটা হ্যারির দিক থেকে অন্য দিকে রেখে শব্দ করে নাক ঝাড়ল এবং জামার হাতায় মুছল। হ্যারি উঠে রনের বড় রুকস্যাকটি যেখানে রাখা আছে সেখানে গেল। কয়েক গজ দূরে সেটিকে ফেলে রেখে হ্যারিকে উদ্ধার করতে সে ডোবায় ঝাপ দিয়েছিল। সে রনের ব্যাগটিকে তুলে নিজের ব্যাগটিতে রাখল এবং রনের কাছে ফিরে এল। হ্যারিকে আসতে দেখে রনও উঠে দাঁড়ালো। তার চোখদুটো সাধারণ লাল হয়ে আছে, কিন্তু অন্য কোনো সমস্যা নেই।

রন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত যে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। আমি জানি, আমি একটু....'

সে অন্ধকারের ভেতর চারদিকে তাকালো। এমন একটা ভাব যে অন্ধকারের ভেতর থেকে তার উপর আরো কটু কথা আসবে এবং তাকে দোষারোপ করা হবে।

'আজ রাতের সব কাজ তুমিই করেছ,' হ্যারি বলল। 'তলোয়ারটি উদ্ধার করেছ, হরক্রুক্সটি ধ্বংস করেছ, এবং আমার জীবন রক্ষা করেছ।'

একসঙ্গে দু'জন হেঁটে সামনে আগাতে থাকল এবং দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি রনের জ্যাকেটের পেছনের ভেজা অংশ ধরে আছে।

হ্যারি বলল, 'এখন আমাদের একমাত্র কাজ তাবুটা খুঁজে বের করা।'

কিন্তু কাজটা মোটেই কঠিন হল না। যদিও হরিণটিকে অনুসরণ করে যাওয়ার সময় মনে হয়েছিল জায়গাটি অনেক দূর, কিন্তু এখন রনের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে মনে হল ফিরে আসার পথটুকু আশ্চর্যজনকভাবে কম। হ্যারি হারমিয়নকে জাগাতে কোনো দেরি করতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে হ্যারি তাবুর ভেতরে ঢোকার সময় রন একটু পিছিয়ে পড়ল। ডোবায় এবং বনের কনকনে ঠাণ্ডার পর তাবুতে প্রবেশ করে মনে

হল চমৎকার উষ্ণ। এখনো তাবুতে নীল ধোয়া উঠে একটি মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হারমিয়ন দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল। কম্বলের নিচে এখন গুটিসুটি হয়ে আছে। হ্যারি কয়েকবার তার নামোচ্চারণ করার পর সে নড়েচড়ে উঠল।

'হারমিয়ন!'

সে অবাক হলো এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসল। মুখের উপর চলে আসা চুলগুলো সরালো।

'কি হয়েছে হ্যারি, তুমি ঠিক আছো তো?'

'সবকিছু ঠিক আছে, ঠিক থাকার চেয়েও বেশি আছে। আমি খুবই ভালো আছি। এখানে আমার সঙ্গে আরো একজন এসেছে।'

'তুমি কী বলছ, কে?' হারমিয়ন রনকে দেখল। সে হাতে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কার্পেটের উপর তলোয়ার থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে। হ্যারি এক কোণার দিকে চলে গেল। রনের রুকস্যাকটি বের করল এবং ক্যানভাসের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে নিচু হল। হারমিয়ন সুরুৎ করে দ্রুত তার বিছানা থেকে নামল। তারপর ঘুমিয়ে হাটার মত রনের দিকে ছুটতে থাকল। সে চেয়ে আছে রনের বিবর্ণ মুখটির দিকে। সে রনের সামনে গিয়েই থেমে গেল। তার ঠোঁট দুটো সামান্য ফাক হল। চোখ বিস্ফারিত হলো। রন দুর্বলভাবে একটুখানি হাসল। হাত সামান্য উচু করল।

হারমিয়ন সামনের দিকে ঝাপ দিল। এবং ঘুষি ছুড়তে শুরু করল তার দিকে যেতে যেতে।

'অওক...উহ..জিরফ.....কি..কি?...হারমিয়ন...ওহ!'

'তুমি ...ঠিক...রোনাল্ড......উইসলি!'

প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে হাত ছুড়তে থাকল। রন পেছনের দিকে সরে গেল। হারমিয়ন সামনে আসতে থাকলে সে হাত তুলে মাথা ঢাকল।

'তুমি...এখানে....কয়েক...সপ্তাহ...পার....করে...ওহ্, আমার যাদুদণ্ডটি কই!'

সে হ্যারির হাত থেকে যাদুদণ্ডটি কেড়ে নিতে প্রস্তুত হল। সে তাড়াতারিড় ব্যবস্থা নিল-

'প্রোটেগো!'

সঙ্গে সঙ্গে হারমিয়ন এবং রনের মাঝখানে একটি অদৃশ্য বাধা দাঁড়িয়ে গেল। সেই বাধাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হারমিয়ন পেছনের দিকে মেঝেতে পড়ে গেল। তার মুখের ভেতর ঢুকে যাওয়া চুল সরিয়ে সে আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হ্যারি বলল, 'হারমিন! শান্ত হও!'

'আমি শান্ত হবো না!' সে চিৎকার করে বলল। হ্যারি তাকে এমন নিয়ন্ত্রণহীন

হয়ে যেতে দেখেনি। সে হুশ হারিয়ে ফেলেছে।

'আমার যাদুদণ্ড ফিরিয়ে দাও! আমার কাছে দাও!'

'হারমিয়ন, তুমি দয়া করে থামবে-'

'আমি কী করব সে ব্যাপারে আমাকে তোমার বলতে হবে না হ্যারি পটার!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল। 'এতটা বেশি বুঝতে চেও না! আমার দণ্ডটি দাও! আর তুমি!'

সে চরম অভিযোগের শেষ বাক্যটি রনের উদ্দেশে বলল। মনে হল যেন অনেকটা কার্স ছুড়ে দেয়ার মত ক্ষেপে গেছে। রন কয়েক পা পিছিয়ে গেছে। সে জন্য হ্যারি রনকে দোষারোপ করতে পারে না। তার পিছনে যাওয়াটা যৌক্তিকতা।

'আমি তোমার পিছনে পিছনে দৌড়েছি! চিৎকার করে ডেকেছি! ফিরে আসার জন্য আকুতি মিনতি করেছি!'

রন বলল, 'আমি জানি হারমিয়ন, আমি দুঃখিত, আমি খুবই দুঃখিত-'

'ওহ্, তুমি খুবই দুঃখিত!'

হারমিয়ন হাসল। যেন তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। রন হ্যারির দিকে অসহায়ভাবে তাকালো। কিন্তু হ্যারির মুখে অসহায়ের মত ভাব দেখা গেল। 'তুমি ফিরে এলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরে- আর তুমি মনে করো যে সরি বললে আর সব ঠিক হয়ে গেল?'

'কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?' রন চিৎকার করে বলল। হ্যারি খুশি হল যে সেও এখন প্রতিবাদ করছে।

'ওহ্, আমি জানি না! হারমিয়ন উচ্চস্বরে বলল।

'তোমার মাথা ঠিক কর রন! ঠিক করতে শুধু কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে-'

'হারমিয়ন, হ্যারি বাধা দিয়ে বলতে থাকল। তার কাছে মনে হল এটা রনের জন্য চরম আঘাত। 'সে এইমাত্র আমার জীবন বাঁচিয়েছে-'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না!' হারমিয়ন আবারো চিৎকার করে বলল। 'সে কি করেছে সে ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই! সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে, এমনকি এরমধ্যে আমরা মরেও যেতে পারতাম, সে জানে-'

'আমি জানতাম তোমরা মরে যাওনি!' রন চিৎকার করে বলল। হারমিয়ন এবার প্রথম বারের মত গলার স্বর নিচু করল। মাঝখানে অদৃশ্য দেয়ালের দিকে সে এগিয়ে এল, রনের যত কাছাকাছি সে আসতে পারে।

'হ্যারির ছবি প্রফেট পত্রিকায় সব সময় প্রতিদিন ছাপা হয়, রেডিওতে ঘোষণা করা হয়- সবাই তোমাকে সর্বত্র খুঁজতে চেষ্টা করেছে। এসব কাহিনী পাগলের মত শোনাবে। তুমি মরে গেলে আমি জানতে পারতাম না, তা কি করে হয়। তুমি জানো না বিষয়টি কেমন ছিল-'

'কেমন ছিল তোমার জন্য?'

তার কণ্ঠ থেকে এখন এতটাই হিসহিস করে আওয়াজ বের হচ্ছে যে একমাত্র বাদুরই হয়তো ভাল করে শুনতে পাবে। ক্ষণিকের জন্য তার মনে হল সে খামোখাই এতটা রেগে গেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। রন সে সুযোগটা গ্রহণ করল।

'আমি ডিসাপ্যারেট করার এক মিনিটের ভেতরই ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি সোজা গিয়ে একদল গুণ্ডা ছিনতাইকারীর মধ্যে পড়েছিলাম হারমিয়ন, যেখান থেকে আমি আর সরে যেতে পারছিলাম না।'

'কাদের হাতে পড়েছিলে?' হ্যারি জানতে চাইল। হারমিয়ন তখন একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। সে এমন করে হাত পা ক্রস করে চেয়ারে বসল যেন কয়েক বছরের ভেতর আর সেখান থেকে উঠবে না।

'ছিনতাইকারী,' রন বলল। 'ওরা সর্বত্রই আছে। ওরা ব্লাড ট্রেইটর এবং মাগলবর্নদের ভেতর ঘোরাফেরা করছে তাদের ধরিয়ে দিয়ে সোনা আয় করার জন্য। মিনিস্ট্রি থেকে বলা হয়েছে ওদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রত্যেকের জন্য পুরস্কার আছে। আমি ছিলাম একা এবং আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে স্কুলের কোনো ছেলে। ওরা আমাকে দেখে সত্যিই ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মনে করেছে আমি কোনো স্কুল থেকে লুকিয়ে পড়া মাগলবর্ন। আমাকে মিনিস্ট্রিতে নিয়ে যাবার আগে খুব কৌশলে আমার কথা বলতে হয়েছে।'

'তুমি তাদেরকে কী বলেছিলে?'

'আমি তাদেরকে বলেছি যে আমার নাম স্ট্যান সানপাইক। প্রথম যার কথা মনে পড়েছে তার নাম বলে দিয়েছি।'

'তোমার কথায় ওরা বিশ্বাস করলো?'

'ওরা অতটা বুদ্ধিমান ছিল না। ওদের একজন তো ছিল ট্রোল, তার গায়ের গন্ধ....'

রন ফিরে হারমিয়নের দিকে তাকালো। ধারণা করল যে এই রসের কথা শুনে হারমিয়ন হয়তো আরো একটু নরম হয়ে উঠছে। কিন্তু সে পা শক্ত করে একখানা পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছে।

'যাহোক, ওদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল আমি স্ট্যান কিনা তা নিয়ে। তখন আর চুপ করে থাকার উপায় রইল না। কিন্তু তখনো ওরা পাঁচজন। এবং আমি একা। ওরা আমার যাদুদণ্ডটিও নিয়ে নিয়েছে। ওদের ভেতরে দু'জন মারামারি বাধিয়ে দিল। আর বাকীরা সেদিকে মনোযোগ দিল। আমাকে যে ধরে রেখেছিল তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করলাম। টান দিয়ে তার যাদুদণ্ডটি নিয়ে নিলাম। তাকে নিরস্ত্র করে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে ডিসাপ্যারেট করলাম। আমি ঠিকভাবে কাজটি করতে পারিনি। আবার আমি নিজে স্পি-ন্ট করেছি-' রন তার ডান

হাত উচু করে দেখালো দুটি আঙুলের নখ উধাও হয়ে গিয়েছে। হারমিয়ন শীতল চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখল। '-এবং আমি তখন তোমরা যেখানে ছিলে সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। কিন্তু তারপর আমি সেই জায়গাটায় গেলাম যেখানে আমরা ছিলাম...কিন্তু তোমরা সেখান থেকে চলে গিয়েছ।'

'অবাক কথা! কি একটা মজার কাহিনী,' হারমিয়ন বলল। 'তুমি অবশ্যই ভয় পেয়েছিলে। আর অন্যদিকে আমরা গোড্রিচ হলোতে চলে গিয়েছিলাম। দাঁড়াও ভাবতে দাও, তারপর যেন কি হল হ্যারি? ও মনে পড়েছে, ইউ-নো-হু'র সাপটি দেখা দিল। সেটি আমাদের দুজনকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তারপর স্বয়ং ইউ-নো-হু-আসল। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য সে আমাদের ধরতে পারেনি।'

'কি?' রন বলল, সে হারমিয়ন এবং হ্যারির মুখের দিকে তাকাতে থাকল। কিন্তু হারমিয়ন বিষয়টি গায়ে মাখল না।

'চিন্তা করো যে সে নখ হারিয়েছে, হ্যারি। এতে আমাদের সমস্যার মধ্যে আরেকটি ঝামেলা তৈরি হয়েছে, তাই না?'

হ্যারি শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হারমিয়ন, রন এইমাত্র আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

হারমিয়নের ভাব দেখে মনে হল সে তার কথা শুনতে পায়নি।

'একটা বিষয় আমি জানতে চাই,' সে বলল, ফুটখানেক উঁচুতে রনের মাথার দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'তুমি ঠিক কী ভাবে আজ রাতে আমাদের খুঁজে পেলে? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এতদিন জানতাম আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কেউ আসতে পারবে না।'

রন হারমিয়নের দিতে তাকাল। তারপর জিন্সের পকেট থেকে ছোট একটি জিনিস টেনে বের করল। 'এটি।'

সে রনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল জিনিসটি কি হতে পারে।

'সেই ডেলুমিনেটরটি?' হারমিয়ন জানতে চাইল। সে এতটা বিস্মিত হয়েছে যে ঠাণ্ডাভাবে তাকাতে বা ক্ষেপে উঠতে ভুলে গেল।

রন বলল, 'এটির কাজ শুধু লাইট অফ করা আর অন করা না। আমি জানি না কিভাবে এটা কাজ করে এবং কেন ঘটে। এবং কেন অন্য ভালো সময় ঘটল না। কারণ আমি তোমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকেই আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি রেডিও শুনছিলাম ক্রিসমাসের দিন সকাল বেলা। আমি তখন তোমার কণ্ঠ শুনতে পেলাম।'

রন তাকিয়ে আছে হারমিয়নের দিকে। 'তুমি রেডিওতে আমার গলা শুনতে পেলে?' হারমিয়ন অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল।

'না, আমি লক্ষ্য করলাম তোমার গলার আওয়াজ আসছে আমার পকেটের ভেতর থেকে,' সে ডেলুমিনেটরটি আবার তুলে ধরল। 'এই, এটার ভেতর থেকে।'

'এবং আমি ঠিক কি বলছিলাম?' হারমিয়ন জানতে চাইল। তার গলার স্বর কিছুটা সন্দেহ এবং কিছুটা কৌতূহলি শোনা গেল।

'তুমি আমার নাম বললে, "রন" এবং একটি, একটি যাদুদণ্ড নিয়ে কিছু একটা...।'

হারমিয়নের মুখটি রঙিন হয়ে উঠল। হ্যারির মনে পড়ল; সেই প্রথমবার ও চলে যাবার পর রনের নাম ওরা উচ্চারণ করেছিল, যখন হ্যারির যাদুদণ্ডটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। হারমিয়ন হ্যারির যাদুদণ্ড মেরামত করার বিষয়ে কথা বলার সময় রনের নাম নিয়েছিল।

'তারপর আমি পকেট থেকে এটা বের করলাম,' রন বলতে থাকল। সে ডেলুমিনেটরের দিকে তাকালো। 'আমি কোনো পার্থক্য দেখতে পেলাম না বা অন্যকিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি তোমার নাম শুনেছি। তখন আমি এটিকে চাপ দিলাম। তখনই আমার রুম থেকে বাতি নিভে গেল, এবং অন্য একটি আলো আমার জানালা দিয়ে ঢুকল।'

রন তার খালি হাতটি উপরে তুলল এবং তার সামনে তাক করল। তার চোখের সামনে কিছু একটা ভেসে উঠেছে। কিন্তু হ্যারি বা হারমিয়ন তা দেখতে পাচ্ছে না।

'এটি একটি আলোর বল, নীলাভ রঙের। এমন আলো পোর্টকিতে দেখতে পেয়েছ, বুঝলে?'

'হ্যাঁ,' হারমিয়ন এবং হ্যারি একই সঙ্গে বলে উঠল।

'আমি বুঝতে পারলাম এসব এটারই কাজ,' রন বলল। 'আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার জিনিসপত্রের সাথে এটিকে নিয়ে নিলাম। তারপর আমার রুকস্যাকে ভরে বাগানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলাম।

'ছোট বলের আলো সেখানে ভাসতে থাকল। এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। আমি কাছে আসতেই এটি দুলতে থাকল। আমি এর পেছনের ছায়াটির ভেতর ঢুকলাম .....তখন.....আসলে এটি আমাকে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়েছে।'

'সরি?' হ্যারি বলল। সে কথাটি নিশ্চিত করে শুনতে পায়নি।

'এটি আসলে আমার দিকে ভাসতে ভাসতে এসেছে', রন বলল। সে তার খালি হাতটি দিয়ে ইঙ্গিত করে বোঝালো। 'ঠিক আমার বুকের উপর,' এবং সে দেখালো বুকের দিকে, 'ঠিক আমার বুকের উপর, এবং এটি ঠিক এখানে লাগল।' এরপর সে বুকের একটি জায়গা দেখালো। 'আমি অনুভব করতে পারলাম এটি বেশ গরম। এবং যখন বুঝলাম এটি আমার ভেতরে ঢুকে গেছে তখন বুঝলাম আমাকে কি করতে হবে। আমি তখন জানতাম এটি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে যেখানে আমার যাওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমি ডিস্যাপারেট করলাম এবং

পাহাড়ের এক পাশে এসে নামলাম। দেখি চারদিকে শুধু বরফ....'

'আমরা সেখানেই ছিলাম,' হ্যারি বলল। 'আমরা দু'রাত কাটিয়েছি। দ্বিতীয় রাতে আমার মনে হল, আমি অন্ধকারে কারো চলাফেরার শব্দ পাচ্ছি। তখন আমি উচ্চস্বরে ডাক দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে, সেটা হয়তো আমিই ছিলাম,' রন বলল। তোমার প্রোটেকটিভ স্পেল বোধহয় কাজ করছিল। কারণ আমি তোমাকে দেখতে পাইনি বা তোমার কথা শুনতে পাইনি। যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তোমরা আশেপাশেই আছো। ফলে আমি আমার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে তোমাদের কারো দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি চিন্তা করেছিলাম তাবু গুটিয়ে ফেলার সময় তোমাদেরকে দেখা যাবে।'

হারমিয়ন বলল, 'না, আসলে আমরা অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লার নিচে থেকে ডিস্যাপারেট করেছিলাম। বিশেষ সতর্কতা হিসেবে আমরা এ ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং আমরা খুব সকালে স্থান ত্যাগ করেছিলাম, কারণ হ্যারি বলেছিল, কেউ একজন চারদিকে ঘোরাফেরা করছে।'

রন বলল, 'আমি সারাদিন ওই পাহাড়ের উপর অপেক্ষা করলাম। আশা করতে থাকলাম তোমাদের দেখা যাবে। কিন্তু যখন অন্ধকার হয়ে আসতে থাকল তখন বুঝলাম, আমি তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। তখন আমি আবার ডেলুমিনেটরে চাপ দিলাম। নীল আলোটি বের হয়ে আবার আমার ভেতর প্রবেশ করল। এবং আমি ডিস্যাপারেট করে এখানে চলে এলাম। এই বনের ভেতর। তখনো আমি তোমাদের দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি আশা করলাম যে তোমাদের দু'জনের একজনকে হয়তো দেখতে পাবো শেষ পর্যন্ত এবং হ্যারিকে দেখলাম। তবে হ্যা, আমি প্রথমে ওই মাদী হরিনটিকে দেখেছি।

'তুমি প্রথমে কী দেখেছ?' হারমিয়ন তীব্র কণ্ঠে বলল। রন এবং হ্যারি তার কাছে পরের ঘটনাগুলো বর্ণনা করল। রূপালী মাদী হরিণ, তলোয়ারের ঘটনা শুনে থ হয়ে গেল। দুজনের দিকে তাকিয়ে ও ঝুকে পা বাড়িয়ে এমন আগ্রহ নিয়ে সে সব কাহিনী শুনতে থাকল। যে পা দুটো জোড়া করে রাখার কথা সেটা ভুলে গেল।

হারমিয়ন বলল, 'কিন্তু এটা অবশ্যই একটি প্যাট্রেনাস হবে। তুমি দেখতে পাওনি যে কে কাস্ট করেছে? তুমি কাউকে দেখতে পাওনি? এবং এই প্যাট্রোনাস তোমাকে তলোয়ারের কাছে নিয়ে গেছে। তারপর কি ঘটল?'

রন ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত বলল সে কীভাবে হ্যারিকে ডোবায় ঝাঁপ দিতে দেখেছে এবং অপেক্ষা করেছে তার উঠে আসার; কিভাবে সে বুঝতে পারল যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। এবং ব্যাখ্যা করল কিভাবে সে ঝাঁপ দিয়ে হ্যারিকে উদ্ধার করল এবং তলোয়ারটি তুলে আনল। সে লকেটটি ভেঙে ফেলা পর্যন্ত বর্ণনা

দিয়ে থামল এবং ইতস্তত করতে থাকল। এবং হ্যারি তখন বলতে শুরু করল।

'রন তলোয়ার দিয়ে কোপ দিল।'

'এবং তখন এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এরকম সহজ ব্যাপারটি?' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল।

'ওয়েল, সেটা....সেটা চিৎকার করে উঠল,' হ্যারি আড়চোখে রনের দিকে তাকালো। 'এই যে সেটা।' সে লকেটটা হারমিয়নের কোলের উপর ছুড়ে দিল। অতি আগ্রহ নিয়ে সে ওটা হাতে তুলে নিল এবং লকেটের ভাঙা ও খোলা পাটি দুটো দেখতে থাকল।

হ্যারি এখন মনে করল যে আর কোনো সমস্যা নেই। সে দু'জনের মাঝখানের অদৃশ্য বাধাটি হারমিয়নের যাদুদণ্ড দিয়ে তুলে ফেলল। তারপর রনের দিকে ফিরল।

'তুমি বলছিলে না যে ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে একটি বাড়তি যাদুদণ্ড পেয়েছ?'

'কি?' রন বলল। সে তখন প্রফুল্ল চিত্তে হারমিয়নের লকেটটি পরিক্ষা করা দেখছিল। 'ও হ্যাঁ।'

সে তার রুকস্যাকের একটি পকেট খুলল এবং ছোট কালো একটি যাদুদণ্ড টেনে বের করল। 'এই যে, আমি সব সময় এটিকে ব্যাক আপ হিসাবে রেখেছি যদি কখনো কাজে লাগে।'

'তুমি ঠিকই করেছ।' হ্যারি বলল। সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'আমারটা ভেঙে গেছে।'

'তুমি নিশ্চই দুষ্টুমি করছ?' রন বলল। কিন্তু ঠিক তখনই হারমিয়ন পায়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়ালো। তাকে আবারো রাগত মনে হল।

হারমিয়ন ধ্বংস হয়ে যাওয়া হরক্রুক্সটি তার ব্যাগের ভেতর রাখল। তারপর কোনো কথা না বলে নিজের বিছানায় উঠে গেল।

রন নতুন যাদুদণ্ডটি হ্যারির হাতে দিল।

'এখন অবস্থা ভাল হতে পারে বলে তুমি আশা করতে পারো।' বিড়বিড় করে হ্যারি বলল।

'হয়তো,' রন বলল। 'আবার খারাপও হতে পারে। মনে করে দেখ সে আমার উপর কী আচরণটাই না করেছে?'

'আমি এখনো ওগুলো বাতিল করিনি।' হারমিয়ন কম্বলের নিচ থেকে কৃত্রিম রাগত স্বরে বলে উঠল। কিন্তু হ্যারি দেখল রন তার মেরুন রঙের পায়জামা বের করতে করতে মুচকি হাসছে।

অধ্যায়-২০

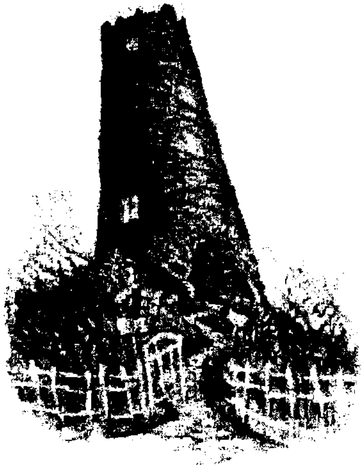

জেনোফিলিয়াস লাভগুড

হ্যারি একেবারেই আশা করেনি যে পরদিন সকালেই হারমিয়নের রাগ একেবারে ভেঙে যাবে। তাই হারমিয়ন যখন শুধুমাত্র বাঁকা চাহনি দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করল এবং চুপচাপ হয়ে থাকল, তখন হ্যারি অবাক হল না। রনও প্রতি-উত্তরে মুখ ভার করে রাখল। দেখালো যে সে নিজে দোষী। প্রকৃতপক্ষে ওরা তিনজন যখন আবার এক হল, হ্যারি তখন অনুভব করল যে একটি সাদামাটা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যেন কেউ দুঃখ প্রকাশ করার জন্য নেই। রন হ্যারির সঙ্গে একা কিছু সময় কাটালো (পানি তুলতে, মাশরুম খুঁজে বের করতে), তখন রন একেবারে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো।

'নিশ্চই কেউ আমাদেরকে সাহায্য করেছে,' সে বলতে থাকল। 'কেউ একজন ওই মাদী হরিণটিকে পাঠিয়েছিল। সে যেই হোক, আমাদের পক্ষের। যাক, একটি হরক্রুক্স ধ্বংস হল।'

একটি হরক্রুক্স ধ্বংস হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে ওরা অন্য হরক্রুক্স কোথায় থাকতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে থাকল। যদিও এ বিষয় নিয়ে আগেও

ওরা আলোচনা করেছে। হ্যারির মনে হল আরো হরক্রুক্স এবার দ্রুত পাওয়া যাবে। হারমিয়নের চুপ হয়ে থাকার কারণে হ্যারির উৎসাহে কোনো ভাটা পড়ল না। হঠাৎ ভাগ্যের পরিবর্তন, মাদী হরিণটির দেখা পাওয়া, গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি হস্তগত হওয়া এবং সর্বোপরি রনের ফিরে আসার কারণে হ্যারি এতটাই খোশ মেজাজে আছে যে তার জন্য স্বাভাবিক থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।

দুপুরের পর হ্যারি এবং রন হারমিয়নের গুম মেরে থাকা অবস্থা থেকে সরে গিয়ে এমন ভাব করল, যেন আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে ব্ল্যাকবেরি তুলতে গিয়েছে মাত্র, কিন্তু তারা দু'জন আসলে দু'জনের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে থাকল। শেষে হ্যারি রনের কাছে তার এবং হারমিয়নের সব বিস্ময়কর ঘটনাগুলো বর্ণনা দিল। গোড্রিচ হলোতে কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করল। রন তার কয়েক সপ্তাহ বাইরে থাকা অবস্থায় উইজার্ড জগতে কী ঘটেছে সব অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করল।

'....এবং তুমি ওই ট্যাবুর ব্যাপারটি বের করলে কিভাবে?' মাগলবর্নদের মিনিস্ট্রি থেকে পালানোর বহু কাহিনী বর্ণনা করে তারপর রন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল।

'কি?' হ্যারি জানতে চাইল।

'তুমি এবং হারমিয়ন ইউ-নো-হু'র নাম নেয়াটা বন্ধ করলে কিভাবে?'

'ওহ্, হ্যাঁ। আমাদের মুখ ফসকে নাম বলে ফেলার একটা বদভ্যাস ছিল।' হ্যারি বলল। 'কিন্তু আমি কখনো সমস্যায় পড়িনি তাকে ভ-'

'না!' রন গর্জন করে উঠল। গর্জনের শব্দে হ্যারি ঝোপের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল। হারমিয়ন নাক-মুখ ডুবিয়ে বই পড়ছিল। সেও শব্দ শুনে দূর থেকে মাথা উঁচু করে ওদের দেখল। 'সরি,' রন বলল। রন ব্ল্যাকবেরির ঝোপের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। 'নামটির সঙ্গে একটি অশুভ যোগ আছে হ্যারি। ওরা সেটা দিয়ে মানুষের পিছু নিয়ে থাকে। তার নাম ব্যবহার করে প্রোটেকটিভ চার্ম ধ্বংস করে। এই নাম এক ধরনের ম্যাজিক্যাল সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এই কৌশলেই ওরা টোটেনহ্যাম কোর্ট রোডে আমাদের খুঁজে পেয়েছিল!'

'কারণ আমরা তার নাম ব্যবহার করেছিলাম?'

'ঠিক, চিন্তা করলে এ ব্যাপারে তাদেরকে কৃতিত্বই দিতে হবে। একমাত্র ডাম্বলডোরই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করেছেন। এখন তারা একটি ট্যাবু ব্যবহার করছে। অর্ডার সদস্যদের মধ্যে যে তার নাম নেবে সেই দ্রুত এবং সহজে তাদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। ওরা কিংসলেকে প্রায় ধরে ফেলেছিল-'

'তুমি কী ইয়ার্কি করছ?'

'হ্যাঁ সত্যি, একদল ডেথ-ইটার তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। বিল বলেছে। কিন্তু সে বহু চেষ্টা করে বের হয়ে এসেছে। সেও এখন আমাদের মত

পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' রন চিন্তা করতে করতে তার যাদুদণ্ডের আগা দিয়ে গাল চুলকালো। 'তোমার কি মনে হয় না যে হরিণটি কিংসলে পাঠিয়ে থাকতে পারে?'

'তার প্যাট্রোনাসটি একটি বুনোবিড়াল। আমরা সেটা বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম, মনে আছে?'

'ওহ, হ্যাঁ...'

ওরা ঝোপের পাশ দিয়ে আরো কতকটা হেঁটে গেল। তাবু এবং হারমিয়নের থেকে দূরে সরে গেল।

'হ্যারি...তোমার কি মনে হয় এটা ডাম্বলডোরের কাজ হতে পারে?'

'ডাম্বলডোর, কি?'

রনকে একটু বিব্রত দেখা গেল। কিন্তু নিচু স্বরে বলল, 'ডাম্বলডোর...ওই হরিণটি? তারমানে,' রন চোখের কোন দিয়ে হ্যারিকে দেখতে চেষ্টা করল। 'আসল তলোয়ারটি শেষ সময় তো তার কাছেই ছিল, তাই না?

রনের কথায় হ্যারি হাসল না। কারণ এ প্রশ্নের পেছনের বিষয়গুলো সে বুঝতে পারল। ডাম্বলডোরের ফিরে আসার চিন্তা, সে তাদেরকে পেছন থেকে লক্ষ রাখছে এই চিন্তা খুবই গ্রহণযোগ্য।

'ডাম্বলডোর মারা গেছেন,' হ্যারি বলল। আমি সেটা নিজ চোখে দেখেছি। আমি তার দেহটিও দেখেছি। তিনি নিশ্চতভাবে মারা গেছেন। তাছাড়া তার প্যাট্রোনাসটি ছিল একটি ফিনিক্স পাখি, কোনো মাদী হরিণ না।'

'প্যাট্রোনাস কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে, পারে না?' রন বলল। 'টঙ্কসেরটা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছিল, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ডাম্বলডোর যদি বেঁচেই থাকবেন তাহলে দেখা দেবেন না কেন? তার নিজ হাতে আমাদের কাছে তলোয়ারটি দিতে আপত্তি কোথায় ছিল?'

'আমার বিষয়টি দেখ,' রন বলল। 'ঠিক একই কারণে তিনি বেঁচে থাকতে তোমাকে এটা দেননি? একই কারণে তিনি তোমাকে একটি পুরোনো স্নিচ দিয়ে গেছেন এবং হারমিয়নকে একটি বাচ্চাদের বই দিয়ে গেছেন?'

'কোনটা,.কি?,' হ্যারি জানতে চাইল। রনের পুরো মুখটা দেখার জন্য ঘুরল। সে উত্তর চায়।

'আমি জানি না,' রন বলল। আমি কখনো কখনো ভেবেছি, আমি যখন একটু ঝামেলায় ছিলাম তখন তিনি পেছন থেকে হেসেছেন। অথবা...অথবা তিনি আমার আরো সমস্যা দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু এখন আমি আর সে রকম ভাবি না। তিনি যখন আমাকে ডেলুমিনেটরটি দিয়েছেন তখন তিনি ভাল করেই জানতেন তিনি কি করছেন। জানতেন না?' রনের কান লাল হয়ে গেল। সে সামনে লম্বা ঘাস দেখে পা দিয়ে চাপা দিল। 'তিনি অবশ্যই জানতেন আমি তোমাদের কাছ থেকে চলে

যাবো।'

'না,' হ্যারি তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল। 'তিনি অবশ্যই জানতেন তুমি সব সময় আমাদের কাছে ফিরে আসতে চেষ্টা করবে।'

'রনকে খুশি মনে হল। কিন্তু এখনো সে বিব্রত। হ্যারি একটুখানি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলতে বলল, 'ডাম্বলডোরের কথা বলছিলে, তুমি কী শুনেছ রিটা স্কিটার তার সম্পর্কে কি লিখেছে?'

'হ্যাঁ,' রন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। 'লোকে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করছে। অবশ্যই ব্যতিক্রম কিছু হলে সেটা বড় খবর হয়ে যায়। ডাম্বলডোর গ্রিনডেলভান্ডের সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন যারা ডাম্বলডোরকে পছন্দ করে না তারা হাসির খোরাক হয়েছে। আর যারা মনে করতো গ্রিনডেলভান্ড একজন ভালো লোক তাদের মুখের উপর থাপ্পর পড়েছে। তারপরও আমি একে বড় কোনো বিষয় মনে করি না। তাদের যখন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তখন তার বয়সস ছিল সত্যিই কম-'

'আমাদের বয়সী,' হ্যারি বলল। ঠিক যেভাবে হারমিয়নকে বলেছিল। তার মুখে এমন ভাব হল যে হারমিয়ন আর বিষয়টি নিয়ে কথা বলল না।

ব্ল্যাকবেরিগুলোর মাঝে একটি বড় মাকড়শা বসে আছে বরফ জড়িয়ে থাকা মাকড়শার জালের ঠিক মাঝখানে। রনের গতরাতে দেয়া যাদুদণ্ডটি দিয়ে হ্যারি সেটির দিকে তাক করল। হারমিয়ন এটির সর্বোচ্চ পরিক্ষা করেছে এবং সিদ্ধান্তে এসেছে যে এটি বেতের তৈরি একটি যাদুদণ্ড।

'এনগোরজিও!'

মাকড়শাটি একটুখানি নড়ে উঠল এবং জালটি একটু দুলে উঠল। হ্যারি আবার চেস্টা করল। এবার মাকড়শাটি আকারে একটু বড় হল।

'থামো হ্যারি! রন তীব্র কণ্ঠে বলল। 'আমি দুঃখিত হ্যারি, আমি বলছিলাম ডাম্বলডোর তখন অল্প বয়সের ছিলেন, ঠিক?'

হ্যারি ভুলে গিয়েছিল যে রন মাকড়শা দেখতে পারে না।

'সরি- রেডুসিও!'

মাকড়শাটি নড়ল না। হ্যারি নিচের দিকে তাকিয়ে বেতের তৈরি যাদুদণ্ডটি দেখল। এখন পর্যন্ত যত ছোটখাটো স্পেল সে কাস্ট করেছে তার সবগুলোকেই মনে হয়েছে তার ফিনিক্স যাদুদণ্ডটির চেয়ে দুর্বল। নতুন যাদুদণ্ডটি বিরক্তিকরভাবে অপরিচিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তার হাতের সঙ্গে অন্য কারো হাত সেলাই করে দেয়া হয়েছে।

'তোমার একটুখানি প্র্যাকটিস দরকার শুধু,' হারমিয়ন বলল। সে নিঃশব্দে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং সে উদ্বেগ নিয়ে হ্যারির কার্স ছোড়া দেখছিল। 'বিষয়টিতে আত্মবিশ্বাস দরকার, হ্যারি।'

হ্যারি জানে কেন সে এই যাদুদণ্ডটি সঠিকভাবে কাজ করছে তা দেখতে চাচ্ছে। হ্যারির যাদুদণ্ডটি ভেঙে যাওয়ার বিষয়ে হারমিয়ন নিজেকে অপরাধী মনে করছে। হ্যারির ঠোটের কাছে একটি কড়া উত্তর চলে এসেছিল। সে বলতে চেয়েছিল, তাহলে এই বেতের তৈরি যাদুদণ্ডটি তুমি নাও এবং তোমারটা আমাকে দাও। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের স্বার্থে হ্যারি তার কথা মেনে নিল। কিন্তু রন হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসতেই হারমিয়ন আবার তার হাতের বইয়ের পেছনে মুখ ঢাকল।

অন্ধকার নেমে আসতে ওরা তিনজন একসঙ্গে তাবুতে ফিরে এল। হ্যারি প্রথম পাহারার দায়িত্ব নিল। হ্যারি প্রবেশ পথে বসে বেতের যাদুদণ্ডটি দিয়ে তার পায়ের নিচের পাথরগুলোকে শূন্যে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু এই যাদুটি মনে হল আরো অসার এবং আগের চেয়েও যেন যাদুদণ্ডটির ক্ষমতা কমে গেছে বলে মনে হল।

হারমিয়ন তার খাটে শুয়ে একমনে বই পড়ছে। রন অনেকবার তারদিকে নার্ভাসভাবে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত রুকস্যাক থেকে একটি কাঠের ওয়ারলেস টেনে নিয়ে সেটিকে টিউন করতে চেষ্টা করতে থাকল।

'এই প্রোগ্রামই একটি ভালো প্রোগ্রাম,' সে হ্যারির উদ্দেশে নিচুস্বরে বলল, 'এটাই একটু সত্য খবর দেয়। আর সবই ইউ-নো-হু'র পক্ষে। মিনিস্ট্রিকে অনুসরণ করে। কিন্তু এটা....কিন্তু এটা শুনতে হলে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, এটা খুবই ভালো চ্যানেল। ওরা শুধু এই চ্যানেলটি প্রতিরাতে চালাতে পারে। হামলা হওয়ার ভয়ে ওরা সমানে স্থান পরিবর্তন করে। তোমার শুনতে হলে পাসওয়ার্ড দরকার পড়বে..সমস্যা হল আমি শেষ অক্ষরটি মিস করেছি...'

রন তার যাদুদণ্ডটি দিয়ে ছোট ছোট করে রেডিওর ওপর বাড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছে এবং মুখে বিড়বিড় করছে। সে কয়েকবার হারমিয়নের দিকে গোপনে আড়চোখে চেয়ে দেখল। হারমিয়ন আবার ক্ষেপে উঠতে পারে সে ভয়ও পেল। কিন্তু হারমিয়নের ভাব দেখে মনে হল রন ওখানে উপস্থিত আছে এটা সে জানেই না। মিনিট দশেক সময় ধরে রন অমন টোকা দিয়ে গুনগুন করতে থাকল। হারমিয়ন বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়তে থাকল। আর হ্যারি পাথর নিয়ে খেলা করতে থাকল।

অবশেষে হারমিয়ন বিছানা থেকে নিচে নেমে এল। রন সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজানো বন্ধ করল।

'তুমি বিরক্ত হলে আমি থামছি!' সে নার্ভাসভাবে হারমিয়নকে বলল।

হরমিয়ন কোনো উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। সে হ্যারির দিকে এগিয়ে গেল।

'আমাদের একটু কথা বলা দরকার।' হারমিয়ন বলল।

হ্যারি তাকিয়ে দেখল তার হাতে সে একটি বই ধরে আছে। বইটি হল 'দ্য লাইফ এন্ড লাই'স অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর'।

'কি?' সে বুঝতে চেষ্টা করে বলল। হ্যারির মনে হল যে বইটিতে তাকে নিয়ে একটি অধ্যায় আছে। সে জানেনা রিটা তার এবং ডাম্বলডোরের সম্পর্ক নিয়ে কী লিখেছে। কিন্তু হারমিয়ন অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলল।

'আমি জেনোফিলিয়াস লাভগুডের ওখানে যেতে চাই এবং তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

হ্যারি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো।

'সরি, ওই কথা একেবারেই ভেবোনা?'

'জেনোফিলিয়াস লাভগুড, লুনার বাবা। আমি তার ওখানে যেতে চাই এবং তার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'এহ্-কেন?'

হারমিয়ন গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'সেই চিহ্নটি, এই দেখ, ব্রিডল অব বার্ডের চিহ্ন। এই দেখ!'

সে লাইফ এন্ড লাই'স অব অ্যালবাস ডাম্বলডোর বইটি হ্যারির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চোখের সামনে মেলে ধরল। হ্যারি দেখল গ্রিনডেলভাল্ডের কাছে ডাম্বলডোরের লেখা একটি চিঠির ফটোগ্রাফ। ডাম্বলডোরের হাতের সেই পরিচিত চিকন লেখা। সে দেখল একেবারে চাক্ষুস প্রমাণ যে ডাম্বলডোরের লেখা, রিটার তৈরি করা নয়।

'স্বাক্ষরটি,' হারমিয়ন বলল। 'এই স্বাক্ষরটি দ্যাখো, হ্যারি!'

হ্যারি তার কথা শুনল। এক মুহূর্ত সে বুঝতে পারল না যে হারমিয়ন কি দেখাতে চাচ্ছে। কিন্তু তার হাতের যাদুদণ্ডটির আলোতে আরো ভাল করে দেখল, ডাম্বলডোর অ্যালবাসের প্রথম অক্ষর এ-র বদলে সেই তিনকোণা চিহ্নটি ব্যবহার করেছে, যেটি দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ডের উপর রয়েছে।

'এই তোমরা কী-?' রন ইতস্ততভাবে বলল। কিন্তু হারমিয়ন তারদিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। তারপর হারমিয়ন আবার হ্যারির দিকে ফিরল।

'এটা অপ্রত্যাশিত, তাইনা?' সে বলল। 'আমার মনে আছে ভিক্টর বলেছিল এটি গ্রিনডেলভাল্ডের চিহ্ন, কিন্তু এই চিহ্নটি গোড্রিচ হলোর ওই পুরোনো কবরের উপরও দেখা গেছে। এবং কবরের উপরের পাথরে যে তারিখ দেয়া আছে তা গ্রিনডেলভাল্ডের আসার অনেক আগের। আবার এখন এটা এখানে। বুঝলাম আমরা এখন ডাম্বলডোর বা গ্রিনডেলভাল্ড কারো কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারছি না, আমি জানি না গ্রিনডেলভাল্ড এখনো বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু আমরা

মি. জেনোফিলিয়াস লাভগুডকে জিজ্ঞেস করতে পারি। তিনি বিয়ের দিন এই সিম্বলটি পড়েছিলেন। আমি নিশ্চিত, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যারি!'

হ্যারি সঙ্গেসঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। সে অন্ধকারের ভেতরেই হারমিয়নের উদ্বেগ জড়ানো মুখের দিকে তাকালো। বেশ লম্বা সময় নিয়ে চিন্তা করে বলল, 'হারমিয়ন, আমাদের আরো একটি গোড্রিচ হলোর দরকার নেই। আমরা সেখানে যাওয়ার বিষয়ে আলাপ করেছি এবং-'

'কিন্তু সব পরিস্কার হতে চলেছে হ্যারি! ডাম্বলডোর আমাকে দ্য টেলস অব বিডল দ্য বার্ড বইটি দিয়ে গেছেন। তুমি কী করে জানো যে আমরা এই চিহ্ন থেকে কিছু পাবো না?'

'আমরা আবার একই কথার দিকে যাচ্ছি,' হ্যারি আবার একটু রাগান্বিত হল। 'আমরা আমাদের মধ্যে বিশ্বাস অটুট রাখতে চাচ্ছি যে ডাম্বলডোর আমাদের জন্য ক্লু এবং গোপন চিহ্ন রেখে গেছেন-'

রন ওদের কথার মধ্যে ঢুকে বলল, 'ডেলুমিনেটর কিন্তু কাজে লেগেছে। আমার ধারণা হারমিয়নের কথাই ঠিক। আমি মনে করি আমাদের জেনোফিলিয়াস লাভগুডের সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

হ্যারি তার দিকে রাগ করে তাকালো। সে নিশ্চিত যে হারমিয়নকে রনের এই সমর্থন দেয়া তিনকোণা চিহ্নটি জানার ব্যাপারে খুব কার্যকর নয়।

'এক্ষেত্রে বিষয়টি গোড্রিচ হলোর মত নয়,' রন বলল। 'লাভগুডরা তোমার পক্ষে হ্যারি। কুইবলাররা সেসব কথাই বলবে যা তোমাকে সাহায্য করবে।'

হারমিয়ন অতি আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আমি নিশ্চিত এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ!'

'কিন্তু তোমরা একবারও চিন্তা করছ না যে ডাম্বলডোর মারা যাবার আগে আমাকে এসব বলে যেতে পারতেন?'

'হয়তোবা....হয়তোবা তোমার নিজের কিছু খুঁজে বের করার প্রয়োজন আছে,' হারমিয়ন বলল।

'হ্যাঁ, রন তার কথায় সায় দিল। 'এটা একটা যুক্তির কথা।'

'না, তা নয়, হারমিয়ন তার কথায় বাধা দিয়ে বলল। 'কিন্তু আমি এখনো মনে করি আমাদের লাভগুডের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। একটি চিহ্নের সঙ্গে ডাম্বলডোর, গ্রিনডেলভাল্ড এবং গোড্রিচ হলোর যোগসূত্র রয়েছে। হ্যারি, আমি নিশ্চিত, এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানার আছে।'

রন বলল, 'আমি মনে করি বিষয়টিতে আমাদের মধ্যে ভোট হওয়া উচিত। কে কে লাভগুডের সঙ্গে দেখা করতে চায়-'

সে হারমিয়নের সামনে শুন্যে হাত উচু করল। হারমিয়নও ইতস্তত করে হাত উঠালো।

'তুমি হেরে গেছ হ্যারি, সরি।' রন বলল। সে হ্যারির পিঠ চাপড়ে দিল।

'খুব ভালো কথা, হ্যারি বলল। সে একটু হাসল আবার একটু বিরক্ত হল। 'আমরা তো একবার লাভগুডের দেখা পেয়েছি, চলো আগে আরো কিছু হরক্রুক্স খোঁজ করি। সেটা কেমন হয়? যাহোক, লাভগুড থাকে কোথায়? তোমরা কেউ সে কথা জানো?'

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়।' রন বলল। 'ঠিক কোথায় সেটা জানি না, তবে মা এবং ড্যাডকে দেখেছি তাদের কথা বলার সময় আঙুল দিয়ে পাশের পাহাড়ের দিকে দেখাতেন। খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন হবে না।'

এরপর হারমিয়ন তার বিছানায় ফিরে গেল। হ্যারি নিচু গলায় রনকে বলল, 'তুমি শুধু ওর কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছ ওকে খুশি করার জন্য।'

রন উচ্ছলতার সঙ্গে বলল, 'সব সৌন্দর্য্যই ভালবাসা এবং যুদ্ধের ভেতর। এটি হল দুটোরই সমন্বয়। আনন্দের বিষয়, এখন ক্রিসমাসের হলিডে চলছে। লুনা অবশ্যই বাসায় আছে!'

পরদিন সকালে ওরা ডিস্যাপারেট করে মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাওয়া পাহাড়ের উপর থেকে ওটারি সেন্ট ক্যাচপোল গ্রামের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেল। পাহাড়ের উপরের ওদের অবস্থান থেকে গ্রামের বাড়িগুলোকে মনে হল সব সাজিয়ে রাখা খেলনা বাড়ি। লাম্বা সারি বাধা বাড়িগুলো যেন মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ওরা এক বা দু'মিনিট বারো গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকল সুর্যের আলোতে চোখের উপর হাত রেখে। কিন্তু উঁচু ঝোপঝাড় এবং অর্কেড গাছের ভেতর দিয়ে শুধু দেখতে পেল মাগলদের চোখ থেকে বাড়িঘর প্রোটেকশন করা হয়েছে।

'খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার, কাছে হওয়া সত্বেও সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না।' রন বলল।

'মানে বিষয়টি এমন নয় যে তুমি জায়গাটি দেখনি। তুমি ক্রিসমাসের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলে।' হারমিয়ন বলল।

'আমি বারোতে যাইনি!' রন বলল। সে অবিশ্বাসের হাসি দিল। 'তুমি কি মনে করো যে আমি সেখানে ফিরে গিয়ে তাদেরকে বলতে পারতাম আমি তোমাদের কাছে চলে এসেছি? অবশ্য ফ্রেড এবং জর্জ তাতে খুশিই হতো। কিন্তু জিনি বিষয়টি অনুধাবন করতো।'

'কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়?' হারমিয়ন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'বিল এবং ফ্লয়ারের নতুন বাড়ি শেল কটেজে। বিল সবসময় আমার প্রতি দুর্বল। সে - সে আমি কী করেছি শুনে খুশি হতে পারেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে সে আমাকে কিছু বলেনি। সে জানতো বিষয়টি নিয়ে আমি সত্যিই দুঃখিত। পরিবারের অন্য কেউ জানতো না যে আমি ওখানে আছি। বিল মাকে বলেছে যে সে এবং

ফ্লুয়ার বাড়িতে যাচ্ছে না, কারণ ক্রিসমাসের সময়টা তারা একা কাটাতে চায়। তাদের বিয়ের প্রথম হলি ডে'র কথা তুমি জানো। আমার মনে হয় না ফ্লুয়ার এ ব্যাপারে কিছু মনে করেছে। তোমরা জানো সে সেলেসটিনা ওয়ারবেককে কতটা ঘৃণা করে।'

রন বারোর দিকে পেছন ফিরল।

'চলো এবার আমরা চেষ্টা করি।' সে পাহাড়ের উপর দিয়ে সামনে আগাতে থাকল।

ওরা কয়েক ঘণ্টা হাটল। হারমিয়নের অনুরোধে হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে থাকল। ছোট ছোট পাহাড়ের সারিতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। শুধু একটি ছোট কটেজ দেখা গেল। সেটাও মনে হল পরিত্যক্ত।

'তোমাদের কি মনে হয় এটাই ওদের বাড়ি এবং ওরা ক্রিসমাস উপলক্ষে অন্য কোথাও গিয়েছে?' হারমিয়ন বলল। সে জানালা দিয়ে ছোট কিচেনটার ভেতরে তাকালো। জানালার কার্ণিশে ফুলের গাছ দেখা গেল। রন নাক সিটকালো।

'শোনো, আমার ধারণা লাভগুডের জানালা দিয়ে উঁকি দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে ওখানে কে বাস করে। চলো আমরা পরের পাহাড়গুলো চেক করে দেখি।'

এরপর ওরা কয়েক মাইল দূরে ডিস্যাপারেট করল।

'আহ্! উচ্চস্বরে রন বলে উঠল। বাতাস ওদের চুল এবং কাপড় উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। পাহাড়ের উপরের দিকে যেতেই ওরা দেখল সারিবাধা ঘর যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। বাড়িগুলোর পেছনে শেষ বিকালের চাঁদ ঝুলে আছে বলে মনে হল। 'এখানেই লুনাদের বাড়ি হবে। এমন জায়গায় তাছাড়া আর কে বাস করবে? দেখে তো মনে হচ্ছে একটি বিশাল পাখি!'

'এটা মোটেও পাখির মত দেখাচ্ছে না,' হারমিয়ন বলল। সে মুখ কালো করে টাওয়ারের দিকে তাকালো।

'আমি দাবা খেলার পাখির কথা বলছিলাম,' রন বলল।

'যেটা তোমার কাছে ক্যাসল।'

'রনের পা সবচেয়ে লম্বা। সেই আগে পাহাড়ের চুড়ায় উঠে গেল। হ্যারি এবং হারমিয়ন যখন তার কাছে গিয়ে পৌছল তখন ওরা হাপাচ্ছে। হাপিয়ে গায়ের কাপড় খামচি দিয়ে ধরেছে। ওরা দেখল রন মুখ বিস্তৃত করে হাসছে।

রন বলল, 'এটাই ওদের বাড়ি, তাকিয়ে দেখ।'

ভাঙা গেটের সামনে তিনটি হাতে আঁকা চিহ্ন দেখা গেল। প্রথমটিতে লেখা আছে,

দ্য কুইবলার, এডিটর : এক্স লাভগুড

দ্বিতীয়টিতে লেখা

পিক ইউর ওন মিস্টলেটো

তৃতীয়টিতে লেখা

কিপ অফ দ্য ডিইরজিবল প্লামস

ওরা গেট ধাক্কা দিয়ে খুলতেই ক্র্যাক করে শব্দ হল। সরু লম্বা পথ ঘরের দরোজা পর্যন্ত চলে গেছে। দরোজার সামনে বিভিন্ন রকমের আগাছা গাছপালা জন্মে আছে। একটি ঝোঁপের ভেতর কমলা লাল ধরণের ফুল দেখা যাচ্ছে। লুনা প্রায়শই কানের দুল হিসেবে ওগুলো পরতো। হ্যারি চিন্তা করল সে ঠিকই স্ন্যারগালুফ চিনতে পেরেছে। দুটি শুকিয়ে যাওয়া ক্র্যাব-আপেল গাছ বাতাসে নুইয়ে পড়েছে। গাছের পাতা নেই, কিন্তু বেরি ফলের সমান আকারের লাল ফলে ভরে আছে। দু'টি গাছের মাথায় স্বর্ণলতায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে টুপির মত। সে দুটো পাহারাদারের মত দরোজার দু'পাশে। একটি ডাল থেকে ছোট একটি বাজ পাখির মত মাথাওয়ালা পেঁচা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, তুমি বরং অদৃশ্য আলখাল্লাটা খুলে ফেল। লাভগুড তোমাকে সাহায্য করতে চাইবেন, আমাদের না।'

হ্যারি তার কথামত কাজ করল। আলখাল্লাটি খুলে হারমিয়নের হাতে দিল তার ব্যাগে ভরে রাখার জন্য। এরপর হারমিয়ন তিনবার কালো রঙের দরোজায় টোকা দিল। দরোজায় লোহার কড়া এবং টোকা দেয়ার জিনিসটি অনেকটা ঈগল পাখির মত।

মাত্র দশ সেকেন্ডের মত সময় পার হয়েছে। ঠিক তখনই ঝট করে দরোজা খুলে গেল এবং দেখা গেল জেনোফিলিয়াস লাভগুড দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খালি পায়ে দাঁড়িয়ে। পরনের বিবর্ণ পোশাকটিকে মনে হল নাইটশার্ট। তার লম্বা, সাদা উসকোখুসকো চুলগুলো ময়লা এবং এলোমেলো। জেনোফিলিয়াস লাভগুডের পোষাক বরং বিল এবং ফ্লয়ারের বিয়ের অনুষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ছিল।

'কি? ব্যাপার কি? তোমরা কারা? কি চাও?' তিনি উচ্চস্বরে অনেকটা রাগত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। প্রথমে তিনি হারমিয়নের দিকে তাকালেন। তারপর রনের দিকে এবং অবশেষে হ্যারির দিকে তাকিয়ে মুখটা এমন ভাব করলেন যেন হাস্যকর রকমের গোলাকৃতি দেখা গেল।

'হ্যালো মি. লাভগুড,' হ্যারি বলল। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমি হ্যারি, হ্যারি পটার।'

জেনোফিলিয়াস তার হাত বাড়ালেন না। তার চোখদুটো ঠিক সোজা নাক বরাবর হ্যারির কপালের দিকে।

'আমরা ভেতরে এলে কোনো সমস্যা আছে?' হ্যারি বলল। 'আমাদের আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।'

'আমি... আমি নিশ্চিত না যে সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারব। ফিসফিস করে জেনোফিলিয়াস বললেন। তিনি ঢোক গিললেন এবং দ্রুত একবার বাগানের দিকে চোখ বুলালেন।'বরং আমার কথায়... আঘাত....আমি শঙ্কিত ...আমি ঠিক জানি না আমার উচিত হবে কিনা...'

'আমরা বেশি সময় নেব না,' হ্যারি বলল। সে তার নির্লিপ্ততা দেখে একটু হতাশ হল।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেতরে আসো, তাড়াতাড়ি..তাড়াতাড়ি!'

ওরা কোনোক্রমে দরোজায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে জেনোফিলিয়াস পেছন থেকে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত রকমের কিচেনের ভেতর। হ্যারি কখনো এমন কিচেন দেখেনি! রুমটি একেবারে গোলাকার। ফলে ভেতর থেকে এটিকে দেখলে মনে হয় একটি পেপার পট। ঘরের সব কিছু বাঁকানো যাতে রুমটির সঙ্গে খাপ খেয়ে মিলে যায়। আলমিরা, স্টোভ সব কিছু। এর সব কিছুর উপর গাঢ় রঙ দিয়ে ফুল, পোকা-মাকড়, পাখি আঁকা। হ্যারির মনে হল সে লুনার স্টাইলটা বুঝতে পেরেছে: এমন একটি আটকা জায়গার ইফেক্টটা বিস্ময়কর।

ফ্লোরের মাঝখান থেকে একটি কারুকাজ করা পেঁচানো লোহার সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উপর থেকে বেশ খটখট এবং কড়কড় আওয়াজ আসছে। হ্যারির মনে হল লুনা সেখানে কিছু করছে।

জেনোফিলিয়াস বললেন, 'তোমরা বরং উপরে আসো।'

তাকে এখনো অস্বস্তিতে আছে বলে মনে হল। তিনি ওদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন।

উপরের রুমটি মনে হল একইসঙ্গে শোবার ঘর এবং কাজের ঘর। রুমটি কিচেনের চেয়ে আরো বেশি জিনিসপত্র দিয়ে ঠাসা। রুমটি ছোট এবং গোলাকার হলেও যে কোনো কারণেই হোক রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে রুমটি সেবার রুপ বদলে বিশাল হয়ে গিয়েছিল। সে কথা ভোলা যায় না। রুমের ভেতর শতশত বছরের নানা জিনিস দিয়ে ঠাসা। প্রতিটি জায়গায় বইয়ের স্তুপ আর স্তুপ। হ্যারি লক্ষ করেনি যে চমৎকারভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মডেল

তৈরি করে রাখা হয়েছে। সেগুলো সিলিং এর থেকে ঝুলে আছে এবং হাত পা, পাখা নাড়ছে।

লুনা এখানে নেই : যে জিনিস থেকে শব্দ আসছিল তা হল একটি কাঠের জিনিস তার উপর দিয়ে বড় কাটাওয়ালা চাকা। দেখতে অনেকটা কার্পেন্টারের অকেজো টেবিলের মত এবং মনে হল যেন সঙ্গে দুটি পুরোনো আলমিরাও আছে। কিন্তু একটু পরই হ্যারি বুঝতে পারল যে এটি একটি পুরোনো ধাচের প্রিন্টিং প্রেস। দি কুইবলার ছাপার কাজে এটি ঘুরছে।

'দুঃখিত,' জেনোফিলিয়াস বললেন। তিনি মেশিনের উপর লম্বা পা ফেলে একটি ময়লা টেবিলক্লথ টেনে নিলেন বই এবং পেপারের ভেতর থেকে। এবং ক্লথটি প্রেসের উপর বিছিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশব্দ প্রশমিত হল। এবার তিনি হ্যারির দিকে ফিরলেন।

'এখানে কেন এসেছো?'

হ্যারি কিছু বলার আগেই হারমিয়ন অনেকটা চিৎকারের সুরে বলল, 'মি. লাভগুড, ওই জিনিসটা কি!'

সে একটি ধুসর রঙের পেঁচানো শিং এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। পুরাণের এক শিংঅলা ঘোড়ার মত অনেকটা। যেটি কয়েক ফুট দূরে দেয়ালের থেকে বের হয়ে আছে।

জেনোফিলিয়াস বললেন, 'এটি একটি ক্রাম্পল হর্ণ স্নোরক্যাকের শিং।'

'না! এটা তা নয়', হারমিয়ন প্রতিবাদ করে বলল।

'হারমিয়ন', হ্যারি বিব্রত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল। 'এটি এ নিয়ে আলোচনার সময় না-'

'কিন্তু হ্যারি, এটা হল এরুমপেন্ট হর্ণ। এটি ক্লাস বি ট্রেডাবল মেটারিয়াল। এটি কোনো ঘরে থাকা অস্বাভাবিক রকমের বিপদজনক!'

'তুমি জানলে কী করে যে এটি এরুমপেন্ট-এর শিং?' রন জানতে চাইল। সে যত দ্রুত সম্ভব ঘরের ঠেসে রাখা জিনিসপত্র মাড়িয়ে দিয়ে ওটা থেকে দূরে সরে এল।

'ফ্যান্টাসটিক বিস্ট এন্ড হয়্যার টু ফাইন্ড দেম বইটিতে এর বর্ণনা আছে। মি. লাভগুড, আপনি এটিকে তুলে দূরে ফেলে দিন। আপনি কি জানেন না যে সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলে এর থেকে ভয়ানক বিস্ফোরণ হতে পারে?'

'ক্রাম্পল হর্ণ স্নোরক্যাক,' জেনোফিলিয়াস দৃঢ় এবং স্পষ্ট গলায় বললেন, 'একটি লাজুক এবং অত্যন্ত যাদুময় প্রাণী, এর শিংগুলো-'

'মি. লাভগুড, আমি ওটির আশেপাশে চিহ্নগুলো চিনতে পেরেছি, ওটি একটি এরুমপেন্ট শিং এবং এটি ভয়ানক বিপদজনক- আমি জানি না এটা আপনি কোথায়

পেয়েছেন-'

জেনোফিলিয়াস নিজের ধারণা থেকেই দৃঢ়ভাবে বললেন, 'দুই সপ্তাহ আগে আমি এটি কিনেছি একটি ভীষণ হাসিখুশি উইজার্ড ছেলের কাছ থেকে। সে জানতো যে আমার সুন্দর সুন্দর স্নোরক্যাকের প্রতি আগ্রহ আছে। এটি আমার মেয়ে লুনার জন্য একটি ক্রিসমাস সারপ্রাইজ।' তিনি হ্যারির দিকে ফিরলেন। 'এখন বল, ঠিক কী কারণে এখানে এসেছ হ্যারি পটার?'

'আমাদের কিছু সাহায্য দরকার,' হারমিয়ন শুরু করার আগেই হ্যারি বলল।

'আহ্,' জেনোফিলিয়াস বললেন। 'সাহায্য, হুম,' তার চোখ দুটো আবারো দেখা গেল হ্যারির কপালের স্কারের দিকে। একই সঙ্গে তাকে আতঙ্কিতও মনে হল। 'হ্যাঁ, বিষয়টি হল........হ্যারি পটারকে সাহায্য......বরং বিপদজনক....'

রন বলল, 'আপনিই না সবাইকে বলতেন যে হ্যারি পটারকে সাহায্য করা সবার নৈতিক দায়িত্ব? আপনার ওই ম্যাগাজিনে বলেছেন না?'

জেনোফিলিয়াস পেছন ফিরে প্রেসের দিকে তাকালেন। প্রেসটি এখনো ঘরঘর করে কাজ করছে টেবিল ক্লোথের নিচে।'

'হ্যাঁ, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছি। কিন্তু-'

'সেটা শুধু আপনার একার নয়, সবার জন্যই?' রন বলল।

জেনোফিলিয়াস কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি ঢোক গিলতে থাকলেন। তিনজনকেই তীব্র চোখে দেখতে থাকলেন। হ্যারি অনুমান করল তার ভেতরে একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

'লুনা কোথায়?' হারমিয়ন বলল। 'চলুন দেখা যাক সে কি চিন্তা করছে।'

জেনোফিলিয়াস ঢোক গিললেন। মনে হল তিনি স্থির হয়ে গেছেন। অবশেষে তিনি মেশিনের শব্দ ছাড়িয়ে কাঁপা গলায় বললেন 'লুনা ওই খালে ফেসওয়াটার প্লিমপিসের জন্য মাছ ধরছে। সে...সে তোমাদের দেখে খুশি হবে। আমি নিচে গিয়ে তাকে ডেকে আনছি। এবং তারপর..হ্যাঁ ঠিকাছে, আমি তোমাদের সাহায্য করবো।'

তিনি পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। ওরা সামনের দরোজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেল। তিনজনই তিনজনের মুখের দিকে তাকালো।

'ভিতুর হদ্দ।' রন বলল।

হ্যারি বলল, 'তিনি সম্ভবত ভয় পেয়েছেন যদি ডেথ ইটাররা জেনে যায় যে আমরা এখানে আছি তাহলে কি হবে সেই চিন্তায়।'

'আমি রনের সঙ্গে একমত,' হারমিয়ন বলল। 'সে একজন বুড়ো ভিতু ভণ্ড। সবাইকে বলছেন তোমাকে সাহায্য করতে, কিন্তু নিজে সরে থাকতে চাচ্ছেন। এবং ঈশ্বরের দোহাই ওই শিং থেকে দূরে থাকতে হবে।'

হ্যারি রুমের শেষ প্রান্তে জানালার কাছে গেল। সে উপর থেকে দেখতে পেল নিচে পাহাড়ের পাশ দিয়ে উজ্জ্বল ফিতার মত খালটি এঁকেবেঁকে গেছে। ওরা এখন অনেক উপরে আছে। একটি পাখি জানালার কাছ দিয়ে উড়ে গেল। হ্যারি বারোর দিকে তাকালো। অন্য একটি পাহাড়ের সারির কারণে এখন তা দেখা যাচ্ছে না। জিনি ওদিকেই কোনো একটি জায়গায় অবস্থান করছে। বিল এবং ফ্লয়ারের বিয়ের পর ওরা আজকেই ওই স্থানের কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু জিনি জানে না যে সে যেখানে আছে এখন হ্যারি সেই দিকেই তাকিয়ে আছে, তার কথা ভাবছে। কিন্তু হ্যারি তা ভেবে খুশিই হল। এখন যেই তার সংস্পর্শে আসবে সেই বিপদের মধ্যে পড়বে। জোনোফিলিয়াসের আচরণই তা প্রমাণ করছে।

হ্যারি জানালার দিক থেকে মুখ ফেরালো। এবার সে অন্য একটি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল। সাইড বোর্ডের উপর জিনিসপত্রের ভেতরে সেটি রাখা আছে। একটি পাথরের আবক্ষমুর্তি মহিলা যাদুকর যার মাথায় অদ্ভুত ধরনের জিনিস পরে আছে। কানের দুলের মত দুটি জিনিস দু'পাশ দিয়ে বের হয়ে এসেছে। একজোড়া চকচকে ছোট পাখা চামড়ার বাধন দিয়ে মাথার সঙ্গে লাগানো। আরেকটি কমলা লাল রঙের জিনিস কপালের সঙ্গে জোড়া দেয়া আছে।

'এই জিনিসটা দেখ,' হ্যারি বলল।

'একটি ফেচ, রন বলল। 'অবাক ব্যাপার সে এটা বিয়ের দিন পরেনি।'

ওরা নিচের দরোজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেল। এক মুহূর্ত পর জেনোফিলিয়াস পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। তার চিকন চিকন পায়ে এখন ওয়েলিংটন বুট পরে আছেন। তার হাতে একটি ট্রেতে বেমানান ধরণের কয়েকটি কাপ আর ধুমায়িত টি-পট।

'আহ, তুমি আমার তৈরি করা পোষা জিনিসটা দেখে ফেলেছ?' তিনি বললেন। হারমিয়নের হাতে চায়ের ট্রে দিয়ে তিনি হ্যারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'মোডেলড, রোয়েনা র‍্যাভেনক্লোর মাথাটির সঙ্গে ফিট হয়ে গেছে।'

তিনি এয়ার ট্রাম্পেটের মত জিনিসটি দেখালেন।

'এগুলো হল র‍্যাকস্পুর্টের নল- ধ্বংসের কথা চিন্তাকারীদের সব সোর্সকে তুলে ফেলতে কাজে লাগে।' তিনি দুটো ছোট পাখা দেখিয়ে বললেন, 'এটি বিলভিগ প্রপেলার। মনের উচ্চভাব তৈরিতে সহায়তা করে।' এবং রঙিন জিনিসটি দেখিয়ে শেষে বললেন, 'ডিরিজিবল প্লাম, অসাধারণ বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ায়।'

জেনোফিলিয়াস লম্বা পা ফেলে চায়ের ট্রের কাছে গেলেন। চায়ের ট্রে-টি হারমিয়ন কোনোক্রমে সাইড টেবিলের উপর ঝুকিপূর্ণভাবে রেখেছে।

জেনোফিলিয়াস বললেন, 'আমি কি তোমাদের সবার চায়ে গুরডিরুটস দেব? এটা আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করি।'

তিনি সঙ্গে সেটা ঢালতে থাকলে দেখা গেল বিটরুটের মত লাল।

'লুনা বটম ব্রিজের কাছে আছে। তোমরা এখানে আছো জেনে সে খুবই উল্লসিত। খুব বেশি দেরি করবে না। সে আমাদের সবার স্যুপ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্লিপাই সংগ্রহ করেছে। তোমরা বসো, যারযার মত করে চিনি নিতে পারো।'

'এখন,' তিনি একটি হাতলঅলা চেয়ারের উপর থেকে একটি স্তূপ কাগজ সরালেন এবং বসলেন। তার ওয়েলিংটন বুট পরা পা দু'টো একটার উপর আরেকটা রাখলেন। 'আমি তোমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি মি. হ্যারি পটার?'

'ওয়েল,' হ্যারি বলল। সে হারমিয়নের দিকে ঘুরে তাকাল। হারমিয়ন মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'বিল এবং ফ্লয়ারের বিয়েতে আপনি যে চিহ্নটি পরেছিলেন সে বিষয়ে জানতে চাই। আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি যে ওই চিহ্নটির মানে কি।'

জেনোফিলিয়াস ভুরু তুলে তাকালেন।

'তোমরা কি ডেথলি হ্যালোসের কথা বলছ?'

অধ্যায়-২১

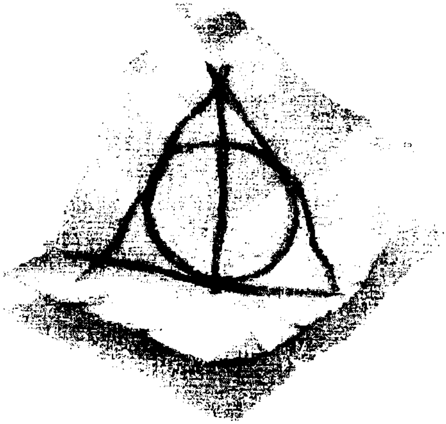

তিন ভাইয়ের কাহিনী

হ্যারি ঘুরে রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকালো। ওদের দু'জনের কেউই বুঝতে পারেনি জেনোফিলিয়াস লাভগুড কথাটা কী বললেন।

'দ্য ডেথলি হ্যালোস?'

'ঠিক, জেনোফিলিয়াস বললেন। 'তোমরা এ সম্পর্কে কিছু জানো না, বিশ্বাস করো না? অবশ্য আমি এ নিয়ে বিস্মিত নই। খুব কম উইজার্ডই এটা বিশ্বাস করে।' তিনি রনের দিকে তাকালেন, 'তোমার ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে চোখা নাকের একজন অল্প বয়সের লোক দেখেছিলে যে আমাকে এই চিহ্নটির জন্য আক্রমণ করেছিল। কারণ সিম্বলটি ডার্ক উইজার্ডের, কত বোকা! হ্যালোর সঙ্গে ডার্কের কোনো সম্পর্কই নেই- অন্তত ওরা যেমন করে ভেবেছে তেমন তো নয়ই। এই সিম্বল একজন ব্যবহার করে থাকে অন্য একই মতে বিশ্বাসীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে। তারা আশা করে যে অন্য একই ধারণার লোকের কাছ থেকে উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা পাবে।'

তিনি কয়েক দলা চিনি নিলেন তার গুরডিরুটে এবং চুমুক দিলেন।

হ্যারি বলল, 'আমি দুঃখিত, এখনো কিছুই বুঝতে পারিনি।'

সে ভদ্রতা করে কাপে একটি চুমুক দিল এবং মুখ ভরে গেল। জিনিসটি খুবই বাজে যেন কেউ এভরি ফ্লেবার বিনস তরল করে খেতে দিয়েছে।

'ওয়েল, দেখ যারা বিশ্বাস করে তারা ডেথলি হ্যালো চায়,' বললেন জেনোফিলিয়াস। তিনি গুরডিরুট পুরোটা মুখে দিয়ে টেস্ট গ্রহণ করতে দু'ঠোঁট একত্র করলেন।

হারমিয়ন জানতে চাইল, 'কিন্তু ডেথলি হ্যালোটা কি?'

জেনোফিলিয়াস খালি কাপটা পাশে ঠেলে রাখলেন।

'আমি ধারণা করছি তোমরা সবাই "দ্য টেইল অব দি থ্রি ব্রাদার্স" এর সঙ্গে পরিচিত।'

হ্যারি বলল 'না'। কিন্তু রন এবং হারমিয়ন বলল,'হ্যা'।

জেনোফিলিয়াস প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাকালেন।

'ওয়েল, ওয়েল, এর সব বিষয়গুলো আছে দ্য টেল অব থ্রি বাদার্সে.... আমার একটি কপি আছে কোথাও রেখেছি....'

তিনি অস্পষ্ট মনে করতে চেষ্টা করে চারদিকে তাকালেন। কিন্তু হারমিয়ন বলল, 'আমার কাছে একটি কপি আছে মি. লাভগুড, এখানেই আমার সঙ্গে আছে।'

এবং হারমিয়ন তার ব্যাগ থেকে দ্য টেলস অব ব্রিডল দ্য বার্ড বইটি টেনে বের করল।

'এটি কি অরিজিনাল?' জেনোফিলিয়াস তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন। এবং হারমিয়ন মাথা নেড়ে জানালো তখন তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি জোরে জোরে পড়ছ না কেন? তুমি জোরে পড়লে আমরা নিশ্চিতভাবে সব বুঝতে পারব।'

'এ..ঠিকাছে, হারমিয়ন নার্ভাস হয়ে বলল। সে বইটি খুলল এবং হ্যারি দেখল ওরা যে চিহ্নটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা পাতার উপরে আঁকা রয়েছে। হারমিয়ন খুক করে গলা পরিস্কার করে পড়তে শুরু করল।

"একদা তিন ভাই ছিল, যারা তিনজন একটি নির্জন বাঁকা পথে সন্ধ্যাবেলা বের হল..."

'মধ্যরাতে, আমাদের মা সবসময় বলতেন,' রন বলল। সে তার হাতদুটো মাথার পেছনে নিয়ে হেলান দিয়ে শুনতে প্রস্তুত হল। হারমিয়ন তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকালো।

'সরি, আমি ভেবেছিলাম মধ্যরাত হলে একটু ভৌতিক ব্যাপার হতো!' রন বলল।

'হ্যাঁ, কারণ আমাদের জীবনে আরো বেশি ভয়ের প্রয়োজন হয়,' হ্যারি নিজেকে কথা বলা থেকে থামানোর আগে বলল। জেনোফিলিয়াস এসব কথায় মন দিয়েছেন বলে মনে হল না। তিনি জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, 'পড়তে থাকো হারমিয়ন।'

"সময় মতো তিন ভাই হাঁটতে হাঁটতে পৌছে গেল একটি গভীর নদীতে এবং যে নদীতে সাঁতরানো খুবই বিপদজনক। কিন্তু এই তিন ভাইয়ের ম্যাজিক আর্ট জানা ছিল। তারা তাদের যাদুদণ্ড দিয়ে একটি ব্রিজ তৈরি করল সেই ভয়ানক পানির উপর। তারা অর্ধেক পথ পার হয়ে দেখতে পেল তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি মুখঢাকা শরীর।

"এবং ডেথ তাদের সঙ্গে কথা বলল।"

'সরি,' হ্যারি বাধা দিয়ে বলল। 'ডেথ তাদের সঙ্গে কথা বলল?'

'এটি একটি রূপকথা হ্যারি!'

'ঠিক আছে, সরি, পড়তে থাকো।'

"এবং ডেথ তাদের সঙ্গে কথা বলল। সে খুবই রেগে গিয়েছিল যে তিন আগন্তুক শিকার নদীতে না নেমে তাকে প্রতারণা করেছে। কিন্তু ডেথটি ছিল চালাক। সে ওদেরকে তিনজনের যাদু ব্যবহার করার জন্য স্বাগত জানানোর ভান করল। এবং বলল যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চালাকির জন্য ওদের তিনজনকে সে তিনটি পুরস্কার দেবে।"

"সুতরাং সবচেয়ে বড় ভাই একজন সাহসী লোক ছিল। ভাল যোদ্ধা। সে দাবী করল এমন একটি ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুদন্ডের যা কারো কাছে নেই। যে যাদুদণ্ডটি সবসময় তার মালিককে জয় এনে দেবে। এমন একটি যাদুদণ্ড যা একজন ডেথের সঙ্গে লড়াইতে জয়ী হতে পারে। অতএব ডেথটি নদীর ধারের একটি পুরোনো গাছের কাছে গেল। সেখান থেকে যাদুদণ্ডের মত ঝোলানো একটি কাঠি এনে বড় ভাইকে দিল।"

"এরপর মেজো ভাই লোকটি ছিল একটু উদ্ধত ধরনের। সে ডেথকে আরো একটু নাস্তানাবুদ করতে চাইল। সে এমন ক্ষমতা চাইল যাতে ডেথদেরকে ডেকে আনতে পারে। এবার ডেথটি নদীর পার থেকে একটি পাথর তুলে দ্বিতীয় ভাইকে দিল। এবং বলল যে এই পাথরটির মৃতদেরকে ডেকে আনার ক্ষমতা আছে।"

"এবার সবচেয়ে ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করল সে কি চায়। সবচেয়ে ছোট ভাইটি ছিল বিনয়ী এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে বুদ্ধিমান। সে ডেথটিকে মোটেই বিশ্বাস করল না। তাই সে চাইল যাতে সে ওখান থেকে সামনে আগানোর সময়

ডেথ তাকে না দেখে। এবং ডেথটি ওকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি দিয়ে দিল।"

'ডেথদের কাছে অদৃশ্য আলখাল্লা থাকে?' হ্যারি বাধা দিয়ে বলল।

'সে যাতে মানুষের ভেতর দিয়ে চুপিসারে চলাচল করকে পারে,' রন বলল। 'কখনো কখনো মানুষের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলাচল করাটা ওদের কাছে একঘেয়ে মনে হয়। সরি হারমিয়ন।'

"এবার ডেথ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তাদের যার যার পথ ছেড়ে দিল। ওরা পথ দিয়ে আগালো। ওরা ওদের অভিযানের আলাপ করল এবং ডেথের পুরস্কারের প্রশংসা করল।"

"একটি সময় ওরা তিন ভাই পৃথক হয়ে গেল যারযার পথে।

"প্রথম ভাইটি সপ্তাহখানেকের জন্য ঘোরাফেরা করে দূরের একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। একজন উইজার্ডকে খুজে বের করল যার সঙ্গে তার বহুদিনের বিরোধ ছিল। স্বভাবতই বড় ভাইটি তার তার শত্রুর সঙ্গে জয়ী হল। তার শত্রুর মৃতদেহটি ফ্লোরের উপর রেখে সে একটি বারে গিয়ে ঢুকল। সেখানে গিয়ে সে ডেথ এর কাছ থেকে নিয়ে আসা যাদুদণ্ডের ক্ষমতার কথা গর্বভরে বলল। এবং জানালো যে তার যাদুদণ্ডটি অপরাজেয়।

"ওই রাতেই সে মদ্যপ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে পড়লে একজন উইজার্ড হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে আসে। চোরটি যাদুদণ্ডটি তুলে নেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই বড় ভাইয়ের গলাটা দুভাগ করে রেখে যায়।

"এবং এভাবেই বড় ভাইকে কাছে নিয়ে নেয় ডেথটি।"

"এদিকে মেজো ভাই চলে যায় তার নিজের শহরে। সেখানে সে একা বাস করতো। এখানে এসে সে পাথরটি বের করে তিনবার হাতে ওলোটপালট করে ক্ষমতা বলে একজন ডেথকে ডেকে আনে। প্রচণ্ড আগ্রহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে সে সেই মেয়েটিকে ডেকে আনে যে মেয়েটিকে সে ভালবাসতো। তাকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল,. কিন্তু অসময়ে মেয়েটি মারা যায়। সে মেয়েটিকে তার সামনে নিয়ে আসে।"

"তারপরও মেয়েটি ছিল দুঃখিত এবং শীতল। তার কাছ থেকে ঘোমটা নেটে আলাদা হয়ে রইল। যদিও মেয়েটি জীবন জগতে ফিরে এসেছিল, কিন্তু এখানে সে সত্যিকারে অবস্থান করতে পারছিল না। সে প্রচুর কষ্ট করেছে! অবশেষে দ্বিতীয় ভাইটি প্রায় উন্মাদ হয়ে যায় মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। এবং মেয়েটির কাছে যাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করে।"

"সুতরাং ডেথ তাকে নিজের করে নেয়।"

" যদিও তৃতীয় এবং ছোট ভাইকে ডেথ অনেককাল ধরে খুঁজতে থাকে কিন্তু তার কোনো সন্ধান করতে পারে না। অবশেষে যখন অনেক বছর পর ছোট ভাইটি বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সে অদৃশ্য আলখাল্লাটি খুলে নিজের

সন্তানকে দিয়ে দেয়। এবং সে ডেথকে স্বাগত জানায় পুরোনো বন্ধু হিসাবে। খুশির মনে তার সঙ্গে চলে যায়। এবং একসাথে জীবন যাপন করতে থাকে।"

হারমিয়ন বইটি বন্ধ করল। জেনোফিলিয়াসের বুঝতে সময় লাগল যে হারমিয়ন পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বাইরে আকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'ওয়েল এই হল তোমাদের ঘটনা।'

'সরি?' হারমিয়ন বলল। তাকে বিব্রত দেখা গেল।

'জেনোফিলিয়াস বললেন, 'ওরাই হল ডেথলি হ্যালোস।'

তার কনুইয়ের কাছে জিনিসপত্রে ভরা একটি টেবিল থেকে তিনি পালকের কলম তুলে নিলেন। এবং অন্য কিছু বইয়ের ভেতর থেকে একটি লেখার খাতা তুলে নিলেন।

'বড় ভাইয়ের যাদুদণ্ডটি,' তিনি বললেন। এবং খাতার উপর একটি আড়াআড়ি রেখা টানলেন। 'পুনর্জন্মের পাথরটি,' এবার তিনি লাইনের উপর একটি গোলাকার বৃত্ত আঁকলেন। 'অদৃশ্য আলখাল্লা,' তিনি সরল রেখা, গোলাকার রেখার উপর দিয়ে একটি ত্রিভুজ আঁকলেন। হারমিয়ন আগ্রহ নিয়ে তাকালো। 'একসঙ্গে,' তিনি বললেন। 'সব মিলে হল ডেথলি হ্যালোস।'

হারমিয়ন বলল, 'কিন্তু পুরো কাহিনীতে তো ডেথলি হ্যালোস বলতে কোনো বাক্য লেখা নেই।'

'হ্যাঁ অবশ্যই নেই,' জেনোফিলিয়াস বললেন। তাকে আত্মতৃপ্ত মনে হল। 'এটি একটি শিশুদের কাহিনী। কোনো কিছু ইঙ্গিতের বদলে বিনোদনের দিকটিই দেখা হয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা বুঝতে পারে তারা জানে এই তিনটি চিহ্ন দ্বারা ডেথলি হ্যালোস বোঝানো হয়ে থাকে। এই তিনটিকে একসঙ্গে করলে মাস্টার অব ডেথ বোঝানো হয়।'

অল্প সময়ের জন্য নিরবতা নেমে এল। জেনোফিলিয়াস জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে সূর্য অনেকটা নিচে নেমে গেছে।

'লুনা অতি শীঘ্রই প্লিমপাই নিয়ে চলে আসবে।' তিনি বললেন।

রন বলল, 'আপনি বলছিলেন মাস্টার অব ডেথ-'

জেনোফিলিয়াস শূন্যে হাত তুলে বললেন, 'মাস্টার হল বিজয়ী, পরাস্তকারী। তোমরা যাই বল না কেন।'

'তাহলে...আপনি বলতে চাচ্ছেন...' হারমিয়ন ধীরে ধীরে বলল। তার কণ্ঠ শুনে হ্যারি বুঝতে পারল সে কিছু একটা সন্দেহ করতে চাচ্ছে। 'তাহলে বলতে চাচ্ছেন আপনি এই হ্যালোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?'

জেনোফিলিয়াস ভুরু তুলে তাকালেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কিন্তু,' হারমিয়ন বলল। হ্যারি বুঝতে পারল হারমিয়নের ধৈর্যের বাধ ভেঙে যাচ্ছে। 'মি. লাভগুড, আপনি কী করে এই বিষয়টিতে বিশ্বাস করতে পারেন-'

'লুনা আমাকে তোমাদের সম্পর্কে সব কথাই বলেছে বালিকা,' জেনোফিলিয়াস বললেন। 'আমি মনে করি তোমরা কেউ নির্বোধ নও। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সীমাবদ্ধ। অনেকটা নেতিবাচক ধরনের।'

'হয়তো তুমি একবার হ্যাটটি পরে দেখলে পারতে হারমিয়ন,' রন বলল। সে অদ্ভুত দেখতে হেডড্রেসটির দিকে ইঙ্গিত করল। সে হাসি চলে না আসার জন্য জোর করে চেপে রাখল।

'মি. লাভগুড, আবার বলতে শুরু করল। 'আমরা সবাই জানি যে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা পৃথিবীতে আছে। সংখ্যায় খুব কম, কিন্তু এ জিনিসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু-'

'আহ্ কিন্তু তৃতীয় হ্যালোস হচ্ছে সত্যিকারের অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা। মিস গ্র্যানজার! আমি বলতে চাচ্ছি এটি কোনো ভ্রমণ করার আলখাল্লা নয়, এটি সিইল্যুসন চার্মের সঙ্গে মানানসই এবং, এবং বেডাজিলিং হেক্স বহন করতে পারে। এটি ডেমিগাইস চুল দিয়ে সেলাই করা। যার ফলে এটি একজন মানুষকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলতে পারে এবং বছরের পর বছর ধরে অদৃশ্য থাকতে পারে অন্ধকার না আসা পর্যন্ত। আমরা এমন একটি আলখাল্লার কথা বলছি যেটি প্রকৃতপক্ষে এবং সত্যিকার অর্থে গায়ে জড়ানো লোকটিকে পুরোপুরি অদৃশ্য করে রাখতে পারে। এবং যে কোনো ধরণের চার্মই ব্যবহার করা হোক না কেন এই আলখাল্লা চিরকাল সব সময়ের জন্য অভেদ্য হয়ে থাকতে পারে। এমন কয়টি আলখাল্লা তুমি জীবনে দেখেছ মিস গ্রেনজার?'

হারমিয়ন উত্তর দেয়ার জন্য মুখ হা করে আবার বন্ধ করল। ওকে চরমভাবে কনফিউজ মনে হল। হারমিয়ন, রন এবং হ্যারি একে অন্যের দিকে তাকালো। হ্যারি জানে যে ওরা তিনজনই একই কথা চিন্তা করছে। এমনও কি হতে পারে যে জেনোফিলিয়াস যে আলখাল্লার কথা বলছেন এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে, এই রুমের ভেতরই তেমন একটি আলখাল্লা রয়েছে।

'ঠিক, জেনোফিলিয়াস বললেন। যেন ওদের কথাকে অস্বীকার করলেন। 'তোমাদের কেউ কখনো সে জিনিস দেখোনি। জিনিসটি ব্যবহারকারী অসম্ভব দামী

জিনিস পেয়েছিল, তাই না?'

তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশ এখন গোলাপী হয়ে এসেছে।

'ঠিকাছে,' হারমিয়ন অস্বস্তি নিয়ে বলল। 'ধরে নিলাম আলখাল্লাটি আছে...এবার বলেন পাথরের বিষয়টি কি মি. লাভগুড? যে জিনিসটিকে আপনি পুনরাবির্ভাব করাতে পারেন বলছেন।'

'সেটা সম্পর্কে কি জানতে চাও?'

'সেটা কীভাবে সত্যি হতে পারে?'

'তা যে নয় সেটা কী করে প্রমাণ করবে?' জেনোফিলিয়াস বললেন।

হারমিয়নকে ভীষণ ক্ষুব্ধ দেখা গেল।

'কিন্তু সেটা...আমি দুঃখিত সেটা পুরোপুরি একটি হাস্যকর বিষয়। আমি কী করে প্রমাণ করব যে সেটি নেই? আপনি কী আশা করেন যে আমরা দুনিয়ার সব পাথর খুটে খুটে পরিক্ষা করব? আমি বলতে চাচ্ছি কোনো কিছু কেউ প্রমাণ করতে না পারলে কী আপনি বলবেন যে সেটির অস্তিত্ব আছে?'

'হ্যাঁ, তোমরা পারো,' জেনোফিলিয়াস বললেন। 'দেখে ভাল লাগছে যে তোমরা এখন একটু একটু খোলাসা হতে শুরু করেছ এবং বুঝতে পারছো।'

'তাহলে সবচেয়ে বড় ভাইয়ের যাদুদণ্ড,' হ্যারি বলল হারমিয়ন কিছু বলার আগেই। 'আপনি মনে করেন যে সেটির অস্তিত্ব আছে?'

'ওয়েল এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে,' জেনোফিলিয়াস বললেন। 'বড় ভাইয়ের যাদুদণ্ডটি একটি হ্যালোস তার সন্ধান পাওয়া গেছে। কারণ সেই যাদুদণ্ডটি এজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে গিয়েছে।'

'সেটি কী হয়েছে?' হ্যারি জানতে চাইল। 'সেই যাদুদণ্ডটির বেলায় একজন মালিকের কাছ থেকে অন্য মালিক ক্যাপচার করেছে।' জেনোফিলিয়াস বললেন। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে কীভাবে যাদুদণ্ডটি এমেরিক দ্য এভিলের হত্যার পর এজবার্ট দ্য এগ্রেজিয়াসের হাতে এসেছে? কীভাবে গোডেলট তার নিজের স্টোররুমে মরে পড়েছিলেন তার ছেলে হেয়ারওয়ার্ড তার কাছ থেকে যাদুদণ্ডটি নেয়ার পর? তারপর ভয়ানক লোক্সিয়াস যাদুদণ্ডটি আয়ত্ত করে বারনাভাস ডেভেরিলের কাছ থেকে। তাকে সে হত্যা করে? এই যাদুদণ্ড ঘিরে রক্তপাতের ধারাবাহিকতা ইতিহাসের পাতা জুড়ে রয়েছে।'

হ্যারি হারমিয়নের দিকে তাকালো। সে জেনোফিলিয়াস এর দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে তার সঙ্গে তর্কে যাচ্ছে না।

রন বলল, 'তাহলে যাদুদণ্ডটি এখন কোথায় আছে বলে আপনি মনে করেন?'

'হায় হায়! তা কে জানে!' জেনোফিলিয়াস বললেন। তিনি আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। 'কে জানে এখন যাদুদণ্ডটি কোথায় লুকানো আছে?

আরকুস এবং লিভিয়াসের পর ধারাটি ফিকে হয়ে এসেছে। কে জানে তাদের মধ্যে কে লোক্সিয়াসকে পরাস্থ করেছিল, এবং যাদুদণ্ডটি নিয়ে নিয়েছে? কে বলতে পারে যে তাদেরকে আবার কে হারিয়ে সেটি নিয়ে গেছে? হায় হায়! ইতিহাস আমাদের তা বলেনি।'

সবাই কিছুক্ষণ নিরব রইল। তারপর হারমিয়ন জিজ্ঞেস করল, 'মি. লাভগুড, পেভেরেল পরিবার কি এই ডেথলি হ্যালোসের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে?'

জেনোফিলিয়াস মনে হল অতীতে চলে গেলেন। হ্যারির মনে কিছু একটা স্মৃতি জেগে উঠছে। কিন্তু সেটা কি তা ধরতে পারছে না। পেভেরেল....নামটি সে আগে কোথাও শুনেছে বলে মনে হচ্ছে...

'কিন্তু তুমি তো আমাকে ভুল বোঝাচ্ছ ইয়ং লেডি!' জেনোফিলিয়াস বললেন। এবার তিনি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন এবং বড়বড় চোখ করে হারমিয়নের দিকে তাকালেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হ্যালোস সম্পর্কে নতুন অনুসন্ধান করছ। আমাদের মধ্যে যারা হ্যালোস সম্পর্কে অনুসন্ধান করে করে তারা বিশ্বাস করে যে পেভেরেলরা সব কিছু জানে- হ্যালোস দিয়ে কী করতে হয়?'

'এই পেভেরেলরা কারা?' রন জানতে চাইল।

'এই নামটি গোড্রিচ হলোতে কবরের উপর খোদাই করে লেখা,' হারমিয়ন বলল। সে জেনোফিলিয়াসকে লক্ষ করছে। 'ইগনোটাস পেভেরেল।'

'ঠিক!,' জেনোফিলিয়াস বললেন। তিনি উদ্বেগের সঙ্গে আঙুল উচু করলেন, 'ইগনোটাস পেভেরেলের কবরের উপর চিহ্নটি হচ্ছে খাটি প্রমাণ!'

'কিসের প্রমাণ?' রন জানতে চাইল।

'কেন, ওই গল্পের তিন ভাইয়ের কাহিনী হল পেভেরাসদের তিন ভাইয়ের কাহিনী। অ্যানটিওস, ক্যাডেমুস এবং ইগনোটাস! ওরাই ছিল হ্যালোসের আসল মালিক!'

তিনি জানালার দিকে আরো একবার তাকিয়ে তারপর উঠে দাঁড়ালেন। ট্রে টা হাতে তুলে নিয়ে পেচানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

নিচের তলায় যেতে যেতে তিনি বললেন, 'তোমরা কি ডিনার পর্যন্ত থাকবে? এখানে এলে সবাই আমাদের ফেসওয়াটার প্লিমফাই স্যুপের রেসিপির জন্য অনুরোধ করে।'

রন নিচু স্বরে বলল, 'সম্ভবত সেন্ট মুঙ্গসের পয়জন ডিপার্টমেন্টকে দেখানোর জন্য।'

জেনোফিলিয়াস লাভগুডের কিচেন পর্যন্ত যাওয়ার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত হ্যারি অপেক্ষা করলো।

তারপর হারমিয়নকে বলল, 'কী মনে হচ্ছে?'

'ওহ হ্যারি,' হারমিয়ন ক্লান্তির সঙ্গে বলল। 'রাবিশ ছাড়া আর কিছুই না! এটা চিহ্নটির প্রকৃত অর্থ হতে পারে না। এটা অবশ্যই তার অদ্ভুত খেয়াল। একেবারে সময় নষ্ট হল।' রন বলল, 'আমি মনে করি এই লোকটি আমাদের ক্রাম্পল শিং স্নোরক্র্যাক এনে দিয়েছেন।'

হ্যারি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও তাহলে বিশ্বাস করো না?'

'নাহ্, এই কাহিনী হল ছোট বাচ্চাদের আদর্শ শিক্ষা দেয়ার গল্পের জন্য প্রযোজ্য, তাই না? "সমস্যা দেখলে সেদিকে যেওনা, ঝামেলায় জড়িও না। কোনো জিনিস অস্বাভাবিক দেখলে এড়িয়ে চলো! শুধু তোমার মাথাটি নত করে রাখো এবং নিজের কাজে মন দাও! তাতেই সব ঠিক হবে।" বিষয়টি চিন্তা করে দেখ।' রন বলল। 'হয়তো বা এই কাহিনী কেন বেশি পুরানো যাদুদণ্ড দুর্ভাগ্যবান সে কারণে।'

'তুমি এসব কী বলছ?

'এটি তো সেইসব কল্পকাহিনীর একটা, তাই না? "মে বর্ন উইচেস উইল ম্যারি মাগল-বর্ন, জিঙ্কস বাই টুইলাইট আন্ডার বাই মিডনাইট,, ওল্ড অব এল্ডার নেভার প্রোসপার।" এসব তো নিশ্চয়ই শুনেছ। আমার মা এগুলো খুব জানেন।'

হারমিয়ন অন্য দু'জনের উদ্দেশে বলল, 'হ্যারি এবং আমি দুজনই মাগল পরিবারে বড় হয়েছি। আমরা অন্য ধরণের কল্পকাহিনী শুনেছি এবং পড়েছি।' রান্না ঘরের থেকে সুস্বাদু ঘ্রাণ আসায় হারমিয়ন লম্বা করে দম নিল। জেনোফিলিয়াসের সঙ্গে বিতণ্ডা হওয়ার একটি ভাল দিকে হল, হারমিয়ন ভুলে গেছে যে সে রনের উপর ক্রুদ্ধ। 'আমি মনে করি তোমার ধারণা ঠিক।'সে রনকে বলল। 'এগুলো হল শুধু আদর্শ শিক্ষা। এতে শিক্ষা দেয়া হয় কোনটা ভাল, কোনটা তোমার করা উচিত-'

এরপর তিনজনই একসঙ্গে কথা বলে উঠল। রন বলল, যাদুদণ্ডটি, হারমিয়ন বলল, 'আলখাল্লাটি' আর হ্যারি বলল, 'পাথরটি'।

ওরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। কিছুটা বিস্মিত হল, কিছুটা উপভোগ করল।

রন হারমিয়নকে বলল, 'তুমি আলখাল্লাটির কথা বলতে চাচ্ছিলে। কিন্তু তোমার যদি যাদুদণ্ডটি থাকে তাহলে তো আলখাল্লার দরকার নেই। একটি অপরাজেয় যাদুদণ্ড। বুঝেছ হারমিয়ন!'

হ্যারি বলল, 'আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য আলখাল্লা আছে।

হারমিয়ন বলল, 'তুমি লক্ষ করেছ কি না জানি না, এটি ইতিমধ্যেই আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। আর যাদুদণ্ডটির প্রয়োজন হবে কাউকে আক্রমণ করার-'

রন বাধা দিয়ে বলল, যদি তুমি চিৎকার করে বলো। যদি নির্বোধের মত নাচতে নাচতে যাদুদণ্ডটি তুলে গান করতে থাকো "আমার যাদুদণ্ডটি অপরাজেয়, শক্তি পরিক্ষা করতে হলে চলে আসো" যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখবে-'

'হ্যাঁ, কিন্তু দয়া করে তুমি তোমার মুখটি বন্ধ করবে?' হারমিয়ন বলল। তাকে সন্দিহান দেখা গেল। 'জানো, একমাত্র সত্যি কথা তিনি আমাদের বলেছেন তা হল, ওই যাদুদণ্ডটির শতশত বছর ধরে অসাধারণ ক্ষমতার কাহিনী।'

'সত্যিই আছে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

হারমিয়নকে রাগান্বিত মনে হল: তার এই ভাবটি ওরা এত পছন্দ করে যে হ্যারি এবং রন দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল।

যেসব ডার্ক উইজার্ডরা যাদুদণ্ড শতশত বছর ধরে দখল করেছে তারা দম্ভের সঙ্গে এটিকে ডেথস্টিক, ভাগ্যের যাদুদণ্ড এসব নাম দিয়েছে। প্রফেসর বিন এসব কিছু নামের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ সবই অর্থহীন। যাদুদণ্ডের ক্ষমতা নির্ভর করে যাদুদণ্ড ব্যবহারকারী উইজার্ডের ক্ষমতার ওপর। অনেক উইজার্ড আছে যারা মিছেমিছি নিজেদের যাদুদণ্ড নিয়ে গর্ব করে বলে তারটা বড় এবং অন্যেরটার চেয়ে ভালো।'

হ্যারি বলল, 'কিন্তু সেটা তুমি জানো কী করে যে ওই যাদুদণ্ডগুলো ডেথস্টিক এবং ভাগ্যের যাদুদণ্ড একই যাদুদণ্ড নয়? শতশত বছর ধরে হয়তো উপরে উপরে নাম ভিন্ন হয়েছে?'

রন বলল, 'এবং ওই এলকার যাদুদণ্ড কি ডেথের বানানো?'

হ্যারি হাসল। এই অদ্ভুত ধারণা তার কাছে হাস্যকর বলে মনে হল। সে নিজে নিজে ভাবল, তার যাদুদণ্ডটি ছিল হলি, এলডার নয়। অলিভ্যান্ডার এটি বানিয়েছিলেন। ভোল্ডেমর্ট আকাশে তার পিছু নিলে এই যাদুদণ্ডটি ভীষণ কাজে দিয়েছিল। এবং যদি এটি অপরাজেয় হতো তাহলে তা ভেঙে যেতো না।

রন বলল, 'তুমি পাথরটির কথা বলছিলে কেন?'

'ওয়েল, যদি এটি সত্যিই মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারতো তাহলে আমরা অনেককেই কাছে পেতাম, সিরিয়ুস, ম্যাডআই,..ডাম্বলডোর..আমার বাবা-মা...'

রন এবং হারমিয়নের কেউ তার কথায় হাসল না।

'কিন্তু বিডল অব দ্য বার্ডের মতে তারা ফিরে আসতে চায় না, তাই না?,' হ্যারি বলল। সে এই কিছুক্ষণ আগে শোনা কাহিনীর কথা চিন্তা করল। 'আমি মনে করি না যে ওই কাহিনীর মত পাথর মৃতদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারে। পারে কি?' সে হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'না,' হারমিয়ন দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিল। 'আমার মনে হয় না মি. লাভগুড ছাড়া অন্য কেউ বাচ্চাদের মত এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করবে। বিডল সম্ভবত এই

ধারণাটি নিয়েছে দার্শনিকদের পাথরের থেকে; অমর করার পাথরের বদলে জীবন ফিরিয়ে আনার পাথর।'

কিচেনের থেকে আসা গন্ধ আরো তীব্র হয়ে উঠছে। মনে হল যেন আন্ডারপ্যান্ট পোড়ার গন্ধ। হ্যারি ভাবল জেনোফিলিয়াস যা রান্না করছে তা কি খাওয়া যাবে?'

রন ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে আলখাল্লার বিষয়টি কি, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তার কথাটি ঠিক? আমি হ্যারির অদৃশ্য আলখাল্লাটি ব্যবহার করেছি। সেটি যে কত ভাল তা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলার নয়। হ্যারিরটার মত আর কারোটার কথা কখনো শুনিনাই। একেবারে নির্ভুল। আমরা কখনো এটার ভেতর থেকে ধরা পড়িনি-'

'অবশ্যই না-এটির ভেতরে থাকলে আমরা সব সময় অদৃশ্য ছিলাম রন!'

'হ্যা, ঠিক আছে, কিন্তু রন, পাথরটি....'

ওরা দু'জন যখন কথা বলছে তখন হ্যারি রুমটির চারদিকে ঘুরছে। রন এবং হারমিয়নের কথা আধাআধি শুনতে পাচ্ছে। সে পেঁচানো সিড়িটির কাছে গেল এবং মনের অজান্তেই উপরের তলার দিকে তাকালো এবং সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠল। তার নিজেরই একটি মুখ উপরের তলার সিলিং থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলেই সে বুঝতে পারল যে এটি কোনো আয়না নয়, একটি পেইন্টিং। উৎসুক হয়ে হ্যারি সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকল। 'হ্যারি! তুমি কী করছ, তার অবর্তমানে কিছু দেখা উচিত না!'

কিন্তু হ্যারি ততক্ষণে উপরের তলায় উঠে গেছে।

লুনা ওর বেডরুমটি সুন্দর সুন্দর মুখচ্ছবি দিয়ে সাজিয়েছে। মুখগুলো হল হ্যারি, রন, হারমিয়ন, জিনি এবং নেভিলের। হোগার্টসের ছবির মত তারা সচল নয়। কিন্তু একটি চমৎকার ম্যাজিক আছে : হ্যারি চিন্তা করল ওরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। ছবির ভেতরে সুন্দর সোনালী চেইন দিয়ে বুনানো। সবগুলো ছবিকে একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ করা। কিন্তু মিনিটখানেক গভীরভাবে পরখ করে সে বুঝল চেইনটি আসলে একটি শব্দ সোনালী কালি দিয়ে অসংখ্যবার লেখা.... ফ্রেন্ডস...ফ্রেন্ডস..... ফ্রেন্ডস....ফ্রেন্ডস...

হ্যারি লুনার জন্য বিশেষ টান অনুভব হল। সে রুমটির চারদিকে তাকিয়ে দেখল। বিছানার কাছে একটি বড় ফটোগ্রাফ। অল্প বয়সের লুনা এবং তার মত চেহারার একজন মহিলার ছবি। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আছে। হ্যারি দেখল লুনাকে ছবিতে আরো অধিক প্রাণবন্ত দেখা যাচ্ছে। এত বেশি প্রাণবন্ত তাকে সে কখনোই দেখেনি। ছবিটির উপর ধুলা জমে আছে। বিষয়টি হ্যারির কাছে

অস্বাভাবিক বলে মনে হল। সে আবারো চারদিকে ঘুরে দেখল।

কিছু একটা গোলমাল আছে। হালকা নিল রঙের কার্পেটটির উপর পুরু ধুলার আস্তর পড়েছে। ওয়্যারড্রোবে কোনো জামাকাপড় নেই। ওয়্যারড্রোবের কপাট খোলা। বিছানাটি যেন শীতল কেমন অব্যবহৃত দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বেডটি কেউ ব্যবহার করেনি। কাছের জানালায় একটি মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে।

'কী সমস্যা?' হ্যারি নিচে নেমে আসতেই হারমিয়ন জানতে চাইল। 'কিন্তু সে উত্তর দেয়ার আগেই কিচেন থেকে জেনোফিলিয়াস উপরে উঠে এল। হাতে একটি ট্রে ধরে আছেন, ট্রেতে অনেকগুলো বাটি।

হ্যারি বলল, 'মি. লাভগুড, লুনা কোথায়?'

'কি বললে?'

'লুনা কোথায়?'

জেনোফিলিয়াস সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেই দাড়িয়ে গেলেন, 'আমি...আমি তোমাকে আগেই বলেছি, সে বটম ব্রিজের কাছে আছে। প্লিমপাইসের জন্য মাছ ধরছে।'

'তাহলে কেন আপনি যে ট্রেতে চারজনের জন্য খাবার এনেছেন?'

জেনোফিলিয়াস কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। শুধুমাত্র প্রেসের একঘেয়ে ঘরঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবং জোনোফি-লিয়াসের হাত কাঁপার কারণে ট্রে থেকে টুনটুন শব্দ হচ্ছে।

হ্যারি বলল, 'আমার ধারণা লুনা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানে নেই। তার কাপড়গুলো উধাও, তার বিছানায় কেউ ঘুমায়নি। সে কোথায়? এবং আপনি কেন বারবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন?'

জেনোফিলিয়াস হাত থেকে ট্রেটি ফেলে দিলেন। বাটিগুলো নিচে পড়ে সব ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে গেল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন মুহূর্তের ভেতর ওদের যাদুদণ্ড বের করে তাক করল। জেনোফিলিয়াস পাথরের মত স্থির হয়ে গেলেন। তার হাতটি তিনি শুধু পকেটের কাছ পর্যন্ত নিতে পেরেছেন। ঠিক তখনই প্রেসে প্রচণ্ড শব্দ করে ময়লা চাদরটির নিচ থেকে অসংখ্য কুইবলার স্রোতের মত বের হতে থাকল। মেঝে ভরে উঠল। কিছুক্ষণের ভেতর প্রেস থেমে গেল।

হারমিয়ন নিচু হয়ে এক কপি কুইবলার হাতে তুলে নিল। কিন্তু তার যাদুদণ্ড মি. লাভগুডের দিকে তাক করা রইল।

' হ্যারি, এটি দেখ।'

কুইবলারের প্রথম পাতায় হ্যারির ছবি, তার সঙ্গে লেখা, 'অনাকাঙ্খিত নাম্বর ওয়ান।' এবং পুরুস্কারের টাকা।

হ্যারি জানতে চাইল, 'কুইবলার তাহলে নতুন চেহারা নিয়ে বের হচ্ছে?' হ্যারির ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। 'এই কাজটিই তাহলে আপনি করলেন গার্ডেনে গিয়ে মি. লাভগুড? একটি পেঁচাকে পাঠিয়ে দিলেন মিনিস্ট্রিতে খবর দিয়ে?'

জেনোফিলিয়াস জিহ্বা বের করে ঠোট চাটলেন।

'ওরা আমার লুনাকে নিয়ে গেছে!' তিনি ফিসফিস করে বললেন। 'সে কারণেই আমি এমনটি করছি। ওরা লুনাকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না সে এখন কোথায়। ওরা তাকে কি করেছে। কিন্তু ওরা হয়তো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে....যদি আমি...আমি..

'হ্যারিকে ধরিয়ে দিতে পারি,' হারমিয়ন তার বাক্যের শেষ অংশটি পুরণ করে দিল।

'আর কোনো কথা নয়,' রন বলল। 'পথ ছেড়ে সরে যান, আমরা এখন চলে যাচ্ছি।'

জেনোফিলিয়াস ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকালেন। তার মুখটা আবার যেন লালায়িত হয়ে উঠেছে।

'যে কোনো সময় ওরা চলে আসবে। আমার লুনাকে রক্ষা করতে হবে। আমি লুনাকে হারাতে পারি না। অবশ্যই তোমরা এখান থেকে যাচ্ছ না।'

তিনি হাত প্রসারিত করে সিড়ি আগলে দাঁড়ালেন। হ্যারির মনে পড়ল তার মাও এরকম করে দাঁড়িয়েছিলেন তাকে রক্ষা করতে।

'আপনাকে আঘাত করতে আমাদের বাধ্য করবেন না,' হ্যারি বলল। 'পথ থেকে সরে যান!'

'হ্যারি!' হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল।

জানালার পাশ দিয়ে ব্রুমস্টিকে একটি শরীর চলে গেল। ওরা যখন তার দিক থেকে সেদিকে তাকালো তখনই বুঝতে পারল যে ওরা ভুলটা করে বসেছে। হ্যারি লাফ দিয়ে রন এবং হারমিয়নকে সরিয়ে দিল। মুহূর্তের ভেতর জেনোফিলিয়াসের ছুড়ে দেয়া কার্স গিয়ে দেয়ালে এরুমপেন্ট হর্ন এর উপর পড়ল ।

ব্যস! একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ উঠল। এর শব্দ থেকে বোঝা গেল যে রুমটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ঘরের ভেতর ভাঙা কাঠ, কাগজ উড়তে থাকল। ঘরের ভেতর অভেদ্য মেঘের মত হয়ে গেল। হ্যারি শুন্যে উঠে গেল এবং ফ্লোরের উপর আছড়ে পড়ল। ওর গায়ের উপর ভাঙা জিনিসপত্রের স্তূপ পড়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে হারমিয়নের চিৎকার শুনতে পেল, রনের উচ্চস্বরে আওয়াজ শুনতে পেল। সঙ্গে কিছু ধাপধুপ শব্দ হল যা থেকে হ্যারি অনুমান করল যে সিড়ি থেকে জেনোফিলিয়াস উড়ে গিয়ে নিচে পড়েছেন।

হ্যারি রাবিশের নিচে পড়েছে। নিজেকে তুলতে চেষ্টা করল। সে ধুলোর

কারণে দম নিতে বা চেয়ে দেখতে পারছে না। অর্ধেক সিলিং ভেঙে পড়েছে, লুনার বেডটি কোনো রকমে ঝুলছে। হ্যারি দেখল রেওয়ানা র‍্যাভেনক্লোর সেই মাথাটি তার পাশে পড়ে আছে। তার অর্ধেক উড়ে গেছে। ছেড়া খাতার টুকরোটুকরো কাগজগুলো উড়ছে। প্রিন্টিং প্রেসের অধিক অংশই হ্যারির পাশে সিঁড়িতে পড়ে আছে। এরপর হ্যারির কাছেই একটি শরীর নড়ে উঠল। হারমিয়ন, সারা শরীরে ধুলোয় যেন দ্বিতীয় একটি মুর্তি দেখা যাচ্ছে। সে নিরবে আঙুল তুলে নিজের ঠোটের কাছে ধরল।

নিচে দরাম করে দরোজা খুলে যাওয়ার শব্দ হল।

'আমি তোমাকে বলেছি না ট্র্যাভার্স, যে তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই!' একটি কর্কশ গলা বলল। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম না এই পাগল বরাবরের মত আমাদের খামোখা খাটাচ্ছে।'

একটি শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনোফিলিয়াসের গলা থেকে যন্ত্রণার চিৎকারের আওয়াজ আসল।

'না....না...উপরেরর তলায়.... হ্যারি পটার!'

'আমি তোমাকে বলেছি না লাভগুড যে আমরা সঠিক ইনফরমেশন না পেলে আর আসব না! গত সপ্তাহের কথা মনে করে দেখ যখন তুমি তোমার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে ওই স্টুপিড হেড ড্রেসটির পরিবর্তে, তখন তোমাকে বলেছিলাম না? এবং এক সপ্তাহ আগে-' আবার শব্দ হল 'তুমি যখন ভেবেছিলে, আবার শব্দ 'স্নোরক্যাক?' আবার শব্দ-

'না!...না!....আমাকে ক্ষমা করো!' কাঁদতে কাঁদতে জেনোফিলিয়াস বললেন। 'সত্যিই এখানে পটার আছে, সত্যি!'

'এখন প্রমাণ হয়েছে যে তুমি আমাদেরকে ডেকে এনে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছ!' গর্জন করে উঠল ডেথ-ইটার। আবার শব্দ হল এবং কিছু ভেঙে যাওয়ার মত শব্দ হল। জেনোফিলিয়াস যন্ত্রণায় ডুকরে কাঁদলেন।

'জায়গাটি দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেঙে-চূড়ে গেছে সেলুইন,' অন্য একটি গলা বলল। তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উপরে এল।

'সিড়ির পথ তো পুরোপুরি বন্ধ। এটি পরিস্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে?'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ শয়তান!' চিৎকার করে সেলুইন নামের উইজার্ডটি বলল। 'তুমি জীবনে কখনো পটারকে চোখে দেখনি! দেখেছ? চিন্তা করেছ আমাদেরকে এখানে এনে হত্যা করবে, তাই না! চিন্তা করেছ যে এভাবেই নিজের মেয়েকে ফিরে পাবে!'

'আমি কসম খেয়ে বলছি...কসম খেয়ে বলছি... হ্যারিপটার উপরে!'

'*হেমেন্যুম রিভেলিও!*' নিচ থেকে একটি কণ্ঠ বলল।

হ্যারি শুনতে পেল হারমিয়ন জোরে জোরে দম নিচ্ছে। এবং নিজের ভেতরও এমন একটি অনুভব হল যেন ভেতর থেকে কিছু একটা টেনে বের হচ্ছে। হ্যারির শরীরটাও উঠতে থাকল সেই ছায়ার ভেতরে।

'কেউ উপরে আছে সেলুইন!' দ্বিতীয় কণ্ঠ তীব্র কণ্ঠে বলল।

'ওটাই পটার!, আমি তোমাদের বলছি পটার! জেনোফিলিয়াস কাঁদতে কাঁদতে বলল। 'প্লিজ... প্লিজ... লুনাকে ফিরিয়ে দাও! আমার লুনাকে ফিরিয়ে দাও....'

'তুমি তোমার ছোট মেয়েটিকে ফিরে পেতে পারো' লাভগুড সেলুইন বলল। 'যদি তুমি উপরে উঠে যেতে পারো এবং হ্যারি পটারকে নিচে নামিয়ে আনতে পারো!। কিন্তু যদি কোনো কৌশল কর, যদি ষড়যন্ত্র হয়, যদি আমাদের বিরুদ্ধে উপরে কোনো ওৎ পেতে রাখার ব্যবস্থা করে রেখে থাকো তাহলে তোমাকে কবর দেয়ার জন্য মেয়েটি থাকবে কিনা আমরা দেখব।'

জেনোফিলিয়াস ভয়ে এবং হতাশ হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। জেনোফিলিয়াস মচমচ শব্দ করে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করলেন রাবিশের উপর দিয়ে।

'দ্রুত দ্রুত!' হ্যারি ফিসফিস করে বলল। 'আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।'

সে অন্যসব শব্দ ও হৈ চৈ-এর মধ্যে নিজেকে রাবিশ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করল। জেনোফিলিয়াস উপরে উঠে আসছেন। রন আরো নিচে পড়ে গেছে। হারমিয়ন এবং হ্যারি যতটা সম্ভব শব্দ না করে ওদের উপরে থাকা স্তূপের উপরে উঠল। রনের পায়ের উপরে একটি ভারী ড্রয়ার পড়েছে। জেনোফিলিয়াস মচমচ শব্দ করে আরো কাছে চলে আসছেন। হারমিয়ন কোনোক্রমে একটি হোবার চার্ম ব্যবহার করে রনকে ছাড়িয়ে ফেলল।

'ঠিক আছে,' হারমিয়ন হাপাতে হাপাতে বলল। ভাঙা প্রিন্টিং প্রেসটি এবার নড়ছে। জেনোফিলিয়াস মাত্র ফুট খানেক দূরে আছে। হারমিয়ন এখনো ধুলায় সাদা হয়ে আছে। বলল, 'আমার উপর ভরসা আছে হ্যারি?'

হ্যারি মাথা নাড়ল।

'তাহলে ওকে,' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল। 'অদৃশ্য আলখাল্লাটি দাও। রন, তুমি এর ভেতরে প্রবেশ কর।'

'আমি? কিন্তু হ্যারি-'

'প্লিজ রন! হ্যারি আমার হাতটি শক্ত করে ধর, রন, আমার কাঁধ ধরে গায়ের জোরে টান দাও!'

হ্যারি বাঁ হাত বের করল। রন আলখাল্লার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রিন্টিং

প্রেসটি যে ওদের এবং সিড়ির মাঝখানে আছে সেটি কাঁপতে শুরু করেছে। জেনোফিলিয়াস একটি হোবার চার্ম ব্যবহার করে সেটিকে সরানোর চেষ্টা করছে। হ্যারি বুঝতে পারল না হারমিয়ন কেন অপেক্ষা করছে।

'শক্ত করে ধর...শক্ত করে ধর..এক দুই সেকেন্ড...'

সাইডবোর্ডের উপর দিয়ে জেনোফিলিয়াসের সাদা মুখটি দেখা গেল।

'*অবলিভিয়েট!*' হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। প্রথমে ওর যাদুদণ্ডটি তার মুখের দিকে ধরে। এরপরই নিচের দিকে তাক করে বলল, *ডেপ্রিমো!*'

সে সিটিং রুমের ফ্লোরের ভেতর দিয়ে একটি ছিদ্র করে ফেলেছে। ওরা বোল্ডারের মত সেখান দিয়ে পড়ল। হ্যারি প্রিয় জীবনের জন্য হারমিয়নের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। চিৎকারের শব্দ পাওয়া গেল। হ্যারি চোখের কোন দিয়ে দেখল দু'জন অনেক পরিমান ফার্নিচার, রাবিশের তেতর থেকে বের হতে চেষ্টা করছে। হারমিয়ন শুন্যে লাফিয়ে পড়ল। ধ্বংস হতে থাকা বাড়িটার থেকে হ্যারি কানে শব্দ এসে বাড়ি খেল। হারমিয়ন তাকে টেনে অন্ধকারের ভেতর নিয়ে গেল।

অধ্যায়-২২

দ্য ডেথলি হ্যালোস

হ্যারি পড়ে যেয়েই হাপাতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালো। ওরা সম্ভবত একটি খেতের পাশের ধুলোর ভেতর নেমে এসেছে। হারমিয়ন ইতিমধ্যে ওদের ঘিরে যাদুদণ্ড ঘোরাতে শুরু করেছে।

'প্রোটেগো টোটালাম.....স্যালভিও হেক্সিয়া...

'রক্তচোষা বুড়ো শয়তান!' রন হাপাতে হাপাতে বলল। অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর থেকে বের হয়ে এসে সেটি হ্যারির দিকে ছুড়ে দিল।

'হারমিয়ন তুমি একটি জিনিয়াস, প্রকৃত জিনিয়াস! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি!'

'কেইভ ইনিমিকাম... আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে এটি একটি এরুমপেন্ট শিং? আমি তো তাকেও বলেছি। এখন তার বাড়িটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!'

'উচিত শিক্ষা পেয়েছে,' রন তার জিনসের প্যান্টটির ছেড়া অংশ এবং পায়ের কেটে যাওয়া অংশটি পরিক্ষা করল। 'কী মনে হয়, ওরা তাকে কি করবে?'

'ওহ্, আমি কামনা করি ওরা যেন তাকে হত্যা না করে!' হারময়িন বলল।

'সে কারণেই আমি চেয়েছিলাম যে আমরা চলে আসার আগে যেন ডেথ-ইটাররা হ্যারিকে একপলক দেখে। যাতে তারা বুঝতে পারে যে জেনোফিলিয়াস মিথ্যা কথা বলেননি।'

'তা'হলে আমাকে আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলে কেন?' রন বলল।

'তোমার স্প্যাটাগ্রোইটের অসুখের কারণে বিছানায় থাকার কথা তো তোমার, রন! ওরা লুনাকে হাইজ্যাক করেছে কারণ জেনোফিলিয়াস হ্যারিকে সমর্থন করে। ওরা যদি জানতে পারে তুমি হ্যারির সঙ্গে আছো তাহলে তোমার পরিবারের কী হবে?'

'তাহলে তোমার বাবা-মায়ের ব্যাপারে কী হবে?'

'তারা এখন অস্ট্রেলিয়ায়,' হারমিয়ন বলল। তারা ভালই থাকবেন আশা করি। তারা এসবের কিছুই জানেন না।'

'তুমি একটা জিনিয়াস,' রন আবার বলল।

'সত্যিই তাই, হারমিয়ন,' হ্যারি বলল। 'আমি জানি না তুমি না থাকলে আমরা কী করতাম।'

সে হাসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিরিয়াস হয়ে গেল।'

'লুনার ব্যাপারে কী হবে?'

'ওয়েল, যদি ওরা সত্যি কথা বলে থাকে এবং রুনা সত্যিই জীবিত থাকে'– রন বলতে থাকল।

'এভাবে বলো না! এভাবে বলবে না,' হারমিয়ন উচ্চস্বরে বলল।

'সে অবশ্যই বেঁচে আছে, অবশ্যই!'

রন বলল, 'তাহলে আমার মনে হয় সে আজকাবানে আছে। সে সেখানে টিকে থাকতে পারবে কিনা...'

'অবশ্যই পারবে,' হ্যারি বলল। সে এর বিকল্প অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। 'সে খুবই মেধাবী, লুনাকে তুমি যতটা জান, তার চেয়ে সে বেশি বুদ্ধিমান। সে সম্ভবত সেখানে তার সাথীদের র‍্যাকস্পুর্ট এবং নার্গলস তৈরি শেখাচ্ছে।'

'আমি আশা করি তোমার কথা যেন ঠিক হয়,' হারমিয়ন বলল। সে তার চোখের সামনে দিয়ে একটি হাত উচু করে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত জোনোফি-লিয়াসের জন্য, যদি-'

'যদি সে আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা না করতো,' রন বলল।

ওরা তাবুর ভেতর অবস্থান নিল। রন সবার জন্য চা তৈরি করল। ওখান থেকে পালিয়ে আসার পর এই ঠাণ্ডা, ভেজা গন্ধের জায়গাটিকে পরিচিত এবং নিজেদের জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

'ওহ্, আমরা ওখানে গেলাম কেন?' হারমিয়ন মিনিট খানেক চুপ থেকে

তারপর আক্ষেপ করে বলল। 'হ্যারি, তোমার কথাই ঠিক, এটা ছিল আরো একটি গোড্রিচ হলোর মত ঘটনা। পুরো সময়টাই নষ্ট হল। ডেথলি হ্যালোস...একটি রাবিশ....যদি প্রকৃতপক্ষে,' হঠাৎ একটি চিন্তা মাথায় আসাতে সে বলল, 'তিনি হয়তো সব কাহিনী বানিয়ে বলেছেন, বানিয়ে বলতে পারেন না? তিনি নিজেই হয়তো এসব একেবারেই বিশ্বাস করেন না। হয়তো ডেথ-ইটারদের আসা পর্যন্ত আমাদেরকে কথার মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন!'

'আমার সেটা মনে হয় না,' রন বলল। 'তুমি যখন সমস্যায় থাকবে তখন কোনোকিছু বানিয়ে বলা ভীষণ মুশকিলের কাজ। এটা আমি বুঝতে পেরেছি যখন ওই স্ন্যাচাররা আমাকে ধরেছিল তখন। আমি নিজেকে স্ট্যান পরিচয় দিয়েছি। সেটা ছিল আরো সহজ, কারণ আমি তাকে চিনতাম। বৃদ্ধ লাভগুড ছিলেন চরম সংকটে, তিনি চাচ্ছিলেন আমরা যেন সেখানে থাকি। আমি মনে করি তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, তারমানে তিনি যেটাকে সত্যি বলে মনে করেন সেটাই বলেছেন শুধু আমাদের দেরি করানোর জন্য।'

হারমিয়ন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওয়েল, আমি এটাকে বড় করে দেখছি না। যদি তিনি সত্যি করেই বলে থাকেন তারপরও আমি এমন উদ্ভট কথা জীবনে কখনো শুনিনি।'

'আমার কথা শোনো,' রন বলল। 'চেম্বার অব সিক্রেট তো একটি পুরাণের কাহিনী হওয়ার কথা, তাই না?'

'কিন্তু ডেথলি হ্যালোসের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না রন!'

রন বলল, 'তুমি সেটা বলছ, কিন্তু ওই কাহিনীর একটি হতে পারে হ্যারির অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটি-'

হারমিয়ন দৃঢ়ভাবে বলল, 'দ্য টেল অব দ্য থ্রি বাদার্স একটি কাহিনী। কাহিনীটা হল মানুষ মৃত্যুকে কতটা ভয় পায় তা নিয়ে। বেচে যাওয়া যদি অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে থাকার মত সহজ হতো, তাহলে আমাদের কাছে বেঁচে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে!'

'আমি জানি না। আমরা যদি একটি অপরাজেয় যাদুদণ্ড পেতাম,' হ্যারি তার হাতের ব্ল্যাকহর্ন দণ্ডটি আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল।

'এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই, হ্যারি!'

'তুমিই বলেছ যে বহু রকমের যাদুদণ্ড আছে- ডেথস্টিক অথবা যে নামেই তারা ডেকে থাকুক।'

'আচ্ছ ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি, যদি তোমরা অবোধের মত মনে কর যে এলডার ওয়্যান্ড এর ঘটনা সত্যি, তাহলে পুনরাবির্ভাব পাথর নিয়ে কি বলবে?' হারমিয়ন

হাতের আঙ্গুল দিয়ে কোটেশন মার্ক একে দেখালো। এবং তার কণ্ঠে বিরোধের আভাস। 'কোনো ম্যাজিকই মৃতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং এটাই শেষ কথা!'

'আমার যাদুদণ্ড যখন ইউ-নো-হু'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন আমার মা এবং বাবা উপস্থিত হন.... সেড্রিক....'

'কিন্তু তারা সত্যিকারে মৃত অবস্থা থেকে ফিরে আসেন না, তা কি আসেন?' হারমিয়ন বলল। 'সেটা হল এক ধরণের নকল প্রতিকৃতি...এটা একজনের জীবনে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে এক নয়।'

'কিন্তু গল্পের সেই মেয়েটি, সে প্রকৃতপক্ষে ফিরে আসেনি। তাই না? গল্পে বলা হয়েছে একবার যদি কেউ মারা যায় তাহলে সে মৃতদের দলে চলে যায়। অথচ দ্বিতীয় ভাইটি মেয়েটিকে দেখেছে এবং তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাই নয় কি? সে এমনকি মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছে...'

হ্যারি হারমিয়নের চেহারায় উদ্বেগ দেখতে পেল। এবং তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে সে কি ভাবছে। তারপর হারমিয়ন যখন রনের দিকে তাকালো তখন হ্যারি বুঝতে পারল তার চেহারায় আশঙ্কা: সে হারমিয়নকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে মৃতদের সঙ্গে বসবাসের কথা বলে।

হ্যারি তাড়াতাড়ি দৃঢ়ভাবে ভারসাম্য আনার জন্য বলল, 'ওই পেভেরেল লোকটি, যার কবর রয়েছে গোড্রিচ হলোতে, তুমি তো তার সম্পর্কে কিছু জানো না।'

'না,' হারমিয়ন উত্তর দিল। বিষয় পরিবর্তন হওয়ায় হারমিয়নের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেল। তার ব্যাপারে আমি নজর দিয়েছি কবরের চিহ্নটি দেখার পর। সে যদি এমন বিখ্যাত কেউ হতো অথবা গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু, তাহলে আমাদের কোনো একটি বইতে তার নামোল্লেখ করা থাকতো। শুধুমাত্র ন্যাচারস নভেলিটি : এ উইজার্ডিং জিনিওলজি'তে একটি জায়গায় আমি তার নাম দেখতে পেয়েছি। আমি সেটি ক্রিচারের কাছ থেকে নিয়েছিলাম।' হারমিয়ন ব্যাখ্যা করে বলল। রন ভুরু কুচকে তাকালো। 'বইটির ভেতর শুধু পিওর ব্লাড পরিবারের তালিকা রয়েছে, যারা পূর্বপুরুষ পরম্পরা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে পেভেরেল পরিবার প্রথম দিকে ধ্বংস হওয়া একটি পরিবার।'

'পূর্বপুরুষ পরম্পরা শেষ হয়ে গিয়েছে?' রন পুনরাবৃতি করল।

'তারমানে নামগুলো আর নেই,' হারমিয়ন বলল। পেভেরেলদের বেলায় কয়েকশত বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। তাদের বংশের লোকজন হয়তো এখনো আছে, কিন্তু অন্য নামে তারা এখন পরিচিত।'

এর পরপরই হ্যারির কাছে পেভেরেল নামটি উজ্জ্বল একখণ্ড স্মৃতির মত মনে

হল। একজন নোংরা ধরণের লোক মিনিস্ট্রিতে একজন কর্মচারীর উপর একটি নোংরা রিং প্রদর্শন করেছিল। হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'মারভোলো গাউন্ট!'

'সরি?' রন এবং হারমিয়ন একসঙ্গে বলল।

'মারভোলো গাউন্ট! ইউ-নো-হু'র দাদা! পেনসিভে ছিল! ডাম্বলডোরের সঙ্গে! মারভোলো গাউন্ট বলেছিল সে পেভেরেলদের বংশধর!'

রন এবং হারমিয়নকে বিস্মিত মনে হল।

'সেই রিংটি, সে রিংটি হরক্রুক্সে পরিণত হয়েছিল। মারভোলো গাউন্ট বলেছিল যে এটি ছিল পেভেরেলদের!'

'পেভেরেল অস্ত্রের কভার?' হারমিয়ন বলল। 'তুমি কী বলতে পারো জিনিসটা দেখতে কেমন?'

'সব মনে নাই,' সে মনে করতে চেষ্টা করল। 'আমার যতটা মনে পড়ে ফেন্সি কিছু ছিল না। হয়তো কিছু কাটাকুটি দাগ ছিল। আমি এটি কাছে থেকে দেখেছিলাম ভেঙে খুলে যাওয়ার পর।'

হ্যারি দেখল হারমিয়ন চোখ বড় করে তাকাচ্ছে। রন বিস্ময়ের সঙ্গে দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'হায় হায়... তোমার কি মনে হয় যে এটাও সেই চিহ্ন, সেই হ্যালোসের চিহ্ন ছিল?'

'কেন নয়,' হ্যারি উত্তেজিতভাবে বলল। 'মারভোলো গাউন্ট ছিল একজন অজ্ঞ ধরণের লোক। নিজে একটি শুকরের মত বসবাস করতো। তার কাছে একমাত্র বিষয় ছিল তার পুর্ব-পুরুষরা, তার বংশ। যদি ওই বিষয়টি শতশত বছর ধরে বংশের মাধ্যমে এসে থাকে, সে হয়তো জানতো না যে জিনিসটি আসলে কী। তার ঘরে কোনো বই ছিল না। এবং আমার কথা বিশ্বাস করো, সে বাচ্চাদেরকে রুপকথা পড়ে শোনাবার মত লোকই ছিল না। সে শুধু ভাবতে ভালবাসতো যে পাথরের চিহ্নটি ছিল কোড অব আর্মস। কারণ সে শুধু জানতো যে পিওর ব্লাডই হল পরিবারকে রাজকীয় করার আসল বিষয়।'

'হ্যা...এবং খুবই মজার ঘটনা,' হারমিয়ন বলল। 'কিন্তু হ্যারি, যদি তুমি চিন্তা করে থাকো...আমার যা মনে হচ্ছে..'

'ওয়েল, কেন নয়, কেন নয়,' হ্যারি বলল রাখঢাক না করে। 'এটি ছিল একটি পাথর তাই না?' সে সমর্থনের জন্য রনের দিকে তাকালো। 'এটি যদি একটি পুনর্জন্মের পাথর হয়ে থাকে কে জানে-?'

রন পুরোপুরি হা করে আছে। 'হায় হায়..এটা তাহলে কি এখনো কাজ করতো যদি ডাম্বলডোর ভেঙে-'

'কাজ করতো? কী বলছো তুমি, রন এটা কখনোই কাজ করতো না!

পুনর্জন্মের পাথর বলে কোনো কিছু নেই!' হারমিয়ন পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। তাকে বিরক্ত এবং রাগান্বিত মনে হল।

' হ্যারি, তোমরা সবকিছুকে রূপকথার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাচ্ছ-'

'খাপ খাওয়াতে চাচ্ছি,' হ্যারি রিপিট করল। 'হারমিয়ন, এটি নিজের মত করেই খাপ খেয়ে যাচ্ছে! আমি জানি ওই পাথরের উপর ডেথলি হ্যালোসের চিহ্ন ছিল। গাউন্ট বলেছিল সে পেভেরেলদের বংশধর!'

'এক মিনিট আগে তুমি আমাদের বললে যে তুমি পাথরের উপর তেমন কোনো চিহ্ন দেখনি!'

'এখন রিংটি কোথায় আছে বলে তোমার মনে হয়?' রন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল। 'এটি খুলে ফেলার পর ডাম্বলডোর কি করতেন সেটি দিয়ে?'

কিন্তু হ্যারির চিন্তাটি রন এবং হারমিয়নের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেল...

তিনটি বিষয় বা হ্যালোস কি আয়ত্ত্বকারীকে মাস্টার অব ডেথ... মাস্টার...বিজয়ী........পরাস্তকারী বানাবে? শেষ শত্রুরও পরিণতি হবে মৃত্যুতে....

এবং হ্যারি নিজেকে হ্যালোসের আয়ত্ত্বকারী হিসাবে দেখল, ভল্ডেমর্টের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে....যার হরক্রুক্সটি সঠিক নেই....*অন্য একজন বাঁচলে আরেকজনকে অবশ্যই মরতে হবে*.......এটাই কি উত্তর? হ্যালোস বনাম হরক্রুক্স? কোনো উপায় অছে কি নিশ্চিত করার যে, সে জয় নিশ্চিত করবে? যদি সে ডেডলি হ্যালোসের মাস্টার হয়, তাহলে কি নিরাপদ হবে?

'হ্যারি?'

কিন্তু তার কাছে খুব অস্পষ্টভাবে হারমিয়নের ডাক পৌছল। সে তার অদৃশ্য আলখাল্লাটি টেনে বের করল। এবং সেটি আঙুলের উপর দিয়ে রাখল। আলখাল্লার কাপড়টি পানির মত, আলোর মত মোলায়েম। তার এই প্রায় সাত বছরের যাদুর জগতের জীবনে সে এমন সমমানের কোনো জিনিস কখনো দেখেনি। আলখাল্লাটি হুবহু জেনোফিলিয়াস যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি : *আলখাল্লাটি এমন যে এর পরিধানকারীকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলতে পারে। এবং চিরকালের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ দেয়, এর বিরুদ্ধে যে কোনো কার্স ছোড়া হোক না কেন.....*

তারপর একবার নিঃশ্বাস ছেড়ে সে স্মরণ করল।

'যে রাতে আমার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন সে রাতে আলখাল্লাটি ডাম্বলডোরের কাছে ছিল!'

তার গলা কেঁপে উঠল। এবং সে তার চেহারার পরিবর্তনটা অনুমান করতে পারল। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। 'আমার মা সিরিয়ুসকে বলেছিলেন ডাম্বলডোর আলখাল্লাটি ধার নিয়েছিলেন। এ কারণেই সে এটি পরীক্ষা করতে চেয়েছিল! সে চিন্তা করেছিল যে এটি ছিল তৃতীয় হ্যালোস! ইগনোটাস

পেভেরিলকে গোড্রিচ হলোতে কবর দেয়া হয়েছে....' হ্যারি অন্ধের মত তাবুর ভেতর পদচারণা করতে থাকল। সে অনুভব করল যে তাকে ঘিরে নতুন দৃশ্যপটের উদয় হচ্ছে। 'সে হল আমার পুর্ব পুরুষ! আমি তৃতীয় ভাইয়ের বংশধর! এটাই এখন বোঝা যাচ্ছে!'

হ্যালোসে বিশ্বাস স্থাপনের পর তার নিজেকে আরো শক্তিশালী মনে হল। যেন এসবের আইডিয়া তাকে আরো নিরাপদ করছে। সে বাকী দু'জনের দিকে আনন্দ নিয়ে তাকালো।

'হ্যারি,' হারমিয়ন আবার বলল। কিন্তু হ্যারিকে দেখা গেল তার গলার সঙ্গের ব্যাগটি নিয়ে ব্যস্ত। তার আঙুল কাঁপছে।

'এটা পড়,' হারমিয়নের হাতে তার মায়ের চিঠি দিয়ে হ্যারি বলল। 'পরে দেখ, ডাম্বলডোরের কাছে আলখাল্লাটি ছিল হারমিয়ন! তিনি এটা নিয়েছিলেন কেন? তার তো কোনো আলখাল্লার দরকার ছিল না। তিনি এত শক্তিশালীভাবে সিইলুসমেন্ট চার্ম ব্যবহার করতে পারতেন যে নিজেকে আলখাল্লা ছাড়াই সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে ফেলতে পারতেন!'

কিছু একটা মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে চেয়ারের নিচে চলে গেল। সে চিঠিটা বের করার সময় স্নিচটি আলগা হয়ে গিয়েছিল। সে নিচু হল সেটি তোলার জন্য এবং তখনই নতুন একটি নতুন সন্ধান তার ভেতরে ঝলকে উঠল। নিজের ভেতরে ধাক্কা খেল এবং বিস্মিত হল। সে চিৎকার করে উঠল।

'সেটা এখানেই! তিনি আমাকে রিংটি দিয়ে গেছেন! সেটি এই স্নিচের ভেতর!'

'তুমি..তুমি তাই মনে কর?'

হ্যারি বুঝতে পারছে না কেন রন খতিয়ে দেখতে চাইছে। এটা এত পরিস্কার, এত দৃশ্যমান : সবকিছু মিলে গেছে, সবকিছু....তার আলখাল্লাটি হল তৃতীয় হ্যালোস এবং সে যখন আবিষ্কার করল যে স্নিচটি কীভাবে খুলতে হয় - সেটা হল দ্বিতীয়, এখন যেটা তার প্রয়োজন তা হল সেই এলডার যাদুদণ্ডটি খুজে বের করা, তারপর-'

তখনই বিষয়টি কে মনে হল একটি আলোর উপর যেন পর্দা পড়েছে। তার সব উত্তেজনা, সব আশা সব সুখ যেন নিভে গেল এক ধাক্কায়। সে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জল স্পেল ভেঙে গেছে।

'ওটার পেছনেই সে দৌড়াচ্ছে।'

তার কণ্ঠস্বর শুনে হারমিয়ন এবং রন ভয় পেয়ে গেল।

'এলডার ওয়্যান্ডের পেছনে ইউ-নো-হু লেগে আছে!'

হ্যারি ওদের দৃঢ় এবং অবিশ্বাসভরা মুখের দিকে তাকালো। সে জানে তার

ধারণা ঠিক। যে কোনো যুক্তিতেই। ভোল্ডেমর্ট দ্বিতীয় অন্য কোনো যাদুদণ্ড চায় না। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটি পুরাতন যাদুদণ্ড। একটি অতি পুরাতন যাদুদণ্ড। হ্যারি হেঁটে তাবুর প্রবেশ পথের কাছে গেল। সে ভুলে গেল রন এবং হারমিয়নের উপস্থিতির কথা। বাইরে অন্ধকার রাতের দিকে তাকালো, চিন্তা করতে থাকল...

ভোল্ডেমর্ট বেড়ে উঠেছে একটি মাগল এতিমখানায়। সে যখন ছোট ছিল তখন কেউ তাকে হয়তো দ্য টেলস অব দ্য বিডল বার্ডের কথা বলেনি। হ্যারির চেয়ে বেশি এ সম্পর্কে শুনেনি। উইজার্ডরা খুব একটা বিশ্বাস করে না এ কাহিনী। আবার এমনও হতে পারে যে কোনোভাবে ভোল্ডেমর্ট এই কাহিনীর কথা জানে?

হ্যারি অন্ধকারের দিকে তাকালো...যদি ভোল্ডেমর্ট জেনে থাকে ডেথলি হ্যালোসের কথা তাহলে যে করেই হোক তার আয়ত্তে নিতে চাইবে। তিনটি বিষয় কি আয়ত্ত্বকারীকে মাস্টার অব ডেথ বানিয়ে থাকে? যদি তার ডেথলি হ্যালোস সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে তার হরক্রুক্স এর দরকার পড়ার কথা না। এমন সোজা হিসাব কি হতে পারে যে সে হ্যালোস পেয়ে গেছে এবং সেটিকে একটি হরক্রুক্স এ পরিণত করেছে? এবং এ ঘটনা প্রকাশ করছে যে সে উইজার্ডিং সিক্রেট সম্পর্কে কিছুই জানতো না?

তারমানে কি এমন যে ভোল্ডেমর্ট এলডার ওয়্যান্ডটি পেতে চাচ্ছে কিন্তু এটির প্রকৃত ক্ষমতা না জেনে, সে জানে না যে এটি হ্যালোস ক্ষমতার একটি....যাদুদণ্ডটি যে একটি হ্যালোস সেটা গোপন করার উপায় নেই, এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানা....*এলডার ওয়্যান্ডের রক্তাক্ত পরম্পরা উইজার্ডিং ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে....*

হ্যারি আকাশের মেঘের দিকে তাকালো। সাদা চাঁদের মুখটির উপর দিয়ে ধোঁয়ার মত মেঘে ভেসে যাচ্ছে। তার মনে হল আলোটা যেন তার আবিষ্কারের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

সে তাবুর ভেতরের দিকে মুখ করল। দেখে ভীষণ হতাশ হল যে রন এবং হারমিয়নকে ঠিক যেখানে দেখেছিল ওরা সেখানেই বসে আছে। হারমিয়নের হাতে তখনো লিলির চিঠি, রন তার পাশে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ওরা কি বুঝতে পারে নি যে শেষ কয়েক মিনিটে ওরা কতটা দূর ভ্রমণ করে এসেছে?

'এটাই হল ব্যাপার,' হ্যারি বলল। তার বিস্ময়কর নিশ্চয়তার ভেতরে ওদের দু'জনকে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'এটাই সবকিছু ব্যখ্যা করে। ডেথলি হ্যালোস-এর বাস্তবতা। এবং আমি একটি হয়তো দু'টিই পেয়ে গেছি-'

সে স্নিচটি হাতে ধরে আছে।

'-এবং উই-নো-হু তৃতীয়টির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে জিনিসটা কি তা জানেনা। সে শুধু জানে ওটি একটি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুদণ্ড-'

'হ্যারি,' হারমিয়ন উঠে এল। সে লিলির চিঠিটা হ্যারির হাতে দিল। 'আমি দুঃখিত, আমার ধারণা তুমি সম্পুর্ণ ভুল করছ। এর সবকিছুই ভুল।'

'কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না, সব কিছু মিলে যাচ্ছে-'

'না, এর কিছুই মিলছে না,' হারমিয়ন বলল। 'মিলছে না হ্যারি। তুমি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে গেছ। প্লিজ।' হ্যারি কথা বলতে শুরু করলে হারমিয়ন আবার বলল, 'প্লিজ, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। যদি সত্যিই ডেথ হ্যালোসের অস্তিত্ব থাকতো, এবং ডাম্বলডোর যদি তা জানতেন, যদি জানতেন যে এর তিনটিকে নিয়ন্ত্রণকারী হবে মাস্টার অব ডেথ- হ্যারি, তাহলে কেন তিনি তা তোমাকে বলেননি? কেন?'

হ্যারির কাছে উত্তর যেন তৈরি করা ছিল।

'কিন্তু তুমি তা নিজেই বলেছ হারমিয়ন! এগুলো তোমার নিজেকে খুঁজে বের করতে হবে। এটি একটি অনুসন্ধান!'

'কিন্তু আমি শুধু বলেছি লাভগুডের এখানে আসার ব্যাপারে রাজি করাতে!' হারমিয়ন ক্ষোভের সঙ্গে বলল। 'আমি এটা কখনো বিশ্বাস করিনি!'

হ্যারি তার কথায় কান দিল না।

'ডাম্বলডোর সাধারণত আমাকে বিভিন্ন জিনিস নিজে খুঁজে নিতে বলতেন। তিনি আমাকে ঝুকি নিতে দিয়েছেন, শক্তি পরিক্ষা করতে দিয়েছেন, এ ব্যাপারটিকেও তিনি হয়তো এমন ভাবে দেখেছেন।'

'হ্যারি, এটি কোনো খেলা নয়, এটি কোনো প্র্যাকটিস নয়! এটা একটা বাস্তব বিষয়। এবং ডাম্বলডোর তোমাকে পরিস্কার নির্দেশ দিয়েছেন যে হরক্রুক্সগুলো খুঁজে বের করো এবং ধ্বংস করো! এই চিহ্নটি কিছুই অর্থ বহন করে না। ডেথলি হ্যালোসের কথা বাদ দাও, আমরা আরো একটি ঝামেলা নিতে পারি না-'

হ্যারি তার কথা শুধু শুনছিল। সে হাতের মধ্যে স্নিচটিকে ঘোরাচ্ছিল। মনে মনে একটু ইচ্ছা করছিল যে এটি ভেঙে খুলে দেখতে । পুনর্জন্মের পাথরটি বের করে ফেলতে। হারমিয়নকে প্রমাণ করে দিতে যে তার নিজের কথাই ঠিক। ডেথলি হ্যালোসই হল বাস্তব।

হারমিয়ন রনের উদ্দেশে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না এসব কথায়, নাকি?' হ্যারিও রনের দিকে তাকাল। রন সংশয়ে পড়ে গেল।

'আমি জানি না...আমি বলতে চাচ্ছি....এর কিছু কিছু মিলছে,' রন বলল সতর্কতার সঙ্গে। 'কিন্তু গোটা বিষয়টির উপর যখন তুমি দেখবে,' সে একটি গভীর নিঃশ্বাস নিল। 'আমার মনে হয় আমাদের হরক্রুক্সগুলো খুঁজে বের করা উচিত, হ্যারি। এ কাজটিই ডাম্বলডোর আমাদের করতে বলেছেন। হয়তো....হয়তো

আমরা ওই হ্যালোসের ব্যাপারটি ভুলে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ রন,' হারমিয়ন বলল। 'আমি প্রথম পাহারা দেয়ার কাজটি করছি।'

সে লম্বা পা ফেলে হ্যারির পাশ দিয়ে আগালো এবং তাবুর প্রবেশ পথে বসল।

কিন্তু হ্যারি ওই রাতে প্রায় ঘুমালোই না। সে ডেথলি হ্যালোসের বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকল। যখন উথালপাতাল চিন্তা তার ভেতর ঘোরাফেরা করে তখন সে বিশ্রাম নিতে পারে না। যাদুদণ্ড, পাথরটি এবং আলখাল্লা...এ সবগুলো যদি সে নিজের আয়ত্তে নিতে পারে..

আই ওপেন অ্যাট দ্য ক্লোজ..কিন্তু এই ক্লোজটি কি? সেই পাথরটি এখন তার হাতে নেই কেন? যদি থাকতো তাহলে সে খোদ ডাম্বলডোরকেই প্রশ্নটি করতে পারতো.....এবং হ্যারি নিজে অন্ধকারে স্নিচটির সঙ্গে বিড়বিড় করল, সে আস্তে আস্তে সব চেষ্টাই করল। এমনকি পারসেলটঙও করল। কিন্তু সোনালী রঙের বলটি খুলতে পারল না....

আর ওই যাদুদণ্ডটি? এলডার ওয়্যান্ড? কোথায় লুকানো আছে সেই দণ্ডটি? ভোল্ডেমর্ট ই বা এখন কোথায় খুঁজছে সেটিকে? হ্যারি কামনা করল তার স্কারটিতে জ্বালাপোড়া শুরু হোক এবং ভোল্ডেমর্ট কি চিন্তা করছে তা সে দেখতে পাক। কারণ এই প্রথমবারের মত ভোল্ডেমর্ট এবং সে একই জিনিস খুঁজছে...হারমিয়ন অবশ্য আইডিয়াটা পছন্দ করবেনা...কিন্তু সে বিশ্বাসও করেনা....এক অর্থে এটা ঠিক যে জোনোফিলিয়াসের কথা সত্যি হলেও...*সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ।* প্রকৃত ঘটনা হল সে ডেথলি হ্যালোসের ধারণায় ভীত হয়ে পড়েছে...বিশেষ করে পুনর্জন্মের পাথরের ব্যাপারে.... হ্যারি আবার তার মুখ স্নিচটির সঙ্গে লাগালো, সেটিকে চুমু দিল। প্রায় গিলেই ফেলেছিল...কিন্তু ঠাণ্ডা ধাতব জিনিসটা কোনো সাড়া দিল না...

প্রায় সকালের দিকে লুনার কথা মনে পড়ল। সে আজকাবানে একটি সেলে আটকে আছে। চারদিকে ডেথ-ইটাররা ঘিরে রেখেছে। হ্যারি হঠাৎ নিজের কাছে লজ্জা অনুভব করল। হ্যালোসের ব্যাপারে প্রচণ্ড মনোযোগের কারণে সে লুনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যদি তাকে উদ্ধার করা যেত, কিন্তু এত বেশি ডেথ-ইটার রয়েছে যে তাদেরকে মোকাবেলা করা অসম্ভব। এখন সে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকল। সে এখন পর্যন্ত ব্ল্যাকহর্ন যাদুদণ্ড দিয়ে কোনো প্যাট্রোনাস ছুড়তে চেষ্টা করেনি....সকালে সে অবশ্যই সেটা চেষ্টা করবে...

যদি কোনোক্রমে আরেকটু ভালো একটি যাদুদণ্ড পাওয়া যেতো.... তার ইচ্ছা হলো এলডার ওয়্যান্ডটা পেতে, ডেথ স্টিক, যেটি অপরাজেয়, অজেয়। সে আবার সে চিন্তায় মগ্ন হল...

পরদিন সকালে ওরা তাবু গুটিয়ে নিল এবং বৃষ্টির ভেতরই রওয়ানা দিল।

প্রচণ্ড বৃষ্টি ওদের একটি উপকূলের দিকে চলে যেতে বাধ্য করল। সেখানেই ওই রাতে ওরা তাবু ফেলল। ওখানেই ওরা পুরো সপ্তাহ এমন একটি জায়গায় কাটিয়ে দিল যে হ্যারির কাছে বাজে এবং বিষন্ন জায়গা বলে মনে হল। সে এখানে বসে শুধু ডেথলি হ্যালোস নিয়ে চিন্তা করতে পারে। বিষয়টি এমন যেন তার ভেতরে একটি ক্ষীণ আলো জ্বলছে, কিন্তু হারমিয়ন পরিস্কার অবিশ্বাস করছে আর রন সন্দেহই করে যাচ্ছে। হ্যারির ভেতর থেকে এই আশার আলো নিভে যেতে পারে। তারপরও তার তীব্র আশা এখনো ভেতরে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সে রন এবং হারমিয়নকে দায়ী করছে। ওরা ওদের মতে এতটাই দৃঢ় হয়ে আছে দেখে এবং অবিরাম বৃষ্টির কারণে হ্যারির ভেতরের স্পিরিট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার নিশ্চিত বিশ্বাসে এখনো বহাল রয়েছে। হ্যালোসের ব্যাপারে হ্যারির বিশ্বাস এবং ইচ্ছা এতটাই তীব্র যে ওকে প্রায় আর দু'জনের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলেছে। ওরা দু'জন হরক্রুক্সের ব্যাপারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

'আচ্ছন্ন?' হারমিয়ন নিচু কিন্তু তীব্র গলায় বলল এক সন্ধ্যায় যখন হ্যারি শব্দটি অযত্নের সঙ্গে ব্যবহার করল। হারমিয়ন তাকে হরক্রুক্স সংগ্রহের ব্যাপারে অনাগ্রহের কারণে তিরস্কার করল। 'আমরা আচ্ছন্ন হয়ে নেই হ্যারি। আমরা তাই করতে চাচ্ছি যা ডাম্বলডোর চেয়েছেন।'

কিন্তু এ সমালোচনায় হ্যারির মধ্যে কোনো পরিবর্তন এলো না। ডাম্বলডোর হারমিয়নের জন্য অস্পস্ট ইঙ্গিত রেখে গেছেন হ্যালোসের চিহ্নের ব্যাপাওে এবং তার নিজের জন্যও। হ্যারি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আছে। তিনি পুনর্জীবনের পাথরটি সোনালী রঙের স্নিচটার ভেতরে রেখেছেন। *একজন বেঁচে থাকলে অন্যজন বেঁচে থাকতে পারবে না ...মাস্টার অব ডেথ....* কেন রন এবং হারমিয়ন বিষয়টি বুঝতে পারছে না?'

'"*শেষ শত্রু ধ্বংস হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে,*"' হ্যারি উদ্ধৃতি দিল শান্ত কণ্ঠে।

'আমি মনে করেছিলাম আমাদের লড়ার কথা ইউ-নো-হু'র বিরুদ্ধে,' হারমিয়ন তীব্র কণ্ঠে বলল। হ্যারি কোনো কথা বলল না।

সেই রহস্যজনক রুপালী মাদী হারিণ নিয়ে হারমিয়ন এবং রন আলোচনা করছে। কিন্তু এখন হ্যারির কাছে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল না। শুধু অন্য যে বিষয়টি তার ভেতরে কাজ করছে সেটা হল তার স্কারটির ভেতরে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যদিও সে যতটা পারছে বিষয়টি অন্য দু'জনের কাছে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। সে যন্ত্রণার সময় একা থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু স্কারে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে সে যা দেখতে পেল তাতে খুবই হতাশ হল। সে এবং ভল্টেমর্ট যে দৃশ্য একই রকমভাবে দেখে তা অনেকটা মানগত দিকে পরিবর্তন হয়ে গেছে:

দৃশ্যগুলো অনেকটা অস্পষ্ট, ছবিগুলো দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে যেন ভেতরে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। হ্যারি শুধু একটা জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পেল সেটা হল একটি মাথার খুলির মত কিছু। এবং পাহাড়ের মত কিছু যা ওই জিনিসটির চেয়ে আরো অস্পষ্ট। যে দৃশ্য ছিল একেবারে বাস্তবের মত পরিস্কার তা এত অস্পষ্ট দেখে হ্যারি অস্বস্তি বোধ করল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবল যে তার এবং ভল্ডেমর্টের মধ্যে কানেকশন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। হ্যারির এই অস্পষ্ট সংযোগের কারণ হল তার যাদুদণ্ডটি ভেঙে যাওয়া, যেন ব্ল্যাকহর্ন যাদুদণ্ডটির জন্যই সে ভল্ডেমর্টের ভেতরের ছবি বেশি সময় ধরে দেখতে পারছে না।

এভাবে বসে বসে কয়েক সপ্তাহ পার করে দিতে দিতে হ্যারি অসহায়ের মতো লক্ষ করল যে রন যেন মূল দায়িত্বে চলে এসেছে। এর কারণ হয়তোবা হ্যারির নেতৃত্ব দেয়ার দৃঢ়তা কমে গেছে, রন এখন দু'জনকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে অ্যাকশনে থাকার জন্য।

'তিনটি হরক্রুক্স বাকী আছে,' সে বলতে থাকল। 'আমাদের একটি অ্যাকশনের জন্য প্ল্যান করা প্রয়োজন! ভাব, আমাদের কোথায় খোজা দরকার? চলো আরো একবার দেখি। ওই এতিমখানায়-

ডিয়াগন অ্যালি, হোগার্টস, দ্য রিডল হাউস, বোরগিন এন্ড বার্কলস বা আলবেনিয়া এসব জায়গা যেখানে টম রিডল বসবাস করেছে, ভ্রমণ করেছে অথবা হত্যা করেছে। এসব স্থানের বিষয়ে ওরা তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে থাকল। হ্যারি ওদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল বাধ্যহয়ে যাতে হারমিয়ন ওকে জ্বালাতন না করে। সে বরং একা বসে থাকতে পারলে তার জন্য ভাল হতো। ভল্ডেমর্টের চিন্তা নিয়ে ভাবতে পারতো, এলডার ওয়্যান্ড সম্পর্কে আরো ভাল করে বুঝতে পারতো। কিন্তু রন ওদের আরো সামনে অপছন্দের জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে থাকল। হ্যারি বুঝতে পারল যে রন ওদের শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। 'তোমরা জানো না,' রন বলে যেতে থাকল। 'আপার ফ্ল্যাগি একটি উইজার্ডিং গ্রাম। সে এখানে বাস করতে চেয়েছিল। চলো এই জায়গাটি একটু খতিয়ে দেখি।'

উইজার্ডদের অধিকৃত এ এলাকায় মাঝে মাঝে স্ন্যাচাররাও প্রবেশ করে থাকে।

'ওদের মধ্যে কেউ কেউ ডেথ-ইটারদের চেয়েও খারাপ,' রন বলল। আমাকে যেগুলো ধরেছিল ওগুলো একটু দুর্বল প্রকৃতির, কিন্তু বিল মনে করে ওদের কেউ কেউ ভয়ঙ্কর। ওরা পটারওয়াচে বলেছিল-'

'কিসে বলেছিল?' হ্যারি জানতে চাইল।

'পটারওয়াচে, আমি তোমাকে এই নামটি বলিনি? আমি যখন রেডিওতে

প্রোগ্রাম ধরতে চেষ্টা করছিলাম তখন বলেছিলাম যে একমাত্র চ্যানেল সত্যি ঘটনা বলে থাকে, তাছাড়া বাকী প্রায় সব চ্যানেল ইউ-নো-হু'র কথা অনুসরণ করে। সবগুলোই শুধু পটারওয়াচ ছাড়া। আমি সত্যিই চেয়েছিলাম যে তুমি শোনো, কিন্তু সেটা টিউন করা খুব সুক্ষ্ম কাজ।'

রন দিনের পর দিন তার যাদুদণ্ডটি দিয়ে বিভিন্ন ছন্দে ওয়্যারলেসের উপর টোকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডায়াল ঘুরে গেছে।

প্রায়শই ওরা উপদেশ শুনতে পায় । এবং একবার অল্প করে শুনতে পেল 'এ কুলড্রন ফুল অব হট লাভ' এর কিছু অংশ। রন চেষ্টা করছিল সঠিকভাবে টিউন করতে এবং সঠিক পাসওয়ার্ডটি উল্লেখ করতে। সে অব্যাহতভাবে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় বলতে থাকল।

'ওদেরকে সাধারণত অর্ডারে কিছু একটা করতে হয়,' রন ওদের বলল। 'কিন্তু বিলের এ ব্যাপারে খুব ভাল ধারণা ছিল জানো? শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা পেতে হবে...

কিন্তু মার্চ মাস না আসা পর্যন্ত রনের ভাগ্য খুলল না। হ্যারি পাহারার দায়িত্ব পালন করতে তাবুর প্রবেশ পথে বসেছিল। সে অলসভাবে নীল কচুরির দিকে চেয়েছিল। সেগুলো ঠাণ্ডা মাটির উপর উঠে এসেছে। রন ঠিক তখনই তাবুর ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল।

'পেয়ে গেছি! আমি পেয়ে গেছি! পাসওয়ার্ডটি হল "অ্যালবাস"! এই যে পেয়েছি হ্যারি!'

এই প্রথম ডেথলি হ্যালোস চিন্তা থেকে হ্যারি মন সরালো। সে দৌড়ে তাবুর ভেতরে ঢুকল। হারমিয়ন এবং রন মেঝের দিকে একটি রেডিও নিয়ে নিচু হয়ে আছে। কিছু একটা করতে হয় তাইহারমিয়ন গ্রিফিনডোরে তলোয়ারটি এতক্ষণ মুছছিল। সে এখন বিস্ময়ে হা করে আছে ছোট স্পিকারটির দিকে তাকিয়ে। ওই স্পিকার থেকে একটি পরিচিত গলা ভেসে আসছে।

'...আমাদের তরঙ্গ সাময়িক ভাবে অনুপস্থিত থাকায় আমরা দুঃখিত। ডেথ-ইটারদের আসার কারণে আমরা অনুপস্থিত ছিলাম।

'কিন্তু এটা তো লি জর্ডানের কণ্ঠ!' হারমিয়ন বলল।

'আমি জানি,' উবু হয়ে বসা অবস্থায় রন বলল। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও এই শোনো।'

'আমরা এখন অন্য একটি নিরাপদ লোকেশনে এসেছি,' লি বলছে। 'এবং আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে আমাদের নিয়মিত দু'জন কন্ট্রিবিউটরও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এই সন্ধ্যায়, গুড ইভেনিং বয়েজ!'

'হাই।'

'গড ইভেনিং রিভার।' 'রিভার মানে হল লি,' রন ব্যাখ্যা করল। 'ওদের সবার ছদ্ম নাম আছে। কিন্তু তুমি সহজেই বলতে-'

'শ্‌শ্‌!' হারমিয়ন চুপ করতে বলল।

লি বলতে থাকল, 'রয়াল এবং রেমুলুসের কথা শোনার আগে, উইজার্ডিং ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক নিউজে যে সকল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়নি বা দ্য ডেইলি প্রফেট গুরুত্বপূর্ণ নয় মনে করে প্রকাশ করেনি- আমরা এখন অতি দুঃখের সঙ্গে আমাদের শ্রোতাদের টেড টঙ্কস এবং ডার্ক ক্রেসওয়েলের মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি।'

হ্যারির পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। রন এবং হারমিয়ন একজন আরেকজনের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকালো।

'গরনুক নামের এক গবলিনও প্রাণ হারিয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মাগলবর্ন ডিন থমাস এবং আরেক গবলিন টঙ্কসের সঙ্গে ছিল। তারা কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে। ক্রেসওয়েল এবং গোরনুকও সম্ভবত বেঁচে যেতো। ডিন কথা শুনলে অথবা তার সম্পর্কে আশপাশের কারো কিছু জানা থাকলে সে বেঁচে যেতো। তার বাবা মা তার সংবাদ শোনার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

এদিকে গাডলিতে পাঁচ সদস্যের একটি মাগলবর্ন পরিবারকে মৃত পাওয়া গেছে। মাগল কর্তৃপক্ষ এ মৃত্যুর কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে যে গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে মারা গেছে। কিন্তু অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের সদস্যরা আমাকে জানিয়েছে যে একটি কিলিং কার্সের দ্বারা তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। নতুন অর্ডারের অধীনে ইদানীং মাগলদের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।'

'সবশেষে আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গোড্রিচ হলোতে বাথিলডা ব্যাগশটের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। জানা গেছে তিনি কয়েক মাস আগে মারা গেছেন বলে প্রমাণ আছে। দ্য অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স আমাদের জানিয়েছে যে তার শরীরে ডার্ক ম্যাজিকের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আমি এখন আপনাদেরকে টেড টঙ্কস, ডার্ক ক্রেসওয়েল, বাথিলডা ব্যাগশটের মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করতে আমাদের সঙ্গে শরীক হতে অনুরোধ করছি।'

নিরবতা নেমে এল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়নের কেউ কথা বলল না। হ্যারির আরো শুনতে ইচ্ছা করল আবার পরবর্তীতে কি হবে তা নিয়েও চিন্তা হতে থাকল। অনেক দিনের মধ্যে এটাই প্রথম হ্যারির বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হল।

'ধন্যবাদ,' লি'র কণ্ঠ শোনা গেল। এবার সে রেগুলার কন্ট্রিবিউটর রয়ালের কাছে গেল উইজার্ডিং অর্ডার কীভাবে মাগলজগতকে আঘাত করছে তার সর্বশেষ

সংবাদের জন্য।

'ধন্যবাদ, রিভার,' বলল একটি নির্ভয় গভীর কণ্ঠ।

'কিংসলে!' রন উচ্চস্বরে বলল।

'আমরা জানি!,' হারমিয়ন তাকে হিস শব্দ করে থামিয়ে দিয়ে বলল।

কিংসলে বলল, 'মাগলদের এই যে ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে তার উৎস সম্পর্কে তারা একেবারেই কিছু জানে না বলছে। কিন্তু আমরা জানি উইজার্ড এবং মহিলা যাদুকররা তাদের মাগল বন্ধু এবং প্রতিবেশিদের রক্ষা এবং নিরপত্তা বিধানের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করছে, যা অধিকাংশ সময়েই মাগলরা জানে না। আমি আমাদের সকল শ্রোতাদের কাছে অনুরোধ রাখছি প্রতিহত করার উদাহরণ সৃষ্টি করতে, তারা রাস্তায় চলাচলকারী মাগলদের উপর প্রোটেকটিভ চার্ম ব্যবহার করতে পারেন। এই উদ্যোগটি নেয়া হলে অনেক জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।'

লি বলল, 'রয়াল, তুমি সেসব শ্রোতাদের উদ্দেশে কী বলবে, যারা বলে যে এই বিপদজনক সময় আগে উইজার্ডদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে?'

কিংসলে উত্তরে বলল, 'আমি বলব উইজার্ড আগে না পিওর ব্লাড আগে এ বিষয়টি তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তারপর ডেথ-ইটারদের কথা। আমরা সবাইতো মানুষ, তাই না? প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সমান মূল্যবান। এবং রক্ষা করা সমান দায়িত্ব।'

লি বলল, 'চমৎকার বলেছ রয়াল। আমরা যদি এই সংকটের অবস্থা থেকে বের হতে পারি তাহলে তুমি মিনিস্টার ফর ম্যাজিকের জন্য আমার ভোটটি প্রথম পাবে। এবার আমরা চলে যাচ্ছি রমুলাসের কাছে আমাদের জনপ্রিয় ফিচারের জন্য: 'পল অব পটার'।

'ধন্যবাদ রিভার,' অন্য পরিচিত কণ্ঠটি বলল। রন আবার কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু হারমিয়ন তাকে থামিয়ে দিল।

'আমরা জানি এটা লুপিনের গলা!'

'রমুলাস, তুমি আগেও সবসময় আমাদের প্রোগ্রামে যেমন বলেছ, এখনও কি বলবে যে হ্যারি পটার জীবিত আছে?'

লুপিন দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমি বলব। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে সে মারা গেলে ডেথ-ইটাররা সেটা ব্যাপকভাবে প্রচার করতো। কারণ তাতে যারা বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতা করছে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তো। এই ছেলেটিই আমাদের সকল লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে আছে। দ্য ট্রায়াম্প অব গুড, দ্য পাওয়ার অব ইনোসেন্স কে টিকিয়ে রাখতে হবে।'

হ্যারির মধ্যে কৃতজ্ঞতা এবং সে সাথে লজ্জার ভাব ফুটে উঠল। শেষ যখন

দেখা হয়েছিল তখন সে লুপিনকে অনেক আজেবাজে কথা বলেছিল। সে সব কি লুপিন ক্ষমা করে দিয়েছে?

'রমুলাস, আপানি হ্যারির উদ্দেশে কি বলতেন, যদি সে এই অনুষ্ঠান শুনে থাকতো।'

'আমি তাকে বলতাম যে আমরা সবাই যথাযথভাবে তার সঙ্গে আছি।' লুপিন বললেন। তারপর একটু ইতস্তত করলেন। 'এবং আমি তাকে বলতাম তার নিজের স্বভাবকে অনুসরণ করতে যা প্রায় সর্বদাই ভাল এবং সঠিক।'

হ্যারি হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখে পানি।

সে লুপিনের কথা পুনরুল্লেখ করল, 'প্রায় সব সময় ঠিক।'

রন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে বলেছি না! বিল আমাকে বলেছে যে লুপিন আবারো টঙ্কসের সঙ্গে বসবাস করছে।'

লি বলতে থাকল, '.....এবং হ্যারি পটারের সঙ্গে যোগ দিয়ে যেসব বন্ধুরা এখন সমস্যায় পড়েছে তাদের সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট।'

'আমাদের নিয়মিত শ্রোতারা নিশ্চই জানেন হ্যারি পটারের পক্ষে কথা বলে তার বেশ কিছু সমর্থক এখন আটকাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তারমধ্যে আছেন দ্য কুইবলারের সাবেক সম্পাদক জেনোফিলিয়াস লাভগুড-'

রন বিড়বিড় করে বলল, 'আর যাই হোক, তিনি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন।'

'আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে জানতে পেরেছি যে রুবুস হ্যাগ্রিড-' নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনই আঁৎকে উঠল। আঁৎকে ওঠার কারণে পরের অংশটি প্রায় মিস করেই বসছিল। 'হোগার্টস স্কুলের সুবিদিত গেইমকিপার হ্যাগ্রিড অল্পের জন্য গ্রেফতার এড়াতে পেরেছেন। তার সম্পর্কে প্রচার আছে যে তিনি তার বাড়িতে হ্যারি পটারের সমর্থকদের উদ্দেশে একটি পার্টির আয়োজন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কাস্টডিতে নিতে পারেনি, জানা গেছে তিনি এখন পলাতক আছেন।'

'আমি বলতে চাচ্ছি, ডেথ-ইটারদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকা বরং ভাল?'

লুপিন স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, এটি তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু, সে সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই যারা হ্যাগ্রিডের সিদ্ধান্তে সমর্থন করেন, আমরা তাদেরকে বলব হ্যাগ্রিডের ওই উদ্যোগকে সমর্থন না করতে। বর্তমান পরিবেশে হ্যারি সমর্থকদের পার্টি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

লি বলল, 'তাদের তাই করা উচিত, সুতরাং আমরা সাজেস্ট করবো, স্কার জ্বলা লোকটিকে সমর্থন জানান এবং পটার ওয়াচ শুনতে থাকুন। এখন আমরা সেই উইজারের সংবাদ শুনবো যে হ্যারি পটারের মতই কৌশলে সরে আছে।

আমরা তাকে চিফ ডেথ ইটারের সঙ্গে তুলনা করব। তাকে ঘিরে যে গুজব প্রচার হয়েছে সে সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী শুনবো। আমি আমাদের নতুন প্রতিনিধির সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। রডেন্ট...'

'রডেন্ট?' অন্য একটি পরিচিত কণ্ঠ বলল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন একসঙ্গে বলে উঠল, ফ্রেড!'

'না-এটা কি জর্জ?'

'আমি মনে করি এটা ফ্রেড!' রন আরো নিচু হয়ে বলল। দু'ভাইয়ের যেই হোক, কণ্ঠটি বলল, 'আমি রোডেন্ট হতে চাই না! কোনো উপায় নেই, আমি বলেছি যে আমি র‍্যাপিয়ার হতে চাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে র‍্যাপিয়ার,' চিফ ডেথ-ইটার সম্পর্কে যেসব রিউমার আমরা শুনতে পাই তার কিছু আমাদেরকে বলতে পারবে?'

'হ্যা রিভার, পারি,' ফ্রেড বলল। 'আমাদের শ্রোতাদের বলতে পারি, যদি না তারা বাগানের গর্তে বা পুকুরের তলায় আশ্রয় না নিয়ে থাকেন। এই পর্যন্ত ইউ-নো-হু'র স্ট্র্যাটেজি হল ছায়ার ভেতরে থেকে একটি ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করা। আমরা যদি সকলের কথা বিশ্বাস করি তারা ইউ-নো-হু কে দেখেছে, তা হলে কমপক্ষে উনিশটি ইউ-নো-হু'র থাকার কথা।'

কিংসলে বলল, 'এসব গুজব তাকে সাহায্য করছে। এই রহস্যময় আবহাওয়া নিজে দেখা দেয়ার চেয়ে আরো বেশি ভয়ানক আবহওয়া সৃষ্টি করে থাকে।'

ফ্রেড বলল, 'কথা ঠিক, সুতরাং আসুন আমরা শান্ত থাকতে চেষ্টা করি। কোনো কিছু না জেনেই আমরা পরিস্থিতি খারাপ করে ফেলছি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইউ-নো-হু এক দৃষ্টিক্ষেপণের মাধ্যমে হত্যা করতে পারে এমন সব কল্প-কাহিনী। এটি *বাসিলিস্ক*, শ্রোতারা জানুন। একটি ছোট পরিক্ষা করা যেতে পারে এভাবে : ভাল করে দেখুন আপনার দিকে যে বা যে জিনিসটির দিকে তাকিয়েছেন তার কোনো পা আছে কি না। যদি পা থাকে তাহলে চোখের দিকে তাকানোটা নিরাপদ। আর যদি সত্যিই ওটা ভোল্ডেমর্ট হয় এবং চোখের দিকে তাকান, তাহলে সেটাই হবে আপনার শেষ কোনোকিছুর দিকে তাকানো।'

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হ্যারি এই প্রথম হাসল। সে অনুভব করতে পারল তার ভেতর থেকে কতটা দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

লি জানতে চাইল, 'শোনা যাচ্ছে যে দেশের বাইরে দেখা গেছে?'

ফ্রেড বলল, 'ওয়েল, প্রচুর খাটাখাটনির পর কে না বাইরে বেড়াতে যেতে চায়? কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, সে বাইরে গেছে ধরে নিয়ে জনগণ যেন তাদের নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা না করে। হয়তো সে বাইরে, হয়তো সে

বাইনে নয়- কিন্তু আসল কথা হল সে অসম্ভব দ্রুত চলাচল করতে পারে। সুতরাং আপনি কোনো ঝুকি নিতে চাইলে মোটেই এটা বিবেচনায় রাখবেন না যে সে দূরে আছে। আমি নিজে কখনো এমন চিন্তা করবো না। আগে নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে।'

লি বলল, 'আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আজকের মত এখানেই আরো একটি পটারওয়াচ অনুষ্ঠান শেষ করছি। আমরা জানি না আবার কবে কীভাবে সম্প্রচার করতে পারব, কিন্তু আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে আমরা আসব। আমাদের পরবর্তী পাসওয়ার্ড হবে ম্যাড-আই। আপনারা একজন আরেকজনকে দেখে রাখুন। বিশ্বাস রাখুন, গুডনাইট!'

রেডিও বন্ধ হয়ে গেল এবং টিউনের পেছনের ছোট আলোটি নিভে গেল। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন তখনো উবু হয়ে আছে রেডিওর দিকে। পরিচিত বন্ধত্বপূর্ণ কণ্ঠগুলো যেন টনিকের মত কাজ করল। হ্যারি অনেকদিন দূরে দূরে থাকার কারণে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে অন্যরাও ভোল্ডেমর্ট কে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট আছে। ওদের কাছে বিষয়টিকে মনে হল যেন দীর্ঘসময় পর ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত।

রন খুশির সঙ্গে বলল, 'ভাল খবর অ্যাঁ।'

হ্যারি বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট!'

হারমিয়ন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তারা খুব সাহস দেখাচ্ছে। যদি ওরা ধরা পড়ে যায়...'

রন বলল, 'ওয়েল ওরাও তো আমাদের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে,তাই না?'

হ্যারি উত্তেজনার সঙ্গে বলল, 'কিন্তু তুমি শুনতে পেয়েছ ফ্রেড কি বলল?' ব্রডকাস্ট শেষ হওয়ার পর হ্যারির মনে আবার তার সে পুরোনো চিন্তা ফিরে এল। 'সে এখন বাইরে। সে এখনো ওই যাদুদণ্ডটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি জানি!'

'হ্যারি-'

'বুঝতে চেষ্টা করো হারমিয়ন! কেন তুমি কথাটি স্বীকার করতে চাইছ না? বল-'

'হ্যারি না!'

'-ডেমর্ট যাদুদণ্ডটি খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

'নামটির সঙ্গে ট্যাবু আছে!' রন চিৎকার করে উঠল। সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তাবুর বাইরে একটি বিকট আওয়াজ হওয়ায়। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি! আগেই বলেছি! আমরা এ নামটি বলতে পারি না! এখন আমাদের আবার চারদিকে

প্রটেকশন চার্ম ব্যবহার করতে হবে! তারাতারি! ওরা এক্ষণি খুঁজে বের-'

কিন্তু রন কথা বলা বন্ধ করে দিল। হ্যারি জানে সেটা কেন। টেবিলের উপর রাখা স্ক্রিকোস্কোপটিতে আলো জ্বলে উঠল এবং সেটি লাফাতে থাকল। ওরা শুনতে পেল কণ্ঠের আওয়াজ দ্রুত কাছে আসছে। কর্কশ, উত্তেজিত কণ্ঠ। রন ডেলুমিনেটরটি পকেট থেকে বের করল এবং সেটিতে চাপ দিল, বাতি নিভে গেল।

বাইরে অন্ধকার থেকে একটি কঠিন কর্কশ গলা ভেসে এল, 'হাত উচু করে বাইরে বের হয়ে আসো! আমরা জানি এখানে তোমরা আছো! তোমাদের চারদিকে অর্ধেক ডজন যাদুদণ্ড তাক করা আছে! কার দিকে কার্স ছুড়ে দিচ্ছি সে ব্যাপারে আমাদের কোনো মাথা ব্যাথা নেই!'

অধ্যায়-২৩

ম্যালফয় ম্যানর

হ্যারি অন্য দু'জনের দিকে ঘুরে তাকালো। গাঢ় অন্ধকারে ওদের কোনোক্রমে একটু দেখা যাচ্ছে। সে দেখল হারমিয়ন তার যাদুদণ্ডটি তাক করেছে। বাইরের দিকে নয়, সোজা হ্যারির মুখের দিকে। ভুম করে একটি শব্দ হল এবং আলো জ্বলে উঠল। হ্যারি যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে গেল। সে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে অনুভব করতে পারল যে তার হাত দুটোর নিচে মুখটি কেমন আকার পরিবর্তন হচ্ছে। তার চারপাশে পায়ের আওয়াজ পেল।

'উঠে দাঁড়াও ভারমিন।'

একটি অজানা হাত হ্যারিকে শক্ত করে টেনে মাটি থেকে তুলল। সে বাধা দেয়ার আগেই কেউ একজন তার পকেটে হাত দিয়ে খুঁজতে থাকল এবং ব্ল্যাকহর্ণ যাদুদণ্ডটি বের করে আনল। হ্যারি প্রচণ্ড ব্যথায় মুখটি খামচে ধরে আছে। সে তার আঙুলের নিচে আকার পরিবর্তন হওয়া মুখটি অনুভব করল। যেন কোনো ভয়ানক এলার্জি হয়েছে। তার চোখের কোণে কেটে গেছে। সে এখন কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তাকে ধরে তাবুর বাইরে নিয়ে আসার সময় চোখের চশমাটি কোথাও পড়ে গেছে। সে শুধু যেটুকু দেখতে পেল তা হল রন এবং হারমিয়নের শরীরের

আকার, চার বা পাঁচজন লোক ওদের ধরে রেখেছে।

'ওকে ছেড়ে দাও!' রন চিৎকার করে বলল। হ্যারি প্রচণ্ড জোরে শরীরের উপর ঘুষি পড়ার শব্দ শুনতে পেল। রন ব্যথায় ককিয়ে উঠল। হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'না! ওকে ছেড়ে দাও!, ওকে ছেড়ে দাও!'

'তোমার বয়ফ্রেন্ড এরচেয়ে ভাল কিছু পাবে যদি আমার তালিকায় ওর নামটি থাকে,' কর্কশ এবং ভয়ঙ্কর একটি পরিচিত গলা বলল। 'সুস্বাদু মেয়ে!...কি ভাল কথা....আমি নরম চামড়া সব সময় পছন্দ করি...'

হ্যারির পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। ও জানে গলাটি কার! ফেনরির গ্রেব্যাক! সে একটা ওয়্যারওল্ফ! তার নিষ্ঠুরতার জন্য সে ডেথ-ইটারদের গাউন পরার অনুমতি পেয়েছে।

'তাবুর ভেতর ভাল করে চেক করো!' অন্য একটি কণ্ঠ বলল। হ্যারিকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। বুঝতে পারল রনকেও তার পাশে ছুড়ে দেয়া হয়েছে। ওরা পায়ের শব্দ এবং ভাঙাচুরার শব্দ পেল। ওরা তল্লাশি চালানোর সময় চেয়ারগুলো ছুড়ে ফেলছে।

'এখন দেখা যাক আমরা কাদেরকে ধরেছি,' মাথার উপর থেকে গ্রেব্যাক বলে উঠল। হ্যারির পিঠে লাথি দিয়ে চিৎ করে ফেলা হল। বেশ কয়েকটি যাদুদণ্ডের আলো এসে ওর মুখের উপর পড়ল। গ্রেব্যাক উচ্চশব্দে হেসে উঠল।

'এটাকে পরিস্কার করতে আমার বাটার বিয়ার লাগবে। তোর কি হয়েছে রে কুৎসিত?' হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিতে পারল না।

'আমি বলেছি!,' হ্যারি পাজরের নিচে প্রচণ্ড লাথি হজম করল। 'তোর কি হয়েছে!'

'বিষ, বিষ লেগেছে,' হ্যারি বিড়বিড় করে বলল।

'হ্যা, দেখে তাই মনে হচ্ছে,' আরেকটি কণ্ঠ বলল।

'তোর নাম কি,' গ্রেব্যাক তিক্ত কণ্ঠে বলল।

'ডাডলি,' হ্যারি বলল।

'প্রথম নাম?'

'আমি- ভারনন, ভারনন ডাডলি।'

'লিস্টটা চেক করে দেখ স্ক্যাবিওর,' গ্রেব্যাক বলল। হ্যারি শব্দ পেল সে পাশেই রনের দিকে হেঁটে গেল। 'আর তোর ব্যাপারটি কি জিনজার?'

'স্ট্যান সানপাইক,' রন বলল।

'সে রকমই তো তোকে মনে হয়,' অন্য কণ্ঠ বলল। 'আমরা স্ট্যান সানপাইককে চিনি।'

ঘোৎ করে একটি শব্দ হল।

'আম.. মি বার্দি, রন বলল। তার কথা শুনে হ্যারি বুঝতে পারল রক্তে তার মুখ ভরে আছে। 'বার্দি উইসলি'

'একজন উইসলি?' স্কোভের সঙ্গে গ্রেব্যাক বলল। 'তারমানে মাডব্লাড না হলেও তুই একজন ব্লাড ট্রেইটর? আর তোর এই সুন্দর গার্লফ্রেন্ডটি...' তার আনন্দিত গলার স্বর শুনে হ্যারির শরীর মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

'ইজি গ্রেক,' অন্যদের গুঞ্জন ছাপিয়ে স্ক্যাবিওর বলল।

'আহ্, আমি তো এক্ষনি কামড় দিতে যাচ্ছি না,' আমি দেখব সে বার্নির চেয়ে তাড়াতাড়ি নামটি মনে করতে পারে কি না। 'তুমি কে গো মেয়ে?'

'পেনেলোপ ক্লিরওয়াটার,' হারমিয়ন বলল। সে ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলল, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে।

'তোমার ব্লাড স্ট্যাটাস কি?'

'হাফ ব্লাড,' হারমিয়ন বলল।

'চেক করা হয়ে গেছে,' নস্ক্যাবিওর বলল। 'কিন্তু ওদের সবগুলোকেই মনে হয় এখনো হোগার্টসের স্কুলের বয়সী-'

'আমরা স্কুল ছেড়েছি,' রন বলল।

'ছেড়ে এসেছিস, জিনজার?' স্ক্যাবিওর বলল। 'তারপর ক্যাম্পিং এ আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিস? আর তোরা ভেবেছিস শুধু হাসাহাসি করার জন্য ডার্ক লর্ডের নাম নিবি?'

'হাসার জন্য না,' রন ভরাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট!'

'অ্যাকসিডেন্ট!' ওদের মধ্যে আরো গুঞ্জন উঠল।

'তুই জানিস ইউ-নো-হু'র নামোচ্চারণ করে কে উইসলি?' ঘর ঘর করে বলল গ্রেব্যাক। 'দ্য অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স এখন যে কোনো কিছু করতে পারে!'

'করো!

'তার মানে ওরা ডার্ক লর্ডকে যথাযথ সম্মান দেখায় না। তাই নামটি ট্যাবু হয়েছে। এভাবেই কিছু অর্ডার মেম্বর চিহ্নিত হয়েছে। আমরা দেখব। এদেরকে বেধে ফেল অন্য দুই বন্দীর সঙ্গে!'

কেউ একজন ঝাকি দিয়ে হ্যারিকে তুলে ফেলল একটু খানি টেনে নিয়ে একটি জায়গায় ঠেলে বসিয়ে দিল। তারপর অন্যদের সঙ্গে পিঠ মোড়া করে বাধল। হ্যারি এখনো চোখে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বড় হয়ে যাওয়া চোখে অল্পঅল্প দেখতে পাচ্ছে। লোকটি যখন ওদেরকে বেধে একটু দূরে গেল তখনই হ্যারি অন্যদের উদ্দেশে বলল-

'কারো কাছে একটি যাদুদণ্ড আছে!'

দুপাশ থেকে রন এবং হারমিয়ন বলল, 'না।'

'এটি সম্পূর্ণ আমারই ভুল হয়েছে, আমি নামটি ফট করে উচ্চারণ করে ফেলেছি, আমি খুবই দুঃখিত-'

'হ্যারি?'

একটি নতুন পরিচিত কণ্ঠ বলে উঠল। কণ্ঠস্বরটি এল সরাসরি ওর পেছনের থেকে। যাকে হারমিয়নের বাম পাশে বাধা হয়েছে।

'ডিন?'

'তুমি!, ওরা যেন বুঝতে না পারে যে ওরা কাকে ধরেছে! ওরা হল স্ন্যাচার, শুধু স্কুল পালানোদের ধরছে ওরা কিছু ফাও সোনা কামানোর আশায়-'

'এক রাতের জন্য কমগুলোকে ধরিনি,' গ্রেব্যাক বলতে থাকল। একজোড়া বুটের শব্দ হ্যারির দিকে আগাতে থাকল। এখনো তাবুর ভেতর ভাঙার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 'একটি মাডব্লাড, একটি পালানো গবলিন এবং তিনটি স্কুল পলাতক ধরতে পেরেছি। সবগুলো নাম চেক করা হয়েছে স্ক্যাবিওর?' সে চিৎকার করে বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু ভারনন ডাডলির নাম পাওয়া যায়নি।'

'ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

সে উবু হয়ে হ্যারির পাশে বসল। সে ভুরুর নিচের ছোটো গোলাকার চোখ দিয়ে তাকালো। মুখটি তার ঢাকা। চুল এবং মুখের পশমগুলো ধুসর রঙের। চোখা দাঁত, মুখের এককোণ দিয়ে দাগ।

'তারমানে তুই ওয়ান্টেড না, ভারনন? নাকি ওই লিস্টে অন্য কোনো নাম আছে তোর? হোগার্টসের কোন হাউসে তুই ছিলি?'

'স্লিদারিন,' হারমিয়ন সোজা উত্তর দিল।

'ফানি, ওরা ভাবল কীভাবে যে আমরা এমন উত্তরই শুনতে চাই,' ছায়ার ভেতর থেকে স্ক্যারবিয়ন গুনগুন করে বলল। 'কিন্তু ওদের কেউই বলতে পারবে না যে ওদের কমন রুম ছিল কোনটি...'

হ্যারি পরিস্কারভাবে বলল, 'আমাদেরটি ছিল প্রিজন সেলে,' হ্যারি পরিস্কার উত্তর দিল। 'দেয়ালের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে, সেখানে আছে প্রচুর খুলি এবং জিনিসপত্র এবং এটি লেকের নিচে। তাই সেখানে আলো সবুজ।'

একটু সময়ের জন্য নিরবতা নেমে এল। 'ওয়েল আমার মনে হচ্ছে একটি পিচ্চি স্লিদারিনই ধরে ফেলেছি,' স্ক্যাবিওর বলল। 'তোমার জন্য ভাল ভারনন, কারণ খুব বেশি মাডব্লাড স্লিদারিন নেই। তোর বাবা কে?'

'তিনি মিনিস্ট্রিতে কাজ করেন,' হ্যারি মিথ্যা বলল। সে জানে যে একটি ছোট অনুসন্ধানই তার সব কাহিনী জেনে যেতে পারে। অন্যদিকে তার স্বাভাবিক চেহারা চলে আসতে পারে এসব চলাকালেই।' ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল অ্যাকসিডেন্টে

তিনি কাজ করেন।'

'তুমি একটা বিষয় জানো গ্রেব্যাক,' স্ক্যাবিওর বলল। 'আমার ধারণা এদের ভেতর কেউ ডাডলি পরিবারের আছে।'

হ্যারি কোনোক্রমে দম নিতে পারছে। কোনো ভাগ্য কি ওদের এখান তেকে ছুটিয়ে নিতে পারবে?

'ওয়েল ওয়েল,' গ্রেব্যাক বলল। হ্যারি শুনতে পেল গ্রেব্যাকের কণ্ঠে যে সে ওদের কাছে ধরা না দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে, কোনো মিনিস্ট্রি অফিসিয়ালের ছেলেকে ধরে আবার ঝামেলায় পড়বে কি না। হ্যারির বুক বাধা দড়ির নিচে ধুকধুক করছে। সে মোটেও অবাক হবে না বিষযটি যদি গ্রেব্যাকের চোখে পড়ে। 'তুই যদি সত্যি কথা বলিস কুৎসিত, তাহলেও মিনিস্ট্রি আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আমি মনে করি তোর বাবা বরং ছেলেকে তুলে নেয়ার জন্য আমাদের পুরস্কৃত করবে।'

'কিন্তু,' হ্যারি বলল, 'তুমি যদি আমাদের ছেড়ে দাও-'

'হেই!' হ্যারির কথা শেষ হওয়ার আগেই তাবুর ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ উচ্চস্বরে বলল। 'এই জিনিসটি দেখ, গ্রেব্যাক!'

একটি কালো শরীর ওদের দিকে দৌড়ে এল। হ্যারি তার যাদুদণ্ডের আলোতে দেখল রুপালি রঙ চকচক করছে। ওরা গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি খুঁজে পেয়েছে।

'খুব ভাল কথা,' গ্রেব্যাক বলল। সে ওটি তার সঙ্গীর হাত থেকে নিল। 'সত্যিই খুব ভাল কথা। দেখে মনে হচ্ছে গবলিনদের তৈরি। এমন একটি জিনিস তোরা কোথায় পেলি?'

'এটি আমার বাবার,' হ্যারি মিথ্যা বলল। ক্ষীণ আশা করল যে এই অন্ধকারে হয়তো গ্রেব্যাক হাতলের উপর লেখাটি দেখতে পাবে না। 'আমি এটি কাঠ কাটার জন্য চেয়ে এনেছি-'

'এক মিনিট ধরো গ্রেব্যাক, দ্য প্রফেটে এটা দেখ!'

স্ক্যারবিওনের এই কথার প্রায় একই সঙ্গে হ্যারির স্কারটিতে ভয়ানক জ্বালাপোড়া করতে থাকল। চারপাশের দৃশ্যের চেয়েও অনেক পরিস্কারভাবে সে দেখতে পেল একটি উচু টাওয়ার, একটি লাল দূর্গ। কালো কুচকুচে এবং নিষিদ্ধ এলাকা। ভোল্ডেমর্টের চিন্তা হঠাৎ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল, সে পিছলে একটি বিশাল বিল্ডিং-এর ভেতর দিয়ে মহা আনন্দে যাচ্ছে...' আরো কাছে... আরো কাছে....

হ্যারি প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি দিয়ে নিচের মনটাকে ভল্ডেমর্টের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। নিজেকে টেনে আনতে চেষ্টা করল যেখানে হারমিয়ন, রন, ডিন এবং গ্রিপহুক অন্ধকারে আছে সেখানে। শুনতে চেষ্টা করল স্ক্যাবিওর এবং

গ্রেব্যাকের কথা...

'"....হারমিয়ন গ্র্যান্জার," স্ক্যারবিওনের বলতে থাকল। '"এই মাডব্লাডটির হ্যারি পটারের সঙ্গে ভ্রমনে থাকবার কথা।'"

হ্যারির স্কারটি নিরবে জ্বলতে থাকল। কিন্তু সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকল ভল্ডেমর্টের কাছ থেকে মনকে সরিয়ে রাখতে। সঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকতে।

হ্যারি গ্রেব্যাকের বুটের মচমচ শব্দ শুনতে পল। সে হারমিয়নের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি জানো ছোট্ট মেয়েটি? এই ছবিটি দেখতে একেবারেই তোমার মত?'

'এটা না! এটা আমি না!'

হারমিয়নের চিৎকারের ধরণ থেকেই মনে হল সে স্বীকার করছে।

'.....*হ্যারি পটারের সঙ্গে ভ্রমণে থাকবার কথা,*' গ্রেব্যাক শান্ত কণ্ঠে রিপিট করলো।

সবাই স্থির হয়ে আছে। হ্যারির স্কারটিতে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। কিন্তু সে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে ভোল্ডেমর্ট থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছে। এমন নিজের মধ্যে থাকার প্রয়োজন আর কখনো হয়নি।

'তাহলে এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই না?' ফিসফিস করে গ্রেব্যাক বলল।

কেউ কথা বলছে ন। হ্যারি অনুভব করল যে স্ন্যাচারের দলটি ওদের স্থিরভাবে পরখ করছে। অনুভব করল হারমিয়নের হাত ওর গায়ের সঙ্গে থরথর করে কাঁপছে। গ্রেব্যাক উঠে দাঁড়ালো এবং হ্যারির দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল। উবু হয়ে বসল এবং কাছে থেকে ওর দুর্ভাগা মুখটির দিকে তাকালো।

'তোর কপালের উপর ওটা কি ভারনন?' সে শান্ত কণ্ঠে বলল। তার নিঃশ্বাস হ্যারির নাকের উপর এসে পড়ছে। সে নোংরা আঙুল দিয়ে হ্যারির কপালের স্কারটিতে স্পর্শ করল।

'এটা স্পর্শ করো না,' হ্যারি চিৎকার করে উঠল। সে নিজেকে থামাতে পারেনি। সে চিন্তা করেছে এটায় হাত দিলে ব্যথায় সে অসুস্থ হয়ে যাবে।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি চশমা পড় হ্যারি পটার!' গ্রেব্যাক বলল।

'আমি একটি চশমা পেয়েছি!,' পেছন থেকে একজন স্ন্যাচার বলল। 'তাবুর মধ্যে গ্লাসটি ছিল গ্রেব্যাক, দাঁড়াও-'

কয়েক সেকেন্ডের ভেতর তার চশমা এনে চোখে পরিয়ে দেয়া হল। স্ন্যাচাররা কাছে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'এটাই!' উচ্চস্বরে গ্রেব্যাক বলল। 'আমরা পটারকে ধরে ফেলেছি!'

ওরা মুহূর্তের ভেতর কয়েক পা পিছিয়ে গেল। যে কাজ তারা করে ফেলেছে সে জন্য হতবাক হয়ে গেছে। হ্যারি তখনো নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে স্থির থাকতে।

কিছু বলার খুজে পেল না। তার ভেতরে এখনো ভাঙা ভাঙা ছবি আসছে-

......সে কালো দূর্গটির উচু দেয়াল দিয়ে পিছলে যাচ্ছে...'

না, সে হ্যারি, যাদুদণ্ডহীন বাধা অবস্থায় আছে, ভয়ানক বিপদে পড়েছে...

.....উপরের দিকে তাকাচ্ছে, টাওয়ারের সবচেয়ে উপরের জানালাটি দিয়ে...

সে হল হ্যারি, এবং ওরা তার সামনে নিচু গলায় আলোচনা করছে ভাগ্য নিয়ে....

...এখন উড়াল দেয়ার সময় এসেছে.....

'...মিনিস্ট্রিতে?'

'গোল্লায় যাক মিনিস্ট্রি,' গর্জন করে উঠল গ্রেব্যাক। 'ওরাই সব কৃতিত্ব নিয়ে নেবে। আর আমরা একবার ভেতরে দেখারও সুযোগ পাবো না। আমি বলছি আমরা ওকে সোজা ইউ-নো-হু'র কাছে নিয়ে যাবো।'

'তাকে কি সামন করবে?' বলল স্ক্যাবিওর। তার গলায় ভয়ের সুর।

'না, ক্ষোভের সঙ্গে গ্রেব্যাক বলল। 'আমি সামন করতে পারি না..ওরা বলেছে তিনি ম্যালফয়ের জায়গাটি ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেন। আমরা এই ছেলেকে সেখানে নিয়ে যাবো।'

হ্যারি বুঝতে পারল কেন গ্রেব্যাক ভল্ডেমর্টের নামোচ্চারণ করে না। একমাত্র তাকে যখন ব্যবহার করতে চায় তখনই মাত্র এই ওয়্যারওল্ফ ডেথ ইটারদের গাউন পরতে পারে। শুধুমাত্র ভল্ডেমর্টের ভেতরের সার্কেলেই ডার্ক মার্ক ব্যবহার করতে পারে। গ্রেব্যাকের এই মর্যাদা নেই।

হ্যারির স্কারটি আবার জ্বলতে শুরু করেছে।

...এবং সে উপরের দিকে উঠে গেল, টাওয়ারের একেবারে চুড়ায় অবস্থিত জানালার দিকে উড়ে যাচ্ছে...

'...এখন পুরোপুরি পরিস্কার যে এটাই সে,' এটা সে না হলে গ্রেব্যাক, আমাদের মরতে হবে।'

'এখানের ইনচার্জ কে? নিজের দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করে গ্রেব্যাক বলল। 'আমি বলছি এটা হ্যারি পটার, এবং তার যাদুদণ্ড, এখানেই দু' লাখ গ্যালিওন পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের কেউ যদি দুর্বল হই, তোমরা কেউ দুর্বলতা দেখাও তাহলে সব পাওনা আমার। এবং আমি মেয়েটিকে নিয়ে নেব।'

....জানালাটির কালো পাথরের ভেতর দিয়ে ফাঁকাটি ছোট, একজন মানুষের প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়....জানালার ভেতর দিয়ে একটি কঙ্কালের মত দেহ দেখা যাচ্ছে, গুটিয়ে আছে কম্বলের নিচে...মৃত নাকি ঘুমিয়ে?'

ঠিকাছে, স্ক্যাবিওর বলল। 'আমরা আছি এবং বাকীগুলোর কী হবে গ্রেব্যাক, ওদের নিয়ে আমরা কী করবো?'

'সবগুলোকেই নিয়ে নেব। আমরা পেয়েছি দুটি মাডব্লাড সেখানে পাবো আরো দশ গ্যালিয়ন, তলোয়ারটি আমার কাছে দাও। ওটার হাতল যদি রুবি পাথরের হয়, তাহলে তো ভাগ্য আরো একটু খুলে গেল।'

বন্দীদেরকে টেনে নেয়া হতে থাকল। হ্যারি হারমিয়নের দ্রুত ও ভয় পাওয়া নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

'টেনে ধরো, আরো শক্ত করো বাধন, আমি পটারকে ধরে রাখছি!' গ্রেব্যাক বলল। সে শক্ত করে হাতের মুষ্ঠিতে হ্যারির চুল ধরে রাখল। হ্যারি তার লম্বা হলুদ আঙুলের আচড় মাথায় অনুভব করতে থাকল। 'এক..দুই....তিন....'

ওরা ডিসাপারেট করলো। টেনে বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে গেল। হ্যারি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে থাকল। গ্রেব্যাকের হাত থেকে ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো ফল হল না। রন এবং হারমিয়ন ওর সঙ্গে একেবারে সেঁধে আছে। সে গ্রুপ থেকে পৃথক হতে পারল না। নিঃশ্বাস আরো ঘন হয়ে আসায় স্কারটিতে আরো যন্ত্রণা শুরু হল-

.....সে নিজেকে জানালা দিয়ে ঢোকাতে চেষ্টা করল একটি সাপের মত করে, এবং পিছলে ভেতরে ঢুকল একটি চিলেকোঠা ধরণের ছোট রুমে....

ওরা একটি গ্রামের একপ্রান্তে অবতরণ করার সময় বন্দীরা একজন আরেকজনের গায়ের উপর পড়ল। হ্যারির চোখদুটো এখনো স্ফীত। ধাতস্ত হতে একটু সময় নিল। ঠিক তারপরই দেখল একজোড়া লোহার গেট সামনে। হ্যারির ভেতরে একটু ছোট অন্তশিল শীতল স্রোত বয়ে গেল। এখনো সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদটি আসেনি ভোল্ডেমর্ট এখানে নেই। সে এখন অদ্ভুত ধরণের একটি দূর্গের টাওয়ারের চূড়ায় অবস্থান করছে, হ্যারি তা জানে। সে এতক্ষণ ধরে সে দৃশ্য থেকেই নিজেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে যদি জানে যে হ্যারিকে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে কতক্ষণ লাগবে তার সেখান থেকে ফিরে আসতে? অন্য একটি ব্যাপার হল-

অন্য একটি স্ন্যাচার লম্বা পা ফেলে গেটের কাছে গেল এবং গেটটি ঝাকি দিল।

'আমরা ভেতরে ঢুকব কী করে? গেট তো তালা দেয়া গ্রেব্যাক! আমি পারছি না- হায় হায়!'

সে ভয়ে তার হাত ঝাকি দিল। লোহার গেটটির ভেতর থেকে একটি স্তর পেঁচিয়ে একটি ভয়ানক মুখের মত আকার ধারণ করল। সেটি ধাতব কণ্ঠে কথা বলে উঠল : তোমাদের আসার উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা করো!

'আমরা হ্যারি পটারকে পেয়েছি!' গ্রেব্যাক বলল আমরা হ্যারি পটারকে বন্দী করে এনেছি!

গেটটি বেঁকে খুলে গেল।

'ভেতরে আসো!' গ্রেব্যাক তার লোকদেরকে বলল। বন্দীদেরকেও ওরা তুলে নিল। ওরা উচ ঝোপের ভেতর দিয়ে আগালো। হ্যারি দেখল একটি ভৌতিক সাদা আকৃতি তার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারল যে এটি আলবিনো ময়ূর। সে হোচট খাচ্ছে এবং গ্রেব্রাক ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাকী চারজনের সঙ্গে বাধার কারণে পাশে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হল। এবার সে ওর স্কারটাকে পুড়তে দিল সামান্য সময়ের জন্য। ও দেখতে চায় ভোল্ডেমর্ট এখন কোথায়, কী করছে। সে কি ইতিমধ্যেই জেনে গেছে কি না যে হ্যারি ধরা পড়েছে-

.....শীর্ণকায় শরীরটি মোটা কম্বলের ভেতর থেকে উঠে এসেছে, এবং তার দিকে ঘুরেছে। একটি মুখের খুলির ভেতর থেকে চোখ দুটো বের হয়ে আছে। ক্ষীণ শরীরের লোকটি বসল। গভীর চোখ দুটো স্থির করল তার দিকে, অর্থাৎ ভল্ডেমর্টের দিকে। তারপর সে হাসল, তার অধিকাংশ দাঁতই নেই....

'তাহলে তুমি এসেছ..আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে....একদিন। কিন্তু তোমার এ আসাটা নিরর্থক। জিনিসটি আমার কাছে কখনোই ছিল না।'

'তুমি মিথ্যা বলছ!'

ভল্ডেমর্টের রেগে যাওয়াটা হ্যারির ভেতর নাড়িয়ে দিল। হ্যারির স্কার যেন ফেটে যেতে চাইছে ব্যাথায়! সে চেস্টা করে নিজের ভেতর মনটাকে নিতে চেষ্টা করল। বর্তমান অবস্থানে এই বন্দী অবস্থায়।

ওদের সবার উপর আলো পড়ল।

'এটা কি হচ্ছে?' ঠাণ্ডা কণ্ঠে একজন মেয়েলোক বলল।

'আমরা এসেছি তার সঙ্গে দেখা করতে যার নাম অবশ্যই মুখে আনা যাবে না!' গ্রেব্যাক বলল।

'তোমরা কারা?'

'আপনি আমাকে চেনেন!' ওয়্যারওল্ফ-এর কণ্ঠে আহত হওয়ার সুর। 'আমার নাম ফেনরির গ্রেব্যাক! আমরা হ্যারি পটারকে আটক করেছি!'

গ্রেব্যাক হ্যারিকে ধরল এবং টেনে সামনে নিয়ে গেল, অন্য আটকদেরও টেনে সামনে নেয়া হল।

'আমি জানি সে মুখটি স্ফীত করেছে, মাম, কিন্তু আসলে এটাই সে!,' স্ক্যাবিওর সঙ্গে তালদিয়ে বলল। 'আপনি যদি আরও একটু কাছে থেকে দেখেন, তাহলে ওর কপালের উপরের স্কারটি দেখতে পাবেন। আর এই যে দেখুন মেয়েটি। এই মাডব্লাড মেয়েটি ওর সঙ্গে ছিল, মাম। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে এটাই হ্যারি পটার। আমরা ওর যাদুদণ্ডটিও পেয়েছি মাম। এই যে সেটা-'

হ্যারি দেখল নারসিসা ম্যালফয় ওর মুখটা ভাল করে পরিক্ষা করে দেখছে। স্ক্যাবিওর ওর যাদুদণ্ডটি তার কাছে ছুড়ে দিল। সে চোখ তুলে তাকালো।

'ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এস,' সে বলল।

হ্যারিরা ঢুলতে ঢুলতে পাথরে গুতো খেয়ে একটি হলের ভেতর দিয়ে আগালো। সেখানে একের পর এক পোট্রেইট।

'আমার পেছনে আসো,' নার্সিসা বলল। হলের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিতে থাকল। 'আমার ছেলে ড্রাকো ইস্টার হলিডের কারণে বাড়িতে। যদি এটা হ্যারি পটার হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।'

বাইরে অন্ধকারের পর ড্রইংরুমে ঢুকতেই ঝলমল করে উঠল। প্রায় বুজে থাকা চোখেও হ্যারি রুমের অধিকাংস অংশ দেখতে পেল। একটি ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি মাথার উপরে ঝুলছে। কালো দেয়ালের উপর আরো বেশি পোট্রেইট। স্ন্যাচাররা ওদের ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে দুটো শরীর ফায়ার প্লেসের সামনের সাজানো জায়গার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

'এটা কি?'

ভয়ানক একটি পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল হ্যারি। লুসিয়াস ম্যালফয়ের কণ্ঠ হ্যারির কানে ভেসে এল। হ্যারি প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠল। সে জানে এখন কোনো উপায় নেই। তার ভয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ভল্ডেমর্টের ছবিটি নিজের ভেতর থেকে সরিয়ে রাখা সহজ হল। যদিও স্কারটি এখনো জ্বালাপোড়া করছে।

'ওরা বলছে ওরা হ্যারি পটারকে ধরে এনেছে।,' নারসিসা ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'ড্র্যাকো, এদিকে আসো।'

হ্যারি সরাসরি ড্র্যাকোর দিকে তাকানোর সাহস পেল না। কিন্তু তাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখল। শরীরটি হ্যারির চেয়ে একটু লম্বা। একটি হাতলওয়ালা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার মুখটি চোখা, সাদা-সোনালী চুলের নিচে অনেকাংশেই ঢাকা।

গ্রেব্যাক জোর করে বন্দীদের একটু ঘুরিয়ে দিল যাতে হ্যারির মুখটা একেবারে সরাসরি ঝাড়বাতির সোজা আলোতে থাকে।

'ওয়েল বয়?' কর্কশ স্বরে গ্রেব্যাক বলল।

হ্যারির মুখটি ফায়ার প্লেসের একটি আয়নার দিকে ফেরানো। একটি উজ্জল জিনিস আয়নাটির চারদিকে ঘোরানো। চোখের কোণা দিয়ে হ্যারি ওর নিজের চেহারাটা এই প্রথম গ্রিমোল্ড প্লেস থেকে আসবার পর দেখতে পেল।

মুখটি বিশাল। গোলাপী এবং উজ্জ্বল। সবকিছু বদলে গিয়েছে হারমিয়নের প্রচেষ্টায়। হ্যারির কালো চুলগুলো নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। এবং তার চোয়ালের চারপাশে কালো দাগ। হ্যারির জানা ছিল না যে এটা সেই দাঁড়িয়ে আছে, সে

হয়তো ভাবতে পারতো যে তার চশমা পরা এটা কে দাঁড়ানো। সে সিদ্ধান্ত নিল যে কোনো কথা বলবে না। কারণ তার গলার কণ্ঠ তাকে ধরিয়ে দেবে। হ্যারি চেষ্টা করে গেল ড্র্যাকোর সঙ্গে সরাসরি যাতে চোখে চোখ না পড়ে।

'ওয়েল ড্র্যাকো?' লুসিয়াস ম্যালফয় বলল। তার কণ্ঠে আগ্রহ ফুটে উঠল। 'এটাই কি, এটাই কি হ্যারি পটার?'

'আমি ঠিক ...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' ড্র্যাকো বলল। সে গ্রেব্যাকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকছে। এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে হ্যারির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। হ্যারি তার দিকে তাকাচ্ছে।

'কিন্তু ভাল করে তাকে দেখ, কাছ থেকে দেখ!'

হ্যারি লুসিয়াস ম্যালফয়কে এতটা উত্তেজিত কখনো দেখেনি বা শোনেনি।

'ড্র্যাকো, আমরা যদি হ্যারি পটারকে ডার্ক লর্ডের কাছে

হস্তান্তর করি, তাহলে সবকিছু ক্ষমা-'

'মি. ম্যালফয়, আমি আশা করি আমরা ভুলে যাবো না যে কে আসলে হ্যারি পটারকে গ্রেফতার করেছে?' গ্রেব্যাক ভয়ের সঙ্গে বলল।

'অবশ্যই না, অবশ্যই না!' অধৈর্য হয়ে লুসিয়াস বলল। সে হ্যারির দিকে নিজে এগিয়ে এলো। এত কাছে এলো যে হ্যারি স্ফীত চোখেও দেখতে পেল তার বিবর্ণ ও দুর্বল মুখটি। তার মুখে একটি ঢিলে মুখোশ। হ্যারির কাছে মনে হল যেন সে একটি খাঁচার দুটো রডের মাঝখান দিয়ে তাকিয়ে আছে।

'তুমি ওকে কী করেছ,' লুসিয়াস গ্রেব্যাককে জিজ্ঞেস করল।

'সে কীভাবে এই অঞ্চলে এলো?'

'সেটা আমরা করিনি...'

'তাকে মনে হচ্ছে আঠালোভাবে স্ফীত হয়েছে, 'লুসিয়াস বলল।

তার ধুসর চোখ দিয়ে সে তীব্রভাবে হ্যারির কপালের দিকে দেখল।

সে ফিসফিস করে বলল, 'কপালে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। হতে পারে এটি একটি স্কার....ড্র্যাকো, ঠিকমত দেখ! তোমার কি মনে হয়?'

হ্যারি কাছে থেকে ড্র্যাকোর মুখটি দেখল। এখন বাপ বেটা পাশাপাশি দাঁড়ানো। ওরা সত্যিই অস্বাভাবিক রকমের একরকম। তফাত শুধুমাত্র ওর বাবা দারুণ উত্তেজিত আর ড্র্যাকো অমনোযোগী, এমনকি ভয়ে ভয়ে আছে।

'আমি জানি না,' সে হেঁটে তার মা যেখানে দাঁড়িয়ে সব দেখছে সেখানে চলে গেল।

নার্সিসা ঠাণ্ডা এবং পরিস্কার গলায় তার স্বামীকে বলল, 'সবচেয়ে ভালো হয় যে আমরা এটাকে নিয়ে বরং নিশ্চিন্ত হই। পুরোপুরি ধরে নেই যে এটাই হ্যারি পটার। আমরা ডার্ক লর্ডকে সামন করি...ওরা বলছে যখন এটাই সে,' সে হেঁটে

ব্র্যাকহর্ন যাদুদণ্ডটির কাছে গেল, 'কিন্তু অলিভ্যানডারের বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলছে না। যদি আমরা ভুল করি, যদি আমরা তাকে খামোখা ডেকে আনি, তাহলে ভুলে যেও না তিনি রাগলে কি করেন এবং দোহবের বেলায় কী করেছিলেন।'

'তাহলে মাডব্লাডটির ব্যাপারে কী হবে?' গ্রেব্যাক বলল। হ্যারি প্রায় পড়েই গিয়েছিল যখন স্ন্যাচাররা ওদেরকে ঘুরিয়ে ফেলল। যাতে আলোটা হারমিয়নের মুখের উপর পড়ে।

'দাঁড়াও,' নার্সিসা বলল। 'হ্যাঁ...হ্যাঁ..সেই তো ছিল মেডাম আকিনসের বর্ণনায়। আমি ওর ছবি দ্য প্রফেটে দেখেছি! তেমনই তো দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই গ্র্যানজারদের মেয়েটি না?'

'হয়তো বা....হতে পারে..."

'তাহলে এটাই সেই উইসলি ছেলেটি!' লুসিয়াস চিৎকার করে বলল। ঘুরে রনের মুখোমুখি গেল। 'এরাই ওরা, পটারের বন্ধুরা? ওর দিকে দ্যাখো, এটাই আর্থার উইসলির ছেলে-কী নাম যেন-'

'হ্যাঁ,' ড্র্যাকো বলল। সে বন্দীদের দিকে পেছন ফিরে আছে। 'এটা হতে পারে।'

হ্যারির পেছনে ড্রইং রুমের দরোজাটি খুলে গেল। একজন মেয়েলোক প্রবেশ করেছে। হ্যারি তার গলা শুনে আরো ভীত হয়ে পড়ল।

'কি হয়েছে? কি ব্যাপার সিশি?'

বেলাট্রিক্স লেস্ট্র্যাঙ ধীরে ধীরে হেঁটে বন্দীদের কাছে এলো। এবং হ্যারির পাশে এসে দাঁড়ালো। হারমিয়নের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালো।

'অবশ্যই, সে শান্ত কণ্ঠে বলল। এটি সেই মাডব্লাড মেয়ে? সে হল গ্র্যাঞ্জার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে গ্র্যাঞ্জার!' রুসিয়াস উচ্চস্বরে বলল। এবং তারপাশে, আমরা চিন্তা করছি এটি হ্যারি পটার! পটার এবং তার বন্ধুরা, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে!'

'পটার!' তীব্র কণ্ঠে বেলাট্রিক্স বলল। সে একটু দূরে সরে গেল। 'তোমরা কী নিশ্চিত? ওয়েল, তাহলে ডার্ক লর্ডকে এক্ষণি খবর দিতে হবে!'

সে তার বাঁ হাতের স্লিভটি সরিয়ে ফেলল। তার হাতের মাংশে একটি কালো পোড়া দাগ। হ্যারি জানে এটি সে এখন ছুতে যাচ্ছে, তার প্রিয় মাস্টারকে ডেকে আনার জন্য-

'আমি তাকে প্রায় ডেকে আনতে গিয়েছিলাম,' লুসিয়াস বলল। তার হাত বেলাট্রিক্সের হাতের কাছে। ওই কালো দাগটি ছোয়া থেকে বেলাট্রিক্সকে বিরত করল। 'আমি তাকে সামন করবো বেলা, পটারকে আনা হয়েছে আমার বাড়িতে, সে কারণেই কাজটি আমার-'

'তোমার কাজ!,' বেলা নাক সিটকে বলল। তার হাতটি ছাড়িয়ে নিতে চাইল।

'তুমি তোমার দায়িত্ব হারিয়েছ যখন তুমি তোমার নিজের যাদুদণ্ডটি হারিয়েছ রুসিয়াস! তোমার কত বড় সাহস! আমার গা থেকে তোমার হাতটি সরাও!'

'এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই, তুমি ওকে ধরোনি-'

গ্রেব্যাক বাধা দিয়ে মাঝখান থেকে বলল, 'আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হ্যারি ধরা পড়েছে আমাদের হাতে, আমরা ওকে ধরেছি। এবং আমরাই সোনার দাবীদার-'

'সোনা!' বেলাট্রিক্স হাসল। সে এখনো তার দেবরকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। সে তার খালি হাতটা পকেটে পুরল যাদুদণ্ড বের করার জন্য। 'তুই তোর সোনা নে গিয়ে মরা খেকো পশু, আমি সোনা টোনা বুঝি না! আমি শুধু তার সম্মান-তার-'

সে নড়াচড়া বন্ধ করল। কারো চোখ দিয়ে সে কিছু একটার দিকে স্থির হল। হ্যারি দেখতে পাচ্ছে না। সে আনন্দের সঙ্গে নিজের প্রচেষ্টা ত্যাগ করল। লুসিয়াস তার হাত নিজের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিল এবং নিজের জামার হাতা ছিড়ে ফেলল-

'থামো!' বেলাট্রিক্স বলল। 'ও জায়গায় স্পর্শ করো না, ডার্ক লর্ড এখন চলে আসলে আমরা সবাই খতম হয়ে যাবো!'

লুসিয়াস স্থির হয়ে গেল। তার নিজের তর্জনী নিজের হাতের উপর দিয়ে ঘোরালো। বেলাট্রিক্স বড় করে পা ফেলে হ্যারি যেটুকু জায়গা দেখতে পাচ্ছে তার থেকে আড়াল হয়ে গেল।

'ওটা কি?' সে শুনতে পেল বেলাট্রিক্সের কণ্ঠ।

'তলোয়ার,' চোখের আড়ালে থাকা একজন স্ন্যাচার বলল।

'ওটি আমার কাছে দাও!'

'এটা আপনার না মিসেস, এটা আমার। আমি মনে করি এটা আমি খুঁজে পেয়েছি!'

ধাম করে একটি আওয়াজ হল। লাল আলো জ্বলে উঠল। হ্যারি বুঝতে পারল স্ন্যাচারটিকে স্টান করা হয়েছে। স্ন্যাচারের সঙ্গীরা সব গুমগুম করে উঠল। স্ক্যাবিওর টেনে তার যাদুদণ্ড বের করল।

'তুমি কী মনে করেছ মহিলা!'

'স্টুপিফাই!' বেলাট্রিক্স বলল। *'স্টুপিফাই!'*

যদিও ওরা তার বিরুদ্ধে চারজন, কিন্তু তার জন্য এটা কোনো কষ্টকর কিছু হল না। হ্যারি জানে সে হল একজন মহিলা যাদুকর। তার আছে অসাধারণ দক্ষতা। ওরা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে গেল, শুধু গ্রেব্যাক ছাড়া। গ্রেব্যাককে উবু করে ফেলা হয়েছে। তার হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো। চোখের এক কোণ দিয়ে হ্যারি আবার বেলাট্রিক্সকে দেখতে পেল। সে গ্রেব্যাককে ঠেলে ধরে

রেখেছে। তার হাতে তলোয়ারটি শক্ত করে ধরা। মুখটি চিকচিক করছে।

সে গ্রেব্যাকের খসে পড়া মুঠের ভেতর থেকে যাদুদণ্ডটি বের করে নিতে নিতে ফিসফিস করে বলল, 'এই তলোয়ার কোথায় পেয়েছ!'

'তোমার সাহস কত!' সে বলল। সে শুধু মুখটিই নাড়াতে পারছে। তাকে বাধ্য করা হয়েছে বেলাট্রিক্সের দিকে চোখ বাকিয়ে তাকাতে। সে তার চোখা দাঁত বের করে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও বলছি!'

'তুমি এটা কোথায় পেলে?' সে আবার প্রশ্ন করল। তার মুখের উপর যাদুদণ্ড ধরে বলল। 'স্নেইপ এটি আমার গ্রিনগোটস-এর ভল্টে পাঠিয়েছিল।'

'এটা ওদের তাবুর ভেতরে ছিল,' গর্জন করে গ্রেব্যাক বলল। 'ছেড়ে দাও আমাকে! ছেড়ে দাও বলছি!'

বেলাট্রিক্স তার যাদুদণ্ডটি সরিয়ে নিল। এবং ওয়্যারওল্ফ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু বেলাট্রিক্সের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠল। সে ঘুরে হাতলওয়ালা চেয়ারের পেছনে চলে গেল। তার বিশ্রী বাকানো নখগুলো দিয়ে চেয়ারের পেছনটা চেপে ধরল।

'ড্র্যাকো, এই আবর্জনাগুলোকে বাইরে ছুড়ে ফেল,' অচেতন ম্যাচারগুলোকে দেখিয়ে বেলাট্রিক্স বলল। 'তুমি যদি এগুলোকে ফিনিশ করতে না পারো তাহলে আমার জন্য উঠানে ফেলে রাখো।'

'ড্র্যাকোর সঙ্গে তুমি এভাবে কথা বলো না-' নার্সিসা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল। কিন্তু বেলাট্রিক্স ধমকে উঠল, 'চুপ করো! পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ, যা তুমি কল্পনা করতে পারছ নার্সিসা! আমরা মারাত্মক ঝামেলায় পড়েছি!'

সে উঠে দাঁড়ালো। ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকল। তলোয়ারটির দিকে তাকালো। তলোয়ারের বাটটি ভাল করে পরীক্ষা করল। তারপর সে নিরব হয়ে থাকা বন্দীদের দিকে তাকালো।

'যদি এটি সত্যিই পটার হয়ে থাকে, তাকে অবশ্যই আঘাত করা যাবে না,' সে বিড়বিড় করে বলল। অন্যের চেয়ে হয়তো নিকেই বেশি করে কথাটি বলল। 'ডার্ক লর্ড নিজে পটারের বিষয়টি দেখতে চান...কিন্তু যদি তিনি বুঝতে পারেন...অবশ্যই ...অবশ্যই আমি জানি...'

সে তার বোনের দিকে ফিরল।

'বন্দীদেরকে অবশ্যই সেলারের ভেতর রাখতে হবে। এর মধ্যে আমি ভেবে দেখব কী করা যায়।'

'এটি আমার বাড়ি বেলা, তুমি, এখানে আদেশ দিতে পারো না-'

'যা বলছি করো! তুমি ভাবতে পারছ না আমরা কতটা বিপদে আছি!' বেলাট্রিক্স চিৎকার করে বলল। তাকে ভয় পাওয়া এবং উন্মাদের মত মনে হল।

তার যাদুদণ্ড থেকে একটি চিকন আগুনের রশ্মি বের হয়ে কার্পেটের খানিক জায়গা পুড়িয়ে দিল।

নার্সিসা এক মিনিট দ্বিধা করল। তারপর ওয়্যারওল্ফ এর দিকে ফিরল।

'এই বন্দীদেরকে নিচে সেলারের ভেতর নিয়ে যাও, গ্রেব্যাক!'

'দাঁড়াও! বেলাট্রিক্স বলল। 'সবাইকে... তবে মাডব্লাডটি বাদে..'

গ্রেব্যাক যেন একটি স্বস্তি বোধ করল।

'না!' রন চিৎকার করে বলল। 'তোমরা আমাকে রাখো, আমাকে!'

বেলাট্রিক্স তার মুখের উপর প্রচণ্ড আঘাত করল। সেই শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল।

'সে যদি প্রশ্ন করার সময় মারা যায়, তারপর তোমাকে নেব!' বেলাট্রিক্স বলল। 'আমার হিসাব মতে মাডব্লাডের পর হল ব্লাড ট্রেইটর। এগুলোকে নিচে নিয়ে যাও, গ্রেব্যাক। নিশ্চিত করো যে ঠিকঠাক থাকবে। কিন্তু ওদের কিছুই করা যাবে ন এখন।'

সে গ্রেব্যাকের যাদুদণ্ডটি ফিরিয়ে দিল। তারপর একটি ছোট সিলভারের চাকু গাউনের ভেতর থেকে বের করে আনল। সে হারমিয়নকে অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করল। তারপর তার চুল ধরে সঁরিয়ে নিল রুমের মাঝখানে। আর অন্যদেরকে জোর করে ঠেলে গ্রেব্যাক অন্য একটি দরোজা দিয়ে নিয়ে গেল। একটি অন্ধকার কালো প্যাসেজ ধরে ওদের এগিয়ে নিল। সে তার সামনে যাদুদণ্ডটি ধরে আছে। একটি অদৃশ্য শক্তি অন্ধকারের ভেতর কাজ করছে।

'কী মনে করো, তার কাজ শেষ হলে সে মেয়েটিকে একটু আমার কাছে দেবে?' গ্রেব্যাক আনন্দের সঙ্গে সুর করে বলল। সে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে করিডোরের ভেতর দিয়ে।' 'আমি আগেই বলেছি আমি একটি বা দুটি কামড় দেব, তুমি কী বলো জিনজার?'

হ্যারি বুঝতে পারল রন ঝাকি দিয়ে উঠছে। ওদেরকে একটি সিড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নেয়া হল। এখনো ওরা এত শক্ত করে বাধা যে, যে কোনো সময় সিঁড়ি থেকে স্লিপ করে পড়ে যেতে পারে। সিঁড়ির শেষে নিচে একটি ভারি দরোজা। গ্রেব্যাক সেটি খুলল তারি যাদুদণ্ড দিয়ে ট্যাপ করে। তারপর ধাক্কা দিয়ে ওদের স্যাতস্যাতে রুমটির ভেতর ঢোকালো। এবং তাদেরকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে চলে গেল। সেলারের দরোজাটি দরাম করে আটকে যাওয়ার আগেই ওরা হারমিয়নের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনতে পেল।

'হা-র-মি-য়-ন!' রন চিৎকার করে উঠল। সে বাধা অবস্থায় গা হাত পা ছেড়ে দিল। হ্যারিও সঙ্গে ঢলে পড়তে থাকল। 'হা-র-মি-য়-ন।'

'শান্ত হও!' হ্যারি বলল। 'চুপ করো! আমাদের পথ বের করতে হবে-'

'হা-র-মি-য়-ন! হা-র-মি-য়-ন!'

'আমাদের বুদ্ধি আটতে হবে রন! আমাদের আগে এই দড়ি খুলতে হবে-'

'হ্যারি?' অন্ধকারের ভেতর একটি ফিসফিস গলা শুনতে পেল। 'রন, এখানে তোমরা?'

রন চিৎকার থামিয়ে দিল। কাছেই ওরা শব্দ শুনতে পেল। তখনই হ্যারি দেখতে পেল একটি ছায়া ওদের দিকে আসছে।

'হ্যারি? রন?'

'লুনা?'

'হ্যাঁ, আমি! ওহ না! আমি আশা করিনি তোমরা ধরা পড়বে!'

'লুনা তুমি আমাদের এই দড়ি থেকে ছোটার জন্য সাহায্য করতে পারো?' হ্যারি বলল।

'ওহ্, হ্যাঁ, আশা করি পারব...একটি পুরোনো নেইল আছে। আমরা কিছু ভাঙার জন্য ...একটু দাঁড়াও...

উপর থেকে আবার হারমিয়নের চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। ওরা শুনতে পেল বেলাট্রিক্সও চিৎকার করছে। কিন্তু তার কথাগুলো শোনা গেল না রনের চিৎকারের জন্য 'হা-র-মি-য়-ন! হা-র-মি-য়-ন!'

'মিস্টার অলিভ্যান্ডার? হ্যারি শুনতে পেল লুনা বলছে। 'মি. অলিভ্যানডার, আপনার কাছে নেইলটি আছে? যদি একটু সরে যান... আমার ধারণা সেটি আছে ওই পানির জগের কাছে...'

সে কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর ফিরে এল।

তোমাদের স্থির হয়ে থাকতে হবে, সে বলল।

হ্যারি অনুভব করল সে ভয়ানক শক্ত রশি কাটতে চেষ্টা করছে। ওরা ওপর থেকে বেলাট্রিক্সের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

'আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি! এই তলোয়ারটি কোথায় পেয়েছ? কোথায়!'

'আমরা এটি পেয়েছি... এটি পেয়েছি... প্লিজ!' হারমিয়ন আবার চিৎকার করল। রন আবার ঝাড়া দিল, চোখা নেইলটি হ্যারির হাতে এসে লাগল।

'রন, প্লিজ স্থির থাকো!' লুনা ফিসফিস করে বলল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি না কি করছি-'

'আমার পকেটে! রন বলল। 'আমার পকেটে একটি ডেলুমিনেটর আছে,প্রচুর আলো দেয়!'

কয়েক সেকেন্ড পর একটি ক্লিক শব্দ করে ডেলুমিনেটর তাবু থেকে শুষে নেয়া আলো, সেলারের ভেতর কোনো স্থান না থাকায় ডেলুমিনেটর থেকে লাফিয়ে গিয়ে

ঝুলে রইল ছাদের সঙ্গে, যেন একটি ছোট সূর্য। হ্যারি লুনাকে দেখল সব চোখ তার সাদা মুখটির উপর। নির্জিব পড়ে আছেন যাদুদণ্ডপ্রস্তুতকারী অলিভ্যান্ডার। হ্যারি বাঁকা হয়ে মেঝের এক পাশে ঘুরে সঙ্গের বন্দীদের দেখল। ডিন এবং গ্রিফুক নামের গবলিন। প্রায় অজ্ঞান হয়ে আছে। দড়ির কারণে মানুষগুলোর সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওহ, এখন অনেক সহজ হল,ধন্যবাদ রন,' লুনা বলল এবং সে আবার দড়িটির নট খুটিয়ে খুলতে চেষ্টা করতে থাকল। 'হ্যালো ডিন!'

ওরা আবার ওপর থেকে বেলাট্রিক্সের গলার আওয়াজ পেল।

'তুই মিথ্যা কথা বলছিস! নোংরা মাডব্লাড! আমি সেটা জানি! তুই গ্রিনগোটে আমার ভল্টে ছিলি, বল! সত্যি করে বল! সত্যি কথা বল!'

আবার চিৎকারের শব্দ শোনা গেল।

'হারমিয়ন!'

'তোরা আর কি নিয়েছিস? অর কি পেয়েছিস? সত্যি করে বল, না হলে এই চাকু ঢুকিয়ে তোকে শেষ করে দেব!'

'এই তো!'

হ্যারি অনুভব করল দড়িটি খুলে গেছে। সে কব্জি ঘষল। দেখল রন ঘর ভরে দৌড়াচ্ছে। উপরের সেলারে দিকে পথ খুঁজছে। কোনো গোপন দরজা আছে কি না তা খুজতে চেষ্টা করছে। ডিনের মুখটি এখনো ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত। লুনাকে বলল 'ধন্যবাদ!' সে দাঁড়িয়ে থাকল। থরথর করে কাঁপছে। গুপনিক ঢলে মেঝেতে পড়ে গেছে। তাকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। তার মুখের উপর অনেক দাগ দেখা যাচ্ছে।

রন এখন কোনো যাদুদণ্ড ছাড়াই ডিসাপারেট করার চেষ্টা করছে।

'কোনো উপায় নেই রন,' ওর বৃথা চেষ্টা দেখে লুনা বলল।

'সেলারটি পুরোপুরি পলায়ন প্রতিরোধক। আমি প্রথমে চেষ্টা করেছি। মি. অলিভ্যানডার বহুদিন ধরে এখানে আছেন। তিনি সব চেষ্টাই করে দেখেছেন।'

হারমিয়ন,আবার চিৎকার করে উঠল : হ্যারির কাছে সে শব্দ শরীরে যন্ত্রণার মত বিধতে থাকল। স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করার কারণে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। সেও সেলারের চারদিকে দৌড়াতে থাকল। সে জানে কোনো উপায় নেই তারপরও সে দৌড়াতে থাকল।

'তোরা আর কি পেয়েছিস বল! আমার কথার উত্তর দে! ক্রুসিও!'

হারমিয়নের চিৎকারের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সেলারের উপর এসে বাড়ি খেল। রন কাঁদতে কাঁদতে দেয়াল আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে। হ্যারি প্রচণ্ড হতাশা থেকে হ্যাগ্রিডের দেয়া পোচটি গলা থেকে নামিয়ে ভেতরে হাতড়াতে শুরু করল।

সে ভেতর থেকে ডাম্বলডোরের স্নিচটি বের করল এবং ঝাকি দিল। আশা করল কিছু একটা ঘটে কি না- কিছুই ঘটল না। সে ভাংগা ফিনিক্স যাদুদণ্ডটি হাতে নিল। কিন্তু সেটি একেবারে নিস্তেজ। একটি ভাঙা আয়নার টুকরো মেঝেতে পড়ে ডেলুমিনেটরের আলোতে চিকচিক করে উঠল। সে উজ্বল নীল জ্যোতি দেখতে পেল।

ডাম্বলডোরের চোখ আয়নাটির ভেতর থেকে তার দিকে তাকালো।

'হেল্প আস!' সে চিৎকার করে বলল। 'আমরা ম্যালফয় ম্যানরের সেলারে আটকা পড়েছি! হেল্প আস!'

ডাম্বলডোরের চোখ পিটপিট করল। তারপর উধাও হয়ে গেল।

হ্যারি নিশ্চিত হলো না, আসলে তাকে দেখেছে কিনা। সে ভাঙা আয়নাটিকে চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু হারমিয়নের চিৎকার আগের তুলনায় বহুগুন বেড়ে গেছে। রন আবারো চিৎকার করে ডাকতে থাকল, 'হার্মিয়ন!, হারমিয়ন!'

'তোরা আমার ভল্টে প্রবেশ করেছিলি কীভাবে?' বেলাট্রিক্স চিৎকার করে বলছে। 'ওই সেলারে আটকে রাখা নোংরা গবলিন তোদের সাহায্য করেছিল?'

'আমরা আজ রাতেই তাকে দেখেছি!' হারমিয়ন কাঁদতে কাঁদতে বলল। 'আমরা কখনোই তোমার ভল্টে প্রবেশ করিনি...এটা আসল তলোয়ার না! এটি একটি কপি! জাস্ট একটা কপি!'

'একটি কপি?' বেলাট্রিক্স চিৎকার করে বলল। 'ওহ ভালো গল্প!'

'সেটা আমরা সহজেই খতিয়ে দেখতে পারি!' লুসিয়াস বলল। 'ড্র্যাকো! গবলিনটাকে নিয়ে এস! সেটাই আমাদের বলতে পারবে এটা আসল কি না!'

হ্যারি সেলারের অন্য প্রান্তে চলে এল যেখানে গ্রিপহুক মেঝের সঙ্গে মিশে আছে।

'গ্রিপহুক!' সে গবলিনের কানের কাছে বলল। 'তুমি অবশ্যই ওদের বলবে যে তলোয়ারটি একটি নকল তলোয়ার! ওদের কোনোক্রমেই জানানো যাবে না যে এটি আসল তলোয়ার গ্রিপহুক! প্লিজ-'

সে শুনতে পেল কেউ একজন সেলারের দিকে নেমে আসছে। পরমুহূর্তেই ড্র্যাকো বাইরে থেকে আওয়াজ করল।

'ঘুরে দাড়াও! পেছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে দাড়িয়ে থাকো! কোনো চাতুরি করতে চেষ্টা করবে না, করলে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলব!'

ওরা যেভাবে ওদেরকে বেধে রেখেছিল সেভাবে দাঁড়ালো। দরোজা খোলার মুহূর্তেই রন ক্লিক করে ডেলুমিনেটরটির আলো বন্ধ করে নিজের পকেটে রাখল।

সেলার আবার অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দরোজা খুলে গেল। ম্যালফয় ভেতরে প্রবেশ করল। তার হাতের সামনের দিকে যাদুদণ্ড ধরা। দৃঢ় কিন্তু নির্লিপ্ত। সে গবলিনটিকে তুলে নিল এবং নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল। দরোজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। এবং একই মুহূর্তে বিকট একটি শব্দ হল এবং সেলারের ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল।

রন ডেলুমিনেটরটি চাপ দিল। পকেট থেকে তিনটি আলোর বল লাফিয়ে শন্যে জ্বলে রইল। ওরা দেখতে পেল সেই ঘরের ভূত ডোবি ওদের মধ্যে অ্যাপারেট করেছে!

'ডোব-!'

হ্যারি রনের হাতের উপর আঘাত করল চুপ করার জন্য। রন ভুল করার জন্য আতঙ্কিত হয়ে গেল। সেলারে ওদের মাথার উপর দিয়ে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ড্র্যাকো গ্রিপহুককে নিয়ে বেলাট্রিক্সের কাছে যাচ্ছে।

ডোবির বিশাল, টেনিস বল সাইজের চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে। সে তার পুরোনো মাস্টারের কাছে ফিরে এসেছে। এবং বোঝা যাচ্ছে যে সে ভয় পেয়েছে।

'হ্যারি পটার!' সে তীব্র স্বরে বলল। 'ডোবি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছে!'

'কিন্তু, তুমি– কীভাবে?'

হ্যারির গলায় শব্দ ছাপিয়ে গেল একটি চিৎকারের শব্দে; হারমিয়নকে আবার নির্যাতন করা হচ্ছে। সে প্রয়োজনের দিকে নজর দিল।

'তুমি এই সেলার থেকে ডিসাপ্যারেট করতে পারবে?' হ্যারি ডোবিকে জিজ্ঞেস করল। ডোবি মাথা নাড়ল। তার কানদুটি নড়ল।

'আর তুমি সঙ্গে মানুষদের নিতে পারবে?'

ডোবি আবার মাথা নাড়ল।

'ঠিকাছে ডোবি! আমি চাই তুমি লুনা, ডিন এবং মি. অলিভ্যান্ডারকে নিয়ে ডিসাপ্যারেট করো! তাদেরকে নিয়ে যাও- নিয়ে যাও-'

'বিল এবং ফ্লয়ার,' রন বলল। 'টিনওয়ার্থ এর পাশে শেল কটেজে ওরা আছে।'

তৃতীয় বারেরমত ঘরের ভুত মাথা নাড়ল।

'তারপর ফিরে আসবে!' হ্যারি বলল। 'কাজটি করতে পারবে ডোবি?'

'অবশ্যই হ্যারি পটার!' ফিসফিস করে ছোট ঘরের ভূতটি বলল। সে দ্রুত অলিভ্যানডারের কাছে গেল। তিনি প্রায় অচেতন হয়ে আছেন। সে যাদুদণ্ড

প্রস্তুতকারীর একটি হাত তার নিজ হাতে তুলে নিল। তারপর লুনা এবং ডিনের হাত ধরল। তাদের কেউ নড়তে চাচ্ছে না।

' হ্যারি! আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই!' লুনা বলল।

'আমরা তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারি না,' ডিন বলল।

'যাও! তারাতাড়ি! আমাদের দেখা হবে বিল এবং ফ্লয়ারের ওখানে!'

হ্যারি কথা বলার সময় তার স্কারটি আগের চেয়ে অনেক বেশি জ্বালা করতে থাকল। সে কয়েক মুহূর্ত নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল। যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারকের দিকে নয় কিন্তু একটি পাতলা শরীরের বৃদ্ধ লোকের দিকে তাকিয়ে লোকটি হাসছে..

'আমাকে হত্যা করো ভোল্ডেমর্ট, আমি বরং মৃত্যুকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমার মৃত্যু তুমি যা চাও তোমাকে তা দিতে পারবে না...অনেক কিছুই তুমি বুঝতে পারো না...

হ্যারি ভল্ডেমর্টের ক্রোধ অনুভব করতে পারল। কিন্তু হারমিয়ন আবার চিৎকার করে উঠলেই সে দৃশ্য বন্ধ হয়ে গেল। সে সেলারের ভেতর এই ভয়ানক পরিবেশে সম্বিত ফিরে পেল।

'যাও!' হ্যারি লুনা এবং ডিনের উদ্দেশে বলল। 'যাও! আমরা তোমাদের পেছনে আসব! যাও!'

ওরা ঘরের ভূতটির বেরিয়ে থাকা আঙুলগুলো ধরল। আরেকটি ক্র্যাক করে শব্দ হল। ডোবি, লুনা, ডিন এবং অলিভ্যানডার অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কিসের শব্দ?' লুসিয়াস ম্যালফয় ওদের সেলারের মাথার উপর থেকে বলে উঠল। 'শব্দ শুনেছ? সেলারে ওটা কীসের আওয়াজ?'

হ্যারি এবং রন দু'জনের দিকে দু'জন তাকালো।

'ড্র্যাকো না- ভর্মটেইলকে ডাকো! ভর্মটেইলকে দেখতে পাঠাও।'

মাথার উপর দিয়ে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর সব নিশ্চুপ। হ্যারি জানে ড্রইং রুমের লোকেরা সেলার আরো শব্দ হয় কি না সে জন্য অপেক্ষা করছে।

'আমরা ওকে ধরতে চেষ্টা করবো, সে ফিসফিস করে রনকে বলল। এ ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই। যদি ঘরে ঢুকে দেখে যে অন্য আরো তিনজন নেই, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। 'লাইটটি জ্বালিয়ে রাখো,' হ্যারি বলল। ওরা যখন শুনল যে কেউ একজন কাছাকাছি চলে এসেছে তখন ওরা দরোজার দু'পাশে দেয়ালের সঙ্গে লেগে থাকল।

'স্থির থাকো,' ভর্মটেইল বলল। 'দরোজা থেকে দূরে থাকো, আমি ভেতরে ঢুকছি।'

দরোজাটি হা করে খুলে গেল। সেকেন্ডের কয়েকভাগের একভাগ সময়

ভর্মটেইল দৃশ্যত খালি রুমটির দিকে তাকালো। সিলিং এর কাছাকাছি শুন্যে তিনটি চোখ ধাধানো আলো জ্বলছে। হ্যারি এবং রন দু'পাশ থেকে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। রন ভর্মটেইলের যাদুদণ্ড ধরা হাতটি মুহূর্তের ভেতর উপরের দিকে ঠেলে দিল। একই সঙ্গে হ্যারি ভর্মটেইলের মুখের ভেতর হাত ভরে দিল। যাতে সে শব্দ করতে না পারে। নিরবে ওরা ধস্তাধস্তি করতে থাকল। ভর্মটেইলের যাদুদণ্ড থেকে আলো ঝলকে বের হল। তার হাতটি হ্যারির গলার কাছাকাছি।

'কি ব্যাপার ভর্মটেইল?' লুসিয়াস ম্যালফয় উপর থেকে বলল।

'কিছুই না!' রন যতটা পারে ভর্মটেইলের মত গলায় শব্দ করে বলল। 'সব কিছু ঠিক আছে।'

হ্যারি দম নিতে পারছে না।

হ্যারি দম বন্ধ করে বলল, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছ? 'সিলভারের নখগুলোর উপর চাপ দিল। 'আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম, তুমি তার দাম দিতে চাচ্ছ?'

সিলভার নখগুলো শিথিল হয়ে গেল। হ্যারি এত দ্রুত কাজ দেবে আশা করেনি। সে নিজের হাতটি সরিয়ে নিল। অন্য একটি হাত ভর্মটেইলের মুখের উপর রাখল। সে দেখল ভর্মটেইলের চোখ দু'টি বিস্ময়ে ভরে আছে। হ্যারি ওর যাদুদণ্ড ধরা হাতটি বাকা করে দিল। সে প্রতিহত করতে চেষ্টা করল কিন্তু দুর্বল হওয়ায় তা ব্যর্থ হল।

'এবং এটা আমাদের কাজে লাগবে,' রন ফিসফিস করে বলল। সে ভর্মটেইলের হাত থেকে যাদুদণ্ডটি টেনে নিল।

যাদুদণ্ডহীন, অসহায় পেটিগ্রিউ ভয় পেল। তার চোখ দুটো হ্যারির দিক থেকে অন্য কোনোদিকে সরে গেল। তার নিজের সিলভার আঙুলগুলো নিজের গলার দিকে উঠে গেল।

'না-'

রনও ভর্মটেইলকে ছেড়ে দিল। সে এবং হ্যারি চেষ্টা করল তার সিলভারের ধাতুর হাত দুটো তার গলা থেকে সরাতে। কিন্তু তা কোনো কাজে আসল না। ভর্মটেইল নীল বর্ন ধারণ করল।

'রিলাশিও!,' রন যাদুদণ্ড ওর সিলভারের হাতের দিকে তাক করে বলল। তাতে কোনো কাজ হল না। সে হাটু গেড়ে পড়ে গেল। ঠিক একই সময় হারমিয়ন ভয়ানক জোরে চিৎকার করল। ভর্মটেইলের চোখ দুটো উপরের দিকে উঠে গেল। মুখটা রক্তিম হয়ে গেল। সে একটি ঝাকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

হ্যারি এবং রন একে অপরের দিকে তাকালো। ভর্মটেইলের দেহটি মেঝেতে রেখেই ওরা ওপরে সিড়ি বেয়ে উঠে এল। তারপর অন্ধকার করিডোর ধরে ড্রইং

রুমের দিকে আগালো। রুমটির দরোজা খোলা। এবার ওরা পরিস্কার দেখতে পেল বেলাট্রিক্স গ্রিপহুকের দিকে তাকিয়ে আছে। সে তার লম্বা হাতে গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি ধরে আছে। হারমিয়ন পড়ে আছে বেলাট্রিক্সের পায়ের কাছে। সে নড়াচড়া করছে না।

'ওয়েল?' বেলাট্রিক্স গ্রিপহুকের উদ্দেশে বলল। 'এটাই কি আসল তলোয়ার?'
হ্যারি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকল। ওর স্কারটির জ্বালাপোড়া সহ্য করতে চেষ্টা করছে।

'না,' গ্রিপহুক বলল। 'এটি হল নকল তলোয়ার।

বেলাট্রিক্স রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, 'তুমি কী নিশ্চিত? পুরোপু-রি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ,' গবলিনটি বলল।

তার চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। যেন সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে।

'গুড,' সে বলল। তার যাদুদণ্ডটি দিয়ে ছোট একটি ফ্লিক করলো এবং গবলিনের মুখে আরো একটি গভীর কাটা দাগ বসে গেল। সে চিৎকার করে বেলাট্রিক্সের পায়ের কাছে বসে পড়ল। বেলাট্রিক্স তাকে লাথি দিয়ে পাশে ফেলে দিল। এখন, সে শেষ প্রচেষ্টা চালাতে চাইল। 'আমরা এখন ডার্ক লর্ডকে ডাকব!'

সে তার জামার হাতা টেনে সরালো এবং কালো দাগটির উপর আঙ্গুল ছোয়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির স্কারটি যেন ফেটে বের হতে চাইল। আশপাশের পরিস্থিতি আবার উধাও হয়ে গেল। সে যেন এখন ভল্ডেমর্টে পরিণত হয়েছে। তার সামনে সেই ক্ষীণ শরীরের কঙ্কালটি হাসছে। সে সামনটি অনুভব করতে পেরে রেগে গেল। সে তার লোকদেরকে বলেছে একমাত্র হ্যারি পটার ছাড়া কোনো কারণে তাকে সামন করা যাবে না। ওরা যদি ভুল করে সামন করে থাকে...

'তাহলে আমাকে হত্যা করো!' বৃদ্ধ লোকটি বলল। *'তুমি কখনো জিততে পারবে না। তুমি জিততে পারো না! যাদুদণ্ডটি কোনোদিনও তুমি পাবে না!'*

ভোল্ডেমর্ট ক্রোধে ফেটে গেল : একটি সবুজ আলো জ্বলে উঠল। রুমটির ভেতরে আলো ভরে গেল। বৃদ্ধের দুর্বল শরীরটি শক্ত বিছানায় লাফিয়ে উঠে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ভোল্ডেমর্ট জানালার কাছে ফিরে এলো। তার ক্রোধকে কোনোক্রমে সামলানো যাচ্ছে না....তাকে ডেকে আনার কারণ যদি যুক্তিযুক্ত না হয় তাহলে তাদেরকে ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে...

'এবং আমি মনে করি, বেলাট্রিক্স বলল। 'আমরা গ্রেব্যাকের আশাটি পুরণ করতে পারি। গ্রেব্যাক মেয়েটিকে নিয়ে যাও যদি নিতে চাও!'

'ন-া-া-া-া-া-া-া-া!'

রন ঝট করে ড্রইং রুমের ভেতর ঢুকে গেল। বেলাট্রিক্স বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকালো। সে তার যাদুদণ্ডটি ঘুরিয়ে রনের দিকে ধরল-

'এক্সপেলিয়ারমাস!' রন গর্জন করে উঠল। ভর্মটেইলের যাদুদণ্ডটি বেলাট্রিক্সের দিকে ধরে কার্স করল। বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি শুন্যে উড়ে গেল। হ্যারি ঝাপ দিয়ে পড়ে সেটি ধরে ফেলল। সেও লাফিয়ে রনের পেছনে চলে এসেছিল। লুসিয়াস, নার্সিসা, ড্র্যাকো এবং গ্রেব্যাক ঘুরে দাঁড়াতেই, হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'স্টুপিফাই!'

সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়াস ম্যালফয় চুলার উপর গিয়ে পড়ল। ড্র্যাকো, নার্সিসা এবং গ্রেব্যাকের যাদুদণ্ড দিয়ে আলোর ঝলক বের হল। হ্যারি দেরও ছোড়া কার্স থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য সোফার পেছনে ঝাপিয়ে পড়ল।'

'থামো! না হলে সে মারা যাবে!'

হাপাতে হাপাতে হ্যারি সোফার এক প্রান্তে এল। বেলাট্রিক্স হারমিয়নকে আগলে আছে। হারমিয়নকে দেখে মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে আছে। বেলাট্রিক্স তার হাতের সিলভার চাকুটি হারমিয়নের গলায় ধরে আছে।

'তোমার যাদুদণ্ড ফেলে দাও!' সে ফিসফিস করে বলল।

'ফেলে দাও, তা না হলে আমরা দেখব ওর রক্ত কতটা নোংরা!'

রন দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে শক্ত করে ধরা ভর্মটেইলের যাদুদণ্ডটি। হ্যারি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার হাতে বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ড।

'আমি বলেছি ফেলে দাও!' বেলাট্রিক্স বলল। সে চাকুটি হারমিয়নের গলায় আরো দাবিয়ে ধরল। হ্যারি দেখল তার গলা থেকে রক্ত বের হয়ে আসতে শুরু করেছে।

'ঠিকাছে!' সে চিৎকার করে বলল। বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি তার পায়ের কাছে মেঝেতে ফেলে দিল। রনও ভর্মটেইলের যাদুদণ্ডটি ফেলে দিল। দুজনই হাত উঁচু করে দাড়ালো।

'গুড!,' বেলাট্রিক্স বলল। 'ড্র্যাকো, ওগুলো তুলে নাও! ডার্ক লর্ড আসছে হ্যারি পটার, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে!'

হ্যারি জানে যে ডার্ক লর্ড আসছে। তার স্কারটিতে ভয়ানক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সে অনুভব করতে পারল যে ভোল্ডেমর্ট আকাশে উড়ে অনেক দূর থেকে পাড়ি দিয়ে আসছে। সে একটি কালো বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে আসছে। এবং সে অ্যাপারেট করলে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

'এখন,' বেলাট্রিক্স বলল। ড্র্যাকো যাদুদণ্ড দুটি তুলে নিয়ে তার কাছে গেল। 'আমার মনে হয় এই ক্ষুদে হিরোদের আবার বেধে ফেলা দরকার। ততক্ষণে

গ্রেব্যাক মিস মাডব্লাডের যত্ন নিক। আমি নিশ্চিত যে ডার্ক লর্ড গ্রেব্যাককে এটি দেয়ায় নারাজ হবেন না। তারপরও তুমি আজ রাতে আমাদের জন্য যা করলে।'

বাক্যটি শেষ হতেই একটি অদ্ভুত শব্দ হল উপরের দিক থেকে। সবাই চোখ তুলে তাকালো। দেখল ক্রিস্টালের ঝাড়বাতিটা নড়ছে। তারপর একটি ক্রিক শব্দ করে সেটি খসে পড়ে যেতে থাকল। বেলাট্রিক্স ঠিক ঝাড়বাতিটার নিচে ছিল। হার-মিয়নকে ছেড়ে সে চিৎকার করে লাফ দিয়ে সরে গেল। ঝাড়বাতিটা পড়ে ক্রিস্টাল এবং চেইনগুলো ঝনঝন করে ভেঙে গেল। ঝাড়বাতিটা পড়েছে ঠিক গবলিন এবং হারমিয়নের থেকে একটু উপরে। গবলিন এখনো গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি ধরে আছে। চকচকে ক্রিস্টালের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ড্র্যাকো ব্যথা পেয়ে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল।

রন দৌড়ে হারমিয়নের কাছে গেল তাকে টুকরোগুলোর ভেতর থেকে সরিয়ে আনতে। ঠিহ হ্যারি তখনই সুযোগটি নিল। সে পলকের ভেতর লাফিয়ে গিয়ে ড্র্যাকোর হাত থেকে তিনটি যাদুদণ্ড ছিনিয়ে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রেব্যাকের দিকে তাক করে বলল, 'স্টুপিফাই!' ওয়্যারওল্ফটির তিনটি স্পেল একসঙ্গে লেগে সে ছিটকে উপরে সিলিঙের সঙ্গে গিয়ে লাগল এবং দড়াম করে মেঝেতে পড়ল।

নার্সিসা ড্র্যাকোকে টেনে নিল যাতে সে আরো আঘাত না পায়। বেলাট্রিক্স লাফিয়ে উঠল। তার চুলগুলো শূন্যে উড়ছে, হাতে ধরে আছে সিলভার নাইফটি । কিন্তু নার্সিসা তার যাদুদণ্ডটি দরোজার দিকে ধরে আছে।

'ডোবি!,' সে চিৎকার করে বলল। বেলাট্রিক্স স্থির হয়ে গেল। 'তুই! তুই ঝাড়বাতিটা ফেলে দিয়েছিস!'

ছোট ঘরের ভূতটি চারদিক ঘুরতে থাকল। তার কাঁপা হাত উচু করে রেখেছে তার সাবেক মনিবের দিকে।

'তুমি অবশ্যই হ্যারি পটারের ক্ষতি করতে পারবে না!' ঘরের ভূত বলল।

'ওকে হত্যা কর! সিশি,' বেলাট্রিক্স চিৎকার করে বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকট শব্দ হল। এবং নার্সিসার যাদুদণ্ডটি ছিটকে শুন্যে উঠে গেল। রুমের অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়ল।

'নোংরা ছোট বানর!' বেলাট্রিক্স চিৎকার করে উঠল। 'তোর কত বড় সাহস তুই একজন যাদুকরের যাদুদণ্ড তুলে নিস! কত সাহস যে প্রভুর বিরুদ্ধে লড়িস!'

'ডোবির কোনো প্রভূ নেই,' উচ্চস্বরে ঘরের ভূত বলল।

'ডোবি একটি স্বাধীন ঘরের ভূত! এবং ডোবি এসেছে হ্যারি পটার আর তার বন্ধুদের রক্ষা করতে!'

হ্যারির স্কারটি প্রচণ্ডভাবে যন্ত্রণা করছে। ব্যাথায় চোখমুখ অন্ধকার হয়ে আসছে। সে জানে যে হাতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আছে। যে কোনো মুহূর্তে ভোল্ডেমর্ট

এসে উপস্থিত হবে।

'রন ধর-এবং চলো!,' সে চিৎকার করে বলল। একটি যাদুদণ্ড রনের দিকে ছুড়ে দিল। তারপর সে নিচু হয়ে ভাঙা ঝাড়বাতির নিচ থেকে গ্রিপহুককে তুলে নিল। ব্যাথ্যায় কোকানো গবলিনকে টেনে নিল। সে এখনো তলোয়ারটি তার কাঁধের উপরে রেখেছে। হ্যারি ডোবির হাত ধরে টান দিল এবং জায়গার উপর চক্কর দিয়ে ওরা ডিসাপ্যারেট করল।

অন্ধকারের ভেতর ঢুকে যাওয়ার সময় শেষ মুহূর্তে হ্যারি ড্রইং রুমের দিকে তাকালো। নার্সিসা এবং ড্র্যাকোর শরীর স্থির হয়ে আছে। রনের লাল চুল এবং অস্পষ্ট একটি সিলভার উড়তে দেখল। বেলাট্রিক্সের চাকুটি রুমের যে প্রান্ত থেকে ওরা উধাও হয়ে যাচ্ছে সেদিকে এসে উধাও হয়ে গেল....

বিল এবং ফ্লুয়ারের কটেজ....বিল এবং ফ্লুয়ার...

সে একটি অজানা জায়গায় ডিসাপ্যারেট করলঃ সে যা পারছিল তা হল নাম দুটো বারবার উচ্চারণ করতে ধারণা করল যে তারা সেখানে গিয়ে নামবে। তার কপালের স্কারটি প্রচণ্ডভাবে যন্ত্রণা করছে। গবলিনের পুরো শরীরের ভার তার উপর পড়েছে। গ্রিফিনডোরের তলোয়ারের খোচা লাগছে পিঠে। ডোবির হাতটি তার হাতের ভেতর ঝাকি খাচ্ছে। সে ভাবতে থাকল ঘরের ভূতটি তাদেরকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কাছ থেকে দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে কি না। এবং তার হাত দেখে মনে হল ওরা সঠিক আছে এটা বোঝাতে চাচ্ছে....

ওরা পরিস্কার মাটিতে আছড়ে পড়ল। চারদিকে লবন জাতীয় গন্ধ। হ্যারির হাটু গিয়ে মাটিতে পড়ল। সে ডোবির হাতটা ছেড়ে দিল। এবং গবলিনকে আস্তে করে নামালো।

'তুমি ঠিক আছো?,' সে বলল। গবলিনটি কোনোক্রমে তাকালো এবং মুখ দিয়ে একটি শব্দ করল।

হ্যারি অন্ধকারের ভেতর চারদিকে ভ্রু কুচকে তাকালো। অল্প কিছু দূরেই মনে হল একটি কটেজ দেখা যাচ্ছে। এবং তার মনে হল লোকজনের চলাফেরাও দেখতে পেল।

'ডোবি, এটাই কি সেল কটেজ?,' হ্যারি ফিসফিস করে বলল। দু' হাতে সে ম্যালফয়দের ওখান থেকে আনা দু'টি যাদুদণ্ড ধরে আছে। সে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। 'তুমি কী ঠিক জায়গায় এসেছো ডোবি?''

হ্যারি চারদিকে তাকালো। ডোবি তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ডোবি!'

ঘরের ভূতটি সামান্য দুলতে থাকল। তার চকচকে বড় চোখ দুটো তারার মত উজ্জ্বল। একই সঙ্গে সে এবং হ্যারি দু'জনেই তার বুকে রুপালি বাটটার দিকে

তাকালো। বাটটি ঘরের ভেতরের দিকে ঢোকানো ভূতের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে।

'ডোবি- না! - হেল্প!,' হ্যারি কটেজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করল। যেদিকে মানুষের নড়াচড়া দেখতে পেয়েছিল সেদিক তাকিয়ে আবার বলল, 'হেল্প!'

সে জানে না সেখানে কারা, কিংবা হ্যারি গায়ে মাখল না সেখানে শত্রু আছে ,না সাহায্যকারী, উইজার্ড নাকি মাগলরা আছে। তার একমাত্র চিন্তা অন্ধকারে ডোবির সামনে দিয়ে একটি কালো রেখা নেমে যাচ্ছে! হ্যারির দিকে তাকিয়ে সে তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যারি তাকে ধরে ফেলল এবং পাশেই নরম ঘাসের উপর শুইয়ে দিল।

'ডোবি না! তুমি মরবে না! মরবে না-'

ঘরের ভূতটি আবার হ্যারির দিকে তাকালো। তার ঠোঁট দুটো কাপছে কিছু একটা বলার জন্য।

'হ্যারি...পটার....'

এরপর ছোট একটি ঝাকি দিয়ে সে পুরোপুরি স্থির হয়ে গেল। তার চোখ দুটো কাঁচের দুটো বলের মত নিথর হয়ে গেল...

অধ্যায়-২৪

যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারী

হ্যারি যেন একটি দুঃস্বপ্নে ডুবে গেল। মনে হলো যেন সে হোগার্টসের উচু টাওয়ারের নিচে ডাম্বলডোরের লাশের পাশে বসে আছে, যদিও সে তাকিয়ে ছিল একটি বাকা হয়ে পড়ে থাকা ছোট দেহের দিকে, যা ঘাসের উপর পড়ে আছে, যার বুকের উপর বিঁধে আছে বেলাট্রিক্সের সিলভারের চাকুটি। হ্যারির কণ্ঠ দিয়ে এখনো ডোবি... ডোবি শব্দ বের হচ্ছে... যদিও হ্যারি জানে ডোবি এমন স্থানে চলে গেছে যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারে না।

মিনিটখানেক পর হ্যারি অনুধাবন করল যে ওরা সঠিক স্থানে এসে পৌছেছে, যেখানে ওরা আসতে চেয়েছিল। সে ডোবির পাশে উবু হয়ে বসে আছে, আর তার চারপাশে বিল, ফ্লয়ার, ডিন এবং লুনা এসে দাঁড়িয়েছে।

'হারমিয়ন?' সে হঠাৎ বলে উঠল। 'সে কোথায়?'

'রন তাকে ভেতরে নিয়ে গেছে,' বিল বলল। 'ঘাবড়াবার কিছু নাই, সে ঠিক হয়ে যাবে।'

হ্যারি আবার ডোবির দিকে তাকালো। সে একটি হাত বাড়িয়ে ধারালো চাকুটি ডোবির বুক থেকে টেনে বের করল। তারপর গায়ের জ্যাকেটটি খুলে ডোবির

শরীরে কম্বলের মত করে ঢেকে দিল।

কাছেই কোথাও সমুদ্রের জল পাহাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে, ছপ ছপাৎ। সবাই পরস্পরের সাথে কথা বলতে থাকলেও হ্যারি সে নিরবে সমুদ্রের পারে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে থাকল। অন্য সকলের আলোচনায় সে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না। ডিন আহত গ্রিপহুককে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ফ্লয়ার তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে গেল। বিল পরামর্শ দিল ঘরের ভূত ডোবিকে কবর দেয়ার। সে কী বলছে সেটা না জেনেই হ্যারি সম্মতি দিল। সে ছোট শরীরটার দিকে তাকালো, তার কপালের স্কারটিতে বেশ জ্বালাপোড়া করছে। সে তার মনের এক অংশে টেলিস্কোপের উল্টো পিঠ দিয়ে দেখার মত দৃশ্য দেখতে পেল যে ভোল্ডেমর্ট, ম্যালফয় ম্যানরে ওদের ফেলে আসা লোকগুলোকে শাস্তি দিচ্ছে। ভল্ডেমর্টের ক্রোধ এতটা তীব্র হয়ে দেখা দিল যে ডোবির জন্য হ্যারির শোক অনেকটা হালকা হয়ে এল। মনে হল যেন সে দূরের ঝড় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হ্যারির কাছে এসে পৌঁছেছে।

'আমি এটি প্রথামত করতে চাই,' এই প্রথম হ্যারি পরিস্কার করে কথা বলতে পারল। 'ম্যাজিকের মাধ্যমে না, তোমাদের কাছে একটি কোদাল পাওয়া যাবে?'

এর কিছুক্ষণের ভেতর হ্যারি কাজে নেমে গেল। বিলের দেখিয়ে দেয়া বাগানের এক পাশে ঝোপের ভেতর সে কবর খুড়তে থাকল। সে ক্রোধের সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিতে মাটি খুঁড়তে থাকল। যাদু ছাড়া তার কায়িক প্রচেষ্টা প্রতিটি ঘামের ফোটা যেন ঘরের ভূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যে তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে।

তার স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করছে, কিন্তু সে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে অনুভব করল কিন্তু এই জ্বালাপোড়া থেকে দূরে থাকতে চাইল। শেষ পর্যন্ত সে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে মনকে সরিয়ে রাখতে শিখেছে। ডাম্বলডোর চাইতেন এই বিষয়টি হ্যারি স্নেইপের কাছ থেকে শিখে নিক। সিরিয়ুসের জন্য দুঃখ করার সময় হ্যারি ভেতরে যেমন প্রবেশ করতে পারেনি, ঠিক তেমনি ভল্ডেমর্টের চিন্তা এখন তার ভেতর ঢুকতে পারছে না ডোবির জন্য শোকে কাতর হওয়ার সময়। দুঃখবোধ... এটাই মনে হচ্ছে ভোল্ডেমর্টকে দূরে সরিয়ে রেখেছে... যদিও ডাম্বলডোর এটাইকেই বলতেন ভালবাসা...

হ্যারি গভীর থেকে গভীরভাবে খনন করতে থাকল ঠাণ্ডা মাটি। দুঃখ আর ঘাম একাকার হয়ে গেছে। স্কারের যন্ত্রণাকে গায়ে মাখছে না। অন্ধকারের ভেতর শুধু নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং সমুদ্র থেকে ভেসে আসা শব্দ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। ম্যালফয় মানরে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যা সে শুনেছে এবং তার বোধ অন্ধকারের ভেতর প্রখর হয়ে উঠেছে।

হাতের কোদালের কোপের সঙ্গে তার চিন্তার কঠিন একটি ছন্দ তৈরী

হয়েছে। হ্যালোস... হরক্রুক্স....হ্যালোস... হরক্রুক্স...। তারপরও সে এসব আকর্ষণীয় এবং রহস্যময় জিনিসের জন্য পুড়ছে না। তার ক্ষতি এবং ভয় এসব চিন্তা উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার মনে হল সে থাপ্পড় খেয়ে জেগে উঠল।

গভীর থেকে গভীরে খনন করতে থাকল। সে জানে ভোল্ডেমর্ট আজ রাতে কোথায় ছিল এবং কাকে নারমেন গার্ডেনের চুড়ার রুমে হত্যা করেছে এবং কেন করেছে...

সে ভর্মটেইলের কথা ভাবল, অজ্ঞান অবস্থায় ছোট একটু দয়ার জন্য তার মৃত্যু... ডাম্বলডোর এই ভবিষ্যত দেখেছিলেন....আর কত কি তিনি জানতেন?

হ্যারি সময়ের কথা ভুলে গেছে। যখন রন এবং ডিন এসে দাঁড়ালো তখন সে শুধু বুঝতে পারল আরো দু' পশলা অন্ধকার নেমে এসেছে।

'হারমিয়নের অবস্থা কি?'

'আগের চেয়ে ভাল,' রন বলল। 'ফ্লয়ার ওর দেখাশোনা করছে।'

ওরা যদি জিজ্ঞেস করে কেন যাদুদণ্ড দিয়ে একটি চমৎকার কবর সে বানাচ্ছে না তাহলে সে প্রশ্নের উত্তর হ্যারির মুখেই ছিল। কিন্তু তার আর কোনো প্রয়োজন হল না, ওরাও কোদাল হাতে নিয়ে লাফিয়ে গর্তে নেমে এলো এবং হ্যারির সঙ্গে খনন কাজ করতে থাকল। যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা পর্যাপ্ত পরিমান খনন হয়নি মনে করল ততক্ষণ খুড়ে যেতে থাকল।

হ্যারি ঘরের ভূতটিকে আরো যত্ন করে জ্যাকেটটি দিয়ে মোড়ালো। রন কবরের এক প্রান্তে গেল। পায়ের জুতো এবং মোজা খুলে ফেলল। সে সেগুলো ঘরের ভূতের খালি পায়ে পড়িয়ে দিল। ডিন একটি উলের টুপি বের করে দিল। হ্যারি সেটি যত্ন নিয়ে ডোবির মাথায় পরিয়ে দিল। তার বাদুরের মত কান দুটো ঢেকে দিল।

'ওর চোখ দুটো বুজিয়ে দেয়া উচিত।'

অন্যরাও যে অন্ধকারের ভেতর চলে এসেছে হ্যারি সেটা শুনতে পায়নি। বিলের পরনে একটি কালো গাউন। ফ্লয়ারের পরনে একটি বড় সাদা অ্যাপ্রোন। তার পকেট থেকে একটি বোতলের মুখ বের হয়ে আছে। হ্যারি বুঝতে পারল ওটি স্কেলে-গ্রো। হারমিয়নের একটি গাউনে মুড়ে সে দুর্বল এবং নিস্তেজভাবে পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে যেতেই রন একটি হাত তার কাঁধের উপর দিয়ে রাখল। লুনা ফ্লয়ারের একটি আটোসাটো কোট পরে আছে। সে তার আঙুলগুলো দিয়ে আলতো ভাবে ডোবির চোখের পাতার উপর রাখল এবং চকচকে চোখের উপর সেই পাতা টেনে দিল।

'এখানে,' সে বলল। 'এখন সে ঘুমাতে পারবে।'

হ্যারি ডোবিকে কবরের ভেতর নামালো। ওর ছোট পা দুটো এমন ভাবে রাখল

যেন সে বিশ্রাম নিচ্ছে। তারপর উঠে আসল এবং শেষ বারের মত ঘরের ভূত ডোবির দিকে তাকালো। নিজেকে জোর করে শান্ত রাখল। ঠিক যেমন সে ডাম্বলডোরের শেষকৃত্য করেছিল। সেখানে সারি সারি সোনালী চেয়ার ছিল, প্রথম সারিতে ছিল ম্যাজিকের মিনিস্টাররা। ডাম্বলডোরের অর্জনগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। হ্যারির মনে হল ডোবিও ওরকম একটি বড় ধরণের মর্যাদাপূর্ণ শেষকৃত্যানুষ্ঠানের যোগ্য, অথচ ঝোপের ভেতর কোনোরকমে খনন করা একটি গর্তে তাকে কবর দিতে হচ্ছে।

'আমার মনে হয় আমাদের তার উদ্দেশে কিছু বলার আছে,' লুনা বলল। 'আমি প্রথমে বলছি, আমি প্রথম বলতে পারি?'

সবাই ওর দিকে তাকালো, লুনা ঘরের ভূতের উদ্দেশে শুরু করল-

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডোবি, আমাকে ওই সেলারের থেকে তুমি উদ্ধার করেছ। এটা খুবই বেদনার যে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। তুমি ছিলে খুবই ভাল এবং সাহসী। তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তা আমি সব সময় মনে রাখব। আমি আশা করি তুমি এখন শান্তিতে আছো।'

সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং রনের দিকে তাকালো। রন খুক করে কাশ দিয়ে গলা পরিস্কার করল। তারপর মোটা গলায় বলল, 'ইয়ে ডোবি....থ্যাঙ্ক ইয়্যু।'

'থ্যাঙ্কস,' ডিন বিড়বিড় করে বলল।

হ্যারি ঢোক গিলল।

'গুডবাই, ডোবি,' সে বলল। এটুকুই হ্যারি বলতে পারল। বাকী সবটাই তার পক্ষ থেকে লুনা বলে দিয়েছে। বিল তার যাদুদণ্ডটি উচু করে ধরল। এবং কবরের পাশ থেকে মাটির উপরে উঠল। এবং ডোবির কবরের উপর ছোট লাল পাহাড়ের মাটি পড়তে থাকল।

'আমি কিছুক্ষণ এখানে থাকলে তোমরা কিছু মনে করবে?' রন অন্যদের উদ্দেশে বলল।

ওরা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, হ্যারি ঠিক বুঝতে পারল না। সে অনুভব করল কেউ একজন আলতো হাতে তার পিঠ চাপড়ে দিল। তারপর ওরা সবাই কটেজে ফিরে গেল। হ্যারি একা ডোবির পাশে বসে রইল।

সে চারদিকে তাকালো। কয়েকটি বড়বড় সাদা পাথর খণ্ড দেখতে পেল। সে বড় একটি বালিশের আকারের পাথর তুলে নিয়ে ডোবির মাথার দিকটায় রাখল। তারপর পকেটের দিকে হাত বাড়ালো যাদুদণ্ডটির দিকে।

পকেটে দুটি যাদুদণ্ড আছে। এখন আর বলতে পারছে না এ যাদুদণ্ড দুটো কোনটা কার। সে অনুমান করল যে কারো হাত থেকে এ দুটো দখল করেছিল। সে দুটোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত খাটোটি বেছে নিল। এটিকে কিছুটা তার নিজের

যাদুদণ্ডটির মত দেখা যায়। দণ্ডটি সে পাথরের দিকে তাক করল।

হ্যারির বিড়বিড় করে উচ্চারণ করা কথাগুলো পাথরের উপর গভীর হয়ে কেটে বসে যেতে থাকল। সে জানে এ কাজটি তার চেয়ে হারমিয়ন ভালোভাবে করতে পারতো। কাজটি আরো সহজে এবং দ্রুত হতো। কিন্তু সে চিহ্নটি রেখে যেতে চায়। হ্যারি আবার যখন উঠে দাঁড়ালো তখন দেখল পাথরটির উপর লেখা হয়েছে-

এখানে শায়িত আছে ডোবি, এক মুক্ত ঘরের ভূত

সে কয়েক সেকেন্ড তার লেখা হাতের কাজটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। তার কপালের স্কারটিতে তখনো একটু একটু যন্ত্রণা হচ্ছে। ওর মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে কবরের কাছে থাকতে মনে হওয়া অনেকগুলো কথা। অন্ধকারে বসে বেশ কিছু আইডিয়া এসেছে মাথায়। সে আইডিয়াগুলো একইসঙ্গে মুগ্ধ করার মত আবার ভয়াবহ।

ছোট হলটায় ঢুকে হ্যারি দেখল ওরা সবাই বসার রুমে আছে। সবার নজর বিলের দিকে। সবাই বিলের কথা শুনছে। হালকা রঙের রুম। ছোট এবং সুন্দর একটি ফায়ারপ্লেস থেকে শুকনো কাঠের উজ্জ্বল আগুন জ্বলছে। হ্যারি চাইল না যে কার্পেটের উপর জুতোর মাটির দাগ পড়ুক। সে দরোজার কাছে দাঁড়ালো এবং ওদের কথা শুনতে থাকল।

'....ভাগ্য ভাল যে জিনি হলিডে ছুটিতে ছিল। সে হোগার্টসে থাকলে আমরা পৌছানোর আগেই ওরা তুলে নিয়ে যেতো। এখন আমরা অন্তত জানি যে সে নিরাপদেই আছে।'

সে ঘুরে তাকালো এবং হ্যারিকে দাঁড়ানো দেখল।

'আমি ওদের সাবাইকে বারো থেকে সরিয়ে দিয়েছি,' বিল বলল। 'ওদেরকে মুরিয়েলের ওখানে নিয়ে গেছি। ডেথ-ইটাররা জানে যে রন তোমার সঙ্গে আছে। তাই ওরা পুরো পরিবারকে টার্গেট করেছে কোনো ক্ষমা নেই।' সে যোগ করল। হ্যারি মুখের প্রতিক্রিয়া দেখল। 'ড্যাড সব সময় বলতেন, এটি সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমরা সেখানে সবচেয়ে বড় ব্লাড ট্রেইটর পরিবার।'

'তারা কী রকম নিরাপদে আছে?' হ্যারি বলল।

'ফিডেলুস চার্ম, ড্যাডের সিক্রেট কিপার। আমরা এই কটেজেও তাই ব্যবহার করেছি। আমি এখানে সিক্রেট কিপার। আমরা কেউ কোনো কাজে যেতে পারি না। কিন্তু এখন আমাদের কাছে সেটা সবচেয়ে বড় কোনো বিষয় না। মি. অলিভ্যান্ডার এবং গ্রিপহুক সেরে উঠলে আমরা তাদেরকেও মুরিয়েলে নিয়ে যাব।

আমাদের এখানে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। কিন্তু সেখানে অনেক রুম আছে। গ্রিপহুকের পায়ের অবস্থা অনেকটা ভালো। ফ্লুয়ার ওকে স্কেলে গ্রো দিয়েছে। আমরা ওদেরকে হয়তো ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নিয়ে যেতে পারব।'

'না,' হ্যারি বলল। এবং বিল ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালো। 'আমার ওদের দু'জনকেই এখানে প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে জরুরি কথা বলার আছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

হ্যারির কণ্ঠে ও নিজেই একটি কর্তৃত্বের সুর শুনতে পেল। মনে হল এর কারণ ও ডোবির কবরটি খনন করেছে। সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকাল এবং হতবাক হয়ে রইল।

'আমি পরিস্কার হয়ে আসছি,' হ্যারি মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বিলের উদ্দেশে বলল। তার হাতে এখনো মাটি এবং ডোবির রক্ত লেগে আছে। 'তারপর আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করব।'

সে হেঁটে কিচেনে গিয়ে ঢুকল। বেসিনের কাছে গেল। বেসিনের উপরের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চমৎকার দৃশ্য, সমুদ্রের উপর সূর্য্য উঠে আসছে, লাল আভা। হাত ধোয়ার সময় আবার তার মনে কিছুক্ষণ আগে বাগানের অন্ধকারে থাকার কথা এসে ঢুকলো....

ডোবি আর কখনোই ওদেরকে জানাতে পারবে না যে কে তাকে সেলারে পাঠিয়েছিল। কিন্তু হ্যারি জানে সে কি দেখেছে। ভাঙা আয়না থেকে একটি তীব্র চোখ ভেসে উঠেছিল। এবং তারপরই সাহায্যটা এসেছে।

হোগার্টসে সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া হবে যারা সাহায্যের জন্য আবেদন জানাবে তাদেরকে।

হ্যারি হাত মুছে ফেলল। জানালার বাইরের দৃশ্য থেকে নড়তে পারছে না। রুমের ভেতরে অন্যদের গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে বাইরে সমুদ্রের উপর দিয়ে তাকালো। মনে হল সকাল আরো ঘনিয়ে এসেছে। তারপর এক সময় মনে হল এসব কিছু ওর হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে।

এখনো হ্যারির স্কারটিতে চুলকাচ্ছে। সে জানে ভল্ডেমর্টেরও তাই হচ্ছে। হ্যারি বিষয়টি বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তারপরও সে জানে না কী হল। তার মন তাকে বলছে একটি কথাই- তা হল তার নিজের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ আলাদা। হ্যারির মস্তিষ্কের ভেতর ডাম্বলডোর হাসছেন। হ্যারি পরীক্ষা করে দেখল আঙ্গুল দিয়ে, প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে।

আপনি রনকে ডেলুমিনেটরটি দিয়েছিলেন। আপনি ওর বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন... ওকে আপনি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন...

এবং আপনি ভর্মটেইলের বিষয়টিও জানতেন... আপনি জানেন যে সেখানে ছোট একটি দুঃখজনক ব্যাপার ঘটবে।

এবং যদি তাদের এসব বিষয় আপনি জেনে থাকেন... তাহলে আমার ব্যাপারে আপনি কী জানেন ডাম্বলডোর?

আমি কী সেটা জানতে পারি না? আপনি কি জানেন যে আমি কত কষ্ট করে ওটা খুঁজে পেয়েছি? এর কারণ কি আপনিই এমন কঠিন করে রেখেছিলেন? যাতে আমি সময় নিয়ে ওটা খুঁজে বের করি?

হ্যারি স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। সে অপলক দৃষ্টিতে গোল চাকার মত সকালের সূর্য দেখতে থাকল। তারপর সে তার পরিস্কার করা হাতের দিকে তাকালো। এবং অবাক হয়ে দেখল সে কাপড়টি এখনো হাতে ধরে আছে। সে হাত থেকে সেটি নামিয়ে রেখে ওর রুমে চলে এল। এবং ঘরে ঢুকেই অনুভব করল তার স্কারটি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারপর তার ভেতরে একটি ফ্লাশ করতে থাকল। একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। দেখল একটি ড্রাগন ফ্লাই যেন তড়িৎ গতিতে উড়ে যাচ্ছে একটি বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে। বিল্ডিংটি সে ভাল করেই চেনে।

বিল এবং ফ্লয়ার দাঁড়িয়ে আছে সিড়ির কাছে।

হ্যারি বলল, 'আমি গ্রিফহুক এবং মি. অলিভ্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলব।'

ফ্লয়ার বলল, 'না, হ্যারি, ওরা দুজনই অসুস্থ। ক্লান্ত।'

হ্যারি ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু কোনোক্রমেই অপেক্ষা করা যাবে না। আমার ওদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। একান্তভাবে-এবং পৃথক পৃথকভাবে। খুবই জরুরি।'

'হ্যারি, বিষয় কি?' বিল বলল। 'তুমি এখানে এলে একটি ঘরের ভূককে মৃত এবং অধা-অচেতন গবলিন নিয়ে। হারমিয়নকে দেখে মনে হল ওকে ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছে। এসব নিয়ে রন মুখ খুলতে চাচ্ছে না–'

হ্যারি পরিস্কারভাবে বলল, 'আমরা কী করছি এটা নিয়ে তোমাকে ঠিক এখন কিছু বলতে পারব না। তুমি নিজেও অর্ডারে ছিলে বিল, তুমি ভাল করেই জানো ডাম্বলডোর আমাদের একটি মিশন দিয়ে গেছেন। আমরা সে মিশন নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না।'

ফ্লয়ার একটি অস্থির শব্দ করল। কিন্তু বিল তার দিকে ফিরে দেখল না। সে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে। তার গভীর উদ্বেগের মুখটি ঠিক কি হচ্ছে বুঝে উঠতে পারছে না। অবশেষে বিল বলল, 'ঠিকাছে, কার সঙ্গে তুমি আগে কথা বলতে চাও?'

হ্যারি দ্বিধা করল। সে জানে কেন সে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করতে পারছে না।

তার হাতে সময় খুব কম। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে হরক্রুক্স নাকি হ্যালোস?

হ্যারি বলল, 'গ্রিপহুক, আমি প্রথমে গ্রিপহুকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ওর বুকটা লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সে অনেক বাধাকে অতিক্রম করে দৌড়াচ্ছে।

বিল পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, 'তাহলে উপরে আসো।'

হ্যারি কয়েক পা উপরে গিয়ে ফিরে তাকালো।

'তোমাদের দু'জনকেও আমার দরকার,' রন এবং হারমিয়নের উদ্দেশে বলল। ওরা দু'জন নিঃশব্দে রুমটির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।

ওরা দু'জন আলোর মধ্যে এলো। দু'জনকেই স্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হল।

'এখন কেমন আছো?' হ্যারি হারমিয়নের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি দারুন দেখিয়েছ- ওদের ওরকম আচরণের সময় তুমি দারুন কাহিনী বানিয়েছ।'

হারমিয়ন দুর্বলভাবে হাসল। রন ওকে এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে।

সে বলল, 'তুমি এখন কি করছ হ্যারি?'

'দেখতে পাবে, আসো।'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন বিলের পেছনে উপরে উঠে গেল। তিনটি দরোজা পার হল।

'এখানে,' বিল বলল। সে তার এবং ফ্লয়ারের রুমের দরোজাটি খুলল। এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সোনালী রোদের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। হ্যারি জানালার কাছে গেল এবং অপেক্ষা করতে থাকল। সে হাত দুটো ভাজ করে রেখেছে। স্কারটিতে চুলকাচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে হারমিয়ন বসল। রন চেয়ারের হাতলে বসল।

বিল আবার ফিরে এল গবলিনকে সঙ্গে নিয়ে। সে গবলিনকে যত্ন নিয়ে বিছানায় বসালো। গবলিন গুনগুন করে ধন্যবাদ জানালো। বিল পেছন থেকে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে বের হয়ে গেল।

হ্যারি বলল, 'তোমাকে আমিই সেখান থেকে মুক্ত করে এনেছি, তোমার পায়ের অবস্থা কি?'

গবলিন বলল, 'ব্যথা আছে, কিন্তু সেরে উঠছি।'

এখনো তার হাতে ধরা গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি। সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। তার দৃষ্টিতে কিছুটা প্রতিবাদ, কিছুটা আগ্রহের ছাপ। হ্যারি গবলিনের হলদে অস্বাভাবিক ত্বকের দিকে লম্বা, পাতলা নখ এবং কালো চোখের দিকে লক্ষ করল। ফ্লয়ার ওর পায়ের জুতো খুলে দিয়েছে। লম্বা পাগুলো নোংরা। সে একটি ঘরের ভূতের চেয়ে লম্বা, তবে খুব বেশি নয়। তার অর্ধ গোলাকার মাথাটি একজন

মানুষের মাথার চেয়ে বেশ বড়ো।

'তোমার সম্ভবত মনে নেই-,' হ্যারি বলতে শুরু করল।

'মনে নেই, যে প্রথম গ্রিনগোটে তুমি যাবার পর আমিই তোমাকে তোমার ভল্টটি দেখিয়ে দিয়েছিলাম,' গ্রিপহুক বলল। 'আমার মনে আছে হ্যারি পটার। তুমি এমনকি গবলিনদের মাঝেও ভীষন জনপ্রিয়।'

হ্যারি এবং গবলিন একে অপরের দিকে তাকালো। একজন আরেকজনকে বুঝতে চেষ্টা করছে।

হ্যারির স্কারটিতে চুলকাচ্ছে। সে দ্রুত গবলিনের কথাগুলো শুনে নিতে চায়। পাশাপাশি ভয় পাচ্ছে যে গবলিন মিথ্যা কথা না বলে। সে কীভাবে অনুরোধ করবে সে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু গবলিনই নিরবতা ভঙ্গ করল।

'তুমি ঘরের ভূতটিকে কবর দিয়ে এলে,' সে বলল। তার গলায় বেদনার সুর। 'আমি তোমাকে বেডরুমের জানালা দিয়ে দেখেছি।'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। গ্রিপহুক তার সরু কালো চোখের কোণা দিয়ে দেখল। 'তুমি একটি অস্বাভাবিক উইজার্ড হ্যারি পটার।'

'কী রকম?' হ্যারি তার অজান্তে স্কারটিতে ঘষতে ঘষতে বলল।

'তুমি নিজেই কবরটি খনন করলে।'

'তাতে কী?'

গ্রিপহুক কোনো উত্তর দিল না। হ্যারি ভাবল মাগলের মত কাজ করায় সে তাকে তীরস্কার করছে। কিন্তু গ্রিপহুক ডোবিকে কবর দেয়ায় কী মনে করল সেটা ওর কাছে কোনো ব্যাপার না। সে নিজেকে প্রস্তুত করল গ্রিপহুককে চেপে ধরার জন্য।

'গ্রিপহুক, আমি কিছু কথা জানতে চাই-'

'তুমি এমন কি একটি গবলিনকেও উদ্ধার করেছ।'

'কি?'

'তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ, জীবন বাঁচিয়েছ।'

'ওয়েল, আমার এ কাজের জন্য তো তুমি রাগ করোনি?' হ্যারি ধৈর্য্য হারিয়ে বলল।

'না, হ্যারি পটার,' গ্রিপহুক বলল। সে তার থুতনিতে পাতলা কালো দাড়িগুলো আঙুল দিয়ে নাড়ালো। 'কিন্তু তুমি একটি অস্বাভাবিক উইজার্ড।'

'ঠিক,' হ্যারি বলল। 'ঠিকাছে, আমার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন গ্রিপহুক। এবং তুমি আমাকে সে সাহায্য করতে পারো।'

গবলিনের ভেতর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু সে অবাক হয়ে হ্যারির

দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন এমন জিনিস সে আর কখনো দেখেনি।

'গ্রিনগোটে আমার একটি ভল্ট ভাঙা দরকার।'

হ্যারি এত কড়াভাবে কথাটি বলতে চায়নি। কিন্তু তা স্কারটির জ্বালাপোড়া থেকে যেন ধাক্কা দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেল। সে চোখের সামনে আবার হোগার্টসের বাইরের অংশটা দেখতে পেল। সে দৃঢ়ভাবে মনকে বন্ধ করতে চেষ্টা করল। আগে গ্রিপহুকের সঙ্গে সেরে নেয়া দরকার। রন এবং হারমিয়ন এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকাচ্ছে যেন সে পাগল হয়ে গেছে।

'হ্যারি-' হারমিয়ন বলতে শুরু করল। কিন্তু গ্রিপহুকের কথায় তার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল।

'গ্রিনগোটের একটি ভল্ট ভাঙতে চাও?' রিপিট করলো গ্রিপহুক। বিছানার উপর সে একটু নড়েচড়ে বসল। 'সেটা অসম্ভব কাজ।'

রন বাধা দিয়ে বলল, 'না, অসম্ভব নয়। 'এ কাজটি আগেও করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল, 'সাত বছর আগে তোমার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন ছিল আমার জন্মদিন।'

'সে সময় ভল্ট ছিল খালি, গবলিন বলল। এবং হ্যারি বুঝতে পারল যে গ্রিপহুক গ্রিনগোট ছেড়ে চলে এলেও সেখানকার প্রতিরক্ষা ভেদ করার কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছে।

'সে সময় এর প্রতিরক্ষা ছিল ন্যূনতম।'

'ওয়েল, যে ভল্টে আমাদের প্রবেশ করা দরকার তা খালি নেই এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে এর নিরাপত্তা খুবই শক্তিশালী।' হ্যারি বলল। 'এটি লেস্ট্র্যানজেসের অধীনে আছে।'

সে লক্ষ করল রন এবং হারমিয়ন অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু ভাবল, গ্রিপহুকের কাছ থেকে উত্তর পাবার পর এ নিয়ে ওদের কাছে ব্যাখ্যা করা যাবে।

গ্রিপহুক পরিস্কার ভাষায় বলল, 'কোনো সুযোগই নেই। কোনো রকম উপায় নেই।'

"যদি তুমি আমাদের ছাতার নিচে থাকো, সে ধন যা কখনোই তোমার ছিল না-"

"চোর, তোমাকে সতর্ক করা হয়েছে, সাবধান-" হ্যাঁ, 'আমি জানি, আমার মনে আছে' হ্যারি বলল। 'কিন্তু আমি নিজে কোনো ধন লাভ করতে চাচ্ছি না। আমি আমার নিজের লাভের জন্য কিছুই চাচ্ছি না। তুমি কী আমার কথা বিশ্বাস করো?'

গবলিন অবাক দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকালো। হ্যারির কপালের স্কারটি

আরো বেশি পরিমান চুলকাচ্ছে। হ্যারি সেদিকে মন দিল না। স্কারের ডাক সে প্রত্যাখ্যান করল।

অবশেষে গ্রিপহুক বলল, 'যদি কোনো উইজার্ড থাকে যে নিজের স্বার্থ দেখে না, তাহলে সেটা তুমি হ্যারি পটার। গবলিন এবং ঘরের ভূতরা কোনো নিরাপত্তার অধিকার পায় না, তাদের সে সম্মান নেই। কোনো যাদুদণ্ডধারী তাদের সেটা দেয় না। কিন্তু আজ রাতে তুমি সেটাই দিয়েছ।'

'যাদুদণ্ডধারী,' হ্যারি রিপিট করলো। শব্দটি অস্বাভাবিক হয়ে কানে ঢুকল স্কারের জ্বালাতনের কারণে। ভল্টেমর্ট তার চিন্তাকে উত্তর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যারি মনে মনে অলিভ্যান্ডারের জন্য প্রশ্নগুলো ঠিক করছে।

'যাদের যাদুদণ্ড বহনের অধিকার আছে,' গবলিন উত্তরে বলল। 'গবলিন এবং উইজার্ডদের মধ্যে এ নিয়ে বহুদিনের দ্বন্দ্ব আছে।'

'ওয়েল, গবলিনরা তো যাদুদণ্ড ছাড়াই ম্যাজিক করতে পারে,' রন বলল।

'সেটা কোনো বিষয় না। উইজার্ডরা ওয়্যান্ডলোরের সিক্রেট নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার করতে চায় না। ওরা আমাদের ক্ষমতা বিস্তৃতি করাকে অস্বীকার করে।'

রন বলল, 'গবলিনরাও তো তাদের ম্যাজিক নিয়ে কিছু শেয়ার করে না।'

'তোমরা আমাদের কখনো বলনি যে কী করে তলোয়ার এবং অন্যান্য হাতিয়ার তৈরি করতে হয়। গবলিনরা জানে কীভাবে মেটালের কাজ করতে হয় যা উইজার্ডরা কখনো-'

হ্যারি বলল, 'সেটা কোনো ব্যাপার না। আমরা উইজার্ড এবং গবলিনদের প্রতিযোগিতা বা অন্য কোনো জাতির বিষয় নিয়ে মাথাব্যথা করছি না-'

গবলিন হিহি করে হাসল।

'কিন্তু এটাই বড় বিষয়! ডার্কলর্ড যখন সবচেয়ে ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে, সেখানে তোমাদের প্রতিযোগিতাটা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে! গ্রিনগোটে উইজার্ডরা শাসন করছে। ঘরের ভূতটিকে হত্যা করা হয়েছে। কোনো যাদুদণ্ডধারী তা প্রতিরোধ করতে পেরেছে?'

'আমরা করছি!' হারমিয়ন বলল। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমরা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছি। আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গবলিন বা ঘরের ভূতের চেয়েও অধিক অত্যাচার করেছে। গ্রিপহুক, আমি নিজে একজন মাডব্ল্যাড!'

'নিজের কথা ওভাবে বলো না–' রন বলল।

'কেন নয়!' হারমিয়ন বলল। 'আমি মাডব্লাড এবং সেটা নিয়ে গর্বিত! অথচ আমি তোমার চেয়ে কোনো ভাল অবস্থানে নেই গবলিন! ওরা ম্যালফয়তে আমাকে নির্যাতন করার জন্য বেছে নিয়েছে!'

কথা বলার সময় সে তার গলার কাপড়টি সরালো এবং বেলাট্রিক্সের অত্যাচার করার দাগ দেখালো। তার গলায় রক্তাক্ত ক্ষত দেখা যাচ্ছে।

'তুমি কী জানো যে ডোবিকে হ্যারি মুক্ত করেছিল! সে বলল। 'তুমি কী জানো আমরা কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছি ঘরের ভূতদের মুক্ত করতে!(এ সময় রন অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারের হাতল থেকে উঠে দাঁড়ালো।)' ইউ-নো-হু'র পরাজয় তুমি আমাদের চেয়ে বেশি আশা করো না, গ্রিপহুক!'

গবলিন হারমিয়নের দিকে একই রকম উৎসাহ নিয়ে তাকালো যেমনভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়েছিল।

'তোমরা ল্যাস্ট্রেনজেসের ভল্ট থেকে কী চাও?' সে হঠাৎ করে জানতে চাইল। 'সেখানে যে তলোয়ারটি আছে সেটি নকল। এটাই হল আসলটি। সে ওদের সবার মুখের দিকে তাকালো। 'আমি মনে করি তোমরা ইতিমধ্যেই সে কথা জানো। তুমি সেখানে আমাকে মিথ্যা করে বলতে বলেছিলে।'

'কিন্তু নকল তলোয়ারটিই শুধু সেখানে নেই,' হ্যারি বলল। 'তুমি হয়তো অন্য জিনিসগুলোও সেখানে দেখেছ?'

হ্যারির বুক অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ধুকধুক করতে থাকল। সে তার স্কারটির জ্বালাপোড়াও গায়ে মাখল না।

গবলিন আবারো তার আঙুল দিয়ে দাড়ি নাড়ল।

'এটি গ্রিনগোটের গোপনীয়তার ব্যাপারে যে নিয়ম আছে তার বিরোধী। আমরা হলাম বিশাল ধনরাজির যত্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমাদের যে জিনিসগুলো পাহারা দিতে দেয়া হয়েছে তা দেখে রাখা আমাদের কর্তব্য। এ কাজটি আমাদের অধিকাংশ সময় করতে হয় আঙুল দিয়ে।'

গবলিন তলোয়ারটিকে একটি ঘোরান দিল। তার কালো চোখ হ্যারি, রন এবং হারমিয়নের দিকে ঘুরল।

অবশেষে বলল, 'অনেকের সঙ্গে লড়াই করার বয়স এখনো হয়নি।'

'তুমি আমাদের সাহায্য করবে?' হ্যারি বলল। একজন গবলিনের সাহায্য ছাড়া আমাদের কোনো আশাই নেই। তুমি হলে আমাদের একমাত্র সুযোগ।'

'আমি..চিন্তা করে দেখব।' গ্রিপহুক বলল।

'কিন্তু...,' রন রাগের স্বরে বলতে শুরু করল। হারমিয়ন তার পাঁজরের উপর খোঁচা দিল।

'ধন্যবাদ,' হ্যারি বলল।

গবলিন ওর কথায় বো করে মাথানত করল। পা দুটো একটু ভাঁজ করল।

'আমি মনে করি, সে বলতে থাকল। সে লাফ দিয়ে বিল এবং ফ্লয়ারের বিছানায় গিয়ে বসল। 'স্কেলে-গ্রোর কাজ শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাহলে

ঘুমাতে পারছি। আমাকে ক্ষমা করো...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' হ্যারি বলল। এবং রুম থেকে বের হওয়ার সময় নিচু হয়ে গবলিনের পাশ থেকে গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি তুলে নিল। গ্রিপহুক প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু দরোজাটি বন্ধ করার সময় হ্যারির মনে হল সে গ্রিপহুকের চোখে অসন্তোষ দেখতে পেল।

'বিরক্তিকর,' রন বলল। 'সে আমাদেরকে ঝুলিয়ে রেখে মজা পাচ্ছে।'

'হ্যারি,' হারমিয়ন বলল। দুজনকেই সে সিড়ি বেয়ে নেমে আসাার সময় দাঁড় করালো। 'তুমি কী তাই বলতে চাচ্ছ যা আমি চিন্তা করছি, তুমি কী মনে করছ যে লেস্ট্যাঙ্গেসের ভল্টে একটি হরক্রক্স লুকানো আছে?'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। 'বেলাট্রিক্স ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল আমরা সেখানে গিয়েছি শুনে। কেন? আমরা সেখানে কী দেখেছি বলে সে মনে করেছে? এছাড়া আমরা আর কি সেখান থেকে নিতে পারি বলে সে মনে করতে পারে? সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে ইউ-নো-হু হয়তো বিষয়টি জেনে যাবে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমরা এমন সব জায়গা খুঁজছি যেখানে ইউ-নো-হু যায়। এমন জায়গা যেটি তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' রন বলল। তাকে মনে হল সে কিছু বুঝতে পারছে না। 'সে কি কখনো লেস্ট্র্যানজেস ভল্টের ভেতর প্রবেশ করেছে?'

'আমি জানি না সে কখনো গ্রিনগোটে প্রবেশ করেছে কি না,' হ্যারি বলল। 'অল্প বয়স থাকতে তার কাছে কোনো গোল্ড ছিল না। কেউ তারজন্য কিছু রেখে যায়নি। সে বাইরে থেকে ব্যাংকটি দেখে থাকতে পারে প্রথমবারের মত ডিয়াগন অ্যালিতে যাবার পর।'

হ্যারির স্কারটি কাঁপিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু সে গায়ে মাখল না। সে চায় অলিভ্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলার আগে বিষয়টি রন এবং হারমিয়ন বুঝে উঠুক।

'আমার ধারণা গ্রিনগোটের ভল্টের একটি চাবি যার কাছে থাকবে তার সঙ্গেই সে শত্রুতামূলক আচরণ করবে। আমি মনে করি সে এটিকে উইজার্ডিং বিশ্বের প্রকৃত সিম্বল বলে মনে করে। এবং ভুলে যেও না, সে বিশ্বাস করে বেলাট্রিক্স এবং তার স্বামীকে। তার পতনের সময় ও-ই ছিল তার সবচেয়ে ত্যাগি চাকর। সে উধাও হয়ে যাবার পর ওরাই তাকে খোঁজাখুজি করেছিল। সে যেদিন ফিরে এসেছিল সেদিন তাকে আমি একথা উল্লেখ করতে শুনেছি।'

হ্যারি ওর স্কারটিতে ঘষা দিল। 'তারপরও আমার মনে হয় না যে সে বেলাট্রিক্সকে বলেছে যে এখানে একটি হরক্রুক্স আছে। সে কখনোই লুসিয়াস ম্যালফয়ের কাছে ডায়েরিটি সম্পর্কে সত্য কথা বলেনি। সে সম্ভবত বেলাট্রিক্সকে বলেছে যে এগুলো সরকারি সম্পত্তি এবং তাকে সেগুলো ভল্টে রেখে দিতে

বলেছে। হ্যাগ্রিড আমাকে বলেছে, একমাত্র হোগার্টস ছাড়া লুকিয়ে রাখার জন্য এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

হ্যারির কথা শেষ হলে রন মাথা দোলালো।

হ্যারি বলল, 'আমি মনে হয় আমার যদি ডাম্বলডোরকে পুরোপুরি বুঝতে পারতাম। আমরা বিষয়টি দেখব। চলো, এখন অলিভ্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলি।'

রন এবং হারমিয়নকে বিস্মিত কিন্তু আগ্রহী মনে হল। ওরা হ্যারির পেছনে পেছনে গেল এবং বিল আর ফ্লয়ারের রুমের বিপরীত দিকের দরোজাটিতে হ্যারি টোকা দিল। ভেতর থেকে দুর্বল একটি কণ্ঠ বলল, 'ভেতরে আসো।'

যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারী লোকটি জানালা থেকে দূরের একটি জোড়া বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি সেলারে আটকে ছিলেন এক বছরের বেশি সময় ধরে। হ্যারি জানে তাকে অন্তত একবার নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন। মুখের হাড়গুলো হলুদ চামড়ার সঙ্গে লেগে গেছে। তার বড়বড় চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। যে হাতদুটো তার কম্বলের উপর দিয়ে আছে তা একটি কঙ্কালের হওয়ার কথা। হ্যারি রন এবং হারমিয়নের সঙ্গে পাশের খালি বিছানাটায় বসল। সুর্যোদয় এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। রুমটির মুখ বাগান এবং সদ্য খনন করা কবরের দিকে।

হ্যারি বলল, 'মি. অলিভ্যান্ডার, আমি আপনাকে জ্বালাতন করার জন্য খুবই দুঃখিত।'

'মাই ডিয়ার বয়,' অলিভ্যান্ডার দুর্বল কণ্ঠে বললেন। 'তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ। আমি ভেবেছিলাম ওখানেই আমাদের মৃত্যু হবে। আমি কখনোই...কখনোই ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতে পারবো না...'

'আমরা সেটা করতে পেরে খুশি।'

হ্যারির স্কারটি জ্বলছে। সে জানে ভোল্ডেমর্টকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার সময় প্রায় ফুরিয়ে গেছে। অথবা তাকে নিরাশ করার সময় ফুরিয়ে গেছে। সে ভেতরে একটি অস্থিরতা বোধ করল... তারপরও গ্রিপহুকের সঙ্গে আগে কথা বলার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল। শান্ত থাকার ভান করে সে তার গলায় ঝোলানো ব্যাগটির ভেতরে হাত ঢুকালো। এবং ভাঙা যাদুদণ্ডের দুটি খণ্ড বের করে আনল।

'মি. অলিভ্যান্ডার, আমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

'যে কোনো সাহায্য, যে কোনো সাহায্য,' দুর্বলভাবে অলিভ্যানডার বললেন।

'আপনি কি এটা সারাতে পারেন, কোনো পথ আছে?'

অলিভ্যান্ডার তার কাঁপা হাত বের করলেন। হ্যারি তার হাতের তালুতে টুকরো দুটো রাখল।

'হোলি এন্ড ফিনিক্স ফিদার,' তিনি কাঁপা গলায় বললেন। 'এগারো ইঞ্চি,

সুন্দর এবং মসৃণ।'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল। আপনি কি দয়া করে-'

'না,' ফিসফিস করে অলিভ্যান্ডার বললেন। 'আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। আমার জানামতে এ ধরণের একটি যাদুদণ্ড এমন ভাবে ভাঙলে তা আর মেরামত করার কোনো উপায় নেই।'

একথা শুনে হ্যারি স্থির হয়ে গেল। এটি একটি আঘাত। সে যাদুদণ্ডের খণ্ড দুটি হাতে নিল এবং গলার পোচের ভেতর রাখল। অলিভ্যান্ডার সেদিকে তাকিয়ে রইলেন এবং যাদুদণ্ড ব্যাগের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখলেন। তারপর হ্যারি পকেট থেকে অন্য যাদুদণ্ড দুটি বের করায় সেদিকে তাকালেন।

'আপনি কি এ দুটো চেনেন?' হ্যারি জানতে চাইল।

অলিভ্যান্ডার প্রথমটি হাতে নিলেন এবং তার ক্ষীণ হয়ে আসা চোখের কাছে ধরলেন। সেটিকে চিকন আঙুল দিয়ে ঘোরালেন এবং সামান্য বাকা করে দেখলেন।

'ওয়ালনাট এন্ড ড্রাগন হার্টস্ট্রিং,' তিনি বললেন। সোয়া বারো ইঞ্চি লম্বা। এই যাদুদণ্ডটি বেলাট্রিক্স লেস্ট্যারেঞ্জর।'

'আর এটি?'

অলিভ্যান্ডার একইভাবে পরীক্ষা করলেন।

'হাওথর্ন এন্ড ইউনিকর্ন চুলের। মোটামুটি দশ ইঞ্চি লম্বা। যথেষ্ট স্প্রিং করে। এটি ড্র্যাকো ম্যালফয়ের ছিল।'

'ছিল,' হ্যারি বলল। 'এখন নেই?'

'হয়তো নেই। যদি তুমি এটি নিয়ে থাকো-'

'আমি নিয়েছি-'

'তাহলে হয়তো এটি তোমার। অবশ্যই যে পরিস্থিতিতে তুমি নিয়েছ। একই সঙ্গে বিষয়টি যাদুদণ্ডের উপরও নির্ভর করে। সাধারণত একটি যাদুদণ্ড দখল করলে এর আনুগত্যও পরিবর্তন হয়।'

রুমের ভেতর নিরবতা নেমে এল। শুধুমাত্র দূরের সমুদ্রের শব্দ ভেসে আসছে।

হ্যারি বলল, 'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন যাদুদন্ডের অনুভূতি আছে। যেন ওগুলো নিজেরা চিন্তা করতে পারে।'

অলিভ্যান্ডার বললেন, 'যাদুদণ্ড উইজার্ড পছন্দ-অপছন্দ করে। এ বিদ্যা সম্পর্কে আমরা যারা স্টাডি করেছি তারা সবাই এ ব্যাপারে পরিস্কার।'

হ্যারি জানতে চাইল, 'একজন লোককে পছন্দ না করলেও সে ওই যাদুদণ্ডটি ব্যবহার করতে পারে?'

'ওহ হ্যাঁ, যদি তুমি একজন উইজার্ড হও তাহলে তুমি তোমার ম্যাজিক ব্যবহার করতে পারবে প্রায় সব যাদু সরঞ্জামই। কিন্তু সবচেয়ে ভাল ফলাফল পেতে হলে যাদুকর এবং যাদুদণ্ডের মধ্যে একটা সংযোগ থাকা প্রয়োজন। এই সংযোগ অতি সূক্ষ্ম বিষয়। প্রাথমিক পছন্দ অপছন্দ এবং তারপর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও সমঝোতার বিষয় আছে, যাদুদণ্ড শেখে যাদুকরের কাছ থেকে আবার যাদুকরও শেখে যাদুদণ্ডের কাছ থেকে।'

সমুদ্র গর্জন যেন সামনে পেছনে আসছে। কেমন যেন বিষণ্ন শব্দ।

হ্যারি বলল, 'আমি এই যাদুদণ্ডটি জোর করে নিয়েছি ড্র্যাকো ম্যালফয়ের কাছ থেকে। আমি কী এটি নিরাপদে ব্যবহার করতে পারব?'

'আমার তাই মনে হয়, যাদুদণ্ড মালিকানা নিয়ে কিছু সূক্ষ্ম আইন অছে। কিন্তু জয় করে আনা যাদুদণ্ড নতুন মাস্টারের কাছে অবনত থাকে।'

'তাহলে আমি এটা ব্যবহার করতে পারি,' রন পকেট থেকে ভর্মটেইলের যাদুদণ্ডটি টেনে বের করলো এবং অলিভ্যান্ডারের হাতে দিল।

'চেস্টনাট এবং ড্রাগন হার্টস্ট্রিং। সোয়া নয় ইঞ্চি লম্বা। শক্ত এবং মটমটে। আমাকে অপহরণের পর বাধ্য করা হয়েছিল পিটার পেটিগ্রিউর জন্য এটি বানাতে। হ্যাঁ, তুমি যদি এটি নিয়ে থাকো তাহলে এটি ভাল কাজ দেবে, অন্য যাদুদন্ডের চেয়ে ভাল কাজ করবে।'

হ্যারি বলল, 'আপনার কথা সব যাদুদণ্ডের জন্যই সত্যি, তাই না?' 'আমার তাই মনে হয়,' অলিভ্যান্ডার উত্তরে বললেন। তিনি বের হয়ে আসা চোখ দিয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন। 'তুমি একটি গভীর প্রশ্ন করেছ হ্যারি পটার। যাদুদণ্ডবিদ্যা একটি ম্যাজিকের একটি জটিল এবং রহস্যজনক শাখা।'

হ্যারি বলল, 'তাহলে যাদুদণ্ডের সব সত্য বিষয়গুলোকে নিতে হলে আগের যাদুদণ্ডের মালিককে হত্যা করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নয়?'

অলিভ্যান্ডার ঢোক গিললেন।

'প্রয়োজনীয়? না, আমি এ কথা বলতে পারি না যে হত্যা করা প্রয়োজনীয় বিষয়।'

'এ ব্যাপারে একটি কাহিনী আছে,' হ্যারি বলল। তার বুকের ভেতর ধুকধুক করা বাড়ছে। স্কারটির জ্বালাপোড়াও বেড়ে গেছে। সে নিশ্চিত যে ভোল্ডেমর্ট তার চিন্তাকে কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। 'একটি বা একাধিক যাদুদণ্ডের কাহিনী হত্যার ভেতর দিয়ে হাত বদল হয়ে এসেছে।'

অলিভ্যান্ডারের মুখটি কালো হয়ে গেল। শ্বেত শুভ্র বালিশের উপর তিনি, তার ধুসর চোখ দুটো বড় রক্তিম হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভয় পেয়েছেন।

'মাত্র একটি যাদুদণ্ড, আমি যতটা জানি,' তিনি ফিসফিস করে বললেন।

'এবং ইউ-নো-হু এই যাদুদণ্ডটির ব্যাপারে উৎসাহী তাই না?' হ্যারি বলল।

'আমি-কীভাবে, গুনগুনিয়ে অলিভ্যান্ডার বললেন। তিনি রন এবং হারমিয়নের দিকে অসহায়ের মত তাকালেন। 'তুমি সেটা কী করে জানলে?'

'সে চেয়েছিল আপনি তাকে বলেন কী করে সে আমাদের যাদুদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে.' হ্যারি বলল।

অলিভ্যান্ডারকে আতঙ্কিত মনে হল।

'সে আমাকে প্রচণ্ড নির্যাতন করেছে। তুমি নিশ্চয়ই সেটি বুঝবে। ক্রুসিয়াস কার্স করেছে, আমার...আমার কোনো উপায় ছিল না যতটুকু জানি তা না বলে।'

হ্যারি বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি তাকে বলেছেন টুইন কোর্সের কথা? আপনি বলেছেন শুধু অন্য একটি যাদুদণ্ড ধার নেয়ার কথা?'

অলিভ্যান্ডারকে ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্থ দেখালো। তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। তিনি ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন।

'কিন্তু সেটি কাজ করেনি,' হ্যারি বলতে থাকল। 'আমারটি তারপরও ধারকরা যাদুদণ্ডকে পরাস্থ করেছে। আপিন কি জানেন কেন বা কীভাবে?'

অলিভ্যান্ডার ঠিক যেমন ধীরে ধীরে হ্যাঁ সুচক মাথা নেড়েছিলেন তেমনি ধীরে ধীরে না সুচক মাথা নাড়লেন।

'আমি...এমন কথা জীবনে শুনিনি। তোমার যাদুদণ্ড হয়তো চমৎকার কাজ করেছিল ওই রাতে, টুইন কোর্সের কানেকশন একটি বিরল ঘটনা। তারপরও তোমার যাদুদণ্ড কী করে ধার করা যাদুদণ্ড ভেঙে ফেলবে। আমি জানি না....'

'আমরা কথা বলছিলাম অন্য একটি যাদুদণ্ড নিয়ে, যে যাদুদণ্ডটি হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে হাত বদল হয়েছে। ইউ-নো-হু যখন জানতে পারল যে আমার যাদুদণ্ডটি একটি অসম্ভব কাজ করে ফেলেছে তখন সে ফিরে আসে এবং অন্য যাদুদণ্ডটি সম্পর্কে জানতে চায়, তাই না?'

'তুমি জানলে কী করে?'

হ্যারি কোনো উত্তর দিল না।

'হ্যাঁ, সে জানতে চেয়েছিল,' অলিভ্যান্ডার বলল। 'সে ওই যাদুদণ্ডটি সম্পর্কে সব কথা জানতে চেয়েছিল যেটিকে সাধারণত বলা হয় ডেথস্টিক, নিয়তির যাদুদণ্ড বা এলডার ওয়্যান্ড।'

হ্যারি পাশ ফিরে হারমিয়নের দিকে তাকালো। হারমিয়নকে বিস্মিত দেখা গেল।

'ডার্ক লর্ড,' অলিভ্যান্ডার ভয় জড়ানো কণ্ঠে বলতে থাকলেন 'সব সময় আমার বানিয়ে দেয়া সাড়ে তের ইঞ্চি ইও এন্ড ফিনিক্স ফিদারের যাদুদণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে টুইন কোর্সের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি না

জানতো। এখন সে অন্য একটি ক্ষমতাশালী যাদুদণ্ড চাচ্ছে শুধু তোমারটা জয় করার জন্য।'

'কিন্তু সে এখনো জেনে না থাকলেও অতি শীঘ্রই জেনে যাবে যে আমার যাদুদণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে যা সারানোর কোনো উপায় নেই,' হ্যারি শান্তভাবে বলল।

'না!' হারমিয়ন বলল। তার কণ্ঠে ভয়ের সুর। 'সে তা জানবে না, কী করে জানবে-'

'প্রিয়রি ইনকানটাটেম,' হ্যারি বলল। 'আমরা ম্যালফয়ের, তোমার যাদুদণ্ডটি এবং ব্ল্যাকহর্ন যাদুদণ্ডটি ফেলে এসেছি হারমিয়ন। ওরা যদি সঠিকভাবে পরীক্ষা করে এবং পেছনের কাস্টগুলো খতিয়ে দেখে তাহলে দেখতে পাবে যে, তোমার যাদুদণ্ডটি আমারটাকে ভেঙে ফেলেছে। ওরা দেখতে পাবে যে তুমি তোমারটা দিয়ে আমারটা সরানোর চেষ্টা করেছ। এবং ওদের বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবে না যে তখন থেকে আমি ব্ল্যাক হর্ন যাদুদণ্ডটি ব্যাবহার করে এসেছি।'

হারমিয়ন যে ফিরে আসার পর থেকে একটু সতেজ হয়ে উঠছিল তা যেন উবে গেল। রন হ্যারির দিকে অর্থপূর্ণ চাহনি দিল। বলল 'এ নিয়ে এখন উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই-'

কিন্তু মি. অলিভ্যানডার কথা বলে উঠলেন।

'ডার্কলর্ড যে শুধু তোমাকে ধ্বংস করার জন্যই এলডার ওয়্যান্ডটি চাচ্ছে তা নয় হ্যারি পটার। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওই দণ্ডটি পেতে। কারণ সে জানে যে ওই যাদুদণ্ডটি হাতে পেলে সে সত্যিকারে যে কোনো ধরণের ঝুকির বাইরে চলে যাবে।'

'যাদুদণ্ডটিই তা করবে?'

'ওই যাদুদণ্ডটির মালিক সব সময় আক্রমণের ভয় পায়, অলিভ্যান্ডার বললেন। 'কিন্তু ডার্ক লর্ডের ওটি নিয়ে পরিকল্পনা, আমাকে স্বীকার করতেই হয়...ভয়ানক।'

হ্যারির হঠাৎ মনে পড়ল প্রথম সাক্ষাতের সময় সে অলিভ্যানডার সম্পর্কে কতটা অনিশ্চিত ছিল। এমনকি এখনো, ডার্ক লর্ডের দ্বারা নির্যাতনের পর, বন্দী করে রাখার পরও মনে হচ্ছে ডার্ক উইজার্ডের এই যাদুদণ্ড মালিকানার কথাটি তাকে ধাক্কা দেয়ার মত।

'আপনি- আপনি সত্যিই মনে করেন যে ওই যাদুদন্ডের কোনো আস্তিত্ব আছে, মি. অলিভ্যান্ডার?' হারমিয়ন বলল।

'ওহ হ্যাঁ,' অলিভ্যান্ডার বললেন। 'হ্যাঁ যাদুদণ্ড কার্সের ইতিহাস বের করা সঠিকভাবে সম্ভব। হতে পারে কোনো গ্যাপ থাকতে পারে, চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে, হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, লুকিয়ে রাখা হতে পারে; কিন্তু এটি সব সময় ভেসে উঠবেই। এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট আছে যা যাদুদণ্ড

বিশারদরা জানে। কিছু লিখিত দলিল আছে। যদিও তার কিছু অস্পষ্ট। আমি এবং আরো কিছু যাদুদণ্ড বিশারদ সেগুলোকে আমাদের স্টাডি হিসাবে নিয়েছি। সেগুলোর সত্যতা আছে।'

'তাহলে আপনি মনে করেন না যে এটা একটি রুপকথা বা পুরাণের কাহিনী? হারমিয়ন আশা নিয়ে জানতে চাইল।

'না,' অলিভ্যান্ডার বললেন। 'এটি হত্যার ভেতর দিয়ে হাত বদলের প্রয়োজন আছে কি না তা আমি জানি না। এর ইতিহাস রক্তাক্ত। কিন্তু সেটা হতে পারে এমন কাঙ্খিত একটি জিনিসকে উইজার্ডদের মধ্যে নিজ আয়ত্বে আনার চেষ্টার কারণে। আমরা যারা এর শক্তি সম্পর্কে পড়েছি তারা জানি কি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, ভুল লোকের হাতে পড়লে এটি কত ভয়ানক।'

'মি.অলিভ্যান্ডার,' হ্যারি বলল। আপনি 'ইউ নো হু' কে বলেছেন যে এলডার ওয়্যান্ডটি গ্রেগোরোভিচের কাছে আছে,তাই না?'

অলিভ্যান্ডার চকিত ফিরে চাইলেন। তিনি ঢোক গিললেন। তার চেহারায় একটি ভৌতিক ভাব দেখা গেল।

'কিন্তু তুমি-তুমি কী করে-'

'আমি কীভাবে জেনেছি তা কোনো বিষয় না,' হ্যারি বলল। তার স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করার কারণে এক মুহূর্তের জন্য সে চোখ বন্ধ করল। সে দেখতে পেল হগসমিডের রাস্তা এখনো অন্ধকার। কারণ জায়গাটি অনেক বেশি উত্তরে। 'আপনি ইউ-নো-হু' কে বলেছেন যে যাদুদণ্ডটি গ্রেগোরোভিচের কাছে আছে।

'এমন একটি কথা প্রচলন ছিল,' অলিভ্যান্ডার বললেন। 'এই রিউমার তোমার জন্মেরও অনেক আগের কথা। আমি বিশ্বাস করি গ্রেগোরোভিচ নিজে এটি শুরু করেছিলেন। নিজের বিজনেসের জন্য এটা কত ভাল হতে পারে তা তুমি বুঝবে: সে যাদুদণ্ডটির কি কোয়ালিটিসম্পন্ন নকল বানিয়েছে!'

'হ্যাঁ, আমি সেটা বুঝতে পারছি,' হ্যারি বলল। সে উঠে দাঁড়ালো। 'মি.অলিভ্যানডার সবশেষে একটি বিষয়, তারপর আপনাকে আমরা বিশ্রামে যেতে দেব। ডেথলি হ্যালোস সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'কি... কি? যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারক জানতে চাইলেন। তাকে পুরোপুরি বিস্মিত দেখা গেল।

'দ্য ডেথলি হ্যালোস।'

'আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কিসের কথা বলছ, এটি কি যাদুদণ্ড বিষয়ক কিছু?'

হ্যারি তার মুখের গভীরে তাকালো এবং দেখল অলিভ্যান্ডার কিছু লুকাতে চাচ্ছে না। তিনি আসলে এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

'থ্যাঙ্ক ইয়্যু,' হ্যারি বলল। 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এখন আপনাকে আমরা বিশ্রামের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি।'

অলিভ্যান্ডারকে আহত দেখা গেল।

'সে আমাকে অনেক নির্যাতন করেছে!' তিনি ফুপিয়ে বললেন। 'ক্রুসিয়াস কার্স...তোমাদের কোনো ধারণা নেই...'

'আমি জানি,' হ্যারি বলল। 'আমি সত্যিই জানি। প্লিজ আপনি বিশ্রাম করুন। সব কথা জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

সে রন এবং হারমিয়নকে নিয়ে নিচে নেমে এল। হ্যারি চোখের কোণ দিয়ে দেখল কিচেনে বিল, ফ্লয়ার, লুনা এবং ডিন বসে আছে। ওদের সামনে চায়ের কাপ। সে দরোজায় এসে দাঁড়াতেই ওরা চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। ওদের দিকে একটুখানি মাথা দুলিয়ে হ্যারি বাগানের দিকে যেতে থাকল। রন এবং হার-মিয়ন ওর পেছনে। সামনেই ডোবির কবরের উপর লাল মাটি। হ্যারি সেদিকে এগিয়ে গেল। তার স্কারটি অসম্ভব রকমের জ্বালাপোড়া শুরু করেছে। তার ভেতরে আসা দৃশ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা প্রচণ্ড কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে জানে আরো একটু সময় এই দৃশ্যকে প্রতিরোধ করে থাকতে হবে। সে অতি সত্বরই চিৎকার করে উঠতে পারবে, তার শুধু জানা প্রয়োজন যে এই থিওরি সঠিক। সে আরেকটু চেষ্টা করবে, তারপরই রন এবং হারমিয়নকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'গ্রেগোরোভিচের কাছে অনেক দিন আগে এলডার ওয়্যান্ডটি ছিল, সে বলল। 'আমি দেখেছি ইউ-নো-হু তাকে খুজে বের করেছে। সে তারপর দেখতে পেয়েছে যে এটি আর গ্রেগোরোভিচের কাছে নেই। তার কাছ থেকে এটি চুরি করে নিয়ে গেছে গ্রিনডেলভাল্ড। গ্রিনডেলভাল্ড কী করে জানলো যে এটি গ্রেগোরোভিচের কাছে আছে তা আমি জানি না। কিন্তু যদি গ্রেগোরোভিচ এতটা বোকার মত নিজেই কথাটি ছড়িয়ে থাকে তাহলে সেটা জানা কোনো কঠিন বিষয় ছিল না।

ভোল্ডেমর্ট দাঁড়িয়ে হোগার্টসের গেটের সামনে। হ্যারি তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। বাতিগুলো নিচে আলোকিত করেছে। যেন কাছে থেকে আরো কাছে চলে আসছে।

'গ্রিনডেলভাল্ড নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য এলডার ওয়্যান্ডটি ব্যবহার করল। ডাম্বলডোর জানতেন এ ধরণের শক্তিকে একমাত্র তিনি মোকাবেলা করতে পারেন। তিনি গ্রিনডেলভাল্ডের সঙ্গে লড়াইতে নামলেন এবং তাকে পরাস্থ করলেন। তারপর ওয়্যান্ডটি নিয়ে নিলেন।'

'ডাম্বলডোরের কাছে ওই যাদুদণ্ডটি ছিল?' রন বলল। 'কিন্তু তাহলে- সেটি এখন কোথায়?'

'হোগার্টসে,' হ্যারি বলল। ওদের সঙ্গে বাগানে থাকতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে

হচ্ছে।

'তাহলে চলো!' রন তাগিদ দিয়ে বলল। 'হ্যারি, চলো গিয়ে সেটা তুলে আনি, তার হাতে পড়ার আগেই!'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' হ্যারি বলল। নিজের কাছে নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। সে তার কপালটা চেপে ধরেছে। প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে। 'সে জানে এটা কোথায়। সে এখন সেখানে পৌঁছে গেছে।'

'হ্যারি!' রন ক্রোধের সঙ্গে বলল। 'কখন থেকে তুমি বিষয়টি জানো- কেন তুমি সময় নস্ট করলে? কেন তুমি আগে গ্রিপহুকের সঙ্গে কথা বললে? আমরা আগেই যেতে পারতাম, আমরা এখনো যেতে পারি–'

'না,' হ্যারি বলল। সে হাঁটু গেড়ে ঘাসের ভেতর বসে পড়ল। 'হারমিয়নের কথাই ঠিক, ডাম্বলডোর চাননি যে এটি আমি পাই। তিনি আমাকে এটি দিতে চা..নি। তিনি চেয়েছেন আমি যেন হরক্রুক্সগুলো পাই।'

'অপরাজেয় যাদুদণ্ড হ্যারি!' রন গুনগুন করে বলল।

'আমার মনে হয় না... আমার মনে হয় না যে... হরক্রুক্সগুলো আমি পাবো...'

এখন সবকিছু অন্ধকার এবং শীতল : দিগন্তে সূর্যটি আর দৃশ্যমান নেই... সে স্নেইপের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছে। মাঠের ভেতর দিয়ে লেকের দিকে যাচ্ছে।

'আমি তোমার সঙ্গে ক্যাসলে যোগ দেব শীঘ্রই, সে ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'এখন আমার কাছ থেকে যাও।'

স্নেইপ মাথানিচু করে বোরো করে পেছনের পথের দিকে চলতে থাকল। তার কালো লম্বা গাউনটি পেছনে ঝুলছে। হ্যারি ধীরে ধীরে হাঁটল এবং স্নেইপের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল। স্নেইপ বা অন্য কারো জানার জন্য না যে সে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাসলের উপরের জানালায় কোনো আলো নেই, সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে.....সেকেণ্ডের ভেতর সে ডিসইল্যুসনমেন্ট চার্ম করল। ফলে নিচের চোখ থেকেও নিজে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবং সে লেকের ধার দিয়ে হাঁটতে থাকল। প্রিয় ক্যাসলের পাশ দিয়ে গেল, তার প্রথম রাজ্য, তার জন্ম অধিকার।

এবং এই লেকের কালো পানিতে শ্বেত পাথরের মন্দিরটির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে একটি কালো স্পটের মত। সে আবার তার পরমানন্দ বোধ করল। সে তার হাতের পুরাতন যাদুদণ্ডটি তুলল। এটি শেষবারের মত ঠিকভাবে কাজ করছে।

মোড়ানো কাপড় খুলে গেল। মুখটি নিভু নিভু আলো ছাড়াচ্ছে। একটু নিস্তেজ, কিন্তু এখনো একইরকম। ওরা তার চোখে চশমাটি দিয়ে রেখেছিল। ডাম্বলডোরের হাত বুকের উপর ভাঁজ করা। এখানেই সেটি তার সঙ্গে রেখে দেয়া।

বৃদ্ধ বোকা কি ভেবেছিল যে মার্বেল কিংবা মৃত্যু এই যাদুদণ্ডটিকে রক্ষা করতে পারবে? তিনি কি ভেবেছিলেন যে ডার্ক লর্ড মন্দির ভাঙতে ভয় পাবে? মাকড়শার মত হাত ঢুকিয়ে দিল এবং ডাম্বলডোরের হাতের নিচে থেকে যাদুদণ্ডটি টেনে বের করল। এটির আগা থেকে বৃষ্টির মত ঝলক বের হল। শেষ মালিকের মৃতদেহের উপর ঝলকে উঠল এবং প্রস্তুত হল পরবর্তী মালিকের পক্ষে কাজ করার জন্য।

অধ্যায়-২৫

শেল কটেজ

বিল এবং ফ্লয়ারের বড় বড় ঝিনুকের তৈরি কটেজটি সমুদ্র পাড়ের পাহাড় সংলগ্ন। এর দেয়ালের পাশে বিছিয়ে আছে নানা রকমের ঝিনুক এবং একেবারে সমুদ্রের পানিতে ধোয়া ঝকঝকে। ছোট কটেজটির যেখানেই হ্যারি যায় সেখানেই শুনতে পায় সমুদ্রের গর্জন ও ঢেউয়ের শব্দ। মনে হচ্ছে যেন কোনো বিশালাকার প্রাণী সারাক্ষণ বিকট শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। পরের কয়েকটি দিন সে যতটা সম্ভব অন্য সবার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করল। চেষ্টা করল পাথরের উপর দিয়ে আকাশ এবং বিস্তৃত সমুদ্র দেখতে। ঠাণ্ডা লবনাক্ত বাতাস চোখে মুখে উপলব্ধি করল।

ভল্ডেমর্টের সঙ্গে যাদুদণ্ডের অসম প্রতিযোগিতায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ওকে ভিতু করে তুলছে। সে আগে কখনো এমন পিছু হটেছে কিনা মনে করতে পারছে না। তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে এ বিষয়ে রন তাকে কোনো মত দেবে কি না।

'ডাম্বলডোর যদি চেয়ে থাকেন যে যাদুদণ্ডটি পেতে, যাতে সঙ্কেতগুলো আমরা খুঁজে বার করি তাহলে? চিহ্নগুলো বোঝার পর হয়তো হ্যালোস খুঁজে পাওয়ার জন্য

তুমি উপযুক্ত হয়ে উঠবে, বিষয়টি যদি এমন হয়? হ্যারি, যাদুদণ্ডটি যদি সত্যি এলডার ওয়্যান্ড হয় তাহলে ইউ-নো-হু'কে শেষ করতে আমাদের আর কি প্রয়োজন?'

হ্যারির কাছে এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। হ্যারি এক সময় ভেবেছে ভল্ডেমর্টের সৌধ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করাটা প্রতিরোধ না করা একেবারেই পাগলের কাজ। সে এমনকি ব্যাখ্যাও করতে পারবে না, কেন সে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছে। যতবার তারা নিজেদের সঙ্গে নিজেরা বিতর্ক করেছে ততবার তার সিদ্ধান্ত টিই সামনে এসেছে। ওদের বিতর্ককে তার কাছে দুর্বল মনে হয়েছে।

অস্বাভাবিক বিষয়টি হল, হারমিয়নের সমর্থন তাকে রনের সন্দেহ করার ব্যাপারটির মতই অস্বস্তিতে ফেলেছে। চাপের মুখে যাদুদণ্ডটির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেও সে ধারণা করে এটি একটি অশুভ জিনিস। এবং ভল্ডেমর্টের এটির আয়ত্ত্ব করার বিষয়টি আরো বিরক্ত করেছে।

'তুমি এটা কখনোই করতে পারবে না হ্যারি,' হারমিয়ন বারবার বলেছে। 'তুমি কখনোই ডাম্বলডোরের কবর ভেঙে ঢুকতে পারবে না।'

কিন্তু ডাম্বলডোরের মৃতদেহের ধারণাটি তাকে কম শঙ্কিত করেছে। বরং জীবিত ডাম্বলডোরের ইচ্ছার ব্যাপারে ভুল বোঝাটা আরো ভয়ানক। হ্যারির মনে হল সে যেন এখনো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সে তার পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু তারপরও যেন পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। ভাবছে সে চিহ্নটি ভুল করল কি না। অন্য পথ নেয়াটা তার ঠিক হল কি না। খানিক সময় পরপর ডাম্বলডোরের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ ফেটে পড়ছে। এতটাই বেগে যেন ঘরের দেয়ালে যেমন সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তেমনি। ক্রোধের কারণ হল ডাম্বলডোর মৃত্যুর আগে কিছু ব্যাখ্যা করে যাননি।

'কিন্তু সত্যিই কি তিনি মৃত?' কটেজে আসবার তিনদিন পর রন বলল। হ্যারি দেয়ালের বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। হারমিয়ন এবং রন তাকে দেখতে পেল। হ্যারির ওদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছে হল না।

'হ্যাঁ রন, আবার এ নিয়ে তর্ক শুরু করো না!'

'আসল ঘটনাটা দেখ হারমিয়ন,' রন বলল। হ্যারির মাঝখানে দাঁড়ানো। তখনো হ্যারি বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 'দেখ সেই মাদী হরিণটি, তলোয়ার। তারপর হ্যারির ভাঙা আয়নায় দেখা চোখ....'

'হ্যারি নিজেই বলেছে যে সে ওই চোখ দুটোকে চিনতে পারে, তাই না হ্যারি?'

'হুম, পারতাম,' হারমিয়নের দিকে না তাকিয়েই হ্যারি বলল।

'কিন্তু তুমি চিন্তা করছ না যে তুমি দেখেছ, তাই না?' রন বলল।

'না, আমি ভাবছি না,' হ্যারি বলল।

হারমিয়ন কিছু বলার আগেই রন বলল, 'যদি এটা ডাম্বলডোরই না হবে, তাহলে বলো কী করে ডোবি জানল যে আমরা শেলারের ভেতর আটকে আছি, হারমিয়ন?'

'আমি জানি না- কিন্তু তুমি বলতে পারবে যে কী করে ডাম্বলডোর তাকে পাঠাবেন যদি তিনি হোগার্টসের কবরে শুয়ে থাকেন?'

'আমি জানি না, হতে পারে এটা তার ভূতের কারবার!'

'ডাম্বলডোর ভূত হয়ে আমাদের দেখা দিতে পারেন না,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর সম্পর্কে সে এখন কোনো কিছুতেই নিশ্চিত না। 'তিনি চলে যাচ্ছেন।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ, চলে যাচ্ছে?' রন বলল। কিন্তু হ্যারি কিছু বলার আগেই একটি কণ্ঠ পেছন থেকে বলল, 'হ্যারি?'

ফ্লয়ার কটেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার ধুসর রুপালি চুলগুলো উড়ছে।

'হ্যারি, গ্রিপহুক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে সবচেয়ে ছোট ওই রুমটিতে আছে। সে বলছে সে কথা ছাড়া থাকতে পারছে না।'

সে যে গবলিনকে অপছন্দ করে তা তার খবর দেয়া থেকে বোঝা গেল। ঘরের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় তাকে বিরক্ত দেখা গেল।

গ্রিপহুক ওদের জন্য ফ্লয়ারের বলা রুমটিতে অপেক্ষা করছে। তিন বেডরুমের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট। রুমটিতে রাতে হারমিয়ন এবং লুনা ঘুমিয়েছে। সে উজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকটাতে লাল পর্দা টেনে দিয়েছে। যার ফলে ঘরের ভেতর ভিন্ন রকমের একটি আলো তৈরি হয়েছে।

'আমি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছি হ্যারি পটার,' গবলিন বলল। সে একটি নিচু চেয়ারে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে। সে চেয়ারটির হাতলে লম্বা সরু নখ দিয়ে টোকা দিচ্ছে। 'যদিও গ্রিনগোটের গবলিনরা এটিকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করবে, কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করব-'

'সেটা খুবই ভাল কথা,' হ্যারি বলল। তার ভেতর একটি স্বস্তি বয়ে গেল। 'গ্রিপহুক, ধন্যবাদ আমরা সত্যিই-'

'– বিনীময়ে,' গবলিন বলল। আমাকে পেমেন্ট করতে হবে।'

হ্যারি একটু ধাক্কা খেয়ে দ্বিধা করল।

'তুমি কত চাও? আমার কাছে সোনা আছে।'

'সোনা নয়,' গ্রিপহুক বলল। 'সোনা আমার কাছে আছে।'

তার কালো চোখগুলো চকচক করছে। তার চোখে কিছু সাদা নেই।

'আমি ওই তলোয়ারটি চাই, গোড্রিচ গ্রিফিনডোরের তলোয়ার।'

হ্যারি যেন ধাক্কা খেল।

'তুমি সেটা পাবে না,' হ্যারি বলল। 'আমি দুঃখিত।'

'তাহলে,' গবলিন বলল। 'আমাদের একটি সমস্যা আছে।'

রন আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আমরা তোমাকে অন্য কিছু দিতে পারি। আমি নিশ্চিত যে রেষ্ট্যাঞ্জেসে প্রচুর জিনিস রক্ষিত আছে। তুমি ভল্টের ভেতর থেকে যা ইচ্ছা নিতে পারো।'

সে ভুল কথাটি বলে ফেলেছে। গ্রিপহুক ক্ষেপে গেল।

'আমি কোনো চোর না, ছেলে! আমি এমন কোনো সম্পদ গ্রহণের চেষ্টা করছি না যার উপর আমার কোনো অধিকার নেই।'

'তলোয়ারটি আমাদের-'

'না, তা নয়,' গবলিন বলল।

'আমরা নিজেরা গ্রিফিনডোর, এবং এই তলোয়ারটি গোড্রিচ গ্রিফিনডোরের।'

'গ্রিফিনডোরের আগে এটি কার ছিল?' উঠে বসে জানতে চাইল গবলিন।

'কারো না,' রন বলল। 'এটা তার জন্যই বানানো হয়েছিল, তাই নয় কি?'

'না!,' চিৎকার করে উঠল গবলিন। প্রচণ্ড রাগে সে লম্বা আঙুল রনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এটি আবার উইজার্ডদের উদ্যোত আচরণ! এই তলোয়ারটি প্রথম ছিল রাগনুকের, এটি চুরি করে নিয়েছিল গোড্রিচ গ্রিফিনডোর! এটি একটি হারানো সম্পত্তি, গবলিনদের কাজের একটি মাস্টারপিস! এটি গবলিনদের জিনিস। আমাকে হায়ার করার মুল্য ওই তলোয়ারটি, হয় রাজি না হয় বাদ!'

গ্রিপহুক ওদের দিকে তাকালো। হ্যারিও বাকী দু'জনের দিকে তাকালো। তারপর হ্যারি বলল, 'এ ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে গ্রিপহুক, তুমি কী আমাদের কয়েক মিনিট সময় দেবে?'

গবলিন হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ল। তাকে রাগান্বিত দেখা গেল।

নিচের তলার বসার রুমটি খালি। হ্যারি হেঁটে সেখানে ফায়ার প্লেসের কাছে গেল। কপাল ভাজ করলো। কী করা যায় তা চিন্তা করতে চেষ্টা করল। তার পেছন থেকে রন বলল, 'সে একটি হাস্যকর কথা বলছে। আমরা তাকে এ তলোয়ারটি দিতে পারিনা।'

'এটা কি ঠিক,' হ্যারি হারমিয়নকে জিজ্ঞেস করল। 'তলোয়ারটি কি গ্রিফিনডোর চুরি করেছিল?'

হারমিয়ন হতাশ কণ্ঠে বলল, 'আমি জানি না, উইজার্ডিং ইতিহাস অনেক সময় এদিক ওদিক করা আছে অন্যান্য জাতির প্রতি উইজার্ডদের কাজকর্ম নিয়ে। কিন্তু আমি জানি গ্রিফিনডোর তলোয়ারটি চুরি করেছিল কিনা তা নিয়ে কিছু বলা নেই।'

রন বলল, 'এটাও গবলিনদের একটি কাহিনী হতে পারে যে কীভাবে গবলিনদের উপর উইজার্ডরা অন্যায় করেছে। আমি মনে করি আমাদের নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত যে সে আমাদের যাদুদণ্ডগুলো চেয়ে

বসেনি।'

'গবলিনরা উইজার্ডদের অপছন্দ করার অনেক কারণ আছে, রন,' হারমিয়ন বলল। 'অতীতে তাদের সঙ্গে অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে।'

'গবলিনরাও একেবারে নরম কেউ না মেয়ে!' রন বলল। 'ওরা আমাদের অনেককেই হত্যা করেছে। ওরা কম হাঙ্গামা করেনি।'

'কিন্তু তার সঙ্গে কারা বেশি সহিংস এবং খারাপ এ বিতর্কে গেলে সে আমাদের সাহায্য করবে না, ঠিক না?'

এ সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় ওরা একটু থামল। হ্যারি বাইরে ডোবির কবরের দিকে তাকালো। লুনা সেখানে কিছু সমুদ্রপারের ফুল একটি জারে ঠেসে রেখে দিচ্ছে।

'ওকে,' রন বলল। হ্যারি তার দিকে ঘুরে তাকালো।

'সেটা কীভাবে? আমরা গ্রিপহুককে বলব যে তলোয়ারটি আমাদের লাগবে ভল্টে প্রবেশ করা পর্যন্ত। তারপর সে ওটি নিয়ে নেবে। সেখানে একটি নকল তলোয়ার আছে, তাই না? আমরা সেটি আয়ত্ত্ব করে তাকে নকলটি দিয়ে দেব।'

'রন, সে আমাদের চেয়ে তারতম্যটা ভালো জানে,' হারমিয়ন বলল। 'সে হল একজন যে জানে যে তলোয়ারটি ওলোটপালট করা হয়েছে।'

'সে বুঝে ওঠার আগেই আমরা দ্রুত সরে আসব।'

সে হারমিয়নের চাহনি দেখে ঘাবড়ে গেল।

হারমিয়ন শান্তভাবে বলল, 'এটা হল ঘৃণার কাজ। প্রথমে তার সাহয্য নেব এবং তারপর তার সঙ্গে বেঈমানি করব? আর তুমি ভাবছ কেন গবলিন উইজার্ডদের অপছন্দ করে রন?'

রনের কান লাল হয়ে গেল।

'ঠিকাছে ঠিকাছে, এটা হল একটি বিষয় আমি চিন্তা করেছি মাত্র। তাহলে তোমার সমাধান কি?'

'আমাদের প্রয়োজন তাকে অন্য কোনো প্রস্তাব দেয়া, অন্য মূল্যবান কিছু।'

'চমৎকার, আমি গিয়ে একটি গবলিনদের তৈরি পুরাতন তলোয়ার নিয়ে আসব এবং সেটা তুমি ওকে উপহার দিতে পারো।'

আবার ওদের ভেতর নিরবতা নেমে এল। হ্যারি জানে এবং নিশ্চিত যে গবলিন ওই তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবে না। এমনকি এর মত দামি অন্য কিছু হলেও না। তারপরও এই তলোয়ারটিই হল হরক্রুকসের জন্য একমাত্র অস্ত্র।

সে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল এবং সমুদ্রের শব্দ শুনল। গ্রিফিনডোর তলোয়ারটি চুরি করেছিল এ ধারণা তার কাছে খুবই অস্বস্তিকর। হ্যারি

সব সময় একজন গ্রিফিনডোর হিসাবে গর্ব বোধ করতো। গ্রিফিনডোর সবসময় মাগলবর্নদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। এই উইজার্ডরাই তো পিওর ব্লাড প্রীতির স্লিথারিনদের সঙ্গে বিরোধীতা করেছে।

'হয়তো সে মিথ্যা বলছে,' হ্যারি চোখ খুলে বলল। 'গ্রিপহুক। হয়তো বা গ্রিফিনডোর আসলে তলোয়ারটি নেয়নি। আমরা কী করে জানব যে গবলিনদের তৈরি ইতিহাসই ঠিক?'

'এর ভেতরে কি কোনো পার্থক্য আছে?' হারমিয়ন জানতে চাইল।

হ্যারি বলল, 'এ বিষয়ে আমার ধারণা পাল্টাচ্ছে।'

সে গভীরভাবে দম নিল।

'আমরা তাকে বলব যে, সে তলোয়ারটি পাবে আমরা ভল্টে ঢোকার পর,- কিন্তু আমরা সতর্ক থাকব যে কখন সে তলোয়ারটি পাবে তা ঠিক করে বলব না।'

রনের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। হারমিয়নকে বরং সতর্ক দেখা গেল।

'হ্যারি, আমরা পারি না-'

'সে এটা পাবে,' হ্যারি বলল। 'আমরা সবগুলো হরক্রুক্স খোঁজার কাজে ব্যবহারের পর তাকে এটি দিয়ে দেব। আমি আমার কথা রাখব।'

'কিন্তু তাতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে!' হারমিয়ন বলল।

'আমি সেটা জানি, কিন্তু সে জানে না। আমি তার কাছে মিথ্যা বললাম না...আসলেই।'

হ্যারি হারমিয়নের দিকে তাকালো একটি লজ্জা নিয়ে। তার মনে পড়ল নারমেনগার্ডের গেটের কাছে লেখা আছে : ফর দি গ্রেটার গুড। সে এই চিন্তাটি দূরে সরিয়ে দিল। এ ছাড়া ওদের আর কিইবা করার আছে?

'আমি এটা পছন্দ করছি না,' হারমিয়ন বলল।

'আমিও খুক একটা পছন্দ করছি না।' হ্যারি বলল।

'ওয়েল, আমি চিন্তা করছি এটাই সবচেয়ে উত্তম,' রন বলল। সে উঠে দাঁড়ালো। 'চলো যাই এবং তাকে এ কথাই বলি।'

ওরা ছোট বেডরুমটায় ফিরে এল। হ্যারি তাকে প্রস্তাবটা জানালো। সতর্ক থাকল তাকে তলোয়ারটি ফেরত দেয়ার নির্দিষ্ট সময় না বলার ব্যাপারে। সে কথা বলার সময় হারমিয়ন একেবারে চুপ হয়ে থাকল। হ্যারি ওর উপর একটু বিরক্ত বোধ করল। ভয় পেল যে হারমিয়ন এই কৌশলটি নষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু গ্রিপহুকের দৃষ্টি শুধুমাত্র হ্যারির দিকে।

'আমি তোমার কথাটি নিলাম হ্যারি পটার, তোমাকে সাহায্য করার পর তুমি আমাকে তলোয়ারটি ফেরত দেবে।'

'হ্যাঁ,' হ্যারি বলল।

'তাহলে হাত মেলাও,' গ্রিপহুক তার হাতটি বাড়িয়ে দিল।

হ্যারি তার হাতটি ধরল এবং ঝাকি দিল। সে ভাবল তার ওই কালো চোখ দুটি হ্যারির চোখে কোনো ছলনা দেখতে পায় কি না। এরপর গ্রিপহুক তার হাতটি ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে তালি দিল। বলল, 'তাহলে শুরু করা যাক!'

এটা অনেকটা গোটা মিনিস্ট্রি ভেদ করে যাওয়ার পরিকল্পনা। ওরা ছোট বেডরুমটিতে বসে পরিকল্পনা আটল। গ্রিপহুকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুমটিকে প্রায় অন্ধকার করে রাখা হল।

'আমি লেস্ট্যাঞ্জেসের ভল্টটিতে মাত্র একবার প্রবেশ করেছি,' গ্রিপহুক বলল। 'এর ভেতরে নকল তলোয়ারটি রাখার সময়। এটি একটি অন্যতম পুরাতন চেম্বার। সেকালের উইজার্ডিং পরিবারগুলো তাদের মূল্যবান সম্পদ সবচেয়ে গভীর স্তরে রাখতো। জায়গাটি অনেক বড় এবং সবচেয়ে নিরাপদ....'

ওরা প্রতিদিন আলমিরার মত ছোট রুমটিতে কয়েক ঘণ্টা করে দরোজা বন্ধ করে কাজ করল। দিন পার হয়ে সপ্তাহ চলে গেল। সমাধান করতে একটার পর একটা সমস্যা এসে সামনে দাঁড়ালো। অবশেষে দেখা গেল ওদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমান পলিজুিউস পোশন নেই।

'শুধুমাত্র একজনের পরিমান পলিজুিউস পোশন আমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে,' হারমিয়ন আলোর কাছে পলিজুিউস পোশনের বোতল ধরে নাড়িয়ে বলল।

'ওটুকুই যথেষ্ট,' হ্যারি বলল। সে গ্রিপহুকের হাতে আঁকা ম্যাপটিতে ভেতরের প্যাসেজগুলো পরীক্ষা করছে।

শেল কটেজের অন্য বাসিন্দারাও অনুমান করছে যে কিছু একটা ঘটনা আছে। কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু ওরা খাবার সময় নিচে নেমে এসে খেতে বসলে বিলের চোখ তিনজনের উপর সন্দেহের দৃষ্টিতে ঘুরতে থাকে। তার চোখে-মুখে চিন্তা এবং উদ্বেগের ছাপ।

যতই গবলিনের সঙ্গে সময় কাটালো ততই হ্যারি অনুভব করতে থাকল যে সে গবলিনকে পছন্দ করছে না। গ্রিপহুক অপ্রত্যাশিতভাবে রক্তপিপাসু। অন্যান্য নিচু শ্রেণীর প্রাণের 'ব্যাথার কথায় সে আনন্দ পায়। ভল্টে প্রবেশের সময় অন্য উইজার্ডদেরকে আঘাত করার সম্ভাবনার কথা শুনলে স্বস্তি বোধ করে। হ্যারি বুঝতে পারে যে তার সঙ্গে অন্য দুজনও পছন্দ করছে না। কিন্তু এ নিয়ে ওরা কেউ তার সঙ্গে আলোচনা করেনি। গ্রিপহুককে ওদের প্রয়োজন।

গবলিন অসন্তোষ্টির সঙ্গে খায়। তার পা ভাল হয়ে গেলেও সে অলিভ্যান্ডারের মত তার রুমটিতে বসে ট্রেতে করে খাবার খেতে চায়। কিন্তু বিল (ফ্লয়ারের এ ব্যাপার নিয়ে চিৎকার করার পর) উপরে গিয়ে জানায় যে এভাবে তাকে আর খাবার পরিবেশন করা সম্ভব নয়। এরপর গ্রিপহুক সবার সঙ্গে নিচের টেবিলে খেতে

আসে। কিন্তু অন্য সবাই যা খায় তা সে খেতে চায় না। তার জন্য আলাদা শুকনো মাংস, গাজর এবং শাক দাবী করে।

হ্যারি দায়িত্ব অনুভব করে। সে সবাইকে বোঝায় যে আর যাই হোক গবলিন শেল কটেজে আছে হ্যারিকে নানা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। তার কারণে উইসলি পরিবারকে লুকিয়ে পড়তে হয়েছে। এখন বিল, ফ্রেড, জর্জ এবং মি. উইসলি কেউ কাজ করতে পারছে না।

'আমি দুঃখিত,' এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় ডিনার তৈরিতে সাহায্য করার সময় সে ফ্লয়ারকে বলল। 'আমি কখনো চাইনি যে তোমরা এই সমস্যার ভেতর জড়িয়ে পড়।'

ফ্লয়ার গ্রিপহুক এবং বিলের জন্য চাকু দিয়ে মাংস পিস করছে। চাকু দিয়ে মাংস কাটতে কাটতে তার বিরক্ত হওয়াটা মুছে গেল।

'হ্যারি, তুমি আমার বোনের জীবন রক্ষা করেছ। আমি কখনো ভুলবো না।'

কথাটি পুরোপুরি সত্য না। কিন্তু হ্যারি তাকে মনে করিয়ে দিল না যে গ্যাব্রিয়েল কখনোই ভয়ানক বিপদে ছিল না।

'যাই হোক,' ফ্লয়ার বলতে থাকল। সে তার যাদুদণ্ডটি চুলোর উপরে রাখা সসের পাতিলের দিকে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাতিল থেকে বুদ্বুদ উঠতে লাগল। 'আজ সন্ধ্যায় মি. অলিভ্যান্ডার মুরিয়েলের ওখানে যাবেন। তাতে অনেক কিছু সহজ হবে। সে একটু তীব্র সুরে বলল, 'গবলিন নিচে এসে থাকতে পারে। তুমি, রন এবং ডিন উপরের ওই রুমটিতে চলে যাও।'

'লিভিংরুমে থাকতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই,' হ্যারি বলল। সে জানে যে নিচে সোয়ায় ঘুমানোটাকে গ্রিপহুক ভালোভাবে নেবে না। তাদের পরিকল্পনা মত গ্রিপহুককে সন্তুষ্ট রাখাটা জরুরি। 'আমাদের নিয়ে চিন্তা করো না।' এবং যখন সে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলো তখন হ্যারি বলল, 'আমরাও শীঘ্রই তোমাকে ছেড়ে যাবো। রন, হারমিয়ন এবং আমি। এখানে আমাদের বেশি সময় থাকতে হবে না।'

'কিন্তু তুমি কী বলতে চাচ্ছ?' ফ্লয়ার জানতে চাইল। সে হাতের যাদুদণ্ডটি দিয়ে রান্নার পাতিলটি শুন্যে তুলে ফেলল। 'অবশ্যই তোমরা এখান থেকে যাবে না। এখানে তোমরা নিরাপদে আছো!'

কথা বলার সময় তাকে অনেকটাই মিসেস উইসলির মত শোনালো। পেছনের দরোজা খুলে যেতেই হ্যারিকে আনন্দিত মনে হল। লুনা এবং ডিন প্রবেশ করেছে। বাইরের বৃষ্টিতে ওদের চুল ভিজে গেছে। ওদের বাহুতে গাছের শুকনো ডালপালা লেগে আছে।

'...ছোটছোট কানগুলো,' লুনা বলছে। 'অনেকটা জলহস্তীর কানের মতো।

ড্যাডি বলেন অনেকটা রঙীন এবং পশমঅলা। এবং যদি তুমি ওদেরকে ডাকো তাহলে হাম্ শব্দ করতে হবে। ওরা নাচ পছন্দ করে। তবে খুব দ্রুত গতিতে না...'

রন এবং হারমিয়ন ডিনার টেবিল সাজাচ্ছে। লুনার পেছনে পেছনে সেদিকে যেতে যেতে ডিন হ্যারির দিকে তাকিয়ে কাঁধটা উচু করল। তাকে অস্বস্তিতে আছে বলে মনে হল। ফ্লয়ারের প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ পেয়ে হ্যারি দু' হাতে দুটি পামকিন জুসের জগ নিয়ে ওদের পেছনে পেছনে গেল।

'....যদি তুমি আমাদের বাড়িতে আসো আমি তোমাকে ওই শিংগুলো দেখাবো। ড্যাডি আমাকে চিঠিতে লিখেছেন। কিন্তু আমি নিজের চোখে এখনো ওগুলো দেখিনি। কারণ ডেথ-ইটাররা আমাকে হোগার্টসের ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমি আর ক্রিসমাসে বাড়ি যেতে পারিনি' লুনা বলল। ওরা দু'জনই ফায়ারপ্লেসের কাছে গেল।

'লুনা, আমরা তোমাকে জানিয়েছি যে ওগুলো ফেটে গেছে,' হারমিয়ন লুনার উদ্দেশে বলল। 'সেটি ছিল এরুমপেন্ট, ক্রাম্পল হর্ন স্নোরক্যাক না-'

'না, সেটা অবশ্যই একটি স্নোরক্যাক হর্ন ছিল,' লুনা শান্ত কণ্ঠে বলল। 'ড্যাডি আমাকে বলেছে, এটা সম্ভবত আবার পুনর্গঠন হয়ে গেছে। ওরা নিজেরা আবার প্রস্তুত হয়ে যায়, তুমি জানো।'

হারমিয়ন চামচগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মাথা দোলালো। বিল মি. অলিভ্যান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এসেছে। অলিভ্যান্ডারকে এখনো অসম্ভব রকমের দুর্বল দেখা যাচ্ছে। তিনি বিলের হাত ধরে আছেন। বিল তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। তার হাতে একটি বড় স্যুটকেস।

লুনা সামনে এগিয়ে গেল। বলল, 'আমি আপনাকে মিস করবো মি. অলিভ্যান্ডার।'

'আমিও তোমাকে মিস করবো মাই ডিয়ার,

মি. অলিভ্যান্ডার বললেন। লুনার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। 'ওই ভয়ানক জায়গাটিতে তুমি আমার কাছে এমন এক শান্ত্বনা ছিলে যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

'সো- আ ভো, মি. অলিভ্যান্ডার,' ফ্লয়ার ফরাসি ভাষায় বলল শুভ বিদায়। সে অলিভ্যান্ডারের দু'গালে চুমু খেল। 'আমি ভাবছিলাম আপনি কি বিলের আন্টি মুরিয়েলের কাছে একটি প্যাকেট পৌছে দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন? তার টায়রাটা এখনো ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।'

'এটা তো আমার জন্য সম্মানের বিষয়,' সামান্য একটু মাথা বো করে অলিভ্যান্ডার বললেন। 'তামার এই অসম্ভব আতিথেয়তার কাছে সেটা খুবই সামান্য

কাজ।'

ফ্লুয়ার ভেলভেটের কাপড়ে মোড়ানো একটি ছোট বাক্স বের করল। সেটি খুলল অলিভ্যান্ডারকে দেখাবার জন্য। টায়রাটি আলোতে চিকচিক করছে।

'মুনস্টোন এবং ডায়মন্ড,' গ্রিপহুক বলল। সে এক কোণ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে যা হ্যারি লক্ষ করেনি। 'এটি গবলিনদের তৈরি আমার ধারণা, তাই না?'

'এবং উইজার্ডরা এর জন্য পারিশ্রমিক দিয়েছে,' বিল শান্ত কণ্ঠে বলল। গবলিন তার দিকে শীতল এবং অবিশ্বাস মেশানো চাহনি দিল।

বিল এবং অলিভ্যান্ডার যখন রওয়ানা হয় তখন জোরে জোরে বাতাস এসে কটেজের গায়ে আছড়ে পড়ছে। বাকী সবাই গাদাগাদি করে টেবিল ঘিরে বসে আছে। ওরা খেতে শুরু করল। এক জনের কনুইয়ের সঙ্গে আরেকজনের কনুই লেগে আছে। নড়তে পর্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। পাশে ফায়ার প্লেসে পটপট করে শব্দ করে আগুন জ্বলছে। হ্যারি লক্ষ করল ফ্লুয়ার ওর পা নাড়াচ্ছে। সে বারবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছে। কিন্তু বিল ওদের খাবার শেষ হওয়ার আগেই ফিরে এল। তার চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেছে।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে, সে ফ্লুয়ারকে বলল। অলিভ্যান্ডার পৌঁছে গেছে। মাম এবং ড্যাড সকলকে হ্যালো বলেছে। জিনি তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়েছে। ফ্রেড এবং জর্জ এখনো মুরিয়েলকে সহায়তা করছে। সে তার টায়রাটি ফেরত পেয়ে মহা আনন্দিত হয়েছে। বলল, 'সে নাকি ভেবেছিল আমরা ওটা মেরে দিয়েছি।'

'আহ্, একটা আজব মানুষ তোমার ওই আন্টি,' ফ্লুয়ার বলল। সে যাদুদণ্ড দিয়ে ব্যবহার করা প্লেটগুলো এক জায়গা করল। সেগুলো ধরে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

'ড্যাডিও একটি টায়রা তৈরি করেছিল,' লুনা বলে উঠল। 'ওয়েল সেটি একটি মুকুটের চেয়েও সুন্দর।'

রন হ্যারির চোখের দিকে তাকালো এবং হাসল। হ্যারি জানে রনের অদ্ভুত দর্শন হেডড্রেসটির কথা মনে পড়েছে। জেনোফিলিয়াসের ওখানে গিয়ে যেটি দেখেছিল।

'হ্যাঁ, তিনি র‍্যাভেনক্লোর মুকুটটি পুনরায় তৈরি করতে চাচ্ছিলেন। তিনি ভাবছেন তিনি ওটার সবগুলো আসল উপকরণ চিনে ফেলেছেন। বিলিউইগ পাখা যোগ করার বিষয়টি আসলেই আলাদা-'

সামনের দরোজায় বিকট একটি শব্দ হল। সবাই ঘুরে সেদিকে তাকালো। ফ্লুয়ার দৌড়ে কিচেন থেকে চলে এল। সে ভয় পেয়েছে। বিল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে যাদুদণ্ডটি বের করে দরোজার দিকে ধরেছে। হ্যারি, রন এবং

হারমিয়নও একই কাজ করল। নিরবে গ্রিপহুক টেবিলের নিচে সবার চোখের আড়ালে চলে গেল।

'কে ওখানে!' বিল বলল।

'আমি, রেমুস জন লুপিন,' হুনহুন করা বাতাসের শব্দের ভেতর থেকে একটি কণ্ঠ বলল। হ্যারি বেশ ভয় পেয়ে গেল : ঘটনাটা কি? 'আমি একজন ওয়্যারওল্ফ, নিমফোডোরা টঙ্কসকে বিয়ে করেছি। তোমরা শেল কটেজের সিক্রেট কিপাররা আমাকে ঠিকানাটা বলেছিলে। জরুরি প্রয়োজনের সময় চলে আসতে বলেছিল।'

লুপিন, বিড়বিড় করে বিল বলল এবং দৌড়ে দরোজার কাছে চলে গেল এবং টেনে দরোজা খুলে ফেলল।

লুপিন দরোজার কাঠের উপরই পড়েছে। তার মুখটি সাদা হয়ে আছে। একটি আলখাল্লা দিয়ে সে মোড়ানো। তার ধুসর চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেছে। লুপিন সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সবার দিকে ঘুরে তাকালো। নিশ্চিত হল এখানে কে কে আছে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'একটি ছেলে হয়েছে! আমরা ওর নাম রেখেছি টেড ডোরার বাবার নামানুসারে!'

হারমিয়নও আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'ওয়া-! টঙ্কস! টঙ্কসের এখন একটি বাচ্চা আছে?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! তার এখন বাচ্চা আছে!' লুপিন বলল। টেবিলের চারপাশের সবাই আনন্দে চিৎকার করতে থাকল। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। হারমিয়ন এবং ফ্লয়ার একই সঙ্গে বলে উঠল, 'অভিনন্দন!' রন বলল 'হায় হায়! একটা বেবি!' যেন এমন কথা সে কখনো শুনে নাই!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! একটি ছেলে!' আবার লুপিন বলল। সে নিজেই যেন নিজের আনন্দে বিমোহিত হয়ে পড়েছে। সে টেবিলটা ঘুরে অন্যপাশে গেল এবং হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। নিচতলার এ আনন্দের দৃশ্য গ্রিমোল্ড প্লেসে কখনো পাওয়া যেত না।

'তুমি হবে গডফাদার!' সে হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে বলল।

' আ-আমি?' হ্যারির কথা বেধে গেল।

'তুমি, হ্যাঁ, অবশ্যই! ডোরাও এ ব্যাপারে রাজি। তার কথা হল তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ হবে না-'

'আ-হ্যা-হায় হায়-'

হ্যারি অভিভূত হয়ে গেল। হতবাক এবং আনন্দিত। বিল দৌড়ে গেল ওয়াইন আনতে এবং ফ্লয়ার চেষ্টা করল লুপিনকে ড্রিংকস করতে রাজি করাতে।

'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে,' লুপিন বলল। সে সবার সঙ্গে কোলাকুলি করল। হ্যারি দেখল তাকে আগের যে কোনো

সময়ের চেয়ে সতেজ দেখাচ্ছে। 'থ্যাঙ্ক ইয়্যু, থ্যাঙ্ক ইয়্যু বিল।'

বিল সবার মগ এরমধ্যে ভরে ফেলল। ওরা সবাই উঠে দাঁড়ালো এবং মগ উচু করে টেস্ট করল।

'টু টেডি রামুস লুপিন,' লুপিন বলল। 'এ গ্রেট উইজার্ড ইন দ্য মেকিং!'

'ও দেখতে কেমন হয়েছে?' ফ্লয়ার জানতে চাইল।

'আমার ধারণা সে দেখতে, ডোরার মত হয়েছে,' লুপিন বলল। 'কিন্তু ডোরার ধারণা সে আমার মত হয়েছে। মাথায় খুব বেশি চুল নেই। জন্মের পর মনে হয়েছিল চুলগুলো কালো। কিন্তু বিশ্বাস কর সেই থেকে চুলগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টে গিয়ে ধুসর হয়ে উঠছে। হয়তো আমি ফিরে দেখব তার চুলগুলো ব্লন্ড হয়ে গেছে। আনড্রোমেডা বলেন টঙ্কসের জন্মের দিন চুলের রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল।' সে তার মগটি শেষ করল। 'ওহ ঠিকাছে, আরেকবার মাত্র নেব।' বিল তার মগটি ভরে দিল।

বাতাস ছোট কটেজটির উপর আছড়ে পড়ছে। ফায়ার প্লেসের আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, পটপট শব্দ হচ্ছে। বিল আরেক বোতল ওয়াইন খুলেছে। বিলের সুসংবাদ ওদেরকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলেছে। নতুন উল্লসিত জীবনের ভেতর ঢুকে পড়েছে। এমন উৎসবমুখর পরিবেশ শুধুমাত্র গবলিনকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ পর সে দখল করে রাখা বেডরুমটিতে চলে গেল। হ্যারি মনে করেছিল সে একাই বিষয়টি লক্ষ করেছে। কিন্তু না, গবলিন সিড়ি বেয়ে উপরে যাওয়ার সময় হ্যারি দেখল বিলও তাকে লক্ষ করছে।

'না, না...আমার অবশ্যই ফিরে যেতে হবে,' আরেক মগ ওয়াইনের প্রস্তাব বাতিল করে লুপিন বলল। সে উঠে দাঁড়ালো এবং তার আলখাল্লাটি গায়ের উপর টেনে নিল। 'গুডবাই, গুডবাই, আমি চেষ্টা করবো কয়েকদিনের ভেতর ছবি নিয়ে ফিরে আসতে। ওরা সবাই খুব খুশি হবে জেনে যে, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে-'

সে আলখাল্লা পরে সবার সঙ্গে কুলাকুলি করে অন্ধকার রাতের ভেতর ফিরে গেল।

'গডফাদার হ্যারি!' বিল বলল। ওরা একসঙ্গে হেঁটে কিচেনের ভেতর দিয়ে গেল টেবিলটা পরিস্কার করতে। 'একটা সত্যিকারের সম্মান! অভিনন্দন!'

হ্যারি হাতের খালি মগগুলো নামিয়ে রাখল। বিল তার পেছনে দরোজাটি টেনে বন্ধ করে দিল। অন্যদের এখনো আনন্দ করার শব্দটা থেমে গেল।

'আমি কিছু ব্যাক্তিগত কথা বলতে চাই হ্যারি। কটেজে এতজনের মধ্যে সুযোগ পাওয়া যায় না।'

বিল একটু দ্বিধা করল।

'হ্যারি, তুমি গবলিনকে সঙ্গে নিয়ে কিছু একটা পরিকল্পনা করছ।'

প্রশ্ন নয়, এটি বিলের মন্তব্য। হ্যারি অস্বীকার করার চেষ্টা করল না। সে বিলের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

'আমি গবলিনকে চিনি,' বিল বলল। 'হোগার্টস ছেড়ে আসার পর আমি গ্রিনগোটে কাজ করেছি। গবলিন এবং উইজার্ডদের মধ্যে যতটা বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব, আমি ততটাই গবলিনের বন্ধু। আমার বেশ কিছু গবলিন বন্ধু আছে, অথবা- বলতে পারো আমি গবলিনদের চিনি এবং পছন্দ করি।' তারপর থেমে একটু দ্বিধা করে বিল আবার বলল, 'হ্যারি, তুমি গ্রিপহুকের কাছে কী আশা করছ? এবং বিনীময়ে তুমি তাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?'

'আমি তোমাকে সেটা বলতে পারছি না,' হ্যারি বলল। 'আমি দুঃখিত বিল।'

ওদের পেছনে দরোজাটি খুলে গেল। ফ্লুয়ার আরো মগ নিয়ে ঢুকেছে।

'একটু,' বিল বলল। 'একটু পরে আসো।'

ফ্লুয়ার বের হয়ে গেল। এবং দরোজাটি পেছন থেকে বন্ধ করে দিল।

বিল বলল, 'তাহলে শুধু আমি একটা কথাই বলব, যদি তুমি ওর সঙ্গে কোনো দর কষাকষি করে থাকো, আর তা যদি হয় সম্পদ বিষয়ক তাহলে তোমাকে অসম্ভব রকমের সতর্ক থাকতে হবে। পেমেন্ট, রিপেমেন্ট বা মালিকানা নিয়ে গবলিনদের আচরণ মানুষের মত না।'

হ্যারির ভেতরে একটি অস্বস্তি কাজ করতে থাকল। যেন তার ভেতর দিয়ে একটি সাপ চলাফেরা করছে।

'তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমরা ভিন্ন এক জাতের আলোচনা করছি।' বিল বলল। 'গবলিন এবং মানুষের মধ্যে লেনদেন শত শত বছর ধরে তিক্ত। তুমি সেটা জানতে পারবে ম্যাজিকের ইতিহাস থেকে। দু' পক্ষেরই কিছু ত্রুটি আছে, আমি একথা কখনোই বলব না যে উইজার্ডরা নির্দোষ। কিন্তু গবলিনদের মাঝে বিশ্বাস আছে যে সোনা বা সম্পদের ব্যাপারে উইজার্ডদের কখনো বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ তারা কখনোই গবলিনদের মালিকানা মেনে নেয় না। এ বিশ্বাস গ্রিনগোটের গবলিনদের মধ্যে আরও তীব্র।'

'আমি বিশ্বাস করি-' হ্যারি বলতে শুরু করল। কিন্তু বিল মাথা নাড়ল।

'তুমি বুঝতে পারছ না হ্যারি, গবলিনদের সঙ্গে বাস না করলে কেউ বুঝতে পারবে না। গবলিনদের মতে যে কোনো জিনিসের অধিকার এবং মালিকানা হল যে প্রস্তুত করে তার, যে ক্রয় করে তার নয়। সব গবলিন বিশ্বাস করে যে, যে সব জিনিস গবলিনদের প্রস্তুত করা তার মালিক গবলিনরাই।'

'কিন্তু যদি সেটা ক্রয় করা-'

'তাহলে তারা ধরে নেবে যে এটা তাদের কাছ থেকে ভাড়া নেয়া হয়েছে যে টাকা দিয়েছে সেটা তার না। গবলিনদের তৈরি যেসব জিনিস উইজার্ডের থেকে উইজার্ডের কাছে যাচ্ছে সেগুলো নিয়ে ওদের বিরাট সমস্যা আছে। তুমি কী গ্রিপহুকের মুখটি দেখেছ যখন টায়রাটা তার চোখের সামনে দিয়ে দেয়া হচ্ছিল তখন? সে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। আমি বিশ্বাস করি যে সে চিন্তা করেছে, যে জিনিসটি কিনেছে সে মারা যাবার পর এটি গবলিনদের ফিরে পাওয়াটাই উচিত হবে। ওরা মনে করে গবলিনদের বানানো জিনিস ব্যবহার করাই আমাদের অভ্যাস। মনে করে, গবলিনদের কোনো টাকা পয়সা না দিয়ে যে কোনো জিনিস উইজার্ড থেকে উইজার্ডের কাছে হস্তান্তর করা তাদের কাছ থেকে চুরি করারই নামান্তর।'

হ্যারির ভেতর এখন একটি অশুভ অনুভূতি হচ্ছে। সে ভাবল বিল তার ভাড়া করার চেয়ে বেশি কিছু ভাবছে কি না।

'মদ্দা কথা আমি যা বলতে চাচ্ছি,' বিল বলল। সে হাতটি দরোজার উপরে রাখল খুলে সিটিংরুমে যাবার জন্য। 'তুমি যে প্রতিশ্রুতিই দাও না কেন সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে হ্যারি। কোনো গবলিনের সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করা গ্রিনগোটে ভেঙ্গে প্রবেশ করার চেয়েও বিপদজনক।'

বিল দরোজাটি টেনে খুলল। হ্যারি বলল, 'ঠিক, ধন্যবাদ বিল, আমি তোমার কথা স্মরণ রাখবো।'

বিলের পেছন পেছন অন্যদের কাছে আসতে আসতে হ্যারির মাথায় একটি কঠিন বুদ্ধি এলো। এ চিন্তাটি ওয়াইন পান করার জন্য এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো চিন্তা করা ছাড়াই সে এখন টেডি টঙ্কসের গডফাদারে পরিণত হতে যাচ্ছে, ঠিক সিরিয়ুস যেমন তার গডফাদার ছিল।

অধ্যায়-২৬

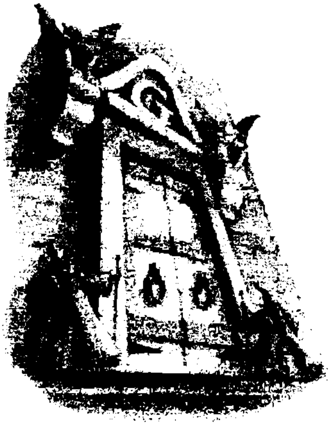

গ্রিনগোটস

পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল। প্রস্তুতিও সম্পন্ন হল। ছোট বেডরুমটাতে একটি লম্বা আঁকাবাঁকা চুল পড়ে আছে একটি শিশির উপর। সেটি ফায়ার প্লেসের উপর রাখা আছে। চুলটি ম্যালফয় ম্যানোরের সোয়েটার থেকে হারমিয়ন তুলে নিয়েছিল।

'তাহলে, তুমি তার আসল যাদুদণ্ডটিই ব্যবহার করবে,' হ্যারি যাদুদণ্ডটির দিকে মাথা নেড়ে বলল। 'আমি মনে করি তুমি একেবারে খাটি হয়ে যাবে।'

হারমিয়নকে ভীত দেখা গেল। যাদুদণ্ডটি তোলার সময় মনে হল তাকে সেটি কামড়ে দিতে পারে।

'এই জিনিসটাকে আমি ঘৃণা করি,' হারমিয়ন নিচুস্বরে বলল। 'আমি সত্যিই এ জিনিস ঘৃণা করি। মনে হয় এর সবকিছু উল্টোপাল্টা। এ জিনিস আমার কাছে ঠিকমত কাজ করে না...মনে হয় এটা আসলে তারই।'

হ্যারি কিছু বলল না কিন্তু মনে পড়ল ব্ল্যাকহর্ন যাদুদণ্ড নিয়ে আপত্তি করায় হারমিয়ন কিভাবে সেটা নাকচ করে দিয়েছিল। বলেছিল যে হ্যারি চিন্তা করছে যা

তার করা উচিত নয়। বলেছিল প্র্যাকটিস করতে। হ্যারি আর হারমিয়নের ব্যাখ্যাটি তাকে ফেরত দিতে চাইল না। গ্রিনগোটস আক্রমণের শেষ মুহূর্তে আর তাকে আঘাত দেয়া উচিত হবে না।

'কিন্তু এটা তোমাকে তার চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে, আর এর সক্ষমতা জানতে,' রন বলল। 'চিন্তা করে দেখ এই যাদুদণ্ডটি কী করেছে!'

'কিন্তু সেটাই তো আমার মূল কথা!' হারমিয়ন বলল। 'এই যাদুদণ্ডটিই নেভিলের মা এবং বাবাকে নির্যাতন করেছে, কে জানে আরো কত মানুষকে অত্যাচার করেছে। এই যাদুদণ্ডটিই সিরিয়ুসকে হত্যা করেছে কি না!'

হ্যারি এ বিষয়টি চিন্তা করেনি: সে মাথা নিচু করে যাদুদণ্ডটির দিকে তাকালো। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে গ্রিফিনডোরের তলোয়ার দিয়ে সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। একটি খণ্ড দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে হ্যারির পাশে এসে পড়ল।

'আমি আমার যাদুদণ্ডটি খুইয়েছি,' হারমিয়ন দুঃখভরা কণ্ঠে বলল। 'আমার ইচ্ছা মি. অলিভ্যান্ডার যদি আমাকে একটি যাদুদণ্ড বানিয়ে দিতেন!'

আজ সকালেই মি. অলিভ্যান্ডার লুনার জন্য একটি নতুন যাদুদণ্ড পাঠিয়েছেন। সে ওটি বাইরের লনে পরীক্ষা করে দেখছে এটি বিকেলের পড়ন্তো রোদে কেমন কাজ করে। ডিনের যাদুদণ্ডটি স্ন্যাচাররা নিয়ে গেছে। সে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে লুনারটা দেখছে।

হ্যারি তাকিয়ে হওথর্ন গাছের ডাল দিয়ে বানানো যাদুদণ্ডটি দেখল। এটি ছিল ড্রাকো ম্যালফয়ের। সে এটা দেখে অবাক যেমন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে খুশিও হয়েছে যে যাদুদণ্ডটি হারমিয়নেরটার মত অন্তত কাজ দেয়। মনে পড়ল অলিভ্যান্ডার যাদুদণ্ডের সিক্রেটভাবে কাজ করা নিয়ে কী বলেছেন। হ্যারি চিন্তা করল যে হারমিয়নের সমস্যাটি সে জানে। বেলাট্রিক্সের কাছ থেকে ওয়ালনাট যাদুদণ্ডটি নেয়ার পর এটাকে সে অনুগত করতে পারেনি।

বেডরুমের দরোজা খুলে গেল এবং গ্রিপহুক প্রবেশ করল। হ্যারির হাতটি আপনাতেই তলোয়ালের বাটের কাছে চলে গেল এবং সে তলোয়ারটি কাছে টেনে নিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে একটু বিব্রত হল। হ্যারি বুঝতে পারল যে গ্রিপহুক বিষয়টি লক্ষ করেছে। 'আমরা শেষবারের মত সবকিছু চেক করে দেখছি, গ্রিপহুক। আমরা বিল এবং ফ্লয়ারকে বলেছি যে আগামীকাল আমরা রওয়ানা হবো। আমরা বলেছি যে আমাদের বিদায় দিতে তোমাদের সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে না।'

এ বিষয়টিতে ওরা খুবই সতর্ক। কারণ যাবার আগে হারমিয়নকে বেলাট্রিক্সের রুপ গ্রহণ করতে হবে। বিল আর ফ্লয়ার যত কম বুঝতে পারে এবং অনুমান করতে পারে তত ভালো। ওরা অরো বলেছে যে ওরা আর ফিরে আসবে না। যে রাতে

স্ন্যাচাররা ওদেরকে ধরেছিল সে রাতে ওরা পারকিনসের তাবুটি হারিয়েছে। বিল ওদেরকে একটি তাবু ধার দিতে চেয়েছে। সেটি এখন বেডেড ব্যাগে রাখা হয়েছে। হ্যারির স্বস্তি বোধ হচ্ছে যে হারমিয়ন কিছু জিনিস সংগ্রহ করেছে স্ন্যাচারদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য। সেগুলো তার মোজার ভেতরে রেখে দিয়েছে।

শেষ কয়েক সপ্তা বেশ আরামে এই বাড়িতে কাটিয়েছে। এ কথা বিল, ফ্লয়ার, লুনা এবং ডিনকে বলে যেতে পারবে না। হ্যারি শেল কটেজ থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবছে। হ্যারি এ ক'দিন বেশ চেষ্টা করেছে যেন ওদের কোনো অসুবিধা না হয়। সে ছোট এবং অন্ধকার রুমে আটকা থেকে হাপিয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা গ্রিপহুককে নিয়ে আর কাটাতে হবে না। কিন্তু কখন এবং কীভাবে সে গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি না দিয়ে গবলিনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। ওরা যেভাবে চিন্তা করেছে সেভাবে কাজ করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কারণ গবলিন পাঁচ মিনিটের জন্যও হ্যারি, রন এবং হারমিয়নকে একা থাকতে দিচ্ছে না। দরোজার প্রান্ত দিয়ে ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করার সময় যখন গবলিনের লম্বা আঙুলগুলো দেখা গেল তখন রন বলল, 'সে আমাকে মায়ের শিক্ষা দিচ্ছে।' বিলের কথাগুলো মনে রেখে হ্যারির সন্দেহ হল যে, গবলিন ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে যাতে ওরা কৌশলে তাকে প্রতারিত না করতে পারে। হ্যারি চাপাচাপি করলেও হারমিয়ন ওদের গবলিনের সঙ্গে ধোকা দেয়ার প্ল্যানটি ভাল ভাবে নেয়নি। যে অল্প খানিক সময় পাওয়া যায় গবলিনকে ছাড়া এমন একটি সময় রন বলেছে, 'আমাদের এটি ব্যবহার করতে হবে, হার-মিয়ন।'

এই রাতে হ্যারির ভাল ঘুম হল না। প্রায় সকাল পর্যন্ত জেগে রইল। তার সেই রাতের কথা মনে হল, যে রাতে ওরা চুপি চুপি মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের ভেতর প্রবেশ করেছিল। সে সময়ের প্রবল ইচ্ছা এবং উত্তেজনার কথা মনে পড়ল। এখন আবার তার ভেতর উত্তেজনা কাজ করছে। বারবার সন্দেহ এসে প্রবেশ করছে। সে মাথা থেকে এ কথা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না যে, যা করতে যাচ্ছে তার সবই ভুল হতে পারে। সে নিজেকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করল যে তাদের পরিকল্পনাটি ভালই হয়েছে। গ্রিপহুক জানে যে তারা কোন ধরণের বিষয় মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। সব ধরণের বিপদ বা সমস্যা মোকাবেলার জন্য তারা সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারপরও হ্যারির অস্বস্তি লাগতে থাকল। একবার বা দুবার সে রনকে নড়েচড়ে উঠতে শুনল। হ্যারি নিশ্চিত যে সেও জেগে আছে। কিন্তু ওরা যেহেতু ডিনের সঙ্গে বসার ঘরটিতে ঘুমিয়েছে তাই সে কোনো কথা বলল না।

ভোর ছয়টার সময় অস্বস্তি কাটলো। ওরা স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বের হয়ে এল। আলো অন্ধকারের ভেতর ওরা পোষাক পরে নিল। তারপর নিঃশব্দ

পায়ে গার্ডেনে বের হয়ে এল। ওখানেই গ্রিপহুক এবং হারমিয়নের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কথা। ভেজা ভেজা ভোর। কিন্তু একটু একটু বাতাস বয়ে যাওয়া থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখন মে মাস চলছে। হ্যারি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল তারাগুলো এখনো অন্ধকার আকাশে মিটি মিটি করে জ্বলছে। ঢেউ সমুদ্রের কিনারায় এসে পড়েছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। সমুদ্রের এই শব্দটি হ্যারি ভীষণভাবে মিস করবে।

ছোট ছোট চারাগাছগুলো ওদের বাধ্য করল ডোবির কবরটির ধার দিয়ে যেতে। এক বছরের মধ্যেই কবরের উপরের লাল মাটি ঢেকে যাবে। সাদা যে পাথরটিতে ডোবির নাম খোদাই করা আছে সেটি এখই অনেকটা পাল্টে গেছে। সে এখন উপলব্ধি করতে পারছে যে ওরা তো ডোবিকে অন্য কোথাও কবর দিতে পারতো না। কিন্তু হ্যারির ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠল ডোবিকে পেছনে রেখে যাওয়ার কারণে।

হ্যারি কবরের দিকে তাকিয়ে ভাবল, ঘরের ভুতটি জানলো কী করে যে উদ্ধার করতে কোথায় যেতে হবে? হ্যারি নখগুলো অজান্তেই নিজের গলায় ঝোলানো ব্যাগটির কাছে নাড়া চাড়া করলো। ওই ব্যাগটির ভেতরই সেই ভাঙা আয়নাটি আছে যেটিতে সে নিশ্চিত ডাম্বলডোরের চোখ দেখেছিল। ঠিক তখনই দরোজায় একটি শব্দ হওয়ায় হ্যারি ফিরে সেদিকে তাকালো।

হ্যারি দেখল বেলাট্রিক্স লেস্ট্যারেঞ্জ লম্বা পা ফেলে ওদের দিকে আসছে। সঙ্গে গ্রিপহুক। সে হাটতে হাটতে তার বেডেড ব্যাগটি অন্য একটি গাউনের ভেতরের পকেটে রাখছে। এই পুরাতন গাউনটি গ্রিমোল্ড প্লেস থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। যদিও হ্যারি একশ ভাগ নিশ্চিত যে এটা হারমিয়ন, তারপরও ওর ভেতর ভয়ের একটি স্রোত নেমে গেল। সে হ্যারির চেয়ে লম্বা। তার লম্বা কালো চুলগুলো পেছনে ঝুলছে। তার গাঢ় করে লিড দেয়া চোখগুলো ওদের উপর ফেলতেই মনে হল চোখে হিংসা জ্বলছে। সে কথা বলল। তখন বেলাট্রিক্সের কণ্ঠের ভেতর দিয়ে ওরা হারমিয়নের কথা শুনতে পেল।

'তার পছন্দটা একবারে বিরক্তিকর, গুরডিরুটের চেয়েও জঘন্য! ওকে রন, এদিকে এসো আমি তোমাকে বানিয়ে-'

'ঠিকাছে, কিন্তু মনে রাখবে, আমি খুব লম্বা দাড়ি পছন্দ করি না...'

'ওহ্ ঈশ্বরের কছম, এটা হাণ্ডসাম দেখানোর কোনো ব্যাপার না..'

'না সেটা নয়, কিন্তু এতে সমস্যা হয়। কিন্তু আমি নাকটা একটু খাটো চাই। শেষ বার যেমন করেছিলে তেমন করে দাও।'

হারমিয়ন নিঃশ্বাস ছেড়ে কাজ করতে শুরু করল। বিড়বিড় করে কিছু বলল রনের চেহারা বিভিন্নভাবে পাল্টে যেতে দেখে। তাকে পুরোপুরি একটি নকল

পরিচয় বানিয়ে দিতে হবে। ওরা মালেভলেন্ট কাস্ট করেছে নিরাপত্তার জন্য এদিকে হ্যারি এবং গ্রিপহুক অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর ঢুকে গেছে।

'এই দেখ,' হারমিয়ন বলল।' এখন কেমন দেখাচ্ছে তাকে?'

তার ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে রনকে একেবারে একটু একটু চেনা যাচ্ছে। হ্যারি বুঝতে পারল রনকে জানার কারণে মনে হচ্ছে একটু একটু চেনা। রনের চুলগুলো এখন লম্বা এবং ঢেউ খেলানো। মুখে ঘন বাদামী দাড়ি এবং মোচ। মুখে কোনো দাগ নেই। একটি খাটো ছড়ানো নাক। চোখের উপরের ভুরু জোড়া বেশ ভারি।

'ওয়েল সে আমার মতো না, কিন্তু তার হবে, হ্যারি বলল। 'তাহলে এখন আমরা রওয়ানা হবো?'

ওরা তিনজনই শেল কটেজের দিকে ঘুরে তাকালো। নিভু নিভু তারার নিচে অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়িটি শুয়ে আছে। ওরা হেঁটে হেঁটে বাউন্ডারি দেয়ালের কাছে গেল। যেখানে ফিডেলাস চার্ম কাজ করে না। ওরা থামল। এখান থেকে ওরা ডিসাপ্যারেট করতে পারবে। গেট পার হতেই গ্রিপহুক কথা বলে উঠল।

'এখন আমার উপরে ওঠা দরকার, হ্যারি পটার?'

হ্যারি নিচু হল এবং গবলিন ওর পিঠ বেয়ে উঠল। সে হ্যারির গলার কাছটায় হাত দিয়ে আটকে ধরে থাকল। সে খুব একটা ভার না, কিন্তু গবলিনের ভরটা হ্যারির ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তবে যে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে সেই হাতে অবাক করার মত শক্তি। হারমিয়ন টেনে বেডেড ব্যাগ থেকে অদৃশ্য আলখাল্লা বের করল এবং ওদের গায়ের উপর চাপিয়ে দিল।

'পারফেক্ট,' সে বলল। নিচু হয়ে হ্যারি পা বের হয়ে আছে কি না দেখল। 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এবার চলো।'

গ্রিপহুককে কাঁধে নিয়ে হ্যারি স্থানটির উপর ঘুরে গেল। মনের সবটুকু জোর দিয়ে লিকি কলড্রোনের কথা মনে রাখল। ডিয়াগন অ্যালিতে প্রবেশমুখের সেই বারটি। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে গবলিন আরো জোরে চেপে ধরেছে। এবং কয়েক সেকেন্ডে ভেতর হ্যারির পা পেভমেন্টের উপর পড়ল। সে চোখ খুলে দেখল মাগলরা সব সকালের রাস্তায় হাঁটছে চোখে মুখে অপরাধির ভাব নিয়ে। ছোট বারটির অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে চেতনাহীন।

লিকি কলড্রোনের বারটি প্রায় ফাকা। কুজো এবং দাঁতহীন মালিক টম বার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে গ্লাস পরিস্কার করছে। দুজন উইজার্ড নিচু স্বরে এক কোনায় বিড়বিড় করে আলোচনা করছে। হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে ওরা এক কোণে ছায়ার ভেতর চলে গেল।

'ম্যাডাম লেস্ট্যারেঞ্জ,' বিড়বিড় করে টম বলল। হারমিয়ন সামনে যাবার সময় সে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো।

'গুড মর্নিং,' হারমিয়ন বলল। হ্যারি নিচু হয়ে পাশ দিয়ে গেল। এখনো তার কাঁধে গ্রিপহুক। সে দেখল টম বিস্ময় ভরা চোখে হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে আছে।

'অতি বিনয়!' হ্যারি বিড়বিড় করে হারমিয়নের কানের কাছে বলল। সে অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর থেকেই বারের পেছনের দিকে যাচ্ছে। 'তুমি আশেপাসের লোকজনদের একেবারে পাত্তা দেবেনা!'

'ওকে! আমি তাই করবো!'

হারমিয়ন বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি বের করল এবং ওদের সামনে একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই দেয়াল ঘুরতে থাকল এবং বড় হতে থাকল। তারপর একটি বাকা পথ তৈরি করল ডিয়াগন অ্যালির উল্টো দিকে।

চারদিকে শান্ত। এখনো দোকান খোলার সময় হয়নি। এবং কোনো দোকানদারকেও বাইরে দেখা গেল না। যেখান থেকে শুরু করেছে সেখান থেকে এখন অনেক দূর বাকিয়ে গেছে। হ্যারি অনেক বছর আগে প্রথম বছরে থাকতে এখানে সফর করেছিল। অনেক দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যদিও ডার্ক আর্টে বেশ কিছু নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। হ্যারির নিজের মুখটিই অনেক জানালার উপর পোস্টারের ভেতর থেকে তার দিকে যেন তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটিতে লেখা আছে, *'আনডিসায়ারেবল নাম্বার ওয়ান'*।

বেশ কয়েকজন ভিক্ষুক ধরণের লোক বসে আছে দরোজার কাছে। ওরা পথিকদের কাছে সোনা চাচ্ছে। আবেদন করে বলছে ওরা সত্যিই উইজার্ড। একজনের চোখের উপর রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে।

ওরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল ভিক্ষুকগুলো হারমিয়নের দিকে তাকাল। ওকে দেখেই ওরা নিস্তেজ হয়ে গেল। মুখের উপর পর্দা টেনে যার যার মত দৌড়ে পালালো। হারমিয়ন ওদের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালো। কিন্তু ব্যান্ডেজ বাধা লোকটি খোড়াতে খোড়াতে ওর সামনে চলে এল।

'আমার সন্তান!' সে হারমিয়নের দিকে হাত উচু করে চিৎকার দিয়ে বলল। তার গলা ভেঙে গেছে। তার কণ্ঠ সত্যিই আহত। 'আমার সন্তানরা কোথায়! সে আমার সন্তানদের কী করেছে! তুমি জানো, তুমি জানো!'

'আমি, আমি সত্যি-' হারমিয়ন তোতলাতে থাকল।

লোকটি হারমিয়নের প্রতি ফুসতে থাকল। হারমিয়নের গলা চেপে ধরতে চাইল। একটি শব্দ হল এবং লাল আলো জ্বলে উঠল। লোকটি ছিটকে পেছনের দিকে পড়ে অচেতন হয়ে গেল। রন দাঁড়িয়ে আছে। তার যাদুদণ্ডটি তখনো ধরা। তার মুখটায় আহত ভাব ফুটে উঠেছে। রাস্তার দুপাশের জানালা দিয়ে মুখগুলো উঁকি দিচ্ছে। রাস্তায় কয়েকজন পথিক ভদ্রভাবে ধীরে ধীরে সরে গেল।

ড্রাগন অ্যালিতে প্রবেশ আরো মানুষ খেয়াল করতে পারে। একবার সে ভাবল ফিরে গিয়ে অন্য কোনো পরিকল্পনা করা যায় কি না। এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সামনের দিকে যেতেই পেছন থেকে একটি কণ্ঠের শব্দ শুনতে পেল।

'কেন, ম্যাডাম লেস্ট্যারেঞ্জ?'

হ্যারি ঘুরে দাড়ালো এবং গ্রিপহুক আরো শক্ত করে ওর গলাটা ধরল। একটি লম্বা উইজার্ড। মাথা ভরতি ধুসর চুল, চোখা নাক। লম্বা পা ফেলে ওদের দিকে অসছে।

'এ হচ্ছে ট্র্যাভার!' হ্যারির কানের কাছে গবলিন বলল। কিন্তু ওই মুহূর্তে হ্যারি চিন্তা করতে পারল না কে ট্র্যাভার। হারমিয়ন পুরো টানটান হয়ে দাঁড়ালো এবং বলল, 'তুমি কী চাও!'

ট্র্যাভাস দাঁড়িয়ে পড়ল। পরিস্কারভাবে বিদ্রুপের ছাপ।

'সে একটি ডেথ-ইটার!' গ্রিপহুক ফিসফিস করে বলল। হ্যারি নিরবে আগালো হারমিয়নের কানে কানে কথা বলার জন্য।

'আমি শুধু আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই!' ট্র্যাভার বলল। 'যদি আমার আসার ব্যাপারে আপত্তি থাকে...'

হ্যারি এবার তার কণ্ঠটা চিনতে পারল। ট্র্যাভার হল সেই ডেথ-ইটারদের একজন যাকে সামন করে জেনোফিলিয়াসের বাড়িতে নেয়া হয়েছিল।

'না, না, মোটেই তা নয় ট্র্যাভাস,' হারমিয়ন দ্রুত বলল। তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিতে চেষ্টা করল এবং বলল, 'তুমি কেমন আছো?'

'আমি আপনার ফিরে আসা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছি বেলাট্রিক্স।'

'সত্যিই, কেন?' হারমিয়ন জানতে চাইল।

'ওয়েল,' সে গলা পরিস্কার করে বলল। 'আমি শুনেছি যে ম্যালফয় ম্যানোরের বাসিন্দারা বন্দী হয়ে আছে। ওই হা..পালিয়ে যাবার পর...'

হ্যারি চাইল হারমিয়নের মাথা ঠাণ্ডা থাকুক। যদি কথাটি সত্যি হয় তাহলে বেলাট্রিক্সদের জনসম্মুক্ষে আসার কথা না...'

'ডার্ক লর্ড তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন যারা অতিতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছে,' হারমিয়ন বলল। বেলাট্রিক্সের হিংসাত্মক ভাবটা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। 'হয়তো তোমার কাজ আমার মত এতটা বিশ্বস্ত নয় তার কাছে।'

যদিও তাকে উদ্যোত মনে হচ্ছে কিন্তু সে কিছু সন্দেহ করেনি। সে এই মাত্র স্টান করা লোকটি অর্থাৎ রনের দিকে তাকালো।

'এটা তোমাকে এতটা ক্ষিপ্ত করে কিভাবে?'

'সেটা কোনো ব্যাপার না, সে আর এরকম করবে না,' হারমিয়ন ঠাণ্ডা মাথায় বলল।

'এসব যাদুদণ্ডবিহীনরা মাঝে মাঝে এমন ঝামেলা করে,' ট্র্যাভাস বলল। 'ওরা কিছু না করেই শুধু ভিক্ষা করে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের একজন গত সপ্তাহে আমার কাছে ভীষণ আবেদন করেছে '"আমি একজন মহিলা যাদুকর আমাকে এটি প্রমাণ করতে দিন!"' সে বলল। 'এমন একটা ভাব যে আমি আমার যাদুদণ্ডটি তাকে দিয়ে দেব– কিন্তু আপনি কার যাদুদণ্ড এ মুহূর্তে ব্যবহার করছেন বেলাট্রিক্স?' ট্র্যাভাস উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইল। 'আমি শুনেছি আপনার যাদুদণ্ডটি....'

'আমারটিই আমি ব্যবহার করছি,' হারমিয়ন ঠাণ্ডা মাথায় বলল। সে বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি তুলে ধরেছে। 'আমি জানি না কী ধরণের কথা তোমরা শুনেছ ট্র্যাভার, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা কোনো ভুল তথ্য পেয়েছ।'

ট্র্যাভারকে মনে হল একটি পিছুটান দিল। এর বদলে সে রনের দিকে ঘুরল।

'আপনার এই বন্ধুটি কে? আমি তো একে চিনতে পারছি না?'

'এ হল ড্রাগোমির ডেসপার্ড,' হারমিয়ন বলল। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে যে রনকে একজন বিদেশি সাজানোটাই ভাল হবে। 'সে খুব অল্প ইংরেজি বলতে পারে। কিন্তু ডার্ক লর্ডের কর্মকাণ্ডের প্রতি দারুন প্রীত। সে ট্রানসিলভানিয়া থেকে আমাদের নতুন শাসনামল দেখতে এসেছে।'

'তাই নাকি? আপনি কেমন আছের ড্রগোমির?'

'ও ও, আপনি?' রন বলল। সে ট্র্যাভারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ট্র্যাভার্স দুটি নখ বাড়ালো এবং রনের সঙ্গে হাত মেলালো।

'তাহলে কী বিষয়টা তোমাকে এবং তোমার বন্ধুকে এ সকালে ড্রাগন অ্যালিতে নিয়ে এল?' ট্র্যাভার্স জানতে চাইল।

'আমি গ্রিনগোটে যাবো।' হারমিয়ন বলল।

ট্র্যাভার্স বলল, 'ও, আমিও তো যাবো সেখানে। গোল্ড, এই অভিশপ্ত গোল্ড। আমরা এটা ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না। তারপরও আমি স্বীকার করি লম্বা আঙুলের বন্ধুদের সঙ্গে চলতে এটার প্রয়োজন আছে।'

হ্যারি লক্ষ করল তার গলার কাছে গ্রিপহুকের ধরে থাকাটা মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল।

'আমরা যেতে পারি?' ট্র্যাভার্স বলল। সে হাত দিয়ে হারমিয়নকে সামনের দিকে আগানোর ইশারা করল।

তার পাশ দিয়ে আকাবাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আগানো ছাড়া হারমিয়নের কিছু করার নেই। কিন্তু কঠিন কাজ হল বেলাট্রিক্স হিসাবে ট্র্যাভার্সের পাশে হেঁটে যাওয়া। এখন আর হারমিয়ন এবং রনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ নেই ওরা অতি দ্রত মার্বেলের সিড়িতে প্রবেশ করল। ওদের সামনেই ব্রঞ্জের দরোজা।

গ্রিপহুক আগেই ওদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে দুজন ইউনিফর্ম পরা গবলিন প্রহরীর পরিবর্তে সেখানে দুজন উইজার্ড পাহারায় বসানো হয়েছে। দু' জনের হাতেই লম্বা সোনালী রড।

'আহ্ প্রোবিটি প্রোভ,' ট্র্যাভার্স নাটকীয়ভাবে বলল। 'খুবই বিরক্তিকর- কিন্তু কার্যকর!'

এবং সে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল দু' পাশের দুই প্রহরীকে মাথা দুলিয়ে নোড করল। ওরা দুজন সোনালী রড তুলে ট্র্যাভার্সের শরীরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেটা দিয়ে পরীক্ষা করল। হ্যারি জানে এই প্রোবস স্পেল এবং লুকানো যাদুর উপকরণ ধরে ফেলে। হ্যারি বুঝতে পারল তার হাতে সময় খুব কম। সে ড্রাকোর যাদুদণ্ডটি প্রহরী দুজনের দিকে তাক করল এবং দু'বার বিড়বিড় করে "কনফুনডো" বলল। স্পেল আঘাত করায় গার্ড দু'জন হঠাৎ নড়ে উঠল। ট্র্যাভার্স বিষয়টি লক্ষ করেনি। তার চোখ সামনের ব্রোঞ্জের দরোজা ভেদ করে হলের ভেতরে।

হারমিয়ন সিড়ি বেয়ে ওঠার সময় তার লম্বা চুলগুলো পেছনে ঝিরঝির করে নড়ল।

'এক মিনিট ম্যাডাম,' প্রহরী হাতের প্রোবটি তুলে বলল।

'তুমি তো এইমাত্র পরীক্ষা করলে!' কর্কশ গলায় ধমকের সুরে হারমিয়ন বলল। ট্রাভার্স ভুরু কুচকে তাকালো। সে সিড়ি দিয়ে একটু নিচে নেমে এল। সে একটু দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি তো এই মাত্রই পরীক্ষা করলে মারিয়া।'

হারমিয়ন দ্রুত উপরে উঠে গেল। তার পাশে রনও উঠে গেল। হ্যারিও অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর থেকে ওদের পেছনে পেছনে উঠে এল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল দুই প্রহরী মাথা চুলকাচ্ছে। দরোজার ভেতরের দিকে দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে চোরদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা লেখা কবিতা রয়েছে। হ্যারি সেদিকে তাকালো। হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে তার মনে পড়ল। যেদিন তার বয়স ১১ বছর হয়েছিল, জীবনের অন্যতম জন্মদিন ছিল সেটি। সে সময় গ্রিনগোটসকে একটি আশ্চর্য জায়গা মনে হয়েছিল। এখানে রাখা সম্পদ যে তারও আছে সেটা সে জানতো না। এবং কখনো ভাবেনি যে সে জায়গাটায় সে চুরি করতে আসবে....কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ভেতর ওরা বিশাল মার্বেলের হলের ভেতর দাঁড়ালো।

লম্বা কাউন্টারে গবলিনরা উচু টুলে বসে আছে। দিনের প্রথম ক্লায়েন্টদের সেবা প্রদান করছে। হারমিয়ন, রন এবং ট্র্যাভার্স একটি বৃদ্ধ গবলিনের কাছে গেল। সে বসে মোটা স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ভারি চশমার নিচ দিয়ে পরীক্ষা করছে। হারমিয়ন ট্র্যাভার্সকে সামনে যেতে দিল। সে রনকে হলরুমের সব অবস্থা বুঝিয়ে দিতে তাকে সামনে দিল।

গবিলন তার পাশে রাখা কয়েনগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। সে একা একাই বলল, 'লেপ্রেচাইন'। তারপর ট্র্যাভার্সকে একঠি ছোট সোনার চাবি পরীক্ষা করে হাতে দিল।

হারমিয়ন পা বাড়ালো।

'ম্যাডাম লেস্ট্যারেঞ্জ!' তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অবাক হয়েছে।' কী সৌভাগ্য! আপনাকে কীভাবে- কীভাবে আজ সাহায্য করতে পারি!'

'আমি আমার ভল্টে প্রবেশ করতে চাই,' হারমিয়ন বলল।

বৃদ্ধ গবলিন যেন একটু দমে গেল। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখল। শুধু যে ট্র্যাভার্স ফিরে তাকিয়েছে তাই না, হলরুমের অনেক গবলিন তাদের যার যার কাজের জায়গা থেকে লক্ষ করছে। হারমিয়নকে দেখছে।

'আপনার...আপনার প্রমাণ?' গবলিন বলল।

'প্রমাণ? আমাকে কখনোই প্রমাণের কথা জিজ্ঞেস করা হয় না!' হারমিয়ন বলল।

'ওরা জানে!' গবলিন হ্যারির কানের কাছে বলল। 'ওদেরকে অবশ্যই সতর্ক করা হয়েছে যে নকল কেউ ঢুকতে পারে!'

'আপনার যাদুদণ্ডটি হলেই চলবে,' বৃদ্ধ গবলিন তার একটু একটু কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যারি বাস্তবতা বুঝে ফেলল যে এখানকার গবলিনরা জানে যে বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি খোয়া গেছে।'

'এখনই কর! এখনই কর!' গ্রিপহুক হ্যারির কানের কাছে বলল। 'ইমপেরিয়স কার্স ছুড়ে দাও!'

হ্যারি আলখাল্লার নিচে হাউথর্ন যাদুদণ্ডটি তুলল এবং গবলিনটির দিকে ধরে জীবনে প্রথমবারের মত বলল, 'ইমপেরিও!'

একটি বিশেষ ধরণের ধাক্কা লাগল হ্যারির হাতে। একটি কেমন যেন উষ্ণ জড়ানো অনুভূতি হ্যারির মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসল। তার শিরা উপশিরাগুলো যেন কার্সের সঙ্গে মিশে গেছে। গবলিনটি হারমিয়নের হাত থেকে যাদুদণ্ডটি নিল এবং পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'আহ্ আপনি নতুন একটি যাদুদণ্ড পেয়েছেন ম্যাডাম লেস্ট্যারেঞ্জে!'

'কি!' হারমিয়ন বলল।' না ,না, এটাই আমারটা-'

'একটি নতুন যাদুদণ্ড?' ট্র্যাভার্স আবার পিছিয়ে কাউন্টারের দিকে এল। এখনো গবলিনরা খেয়াল করছে। 'কিন্তু আপনি এটা কীভাবে বানিয়েছেন, কোন প্রস্তুতকারীকে কাজে লাগিয়েছেন?'

হ্যারি কোনো চিন্তা না করেই আবার যাদুদণ্ডটি ট্র্যাভার্সের দিকে তাক করল এবং বিড়বিড় করে কার্স করল, ইমপেরিও!'

'ওহ, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,' ট্র্যাভার্স বলল। বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এবং এটি ভাল কাজ করছে? আমার সব সময় মনে হয় যেন যাদুদণ্ড একটু ভাঙা থাকা ভালো। আপনার মনে হয় না?'

হারমিয়নকে বিস্মিত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হ্যারি দেখে স্বস্তি বোধ করল যে এই অদ্ভুত কথায় হারমিয়ন কোনো মন্তব্য করল না।

গবলিনটি কাউন্টারের পেছন থেকে উঠে আসল। সে তার হাতে তালি দিল এবং অল্প বয়সী একটি গবলিন এসে দাঁড়ালো।

'আমার একটি ক্ল্যাঙ্কার দরকার,' সে ছোট গবলিনটিকে বলল। গবলিন দৌড়ে বের হয়ে গেল এবং মুহূর্তের ভেতর একটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হল। দেখে বোঝা যায় ভেতরে ধাতব জিনিসপত্র। সে ব্যাগটি সিনিয়র গবলিনের কাছে দিল।

'গুড, গুড!' সো, ম্যাডাম যদি আমার সঙ্গে একটু আসেন,' বৃদ্ধ গবলিন বলল। সে তার সিট থেকে নামল এবং চোখের বাইরে চলে গেল। 'আমি আপনাকে আপনার ভল্টে নিয়ে যাচ্ছি।'

তাকে আবার দেখা গেল কাউন্টারের পাশটায়। সে আনন্দে সঙ্গে বেলাট্রিক্সে দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে হাসছে এবং চামড়ার ব্যাগটার ভেতরের জিনিসগুলো ঝনঝন করতে থাকল। ট্র্যাভার্স স্থির দাড়িয়ে আছে, তার মুখটা হা করে আছে। রন সেদিকে তাকিয়ে এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা লক্ষ করতে থাকল।

'একটু, বোগ্রোট!'

অন্য একটি গবলিন কাউন্টারের পাশ দিয়ে বের হয়ে আসল।

'আমাদের কাছে নির্দেশ আছে,' সে বলল। হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে সম্মান জানিয়ে বো করল। 'আমাকে ক্ষমা করবেন ম্যাডাম, লেসট্র্যাঞ্জে ভল্টের উপর একটি বিশেষ আদেশ আছে।'

সে জরুরিভাবে বোগ্রোটের কানে কানে কথা বলল। কিন্তু ইমপেরিয়াস করা গবলিন মাথা নাড়ল।

'আমি সে নির্দেশ সম্পর্কে জানি, ম্যাডাম লেস্ট্যারেঞ্জ তার ভল্টটি দেখতে চান....তারা খবই পুরাতন পরিবার... পুরাতন গ্রাহক....এদিক দিয়ে প্লিজ...'

সে ঝনঝন শব্দ করে অনেকগুলো দরোজার একটি দরোজা দিয়ে প্রবেশ করল। হ্যারি ফিরে ট্র্যাভার্সকে দেখল। সে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার মাথায় কিছু নেই। তখনই হ্যারি তার যাদুদণ্ডটিতে একটি ক্লিক করে তাকে ওদের সঙ্গে পাঠানোর জন্য প্ররোচিত করল। সে দুর্বলভাবে হাঁটতে থাকল। দরোজার কাছে পৌঁছল এবং টর্চের মতো আলো জ্বালালো এবং পাথরের পথে হাঁটাত থাকল।

'আমরা বিপদে পড়েছি, ওরা সন্দেহ করেছে!' হ্যারি বলল। ওদের পেছনে ধাম করে দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি টান দিয়ে অদৃশ্য আলখাল্লাটি খুলে ফেলল। গ্রিপহুক লাফ দিয়ে কাঁধের থেকে নেমে পড়ল। হ্যারিকে আকস্মিকভাবে ওদের মাঝখানে দৃশ্যমান হতে দেখে বোগ্রোট বা ট্র্যাভার্স কেউ সামান্যতম অবাক হল না। রন এবং হারমিয়নকে বিষয়টি নিয়ে হতবাক হতে দেখে হ্যারি বলল, 'ওদেরকে ইমপেরিয়াস কার্স করা হয়েছে।' দেখা গেল কার্সের ফলে দুজনই অর্থহীন চোখে তাকিয়ে আছে। 'আমার মনে হয় না যে আমি যথেষ্ট শক্তভাবে করতে পেরেছি, আমি ঠিক জানি না....'

অন্য একটি স্মৃতি হ্যারির মনে এল। সে যখন আনফরগিভাবল কার্স করতে চেষ্টা করেছিল তখন আসল বেলাট্রিক্স ওর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠেছিল: '*ইউ নিড টু মিন দেম হ্যারি!*'

'আমরা কী করছি?' রন বলল। 'আমরা কি এখন বের করতে পারি?'

'যদি আমরা পারি,' হারমিয়ন বলল। সে ফিরে হল রুমের দরোজার দিকে তাকালো। দরোজার বাইরে কী হচ্ছে কে জানে!

'আমরা অনেক দূর চলে এসেছি,' হ্যারি বলল। 'আমি বলছি আমরা কাজ চালিয়ে যাব।'

'গুড!' গ্রিপহুক বলল। 'তাহলে বোগ্রোটকে আমাদের লাগবে কার্টটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। আমার এখন অথোরিটি নেই। কিন্তু উইজার্ডদেরও কোনো সুযোগ নেই।'

হ্যারি ট্র্যাভার্সের দিকে যাদুদণ্ড তাক করল।

'ইমপেরিও!'

একটি অন্ধকার জায়গার দিকে ট্র্যাভার্স ঘুরল।

'ওকে দিয়ে কী করাচ্ছ?'

'লুকিয়ে রাখলাম,' সে যাদুদণ্ডটি বোগ্রোটের দিকে তাক করল। সে শিস দিয়ে একটি ছোট কার্টকে সামন করলো। কার্টটি চাকার উপর ঘরঘর করে অন্ধকার থেকে ওদের দিকে এল। হ্যারি নিশ্চিত যে ওদের পেছন থেকে চিৎতার চেচামেচির আওয়াজ হচ্ছে। ওরা সবাই কার্টটিতে উঠে বসল। প্রথমে বোগ্রোট, তার পেছনে গ্রিপহুক, হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন। পেছনে ওরা জড়োসড়ো হয়ে বসেছে।

একটি ঝাকি দিয়ে কার্টটি চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে গতি বাড়ছে। ওরা দ্রুত ট্যাভার্সের পাশ দিয়ে গেল। সে ছিটকে দেয়ালের উপর গিয়ে পড়ল। তারপর কার্টটি লাফিয়ে বাক নিল প্যাসেজের ভেতর দিয়ে। সেটি শুধু নিচের দিকে নামতে থাকল। হ্যারি কার্টের ঘরঘর শব্দের জন্য অন্য কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। তার চুলগুলো পেছন দিকে উড়ছে। একের পর এক পোস্ট পার হয়ে ওরা যেন গভীর

থেকে গভীরে প্রবেশ করছে। কিন্তু হ্যারি ঘুরে ঘুরে পেছনে তাকাতে থাকল। ওরা হয়তো অসংখ্য পায়ের ছাপ পেছনে ফেলে এসেছে। হয়তো আরো বেশিষ বোকামি করেছে, হয়তো হারমিয়নকে বেলাট্রিক্স সাজানোতে বোকার মত ভুল ছিল। বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি ব্যবহার করায় ডেথ-ইটাররা জানে এটা কার কাজ–

হ্যারি আগে গ্রিনগোটসের যতটুকু গভীরে গেছে এখন ওরা তার চেয়েও গভীরে। ওরা এই গতির ভেতরও চুল বেধে নিল যাতে সবকিছু দেখতে পারে। সেকেন্ড কয়েকের ভেতর ওরা দেখল কার্টের ট্রাকের উপর ঝরনার পানি পড়ছে। হ্যারি গ্রিপহুককে চিৎকার করতে শুনল,'না!' কিন্তু কোনো গতি রোধ হল না। ওরা সে ঝরনার পানির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করল। পানি হ্যারির চোখ মুখ ভিজিয়ে দিল। সে না পারছে দম নিতে না পারছে দেখতে। কার্টটি একটি ঝাকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল। ওরা সবাই সেটি থেকে ছিটকে পড়ল। কার্টটি গিয়ে একটি দেয়ালের উপর পড়ল এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হ্যারি শুনল হারমিয়ন চিৎকার করল। এবং হ্যারি বুঝতে পারল সে মাটির উপর, পাথরের মেঝের উপর পড়েছে কিন্তু ব্যাথা নেই।

'কু-কুশনিং চার্ম,' হারমিয়ন কোনো রকমে বলল। রন তাকে টেনে তুলল। কিন্তু হ্যারি ভয়ানক দৃষ্টিতে দেখল যে সে আর বেলাট্রিক্সের ছদ্মবেশে নেই। বরং সে গায়ের চেয়ে বড় একটি গাউন পরা হারমিয়ন। সে পুরোপুরি ভেজা। রনের চুলগুলো লাল এবং দাড়ি উধাও হয়ে গেছে। ওরা ব্যাপারটি বুঝতে পারল একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে।

'চোরদের ব্যর্থতা,' গ্রিপহুক বলল। সে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালো এবং ট্র্যাকের উপরের প্রচুর পানি দেখতে পেল। হ্যারি এখন জানে যে পানির বদলে এটা অন্য কিছু। গ্রিপহুক আবার বলল, 'এই পানি সব যাদুর চার্ম ধুয়ে নিয়েছে! সব ধুয়ে নিয়েছে! ওরা জানে যে ছদ্মবেশে কেউ ঢুকেছে। তাই ওরা সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে রেখেছে!'

হ্যারি দেখল হারমিয়ন চেক করে দেখছে তার এমবেডেড ব্যাগটি আছে কিনা। হ্যারি নিজেও দ্রুত জ্যাকেটের নিচে হাত দিয়ে দেখল অদৃশ্য আলখাল্লাটি ঠিক আছে কিনা। সে বোগোটের দিকে তাকিয়ে দেখল অবাক হয়ে সে মাথা নাড়ছে। চোরদের ব্যর্থতায় ইমপেরিয়াস কার্স মুছে গেছে।

'ওকে আমাদের দরকার!' গ্রিপহুক বলল। 'একজন গ্রিনগোটস গরলিন ছাড়া আমরা ভল্টের ভেতর ঢুকতে পারব না। এবং আমাদের ওই যন্ত্রপাতিও দরকার হবে!'

'ইমপেরিও!' হ্যারি আবার বলল। তার গলার শব্দ পাথরের প্যাসেজের ভেতর দিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। হ্যারি লক্ষ করল তার মাথা এবং যাদুদণ্ডের ভেতর দিয়ে

একটি প্রবাহ চলে গেল। বোগ্রোট আবার আগেরমত অনুগত হয়ে গেল। রন নিচু হয়ে দ্রুত ধাতুর ব্যাগটি তুলে নিল।

'হ্যারি, আমি লোকজনের ধেয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!' হারমিয়ন বলল। সে বেলাট্রিক্সের যাদুদণ্ডটি ঝরনার সেই পানির দিকে ধরল এবং চিৎকার করে বলল, 'প্রোটেগো!'

ওরা দেখল শিল্ড চার্ম ভেঙে গেছে এবং যাদু করা ঝরনার পানি বন্ধ হয়ে গেছে।

'ভাল চিন্তা!,' হ্যারি বলল। 'গ্রিপহুক পথ দেখিয়ে চলো।'

'আমরা আবার বের হবো কীভাবে?' রন বলল। ওরা দ্রুত হেটে চলছে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। বোগ্রোট রীতি মতো একটি বুড়ো কুকুরের মত হাপাচ্ছে।

'সেটা সময় মত চিন্তা করো!' হ্যারি বলল। সে কিছু একটা শুনতে চেষ্টা করছে। তার মনে হল কাছাকাছি কিছু ধাতব এবং কিছু নড়াচড়ার শব্দ পেল। সে গ্রিপহুককে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূর!'

'খুব বেশি দূর না হ্যারি পটার! খুব দূর না-'

ওরা একটি কোণের দিকে বাক নিল এবং যা দেখল সে জন্য হ্যারি প্রস্তুত ছিল। ওই কারণে ওদের দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

একটি বিশাল দর্শন ড্রাগন আটকে আছে মাটির সঙ্গে। চার অথবা পাঁচটি ভল্টে প্রবেশের পথ আগলে আছে। এর পেছনের দিকটা আটকানো মাটির সঙ্গে। চোখ দুটো গোলাপি। পা দু'টি শেকলের সঙ্গে বাধা এবং সেই শেকল পাথরের মেঝের মধ্যে প্রোথিত। এর বিশাল চোখা পাখা দুটো শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। পাখা দুটো খুললে পুরো চেম্বার পর্যন্ত পৌছে যাবে। ড্রাগনটি ওদের দিকে কুৎসিৎ মাথাটি ফেলালো। এমন একটি বিকট শব্দ করল যে পাথরগুলো কাঁপতে থাকল। মুখ হা করতেই এমন বেগে আগুন বের হতে থাকল যে ওরা দৌড়ে প্যাসেজের কাছে চলে গেল।

'এটি আংশিক অন্ধ,' হাপাতে হাপাতে গ্রিপহুক বলল। কিন্তু সে কারণেই এটি আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের এটাকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা ক্ল্যাঙ্কারের শব্দ বোঝে। আমার কাছে দাও।'

রন গবলিনের হাতে ব্যাগটি দিল এবং সে ভেতর থেকে কয়েকটি যন্ত্র বের করল। ঝাকি দিলে এগুলো থেকে উচ্চ শব্দ হয়। গ্রিপহুক সেগুলো বের করলো বোগ্রোটের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং বোগ্রোট সেগুলো দুর্বল হাতে নিল।

'তুমি জানো কি করতে হবে,' গ্রিপহুক, রন, হারমিয়ন এবং হ্যারিকে বলল। 'এগুলো থেকে যখন শব্দ বের হবে তখন ড্রাগনটি যন্ত্রণা অনুভব করবে। আর সে থেমে যাবে। তখন বোগ্রোট হাত দিয়ে ভল্টের কপাট খুলে ফেলবে।'

ওরা আবার কোণার দিকে এগিয়ে গেল। ক্ল্যাঙ্কার্স ঝাকি দিতেই এক ধরণের আওয়াজ বের হয়ে পাথরের দেয়ালের উপর প্রতিধ্বনি তুলল এত বেশি আকর্ষণ করে যে হ্যারির মাথার ভেতর মনে হল কাঁপছে।

ড্রাগনটি একটি বিকট আওয়াজ করল। তারপর শান্ত হয়ে গেল। হ্যারি দেখল ড্রাগনটি কাঁপছে। ওরা কাছে গেল এবং হ্যারি দেখল সেটির মুখের উপর অনেক দাগ। বুঝতে পারল যে এই শব্দের সঙ্গে থেমে যাওয়ার ব্যাপারে এটিকে ওভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

'ওর হাত দিয়ে দরোজার উপর চাপ দেয়াও,' গ্রিপহুক হ্যারিকে বলল। হ্যারি ওর যাদুদণ্ড আবার বোগ্রোটের উপর ধরল। বৃদ্ধ গবলিনটি কথামতো কাজ করল। কাঠের উপর হাতের তালু দিয়ে চাপ দিল। ভল্টের দরোজা নরম হয়ে খুলে গেল। দেখল একটি গুহার মত জায়গায় মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত ভর্তি সোনার মুদ্রা, বড়বড় মগ, সিলভার হাতিয়ার, অদ্ভুত কোনো প্রাণীর চামড়া রয়েছে। কোনো কোনো চামড়ার সঙ্গে লম্বা, চোখা কাঁটা। ফেলে রাখা পাখা। মনিমুক্তার ফ্লাস্কের ভেতর পোশন এবং একটি মাথার খুলি, যার উপর একটি মুকুট চড়িয়ে দেয়া আছে।

'আগে সার্চ করো!' ওরা ভল্টের ভেতরেঁ ঢুকতেই হ্যারি বলল। সে আগেই হাফলপাফ কাপের বর্ণনা করেছে রন এবং হারমিয়নের কাছে। কিন্তু ভল্টে যদি অন্য কোনোভাবে, কোনোকিছুর ভেতর হরক্রুক্স রাখা থাকে তাহলে সেটা দেখতে কেমন হবে হ্যারির জানা নেই। চারদিকে দেখার সময় প্রায় নেই। কোনো কিছু মোড়ানোর শব্দ হল। কিন্তু ততক্ষণে ওদের পেছনে দরোজাটি আবার দেখা দিল এবং ওদেরকে ভেতরে রেখেই সেটি লেগে গেল। ওরা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল।

'কোনো ব্যাপার না, বোগ্রোট আমাদেরকে বের করে নিতে পারবে,' রন চিৎকার করে উঠলে গ্রিপহুক বলল।

'তোমার যাদুদণ্ডটি জ্বালাও, পারবে না? এবং হ্যারি, আমাদের হাতে সময় খুবই কম!'

'লিউমাস!'

হ্যারি ওর যাদুদণ্ডের আলো জ্বালল। ঘরে জুয়েলারির উপর আলো পড়ে সেগুলো জ্বল জ্বল করতে থাকল। সে দেখল এক কোনায় উচু শেলভে গ্রিফিনডোরের নকল তলোয়ারটি অকেজো চেইনের ভেতর রেখে দেয়া। রন এবং হারমিয়নও ওদের যাদুদণ্ডের আলো জ্বেলেছে। ওরা চারপাশে খুঁজতে থাকল।

'হ্যারি, এটা হতে পারে?-আর্গ!'

হারমিয়ন ব্যাথা পাওয়ার শব্দ করে উঠল এবং হ্যারি দ্রুত ঘুরে যাদুদন্দের

আলোতে দেখল তার হাত থেকে একটি মনি- মানিক্যের মগ পড়ে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড পরেই সারা ঘর একই রকম অসংখ্য কাপ দিয়ে ভরে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর ভেতর থেকে আসলটা খুঁজে বের করা অসম্ভব।

'এটি আমার হাত পুড়িয়ে দিয়েছে!' হারমিয়ন ককিয়ে বলল। সে তার আঙুলগুলো চুষছে।

'ওরা জেমিনো এবং ফ্লাগরান্টে কার্স দিয়ে রেখেছে,' গ্রিপহুক বলল। 'তুমি যাই ছোবে সেটিতেই হাত পুড়বে এবং অসংখ্য কপি হয়ে যাবে কিন্তু ওই কপিগুলো মূল্যহীন। কিন্তু যদি তুমি অব্যাহতভাবে হাতাহাতি করতে থাকো তাহলে সোনার জিনিসের চাপে পড়ে তোমাকে মরতে হবে।'

'ওকে, তোমরা কোনো কিছু ছুঁয়ে দিও না!' হ্যারি বলল। সে কথা বলার প্রায় সাথে সাথেই রন দুর্ঘটনাবশত একটি কাপের উপর পা দিয়ে বসল। বিশগুণ বড় হয়ে বিস্ফোরিত হল কাপটি। রন লাফ দিয়ে জায়গাটি থেকে সরে গেল। গরম ধাতুর স্পর্শে তার জুতোর খানিকটা পুড়ে গেল।

'এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো! একটু নড়বে না!' হারমিয়ন রনকে আকড়ে ধরে বলল।

হ্যারি বলল, 'শুধু চারদিকে দেখতে থাকো। কাপগুলো হল ছোট এবং গোলাকার। এর উপর বেজির ছবি খোদাই করা আছে। এর দুটি হাতল। অথবা দেখ র‍্যাভেনক্লোর কোনো প্রতীক দেখতে পাও কি না, একটি ঈগল-'

ওরা ওদের যাদুদণ্ড ধরে ধরে প্রতিটি কোণায় দেখল। তারপর অতি সতর্কতার সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরল। কোনো কিছু পায়ে মাড়িয়ে না দিয়ে উপায় নেই। হ্যারি নকল গ্যালিয়ন দিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে দিল। মগগুলো একত্র হল। এখন সামান্য জায়গা তৈরি হল ওদের পা ফেলার মত। জ্বলজ্বলে সোনাগুলো তাপে পুড়ছে। মনে হল যেন আটকা জায়গা পুড়ছে। হ্যারির যাদুদণ্ডের আলো গবলিনদের তৈরি ঢাল, শিরোস্ত্রানের উপর দিয়ে উঠতে থাকল। সেগুলো সিলিং পর্যন্ত উঠে গেছে। হ্যারি বিমের কাছাকাছি আলো ফেলতেই হঠাৎ তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড জোরে নাড়া দিয়ে উঠল। ওর হাত কেঁপে গেল।

'ওইখানে! জিনিসটা উপরে ওইখানে!'

রন এবং হারমিয়ন ওদের যাদুদণ্ডের আলো ফেলল, ফলে ছোট সোনার কাপটির উপর তিনটি আলো এসে পড়ল। ঝলমল করে উঠল, এই কাপটি ছিল হেলগা হাফলপাফের। এটি পড়ে পেয়েছিল হেপজিভা স্মিথ। এবং তার কাছ থেকে জিনিসটি চুরি করে নিয়েছিল টম রিডল।

'এবং কোনোকিছু না ছুয়ে আমরা ওটাকে আনব কীভাবে?' রন বলল।

'অ্যাকসিও কাপ!' হারমিয়ন অস্থির হয়ে বলে বসল। সে গ্রিপহুকের বলে দেয়া

কথাটা ভুলে গিয়েছিল।

'না এটা ব্যবহার করো না!' গবলিন বলল। 'তাহলে কী করা যাবে?' হ্যারি গবলিনের দিকে তাকিয়ে বলল। 'যদি তুমি তলোয়ারটি চাও, গবলিন, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য কর। কী হবে যদি তলোয়ারটি দিয়ে আমি ওটা স্পর্শ করি? হারমিয়ন ওটা আমার কাছে দাও!'

হারমিয়ন তার গাউনের ভেতর থেকে টেনে ব্যাগটি বের করল। কয়েক সেকেন্ড ভেতরে হাত দিয়ে খুঁজল। তারপর জ্বলজ্বল করতে থাকা তলোয়ারটি বের করে আনল। হ্যারি তার হাত থেকে সেটি নিল এবং বাটের কাছে ধরল। সে তলোয়ালের ধারালো আগা দিয়ে একটি কৌটার উপর ছোয়া দিয়ে দেখল। কিন্তু কোনো কিছুই হল না।

'যদি আমি তলোয়ারের আগা দিয়ে খোঁচা দিতে পারতাম- কিন্তু ওখানে উঠব কি করে?'

কাপটি যে তাকে রয়েছে তা এত উপরে যে ওদের হাতের নাগালের বাইরে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা রনও নাগাল পাচ্ছে না। ভেতরের জিনিসপত্র থেকে তাপ ছলকে বের হচ্ছে। হ্যারির মুখ এবং পিঠ বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। সে চিন্তা মগ্ন হয়ে গেছে কী করে ওই কাপটি নিচে নামানো যায় তা নিয়ে। ঠিক তখনই হ্যারি শুনতে পেল দরোজার ওপাশ থেকে ড্রাগনটি গর্জন শুরু করেছে। এবং ক্ল্যাঙ্কিং-এর শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ওরা এখন সম্পূর্ণ আটকা পড়ে গেছে। দরোজা দিয়ে ছাড়া বের হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। মনে হচ্ছে একদল গবলিন দরোজার অন্য প্রান্তে জড়ো হয়েছে। হ্যারি রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা ভয়ে কাতর হয়ে গেছে।

ধাতব শব্দ আরো বাড়তে থাকলে হ্যারি বলল, 'হারমিয়ন, আমি উপরে উঠব, ওটা আমাদেরকে তুলে নিতেই হবে-'

হারমিয়ন ওর যাদুদণ্ড তুলল। হ্যারির দিকে তাক করে বলল, 'লেভিকরপাস!'

হাটুতে ভর করে হ্যারি শুন্যে উপরে উঠে গেল। হ্যারি বেশ কয়েকটি হাতিয়ার এবং রেপ্লিকাকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হতে থাকল। সেগুলো গায়ের উপর গিয়ে পড়ায় রন, হারমিয়ন এবং গবলিন দু'টি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ওরা অন্যান্য জিনিসগুলোর উপর গিয়ে পড়ল। সেগুলো থেকেও বিস্ফোরণের মত রেপ্লিকা বের হতে থাকল। লাল তপ্ত জিনিসগুলোর ভেতর থেকে তলোয়ারের আগাটি কাপের হাতলে ঢোকাতে প্রচণ্ড চেষ্টা করল, চিৎকার করল। হ্যারি হুকের মত ঢুকিয়ে ফেলল।

'ইমপারভিয়াস!' চিৎকার করে হারমিয়ন বলল। নিজেকে রন এবং

গবলিনদের তপ্ত জিনিসগুলো থেকে রক্ষা করতে চাইল।

এরপরই হ্যারি আরো ভয়ানক চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল। নিচের দিকে তাকিয়ে হ্যারি দেখল রন এবং হারমিয়ন কোমোর পর্যন্ত জিনিসগুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে বোগ্রোটকে জিনিসের স্রোতের ভেতর থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু গ্রিপহুক ডুবে গেছে, শুধু তার লম্বা আঙুলগুলো শেষবারের মত দেখা যাচ্ছে।

হ্যারি দ্রুত গ্রিপহুকের আঙুলগুলো ধরল এবং টেনে তুলল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা কাতর গবলিনটি বেশ খানিকটা বের হয়ে গোঙাতে থাকল।

'লিবারাকারপাস!' চিৎকার করে হ্যারি বলল। সে এবং গ্রিপহুক মেঝেতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলোর ভেতরে পড়ল। তলোয়ারটি হ্যারির হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

'ওটা ধর!' হ্যারি গায়ের উপর থেকে তপ্ত জিনিসগুলো সরাতে সরাতে চিৎকার করে বলল। গ্রিপহুক ওর কাঁধে উঠে বসেছে ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। 'তলোয়ারটি কই! এটার সঙ্গেই কাপটি আছে!'

দরোজার ওপাশের ক্ল্যাঙ্কিং এর শব্দ কান ফাটিয়ে দিচ্ছে– অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে-

'ওই তো!'

গ্রিপহুক ওটা দেখেছে এবং ঝাপিয়ে সেটা ধরল। এবং তাৎক্ষণিক হ্যারির মনে পড়ল যে গবলিনরা কখনো বিশ্বাস করে না যে ওরা কথা রাখবে। একহাত দিয়ে শক্ত করে হ্যারির চুল ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে তলোয়ারের বাটটি গ্রিপহুক ধরল এবং ঘুরিয়ে সেটি হ্যারির নাগালের বাইরে নিয়ে গেল।

তলোয়ারের গেথে থাকা ছোট কাপটির হাতল ছুটে শুন্যে উঠে গেল। গবলিন তখনো হ্যারিকে শক্ত করে পেচিয়ে ধরে আছে। হ্যারি লাফ দিয়ে কাপটি ধরল। যদিও সেটি হ্যারির চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু হ্যারি ছাড়ল না। তার হাতের ভেতর থেকে হাফলপাফ কাপের অসংখ্য রেপ্লিকা ছড়িয়ে পড়ছে। তার গায়ের উপর পড়ছে। ঠিক তখনই ভল্টের দরোজাটি খুলে গেল। তখনই হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন পিছলে ভল্ট থেকে বাইরের চেম্বারে এসে পড়ল।

সারা শরীরে যে পোড়া যন্ত্রণা হচ্ছে সেকথা ভুলে গেল। এখনো রেপ্লিকাগুলো ভল্ট থেকে বের হচ্ছে। হ্যারি কাপটি পকেটে ভরে ফেলল এবং তলোয়ারটি নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু গ্রিপহুক সরে গেছে। হ্যারির কাঁধ থেকে সরে গিয়ে চারদিকের গবলিনদের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তলোয়ারটি উচু করে ধরে চিৎকার করে বলতে থাকল, 'চোর! চোর! তোমরা সাহায্য কর! চোর!' সে এগিয়ে আসা গবলিনদের ভীড়ের ভেতর মিশে গেল। সবার হাতে বড়বড় ছোরা। তারা ওকে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই চোর হিসাবে নিয়েছে। হ্যারির পা পিছলে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে

থাকতে বেগ পেতে হচ্ছে। সে জানে যে একমাত্র সামনের পথ দিয়ে বের হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'স্টুপিফাই!' হ্যারি বলল। রন এবং হারমিয়নও তার সঙ্গে যোগ দিল। একটি লাল আলো গবলিনদের ভেতর গিয়ে পড়ল। বেশ কয়েকটি গবলিন ছিটকে পড়ল। কিন্তু বাদবাকীগুলো এগিয়ে আসতে থাকল। হ্যারি দেখল এক পাশ দিয়ে বেশ কয়েকটি উইজার্ড প্রহরী দৌড়ে আসছে।

আটকে থাকা ড্রাগনটি গর্জন করে উঠল এবং তার মুখ থেকে আগুন বের হয়ে গবলিনদের মাথার উপর দিয়ে উইজার্ডদের দিকে গেল। হ্যারি এতে উৎসাহী হয়ে, কী মনে করে তার যাদুদণ্ডটি ড্রাগনের আটকানো দরোজার কব্জাগুলোর দিকে ধরল এবং বলল, 'রেলাশিও!'

একটি শব্দ করে ড্রাগনের আটকে রাখা কব্জাগুলো খুলে গেল।

'এই দিকে দিয়ে আসো!' সে চিৎকার করে বলল। একই সঙ্গে এগিয়ে আসা গবলিনদের দিকে স্টান ছুড়তে থাকল। সে প্রায় অন্ধ ড্রাগনটার দিকে দৌড়াতে থাকল।

'হ্যারি, হ্যারি! তুমি কি করতে যাচ্ছ!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল।

'আসো! উঠে পড়! চলে এস!-'

ড্রাগনটি বুঝতে পারেনি যে মুক্ত হয়ে গেছে। হ্যারি পা দিয়ে ড্রাগনের পেছনের পায়ের হুকের স্পর্শ পেল। সে সেটির উপর ভর করে নিজেকে ড্রাগনের পিঠের দিকে তুলে নিল। জন্তুটার পিঠ স্টিলের মত শক্ত। ফলে এটি বুঝতে পারেনি যে পিঠে কিছু আছে। সে হাত বাড়িয়ে দিল এবং হারমিয়ন তার হাত ধরে উঠে এল। রন ওদের পেছনে বেয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্তের ভেতর ড্রাগনটি বুঝতে পারল যে সে আর মাটির সঙ্গে গেঁথে নেই।

একটি গর্জন করে ড্রাগনটি উঠে দাঁড়ালো। হ্যারি হাঁটু গেড়ে শক্ত করে ধলে থাকল। ড্রাগন দুই পাখা মেলে দিল। গবলিনগুলো দু' পাশে ছিটকে পড়ল। ড্রাগন উড়াল দিল। হ্যারি, হারমিয়ন এবং রন পিঠে বসে আছে। সামনে প্যাসেজ দিয়ে যাওয়ার সময় উপরের সিলিঙের সঙ্গে ড্রাগনের বিশাল শরীর ঘষে যেতে লাগল। দু'পাশে গবলিনের ছুড়ে দেয়া ছোরাগুলো চোখের কোণে চিক চিক করে উঠছে।

'আমরা বের হতে পারব না, এটার শরীর অনেক বড়!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল। কিন্তু ড্রাগনটি মুখ হা করে আগুনের হলকা ছাড়ল টানেলটি বড় করার জন্য। টানেলের মেঝে এবং সিলিং ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকল। ড্রাগনটি ওর সামনের পায়ের নখ দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ঢুকতে চেষ্টা করল। হ্যারি চোখ আটকে রাখল উপর থেকে পাথরের খণ্ড পড়ার সময় ধুলো এবং টুকরো থেকে চোখ রক্ষা করার জন্য। সে শুধু ধরে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার দেখছে না। যে কোনো সময়

অতি জোরে ঝাকিতে খসে পড়ে যেতে পারে। ঠিক তখনই শুনল হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, 'ডিফেডিও!'

সে ড্রাগনটিকে প্যাসেজের পথ বড় করতে সাহায্য করছে। ড্রাগনটি উপরে ওঠার চেষ্টা করছে আর ছাদের অংশ ভাঙছে। গবলিনরা পেছনে পড়ে গেছে। হ্যারি এবং রনও তার দেখাদেখি তাই করল। আরো বেশি স্পেলের কারণে সিলিং ফেটে আলাদা হয়ে যেতে থাকল। ড্রাগনসহ ওরা আন্ডারগ্রাউন্ডের লেকটি পার হল। হামাগুড়ি দিয়ে আগানো ড্রাগনটি মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, সামনে সে জায়গা দেখতে পাচ্ছে। প্যাসেজে ড্রাগনের লেজের বাড়িতে পাথরের খণ্ডগুলো সব পেছনের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। গবলিনদের ধাতব শব্দ অনেকটাই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আর সামনের দিকে ড্রাগনের ভয়ানক আগুন রাস্তা পরিস্কার করে ফেলছে–

অবশেষে ড্রাগনের বন্য শক্তিতে এবং ওদের সবগুলো যাদুদণ্ডের স্পেলের কারণে সামনে মার্বেল হলের দিকে ভেঙে ওদের পথ পরিস্কার হয়ে গেল। গবলিন এবং উইজার্ডরা চিৎকার চেচামেচি করে চারদিকে দৌড়ে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করল। শেষমেষ ড্রাগন পাখা মেলার জন্য যথেষ্ট জায়গা পেল। শিং এর মত মাথাটি বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের দিকে ফেরালো। ভেতর থেকেই হয়তো সে বাতাসের ঘ্রাণ পেয়ে থাকবে। ওদের সবাইকে পিঠে এখনো শক্ত করে বসে আছে। ড্রাগনটি তার শক্তি দিয়ে ধাতব দরোজা ভেঙে বের হয়ে গেল। পেছনে ধাতব অবকাঠামো আধা ভাঙা রেখে ড্রাগন আকাশে উঠে এল।

অধ্যায়-২৭

সর্বশেষ পালানোর জায়গা

ড্রাগনটিকে কোনোদিকে ঘোরানোর কোনো উপায় নেই। ড্রাগনটি দিকবেদিক ছুটছে, সে জানে না যে কোনদিকে যাচ্ছে। এবং হ্যারি জানে এটি যদি হঠাৎ বাঁক নেয় অথবা যদি ওলোটপালট খায় তাহলে কোনো ভাবেই তার পিঠে সেটে থাকা যাবে না। ড্রাগনটি উপরে থেকে আরো উপরে উঠে যাচ্ছে। এততা উপরে যে লন্ডন শহরটা সবুজ মানচিত্রের মত দেখা যাচ্ছে। তারপরও হ্যারি এক ধরণের কৃতজ্ঞতা বোধ করল ড্রাগনটির প্রতি, কারণ সে ছাড়া ওখান থেকে বের হয়ে আসা অসম্ভব ছিল। ড্রাগনের ধাতবের মত পিঠের উপরে উবু হয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে চামড়ার পোড়া জায়গায় লাগছে। ড্রাগনের পাখা দুটি উইন্ডমিলের মত বাতাসে ঝাপটা দিচ্ছে। ভয়ে না আনন্দে বোঝা গেল না রন পেছনে বকবক করছে আর হারমিয়ন মনে হল ফুপিয়ে কাঁদছে।

মিনিট পাঁচেক পর, ড্রাগন ওদের ফেলে দিতে পারে হ্যারির এই ভয়টা কেটে গেল । কারণ এটির আন্ডারগ্রাউন্ডের ওই কারাবাস থেকে শুধু উড়ে দূরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে খেয়াল না থাকাটাই স্বাভাবিক । কিন্তু প্রশ্ন হল

কতক্ষণে এবং কীভাবে এই বিশাল প্রাণীটির পিঠ থেকে ওরা নামতে পারবে। ড্রাগনটি নিচে নামা ছাড়া কতক্ষণ উড়তে পারে সে সম্পর্কে হ্যারির কোনো ধারণা নেই। অথবা বিশেষ করে এই ড্রাগনটি নামার জন্য কীভাবে একটি ভাল জায়গা খুঁজেঁ পাবে, তাও আবার সেটি চোখে কম দেখে?

হ্যারি চারদিকে তাকাতে থাকল, সে মনে মনে ভাবল যেন যখন তখণ স্কারটিতে চুলকাতে শুরু করতে পারে...।

ভোল্ডেমর্টের জানতে কত সময় লাগবে যে তারা বেলাট্রিক্সের ভল্ট ভেঙে প্রবেশ করেছিল? কত সময়ের মধ্যে গবলিনরা ভোল্ডেমর্টকে জানিয়ে থাকতে পারে? ভল্ট থেকে কী নেয়া হয়েছে সেটা বুঝতে কত সময় লাগবে? এবং কখন বুঝবে যে সোনার কাপটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে? শেষ পর্যন্ত ভোল্ডেমর্ট জেনে যাবে যে ওরা হরক্রুক্স নিতে ঢুকেছিল...

ড্রাগনটিকে মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা এবং পরিস্কার বাতাস চাইছে। ড্রাগনটি আরো উপরে হালকা অস্পষ্ট ঠাণ্ডা মেঘ পর্যন্ত উঠে গেল। হ্যারি এখন আর শহরের বাইরে দিয়ে যাওয়া লাল বিন্দুগুলো দেখতে পাচ্ছে না। ওগুলো ছিল গাড়ি। একের পর এক গ্রাম এলাকা পার হল, যেগুলোতে রাস্তা ও নদীগুলোকে মনে হল মাটির উপর ফিঁতার মত দাগ কাটা।

'এটা কী করতে চাচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?' রন উচ্চস্বরে বলল। ওরা উড়ে উত্তর থেকে আরো উত্তরের দিকে যাচ্ছে।

'বলতে পারছি না,' হ্যারিও উচ্চস্বরে বলল। তার হাত অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে হাত বদল করার সাহস পেল না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হ্যারি ভাবছে যদি এটি সমুদ্রের গভীরের দিকে রওয়ানা দেয় তাহলে ওরা কী করবে? সমুদ্রের কোনো উপকূলে বোট সেলিং দেখলে ওর ওপর লাফ দেহে কি না! হ্যারির ঠাণ্ডা লাগছে এবং হাত পা অবশ হয়ে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভয়ানক ক্ষুধা এবং পানি পিপাসাও চেপেছে হ্যারির। তখন সে ভাবল এই প্রাণীটি কখন খেয়েছে। তাকেও তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। এই সময় আবার মনে হল, কী হবে যদি বুঝতে পারে যে উপযুক্ত তিনটি খাবার তার পিঠের উপর আছে?

এ সময় ওরা আকাশে কিছুটা নিচের দিকে নেমে এল। এখনও নিচে নীল দেখা যাচ্ছে। এখনো ড্রাগন ছোট বড় শহর পার হচ্ছে। তার বিশাল পাখা দু'টোর ছায়া খণ্ড খণ্ড কাল মেঘের মত শহরগুলোর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ড্রাগনের পিঠে ধরে বসে থাকতে থাকতে এখন হ্যারির শরীরের সর্বত্র তীব্র ব্যাথা করছে।

রন উচ্চস্বরে বলল, 'আমরা একটু নিচে নেমেছি বলে মনে হচ্ছে?'

হ্যারি নিচের দিকে তাকিয়ে গাঢ় সবুজ পাহাড়, লেক এবং রক্তিম সুর্যাস্তের

দৃশ্য দেখতে পেল। দৃশ্যগুলো আরো বড় হতে থাকল। নিচের সব কিছু স্পষ্ট থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ড্রাগনটির পাশ দিয়ে নিচের দিকে দেখল এবং ভাবল সুর্যালোর প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে এটি স্বচ্ছ পানি খুঁজছে কি না।

ড্রাগনটি নিচের থেকে আরো নিচে চক্কর দিয়ে নামতে থাকল। মনে হল একটি লেকের পাশে নামতে চাচ্ছে।

'আরো নিচে নামলে আমরা ঝাপ দেব!' হ্যারি অন্যদের উদ্দেশে বলল। 'এটি আমাদের অস্তিত্ব জানার আগেই আমরা পানিতে ঝাপ দেব!'

ওরা সম্মত হল। হারমিয়নকে একটু পরিশ্রান্ত মনে হল। এবার হ্যারি দেখতে পেল ড্রাগনের হলুদ পেটের প্রতিবিম্ব পানির উপর দেখা যাচ্ছে।

'এখন!'

হ্যারি পা নিচের দিকে দিয়ে ড্রাগনের পিঠ থেকে পিছলে সোজা পানির দিকে ঝাপ দিল। লাফ দেয়ার সময় যতটা ভেবেছিল লেকটি তার চেয়েও বেশি নিচে মনে হল। এত উপর থেকে পড়ে হ্যারি সোজা পানির নিচের ঠাণ্ডা সবুজ গাছগাছালির জগত পর্যন্ত চলে গেল। সে জোরে পায়ে ধাক্কা দিয়ে উপরের দিকে উঠল। সে হাঁপাতে থাকল। দেখল রন এবং হারমিয়ন যেখানে পড়েছে সেখান থেকে পানি চলকে উঠছে। ড্রাগনটি কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই সেটি ৫০ ফুটের মত দূরে চলে গেছে এবং পানির উপরিতলে ছুই ছুই করে নাক দিয়ে পানি প্রায় স্পর্শ করছে। লেকের গভীর থেকে রন এবং হারমিয়ন যখন উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পানি ছিটাতে থাকল, তখন ড্রাগন উড়ে যাচ্ছে। জোরে জোরে পাখা ঝাপটে সেটি গিয়ে লেকের অন্য ধারে বসল।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন অন্য প্রান্তের দিকে ছুটতে শুরু করল। লেকটি অতটা গভীর মনে হচ্ছে না: কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরই পানির ভেতরের গাছ গাছালি, কাদার কারণে চলা দুস্কর হয়ে উঠল। এরচেয়ে সাঁতার কাটা ভাল। ওর পুরোপুরি ভেজা শরীর ভারি হয়ে উঠেছে। পিচ্ছিল ঘাসের উপর গিয়ে হাঁপাতে থাকল। একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

হারমিয়ন গা ছেড়ে দিয়েছে। সে কাশছে এবং প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। যদিও হ্যারি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো কিন্তু সে দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ালো এবং যাদুদণ্ড দিয়ে ওদের চারদিকে প্রোটেকশন চার্ম এঁকে দিল।

কাজটি শেষ করে সে ওদের কাছে ফিরে এল। এই প্রথম ভল্টের অভিযানের পর ওদের দিকে হ্যারি ভালো করে দেখল। দু'জনেরই মুখে, হাতে ও অন্যান্য স্থানে দগদগে পোড়া দাগ। পরণের কাপড়ের জায়গায় জায়গায় পুড়ে আছে। ওরা গাছ গাছালির রস দিচ্ছে এবং ব্যাথায় মুখটা কুঁঞ্চিত করছে। হারমিয়ন হ্যারির হাতে অষুধের বোতলটি দিল। এবং আরো তিনটি ফলের রসের বোতল টেনে বের

করল। তারপর তিনজনের জন্যই ধোয়া, শুকনো গাউন বের করল। এগুলো সে সেল কটেজ থেকে নিয়ে এসেছিল। ওরা কাপড় পাল্টে নিয়ে ঢকঢক করে ফলের রস খেল।

'ওয়েল, ভালো দিকটি হল আমরা হরক্রুক্সটা পেয়ে গেছি,' রন বলল। সে তার সেরে উঠতে থাকা ক্ষতগুলো দেখছে। 'আর মন্দ দিক হল-'

'-তলোয়ারটি নেই,' হ্যারি দাঁতে দাঁত চেপে জিন্সের প্যান্টের ভেতর দিয়ে পায়ের ক্ষতে অষুধ ঢালতে ঢালতে বলল।

'তলোয়ার নেই,' রন রিপিট করল। 'ওই বেঈমান ছোট নোংরাটি-'

হ্যারি ভেজা জ্যাকেটের পকেট থেকে হরক্রুক্সটি বের করল। সে কেবলই জ্যাকেটটি খুলে রেখেছে। এবং হরক্রুক্সটি ঘাসের উপর ওদের সামনে রাখল। সূর্যের আলোতে চকচক করছে। ওরা ঢকঢক করে জুস পান করতে থাকল।

'এখানে অন্তত আমরা কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে পারি। এটির কারণে আমাদের লাল ও অদ্ভুত দেখা যাবে,' রন বলল। সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছল।

হারমিয়ন লেকের অপর পারের দিকে তাকালো। ড্রাগনটি এখনো পানি খাচ্ছে।

'ওটার কী হবে বলে মনে হয়,' হারমিয়ন বলল।

'ড্রাগনটি কি সুস্থ হতে পারবে?'

রন বলল, 'তুমি হ্যাগ্রিডের মত কথা বলছ। ও একটা ড্রাগন হারমিয়ন! ও নিজেই নিজেকে ঠিক করে নেবে। বরং আমাদের চিন্তা করার আরো বিষয় রয়েছে।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'ওয়েল আমি জানি না তোমাকে কীভাবে বলব,' রন বলল। 'কিন্তু আমার ধারণা ওরা হয়তো ইতিমধ্যে জেনে থাকবে যে আমরা গ্রিনগোট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছি।'

ওরা তিনজনই হাসতে শুরু করল। তিনজনের কেউ হাসি থামাতে পারছে না। হাসতে হাসতে হ্যারি পাঁজরে ব্যাথা অনুভব করল। ক্ষুধায় মাথাটা একটু হালকা হয়ে এসেছে। কিন্তু সে লাল হয়ে আসা আকাশের নিচে আবার ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। সে গলা শুকিয়ে না আসা পর্যন্ত হাসতে থাকল।

'তা হলে এখন আমরা কী করব?' হারমিয়ন হাসি রেখে সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'সে শীঘ্রই জেনে যাবে, তাই না? ইউ-নো-হু জেনে যাবে যে আমরা তার হরক্রুক্সের সন্ধান পেয়েছি!'

রন ভরসা নিয়ে বলল, 'হয়তো এমনো হতে পারে যে কেউ তাকে বলতে সাহস পাবে না। হয়তো ওরা বিষয়টি ঢেকে ফেলতে-'

রনের গলার শব্দ, আকাশ, পানির ঘ্রাণ সব কিছু হ্যারির কাছ থেকে দূর হয়ে গেল। হ্যারির মাথার যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে তলোয়ার দিয়ে কেউ আঘাত করেছে। দেখল সে একটি আলো আধারি রুমে দাঁড়িয়ে আছে। একদল উইজার্ড অর্ধ চক্রাকারে তার সম্মুখে দাঁড়ানো। এবং মেঝেতে তার সামনে উবু হয়ে আছে একটি ছোট শরীর।

'তুমি কী বললে আমাকে?' তার কণ্ঠস্বর দরাজ কিন্তু শীতল। তার ভেতর থেকে ক্রোধ ঠিকরে উঠছে। একটা বিষয়ে সে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু এটা সত্যি হতে পারে না। সে বুঝতে পারছে না এটা কী করে সম্ভব...

গবলিনটি ভয়ে কাঁপছে। তার সামনে উচুতে লাল চোখের দিকে সে তাকাতে পারছে না।

'আবার বল,' ভোল্ডেমর্ট বিড়বিড় করে বলল। 'আবার বল!'

'ম-মাই ল-লর্ড, তোতলাতে থাকল গবলিন। ভয়ে তার কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে। 'ম-মাই ল-লর্ড...আ-মরা ...চে-ষ্টা ক-রেছি ছ-ছদ্ম বে-বেশ ধা-রীদের থা-থামাতে। ভে-ভে-ঙে লে-লেষ্ট্র্যা-ঞ্জে-সে ঢু-ঢুকে- ভ-ভল্টে-'

'ছদ্মবেশধারী?' কি ছদ্মবেশধারী? আমি তো জানি গ্রিনগোট সব সময় ছদ্মবেশ প্রকাশ করে দেয়?'

'ও-ওই হ্যা-হ্যা-রি প-পটার আর স-সঙ্গীরা...'

'এবং তারা নিয়ে গেল?' তার কণ্ঠ উচ্চ হয়ে উঠছে। 'আমাকে বল! কী নিয়েছে ওরা!'

রাগে ক্ষোভে তার নিজের কাছে নিজেকে অদ্ভুত মনে হল। সে যেন পাগল হয়ে গেছে, এটা হতে পারে না, অসম্ভব। এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। এই ছেলে কী করে এই গোপন খবর জানবে?

এলডার ওয়্যান্ডটি উপরে তুলল এবং সারা ঘরে সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে থাকা গবলিনটি ঘুরে পড়ে গেল। অন্য যারা ছিল তারা ভয়ে এদিক সেদিক ছুটল। বেলাট্রিক্স এবং ম্যালফয় দরোজার দিকে দৌড়িয়ে পলায়নরত গুলোর দিকে কার্স ছুড়ে দিল। যারা এই সংবাদ এনেছিল, যাদের কাছ থেকে সোনালী কাপের খবর জানল তারা সবাই নিহত হল-

মৃতদের ভেতর দিয়ে সে হাঁটতে থাকল। তার সম্পদ, তার নিরাপত্তা, তার অমরত্বের চাবিকাঠি... সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, কাপটি চুরি হয়ে গেছে। কী হবে যদি অন্যসব সম্পর্কে ওই ছোকরাটি জেনে যায়? সে কি জানতে পারে? সে কি সেগুলো খুঁজতে শুরু করেছে? এর পেছনে কি ডাম্বলডোর আছে? ডাম্বলডোর সে সব সময় তাকে জ্বালাতো, ডাম্বলডোর, তার আদেশে মারা গেছে। ডাম্বলডোর, মৃত্যুর পর জটিল হয়ে ওই ছোকরার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে কি, ওই ছোকরা-'

কিন্তু নিশ্চয়ই ওই ছোকরা যদি কোনো হরক্রুক্স ভেঙে থাকে তাহলে তো, সে, ভোল্ডেমর্ট তা জানবে- অনুভব করতে পারবে? সে হল সবার মধ্যে বিখ্যাত উইজার্ড, সবচেয়ে ক্ষমতাধর একজন। সে ডাম্বলডোরের হত্যাকারী, আরো কত নাম না জানা লোকের হত্যাকারী তার ইয়ত্তা নেই। কী করে লর্ড ভোল্ডেমর্টের জানার বাইরে থাকে। সে নিজে এতটা গুরুত্বপূর্ণ এতটা মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও কে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে, কে তার ক্ষতি করছে, সে কথা জানবে না?

এটা ঠিক, সে তার ডায়েরি ধ্বংসের কথা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে বুঝেছে যে এর কারণ হল তার শরীরটা বোঝার মত না....না, নিশ্চিত যে অন্যগুলো সব নিরাপদে আছে। অন্য হরক্রুক্সগুলো নিশ্চয়ই অক্ষত আছে...

কিন্তু অবশ্যই তাকে জানতে হবে, অবশ্যই তাকে নিশ্চিত হতে হবে....সে রুমের ভেতর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকল। পায়ের কাছে থাকা গবলিনগুলোর লাশ লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। এবং তার উত্তপ্ত মস্তিস্কের ভেতর ছবি ধরা দিল : একটি লেক, একটি ছোট বিল্ডিং এবং হোগার্টস...

তার প্রচণ্ড ক্ষোভ একটু দমে আসল : ছেলেটি জানবে কী করে যে সে গাউন্টে রিংটি লুকিয়ে রেখেছে? কেউ এখন পর্যন্ত জানে না যে তারসঙ্গে গাউন্টের কোনো সম্পর্ক আছে। সে গাউন্টের সঙ্গে সংযোগটাকে লুকিয়ে রেখেছে; রিংটি অবশ্যই সেখানে নিরাপদে ছিল।

কীভাবে ওই ছেলেটি, অথবা অন্য যে কেউ গুহাটি সম্পর্কে জানবে, অথবা এর প্রোটেকশন ভেদ করবে? লকেটটি চুরি করার মত ধারণা একেবারে অবাস্তব...

স্কুলে যেমন, সে একা জানতো হোগার্টের কোথায় সে হরক্রুক্স গুজে রেখেছে, কারণ ওখানের গোপন জায়গাটিতে তার একারই প্রবেশের সুযোগ ছিল....

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সে প্রতিটি গোপন জায়গায় যাবে এবং তার প্রত্যেকটি হরক্রুক্স-এ ডাবল করে প্রোটেকশন দিতে হবে, কাজটি করতে এলডার ওয়্যান্ডের মত খাটুনি করতে হবে, এবং কাজটি সে অবশ্যই একা করবে....

কোনটায় তার প্রথম যাওয়া উচিত? কোনটা সবচেয়ে বিপদজনক জায়গায় আছে?

পুরাতন অস্বস্তি তার ভেতরে জ্বলে উঠল। ডাম্বলডোর তার নামের মাঝের অংশটি জানতো... ডাম্বলডোর গাউন্টের সঙ্গে সংযোগ করে দিয়ে থাকতে পারে তার গোপন জায়গাগুলোর মধ্যে ওদের এই পরিত্যক্ত বাড়িটি সবচেয়ে কম নিরাপদ, ওখানেই তাকে আগে যেতে হবে..

লেকটি, নিশ্চিত যে সেটা অসম্ভব....ক্ষীন সম্ভাবনা আছে তার বিগত দিনের অরফানেজে থাকাকালীন অন্যায়গুলো সম্পর্কে ডাম্বলডোর জেনে থাকতে পারে।

এবং হোগার্টস... কিন্তু সে জানে যে সেখানে তার হরক্রুক্সগুলো নিরাপদ।

কেনো নির্দেশ না পেলে হ্যারি পটারের জন্য অসম্ভব হগসমিডে প্রবেশ করা। তারপরও বুদ্ধিমানের কাজ হবে স্নেইপকে সতর্ক করে দেয়া যে ছেলেটি ক্যাসলে পুনরায় ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। কেন ছেলেটি ঢুকতে পারে সে কথা স্নেইপকে বলা অবশ্যই বোকামি হবে। বেলাট্রিক্স এবং ম্যালফয়ের উপর বিশ্বাস রাখা চরম বোকামি হয়ে গেছে। ওদের নির্বুদ্ধিতা এবং অসাবধানতা প্রমাণ করেছে না যে ওদের ওপর বিশ্বাস রাখাটা উচিত হয়নি?

সে প্রথমে গাউন্ট স্যাকে যাবে, তারপর সে সঙ্গে নাগিনীকে নেবে। এখন থেকে সে আর নাগিনীকে দূরে রাখবে না... সে লম্বা পা ফেলে রুম থেকে বের হয়ে হলের ভেতর দিয়ে অন্ধকার বাগানে প্রবেশ করল যেখানে ঝরনা রয়েছে। সে পারসেলটাঙ করে নাগিনীকে ডাকল এবং সে একটি লম্বা ছায়ার মত বেরিয়ে তার কাছে এল...

হ্যারি নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল। তার চোখ দুটো ঝট করে খুলে গেল। সে একটি লেকের পারে শুয়ে আছে, সুর্যাস্তের সময়। রন এবং হারমিয়ন তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করছে। তার ওই অব্যাহত স্কারের যন্ত্রণার কারণে সে যে ভোল্ডেমর্টের ভেতরে প্রবেশ করেছে তা বুঝতে বাকী থাকল না। সে কষ্ট করে উঠে বসল, হ্যারি কাঁপছে। মনে মনে অবাক হল যে তার গা এখনো ভেজা, এবং দেখল যে কাপটি তার সামনে ঘাসের উপর নিশ্চল পড়ে আছে। সুর্যের সোনালী আলোর সঙ্গে লেকের নীল জল মিশে আছে।

'সে জানে,' ভোল্ডেমর্টের ওই চিৎকারের পর হ্যারির নিজের কণ্ঠ নিজের কাছে খুব অচেনা মনে হল। 'সে জানে, এবং সে অন্য হরক্রুক্সগুলো চেক করতে যাচ্ছে।' হ্যারি উঠে দাড়ালো। 'এবং শেষ হরক্রুক্সটি আছে হোগার্টে। আমি জানতাম! আমি সেটা জানতাম।'

'কি?'

রন তাকিয়ে আছে। হারমিয়ন হাটুর উপর ভর করে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে।

'কিন্তু তুমি কী দেখলে, তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমি দেখলাম সে কাপটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে, আমি... আমি তার মস্তিষ্কের ভেতর প্রবেশ করেছিলাম, হ্যারি স্মরণ করল লোকগুলোর মৃত্যুর কথা। 'সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে আতঙ্কিতও। সে বুঝতে পারছে না যে আমরা কীভাবে জানলাম। এবং সে এখন খোজ করে দেখতে যাচ্ছে যে অন্যগুলো নিরাপদে আছে কি না। প্রথমে সে রিংটার খোজ করছে। সে ভাবছে যে হোগার্টরটা সবচেয়ে নিরাপদে আছে। কারণ সেখানে স্নেইপ আছে। আর সেখানে ঢোকা বা গোপনে খোজ করা খুবই মুশকিল। আমার ধারণা সে ওই জায়গাটায় সবচেয়ে

পরে চেক করবে। যদিও সে সেখানে এক ঘন্টার ভেতরই হাজির হতে পারে-'

'তুমি কী দেখেছ যে হোগার্টের কোন জায়গাটায় সেটি আছে?' রন জানতে চাইল।

'না, সে স্নেইপকে সতর্ক করে দেয়ার কথা চিন্তা করছে। ঠিক কোথায় আছে সেটা নিয়ে সে চিন্তা করেনি'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হারমিয়ন উত্তেজিতভাবে বলল। রন হরক্রুক্সটি হাতে নিল এবং হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লাটি বের করল। 'আমরা এখনই যেতে পারি না! আমরা এখন পর্যন্ত প্লানও করিনি, আগে আমাদের প্রয়োজন-'

'আমাদের রওয়ানা হতে হবে, এক্ষুনি,' হ্যারি দৃঢ়ভাবে বলল। সে একটু ঘুমানোর কথা ভেবেছিল। একটি নতুন তাবুর কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু সেটা এখন অসম্ভব : 'তুমি কি চিন্তা করতে পারো সে যদি বুঝতে পারে যে লকেট এবং রিংটি নেই তাহলে সে কী করবে? কী হবে যদি সে হোগার্টের হরক্রুক্সটি সরিয়ে নেয়, যদি মনে করে যে ওখানে সেটি নিরাপদ নয়?'

'কিন্তু আমরা ঢুকব কিভাবে?'

হ্যারি বলল, 'আমরা হগসমিডে যাব। আমরা সেখানে বুঝে দেখতে চেষ্টা করব। বুঝতে চেষ্টা করবো কী ধরণের প্রোটেকশন স্কুলের চারপাশে ব্যবহার করা হয়েছে। আলখাল্লার নিচে আসো হারমিয়ন! এবার আমরা সব একসঙ্গে থাকতে চাই।'

'কিন্তু আমাদের তিনজনের জায়গা-'

'অন্ধকার হয়ে আসছে, আমাদের পা বেরিয়ে থাকলেও কেউ লক্ষ করবে না।'

কালো পানির উপর বিশাল ড্রাগনের পাখার থপথপ শব্দ হল। ড্রাগন পেট ভরে পানি খেয়ে উড়াল দিয়েছে। ওরা প্রস্তুত হয়ে বসে সেটিকে উপরে থেকে আরো উপরে উঠে যেতে দেখল। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসায় আকাশ কালো দেখা গেল। তারপর কাছের একটি পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। হারমিয়ন হেটে সামনে এসে দু'জনের মাঝখানে নিজের জায়গাটায় দাঁড়ালো। হ্যারি আলখাল্লাটি যতটা সম্ভব টেনে নামালো। তারপর একসঙ্গে ওরা অন্ধকারের ভেতর যাওয়া শুরু করল।

অধ্যায়-২৮

হারানো আয়না

হ্যারির পা রাস্তা স্পর্শ করল। সে স্মৃতি বিজড়িত হগসমিডের রাস্তাটার দিকে তাকাল : দোকানগুলো অন্ধকার, গ্রামের বাইরে কালো পাহাড়ের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা বেঁকে হোগার্টের দিকে চলে গেছে। থ্রি ব্রুমস্টিকের জানালাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। হ্যারির বুকটা ছলাৎ করে উঠল। তার মনে পড়ল এক বছর আগে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল ডাম্বলডোরকে সঙ্গে নিয়ে কী সুন্দরভাবে এখানে নেমেছিল। নামার এক সেকেন্ডের ভেতর কেবল হারমিয়ন এবং রনের ঘাড়ের উপর তার হাতটা ঢিলে করেছে তখনই বিষয়টি ঘটল।

চিৎকারে বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। মনে হল ভোল্ডেমর্ট বুঝতে পেরেছে যে কাপটি খোয়া গেছে। চিৎকার হ্যরির প্রতিটি স্নায়ুকে মনে হল ছিড়ে ফেলেছে। এরপর, প্রায় সাথে সাথেই সে বুঝতে পারল যে এই চিৎকারের কারণ তাদের নেমে আসা। সে আলখাল্লার নিচে অন্য দু'জনের দিকে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে থ্রি ব্রুমস্টিকের দরোজা দড়াম করে খুলে গেল এবং ডজেন খানেক মাথা ঢাকা ডেথ-ইটার বের হয়ে রাস্তায় নেমে এল। ওদের যাদুদণ্ডগুলো তুলে ধরা।

রন তার যাদুদণ্ড উচু করতেই হ্যারি তার হাতটা ধরে ফেলল। স্টান করা যাবে

না, ওরা সংখ্যায় অনেক। এমনকি অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলেও তাদের অবস্থান জেনে যেতে পারে। একটি ডেথ-ইটার তার যাদুদণ্ড তুলে নাড়ল এবং চিৎকার দিতে থাকল। সে চিৎকারের শব্দ পাশের পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

'অ্যাকসিও ক্লক!' গর্জন করে ডেথ-ইটার বলল।

হ্যারি ঝট করে আলখাল্লার ভাঁজগুলো শক্ত করে ধরে ফেলল। কিন্তু এটির সরে যাওয়ার কোনো ভাব দেখা গেল না। সামনিং চার্ম আলখাল্লার উপর কাজ করেনি।

'তাহলে ওটার ভেতরে মোড়ানো নেই, হ্যারি পটার?' চিৎকার করে ডেথ-ইটার বলল। তারপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'চারদিকে খোজ! সে এখানেই আছে!'

ছয়টি ডেথ-ইটার ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। হ্যারি, হারমিয়ন এবং রন যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তার এক পাশে নেমে গেল। এক ইঞ্চির জন্য ওরা ডেথ-ইটারদের সঙ্গে ধাক্কা খেল না। ওরা অন্ধকারের ভেতর রাস্তার পাশের নিচু জায়গাটায় অপেক্ষা করতে থাকল।

ডেথ-ইটারদের দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ওদের যাদুদণ্ডের আলোতে রাস্তা ভরে উঠেছে।

হারমিয়ন বলল, 'চলো আমরা চলে যাই! এখনই ডিসাপ্যারেট করি!'

'ঠিক বলেছ, আমাদের এখন তাই করা উচিৎ!' রন বলল। কিন্তু হ্যারি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই একটি ডেথ-ইটার বলল, 'আমরা জানি তুমি এখানে হ্যারি পটার। পালাবার কোনো উপায় নেই! আমরা তোমাকে ধরবই!'

'ওরা আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল,' হ্যারি বলল। 'ওরা স্পেল প্রস্তুত করে রেখেছিল যে আমরা এখানে আসার সাথে সাথেই ওরা জানতে পারবে। আমার ধারণা ওরা এমন কিছু করে রেখেছে যেন আমাদেরকে এখানে ধরতে পারে, আমাদের আটকে রাখতে-'

এরপর শুনতে পেল :

'ডেমেনটরদের কী হল?' অন্য একটি ডেথ-ইটার বলল।' 'ওদের নিজেদের মত কাজ করতে দাও। ওরা দ্রুত খুঁজে বের করতে পারবে।'

'ডার্ক লর্ড চান না পটার অন্য কারো হাতে মারা যাক, তিনি নিজে–'

'ডেমেনটররা তো হত্যা করবে না, ডার্ক লর্ড ওর জীবনসহ চায়, ওর আত্মাটাকে তো চায় না। তাকে প্রথম দর্শনেই কিস করা হলে সহজেই মারা যাবে!'

এই আলোচনার শব্দ পাওয়া গেল। হ্যারিকে প্রচণ্ড ভয় আকঁড়ে ধরল। ডেমেনটরদের প্রতিরোধ করতে ওদের এখন প্রয়োজন প্যাট্রোনাস তৈরি করা। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের দূর করা যাবে।

'আমাদের এখনই ডিসাপ্যারেট করার চেষ্টা করা উচিত হ্যারি!' হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল।

হারমিয়ন কথা বলার পরপরই হ্যারি অনুভব করল একটি অসম্ভব ধরনের ভৌতিক শীতল বাতাসের স্রোত রাস্তায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। চারপাশের আলো ও বাতাস শুষে যেন উর্ধ্বাকাশে তারার ভেতর চলে যাচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে হ্যারি অনুভব করলো হারমিয়ন ওর হাত চেপে ধরেছে। ওরা তিনজনই একই জায়গার উপর ঘুরল। এখন আর কোনো বাতাস নেই।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নড়তে যে বাতাস ওদের প্রয়োজন তা মনে হল নেই। স্থবির হয়ে গেছে। ডেথ-ইটাররা ভাল যাদু করেছে। ঠাণ্ডা হ্যারির শরীরের গভীর থেকে আরো গভীরে প্রবেশ করছে। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন রাস্তার এক পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর হাতিয়ে হাতিয়ে কোনো শব্দ না করে দেয়ালের পাশে যেতে চেষ্টা করল। ঠিক তখনই দেখল দশ বা আরো বেশি ডেথ-ইটার ওদের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। ওদের দেখা যাচ্ছে কারণ চারপাশের অন্ধকারের চেয়েও আরো বেশি কালো ওদের আলখাল্লাগুলো। ওরা কি এই এলাকার ভেতর ওদের উপস্থিতির বিষয়টি বুঝতে পেরেছে? হ্যারি এ ব্যাপারে নিশ্চিত; ওরা আগের চেয়েও দ্রুত ধেয়ে আসছে।

সে যাদুদণ্ড উপরে তুলল। পরে যাই হয় হবে, ডেমেনটরদের কিস তো সহ্য করা যাবে না। সে রন এবং হারমিয়নের কথা চিন্তা করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এক্সপেকটো প্যাট্রোনাম!'

একটি রুপালী হরিণ ওর যাদুদণ্ডের আগা দিয়ে ঝপাস করে বের হল। ডেমেনটররা পথের থেকে ছিটকে এদিক সেদিক গেল। দৃষ্টির বাইরে থেকে ওদের চিৎকার শুনতে পেল।

'এখানে! ওই নিচের জায়গাটিতে! সে! আমি ওর প্যাট্রোনাসটা দেখেছি! সেটি একটি মাদী হরিণ!'

ডেমেনটরগুলো সরে গেল, স্টারগুলো আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। ডেথ-ইটারদের পায়ের আওয়াজ বাড়তে থাকল। কী করা যায় সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই রাস্তার কাছেই হাতের বাঁয়ে খটাস করে একটি দরোজা খুলে গেল। একটি কর্কশ স্বর বলে উঠল, 'হ্যারি ভেতরে চলে আসো! তাড়াতাড়ি!'

কোনো দ্বিধা না করেই হ্যারি তার কথা শুনল। তিনজনই একসাথে গাদাগাদি করে দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

'উপরে চলে যাও, আলখাল্লার নিচেই থাকো, একেবারে চুপচাপ!' বিড়বিড় করে লম্বা শরীরটি বলল। এবং সে ওদেরকে অতিক্রম করে রাস্তায় গিয়ে নামল এবং পেছন থেকে দরোজাটি বন্ধ করে দিল।

হ্যারির কোনো ধারণা নেই যে কোথায় এসেছে। কিন্তু হ্যারি দেখল একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে। ধুলোবালি মাখা একটি হগহেড বার। ওরা দৌড়ে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল। দেখল আরেকটি দরোজার ভেতর দিয়ে একটি কাঠের সিড়ি উপরে উঠে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা সেটি বেয়ে উঠে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই একটি বসার ঘর। কার্পেট পাতা, পাশেই একটি ছোট ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটি তেলরঙ ছবি টাঙানো। ছবিটি একটি সোনালী চুলের মেয়ের। সে রুমটির দিকে তাকিয়ে আছে মিষ্টি চোখে।

নিচের রাস্তা থেকে চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে থেকেই ওরা নিচু হয়ে জানালার কাছে গেল এবং নিচের দিকে তাকালো। দেখল ওদের রক্ষাকারী হগহেডের একমাত্র বারম্যানেরই মাথায় লম্বা উচু টুপি নেই।

'তাতে কি?' তিনি চিৎকার করে একটি মাথা ঢাকা শরীরকে বলছেন। 'তাতে কি? তোমরা আমার রাস্তায় ডেমেনটরদের পাঠিয়েছ। আমিও তাদের বিরুদ্ধে একটি প্যাট্রোনাস পাঠাবো। আমি ওদেরকে আমার কাছাকাছি যেতে দেব না। আমি তোমাকে সেটা বলেছি, ওটি আমার!'

'ওটা তোমার প্যাট্রোনাস না!' একটি ডেথ-ইটার বলল। 'ওটা ছিল একটি হরিণ, হ্যারি পটারের!'

'হরিণ!' বারম্যান গর্জন করে বললেন। তারপর একটি যাদুদণ্ড বের করলেন। 'হরিণ ইডিয়ট!-এক্সপেকটো প্যাট্রোনাম!'

একটি বিশাল শিংঅলা প্রাণী যাদুদণ্ডের থেকে বের হয়ে এল। মাথাটা নিচু করে রাস্তার দিকে এবং চোখের বাইরের কোনো একটা কিছুর দিকে ছুটে গেল।

'আমি এটা দেখি নাই!' ডেথ-ইটার অনিশ্চয়তার সাথে বলল।

'কারফিউ ভাঙা হয়েছে, তুমি সে শব্দ শুনেছ,' আরেকটি সঙ্গী ডেথ-ইটার বারম্যানকে বললেন। 'কেউ একজন আদেশ ভঙ্গ করে রাস্তায় উঠে এসেছিল-'

'যদি আমি আমার বিড়ালটিকে বের করতে চাই, তাহলে আমি তা করবো, ওই কারফিউর ধার ধারি না!'

'তুমি কি ক্যাটারভোলিং চার্ম ছুড়েছো?'

'তাহলে কী হবে? আমাকে আজকাবানে নিয়ে যাবে? আমি আমার দরোজার সামনে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য আমাকে হত্যা করবে? যদি তাই করতে চাও, কর! কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি, তুমি নিশ্চয়ই তোমার ডার্ক মার্কটিতে চাপ দেবে না তাকে এখানে ডেকে আনার জন্য। আমার জন্য এবং আমার বিড়ালের জন্য তিনি এখানে ডেকে আনাটা পছন্দ করবেন না, তিনি কি এখন এখানে আসবেন?

'আমাদের নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না!' একটি ডেথ-ইটার বলল। 'তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবো, কারফিউ ভঙ্গ করেছ!'

'আমার বারটি বন্ধ হয়ে গেলে তুমি পোশন এবং পয়জন পাচার করবে কোথায়? তোমার বাড়তি ব্যবসার কী হবে?'

'তুমি কী আমাকে ধমক দিচ্ছ-?'

'আমি আমার মুখ বন্ধ রাখি কাউকে বলে দেইনা, সেজন্যই তো তুমি আমার কাছে আসো, তাই না?'

'আমি এখনো বলছি আমি একটি হরিণ প্যাট্রোনাস দেখেছি!' প্রথম ডেথ-ইটার বলল।

'হরিণ?' বারম্যান বললেন। 'এটি একটি ছাগল ইডিয়ট!'

'ঠিকাছে, আমরা একটি ভুল করে ফেলেছি,' দ্বিতীয় ডেথ-ইটারটি বলল। 'আবার কারফিউ ভাঙলে আমরা কিন্তু আর কোনো রেহাই দেব না।'

ডেথ-ইটারগুলো লম্বা পা ফেলে উচু রাস্তার দিকে চলে গেল। হারমিয়ন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। টেনে আলখাল্লার ভেতর থেকে বের হল এবং একটি চেয়ারের উপর আরাম করে বসল। হ্যারি পর্দাটি সতর্কতার সঙ্গে টেনে দিল। তারপর তার এবং রনের উপর থেকে আলখাল্লাটি টেনে সরিয়ে দিল। ওরা নিচে বারম্যানের ফিরে আসার শব্দ পেল। সে বারের দরোজাটি টেনে খুলল। এবং সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে থাকল।

হ্যারির হঠাৎ ফায়ার প্লেসের উপর একটি জিনিসে নজর পড়েছে। ঠিক ছবিটির নিচে তিনকোণা একটি আয়না উপরে দাঁড় করানো আছে।

বারম্যান রুমে প্রবেশ করলেন।

'বোকার হদ্দরা!' সবার দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ লোকটি বললেন। 'এখানে এসেছো কী মনে করে!'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হ্যারি বলল। 'আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারব না। আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন।'

বারম্যান গুমগুম করলেন। হ্যারি লোকটির কাছে এল। তাঁর মুখের দিকে ভালো করে দেখল। সময় নিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। ধুসর চুল এবং দাড়ি। তিনি একটি চশমা পরে আছেন। ময়লা লেন্সের পেছনে নীল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ।

'আপনার চোখ দু'টিই আমি আয়নায় দেখে আসছি।'

রুমের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। হ্যারি এবং বারম্যান একে অপরের দিকে তাকালো।

'আপনিই ডোবিকে পাঠিয়েছিলেন।'

বারম্যান হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়লেন এবং ঘরের ভূতটিকে দেখার জন্য চারদিকে তাকালেন।

'আমি ভেবেছিলাম সেও তোমাদের সঙ্গে আছে। তাকে কোথায় রেখে এসেছ?'

হ্যারি বলল, 'সে মারা গেছে। বেলাট্রিক্স তাকে হত্যা করেছে।'

বারম্যানের মুখটিতে অস্থিরতা দেখা গেল। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, 'কথাটা শুনে দুঃখ পেলাম। আমি ওই ঘরের ভূতটিকে ভালো জানতাম।'

তিনি অন্য দিকে ঘুরলেন। বাতিটাকে হাতের যাদুদণ্ড দিয়ে ঠেলে দিলেন। তিনি কারো দিকে তাকালেন না।

হ্যারি পেছন থেকে বলল, 'আপনি হলেন আবারফোর্থ।'

তিনি হ্যাঁ-ও করলেন না আবার না-ও করলেন না।

'আপনি এটা কোথায় পেলেন?' হ্যারি সিরিয়ুসের আয়নাটির কাছে যেতে যেতে বলল। দু'টি আয়নার একটি সে দু'বছর আগে ভেঙে ফেলেছিল।

আবারফোর্থ বললেন, 'বছর খানেক আগে আমি এটি ডাঙের কাছ থেকে কিনেছি। অ্যালবাস আমাকে বলেছিল এটা কি জিনিস। এর ভেতর দিয়ে তোমার দিকে চোখ রাখা হয়েছে।'

রন একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

'আর ওই রুপালী রঙের মাদী হরিণটি?' রন উত্তেজনার সঙ্গে জানতে চাইল। 'সেটা কি আপনি ছিলেন?'

আবারফোর্থ বললেন, 'তোমরা কীসের কথা বলছ?'

'কেউ একজন আমাদের কাছে একটি মাদী হরিণ প্যাট্রোনাস পাঠিয়েছিল!'

'এমন মাথা নিয়ে তুমি একটি ডেথ-ইটার হতে পারবে, বাচ্চা, এই একটু আগে আমি কি বুঝাইনি যে আমার প্যাট্রোনাসটি একটি ছাগল?' রন বলল, 'ওহ, হ্যাঁ, ওয়েল, আমি খুবই ক্ষুধার্ত!' সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বলল। ওর পাকস্থলীর ভেতর ভয়ানক রকমের মোচড় দিতে শুরু করেছে।

'আমার এখানে খাবার আছে,' আবারফোর্থ বললেন। এবং তিনি দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত পরই তিনি প্রচুর পরিমান পাউরুটি, চিজ, টিনজাত খাবার এবং পানীয় নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি সেগুলো ফায়ারপ্লেসের সামনে ছোট একটি টেবিলে রাখলেন। সবাই ক্ষুধার্ত, বেশ কিছুক্ষণ ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলার শব্দ, মগের শব্দ এবং চিবানোর শব্দই শুধু শোনা গেল।

'ঠিকাছে, আবারফোর্থ বললেন। সবার পেটপুরে খাওয়া হয়ে গেছে। রন এবং হ্যারি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। তিনি আবার বললেন, 'আমাদের চিন্তা করে বের

করতে হবে এখান থেকে বের হওয়ার উপায় নিয়ে। রাতে বের হওয়া যাবে না, তোমরা শুনেছ অন্ধকারে বের হলে বা নড়াচড়া করলে কী হয়। ক্যাটারওলিং চার্ম সেট করা আছে। ওরা তোমাদের উপর একেবারে বেট্রাকেলের ডিমের মত চড়ে বসবে। আমার মনে হয় না যে আমি দ্বিতীয়বার একটি হরিণকে ছাগল বলে চালাতে পারব। দিনের জন্য অপেক্ষা কর। দিনের বেলা কারফিউ উঠে গেলে তোমরা অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে করে পায়ে হেটে হগসমিড থেকে বের হয়ে সোজা পাহাড়ে চলে যাবে। সেখান থেকে তোমরা ডিসাপ্যারেট করতে পারবে। হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টার পর থেকে সে গ্রোপকে সাথে নিয়ে ওখানে একটি গুহায় লুকিয়ে আছে।

হ্যারি বলল, 'আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। আমরা হোগার্টে প্রবেশ করব।'

আবারফোর্থ ধমকের সুরে বললেন, 'বোকামি করো না ছোকরা!'

'আমাদের ঢুকতেই হবে,' হ্যারি বলল।

'তোমাদের যা করতে হবে,' আবারফোর্থ বললেন। তিনি সামনের দিকে ঝুকে এলেন। 'তাহলে এখান থেকে যতদূরে পারো চলে যাবে।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। আমাদের হাতে সময় নেই। আমাদের ক্যাসলের ভেতর ঢুকতেই হবে। ডাম্বলডো... মানে আপনার ভাই... আমাদেরকে-

আগুনের আলোতে আবারফোর্থের চোখের চশমা ঘোলা দেখা গেল। উজ্জ্বল, সাদা দেখা গেল। হ্যারির সেই অন্ধ বিশাল মাকড়শা অ্যারাগগের কথা মনে পড়ল।

আবারফোর্থ বললেন, 'আমার ভাই তো অনেক কিছুই চাইত। সে যখন তার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতো তখন লোকে দুঃখ পেত। তুমি এ স্কুল থেকে বের হয়ে যাও পটার, পারলে দেশ থেকে বাইরে চলে যাও। আমার ভাইয়ের কথা এবং তার চতুর পরিকল্পনার কথা ভুলে যাও। সে চলে গেছে, এবং এখন কিছুতে সে দুঃখ পাবে না। তোমার এখন তার কাছে কোনো দায় নেই।'

হ্যারি আবার বলল,'আপনি বুঝতে পারছেন না।'

আবারফোর্থ বললেন, 'ওহ, আমি বুঝতে পারছি না! তুমি কী মনে করো না যে আমি আমার আপন ভাইকে চিনি? তুমি কী মনে করো যে অ্যালবাসকে তুমি আমার চেয়ে ভাল চেন?'

'আমি সে কথা বলতে চাইনি,' হ্যারি বলল। সে এখন খাবার এবং ওয়াইন পান করার পর বেশ অলস এবং ক্লান্ত বোধ করছে। 'তিনি আমাকে একটি দায়িত্ব দিয়ে গেছেন-'

আবারফোর্থ বললেন, 'তিনি দিয়েছেন, এখন? তাহলে ভাল দায়িত্ব মনে হচ্ছে? আনন্দের? সহজ কাজ? এমন কাজ, যা একটি অযোগ্য উইজার্ড বাচ্চাও করতে পারে কোনো চেষ্টা ছাড়াই?'

রন একটি লম্বা হাসি দিল। কিন্তু হারমিয়নকে উদ্বিগ্ন দেখা গেল।

'আমি বলছি না যে সহজ, এটা ঠিক খুব সহজ নয়, না,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু আমাকে যেতে হবে...'

আবারফোর্থ বললেন, 'যেতে হবে? কেন যেতে হবে? সে তো আর নেই, তার পথ অনুসরণ করার আগে তুমি এ পথ ছাড়ো! নিজেকে বাঁচাও!'

'আমি পারি না'

'কেন পারো না?'

'আমি-' হ্যারি দ্বিধান্বিত হয়ে গেল; সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। ফলে সে পাল্টা আক্রমণ করল, 'কিন্তু আপনিও তো লড়ে যাচ্ছেন, আপনি অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সে-'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম,' আবারফোর্থ বললেন। 'এখন নেই, অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স শেষ হয়ে গেছে। ইউ-নো-হু জিতে গেছে, সুতরাং সব চুকে গেছে। যদি কেউ অন্য চিন্তা করে তাহলে সেটা হবে শিশুর মত চিন্তা। আমি তোমার জন্য এখানে কোনোক্রমেই নিরাপদ থাকব না পটার, সে তোমাকে ভয়ানকভাবে খুঁজছে। সুতরাং দূরে চলে যাও লুকিয়ে পড়ো এবং নিজেকে বাঁচাও। ভাল হয় এই দু' জনকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে।' তিনি আঙ্গুল উচিয়ে রন এবং হারমিয়নকে দেখালেন। 'ওরা ভয়ানক বিপদে পড়বে। সবাই জানে যে ওরা দু'জন তোমার সঙ্গে কাজ করছে।'

'আমি পিছপা হতে পারি না,' হ্যারি বলল। 'আমি একটি দায়িত্ব নিয়েছি-'

'দায়িত্বটি অন্য কাউকে দাও!'

'তা পারা যাবে না। এটা আমাকেই করতে হবে। ডাম্বলডোর সবকিছু ব্যাখ্যা করছেন-'

'ওহ, সে করেছে, এখন? সে কি তোমাকে খুলে সব কথাই বলেছে?'

হ্যারি মনের ভেতর থেকে বলতে চাইল,'হ্যাঁ,' কিন্তু এই সাধারণ শব্দটি কেন যেন তার ঠোঁটে আসলো না। আবারফোর্থকে মনে হল হ্যারি কি চিন্তা করছে তা বুঝে ফেলেছেন।

'আমি আমার ভাইকে চিনতাম, পটার। সে আমাদের মায়ের কোলে থাকতে সিক্রেসি শিখেছে। সিক্রেটস এবং মিথ্যার সঙ্গে আমরা বড় হয়ে উঠেছি। এবং অ্যালবাস...সে ছিল এসবে অভ্যস্ত।'

বৃদ্ধের চোখ ওই ফায়ারপ্লেসের উপর রাখা ছবিটির উপর গিয়ে পড়ল। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল। ওই ছবিটিই রুমের ভেতর একমাত্র ছবি। অ্যালবাস ডাম্বলডোর বা অন্য কারো ছবি রুমের ভেতর নেই।

'মি. ডাম্বলডোর,' হ্যারমিয়ন দুর্বল গলায় বলল। 'এটা কি আপনার বোন অরিয়ানার ছবি?'

আবারফোর্থ থমকে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি কি রিটা স্কিটারের লেখা পড়েছ?' গোলাপি আলোর ভেতরও বোঝা গেল যে হারমিয়ন লাল হয়ে গেছে।

হারমিয়নকে স্বস্তি দিয়ে হ্যারি বলল, 'এলফিয়াস ডোজে তার কথা আমাদের বলেছে।'

'ওই বুড়ো বলদটা,' আবারফোর্থ আরেকবার গ্লাস থেকে চুমুক ঢোক গিলে বললেন। 'ভাবে যে আমার ভাইয়ের মুখ দিয়ে সূর্যের আলো বের হতো। ওয়েল অনেক লোকই এমন ভাবে। তোমাদের তিন জনেরও একই ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।'

হ্যারি চুপ করে থাকল। সে ডাম্বলডোর সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করতে চায় না। বিষয়টি এমনিতেই তাকে কয়েক মাস ধরে ভোগাচ্ছে। সে ডোবির কবর খোড়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যালবাস ডাম্বলডোরের ইঙ্গিত করা পথেই সে চলবে তা যত বিপদজনক হোক। সাধারণভাবে সব বিশ্বাস করে নেবে। আবার তাকে সন্দেহ করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সে এমন কিছু শুনতে চায় না যা তার কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সে আবারফোর্থ এর চোখের দিকে তাকালো। তার চোখ দু'টি এত বেশি ডাম্বলডোরের মত যে রীতিমতো ধাক্কা লাগে। সেই নীল চোখ দুটিও তার দিকে তাকালো। মনে হল যেন একজন আরেকজনকে এক্সরের মাধ্যমে পরীক্ষা করছে। হ্যারি চিন্তা করল আবারফোর্থ জানেন সে কি চিন্তা করছে। আর সে কারণে হ্যারিকে মনে মনে ভর্ৎসনা করছেন।

হারমিয়ন নিচু স্বরে বলল, 'প্রফেসর ডাম্বলডোর হ্যারিকে ভীষণ ভালো জানতেন।'

'সে কি এখনো জানে?' আবারফোর্থ বললেন। 'হাস্যকর, কত লোককে আমার ভাই ভীষণ ভালো জানতেন। অথচ তাদের একা ফেলে সে অমন মন্দ অবস্থায় শেষ করল।'

হারমিয়ন বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না,' আবারফোর্থ বললেন।

'কিন্তু সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! আপনি কি- আপনি কি আপনার বোনের ব্যাপারে কিছু বলছেন?'

আবারফোর্থ হারমিয়নের দিকে তাকালেন। এমনভাবে মুখ নাড়লেন যেন তিনি মুখের ভেতর কথাগুলো চিবাচ্ছেন। তারপর তিনি হঠাৎ কথা বলে উঠলেন।

'আমার বোনটির যখন ছয় বছর বয়স ছিল তখন তাকে তিনটি মাগল ছেলে আক্রমণ করেছিল। ওরা দেখেছিল সে ম্যাজিক করছে। বাগানের পেছনের ঝোপের থেকে লুকিয়ে ওরা দেখেছিল। সে ছিল একটি বাচ্চা মেয়ে। সে তার যাদু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ওই বয়সের কেউই তা পারে না। ওরা যা দেখল তা থেকে ওরা ভয় পেয়েছিল বলে আমার ধারণা। ওরা ঝোপের ভেতর থেকে বের

হয়ে এসেছিল। এবং সে যখন ওদেরকে কৌশলটি আর দেখাতে পারল না, ওরা তখন চেষ্টা করল তার এই কৌশল থামিয়ে দেয়ার জন্য।'

হারমিয়নের চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। রনকে মনে হল অসুস্থ হয়ে গেছে। আবারফোর্থ উঠে দাঁড়ালেন। ডাম্বলডোরের মতই তিনি লম্বা। হঠাৎ তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং ব্যাথায় মন ভরে গেছে।

'ওরা যা করেছে তা মেয়েটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে : সে আর কখনো ভালো হয়ে উঠতে পারেনি। সে আর ম্যাজিক করতে পারতো না, কিন্তু সে সেটা ভুলতে পারেনি। ব্যাপারটি তার মনের ভেতর ভীষণ নাড়া দেয় এবং সে পাগলের মত হয়ে যায়। সে নিজেকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না তখন ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠত। ভয়ানক বিপদজনক হয়ে উঠত। কিন্তু এমনিতে সে ছিল মিষ্টি, ভীরু এবং নির্দোষ একটি মেয়ে।'

'এবং যে বাস্টার্ডরা এ কাজটি করেছে আমার বাবা তাদের খুঁজতে থাকলেন।' আবারফোর্থ বললেন। 'এবং ওদের আক্রমণ করলেন। আর সে কারণে তাকে আজকাবানে আটকে রাখা হল। কিন্তু তিনি কখনো বলেননি কেন তিনি কাজটি করেছেন। কারণ মিনিস্ট্রি যদি অরিয়ানার অবস্থাটা জানতো তাহলে তাকে সুস্থ করার জন্যই সেন্ট মুঙ্গসে আটকে রাখতো। ওরা তাকে ভারসাম্যহীন দেখে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাচু অব সিক্রেসির জন্য বিপদজনক মনে করতো।'

'আমাদেরকে তাকে নিরাপদে এবং শান্ত করে রাখতে হতো। আমরা বাড়িটা সরিয়ে ফেললাম। এমনভাবে রাখলাম যেন সে অসুস্থ। আমাদের মা তাকে দেখাশোনা করতেন। তাকে শান্ত ও আনন্দে রাখার চেষ্টা করতেন।'

'আমি ছিলাম তার প্রিয়,' আবারফোর্থ বললেন। তাকে দেখে মনে হল দাড়ির ভেতর দিয়ে একটি স্কুল বালকের চেহারা ভেসে উঠল। 'অ্যালবাসের সঙ্গে নয়, সে বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ তার রুমটিতে থাকতো। সে সময়ের বিশিষ্ট যাদুর নামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো।' আবারফোর্থ নাক সিটকালেন। 'সে অরিয়ানার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতো না। অরিয়ানা আমাকেই সবচেয়ে ভাল জানতো। মা যখন তাকে খাওয়াতে পারতেন না তখন আমি তাকে খাওয়াতে পারতাম। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে আমি তাকে শান্ত করতে পারতাম। সে শান্ত হলে আমার সঙ্গে মিলে ছাগলগুলোকে খাওয়াতো।'

'এরপর...যখন তার বয়স চোদ্দ বছর....দেখ, আমি তখন সেখানে ছিলাম না,' আবারফোর্থ বললেন। 'আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে তাকে শান্ত করতে পারতাম। সে প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে গেল। আমার মা তখন অরিয়ানার মত অল্প বয়সের ছিলেন না...তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অরিয়ানা সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কিন্তু আমার মা নিহত হলেন।'

হ্যারির ভেতরে তীব্র বেদনা এবং ঘৃণার এক মিশ্রন তৈরি হল। সে এ কাহিনী আর শুনতে চায় না। কিন্তু আবারফোর্থ বলতে থাকলেন, এবং হ্যারির মনে হল কত লম্বা সময় ধরে তিনি এসব বলে যাচ্ছেন।

'আর সে কারণেই অ্যালবাসের ডোজেকে নিয়ে বিশ্ব ভ্রমনে বের হওয়াটা বাতিল হল। ওরা দু'জন আমাদের বাড়িতে ফিরে এল মায়ের শেষকৃত্যের জন্য। তারপর ডোজে তারমত চলে গেল ভ্রমনে, আর অ্যালবাস সংসারের কর্তা হয়ে রইল। হাহ্!'

আবারফোর্থ ফায়ারপ্লেসের ভেতর থুথু ফেললেন।

'আমিই অরিয়ানার দেখাশোনা করতে পারতাম, আমি তাকে সে কথা বলেছিলামও। আমি আমার স্কুল নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমি ঘরে থেকে কাজটি করতে পারতাম। কিন্তু সে আমাকে বলেছিল যে আমাকে আগে এডুকেশন শেষ করতে হবে, মায়ের দায়িত্বটি সেই নেবে। মি. ব্রিলিয়ান্টের জন্য কাজটি ভালো হলো না, প্রায় অর্ধ উন্মাদ বোনকে দেখা শোনা করার জন্য কোনো প্রাইজ মিলবে না। তাকে প্রতিনিয়ত ভাঙাচোরা করা থেকে বিরত করা কঠিন কাজ। কিন্তু সে কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজটি ভালোই করেছে...কিন্ত সেই লোকটি আসা পর্যন্ত।'

এবার আবারফোর্থের মুখে অন্য রকম একটি বিপদজনক চাহনি দেখা গেল।

'গ্রিনডেলভাল্ড। আমার ভাইও ছিল তার মতই। ওরা একই রকম মেধাবী ছিল। এরপর অরিয়ানাকে দেখাশোনা করাটা শিথিল হয়ে পড়ল। ওরা ওদের পরিকল্পনা, হ্যালোস-এ যাবার বিষয়, একটি নতুন উইজার্ডিং অর্ডার এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল উইজার্ডদের মঙ্গলের জন্য মহত পরিকল্পনা। এত বড় বিশাল মহত্ত্বের কাজ অ্যালবাস করতে যাচ্ছে, সেখানে একটি ছোট মেয়েকে অবজ্ঞা করাটা কোনো ব্যাপার না।

'কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর আমার মনে হল যথেষ্ট হয়েছে। প্রায় আমার হোগার্টে ফিরে যাবার সময় হয়ে আসছিল। সুতরাং আমি তাদের বললাম, দুজনকেই মুখোমুখি- ঠিক এখন আমি যেমন তোমার মুখোমুখি বসে আছি,' আবারফোর্থ হ্যারির মুখের দিকে তাকালো। মনে হল যেন সে একটা অল্প বয়সের ছেলে। দৃঢ় এবং ক্ষুব্ধ। যেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে গোলমাল করছে। 'আমি তাকে বলেছি, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি এখন ওকে ছেড়ে দাও। তুমি অরিয়ানাকে নিয়ে যেতে পারবে না। তার অবস্থা তোমার সঙ্গে যাবার মত নেই। তুমি যত পারিকল্পনাই করো না কেন যত কৌশলেই কথা বলো না কেন তুমি নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। সে আমার কথা পছন্দ করেনি,' আবারফোর্থ বললেন। ফায়ারপ্লেসের আগুনে চশমার কাচের ভেতর দিয়ে তার চোখ দুটো স্থির দেখা গেল। 'গ্রিনডেলভাল্ট সেটা একেবারেই পছন্দ করেনি। সে রেগে গেল। আমাকে

বলল যে আমি কত বড় একটি স্টুপিড ছেলে যে তাকে এবং অমন একটি ব্রিলিয়ান্ট ভাইকে কাজে বাধা দিচ্ছি.... আমি কি বুঝতে পারিনি যে তারা দুনিয়াটাকে পাল্টে দিতে গেলে আমার বোনটির কথা আর গোপন থাকবে না?'

'এরপর আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়...এবং আমি আমার যাদুদণ্ডটি টেনে বের করি এবং সেও তার যাদুদণ্ডটি টেনে বের করে। আমার ভাইয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার উপর ক্রুসিয়াস কার্স নিক্ষেপ করে। অ্যালবাস তাকে থামাতে চেষ্টা করে। আমরা তিনজন ধস্তাধস্তি করতে থাকি, ঠিক তখনই একটি আলো জ্বলে ওঠে। বিকট একটি শব্দ হয়ে তার উপর গিয়ে পড়ে, আমার বোন আর দাড়িয়ে থাকতে পারে না...'

বিবেকের ধাক্কা খেয়ে আবারফোর্থ-এর মুখের রঙ পাল্টে যেতে থাকল।

'আমার ধারণা অরিয়ানা আমাদেরকে থামাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে বুঝতেই পারেনি যে কী করছে। এবং আমি জানি না আমাদের মধ্যে কে কাজটি করেছে। হতে পারে আমাদের তিনজনের যে কোনো একজন অরিয়ানা মারা গেল।'

শেষ বাক্যটি বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল। তিনি কাছের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। হারমিয়নের মুখটি চোখের পানিতে ভিজে গেছে। রনের মুখটি প্রায় আবারফোর্থের মত মলিন। হ্যারির ভীষণ তীক্ত লাগল। সে এ কাহিনী না শুনলেই ভালো হতো। ইচ্ছা হল, যদি মন থেকে এ কাহিনী সাফ করে ফেলা যেত।

'আমি..আমি খুবই দুঃখিত,' হারমিয়ন বলল।

'চলে গেল,' আবারফোর্থ বললেন। 'চিরকালের জন্য চলে গেছে।'

তিনি তার নাক মুছলেন এবং গলা পরিস্কার করলেন।

'অবশ্যই গ্রিনডেলভাল্ড দ্রুত সরে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তার দেশে তার নামে অনেক অভিযোগ ছিল, সে চায়নি যে অরিয়ানার বিষয়টিতেও তার নামে অভিযোগ উঠুক। এবং অ্যালবাস মুক্ত হয়েছিল, তাই না? বোনোর দায়িত্ব থেকে মুক্ত। সুযোগ হয়েছিল একজন বিখ্যাত যাদুকর হওয়া-'

হ্যারি বলল, 'তিনি কখনো মুক্ত ছিলেন না।'

'তুমি কী বললে?' আবারফোর্থ বললেন।

হ্যারি বলল, 'কখনোই না। যে রাতে আপনার ভাই মারা গেলেন সে রাতে তিনি পোশণ পান করেছিলেন যা তাকে পুরোপুরি তার মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, উপস্থিত নেই এমন কারো কাছে আবেদন করছিলেন, "ওদেরকে আঘাত করো না, প্লিজ...তারচেয়ে বরং আমাকে ...."রন এবং হারমিয়ন হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কখনোই লেকের ওই ছোট দ্বীপটিতে কি ঘটেছিল তা বিস্তারিত আলাপ করেনি। ডাম্বলডোর এবং সে হোগার্টসে ফিরে যাবার পর কী ঘটেছিল তা পুরোপুরি অজানা।

'তিনি ভেবেছিলেন তিনি গ্রিনডেলভান্ড এবং আপনাকে সহ সেখানে ফিরে গেছেন। আমি জানি তিনি এমনটাই চিন্তা করেছিলেন,' হ্যারি বলল। তার মনে পড়ল ডাম্বলডোরের চিৎকার, আকুতির কথা। 'তিনি ভেবেছিলেন গ্রিনডেলভান্ড আপনাকে এবং অরিয়ানাকে আঘাত করছে এ দৃশ্য তিনি দেখেছেন...এটা ছিল তার জন্য এক যন্ত্রণা। আপনি যদি তাকে তখন দেখতেন তাহলে বলতে পারতেন না যে তিনি মুক্ত।'

আবারফোর্থকে মনে হল তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। দীর্ঘ নিরবতার পর তিনি বললেন, 'তুমি কী করে নিশ্চিত হলে পটার যে আমার ভাই তোমার চেয়ে অন্যের কল্যাণের দিকে বেশি আগ্রহী ছিল না? তুমি কী করে নিশ্চিত হলে যে আমার সেই ছোট বোনটির মতই তুমিও বাতিলযোগ্য নও?'

হ্যারির বুকের ভেতর দিয়ে একটি তীব্র শীতলতা ভেদ করে গেল।

'আমি এটা বিশ্বাস করি না। ডাম্বলডোর হ্যারিকে ভালবাসতেন,' হারমিয়ন বলল।

আবারফোর্থ পাল্টা আক্রমণ করে বললেন, 'তাহলে সে হ্যারিকে লুকিয়ে পড়তে বলেনি কেন? কেন সে বলেনি যে নিজের দিকে নজর রেখ। এখানে কী ভাবে বাঁচতে হয় সেটি কেন বলেনি?'

হারমিয়ন উত্তর দেয়ার আগেই হ্যারি বলল, 'কারণ, কখনো কখনো আপনাকে নিজের নিরাত্তার চেয়েও বেশি কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। কখনো কখনো অপনাকে বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হয়। এটি একটি যুদ্ধ!'

'তোমার বয়স সতেরো বালক!'

হ্যারি তার কথাগুলো আবার রিপিট করলো, 'অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স শেষ হয়ে গেছে, ইউ-নো-হু জয়ী হয়ে গেছে এবং এর বাইরে যে চিন্তা করবে সে নিজের সঙ্গেই নিজেকে ধোকা দেবে!'

'আমি বলিনি যে এসব আমার পছন্দের কথা। কিন্তু এসব সত্যি!'

হ্যারি বলল, 'না, এটা সত্য নয়। আপনার ভাই জানতেন যে কীভাবে ইউ-নো-হু কে শেষ করা যায়। এভার সে জ্ঞান তিনি আমাকে দিয়েছেন। যে পর্যন্ত সফল না হই সে পর্যন্ত আমি তা গোপন রাখবো। অথবা আমার মৃত্যু হবে। আপনি ভাববেন না যে কীভাবে এটা শেষ হতে পারে আমি তা জানি না। অনেক বছর ধরেই আমি সেটা জানি।'

সে অপেক্ষা করলো আবারফোর্থ এর প্রতিবাদন অথবা তর্কের জন্য। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তিনি গুমগুম করতে থাকলেন।

হ্যারি আবার বলতে শুরু করল, আমাদের হোগার্টে প্রবেশ করতে হবে। যদি আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে না চান, তাহলে আমরা দিন হওয়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করবো। তারপর আপনাকে শান্তিতে থাকতে দিয়ে আমরা নিজেদের মত করে চেষ্টা করবো একটা পথ বের করতে। আর যদি আপনি আমাদের সাহায্য করতে চান, ওয়েল- তাহলে সেটা জানাবার জন্য এখনই সবচেয়ে ভালো সময়।'

আবারফোর্থ চেয়ারে স্থির বসে থাকলেন। হ্যারির দিকে এমন চোখে চেয়ে থাকলেন যে চোখ দুটি অসাধারণভাবে তার ভাইয়ের চোখের মত। তারপর তিনি কাশলেন, উঠে দাঁড়ালেন। এবং পা বাড়িয়ে অরিয়ানার ছবিটির কাছে গেলেন।

'তুমি জানো কী করতে হবে,' তিনি বললেন।

অরিয়ানা হাসল। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। পোর্ট্রেইটে যেমন সাধারণভাবে যেমন পাশ থেকে সরে যায় তেমন না সে চলে গেল যেখান দিয়ে মনে হল যেন তার পেছনে একটি লম্বা টানেল। ওরা তার শরীরটাকে পাশ থেকে থামতে দেখলো। এবং শেষে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

'এই!- কী ব্যাপার-?' রন বলল।

'এখন একটিমাত্র পথ খোলা আছে,' আবারফোর্থ বললেন। 'তোমরা অবশ্যই জানো পুরাতন সিক্রেট প্যাসেজের পথের দু'পাশেই আটকে দিয়েছে। ডেমেনটররা দেয়ালের চারদিকে নিয়মিত পাহারা দিচ্ছে বলে আমার সোর্স জানিয়েছে। এই জায়গাটি কখনোই এমন কঠিনভাবে গার্ড দেয়া হয়নি। স্নেইপ দায়িত্বে থাকতে এবং ক্যারোজ তার ডেপুটি হিসাবে থাকতে, তোমরা কীভাবে এর ভেতরে ঢুকে কিছু করতে পারবে বলে আশা করো। ওয়েল, এটা তোমাদের দেখার বিষয়। তোমরা বলতে চাচ্ছ তোমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।'

'কিন্তু ওটা....' হারমিয়ন অরিয়ানার ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল।

'পেইন্ট করা টানেলের ভেতর একটি ছোট বিন্দুর মত দেখা গেল। এবার অরিয়ানা আবার হেঁটে ওদের দিকে আসছে। সে যত আগাচ্ছে তত ছবিতে বড় হচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একজন কেউ আছে। সে অরিয়ানার চেয়ে লম্বা। তাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তার চুলগুলো হ্যারি যেমন দেখেছে তার চেয়ে অনেক লম্বা। তার মুখের উপর বেশ কয়েকটি কাটা দাগ, পোষাক ছেড়া। শরীর দুটো বড় থেকে আরো বড়ো হতে থাকল। তারপর পোর্ট্রেইটটি এক সময় শুধু তাদের কাঁধ এবং মাথায় ভরে উঠল। তারপর ছবির সবকিছু দেয়ালের উপর গিয়ে পড়ল, দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এবং একটি সত্যিকারের টানেলের মুখ দেখা গেল। এর ভেতর থেকেই লোকটির চুল বড় হতে থাকল। মুখে কাটা ছেড়া, পরণের কাপড় ছেড়া সত্যিকারের নেভিল লংবটম বেরিয়ে এল। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ফায়ারপ্লেসের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল। চিৎকার করে বলল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে! আমি জানতাম, হ্যারি!'

অধ্যায়-২৯

হারানো মুকুট

নেভিল- কী কীভাবে-?

কিন্তু নেভিলের চোখ পড়েছে রন এবং হারমিয়নের দিকে। সে ওদেরকেও আনন্দে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি যত সময় ধরে নেভিলকে দেখল তার কাছে তত মন্দ মনে হল : তার একটি চোখ স্ফীত, লাল হয়ে আছে। তার মুখে ক্ষতের চিহ্ন। এবং তার ভাব ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে সে খুবই কঠিন সময় পার করছে। তারপরও তার ক্ষত-বিক্ষত মুখে সুখের আভা এসেছে। সে হারমিয়নকে ছেড়ে দিয়ে আবার বলল, 'আমি জানতাম তোমরা আসবে। আমি বারবার সিমাসকে বলেছি এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।'

'নেভিল, তোমার কী হয়েছে?'

'কী? এগুলো?' নেভিল মাথা নেড়ে বাতিল করে দিল। 'এটা কিছুই না। সিমাসের অবস্থা আরো খারাপ। তোমরা দেখতে পাবে। তাহলে কি আমরা যেতে থাকব?' সে আবারফোর্থের দিকে ফিরল, 'ওহ, আবার, আরো দু'একজন লোক আছে, পথে আছে।'

'আরো দু' একজন?' ভয়ের সঙ্গে আবারফোর্থ বললেন। 'তুমি কী বলছ? আরো দু-একজন লংবটম? এখন কারফিউ চলছে এবং পুরো গ্রামে ক্যাটারভোলিং চার্ম করা রয়েছে!'

নেভিল বলল, 'আমি জানি, সে কারণেই ওরা সরাসরি বারের ভেতরে অ্যাপারেট করবে। তারা এলে তাদেরকে শুধু নিচে একটি প্যাসেজ দিতে পারবে? ওহ, ধন্যবাদ তোমাকে।'

নেভিল হারমিয়নের দিকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করল ফায়ারপ্লেসের ভেতর দিয়ে টানেলে প্রবেশ করতে। রন তার পেছনে গেল। এবং তারপর নেভিল উঠল। হ্যারি আবারফোর্থের উদ্দেশে বলল-

'আমি জানি না আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেব। আপনি দু' বার আমাদের জীবন রক্ষা করলেন।'

আবারফোর্থ বললেন,'ওদেরকে দেখে রেখ। আমি হয়তো তৃতীয়বার ওদের জীবন রক্ষা করতে পারব না।'

হ্যারি ফায়ার প্লেসের উপর উঠে গেল এবং অরিয়ানার পোট্রেইটের ভেতর দিয়ে টানেলে ঢুকল। টানেলের ভেতর দিকে পাথরের পথ। প্যাসেজওয়ে দেখে মনে হল কয়েক বছরের। দেয়ালের সঙ্গে বাতি ঝুলছে। মাটির রাস্তা বেশ মসৃণ। ওরা হাঁটতে থাকলে ওদের ছায়া গোটা দেয়ালে কাঁপতে থাকল।

'কতদিন ধরে এখানে এটা আছে?' রন চলতে চলতে বলল। 'এটা তো মারাউডার ম্যাপে নেই। আছে, হ্যারি? আমি ভেবেছিলাম স্কুলে যাবার জন্য ভেতরে বাইরে মোট সাতটি প্যাসেজ আছে।'

নেভিল বলল, 'বছরের শুরুতেই ওরা ওই রাস্তাগুলো আটকে দিয়েছে। ওসব রাস্তা দিয়ে যাবার এখন কোনো উপায়ই নেই। কোনো কার্সের মাধ্যমেই সম্ভব নয়।

ডেথ-ইটার, ডেমেনটররা বাইরে যাবার পথে অপেক্ষা করছে। ও নিয়ে চিন্তা করো না...আচ্ছা, এটা কি সত্যি? তোমরা গ্রিনগোটে প্রবেশ করেছিলে? তারপর তোমরা একটি ড্রাগনের পিঠে চড়ে বের হয়ে গেছ? সব জায়গায়, সবাই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। ডিনারের সময় এ নিয়ে উচস্বরে বলায় টেরি বুটকে কারোর হাতে মার খেতে হয়েছে!'

হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি।'

নেভিল আনন্দের সঙ্গে হাসল।

'ড্রাগনটিকে তোমরা কী করেছ?'

রন বলল, বনে ছেড়ে দিয়েছি। হারমিয়ন এটিকে পোষ মানিয়েছিল-'

'মিথ্যা কথা বলো না রন-'

'কিন্তু তোমরা আসলে কী করছিলে? লোকে বলছে তোমরা পালাচ্ছিলে। কিন্তু

আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় তোমরা একটা কিছু করছিলে।' হ্যারি বলল, 'তোমার ধারণা ঠিক। কিন্তু আমাদেরকে হোগার্টের কথা বলো নেভিল। আমরা সে জায়গা সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'ওই জায়গাটা....ওয়েল, এটা এখন আর আসলে হোগার্টে নেই,' নেভিল হাসল। কিন্তু পরের কথাটি বলতে গিয়ে তার মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গেল, 'তুমি কী ক্যারোস সম্পর্কে কিছু জানো?'

'আমব্রিজের মতো?'

'নাহ্, তাকে ওরা পোষ মানিয়েছে। অন্য টিচাররা আমরা কোনো ভুল করলে আমাদেরকে ক্যারোসের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। যদিও তা তারা করেন না। পারলে এড়িয়ে যান। তুমি বলতে পারো তারা সবাই আমাদের মতই ওদেরকে ঘৃণা করে।'

'অ্যামিকাস লোকটি, সে ডার্ক আর্ট এর বিরুদ্ধে ডিফেন্স এর শিক্ষা দেয়। সেটা এখন শুধুই ডার্ক আর্ট। আমাদেরকে ক্রুসিয়াস কার্স প্র্যাকটিস করতে হবে, যেসব মানুষ এখন ডিটেনশনে আছে তাদের ওপর-'

'কি?'

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন তিনজনই বলে উঠল। প্যাসেজের ভেতর ওদের কথার প্রতিধ্বনি উঠল।

নেভিল বলল, 'হ্যাঁ, ওভাবেই আমরা শিক্ষা পেয়েছি।' সে তার মুখের বিশেষ দাগগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'আমি করতে অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু এর সঙ্গে অনেক লোক আছে। ক্র্যাবে এবং গয়েলও এটাই করতে পছন্দ করে।'

'অ্যামিকোসের বোন অ্যালেকটো মাগল স্টাডির শিক্ষক। এ শিক্ষা সবার জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয়। আমরা সবাই তার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে মাগলরা কতটা নোংরা, স্টুপিড এবং জানোয়ারের মত; তারা কতটা নিষ্ঠুরতার দ্বারা উইজার্ডদের লুকিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে।' সে মুখের আরেকটি কাটা দাগ দেখিয়ে বলল,

'এটা পেয়েছি আমি একটি কথা জিগ্যেস করে। জানতে চেয়েছিলাম কত পরিমান মাগল ব্লাড সে এবং তার ভাই পেয়েছে।'

রন বলল, 'নেভিল, উচিত কথা বলার জন্য একটা সময় আছে।'

নেভিল বলল, 'তোমরা তার কথা শোননি। শুনলে তোমরাও স্থির থাকতে পারতে না। বড় কথা হল কেউ যদি রুখে দাঁড়ায়, কিছু হোক বা না হোক, সেটা সবাইকেই সাহস দেয়। আমি দেখেছি তুমি যখন দাঁড়িয়েছিলে, হ্যারি।'

'কিন্তু ওরা তো তোমাকে ব্যবহার করেছে একটি নাইফ সার্পনার হিসাবে।' রন বলল। প্যাসেজের ভেতর একটি বাতি পার হতে যাবার সময় সে মুখ বাঁকা

করল।

নেভিল মাথা নাড়ল।

'কোনো ব্যাপার না। ওরা অতিরিক্ত পিওর ব্লাড ফেলে দিতে চায় না। সুতরাং আমরা কথা বললে ওরা আমাকে নির্যাতন করবে, কিন্তু মেরে ফেলবে না।'

হ্যারি ঠিক জানে না নেভিল যে সমস্যাটার কথা বলছে তা কি।

'একমাত্র সেসব লোকেরাই সবচেয়ে বেশি বিপদে আছে যাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুরা বাইরে থেকে সমস্যা তৈরি করছে। এসব লোকদের বন্দী করা হয়েছে। বৃদ্ধ জেনোফিলিয়াস লাভগুড একটু মুখ খুলেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। সে কারণে ওরা তার মেয়ে লুনাকে ক্রিসমাসে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে তুলে নিয়েছে।'

'নেভিল, সে ভাল আছে, আমরা তাকে দেখে এসেছি-'

'আমি সেটা জানি, সে আমার কাছে একটি মেসেজ পাঠিয়েছে।'

সে পকেট থেকে একটি সোনালী রঙের পুরোনো কয়েন বের করল। এবং হ্যারি দেখল সেটি একটি নকল গ্যালিয়ন। ডাম্বলডোরের বাহিনী একজনের কাছে আরেকজন এগুলো দিয়ে মেসেজ পাঠাতো।

'এটা একটা অসাধারণ জিনিস,' নেভিল হারমিয়নের দিকে ঝুকল। 'ক্যারোস কখনো ধরতেই পারেনি যে আমরা কীভাবে একজন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। বিষয়টি ওদেরকে পাগল করে ফেলেছে। আমরা চুপি চুপি রাতের বেলায় অন্ধকারে দেয়ালে লিখতাম : *ডাম্বলডোরের আর্মি : এখনো সদস্য সংগ্রহ চলছে* এবং অন্যান্য শ্লোগান। স্নেইপ তা পছন্দ করে না।'

'তুমি বলছ করতে?' হ্যারি বলল। সে লক্ষ করেছে যে ও অতীতে করতো এমনটাই বলেছে।

নেভিল বলল, 'ওয়েল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য কাজটি কঠিন হয়ে গেছে। আমরা ক্রিসমাসে লুনাকে হারিয়েছি, জিনি ইস্টারের পর আর ফিরে আসেনি। এবং আমরা তিনজনই ছিলাম সেখানে লিডার। ক্যারোস ভাল করে জানতো যে এর পেছনে আমার একটা বড় ভূমিকা আছে। সুতরাং ওরা আমার উপর দিনে দিনে কঠিন হতে শুরু করল। এরপর মাইকেল করনর এল। এবং প্রথম ওরা তাকে বেধে ফেলল। ভীষণভাবে ওকে নির্যাতন করেছে। তাই দেখে অন্য সবাই দমে গেছে।'

'নো কিডিং,' সামনে প্যাসেজের পথটি উপরের দিকে উঠে গেছে দেখে রন বিড়বিড় করে বলল।

'হ্যাঁ..ওয়েল, আমি অন্যদেরকে আর মাইকেল যা করেছে তা করতে বলতে

পারিনি। সুতরাং আমরা এই ঝুকিপূর্ণ কাজটি বাদ দিলাম। কিন্তু আমরা তলে তলে লড়ে যেতে থাকলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আমরা ঠিকভাবেই আমাদের কাজ করতে পেরেছি। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাকে থামানোর একটিই পথ আছে, আমার ধারণা তারপরই তারা গ্র্যানকে খোঁজ করে।'

'তারা কী করে?' হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন এক সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ,' নেভিল বলল। সে হাপাচ্ছে। কারণ প্যাসেজওয়েটি আরো খাড়া হয়ে উঠে গেছে এবং সেটা বেয়ে উঠতে হচ্ছে। 'ওয়েল, ওদের চিন্তাটা একবার দ্যাখ। সেটা ওদের জন্য খুবই কার্যকর হয়েছে। ওরা আত্মীয়-স্বজনকে বাধ্য করার জন্য শিশুদের কিডন্যাপ করেছে।' সে ওদের দিকে ফিরল এবং হ্যারি অবাক হয়ে দেখল যে সে হাসছে। 'ছোট মহিলা যাদুকরটি একা বাস করে। ওরা সম্ভবত চিন্তা করেছিল যে তার ওখানে বিশেষ কোনো ক্ষমতাশালী কাউকে পাঠানোর দরকার নেই।'

নেভিল হাসল। বলল, 'ডওলিশ এখানো সেন্ট মুঙ্গতে আছে, আর গ্র্যানরা এখন পলাতক। সে আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে।' সে তার গাউনের বুক পকেটে হাত দিল চিঠিটা বের করার জন্য। 'লিখেছে যে আমাকে নিয়ে সে গর্বিত।'

'একেবারেই সাদামাটা,' রন বলল।

নেভিল খুশির সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু একমাত্র বিষয় হল ওরা বুঝতে পারল যে আমি ওদের নিয়ন্ত্রণে নেই। ওরা যখন সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে ছাড়াও হোগার্ট চলতে পারে। আমি জানি না ওরা আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছিল নাকি আজকাবানে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর যে কোনোটিই হতে পারে। আমি তখন বুঝলাম যে এখন আমার ডিসাপ্যারেট করার সময়।'

রনকে তখন বিব্রত দেখা গেল। সে বলল, 'কিন্তু, আমরা... আমরা কি সরাসরি হোগার্টে ফিরে যাচ্ছি না?'

'অবশ্যই,' নেভিল বলল। 'তোমরা দেখতে পাবে, আমরা এসে গেছি।'

ওরা একটা দিকে বাক নিল এবং সামনেই দেখতে পেল প্যাসেজ শেষ হয়ে গেছে। আরেক পা এগিয়েই একটি গোপন দরোজা পেল ঠিক অরিয়ানার ছবিটির মত। নেভিল ঠেলে দিয়ে সেটি খুলল এবং দরোজা দিয়ে উঠে গেল। হ্যারি ভেতরে প্রবেশ করতে করতে শুনল নেভিল কাদের উদ্দেশে যেন বলছে, 'দেখ কে এসেছে, আমি বলেছিলাম না!'

হ্যারি প্যাসেজ থেকে উঠে আসতেই বেশ কয়েকজন একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল-

'হ্যারি!'

'পটার এসেছে! পটার এসেছে!'

'রন!'

'হারমিয়ন!'

চারদিকে নানা রঙের বাতি এবং অনেকগুলো মুখ দেখে হ্যারিকে ভড়কে যেতে দেখা গেল। পর মুহূর্তেই হ্যারি, রন এবং হারমিয়নকে সবাই জড়িয়ে ধরল, কেউ পিঠ চাপড়াতে থাকল, কেউ মাথার চুলে হাত দিল এবং হাত ধরে ঝাকি দিল। প্রায় কুড়িজন মানুষ। মনে হল যেন এইমাত্র কিডিচ গেমে জয় পেয়েছে।

'ওকে, ওকে! এখন শান্ত হও', নেভিল বলল। এবং সবাই শান্ত হল।

হ্যারি রুমটিকে একেবারেই চিনতে পারেনি। রুমটি বিশাল। মনে হল একটি জাঁকালো ট্রি হাউস। অথবা একটি বিশাল জাহাজের কেবিন। নানা রঙের বিছানা সিলিং এর সঙ্গে ঝুলে আছে একটি ব্যালকনির চারদিকে কাঠের প্যানেলের জানালাবিহীন দেয়াল। দেয়াল ভরা কারুকাজ করা। হ্যারি দেখল সোনার গ্রিফিনডোরের সিংহ। হাফলপাফের বেজিটি বসানো আছে র‍্যাভেনক্লর হলুদ ব্রোঞ্জের ঈগলের সঙ্গে। প্রচুর পরিমাণ বইয়ের আলমিরা। বেশ কয়েকটি ব্রুমস্টিক দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা এবং একটি বড় ওয়্যারলেসের কাঠের বাক্স।

'আমরা কোথায়?'

নেভিল বলল, 'অবশ্যই রুম অব রিকোয়ারমেন্টসে। এটি এখন অনেক বড় তাই না? ক্যারোরা অমাকে ধাওয়া করল। এবং আমি জানতাম আমার একটিমাত্র লুকানোর সুযাগ আছে। আমি দরোজা দিয়ে কোনোরকমে ঢুকলাম এবং এইটাই পেয়ে গেলাম। ওয়েল, আমি যখন এলাম তখন এটা এতটা বড় ছিল না। আরো অনেক ছোট ছিল। শুধু একটিমাত্র বিছানা ঝোলানো ছিল এবং গ্রিফিনডোরটা ঝুলছিল। ডিএ আসার পর থেকে এটি বড় হতে থাকে।'

হ্যারি দরোজার চারপাশে দেখল এবং জানতে চাইল, 'কিন্তু ক্যারোরা এখানে ঢুকতে পারে না?'

'না,' সিমাস ফিনিগান বলল। সে কথা বলার আগ পর্যন্ত হ্যারি তাকে চিনতে পারেনি। সিমাসের মুখটি অনেক স্ফীত হয়ে গেছে। 'এটা একটা আসল পালানোর জায়গা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ একজন এখানে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। দরোজাটি খুলবে না। এ সবই নেভিলের জন্য। সে আসলেই একটি রুম পেয়েছে। 'তুমি যেমন চাইবে রুমটি তেমনভাবেই পাবে। তুমি যদি না চাও যে কোনো ক্যারোস সাপোর্টার এই রুমের ভেতর ঢুকে পড়ুক তাহলে রুমটি সে ব্যবস্থাই করবে! তোমাকে শুধু নিশ্চিত হতে হবে যে তুমি সবগুলো লুপহোল বন্ধ করে দিয়েছ। নেভিলের কাজ!'

নেভিল বিনয়ের সঙ্গে বলল, এটা সত্যিই সোজা একটি বিষয়। আমি একদিন এবং এক বেলা এখানে ছিলাম। তখন আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। আমার ইচ্ছা

হল আমি যদি কিছু খাবার পেতাম। এবং তখনই হগস হেডের প্যাসেজটি খুলে গেল। আমি সেটার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলাম এবং আবারফোর্থের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করলেন। কিছু কারণে এই একটি কাজই রুমটি করতে পারে না।

রন অবাক হওয়ার ভেতর থেকেই বলল,' হ্যাঁ, গ্যাম্পস ল' অব এলিমেন্টারি ট্রান্সফিগারেশন আইনের পাঁচটি ব্যতিক্রমের একটি।'

'সুতরাং আমরা এখানে লুকিয়ে আছি প্রায় দু সপ্তাহ ধরে। এবং আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এটিতে বিছানার সংখ্যা বাড়ছে। মেয়েরা আসতে এখানে ভারী সুন্দর সুন্দর বাথরুমও আবির্ভূত হতে শুরু করেছে-'

'-রুমটি ভেবেছে যে ওরা ওয়াশ হতে পছন্দ করে।' লাভেনডার বলল। সে এ কথা বলার আগ পর্যন্ত হ্যারি তাকে লক্ষ করেনি।

এবার হ্যারি চারদিকে ঠিকমতো তাকালো। সে অনেকগুলো মুখ চিনতে পারল। পাটিলদের জমজ দু'জনই আছে, টেরিঁ বুটরাও আছে। আরো আছে ম্যা ·মিলান, অ্যানথনি গোল্ডস্টান এবং মাইকেল করনর।

এরনি বলল, 'এখন তোমাদের খবর বুল। তোমাকে নিয়ে প্রচুর অসংখ্য রিউমার শোনা গেছে। আমরা পটারওয়াচের উপর সবসময় চোখ রেখেছি।' সে ওয়্যারলেসের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে আবার বলল, 'তোমরা গ্রিনগোট ভেদ করে ঢুকে পড়েছিলে না?'

নেভিল বলল, 'হ্যাঁ ওরা ঢুকেছিল। ড্রাগনের ঘটনাটাও সত্যি।'

সবাই আৎকে উঠল এবং সম্মতির একটি শব্দ করল। রন সবার দিকে মাথা বো করল। সিমাস আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, তারপর তোমরা কী করলে?'

ওদের এই প্রশ্নের উত্তরটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করার আগেই হ্যারি প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকল তার স্কারটিতে। হ্যারি যখন আগ্রহী মুখগুলোর দিক থেকে নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরালো তখন এই রুমটি তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। সে তখন দাঁড়িয়ে আছে একটি ধ্বংস প্রাপ্ত ছোট বিল্ডিং-এ। তার পায়ের নিচে ভাঙা কাঠের মেঝে। একটি সোনালী খালি বাক্স তার সামনে পড়ে আছে। এবং ভোল্ডেমর্ট এত জোরে চিৎকার করছে যে তার মস্তিষ্কের ভেতর কাঁপতে থাকল।

প্রচণ্ড চেষ্টা করে হ্যারি নিজেকে ভোল্ডেমর্টের মাথা থেকে টেনে বের করল। নিজেকে ফিরিয়ে আনল রুম অব রিকোয়ারমেন্টে। তার মুখ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে, রন তাকে ধরে রেখেছে।

নেভিল বলল, 'কি হয়েছে তোমার হ্যারি? তুমি একটু বসবে? আমার ধারণা তুমি ক্লান্ত, তাই না-?'

'না,' হ্যারি বলল। সে রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকালো। এবং তাদেরকে বলতে চেষ্টা করল যে এইমাত্রই ভোল্ডেমর্ট আবিষ্কার করেছে যে তার অন্য হরক্রুক্সটিও হাত থেকে চলে গেছে। হাত থেকে সময় দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে। যদি ভোল্ডেমর্ট এরপরই হোগার্টে পরীক্ষা করতে চলে আসে, তাহলে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

'আমাদেরকে যেতে হবে,' হ্যারি বলল। অন্যদের ভাব দেখে বোঝা গেল ওরা বুঝতে পেরেছে।

সিমাস বলল, 'তুমি কী করতে চাচ্ছ হ্যারি, তোমার পরিকল্পনা কি?'

'পরিকল্পনা?' হ্যারি আবার বলল। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে থাকল ভোল্ডেমর্টের ক্রোধের ভেতর আবার প্রবেশ না করতে। তার স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করছে। 'ওয়েল রন, হারমিয়ন এবং আমার একটা জরুরি কাজে যেতে হবে। আমাদের এখন বেরুতে হবে।'

কেউ এখন আর হাসাহাসি করছে না। নেভিলকে দেখে মনে হল কনফিউজড।

'এখান থেকে বের হয়ে যাব বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমরা এখানে থাকার জন্য ফিরে আসিনি,' হ্যারি বলল। সে তার স্কারটিতে ঘষা দিল ব্যাথাটা কমানোর জন্য। 'আমাদের কিছু জরুরি কাজ করতে হবে-'

'সে কাজটি কি?'

'আমি- আমি তোমাকে বলতে পারছি না।'

ঘরের ভেতর একটি গুনগুন শব্দ উঠল। নেভিল ভুরু কুচকালো।

'কেন তুমি সেটা বলতে পারো না? ইউ-নো-হু' বিষয়ক কিছু তাই না?'

'ওয়েল, হ্যাঁ-'

'তাহলে আমরা তোমাকে সাহায্য করবো।'

ডাম্বলডোর আর্মির অন্য সবাই মাথা দোলালো।

কেউ অতি আগ্রহ নিয়ে আর কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে।

কেউ কেউ তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তোমরা বুঝতে পারছ না,' হ্যারি বলল। 'আমরা- আমরা তোমাদেরকে বলতে পারছি না। কাজটি আমাদের তিনজনকে করতে হবে।'

'কেন?' নেভিল বলল।

'কারণ...' হ্যারি হরক্রুক্সটি খোঁজার জন্য তলেতলে অস্থির হয়ে উঠেছে, অথবা অন্তত রন এবং হারমিয়নের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার কোথা থেকে ওরা শুরু করবে। হ্যারি দেখল ও ঠিকভাবে চিন্তা জড়ো করতে পারছে না। তার স্কারটি জ্বালাপোড়া করছে। সে বলল, 'ডাম্বলডোর আমাদের তিনজনকে একটি কাজ দিয়ে

গেছেন। এবং আমরা কথাটি বলতে পারি না- আমি বলতে চাচ্ছি, তিনি চেয়েছেন শুধু আমরা তিনজনই কাজটি করি-'

নেভিল বলল, 'আমরা হলাম তার বাহিনী। ডাম্বলডোরের আর্মি। আমরা সবাই এই বাহিনীতে এক সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন সবাই মিলে এটিকে ধরে রাখতে চাই, তখন তোমরা তিনজন অফ হয়ে যাচ্ছ-'

'এটা কোনো পিকনিকের ব্যাপার নয়,' রন বলল।

'আমি কখনো তা বলিনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না কেন আমাদের উপর তোমরা ভরসা রাখতে পারো না। এই রুমে যারা আছে তারা সবাই তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এবং এরা সবাই আজ এখানে, কারণ ক্যারোস তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখানে উপস্থিত সবাই প্রমাণ করেছে যে তারা ডাম্বলডোরের প্রতি অনুগত, তোমার প্রতি অনুগত।'

'দেখ,' হ্যারি বলতে শুরু করল। সে জানে না কী বলবে। কিন্তু সেটা বলার সুযোগ হলো না। তাদের পেছনে ঠাস করে টানেলের দরোজাটি খুলে গেল।

'আমরা তোমার মেসেজ পেয়েছি নেভিল। এই হ্যালো- তোমরা তিনজন এখানে। আমি ভেবেছিলাম যে তোমরাও এখানে আছো।'

লুনা এবং ডিন এসেছে। সিমাস চেচামেচি করে উঠল এবং দৌড়ে গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।

'হ্যালো এভরিবডি,' লুনা বলল। 'ওহ্ ফিরে এসে যে কি ভালো লাগছে!'

হ্যারি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'লুনা, তুমি এখানে কী করছ, তুমি কী করে-''

নকল গ্যালিয়নটা হাতে তুলে ধরে নেভিল বলল, 'আমি তাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। আমি ওর কাছে এবং জিনির কাছে প্রমিজ করেছিলাম, যদি তুমি ফিরে আসো তাহলে আমি ওদেরকে জানাবো। আমরা সবাই চিন্তা করেছিলাম যদি তুমি ফিরে আসো তার অর্থ হবে বিপ্লব। তার মানে আমরা স্নেইপ এবং ক্যারোসকে উৎখাত করতে যাচ্ছি।'

লুনা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'অবশ্যই, আমারও সেই কথা। তাই নয় কি হ্যারি? আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়ে হোগার্ট থেকে তাড়াবো?'

হ্যারি অস্থির হয়ে উঠল। বলল, 'শোনো, আমি দুঃখিত, আসলে সে কাজটির জন্য আমি ফিরে আসিনি। আমাদের একটি বিশেষ কাজ আছে, তারপর-'

মাইকেল করনর বলল, 'তুমি আমাদেরকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাবে?' রন বলল, 'না!, আমরা যা করতে যাচ্ছি তা সবার জন্য শেষ পর্যন্ত ভাল ফল বয়ে আনবে। আমরা যা করতে যাচ্ছি সেটা ইউ-নো-হু' কে উৎখাতের চেষ্টা-'

নেভিল রেগে বলল, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করতে দাও! আমরাও এর

অংশিদার হতে চাই!'

ওদের পেছনে আরো একটি শব্দ হলো। হ্যারি ঘুরে তাকালো। ওর বুকটা ধুকধুক করতে থাকল। এবার জিনি উঠে আসছে। ওর পেছনেই ফ্রেড, জর্জ এবং লি জর্ডান। জিনি হ্যারির দিকে তাকিঁয়ে একটি দীপ্ত হাসি দিল। হ্যারি ভুলে গিয়েছিল, অথবা কখনোই ভেবে দেখেনি কী সুন্দর তাকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কখনোই জিনিকে দেখে তার আনন্দ কম হয়নি।

'আবারফোর্থ অস্থির হয়ে উঠেছেন,' ফ্রেড সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল। 'তিনি একটু ঘুমাতে চান, কিন্তু তার বারটি একটা রেলওয়ে স্টেশনে পরিণত হয়েছে, সকলেই আসছে সেখান দিয়ে।'

হ্যারির মুখটা হা হয়ে গেল। লি জর্ডানের ঠিক পেছনে দাঁড়ানো তার পুরোনো গার্লফ্রেন্ড চো চ্যাঙ। সে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমি মেসেজটি পেয়েছি,' সে তার হাতের নকল গ্যালিয়নটা তুলে ধরে হেঁটে গিয়ে মাইকেল করনরের পাশে বসল।

'তাহলে পরিকল্পনা কি হ্যারি?' জর্জ বলল।

'এটি পরিকল্পনা না,' হ্যারি বলল। এখনো সে নতুন এই মানুষগুলো আসার কারণে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে আছে। ভাল করে সব কিছু গুটিয়ে উঠতেও পারছে না, কারণ তার স্কারটি ভয়ানকভাবে জ্বালাপোড়া করছে।

'তাহলে প্রস্তুতি সেরে ফেল, আমারাও সেখানে আছি, তাই না?' ফ্রেড বলল।

'এসব বন্ধ করবে!' হ্যারি নেভিলের উদ্দেশে বলল। 'ওদের সবাইকে তুমি ডেকে এনেছ কেন? এটা পাগলামি-

'আমরাও তো লড়ে যাচ্ছি, লড়ছি না?' ডিন বলল। তার হাতে নকল গ্যালিয়ন সে ধরে আছে। 'মেসেজে বলা হয়েছে হ্যারি ফিরে এসেছে এবং আমরা নেমে পড়ছি ওদের বিরুদ্ধে! আমার একটা যাদুদণ্ড লাগবে-'

'তোমার যাদুদণ্ড নেই-?' সিমাস বলল।

রন হঠাৎ হ্যারির দিকে ফিরল।

'ওরা কেন সাহায্যে আসতে পারে না?'

'কি?'

'ওরাও তো সাহায্য করতে পারে,' সে তার গলা নিচু করল যাতে হারমিয়ন ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়। হারমিয়ন ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা জানি না জিনিসটা কোথায় আছে। আগে আমাদের এটি খুঁজে বের করতে হবে। মুশকিল হলো আমরা তাদেরকে বলতে পারছি না যে জিনিসটি একটি হরক্রুক্স।'

হ্যারি রন এবং হারমিয়নের দিকে তাকালো। হারমিয়ন বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয় হ্যারিই ঠিক বলেছে। আমরা এমনকি জানি না যে আমরা কোথায় খুঁজতে যাবো। ওদেরকে আমাদের এই কাজে প্রয়োজন নেই।' এ সময় হ্যারিকে দ্বিধাগ্রস্থ মনে হল। 'আমাদের সবকিছু একা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, হ্যারি!'

হ্যারি দ্রুত চিন্তা করতে চেষ্টা করল। তার স্কারটি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। ওর স্কার আবার ফেটে পড়তে চাচ্ছে। ডাম্বলডোর ওকে সতর্ক করে দিয়েছে রন এবং হারমিয়ন ছাড়া আর কারো কাছে হরক্রুক্সের কথা না বলতে। *গোপনীয়তা এবং মিথ্যা নিয়ে বড় হয়েছি...এবং অ্যালবাস এগুলোতে অভ্যস্ত....*সে কি ডাম্বলডোরের ভেতরেই ঢুকেছে, গোপনীয়তাটা বুকের ভেতরই রেখে দেবে? বিশ্বস্ত তার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে? কিন্তু ডাম্বলডোর তো স্নেইপকেও বিশ্বাস করেছিলেন। তার পরিণতি কী হয়েছে? টাওয়ারের উচুতে বসে তাকে হত্যা করেছে। 'ঠিকাছে,' হ্যারি অন্য দু'জনের উদ্দেশে বলল। 'ওকে, সে পুরো রুমের সবার উদ্দেশে বলল। সঙ্গে সঙ্গে সব গুঞ্জন থেমে গেল। ফ্রেড এবং জর্জ কাছের কয়েকজনকে রসিকতা করে হাসাচ্ছিল, ওরাও নিরব হয়ে গেল। চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং সবাইকে উত্তেজিত ও সতর্ক মনে হল।

হ্যারি বলল, 'আমাদের একটি বিশেষ জিনিস খুঁজে বের করতে হবে। এমন একটা কিছু ....এমন একটা কিছু যা ইউ-নো-হু' কে উপড়ে ফেলতে সাহায্য করবে। সে জিনিসটা এখানে, এই হোগার্টে আছে, কিন্তু আমরা জানি না কোথায়। হতে পারে এটি র‍্যাভেনক্লর কাছে। কেউ কি এমন কোনো জিনিসের কথা শুনেছে? যেমন কেউ কি এমন কোনো জিনিস দেখেছে যে জিনিসটার উপর তার ঈগলের চিহ্নটি আছে?'

সে আশা নিয়ে র‍্যাভেনক্লর গ্রুপের দিকে তাকালো। গ্রুপের পাদমা, মাইকেল, টেরি এবং চো আছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে লুনা উত্তর দিল। সে জিনির চেয়ারের হাতলে বসে আছে।

'ওয়েল, সেখানে তার খোয়া যাওয়া ডায়াডেম আছে। আমি তোমাকে আগেই বলেছি হ্যারি, মনে আছে? র‍্যাভেনক্ল'র হারিয়ে যাওয়া ডায়াডেমের কথা? ড্যাডি ওটির ডুপ্লিকেট তৈরি করতে চেষ্টা করছিলেন।'

মাঝপথে মাইকেল করনর চোখ বাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু খোয়া যাওয়া ডায়াডেম তো খোয়াই গেছে। এটা একটা যুক্তি।'

'এটা কখন হারিয়েছিল?' হ্যারি জানতে চাইল।

'ওরা বলে কয়েক শত বছর আগে,' চো বলল। হ্যারির মনটা দমে গেল। 'প্রফেসর ফ্লিটউইক বলেন যে ওটা র‍্যাভেনক্লর নিজের সঙ্গে একত্রে হারিয়ে গেছে।

জনগণও তা দেখেছে। কিন্তু,'

সে অন্য সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'কেউ কি কখনো এ সম্পর্কে কোনো খবর পায়নি?'

সবাই মাথা নাড়ল।

রন জিজ্ঞেস করল, 'সরি, কিন্তু ডায়াডেম জিনিসটা কি?'

টেরি বুট তার কথার উত্তর দিল, 'ডায়াডেম হল এক ধরণের মাথার মুকুট। র‍্যাভেনক্লর অনেক যাদুর সম্পদ ছিল। এটি যে পড়তো তার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিত।'

'হ্যাঁ, ওই যে ড্যাডির ওই র‍্যাক স্পুর্ট নলগুলো-'

কিন্তু হ্যারি রনকে বাধা দিল।

'তোমরা কেউ কখনো এমন কিছু দেখনি যা দেখতে এটার মত?

আবারও সবাই মাথা নাড়ল। হ্যারি রন এবং হারমিয়নের দিকে হতাশ হয়ে তাকাল। এবং নিজের হতাশ মুখটিকেও অনুভব করল। একটি জিনিস, যা অত আগে হারিয়ে গেছে, এবং যার কোনো উৎস নেই- এমন জিনিসের সঙ্গে হরক্রুক্সের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না....কিন্তু এরপরই তার মাথায় একটি নতুন প্রশ্ন এল। র‍্যাভেনক্লর মূর্তিটায় একটি ডায়াডেম পরানো আছে।'

হ্যারির স্কারটি আবার যন্ত্রণা করতে শুরু করেছে। এক মুহূর্তের জন্য রিকোয়ারমেন্ট রুমটি তার সামনে দুলে উঠল। এবং সে দেখল তার পায়ের নিচের কালো মাটি উপড়ে যাচ্ছে। এবং সাপটি তার কাঁধের চারদিকে পেচিয়ে ধরেছে। সে বুঝল ভোল্ডেমর্ট আবার উড়াল দিয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলটিতে, নাকি এখানেই ওই ক্যাসল থেকে তা বুঝতে পারল না। যেখানেই হোক, হ্যারির হাতে বিশেষ সময় নেই।

'সে আবার রওয়ানা দিয়েছে,' হ্যারি শান্ত কণ্ঠে রন এবং হারমিয়নকে বলল। সে চার দিকে একবার তাকালো এবং আবার ওদের দিকে ফিরল। শোনো, আমি জানি এটি বড় কোনো বিষয় নয়, কিন্তু আমি গিয়ে ওই মূর্তিটা দেখে আসব। দেখব অন্তত ডায়াডেমটি দেখতে কেমন। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, এবং জানো তো..ওই অন্যটাকে নিরাপদে রেখ।'

চো উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু জিনি তীব্র কণ্ঠে বলল, 'না, লুনা হ্যারিকে নিয়ে যাবে, তাই না লুনা?'

'অ্যা...হ্যা, আমি নিতে পারলে মন্দ হয় না।' লুনা আনন্দের সঙ্গে বলল। চো আবার বসে পড়ল। তাকে হতাশ দেখা গেল।

'আমরা বের হবো কীভাবে? হ্যারি নেভিলকে জিজ্ঞেস করল।

'ওইখান দিয়ে।'

সে হ্যারি এবং লুনাকে এক কোণে নিয়ে গেল। সেখানে একটি ছোট আলমিরার ভেতর দিয়ে সিড়ি উপড়ের দিকে উঠে গেছে।

নেভিল বলল, 'এটি বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। সুতরাং ওরা কখনোই এটি খুঁজে পাবে না। সমস্যা হল, আমরা বের হয়ে যাবার সময় কখনোই বুঝতে পারি না যে কোথায় শেষ করব। খুব সাবধান হ্যারি, ওরা রাতের বেলা করিডোর পাহারা দেয়।'

হ্যারি বলল, 'কোনো সমস্যা নেই, তুমি সেটা দেখতে পাবে।'

সে এবং লুনা দ্রুত সিড়ি বেয়ে উঠে গেল। জায়গাটি অনেক লম্বা। টর্চের আলোতে দেখা যায় প্রতিটি কোনায় একটি করে অদৃশ্য জায়গা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা আসল দেয়ালের কাছে চলে এল।

'এর নিচে আসো,' হ্যারি লুনাকে বলল। অদৃশ্য আলখাল্লাটি টেনে বের করে দুজনের গায়ের উপর চড়িয়ে দিল। তারপর হ্যারি ছোট করে দেয়ালে ধাক্কা দিল। হাতের ছোয়া পেতেই দেয়াল সরে গেল। ওরা সুরুৎ করে বাইরে বেরিয়ে এল। হ্যারি পেছনে তাকিয়ে দেখল দরোজাটি সঙ্গে সঙ্গে আপনিতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। ওরা একটি অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি লুনাকে ঠেলে এক কোণে ছায়ার দিকে নিয়ে গেল এবং গলায় ঝোলানো ব্যাগটি থেকে মারাউডারের ম্যাপটি বের করল। ম্যাপটি নাকের প্রায় কাছাকাছি ধরল। সে লুনা এবং তার অবস্থারে জায়গায় যে বিন্দু চিহ্নটি আছে সেটি খুঁজে পেল।

সে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা এখন আছি পঞ্চম তলায়। সামনে একটি করিডোর আছে, এই দিকে চলো।'

ওরা নিচু হয়ে যেতে থাকল।

হ্যারি আগে অনেকবার চুপে চুপে ক্যাসলে ঢুকেছে, কিন্তু কখনো বুকের ভেতর এমন ধুকধুক করেনি। কখনোই প্যাসেজের উপর এতটা ভরসা করেনি। চাদের আলো পড়েছে চারদিক থেকে। ওরা চুপি চুপি নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করল। ওদের নরম পায়েরও কুচকুচ শব্দ হল। কোণার দিকে কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। হ্যারি এবং লুনা যখনই আলো একটু বেশি পেল তখনই মারাউডার ম্যাপটি দেখে নিল। দু'বার ওদের অপেক্ষা করতে হল একটি ভূতকে পার হয়ে যেতে দিতে। সে যে কোনো সময় আক্রমণ বা বাধার আশা করতে থাকল। সে ভয় পেতে থাকল নিজেরাই কাউকে সতর্ক করে দেয় কিনা। কোনো কিছুর মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যায় কিনা এবং ছুটে আসা কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে কিনা।

'এই দিক দিয়ে,' লুনা বলল। সে নিজের জামার হাতা গুটিয়ে নিল এবং হ্যারিকে টেনে ঘোরানো সিড়ি বেয়ে উঠল।

ওরা একটি ছোট জায়গায় এসে পড়ল। হ্যারি কখনো এই জায়গাটিতে

আসেনি। অবশেষে ওরা একটি দরোজার কাছে পৌঁছল। দরোজায় কোনো হাতল নেই, কোনো কি হোল দেখা গেল না। শুধু পুরোনো কাঠের মসৃণ পাটাতন। তাতে একটি নকার আছে ঈগলের মত।

সে একটি অস্পষ্ট হাত বের করল। মনে হল একটি হাত খালি শূণ্যে রয়েছে যার সঙ্গে কোনো শরীরের সংযোগ নেই। সে দরোজায় টোকা দিল। হ্যারির কাছে

নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই টোকাকে কামানের শব্দের মত মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ঈগলের মুখটি হা করল। কোনো পাখির ডাকের বদলে তার ভেতর থেকে নরম, যাদুর কণ্ঠ বের হয়ে এল, 'কে এসেছে, ফিনিক্স, নাকি অগ্নিশিখা?'

'হুম...তুমি কী বলো হ্যারি?' লুনা বলল। তাকে চিন্তিত মনে হল।

'কি? এর কোনো পাসওয়ার্ড নেই?'

'ওহ না, তোমাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।' লুনা বলল।

'তুমি ভুল উত্তর দিলে কী হবে?'

'ওয়েল তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে কারো সঠিক উত্তর দেয়ার। এভাবেই তুমি জানতে পারবে।'

'হ্যাঁ...কিন্তু সমস্যা হল আমরা কারো জন্য অপেক্ষা করতে পারি না, লুনা।'

'না, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ,'লুনা সিরিয়াস হয়ে বলল, 'ওয়েল, আমি মনে করি উত্তরটি হল বৃত্তের কোনো শুরু নেই।'

'ভালো যুক্তি, কণ্ঠটি বলল। এবং দরোজাটি খুলে গেল। ফাকা র‍্যাভেনক্ল রুমটি বিস্তৃত এবং গোলাকার। হগোয়ার্টের যেসব রুম হ্যারি দেখেছে তার চেয়ে অনেক খোলামেলা। বাঁকানো জানালাগুলো দেয়ালের সঙ্গে। নীল, ব্রোঞ্জ সিল্ক ঝুলছে। দিনের বেলা দূরের পাহাড় থেকে র‍্যাভেনক্ল মূর্তিটি দেখা যায়। রুমের সিলিং এ তারা আঁকা আছে। সেখানে গাঢ় নীল কার্পেটের প্রতিফলণ দেখা যাচ্ছে। রুমের ভেতর টেবিল, চেয়ার এবং বইয়ের আলমিরা আছে। মূর্তিটি একটি উপযুক্ত জায়গায় রাখা হয়েছে। দরোজার উল্টো দিকে লম্বা সাদা মার্বেল পাথরের মূর্তিটি।

হ্যারি রোয়েনা র‍্যাভেনক্ল'র মূর্তি চিনতে পারল। সে লুনাদের বাড়িতে বিস্ফোরণের সময় এইরুপ দেখেছিল। মূর্তিটির পাশেই একটি দরোজা। হ্যারি ধারণা করল ওটা কোনো একটি ডরমেটরির দিকে উঠে গেছে। সে লম্বা পা ফেলে মহিলার মূর্তিটির কাছে গেল। মনে হল মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। চমৎকার কিন্তু তারপরও একটু ভয় জড়ানো। একটি চমৎকার ছোট গোলাকার বাড়িতে তৈরি মার্বেল তার মাথার উপর। এটা অনেকটাই ফ্লয়ার যে টায়রাটি পরেছিল বিয়ের সময় তেমন। এর ভেতর ছোট করে কিছু শব্দ লেখা আছে। হ্যারি আলখাল্লার ভেতর থেকে বের হয়ে এল এবং মূর্তি বেয়ে একটু উপরে উঠে লেখাটি পড়তে থাকল।

" অপরিমেয় বুদ্ধি হল মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ"

'যা তোমাকে নিঃস্ব করেছে, বুদ্ধিহীন,' একটি তীব্র কণ্ঠ বলে উঠল।

হ্যারি ঘুরেই মূর্তির উপর থেকে লাফিয়ে নিচে নামল চোখা কাঁধের অ্যালেকটো ক্যারোস সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি যখনই তার যাদুদণ্ডটি তুলল, ততক্ষণে সে তার হাতের উপর আঁকা সাপের চিহ্নটির উপর খাটো আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে।

অধ্যায়-৩০

দ্য স্যাকিং অব সেভেরাস স্নেইপ

মহিলাটি তার হাতের চিহ্ন ছোঁয়া দিতেই হ্যারির স্কারটিতে প্রচণ্ড জ্বালা করতে শুরু করল। তারকা খচিত রুমটি চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল। এবং সে দেখল দাঁড়িয়ে আছে একটি পাথুরে এলাকায়। চারপাশে সমুদ্রের জলরাশি। এবং তার বুকটার ভেতর একটি বিজয়ের ভাব-*ওরা ছেলেটিকে ধরেছে।*

একটি বিকট শব্দ হ্যারিকে বিশাল রুমটিতে ফিরিয়ে আনল : অসহায়ের মত সে তার যাদুদণ্ডটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মহিলা যাদুকর তার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সে এত জোরে মেঝেতে পড়ল যে বইয়ের আলমিরাগুলো ঝনঝন করে উঠল।

'ডিএ শিক্ষা নেয়ার সময় ছাড়া আমি কখনো কাউকে স্ট্যান করিনি,' লুনা বলল। তার কথায় আগ্রহ ফুটে উঠল। 'আমি যেমন ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি শব্দ হয়।'

ওদের মাথার উপর সিলিংটি ভয়ানকভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। ডরমেটরির দিকের দরোজার পেছনে পায়ের শব্দ ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে কাছে আসতে থাকল।

লুনার স্পেলের শব্দে ঘুমিয়ে থাকা র‍্যাভেনক্লোরা সব জেগে উঠেছে।

'লুনা, তুমি কোথায়! তাড়াতাড়ি আমার আলখাল্লার নিচে প্রবেশ করা দরকার।'

লুনার পা দেখা গেল। হ্যারি দ্রুত তার পাশে গেল এবং অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর ঢুকে পড়ল। ঠিক তখনই বন্যার মত নাইটগাউন পরা র‍্যাভেনক্লরা রুমে ঢুকে পড়ল। ওরা ঢুকেই অ্যালেকটোকে পড়ে থাকতে দেখে ঘরময় চিৎকার চেচামেচি শুরু করল। ধীরে ধীরে ওরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। নিষ্ঠুর ইতরটি যে কোনো সময় উঠে ওদের ওপর আক্রমণ শুরু করতে পারে। তারপর একটি সাহাসী প্রথম বর্ষের ছোট র‍্যাভেনক্ল তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তার লম্বা পায়ের পাতা দিয়ে খোঁচা দিল। এবং আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমার ধারণা সে মরে গেছে।'

'ওহ্ দেখ, স্বস্তির সঙ্গে লুনা ফিসফিস করে বলল। র‍্যাভেনক্লরা ততক্ষণে সব অ্যালেকটোর আরো কাছে জড়ো হয়েছে। 'ওরা সব খুশি হয়েছে!'

'হ্যাঁ... খুবই ভালো...'

হ্যারি চোখ বন্ধ করল। তার স্কারটিতে তীব্র যন্ত্রণা হওয়ায় সে আবার ভোল্ডেমর্টের ভেতর প্রবেশ করতে চাইল... সে টানেলের ভেতর দিয়ে প্রথম গুহা পার হচ্ছে... সে আসার আগে আরেকটি লকেট ঠিক আছে কিনা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে... কিন্তু সেটা অনেক সময়ের ব্যাপার না...

কমনরুমের দরোজার কাছে একটি তীব্র আওয়াজ হল এবং সবগুলো র‍্যাভেনক্ল পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। হ্যারি শুনতে পেল দরোজার অন্য প্রান্ত থেকে সেই ঈগলের মত নকারের কোমল কণ্ঠ বলছে, উধাও হওয়া বস্তুগুলো কোথায় যায়?'

'আমি জানি না, বন্ধ কর!' একটি কর্কশ কণ্ঠ গর্জন করে উঠল। হ্যারি জানে এটা ক্যারোর ভাই অ্যামিকাস। 'অ্যালেকটো? অ্যালেকটো? তুমি কী ভিতরে? ওকে ধরেছ? দরোজা খোলো!'

র‍্যাভেনক্লরা ওদের মধ্যে ফিসফিস করতে থাকল। ভয় পেয়ে গেছে। এরপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটি বিকট শব্দ হল। মনে হল যে কেউ একজন অস্ত্র দিয়ে গুলি করছে।

'আ-লে-ক-টো! যদি সে চলে আসে আর আমরা পটারকে ধরতে না পারি তাহলে অবস্থাটা ম্যালফয়দের মতো হবে সে তো জানো? উত্তর দাও!' অ্যামিকাস চিৎকার করে বলল। প্রচণ্ড জোরে দরোজায় ঝাকি দিতে থাকল, কিন্তু দরোজা কোনোক্রমেই খুলছে না। র‍্যাভেনক্লরা সব ভয়ে পিছিয়ে গেছে। যারা অধিক ভয় পেয়েছে তারা ওদের দরোজাটা দিয়ে উপরে উঠে নিজেদের বিছানায় চলে গেছে।

হ্যারি ভাবতে থাকল ডেথ-ইটাররা কিছু করার আগে দরাম করে দরোজা খুলেই ক্যারোসকে স্টান করাটা উচিত হবে কিনা, ঠিক তখনই একটি পরিচিত কণ্ঠ দরোজার বাইরে থেকে কথা বলে উঠল।

'আমি জানতে পারি এখানে আপনি কী করছেন প্রফেসর ক্যারোস?'

'এই-বাজে...দরোজাটি...দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছি!' চিৎকার করে অ্যামিকাস বলল। 'ভেতরে গিয়ে ফ্লিটউইককে চাচ্ছি। ওকে ধরতে এখনই এটা খুলতে হবে!'

'কিন্তু আপনার বোন ভেতরে আছে না?' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। 'সন্ধ্যাবেলা আপনার জরুরি আবেদনের কারণে প্রফেসর ফ্লিটউইক তাকে ভেতরে পাঠিয়েছেন না? সেই তো আপনাকে দরোজাটা খুলে দিতে পারতো? তাহলে তো আপনার এই ক্যাসলের অর্ধেক লোককে জাগিয়ে ফেলতে হতো না।'

'সে ভেতর থেকে উত্তর দিচ্ছে না বুড়ো হদ্দ! তুমি এটা খোলো! গ্যার্ন! এখনই খোলো!'

ভয়ানক ঠাণ্ডা কণ্ঠে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, 'নিশ্চয়ই, আপনি যদি চান!'

একটি ছোট শব্দ হল নকারটিতে এবং সেই নরম কণ্ঠটি আবার বলল, 'উধাও হওয়া বস্তু কোথায় যায়!'

'কোথাও না, অথচ যাকে বলা হয়-সবকিছু!' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

'চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে!' ঈগলঅলা নকার বলল। এবং টুক করে দরোজাটা খুলে গেল।'

অ্যামিকাস যাদুদণ্ড হাতে উচিয়ে দরোজার চৌকাঠে পা রাখতেই অল্প যে কয়জন র‍্যাভেনক্ল দাঁড়িয়ে ছিল তারা যারযার মত দৌড়ে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। তার কাঁধটিও তার বোনোর মত একটু সামনের দিকে। বিষন্ন চেহারা, শক্ত মুখ এবং ছোট ছোট চোখ। ঢুকেই অ্যালেকটোর দিকে তার চোখ পড়েছে। মেঝের উপর নিস্তেজ পড়ে আছে। সে ক্রোধে এবং ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

'ওরা কী করেছে? ওই ছোট জানোয়ারগুলো?' সে চিৎকার করে বলল। 'আমি ওদের সবগুলোকে ক্রুসিয়েট করবো যতক্ষণ ওরা না বলবে যে কাজটি কে করেছে! ডার্ক লর্ড এখন কি বলবেন?' সে তার বোনের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল এবং নিজের হাতের তালু দিয়ে কপালে থাপ্পড় দিল। 'ওকে আমরা ধরতে পারিনি, ওরা চলে গেছে এবং ওকে হত্যা করে রেখে গেছে!'

'তাকে শুধু স্টান করা হয়েছে,' প্রফেসর ম্যাগোনাগল বললেন। তিনি নিচু হয়ে অ্যালেকটোকে পরীক্ষা করলেন। 'সে ঠিক হয়ে যাবে।'

অ্যামিকাস বলল, 'না, ডার্ক লর্ড ধরলে তা আর হবে না। তাকে গ্যার্ন করা হয়েছে এবং হ্যারির জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি আমার চিহ্নটির পোড়া অনুভব করেছি, কারণ ডার্ক লর্ড চিন্তা করেছেন যে আমরা হ্যারি পটারকে ধরে ফেলেছি!'

'পটারকে ধরেছ?' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'পটারকে ধরেছ বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'তিনি আমাদের বলেছেন যে পটার র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করতে পারে এবং পটারকে ধরতে পারলে তাকে সংকেত পাঠাতে।'

'কেন পটার র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারে প্রবেশ করতে চাইবে। সে আসলে তো আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারে!'

হ্যারি অনুভব করল, রাগ এবং অবিশ্বাসের নিচে কোথায় যেন একটা গর্ব ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। হ্যারির ভেতর থেকে তারজন্য একটা মমতা উঠে এল।

'আমাদেরকে বলা হয়েছিল সে এখানে আসতে পারে!' ক্যারোস বলল। 'আমি তো জানি না । আমাকে কী জানিয়েছে?'

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল উঠে দাঁড়ালেন এবং তার ছোট গোলগোল চোখ দিয়ে রুমের চারদিকে তাকালেন। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান দিয়েও দুবার তিনি চোখ ঘুরিয়ে নিলেন।

অ্যামিকাসের ছোট ছোট চোখ দুটো কঠিন হয়ে গেল। সে বলল 'আমরা এ দায় ওই ছোকরাগুলোর উপর চাপিয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, সেটাই আমরা করবো। আমরা বলবো অ্যালেকটোকে ওরা অ্যামবুশ করেছিল। ওই উপরের ছোকরাগুলো।' সে উপরের সিলিং-এর দিকে তাকালো ডারমেটরির উদ্দেশে। 'আমরা বলবো যে ওরা তাকে বাধ্য করেছিল তার হাতের চিহ্নটিতে চাপ দিতে। এবং সে কারণেই সে হাতের চিহ্নটিতে চাপ দিয়ে ভুয়া সংকেত দিয়েছে.... তিনি ওদেরকে শাস্তি দেবেন। তাতে কিছু সংখ্যক ছোকরা কমে যাবে, তাতে কী এমন পার্থক্য হবে?'

'একমাত্র পার্থক্য হবে সত্য এবং মিথ্যার, সাহস এবং ভীরুতার।' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তার মুখটি বিষন্ন হয়ে উঠল। 'এই পার্থক্য তুমি এবং তোমার বোন বুঝতে অপারগ। কিন্তু একটি কথা পরিস্কার জেনে রেখ। তোমরা তোমাদের অনেক অযোগ্যতাকে হোগার্টের ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিতে পারো না। আমি এটা হতে দেব না, অনুমোদন দেব না।'

'কি বললে?'

অ্যামিকাস সামনে এগিয়ে এল। ম্যাকগোনাগলের মুখের একেবারে কাছে এক ইঞ্চি দূরত্বে দাঁড়ালো। তিনিও পিছপা হলেন না। কিন্তু এমনভাবে নিচের দিকে মুখ

করে ঘৃণার সঙ্গে অ্যামিকাসের দিকে তাকালেন মনে হল কোনো একটা বাজে পদার্থ বাথরুমে বসার জায়গাটিতে দেখতে পেয়েছেন। 'এটা তোমার অনুমোদন দেয়ার কোনো বিষয় না ম্যাকগোনাগল। তোমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন আমাদের সময়। আমরা এখন সব দায়িত্বে। তুমি আমাকে সমর্থন দেবে, নাহলে তোমাকে সেজন্য মূল্য দিতে হবে।'

সে ম্যাকগোনাগলের মুখের উপর থুথু ছুড়ে দিল।

হ্যারি টান দিয়ে আলখাল্লা খুলে ফেলল। সে তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরে বলল, 'তুমি এ কাজটি করতে পারো না।'

অ্যামিকাস ঘুরে দাঁড়ালো। হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'ক্রুসিও!'

ডেথইটারটি মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল । পানিতে ডুবে যাওয়ার মত শূন্যে পাক খেল। ব্যথায় চিৎকার করল। ঝনঝন শব্দে সে বইয়ের আলমিরার উপর গিয়ে পড়ল। তারপর মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

'অমি দেখেছি বেলাট্রিক্স কি বোঝাতে চেয়েছে,' হ্যারি বলল। তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। 'আপনাকে সেটা বুঝতে হবে।'

'পটার!' বুকের কাছে হাত দিয়ে চেপে ধরে ম্যাকগোনাগল ফিসফিস করে বললেন। 'পটার!...তুমি এখানে! কী-? কীভাবে-?' তিনি নিজেকে স্থির করতে চেষ্টা করছেন। 'পটার! চরম বোকার কাজ!'

'ও আপনার গায়ে থুথু দিয়েছে!' হ্যারি বলল।

'পটার! আমি-এটা..এটা তোমার দুঃসাহসের কাজ-কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না-?'

'আমি বুঝতে পারছি,' হ্যারি বলল। তার অস্থিরতা হ্যারিকে স্থির করে দিচ্ছে। 'প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, ভোল্ডেমর্ট চলে আসছে।'

'ওহ, এখন তুমি এই নামটি উচ্চারণ করতে পারো?' লুনা বলল। সে অদৃশ্য আলখাল্লার নিচ থেকে বের হয়ে আসল। এখন, দ্বিতীয় জনের বের হয়ে আসাটা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে ভড়কে দিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে পেছনের দিকে গেলেন এবং কাছের একটি চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। তিনি শক্ত করে তার পরনের গাউনের গলার কাছে ধরে আছেন।

'আমার মনে হয় না এখন আর নাম নেয়া না নেয়ার ভেতর কোনো পার্থক্য আছে।' হ্যারি লুনাকে বলল।

'সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে আমি কোথায় আছি।'

হ্যারির মস্তিষ্কের একটি অংশ যে অংশ ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে যুক্ত সেটা জ্বলছে এবং সে দেখল ভোল্ডেমর্ট দ্রুত একটি ভৌতিক নৌকায় ডার্ক লেক পার হচ্ছে....সে প্রায় পাথরের বেসিনের কাছে পৌছে গেছে...

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি শিঘ্রই পালাও হ্যারি! এখনই! যত দ্রুত সম্ভব পালাও!'

হ্যারি বলল, 'তা আমি পারি না। আমাকে একটি কাজ করতে হবে। প্রফেসর, আপনি কি জানেন র‍্যাভেনক্লর মুকুটটি কোথায়?'

'র‍্যা..র‍্যাভেন... ক্ল'র... মু... মূর্তি? অবশ্যই না- সেটা কয়েক শত বছর আগে খোয়া গেছে না?' তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন।' হ্যারি এটা পাগলামি, তোমার এই ক্যাসেলে ঢুকে পড়া পুরোপুরি পাগলামি-'

হ্যারি বলল, 'আমাকে আসতে হয়েছে, প্রফেসর, এখানে কিছু একটা লুকানো আছে যা আমাকে খুজে পেতে হবে। এবং সেটা হতে পারে ওই মুকুটটির ভেতরে। –যদি আমি একটু প্রফেসর ফ্লিটউইকের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম-'

হঠাৎ নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল এবং কাচের ঝানঝন শব্দ। অ্যামিকাস ঠিক হয়ে উঠছে। হ্যারি এবং লুনা কিছু করার আগেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার যাদুদণ্ডটি তুলে দুর্বল ডেথ-ইটারটির দিকে ধরলেন এবং বললেন, 'ইমপেরিও!'

অ্যামিকাস উঠে দাঁড়ালো এবং তার বোনের কাছে গেল। তার যাদুদণ্ডটি তুলে নিল এবং বিনয়ের সঙ্গে প্রফেসরের সামনে এসে নিজের যাদুদণ্ডসহ তার হাতে দিল। তারপর সে তার বোনের পাশে শুয়ে পড়ল। প্রফেসর তার যাদুদণ্ডটি তুললেন এবং বাতাসের ভেতর থেকে পাতলা দড়ি এসে সাপের মত ওদের দুজনকে শক্ত করে পেচিয়ে ধরল।

'পটার, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারির দিকে ঘুরে বললেন। 'যদি সে, যার নাম নেয়া নিষেধ সত্যিই জানে যে তুমি এখানে-'

তার কথা শেষ না হতেই হ্যারির মস্তিষ্কের ভেতরে সারা শরীরে ব্যাথারমত ক্রোধ চেপে ধরল। যেন ওর স্কারটিতে আগুন ধরে গেছে। এবং সে এক সেকেন্ডের ভেতর দেখল পরিস্কার পোশনের ভেতর লকেটটি নিরাপদে রক্ষিত নেই-

'পটার, তুমি ঠিক আছো?' একটি কণ্ঠ বলল। এবং হ্যারি আবার ফিরে এল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে লুনাকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে।

'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, ভোল্ডেমর্ট কাছে চলে আসছে। প্রফেসর, আমি ডাম্বলডোরের আদেশ নিয়ে কাজ করছি। আমাকে সেটা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যেটা তিনি চেয়েছেন যে আমি খুঁজে বের করি! কিন্তু আমাদের এই খোঁজার সময় ছাত্রদেরকে বের করে দিতে হবে। ভোল্ডেমর্ট আমাকে চায়। কিন্তু সেজন্য সে কম বেশি হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। '*এখন সে জানে না যে আমি তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি।*'

হ্যারি তার মস্তিষ্কের ভেতর বাক্যটি শেষ করল।

'তুমি ডাম্বলডোরের আদেশ নিয়ে কাজ করছ?' প্রফেসর বললেন। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন। তারপর টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'যার নাম নেয়া যাবে না তার হাত থেকে আমরা স্কুলটিকে নিরাপদ করবো, তুমি যখন সে জিনিসটি খুঁজবে..'

'সেটা কি সম্ভব?' হ্যারি বলল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, 'আমার মনে হয়, আমরা শিক্ষকরা ম্যাজিকে ভালো, তুমি জানো। আমরা সবোচ্চ চেষ্টা করে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো বলে আমি নিশ্চিত। অবশ্যই প্রফেসর স্নেইপের ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে-'

'–সেটা আমার কাছে ছেড়ে দিন।'

'–যদি ডার্ক লর্ড গেটগুলো সব আটকে দেয়, তাহলে বলতে হবে যতটা সম্ভব নির্দোষ লোকগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ফ্লু নেটওয়ার্কের তত্ত্বাবধানে গ্রাউন্ডে অ্যাপারিশন অসম্ভব-'

'একটি পথ আছে,' হ্যারি দ্রুত বলল। সে যে প্যাসেজওয়ে হগস হেডে চলে গেছে তার ব্যাখ্যা করল।

'পটার, আমরা শতশত ছাত্রের ব্যাপারে কথা বলছি-'

'আমি জানি প্রফেসর। কিন্তু যদি ভোল্ডেমর্ট এবং ডেথ-ইটাররা বাউন্ডারি দেয়ালের দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে ওরা কে হগসমিড থেকে ডিসাপ্যারেট করল তা নিয়ে আগ্রহ বোধ করবে না।

'এটা একটা কথা বটে,' তিনি তার যাদুদণ্ডটি ক্যারোসের দিকে ধরলেন। একটি রুপালি জাল ওদের উপর এসে পড়ল। ওদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল এবং সোজা সিলিং এর কাছে তুলে নিল। সেখানে নীল এবং সোনালী সিলিং-এর সঙ্গে ওরা ঝুলে রইল। যেন দুটি সমুদ্রের কুৎসিত জন্তু। 'আসো, আমাদেরকে অন্য হাউস প্রধানদের সতর্ক করতে হবে। তোমরা বরং অদৃশ্য আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে নাও।'

তিনি দরোজার দিকে রওয়ানা দিলেন। যাবার সময় তিনি তার যাদুদণ্ডটি উঁচু করে ধরে রাখলেন। তার যাদুদণ্ডের আগা থেকে টুক করে তিনটি বিড়াল বের হয়ে আসল। বিড়ালগুলোর চোখের চারদিকে চশমার মত চিহ্ন। প্যাট্রোনাসগুলো সামনে থেকে মসৃণভাবে দৌড়াতে থাকল। সিড়িগুলোকে রুপালি আলো দিয়ে ভরে রাখল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, হ্যারি এবং লুনা নিচে নেমে এল।

করিডোর ধরে ওরা দৌড়াতে থাকল। প্যাট্রোনাসগুলো একে একে ওদের ছেড়ে গেল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাপড়টি মেঝেতে ঘষে ঘষে চলছে। হ্যারি এবং লুনা অদৃশ্য আলখাল্লার নিচ থেকে তাকে অনুসরণ করতে থাকল।

ওরা আরো দুটি ধাপ নেমে আসতেই নিঃশব্দে ওদের সঙ্গে আরো এক জোড়া পা যোগদান করল। হ্যারিই প্রথম সে পায়ের শব্দ পেল। সে তার গলায় ঝোলানো মারাউডের ম্যাপটি দেখার তাগিদ অনুভব করছে। কিন্তু সে কিছু করার আগেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও বুঝতে পারলেন যে তাদের সঙ্গে কেউ যোগ দিয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার হাতের যাদুদণ্ড তুলে ধরলেন মোকাবিলা করার জন্য এবং বললেন, 'কে এখানে?'

নিচুস্বরে একটি কণ্ঠ বলল, 'আমি।'

স্নেইপ সামনে বেরিয়ে আসল।

তাকে দেখেই হ্যারির ঘৃণা ও রাগ তীব্র হয়ে উঠল। হ্যারি প্রায় স্নেইপের চেহারার সুক্ষ্ম বিষয়গুলো ভুলে গিয়েছিল। তার বিশাল অপরাধের ফিরিস্তির নিচে চেহারাটা ঢাকা পড়েছিল। ভুলে গিয়েছিল তার পাতলা মুখগুলোর পাশে কেমন চকচকে কালো চুলগুলো ঝুলছে, তার কালো চোখগুলো কেমন শীতল, নিষ্ঠুর। তার পরনে নাইট গাউন নেই, সাধারণ কালো গাউন। সেও তার যাদুদণ্ডটি সংঘাতের জন্য প্রস্তুত রেখে তুলে ধরেছে।

'ক্যারোস কোথায়?' সে ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'আমি আশা করি তোমরা তাকে যেখানে রেখেছ সে সেখানেই আছে, সেভেরাস?' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

সে প্রফেসরের আরো কাছে এগিয়ে এল এবং তার চোখ প্রফেসরের চারপাশে ঘুরতে থাকল। যেন সে আশা করছে যে হ্যারি চারপাশেই আছে। হ্যারিও তার যাদুদণ্ড উঁচু করে ধরে প্রস্তুত থাকল।

স্নেইপ বলল, 'আমি মনে করেছিলাম যে অ্যালেকটো কোনো অনুপ্রবেশকারীকে ধরে ফেলেছে।'

'সত্যিই?' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলল। 'আপনার সে কথা মনে হল কীভাবে?'

স্নেইপ তার বাহাতটা একটু নিচু করল, যে হাতটায় ডার্ক মার্ক আঁকা আছে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, 'ওহ্, স্বাভাবিক, আপনাদের ডেথ-ইটারদের মধ্যে গোপন যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

স্নেইপ এমন একটা ভাব করল যে তাকে সে কোনো আঘাত করতে চায় না। স্নেইপ এখনো প্রফেসরের চারদিকে চোখ ঘোরাচ্ছে এবং এমনভাবে তার কাছে চলে আসছে যে সে কি করতে চাচ্ছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

'আমি জানতাম না যে করিডোরে আজ আপনার পাহারার দায়িত্ব আছে, মিনার্ভা।'

'তাতে কি আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

'আমি ভাবছি এই গভীর রাতে আপনাকে বিছানা থেকে উঠে আসতে হয়েছে কেন?'

'আমার ধারণা হয়েছে যে কিছু একটা ঝামেলা শুনতে পেয়েছি,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

'সত্যিই? কিন্তু এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

স্নেইপ তার চোখে চোখ রাখল।

'আপনি কি হ্যারি পটারকে দেখেছেন মিনার্ভা? কারণ যদি আপনি দেখে থাকেন, আমি বলব-'

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এত দ্রুত নড়লেন যে হ্যারি অবাক হল। তার যাদুদণ্ড মুহূর্তের ভেতর ঘোরালেন এবং হ্যারি ভাবল যে স্নেইপ অজ্ঞান হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার প্রতিরক্ষা চার্ম এতটাই মজবুত যে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভারসাম্য রাখতে না পেরে পেছনের দিকে ফসকে গেলেন। তিনি যাদুদণ্ড তুলে আবার নিক্ষেপ করলেন এবং দেয়ালের উপরের একটি বাতিতে লাগতেই সেটি ব্রাকেট থেকে বের হয়ে গেল। হ্যারি সবে স্নেইপকে কার্স করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লুনাকে টান দিয়ে তার সরাতে হল। কারণ সেখানে ধোয়া নেমে আসছে এবং সে ধোয়াই আগুনের রিং হয়ে করিডোর পূর্ণ করে দিচ্ছে। এবং দড়ির মত হয়ে স্নেইপের দিকে ছুটে যাচ্ছে—

এরপর আর ফায়ারের শব্দ শোনা গেল না। কিন্তু এক কালো সরিসৃপের মত বাঁকা ধোয়া প্রফেসর ছাড়লেন সেগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছোটছোট চাকুর মত রূপ নিল। স্নেইপ সেগুলোকে তার সামনের রক্ষা করার পোষাক দিয়ে এড়াতে থাকল। টনটন শব্দ করে একটির পর একটি চাকু পড়ে যেতে থাকল-

'মিনার্ভা!' একটি তীক্ষ্ণ স্বর বলল। লুনাকে উড়ন্ত স্পেল থেকে সরিয়ে রাখতে হ্যারি পেছন ফিরে দেখল প্রফেসর ফ্লিটউইক এবং স্প্রাউট দৌড়ে ওদের দিকে আসছেন। তাদের পরণে রাতের পোষাক। পেছনে প্রফেসর স্লাগহর্ন হাপাচ্ছেন।

'না!' ফ্লিটউইক চিৎকার করে বললেন। তার যাদুদণ্ডটি উচু করে ধরে বললেন, 'তুমি হোগার্টে আর কাউকে হত্যা করতে পারবে না!'

ফ্লিটউইকের স্পেল স্নেইপের সামনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে আঘাত করলো। স্নেইপ সেটির পেছনে লুকিয়ে ছিল। সেটি কটকট শব্দ করে জীবন্ত হয়ে উঠল। সেটিকে স্নেইপ চেষ্টা করল আক্রমণকারীর দিকে পাল্টা ছুড়ে দিতে। হ্যারি এবং রুনা ঝাপ দিয়ে এক পাশে গিয়ে পড়ল। সেটি ছুটে গিয়ে একটি দেয়ালে আঘাত করল এবং ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। হ্যারি যখন মুখ তুলে চাইল ততক্ষণে স্নেইপ উড়ে যাচ্ছে। ম্যাকগোনাগল, ফ্লিটউইক এবং স্প্রাউট তার পেছনে বজ্রপাতের মত কার্স ছুড়ে দিচ্ছে। স্নেইপ একটি ক্লাসরুমের দরোজা প্রচণ্ড আঘাত করে খুলে বের হয়ে

গেল। এবং হ্যারি শুনল ম্যাকগোনাগল বলছেন,'ভীরু কোথাকার!'

'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' লুনা বলল।

হ্যারি তাকে টেনে তুলে দাঁড় করালো। ওরা করিডোর ধরে দৌড় দিল। অদৃশ্য আলখাল্লাটি ওদের পেছনে উড়ছে। ওরা দৌড়ে একটি নির্জন ক্লাসরুমে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে একটি ভাঙা কাচের জানালার সামনে দাড়িয়ে আছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, ফ্লিটউইক এবং স্প্রাউট।

হ্যারি এবং লুনা ঘরটাতে ঢুকেই শুনতে পেল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলছেন, 'ও লাফিয়ে পড়েছে।'

ফ্লিটউইক এবং স্প্রাউট হ্যারিকে দেখেই আঁৎকে উঠলেন। কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে হ্যারি দৌড়ে জানালাটার কাছে গেল। বলল, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন সে মারা গিয়েছে?'

ম্যাকগোনাগল তীক্ততার সঙ্গে বললেন, 'না, সে মারা যায়নি। 'ডাম্বলডোরের মতই সে যাদুদণ্ডটি ধরেছিল... এবং সে মনে হয় তার গুরুর কাছ থেকে কিছু কৌশল শিখেছে।'

হ্যারি ভয়ের সঙ্গে দেখল দূরে প্রচুর পরিমান বাদুরের মত কালো কালো শরীর উড়ে বাউন্ডারি দেয়ালের দিকে আসছে।

ওদের পেছনে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল ধেয়ে আসছে। হঠাৎ হাপাতে হাপাতে ঘরে এসে ঢুকল স্লাগহর্ন।

'হ্যারি!' সে হাপাতে হাপাতে বলল। সে তার সিল্কের জামার নিচে বুকটা ঘষতে ঘষতে বলল,' মাই ডিয়ার বয়... কী আশ্চর্যের ব্যাপার... মিনার্ভা, দয়া করে বলুন কি ঘটেছে...সেভেরাস..কী, ব্যাপার কি?'

'আমাদের হেডমাস্টার একটু ক্ষান্ত দিয়েছেন,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল জানালার ভাঙা অংশের দিকে দেখিয়ে বললেন।

'প্রফেসর!' হ্যারি বলল। সে তার কপালের স্কারটি চেপে ধরেছে। দেখল তার পায়ের নিচে থেকে লেকটা সরে যাচ্ছে। অনুভব করল ভৌতিক সবুজ নৌকাটি আন্ডারগ্রাউন্ডের পাড়টিতে এসে ঠেকল। এবং ভোল্ডেমর্ট লাফ দিয়ে নৌকাটি থেকে নামল। তার মাথায় খুন চেপে গেছে-

'প্রফেসর, আমাদেরকে স্কুলে একটি বেরিকেড তৈরি করতে হবে। সে প্রায় এসে গেছে!'

'ভালো কথা, যার নাম নেয়া যাবে না সে প্রায় এসে গেছে,' তিনি অন্যদের উদ্দেশে বললেন। স্প্রাউট এবং ফ্লিটউইক নিঃশ্বাস ছাড়লেন। স্লাগহর্ন বিড়বিড় করল। 'পটারের কাজ আছে ডাম্বলডোর অর্ডারে। আমরা সব ধরণের নিরাপত্তা বিধান করতে চেষ্টা করবো পটার যখন তার কাজটি করবে।'

'তুমি অবশ্যই জানো যে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে কিছু করতে পারবো না ইউ-নো-হু'কে বাইরে রাখতে,' ফ্লিটউইক বললেন।

'কিন্তু আমরা তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি।' প্রফেসর স্প্রাউট বললেন।

'ধন্যবাদ পামোনা,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন এবং এই দুই মহিলা যাদুকর নিজেদের মধ্যে সমঝোতার একটি চাহনি দিলেন। 'আমি পরামর্শ দেব আমরা একটি ব্যাসিক প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবো। তারপর আমাদের ছাত্রদেরকে বের করে এনে আমরা গ্রেট হলে জড়ো করবো। অধিকাংশকে সরিয়ে নিতে হবে। আর যাদের পরিণত বয়স হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ যদি লড়াইতে অংশ নিতে চায়, আমি মনে করি তাদের সে সুযোগ দেয়া উচিত।'

'আমি রাজি,' প্রফেসর স্প্রাউট বললেন। তিনি দ্রুত দরোজার দিকে চলে যাচ্ছেন। 'আমি আমার হাউসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুড়ি মিনিটের ভেতর গ্রেট হলে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।'

তিনি চোখের সামনে থেকে সরে গেলে অন্যরা তার কণ্ঠ শুনতে পেল, 'টেনটাকুলা, ডেভিলস স্নেয়ার। এবং স্নারগালাফ....আমি দেখতে চাই ডেথ-ইটারদের সঙ্গে ওরা লড়াই করছে।'

'আমি এখান থেকেই কাজ করতে পারব,' ফ্লিটউইক বললেন। যদিও তিনি ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ভাঙা জানালার ভেতর দিয়ে যাদুদণ্ড তাক করে বিড়বিড় করে কিছু বললেন। হ্যারি একটি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। ফ্লিটউইক বাতাসের শক্তিকে যেন মাটির ভেতর কাজে লাগাচ্ছেন।

'প্রফেসর,' হ্যারি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল। 'প্রফেসর, আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনাকে কাজের মধ্যে বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানি কি জানেন র‍্যাভেনক্লর মুকুটটি কোথায় আছে?'

'... *প্রোটেগো হরিবিলিস*...র‍্যাভেনক্লর মুকুট?' তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি বললেন। 'একটু বাড়তি জ্ঞান কখনো বৃথা যায় না। কিন্তু হ্যারি এ পরিস্থিতিতে সেটা খুব জরুরি বলে মনে হয় না।'

'আমি শুধু জানতে চাচ্ছি... আপনি যদি জানেন সেটি কোথায় আছে? আপনি কি কখনো সেটা দেখেছেন?'

'দেখেছি কি না?' বর্তমান জীবনের কেউ সেটা দেখেনি। এটি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে বালক!'

হ্যারির হতাশা এবং ব্যগ্রতার একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল। তাহলে হরক্রুক্সটি কোথায়?

'আমাদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে গ্রেট হলে ফিলিয়াস!' প্রফেসর বললেন এবং হ্যারি আর লুনাকে তার সঙ্গে যাবার জন্য ইশারা করলেন।

তারা প্রায় দরোজার কাছে পৌছে গেছেন, ঠিক তখনই স্লাগহর্ন কথা বললেন।

'আমার কথা হল,' তিনি ঘেমে গেছেন। মোটা মোচ কাঁপিয়ে বললেন, 'আমরা কি করছি! আমরা সঠিক কাজটি করছি কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই মিনার্ভা। সে ভেতরে প্রবেশের জন্য আসছে। এবং যেই তাকে দেরি করাতে চাইবে তাকে দুঃখজনক বিপদে -'

'আমি স্লিথারিনের সবাইকে এবং আপনাকেও কুড়ি মিনিটের ভেতর গ্রেট হলে আশা করি,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। 'যদি আপনি ছাত্রদের নিয়ে চলে যেতে চান আমরা আপনাকে বাধা দেব না। কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে চেষ্টা করেন বা ক্যাসলে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন তাহলে আমরা হত্যা করতে দ্বিধা করবো না।'

'মিনার্ভা!' তিনি আহত কণ্ঠে বললেন।

'স্লিথারিন হাউসের আনুগত্য প্রকাশের সময় এসেছে,' বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন। 'যান এবং আপনার ছাত্রদেরকে ডেকে তুলুন হোরাস।'

হ্যারি এব স্লাগহর্ন-এর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করল না। সে এবং লুনা প্রফেসরের পেছনে পেছনে ছুটল। তিনি করিডোরের মাঝখানে গিয়ে পজিশন নিলেন এবং তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরে প্রস্তুত হলেন।

'...*পিয়ারটোটাম*... ওহ ঈশ্বরের দোহাই, ওটা ফিলচ, এখন না-'

বৃদ্ধ কেয়ারটেকার ফিলচ তদারকির জন্য বেরিয়ে এসেছে এবং বলল, 'ছাত্ররা বিছানা থেকে করিডোরে চলে এসেছে!'

'ওরা মনে হচ্ছে! গাধা কোথাকার!' উচ্চস্বরে প্রফেসর বললেন। 'এখন গিয়ে কিছু একটা কাজের কাজ করো! পিভসকে খুঁজে বের করো।'

'পি..পিভস?' তোতলাতে তোতলাতে ফিলচ বলল। মনে হল যেন সে এই নাম জীবনে শোনেনি।

'হ্যা, পিভস ইডিয়ট, পিভস! গত পচিশ বছর ধরে তার নামে অভিযোগ করে আসছো না? এখন যাও, তাকে ধরে নিয়ে আসো!'

ফিলচ কে দেখে মনে হল সে ভেবেছে প্রফেসর কথাটি বলে চলে গিয়েছেন। তবে সে গুমগুম করতে করতে চলে গেল।

'এবং এবার-*পিয়ারটোটাম লোকোমোটর!*' চিৎকার করে প্রফেসর বললেন।

উপরের থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা পোষাক গায়ে মূর্তিগুলো নেমে এল নিচে। উপর নিচ সব জায়গা থেকে ক্রাশ করার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। হ্যারি জানে যে ক্যাসেলের সব যায়গা থেকে ওদের সঙ্গীরা একই কাজ করেছে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চিৎকার করে বললেন, 'হোগার্ট এখন হুমকীর মুখে! তোমরা বাউন্ডারি আটকাও এবং আমাদের নিরাপদ করো! স্কুলের প্রতি তোমাদের

কর্তব্য পালন করো!'

স্রোতের মত চিৎকার কোলাহল করতে করতে হ্যারিদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ ছোট, আবার কেউ কেউ সাধারণের চেয়ে বড়। এদের ভেতর কিছু প্রাণীও আছে। ওরা পরণের ধাতব পোষাক শব্দ তুলছে এবং তলোয়ার এবং চেইনের সঙ্গে কাটাওয়ালা বল উচু করে আছে।

'এখন পটার,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। 'তুমি এবং মিস লাভগুড তোমার বন্ধুদের কাছে বরং ফিরে যাও। তাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রেট হলে চলে আসো! আমি অন্যান্য গ্রিফিনডোরদের জাগিয়ে তুলছি।'

পরের সিড়ি তলা থেকে তারা আলাদা হয়ে গেল। হ্যারি এবং লুনা বন্ধ হয়ে থাকা রুম অব রিকোয়ারমেন্টের করিডোরটার দিকে দৌড়াল। ওরা দৌড়ানোর সময় পথে একদল ছাত্রকে দেখতে পেল। ওদেরকে শিক্ষকরা পেছন থেকে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেট হলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'ওটা ছিল পটার!'

'হ্যারি পটার!'

'হ্যাঁ ওটা পটার! আমি নিজে তাকে দেখেছি, দিব্যি খেয়ে বলছি!'

কিন্তু হ্যারি পেছনে ফিরে তাকালো না। অবশেষে ওরা রুম অব রিকোয়ারমেন্টের পথে এসে পৌছল। সে যাদুকরা দেয়ালটার কাছে এসে হেলান দিল এবং দরোজাটি খুলে ওদের প্রবেশের পথ করে দিল। হ্যারি এবং লুনা পিছলে সিড়ি বেয়ে নামল।

'কে-?'

রুমটি দৃষ্টিতে আসতেই হ্যারি হতবাক হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল। রুমটি যেমন রেখে গিয়েছিল তেমন নেই। এখন লোকে ভরে গেছে। কিংসলে এবং লুপিন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অলিভার উড, কেটি বেল, অ্যানজেলিকা জনসন, অ্যালিসিয়া স্পিনেট এবং বিল, ফ্লয়ার, মিস্টার এবং মিসেস উইসলি রয়েছেন।

'হ্যারি, কী ঘটছে? লুপিন বলল। সে সিড়ির কাছে এগিয়ে এসেছে।

'ভোল্ডেমর্ট চলে আসছে, অন্যরা বেরিকেড দিচ্ছে। স্নেইপ পালিয়ে গেছে- তোমরা এখানে কি করছ? তোমরা জানলে কীভাবে?'

ফ্রেড বলল, 'আমরা ডাম্বলডোর আর্মির বাকিদেরকেও মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। 'তুমি আশা করতে পারো না যে সবাই আনন্দটা মিস করুক। এবং ডিএ থেকে অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের সবাইকে জানানো হয়েছে। এভাবেই দ্রুত ছড়িয়ে গেছে।'

জর্জ বলল, 'আগে বল হ্যারি এখন ঘটনাটা কী ঘটছে?'

হ্যারি বলল, 'ওরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আগে সরিয়ে দিচ্ছে। সংগঠিত

হওয়ার জন্য সবাই গ্রেট হলে জড়ো হচ্ছে। আমরা নেমে পড়েছি!'

সবাই গর্জে উঠল এবং সিড়ি দিকে ছুটে গেল। হ্যারি নিজে দেয়ালের দিকে চেপে গেল অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স, ডাম্বলডোর আর্মি এবং হ্যারির পুরাতন কিডিচ টিমের সদস্যদের পথ দেয়ার জন্য। ওদের সবার হাতে যাদুদণ্ড ধরা, ক্যাসলের উদ্দেশে চলল।

'লুনা আসো, ডিন যাবার সময় তার খালি হাত দিয়ে লুনার হাত ধরলো। সেও তার হাতটিকে গ্রহণ করল এবং আবার সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

রুমের ভেতরের ভীড় কমে গেল। কিছু লোক রয়ে গেছে রুম অব রিকোয়ারমেন্টে। হ্যারি তাদের সঙ্গে যোগ দিল। মিসেস উইসলি জিনিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন। তার চারপাশে লুপিন, ফ্রেড, জর্জ, বিল এবং ফ্লয়ার।

'তোমার বয়স এখনো অপরিণত!' হ্যারি এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল মিসেস উইসলি তার মেয়েকে শাসিয়ে বলছেন। 'আমি তোমাকে যেতে দেব না! ছেলেরা যায় তো ঠিক আছে। কিন্তু তুমি বাড়ি ফিরে যাবে!'

'আমি তা পারি না!'

জিনির চুলগুলো ঝাকি খেল সে যখন তার মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

'...আমি ডাম্বলডোর আর্মির...'

'...একটি ছেলেপেলেদের দল!'

'এই ছেলেপেলেদের দলই কিন্তু তাকে ফাসিয়ে দিয়েছে, অন্য কেউ সাহস পায়নি তা করতে!' ফ্রেড বলল।

মিসেস উইসলি চিৎকার করে বললেন, 'তার বয়স এখন ষোল বছর। যথেষ্ট বয়স তার হয়নি! কী ভেবে তোমরা দু'জন ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ-'

ফ্রেড এবং জর্জকে সামান্য লজ্জিত মনে হল।

বিল শান্ত কণ্ঠে বলল, 'মাম ঠিকই বলেছেন জিনি, তুমি এটা করতে পারো না। প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া সবাইকে সরে যেতে হবে, এটাই ঠিক।'

'আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি না!' জিনি চিৎকার করে বলল। তার চোখ দিয়ে রাগে পানি গড়িয়ে পড়ছে। 'আমার পুরো পরিবার এখানে, আমি বাড়িতে বসে একা অপেক্ষা করবো এবং কিছু জানবো না, এবং–'

হ্যারির চোখে তার প্রথমবারের মত চোখ পড়ল। সে তার দিকে সাহায্যের আবেদনের দৃষ্টিতে তাকালো । হ্যারি মাথা নাড়ল। জিনি তীক্তভাবে অন্যদিকে ফিরল।

'ঠিকাছে, সে বলল। প্রবেশের টানেলের দিকে তাকাল। 'আমি এখন গুডবাই বলব, এবং–'

হঠাৎ করে ঘর্ষণের শব্দ পাওয়া গেল এবং ধপাস শব্দ হলো: কেউ একজন টানেল বেয়ে নেমে এসেছে। কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। সে সেখান থেকে উঠে এসে কাছের চেয়ারটা টেনে বসল। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে সে চারদিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমি কি খুব দেরি করে ফেলেছি? শুরু হয়ে গেছে? আমি এইমাত্র জানতে পারলাম, তাই আমি... আমি...'

পার্সি অসঙ্গতভাবে কথা বলা বন্ধ করল। দেখে বোঝা যাচ্ছে সে এখানে তার পুরো পরিবারকে আশা করেনি। বেশ খানিকক্ষণ সবাই নিরব রইল। তারপর ফ্লয়ার নিরবতা ভঙ্গ করল। সে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য লুপিনের দিকে ফিরে বলল, 'তো...ছোট বাচ্চাটি কেমন আছে?'

লুপিন তার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল। উইসলি পরিবারের সবাই চুপ হয়ে আছে। বরফের মত শীতল হয়ে আছে।

লুপিন উচ্চস্বরে বলল, 'আমি... ওহ হ্যাঁ... সে ভাল আছে। টঙ্কস তাকে দেখাশোনা করছে...সে তার মায়ের ওখানে।'

পার্সি এবং উইসলি পরিবারের সদস্যরা তখনো একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

'এখানে আমার কাছে একটি ছবি আছে,' লুপিন উচ্চস্বরে বলল। সে পকেট থেকে ছবি টেনে বের করল এবং হ্যারি ও ফ্লয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ওরা দেখল একটি ছোট শিশু, মাথায় ঝুটি করা চুল। সে ক্যামেরার দিকে ছোট মোটা মোটা হাতের পাঞ্জা তুলে ধরে আছে।

'আমি ছিলাম একটা বোকা!' পার্সি এত জোরে বলল যে লুপিনের হাত থেকে ছবিটি প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। 'আমি ছিলাম একটা ইডিয়ট! আমি ছিলাম একটা স্বার্থপর বোকা, আমি...আমি ছিলাম-'

'মিনিস্ট্রি প্রেমি, পরিবারকে অসম্মানকারী, ক্ষমতার লোভী অজ্ঞ,' ফ্রেড বলল।

পার্সি ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ, আমি তাই।'

'ওয়েল, তুমি তারচেয়ে ভাল কিছু আশা করতে পারো না,' ফ্রেড তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মিসেস উইসলি কেঁদে ফেললেন। তিনি দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ফ্রেডকে সরিয়ে দিলেন এবং পার্সিকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। পার্সি তার বাবার দিকে তাকালো।

'আমি দুঃখিত ড্যাড,' সে বলল।

মি. উইসলি চোখ পিটপিট করলেন। তারপর তিনিও সন্তানকে জড়িয়ে ধরলেন।

'তোমার দেখার চিন্তা ফিরে এল কীভাবে পার্সি?' জর্জ জানতে চাইল।

'হঠাৎ করে মুহূর্তের জন্য এল,' পার্সি বলল। সে তার ভ্রমণ আলখাল্লার হাতা দিয়ে চোখের কোণা মুছল। 'কিন্তু আমি একটি পথ খুঁজছিলাম। এটা মিনিস্ট্রিতে সহজ কোনো কাজ না। ওরা বিশ্বাসঘাতকদের সবসময় আটকে রাখে। আমি কোনোক্রমে আবারফোর্থের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম। সে দশমিনিট আগে আমাকে সতর্ক করে বলেছে যে হোগার্টে একটি লড়াই শুরু হতে চলেছে। তাই আমি এখন এখানে।'

'ওয়েল, আমরা চাচ্ছি আমাদের ছাত্ররা সঠিক সময়ে এরকম একটি কাজ করে ফেলবে,' পার্সিকে নিপুনভাবে নকল করে জর্জ বলল। 'এখন উপরে চলো এবং যুদ্ধে নামো, নাহলে ডেথ-ইটাররা সব খতম করে দেবে।'

'তাহলে তুমি এখন আমার ভাবী?' পার্সি ফ্লয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল। তারপর বিল, ফ্রেড এবং জর্জের সঙ্গে উপরে উঠে গেল।

'জিনি!' কর্কশ কণ্ঠে মিসেস উইসলি বললেন।

জিনি পালিয়ে পালিয়ে ওদের আড়ালে উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

লুপিন বলল, 'মলি, এটা কেমন হয়। জিনি এখানে অবস্থান করতে পারে না? সে অন্তত ঘটনার জায়গায় রইল এবং অন্ততপক্ষে জানতে পারল। শুধু নিজে যুদ্ধের ভেতরে না গেলেই হয়?'

'আমি-'

'এটা একটা ভালো কথা,' মি. উইসলি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন। 'জিনি, তুমি রুমের ভেতর অবস্থান করবে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জিনি এই পরিকল্পনা খুব একটা পছন্দ করেনি। কিন্তু তার বাবার একটি অস্বাভাবিক চাহনির সামনে সে মাথা নাড়ল। মি. এবং মিসেস উইসলি আর লুপিনও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন।

হ্যারি বলল, 'রন কোথায়, হারমিয়ন কোথায়?'

'ওরা সম্ভবত ইতিমধ্যেই উপরে চলে গেছে,' কাধের উপর থেকে মি. উইসলি যেতে যেতে বললেন।

'আমি তো ওদেরকে আমাকে পার হয়ে যেতে দেখিনি?' হ্যারি বলল।

'তুমি চলে যাবার পরপরই ওরা বাথরুম বিষয়ে কি যেন বলছিল।'

'একটি বাথরুম?'

হ্যারি লম্বা পা ফেলে রিকোয়ারমেন্ট রুমের একটি খোলা দরোজা দিয়ে ঢুকল এবং বাথরুম চেক করল। কিন্তু সেটি খালি।

'তুমি নিশ্চিত যে ওরা বলেছে বাথ-?'

কিন্তু ঠিক তখনই তার স্কারটি জ্বলে উঠল এবং রিকোয়ারমেন্ট রুমটি উধাও হয়ে গেল। সে উচু লোহার গেটের উপর দিয়ে তাকাচ্ছে। ক্যাসলের চারদিকটা অন্ধকার। শুধু ক্যাসেলটা আলোতে ঝলমল করছে। নাগিনী তার কাঁধের উপর ভর করে আছে। সে আসন্ন নিষ্ঠুর, শীতল হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত।

অধ্যায়- ৩১

হোগার্টের যুদ্ধ

গ্রেট হলের যাদুকররা সিলিংটি কালো এবং সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে তারা খচিত। তার নিচে চারটি বড় হাউস টেবিলে লাইন ধরা পোষাকে সজ্জিত ছাত্ররা। কারো পরণে ভ্রমন আলখাল্লা আর কারো পরণে গাউন। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল মুক্তোর মত সাদা স্কুলের ভূতগুলো। মৃত এবং জীবিত সবার চোখ প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের উপর। তিনি কথা বলছেন একটি উচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে অন্যান্য শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছেন। আর ভেতরে আছে অর্ধ গোড়াকৃতির শরীরগুলো এবং অর্ডার অব দি ফিনিক্সের সদস্যরা, যারা এসেছেন লড়াইতে অংশ নিতে।

'... ছেলেপেলেদের খালি করার কাজটি তদারকি করবেন মি. ফ্লিটউইক এবং ম্যাডাম পমফ্রে। প্রেফেক্টস, আমি যখন বলব তখন তুমি তোমার হাউসটি সংগঠিত করবে। খালি করার সময় তুমি অর্ডারের কায়দায় তোমার দায়িত্ব বুঝে নেবে।

অনেক ছাত্র ভয় পেয়েছে । কিন্তু হ্যারি যখন বাইরে দিয়ে ঘুরছে এবং গ্রিফিনডোরদের টেবিলে চোখ বুলাচ্ছে রন এবং হারমিয়নকে খোঁজার জন্য তখন এরনি ম্যাকমিলান হাফলপাফ টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালো এবং উচ্চস্বরে বলল,

'আমরা যদি এখানে থাকি এবং যুদ্ধে যোগ দেই তাহলে কেমন হয়?'

চারপাশে দুর্বল করতালির শব্দ পাওয়া গেল।

'তোমরা যদি সাবালক হতে, তাহলে তোমরা এখানে অবস্থান করতে পারতে,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

'আমাদের জিনিসপত্রের কি হবে? একজন মেয়ে র‍্যাভেনক্ল টেবিল থেকে বলল। 'আমাদের বাক্স, আমাদের পেঁচাগুলো?'

'আমাদের জিনিসপত্র সংগ্রহের সময় নেই,' প্রফেসর বললেন। 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তোমাদেরকে নিরাপদে এখান থেকে বের করা।'

'প্রফেসর স্নেইপ কোথায়?' স্লিথারিন টেবিল থেকে একটি মেয়ে উচ্চস্বরে বলল।

'সোজা কথায় বলতে গেলে, সে বিছানায় যাচ্ছে,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। এবং একটি উল্লাসধ্বনি উঠল গ্রিফিনডোর, হাফলপাফ এবং র‍্যাভেনক্ল গ্রুপের টেবিল থেকে।

হ্যারি গ্রিফিনডোরের পাশ দিয়ে হলের ভেতরে প্রবেশ করল। সবগুলো মুখ সে যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে। অনেকের ভেতর ফিসফিস কানাঘুষির শব্দ পাওয়া গেল।

'আমরা ইতিমধ্যেই চারদিকে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেছি,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। 'কিন্তু আমরা তা বেশি সময় ধরে রাখতে পারব না যদি আরো শক্তি সঞ্চার না করি। সে কারণেই আমি তোমাদের সবাইকে বলছি যে দ্রুত, শান্তভাবে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব শৃংখলার সঙ্গে -'

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই গোটা হলরুমে একটি কণ্ঠশব্দ প্রতিধ্বনিত হল। উচ্চ, শীতল এবং পরিস্কার কণ্ঠ : আওয়াজ কোথা থেকে আসছে তার উৎস নেই। মনে হল যেন দেয়ালের সব জায়গা থেকেই শব্দ বের হচ্ছে। মনে হল যেন এই আদেশ শতশত বছর ধরে ওখানে আটকে আছে।

'আমি জানি যে তোমরা লড়াই করতে প্রস্তুতি নিয়েছ,' ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা শোরগোল উঠল। অনেকেই একজন আরেকজনকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল এবং শব্দটা কোথা থেকে আসছে সে উৎস দেখতে চারদিকে তাকালো 'তোমাদের প্রচেষ্টা বৃথা। তোমরা আমার সঙ্গে লড়তে পারবে না। আমি তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না। হোগার্টের টিচারদের প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি যাদুকরদের রক্ত ঝরাতে চাই না।'

গোটা হলে একটা নিরবতা নেমে এল। এ নিস্তব্ধতা সবার কানে এসে চাপ সৃস্টি করল।

'হ্যারি পটারকে আমার হাতে তুলে দাও,' ভোল্ডেমর্টের কণ্ঠ বলল। 'কারো

কোনো ক্ষতি হবে না। শুধু হ্যারি পটারকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি কাউকে না ছুঁয়ে এখান থেকে সরে যাবো। হ্যারি পটারকে আমার হাতে তুলে দিলে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'তোমাদের মধ্যরাত পর্যন্ত সময় আছে।'

আবার চারদিকে নিরবতা নেমে এল। সবাই আবার মাথা ঘুরিয়ে হ্যারির যেখানে থাকার কথা সেদিকে তাকালো। তারপর স্লিথারিন টেবিল থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো। হ্যারি দেখল সে প্যানসি পারকিনসন। সে কাঁপা হাত তুলে চিৎকার করে বলল, 'সে এখানে আছে! হ্যারি পটার এখোন! কেউ একজন তাকে ধরো!'

হ্যারি কিছু বলার আগেই চারপাশ থেকে সবাই নড়ে উঠল। গ্রিফিনডোররা উঠে দাঁড়িয়ে স্লিথারিনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। তারপর হাফলপাফ টেবিল থেকে এবং প্রায় একই সঙ্গে র‍্যাভেনক্ল টেবিল থেকেও। সবাই হ্যারির দিকে পেছন ফিরে প্যানসির দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। হ্যারি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল সবাই তাদের আলখাল্লা বা পোষাকের নিচে থেকে যাদুদণ্ড বের করে ধরেছে।

'ধন্যবাদ মিস পারকিনসন,' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। 'তুমি প্রথমে হল ত্যাগ করবে এবং সঙ্গে যদি তোমার হাউসের সবাই তোমাকে অনুসরণ করে যেতে চায়, তো যাবে।'

হ্যারি বেঞ্চগুলোর সরানোর আওয়াজ পেল। তারপর স্লিথারিন টেবিলের সবার একসঙ্গে বের হওয়ার শব্দ পেল।

'র‍্যাভেনক্ল, ওদেরকে অনুসরণ করো!' প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

ধীরে ধীরে চারটি টেবিলই খালি হয়ে গেল। স্লিথারিন টেবিল একেবারে খালি হয়ে গেলেও কিছু সংখ্যক র‍্যাভেনক্ল বসে রইল। অধিকাংশ হাফলপাফেরাও রয়ে গেল এবং গ্রিফিনডোরের অর্ধেক বসে রইল। টিচারদের প্লাটফর্ম থেকে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল নেমে আসতে বাধ্য হলেন অল্প বয়স্কদের তাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য।

'অবশ্যই তোমরা থাকবে না, ক্রিভি, যাও! আর তুমি, পিকস!'

হ্যারি দৌড়ে উইসলিদের কাছে গেল। তারা বসে আছেন এক সঙ্গে গ্রিফিনডোরদের টেবিলে।

'রন এবং হারমিয়ন কোথায়?' হ্যারি জানতে চাইল।

'তুমি ওদেরকে পাওনি-?' মি. উইসলি উদ্বেগের সঙ্গে বললেন। হ্যারি চুপ হয়ে গেল কারণ কিংসলে প্লাটফর্মে উঠে এসেছে যারা রয়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে।

'মধ্যরাত হওয়া পর্যন্ত আমাদের হাতে আছে মাত্র আধঘণ্টা সময়। সুতরাং আমাদের যা করার দ্রুত করতে হবে। একটি যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যাপারে হোগার্টের

টিচার এবং অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সের ভেতরে সমঝোতা হয়েছে। প্রফেসরদের মধ্যে ফ্লিটউইক, স্প্রাউট এবং ম্যাকগোনাগল যোদ্ধাদের গ্রুপগুলো নিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ারে যাবেন। সেখান থেকে তারা সবচেয়ে ভাল দেখতে পাবেন। ওই জায়গাটি স্পেল ব্যবহারের জন্য চমৎকার। এদকি রেমুস, সে লুপিনের দিকে দেখালো 'আর্থার' সে মি. উইসলির দিকে ইশারা করল 'এবং আমি একটি দল গ্রাউন্ডে নিয়ে যাবো। আমাদের লোক দরকার হবে স্কুলে প্রবেশের যে কিছু প্যাসেজ আসে সেগুলোর ডিফেন্স করা।'

'-এ কাজটি মনে হয় আমাদের করতে হবে,' ফ্রেড নিজেকে এবং জর্জকে দেখালো। কিংসলে মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল।

'ঠিক আছে, এখানে লিডাররা আছেন এবং আমরা বাহিনীকে ভাগ করে ফেলব!'

'পটার!, 'প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। তিনি দ্রুত হ্যারির কাছে আসলেন। তখন ছাত্ররা সব প্লাটফর্মে উঠে এসেছে, তাদের অবস্থানের ব্যাপারে জেনে নিচ্ছে, নির্দেশনা শুনছে। *'তুমি কিছু একটার কথা ভাবছিলে না?'*

'কি? ওহ, ওহ হ্যাঁ,' হ্যারি বলল।

সে হরক্রুক্সটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। মনে হয় যেন ভুলে গিয়েছিল যে একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কারণ ব্যাখ্যাতীতভাবে রন এবং হারমিয়নের অনুপস্থিতি তাকে অন্য সবকিছু থেকে অমনোযোগি করে তুলছে।

'তাহলে যাও, পটার যাও!'

'ঠিক-হ্যাঁ।'

সে দৌড়ে বের হয়ে আসার সময় বুঝতে পারল যে অনেক চোখ তাকে অনুসরণ করছে। তখনো ছাত্রদেরকে খালি করে নেয়ার কাজ চলছে। সে ছাত্রদের সঙ্গে মার্বেলের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। কিন্তু উপরে উঠেই সে দ্রুত একটি ফাঁকা করিডোরের ভেতর ঢুকে গেল। তার চিন্তার ভেতর ভয় এবং অস্থিরতা বাধা দিতে থাকল। সে নিজেকে স্থির করতে চেষ্টা করল, হরক্রুক্স খোঁজার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অস্থিরভাবে তার চিন্তা এক জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে। রন এবং হারমিয়নের সাহায্য ছাড়া সে যেন তার চিন্তাকে গুটিয়ে নিতে পারে না। সে গতি থামিয়ে তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ফাঁকা প্যাসেজের একটি জায়গায় বসে পড়ল এবং মারাউডার ম্যাপটি তার গলায় ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করল। সে ম্যাপটির ভেতরে কোথাও রন এবং হারমিয়নের ছোট ফোটা দেখতে পেল না। দেখল অসংখ্য ছোট ফোটা রিকোয়ারমেন্ট রুমের দিকে যাচ্ছে। ভাবল হয়তো ওরা ওই ফোটাগুলোর মধ্যে আছে। সে ম্যাপটি সরিয়ে রাখল। হাতদুটো মুখের উপর চেপে ধরে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা

করল...

ভোল্ডেমর্ট চিন্তা করছে আমি হয়তো র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারের দিকে যাচ্ছি।

এটাই জায়গা। এখানেই শুরু করতে হবে। ভোল্ডেমর্ট ক্যারোসকে র‍্যাভেনক্ল কমন রুমে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এর একটিই ব্যাখ্যা হতে পারে : ভোল্ডেমর্ট ভয় পেয়েছিল যে হ্যারি জানে হরক্রুক্সটির ওই হাউসটির সঙ্গে সংযোগ আছে।

একটা কারণে সবাই এ যুক্তির সঙ্গে একমত হবে যে র‍্যাভেনক্লই হল হারানো ডায়াডেম বা মুকুট... কিন্তু ডায়াডেম কী করে ওই হরক্রুক্স হবে? এটা কী করে সম্ভব যে ডায়াডেমটি র‍্যাভেনক্লরা শতশত বছর ধরে খুঁজছে তা ভোল্ডেমর্ট পেয়ে যাবে? কে তাকে বলে দেবে যে কোথায় সেটিকে খুঁজতে হবে, যেখানে জীবিত কোনো লোক এটিকে দেখেনি?

জীবিত কোনো লোক....

হাতের আঙুলগুলোর নিচে হ্যারির চোখটি আবার খুলে গেল। সে পায়ের উপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবং দৌড় যে পথ দিয়ে এসেছিল সেদিকে যেতে থাকল। এখন সে তার আশার শেষ জায়গাটি দেখতে চায়। পাথরের সিড়িতে এসে সে শতশত লোকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রুম অব রিকোয়ারমেন্টের দিকে যাচ্ছে। শব্দ উচু থেকে আরো উচু হতে থাকল। শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের জোরে জোরে নির্দেশ দিচ্ছে। ছাত্রদেরকে লাইন দিয়ে তাদের হাউসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যারি দেখল জাকারিয়াস স্মিথ প্রথম বর্ষের ছাত্রদেরকে ঠেলে সামনে লাইন ঠিক করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এখানে সেখানে অল্প বয়সী ছাত্ররা কাঁদছে, আর একটু বয়স্ক ছাত্ররা বন্ধু এবং ভাই বোনদের ডাকাডাকি করছে...

'নিক! নিক! তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার!'

সে ছাত্রদের ঠেলে শেষ পর্যন্ত সিড়ির নিচে নামল। সেখানে প্রায় মাথাহীন গ্রিফিনডোরে ভুত নিক দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'হ্যারি, মাই ডিয়ার বয়!'

নিক হ্যারির হাত তার দু'হাত দিয়ে ধরল। হ্যারির মনে হল তার হাত বুঝি ঠাণ্ডা পানিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

'নিক! তোমার আমাকে সাহায্য করতে হবে। র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারের ভূত কে?'

প্রায় মাথাহীন নিকেকে বিস্মিত দেখা গেল।

'ওখানে অবশ্যই গ্রে লেডি, কিন্তু তোমার যদি কোনো ভূতদের সাহায্য দরকার হয়-''তাহলে তাকে দরকার হবে- তুমি কী জানো সে এখন কোথায়?'

'দাঁড়াও দেখি...'

নিক তার মাথাটি এদিক ওদিক ঘোরালো। সে ছাত্রদের উপর দিয়ে তাকালো।

'ওই ওখানে, হ্যারি, লম্বা চুলের ওই অল্পবয়সের মেয়েটি।'

হ্যারি ওর আঙুল দিয়ে দেখানো দিকে তাকালো। হ্যারি দেখল লম্বা ভূতটি হ্যারি যে দেখছে সেটা দেখছে। এবং সে ভুরু কুচকে দেয়ালের অন্যদিকে সরে গেল।

হ্যারি দৌড় দিল। যে দরোজাটির ভেতর দিয়ে সে চলে গেছে হ্যারি সেটি দিয়ে ঢুকল। দেখল প্যাসেজের শেষ প্রান্তে সে রয়েছে। এখনো চেষ্টা করছে হ্যারির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে।

'হেই-দাঁড়াও! ফিরে এসো!'

সে মাটি থেকে উপরে উঠেছে, কিন্তু একটু বিরতি নিল। হ্যারি দেখল তার লম্বা চুলে এবং মেঝে সমান আলখাল্লায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখলে বেশ দাম্ভিক মনে হয়। কাছে যেতেই হ্যারি চিনতে পারল তাকে আগে কয়েকবার করিডোরে দেখেছে। কিন্তু তার সঙ্গে কখনো কথা হয়নি।

'তুমি কী গ্রে লেডি?'

সে মাথা নাড়ল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'তুমি র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারের ভূত?'

'কথা ঠিক।'

তার গলায় আন্তরিকতা নেই।

'প্লিজ, আমার একটু সাহায্যের প্রয়োজন। তুমি হারিয়ে যাওয়া ডায়াডেম সম্পর্কে যা জানো সেটা আমার জানা দরকার।'

তার ঠোটে একটি বাঁকা হাসি দেখা গেল।

চলে যাবার জন্য উদ্যোগ নিয়ে সে বলল, 'আমি শঙ্কিত যে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব কিনা।'

'একটু দাড়াও!'

হ্যারি তাকে ধমক দিতে চায়নি, কিন্তু তার ভেতরের অস্থিরতা এবং রাগ হুমকীর মত শোনালো। মেয়েটি তার সামনে থেকে উড়াল দিতেই হ্যারি ঘড়ির দিকে তাকালো। মধ্যরাত হতে আর পনেরো মিনিট বাকী।

সে ভয়ানকভাবে বলে উঠল, 'এটা খুবই জরুরি! যদি ডায়াডেমটি হোগার্টসে থাকে তাহলে সেটি দ্রুত আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'তুমিই প্রথম ছাত্র নও যে ডায়াডেমটি পেতে চাচ্ছ,' সে নিচে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল। 'ব্যাচের পর ব্যাচের ছাত্ররা এ নিয়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করেছে-'

'এটা পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পাওয়ার চেষ্টা নয়!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। 'এটা ভোল্ডেমর্টের কারণে প্রয়োজন... ভোল্ডেমর্টকে পরাজিত করতে প্রয়োজন... নাকি তুমি সে ব্যাপারে আগ্রহী নও?'

তার মুখটি লাল হয়ে গেল না, কিন্তু গালদুটো আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং তার কণ্ঠস্বর আরো কঠিন শোনালো। 'অবশ্যই চাই... তুমি কতটা সাহস যে বলছ-?

'ওয়েল, তাহলে আমাকে সাহায্য কর।'

তার অনমনীয়তা দূর হতে থাকল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'এটা..এটা আমার মায়ের বলে কোনো কথা নয়-'

'তোমার মা?'

সে নিজে রেখে গেছে বলে মনে হল।

সে বলল, 'যখন আমি দুনিয়া ছেড়ে যাই, তখন আমার নাম ছিল হেলেনা র‍্যাভেনক্ল।'

'তুমি তার *মেয়ে?* তাহলে তুমি অবশ্যই জানো, কী হয়েছে?'

নিজেকে সে এক স্থানে স্থির করে রাখতে চেষ্টা করে বলল, 'ডায়াডেম যেখানে জ্ঞান বৃদ্ধি করে, আমার সন্দেহ আছে যে তুমি এর সাহায্য নিয়ে ওই যাদুকরকে পরাজিত করতে পারবে কিন্তু, বিশেষ করে সে যখন নিজেকে লর্ড বলে-'

'আমি তোমাকে তো বলেছি যে এটি শরীরে পড়ার ব্যাপারে আমার কোনো অগ্রহ নেই।' হ্যারি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'আমার এত ব্যাখ্যা করার সময় নেই-, কিন্তু যদি তুমি হোগার্ট নিয়ে ভাবো, যদি ভোল্ডেমর্টের পরাজয় চাও তাহলে ডায়াডেম সম্পর্কে যা জানো আমাকে খুলে বল!'

সে শান্ত হয়ে রইল। শুন্যে ভাসছে। হ্যারির দিকে তাকালো। হ্যারির নিজেকে অসহায় মনে হল। অবশ্যই সে যদি কিছু জানতো তাহলে ফ্লিটউইক কিংবা ডাম্বলডোরকে অবশ্যই বলতো। তারাও নিশ্চয়ই তাকে একই প্রশ্ন করেছে। হ্যারি মাথা নেড়ে কেবল ফিরে যেতে প্রস্তুত হল। তখন সে নিচু স্বরে বলে উঠল-

'আমি ডায়াডেমটি মায়ের কাছ থেকে চুরি করেছিলাম।'

'তুমি-তুমি কী করেছিলে?'

'আমি ডায়াডেমটি চুরি করেছিলাম,' সে ফিসফিস করে আবার রিপিট করলো। 'আমি নিজেকে চতুর ভাবতাম, মায়ের চেয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতাম। সেটি নিয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।'

হ্যারি বুঝতে পারল না সে কীভাবে মেয়েটির আস্থা কুড়িয়েছে। সে কোনো প্রশ্ন করল না, সে যত্নের সঙ্গে ওর কথা শুনতে থাকল। মেয়েটি বলতে থাকল, 'ওরা বলেছে, আমার মা কখনো স্বীকার করেনি যে ডায়াডেমটি খোয়া গেছে। সে এমন ভাব করেছে যে ওটি তার কাছেই আছে। সে এমনকি হোগার্টের অন্য প্রতিষ্ঠাতাদের কাছেও আমার ওই বিশ্বাসঘাতকতাকে লুকিয়েছিল।'

'এরপর আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়ল- ভয়ানক অসুস্থ। আমার ওই চতুরতার

পরও সে আমাকে একবার দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে আমার কাছে একজন লোককে পাঠিয়েছিল যে আমাকে দীর্ঘকাল ধরে ভালবাসতো। আমি তার সে ভালবাসার দাবীকেও অগ্রাহ্য করে নিজের অবস্থানেই ছিলাম। আমার মা জানতো যে, কাজ না হওয়া পর্যন্ত লোকটি আমার পেছনে লেগেই থাকবে।'

হ্যারি অপেক্ষা করল। মেয়েটি লম্বা একটি নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং আবার মাথাটি ঘোরালো।

'আমি যে জঙ্গলে লুকিয়েছিলাম সে সেখানে চলে গেল। যখন আমি তার সঙ্গে ফিরতে অস্বীকার করলাম তখন সে সহিংস হয়ে উঠল। ব্যারন ছিল মাথা গরম লোক। আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, আমার স্বাধীনতায় সে হিংসা বোধ করল। সে আমাকে চাকু দিয়ে কোপ দিল।'

'ব্যাঁর?' তুমি বলতে চাচ্ছ-?

'ব্লাডি ব্যারন, হ্যা,' গ্রে লেডি বলল। সে যে আলখাল্লাটি পড়ের আছে তার একপাশ খুলে তার সাদা বুকের উপরের কালো ক্ষত চিহ্নটি দেখালো। 'সে যখন বুঝতে পারল যে সে কি করে ফেলেছে তখন তার ভেতর অনুশোচনা হয়। যে চাকুটি আমার প্রাণ কেড়ে নেয় সে সেই চাকুটি হাতে তুলে এবং নিজের উপর চালিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। এত শত বছর পরও সে অনুশোচনায় তার চেইনটি পড়ে থাকে...তাই উচিত।'

'আর....আর ওই ডায়াডেমটি?'

'এটি সেখানেই ছিল আমি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। যখন শুনেছি যে ব্যারন আমার পেছনে পেছনে জঙ্গলে আসছে তখন আমি সেটিকে একটি গাছের ভেতরের ফাপা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেলাম।'

'একটি ফাকা গাছ?' জিগ্যেস করল হ্যারি। 'কি গাছ, কোথায় ছিল সেটি?'

'আলবানিয়ার একটি জঙ্গলে। একটি নির্জন জায়গা। আমি ভেবেছিলাম মা সেখানে পৌছতে পারবে না।'

'আলবানিয়া?' হ্যারি আবার উচ্চারণ করল। তার দ্বিধা কেটে যাচ্ছে। মাথার ভেতর অনেক পরিস্কার হয়ে এসেছে। এবার সে বুঝতে পারল কেন সে তাকে বলেছে যে ডাম্বলডোর এবং ফ্লিটউইকের কাছে কী বিষয় অস্বীকার করেছে। 'তুমি এ কাহিনী অন্য কাউকে বলেছ, তাই না? অন্য কোনো ছাত্রের কাছে?'

'আমার কোনো.....ধারনা ছিল না....সে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছে। মনে হয়েছে..সে বুঝতে পেরেছে....সমবেদনা দেখিয়েছে...'

হ্যাঁ, হ্যারি ভাবল। টম রিডল অবশ্যই বুঝতে পারতো হেলেনা র‍্যাভেনক্লর জিনিসটি সম্পর্কে তার অধিকারের বিষয়টি।

'ওয়েল, তুমিই প্রথম নও যাকে রিডল ধোকা দিয়ে কথা বের করেছে, হ্যারি

বলল। 'সে যখন কিছু চায় তখন তার কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে...'

তারমানে ভোল্ডেমর্ট তাহলে এভাবেই গ্রে লেডিকে ধোকা দিয়ে বের করে নিয়ে সে ওই দূরে জঙ্গলটিতে উড়ে গিয়েছিল এবং গোপন জায়গা থেকে ডায়াডেমটি তুলে নিয়ে এসেছে। হয়তো বরগিন এন্ড বার্কলসে কাজে ঢোকার আগেই সে হোগার্ট ত্যাগ করেছিল।

হতে পারে না যে ভোল্ডেমর্টের যখন দীর্ঘ দশ বছর সরে থেকেছিল তখন সে ওই আলবানিয়ার নির্জন জায়গাটিই বেছে নিয়েছিল আশ্রয়স্থল হিসাবে?

কিন্তু ওই ডায়াডেমটি, যেটি তার কাছে মূল্যবান হরক্রুক্স হিসাবে দেখা দিয়েছিল, ওই নিচু গাছের ভেতরে রাখেনি... না, ডায়াডেমটি গোপনে তার আসল জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এবং ভোল্ডেমর্ট সেটিকে ওখানেই রেখেছে-

'- সেই রাতে যখন সে এসে তার কাজ চেয়েছিল!' হ্যারি তার চিন্তার শেষ অংশ মুখে উচ্চারণ করল।

'তুমি কী বললে?'

'যেদিন সে এসে ডাম্বলডোরকে অনুরোধ করেছিল তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে, সেদিনই সে ক্যাসলের ভেতর এটি লুকিয়ে রেখেছে। হ্যারি বলল। সে কথাটি নিজেই বিশ্বাস করার জন্য একটু উচু স্বরে বলল। 'সে অবশ্যই ডাম্বলডোরের অফিসে যাবার সময় অথবা ফিরে আসার পথে ডায়াডেমটি রেখেছিল। কিন্তু তাকে বারবার সেখানে যেতে হয়েছিল, এবং সেখানেই সে গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি নিয়ে ধোকাবাজি করার সুযোগ পেয়েছিল- ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!'

হ্যারি ওকে ভাসমান অবস্থায় রেখে চলে এল। তাকে হতবাক মনে হয়েছে। সে আবার যখন হলে প্রবেশের পথের কোণায় আসল তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচ মিনিট সময় আছে। যদিও সে এখন জানে যে হরক্রুক্স কোন জিনিসটি, কিন্তু সেটা কোথায় আছে তা এখনো জানা নেই...'

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছাত্ররা ডায়াডেমটি পেতে ব্যর্থ হয়েছে; এ কথার মানে হল সেটি র‍্যাভেনক্লতে নেই। তাহলে এটি কোথায় আছে? কোন গোপন জায়গা টম রিডল হোগার্টে খুঁজে পেয়েছে যে, জায়গাটি চিরকাল গোপন থাকবে বলে সে মনে করেছে?

বহুরকম চিন্তার ভেতর হ্যারি ডুবে যাচ্ছে। সে এক কোণায় চলে এল। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে জানালা ভেঙে গেল। সে লাফ দিয়ে এক পাশে চলে গেল। একটি বিশাল শরীর জানালা দিয়ে প্রবেশ করে অপর পাশের দেয়ালে বাড়ি খেল। শরীরটি কিছু একটা ছেড়ে দিল এবং হ্যারির দিকে উড়ে আসতে থাকল।

'হ্যাগ্রিড!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। 'কি! কি ঘটনা!'

'হ্যারি , তুমি এখানে! তুমি এখানে!' তার স্বভাবসুলভ জড়ো কণ্ঠে বলল।

হ্যাগ্রিড নিচু হয়ে হ্যারির উপর ঝুকে পড়ে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যেন পাঁজর ভেঙে যেতে চায়। তারপর হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে সে ভাঙা জানালার দিকে ফিরে গেল।

'গুড বয় গ্রোপি!' সে জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলল।' তোমার সঙ্গে একটু পর দেখা হবে, এখানে একজন ভাল ছোকরা আছে!'

হ্যাগ্রিডের পেছন থেকে হ্যারি দেখল দূরে আলোর ঝলাকানি। সে একটি পরিস্কার কিন্তু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। হ্যারি চোখ নামিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো। মধ্যরাত হয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

'হ্যাগ্রিড, তুমি কোথা থেকে আসলে?'

হ্যাগ্রিড বলল, 'আমাদের গুহার উপর থেকে ইউ-নো-হু'র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ওই কণ্ঠস্বরটি বলছিল, তোমাকে তার হাতে তুলে দেয়ার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত সময় আছে। তাই বুঝতে পারলাম যে তুমি অবশ্যই এখানে আছ। কি ঘটতে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারলাম। নিচে নেমে আসো ফ্যাঙ। তাই আমরা যোগদান করতে চলে এলাম। আমি, গ্রোপি এবং ফ্যাঙ। আমরা জঙ্গলের বাউন্ডারি ভেঙে ঢুকে পড়েছি। গ্রোপি আমাদের বয়ে এনেছে। ওকে বলেছিলাম ক্যাসেলে নামিয়ে দাও, তাই ও জানালা ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। আমি যেভাবে বলেছিলাম সেভাবে হয়নি- রন এবং হারমিয়ন কোথায়?

হ্যারি বলল, 'এটা একটা ভাল প্রশ্ন। চলো যাই।'

ওরা একসঙ্গে করিডোর ধরে যেতে থাকল। ফ্যাঙও ওদের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। হ্যারি করিডোরের চারদিকে হুলুস্থুল শব্দ শুনতে পেল। দৌড়ানোর শব্দ, চিৎকার। সে জানালা দিয়ে গ্রাউন্ডে অনেক আলো দেখতে পেল।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' হ্যাগ্রিড জানতে চাইল। হ্যারির পায়ের নিচে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। কাঠের মেঝে ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে।

'আমি ঠিক জানি না,' হ্যারি বলল। সে পুরোপুরি অন্যদিকে বাক নিল। 'কিন্তু রন এবং হারমিয়নও অবশ্যই এখানে কোথাও আছে।'

যুদ্ধের প্রথম হতাহতের দৃশ্য সামনেই দেখা গেল। দুটি পাথরের অদ্ভুত ধরণের মূর্তি আলাদা হয়ে পড়ে আছে। এগুলো সাধারণত করিডোরে পাহারার জায়গায় থাকে। জানালা দিয়ে কোনো অশুভ শক্তি এ দুটিকে আঘাত করেছে। নিস্তেজ হয়ে সেগুলো করিডোরে পড়ে আছে। হ্যারি একটির কাটা মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হল। সেটির মাথাটি বলে উঠল, 'আহ্, আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না...আমি এখানে ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকব।'

পাথরের কুৎসিত মুখটি দেখে হ্যারির জেনোফিলিয়াসের বাড়ির রওয়ানা দেওয়া র‍্যাভেনক্লর কথা মনে পড়ল। সেটির মাথায় ছিল হেডড্রেস...তারপর দেখল র‍্যাভেনক্ল টাওয়ারের মূর্তি...মাথায় পাথরের ডায়াডেম....তার মাথায় বাঁকা হয়ে...

যখন সে করিডোরের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হল তখন তার মনে পড়ল তৃতীয় একটি প্রতি মুর্ত্তির কথা : কুৎসিত দর্শন যাদুকর যার পরচুলা হ্যারি পরেছিল এবং একটি ভাঙাচোরা টোপ খাওয়া টায়রা। ফায়ার হুইস্কির গরমে হ্যারি হঠাৎ ধাক্কা খেল এবং সে প্রায় হোচট খেতে বসেছিল।

অবশেষে সে এখন জানে যে হরক্রুক্সটি কোথায় তার জন্য অবস্থান করছে....

টম রিডল কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই সে কাজটি একাই করেছে। সে নিজের প্রতি এতটাই আত্মবিশ্বাস রাখে যে ভেবেছে সে, একমাত্র সেই হোগার্টসের রহস্যের এতটা গভীরে যেতে পারবে, আর কেউ না। অবশ্যই ডাম্বলডোর এবং ফ্লিটউইক এবং অন্য সব ছাত্ররা কেউ কখনো ওই বিশেষ জায়গাটিতে প্রবেশ করেনি। কিন্তু হ্যারি তার স্কুলকালীন সময় ওই পথে ঢুকে পড়েছিল। আর এখন সে এবং ভোল্ডেমর্টই সেই গোপন খবরটি জানে যা ডাম্বলডোরও কোনোদিন তার জানা মতে আবিষ্কার করেননি...

পথের মধ্যে প্রফেসর স্প্রাউটের সঙ্গে দেখা হল। তিনি দ্রুত চলে যাচ্ছেন, তার পেছনে নেভিল এবং অন্য কয়েকজন। তাদের সবার কান ঢাকা। হাতে কিছু একটা দেখতে অনেকটা পটের ভেতর চারাগাছের মত।

'যাদুগাছ!' নেভিল দ্রুত ছুটতে ছুটতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল। 'দেয়ালের উপর দিয়ে ওদের দিকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছি– ওরা এগুলো পছন্দ করবে না!'

হ্যারি এখন জানে তাকে কোথায় যেতে হবে : হ্যারি দৌড় দিল। পেছনে পেছনে হ্যাগ্রিড এবং ফ্যাঙ ছুটল। ওরা একের পর এক প্রোট্রেইট পার হতে থাকল, সেগুলোর ভেতর থেকে ছবিগুলো বের হয়ে ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দৌড়াতে থাকল এবং ক্যাসলের অন্য প্রান্তের খবর বলতে থাকল। একটি ক্যানভাসের সঙ্গে আরেকটি গায়ে গা মিলিয়ে চলছে। ওরা যখন করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌছল তখন পুরো ক্যাসল একটি ঝাকি দিয়ে উঠল। হ্যারি জানে, একটি বিশাল পাত্র বিস্ফোরণের কারণে ফেটে গেল। এটি ছিল অর্ডারের টিচারদের চেয়ে ভয়াবহ একটি অশুভ শক্তির যাদু করা।

'কোনো অসুবিধা নেই ফ্যাঙ, ঠিকাছে ফ্যাঙ,' হ্যাগ্রিড চিৎকার করে বলল। কিন্তু বিশাল বোরহাউন্ডটি ছুটল চায়না প্লেটগুলো উড়ছে সেদিকে। হ্যাগ্রিড হ্যারিকে রেখে আতঙ্কিত্ত বিশাল কুকুরটির পেছনে পেছনে ছুটল।

হ্যারি কাঁপতে থাকা প্যাসেজ দিয়ে ছুটতে থাকল। তার যাদুদণ্ডটি প্রস্তুত রয়েছে। একটি করিডোরের শুরু থেকে ছোট পেইন্টিং থেকে নাইট উপাধিপ্রাপ্ত

স্যার ক্যাডোগ্যান একটির পর একটি পেইন্টিং এর ভেতর দিয়ে চলতে থাকলেন তার পরিচ্ছদ থেকে ঝুনঝুন শব্দ হতে থাকল। তিনি চিৎকার করে উৎসাহ যোগাতে থাকলেন। তার পেছনে পেছনে ছোট ঘোড়াটি তালে তালে ছুটছে।

'অসৎ এবং দাম্ভিকদের, কুকুর এবং বদমায়েশগুলোকে তাড়াও, হ্যারি পটার!'

হ্যারি দ্রুত একটি কোণার দিকে ঢুকল এবং দেখল ফ্রেডস কয়েকজন ছাত্র। সঙ্গে আছে লি জর্ডান, হান্নাহ অ্যাবোট। এটি খালি প্লিনথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার উপরের মূর্তিটি একটি গোপন প্যাসেজের ভেতর ঢুকে গেছে। ওরা ওদের যাদুদণ্ড ধরে আছে এবং ফুটো দিয়ে ভেতরের কথা শুনতে চেষ্টা করছে।

'একটি চমৎকার রাত্রি!' ক্যাসলটি আরেকবার ঝাকি দিয়ে উঠতেই ফ্রেড উচ্চস্বরে বলল। হ্যারি দৌড়ে কাছে গেল। অন্য একটি করিডোরে ধাক্কা দিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। চারদিকে অসংখ্য পেঁচা, মিসেস নরিস হিসহিস শব্দ করে সেগুলোকে জায়গা মত পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন....

'পটার!'

সামনে আবারফোর্থ ডাম্বলডোর যাদুদণ্ড ধরে পথ আগলে আছেন।

'আমার বারটির ভেতরে শতশত ছেলেপেলে ঢুকে পড়েছে পটার!'

'আমি জানি, ওদেরকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি,' হ্যারি বলল। 'ভোল্ডেমর্ট-'

'আক্রমণ করেছে কারণ তোমাকে তার হাতে তুলে দেয়া হয়নি,' আবারফোর্থ বললেন। 'আমি কালা নই, হগসমিডের সবাই শুনতে পেয়েছে তার কথা। এবং তোমাদের কারো মনে হয়নি যে কিছু স্লিথারিনকে জামিনদার হিসাবে আটকে রাখার কথা? যাদেরকে তোমরা নিরাপদে রাখার জন্য সরিয়ে দিয়েছ তাদের মধ্যে শিশু ডেথইটারও রয়েছে। তাদেরকে এখানে রেখে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হতো না?'

'তাতে ভোল্ডেমর্টকে আটকানো যেতো না,' হ্যারি বলল। 'এবং আপনার ভাই কখনো তা করেননি।'

আবারফোর্থ গুনগুন করতে করতে উল্টোদিক ধরে চলতে শুরু করলেন।

'আপনার ভাই কখনো তা করেননি...ঠিকাছে,' এটি সত্য কথা। হ্যারি দৌড়াতে দৌড়াতে চিন্তা করল। ডাম্বলডোর অনেককাল ধরে স্নেইপের মোকাবেলা করে আসছিলেন। কিন্তু কখনো শিশুদেরকে আটকাননি...

এরপর সে ঘুরে একটি শেষ কোণায় আসল। ওদেরকে দেখে সে স্বস্তি এবং ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল। রন এবং হারমিয়ন দুজনেরই বাহুতে বাকা নোংরা হলুদ কিছু একটা পদার্থ। রনের বাহুর নিচে একটি ব্রুমস্টিক।

'তোমরা কোথায় মরতে গিয়েছিলে?' হ্যারি বলল।

'চেম্বার অব সিক্রেটসে,' রন বলল।

'চেম্বার-কি?' হ্যারি বলল। সে কোনোক্রমে টলতে টলতে ওদের সামনে এসে

দাঁড়ালো।

'এ হল রন, রনের বুদ্ধি!' হারমিয়ন হাপাতে হাপাতে বলল। 'কাজটা দারুন হয়েছে না? তুমি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার পর আমি রনকে বললাম, যদি আমরা অন্য একটি খুঁজে পাই তহালে সেটি তুলব কীভাবে? আমরা এখনো কাপটি তুলতে পারিনি! এবং তখনই রন চিন্তাটা করলো। বাসিলিস্ক!'

'কী?'

'হরক্রুক্স তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস,' রন বলল।

হ্যারি ভাল করে রন এবং হারমিয়নের হাতের মুঠোতে ধরা জিনিসের দিকে তাকালো। বড়বড় সাপের দাঁত। এবার সে বুঝল যে মৃত বাসিলিস্কের মাথা থেকে আনা হয়েছে।

'কিন্তু তোমরা ওখানে গেলে কীভাবে?' হ্যারি ওগুলোর থেকে চোখ তুলে রনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। তোমাদের তো পারসেলটঙের প্রয়োজন ছিল।'

'ও তাই করেছে!' হারমিয়ন বলল। 'ওকে দেখাও রন।'

রন একটি ভয়ানক, অদ্ভুত হিসহিস শব্দ করল।

'তুমি এটা করেছিলে লকেটটি খোলার সময়,' রন ক্ষমা চাওয়ার সুরে বলল। 'ঠিকভাবে করতে আমাকে মাত্র কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়েছে। অবশেষে কাজে দিয়েছে।'

হারমিয়ন বলল, 'সে দারুন কাজ করেছে, দারুন!'

হ্যারি নিজেকে শান্ত রাখতে পারছে না। বলল, 'তারপর?'

'তারপর আমাদের আর একটি হরক্রুক্স বাকী আছে,' রন বলল। সে জ্যাকেটের পকেট থেকে হাফলপাফের ভাঙাচোরা কাপের অংশ বের করল। 'হার-মিয়ন এটি কুপিয়েছে। মনে করেছে তাই করা উচিত। এখনো সে সন্তুষ্ট হয়নি।'

'জিনিয়াস!' চিৎকার করে হ্যারি বলল।

রন বলল, 'এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু তাকে আনন্দিত দেখা গেল। 'এখন তোমার নতুন কী খবর আছে?'

তার কথা শেষ হতেই মাথার উপর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সিলিং এর উপর থেকে ধুলো খসে পড়তেই তিনজন উপরের দিকে তাকালো। এবং দূরে কোথাও চিৎকারের শব্দ শোনা গেল।

'আমি জানি ডায়াডেমটি দেখতে কেমন। এবং আমি জানি এটি কোথায় আছে,' হ্যারি বলল। সে দ্রুত ফিসফিস করে কথা বলছে। 'সে জিনিসটা ঠিক আমি যেখানে আমার পোশনের বইটি লুকিয়ে রেখেছি সেখানে লুকিয়ে রেখেছে। যেখানে সবাই শতশত বছর ধরে তাদের জিনিস লুকিয়ে রাখে। সে ভেবেছে সে একাই

জিনিসটা খুঁজে পেতে পারে। চলো!'

দেয়াল আবার কাঁপতে শুরু করেছে। সে অন্য দু'জনকে ঠেলে নিয়ে গোপন প্রবেশ পথ দিয়ে আবার রুম অব রিকোয়ারমেন্টে নেমে এল। তিনজন মেয়েলোক ছাড়া রুমটিতে কেউ নেই। জিনি, টঙ্কস এবং একজন বয়স্কা যাদুকর মহিলা মাথায় হ্যাট পরে বসে আছেন। হ্যারি তাকে চিনতে পারল। তিনি নেভিলের দাদী।

'আহ পটার!, তিনি বললেন। যেন তিনি হ্যারির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। 'তুমি কী আমাদের বলতে পার কী হচ্ছে?'

'সব কিছু ঠিক আছে?' জিনি এবং টঙ্কস একই সঙ্গে বলে উঠল।

'এই পর্যন্ত যতটুকু জানি ঠিকাছে,' হ্যারি বলল।

'হগস হেডের প্যাসেজে কি আরো মানুষ আছে?'

হ্যারি জানে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রুমে কোনো লোক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটিকে ট্রান্সফর্ম করা যাবে না।

'আমিই প্যাসেজ দিয়ে সর্বশেষ এসেছি, মিসেস লঙবটম বললেন। 'আমি এটিকে বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় এটিকে আবার খোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মি. আবারফোর্থ বার এ চলে গেছেন। তুমি কী আমার নাতিকে দেখেছ?'

'তিনি যুদ্ধ করছেন,' হ্যারি বলল।

'স্বাভাবিক,' বৃদ্ধ মহিলা গর্বের সঙ্গে বললেন। 'ক্ষমা করবে, আমাকে যেতে হবে তাকে সাহায্য করার জন্য।'

অবিশ্বাস্য গতিতে তিনি লম্বা পা ফেলে পাথরের সিড়ির দিকে চলে গেলেন।

হ্যারি টঙ্কসের দিকে ফিরল।

'আমি! আমি জানতাম তুমি তোমার বাচ্চা নিয়ে তোমার মায়ের কাছে আছো।'

'আমি কিছু না জেনে ওখানে বসে থাকতে পারি না- মা আছে ওকে দেখাশোনার জন্য। তুমি কী রেমুসকে দেখেছ?'

'সে একদল যোদ্ধা নিয়ে গ্রাউন্ডে যাবার প্ল্যান করছিল।'

একটি কথাও না বলে টঙ্কস দ্রুত বের হয়ে গেল।

'জিনি,' হ্যারি বলল। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমাকে চলে যেতে হবে। অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু আবার তুমি ফিরে আসতে পারবে।'

জিনি খুশির সঙ্গে আশ্রয়স্থল ছেড়ে যেতে রাজি হল।

জিনি টঙ্কসের পেছনে পেছনে দ্রুত চলে যেতে থাকলে হ্যারি তার পেছন থেকে উচ্চস্বরে বলল, 'তুমি আবার এখানে চলে এস! *'তোমাকে এখানে আবার চলে আসতে হবে!'*

রন তীব্রভাবে বলল, 'একটু অপেক্ষা কর! আমরা একজনের কথা ভুলে গেছি!'

'কে?' হারমিয়ন বলল।

'ঘরের ভূত, ওরা তো নিচের কিচেনে আছে, তাই না?'

'তোমার মনে হয় যে ওদেরকেও আমরা যুদ্ধে জড়াতে পারি?' হ্যারি বলল।

'না,' রন বলল খুব গুরুত্বের সঙ্গে। 'আমি বলছি ওদেরকে বের হয়ে যাওয়ার কথা। আমরা আর কোনো ডোবি চাই না। নাকি? আমরা ওদেরকে আদেশ দিতে পারি না আমাদের জন্য মরতে-'

বাসিলিস্কের দাতগুলো হারমিয়নের হাত থেকে ফসকে যেতেই একটা শব্দ হল। হারমিয়ন দৌড়ে রনের কাছে গেল। ওগুলো রনের গলায় জড়িয়ে দিয়ে সে রনের মুখে কিস করলো। রন হাত থেকে ব্রুমস্টিক এবং দাঁতগুলো ফেলে দিয়ে এত উল্লসিত হয়ে চুমো খেল যে হারমিয়নকে উচু করে ফেলল।

'এটাই কি সময়?' হ্যারি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। হারমিয়ন এবং রন একে অপরকে ধরে রাখল এবং জায়গায় দাঁড়িয়ে দুলতে থাকল। হ্যারি আবার বলল, 'এই! এখানে যুদ্ধ চলছে!'

রন এবং হারমিয়ন দু'জন একটু দূরে সরল। দু'জন দুজনের হাত ধরে রাখল।

'আমি জানি, তাকে দেখে মনে হল কেবলই সে তার মাথার পেছনে ধাক্কা খেয়েছে। বলল, 'হয় এখন, অথবা আর কখনোই না। তাই না?'

'বাদ দাও সে কথা, হরক্রুক্সের কী হবে?' হ্যারি বলল।

'তোমার কী মনে হয় যে তুমি এটাকে ডায়াডেম পাওয়া পর্যন্ত এর ভেতরে ধরে রাখতে পারবে?'

'অ্যাঁ..হ্যাঁ...সরি,' রন বলল। সে এবং হারমিয়ন বাসিলিস্কের দাঁতগুলো একত্র করল। দু'জনই গোলাপি হয়ে গেছে।

ওরা উপরে উঠে আসতে থাকল। সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে ওরা যে সামান্য কয়েক মিনিট নিচে কাটিয়েছে এই সময়টাতে পরিস্থিতি অনেক খারাপ হয়ে গেছে। দেয়ালগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমান কাঁপছে। কাছের জানালা দিয়ে ধুলোয় চারদিকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হ্যারি দেখল, লাল এবং সবুজ আলো ক্যাসেলের একেবারে কাছে বিস্ফোরিত হচ্ছে, হ্যারি বুঝতে পারল যে ডেথ-ইটাররা প্রবেশ পথের কাছে চলে এসেছে। হ্যারি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল গ্রোপ ছাদের থেকে বিশাল নালার মত হয়ে একেবেকে ঘুরছে, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

'দেখা যাক ওদের কারো উপর গিয়ে পড়ে কি না!' রন বলল। কাছেই কোথাও থেকে চিৎকারের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'আমাদের কেউ যেন না হয়!' একটি কণ্ঠ বলল। হ্যারি পেছন ফিরে দেখল জিনি এবং টঙ্কস। দুজনই তাদের কাছের জানালা দিয়ে যাদুদণ্ড ধরে রেখেছে।

হ্যারি দেখল জিনি একটি শক্তি ছুড়ে দিচ্ছে নিচে যোদ্ধাদের দিকে।

'গুডগার্ল!' ধুলোর ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসা একটি শরীর বলল। হ্যারি দেখল আবারফোর্থ। একদল ছেলের পাশ দিয়ে আসবার সময় তার ধুসর চুলগুলো উড়ছে। 'ওদেরকে মনে হচ্ছে উত্তর পাশের জায়গাটায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওরা ওদের জায়ান্টটা নিয়ে এসেছে।'

'আপনি কি রেমুসকে দেখেছেন?' টঙ্কস বলল।

'সে ডোহোলোভের সঙ্গে লড়ছিল,' আবারফোর্থ উচ্চস্বরে বললেন। 'তারপর থেকে আর দেখা হয়নি!'

জিনি বলল, 'টঙ্কস, আমি নিশ্চিত সে ঠিক আছে–'

কিন্তু টঙ্কস আবারফোর্থের পেছনে পেছনে দৌড় দিল।

জিনি অসহায়ের মত রন, হ্যারি এবং হারমিয়নের দিকে তাকালো।

'ওরা ঠিক থাকবে,' হ্যারি বলল। যদিও সে নিজেই জানে এ কথার কোনো অর্থ নেই। 'জিনি, আমরা কিছুক্ষণের ভেতরই ফিরে আসব, তুমি শুধু বিপদের ভেতর যেও না, নিরাপদে থাকো। –আসো! সে রন এবং হারমিয়নের উদ্দেশে বলল। ওরা একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে দৌড় দিল রুম অব রিকোয়ারমেন্টের উদ্দেশ্যে, সেখানে পরবর্তী করণীয় করতে হবে।

আমার ওই জায়গাটা দরকার যেখানে সবাই জিনিস লুকিয়ে রাখে– হ্যারি নিজেকেই নিজে মাথার ভেতরে বলল।

ওরা দরোজা দিয়ে প্রবেশের সময় মৃত্যুর চিৎকার শুনতে পেল। পেছন থেকে দরোজাটা বন্ধ করে দিতেই নিস্তব্ধতা নেমে এল। ওরা এমন একটি জায়গায় চলে এল যে জায়গাটি অনেকটা একটি শহরের একটি ক্যাথেড্রেলের মত। এর উঁচু টাওয়ারটি তৈরি করা হয়েছে বহুদিন আগের চলে যাওয়া ছাত্রদের লুকানো জিনিস দিয়ে।

'এবং সে কি কখনো ভাবেনি যে এখানে কেউ ঢুকতে পারে?' রন বলল। তার গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল।

'সে ভেবেছিল সে একাই জানে,' হ্যারি বলল। 'এটা তার জন্য খুবই ক্ষতিকর, আমি আমার সময়ের জিনিস এখানে লুকিয়েছিলাম... একইভাবে। ...আমার মনে হচ্ছে নিচের ওই জায়গায়।'

সে কিছু জিনিস পার হয়ে গেল। লাইন ধরা জিনিসের ভেতর দিয়ে যেতে উপরে নিচে তাকালো। সে স্মরণ করতে পারছে না এরপর কোনদিকে যেতে হবে...

'অ্যাকসিও ডায়াডেম!' হারমিয়ন অস্থির হয়ে স্পেল করল। কিন্তু কিছুই তাদের দিকে এল না। গ্রিনগোটের ভল্টের মত, মনে হল রুমটির কোনো জিনিস

সহসা ওদের কাছে ধরা দেবে না।

'চলো আমরা ছড়িয়ে পড়ি,' হ্যারি অন্য দু'জনকে বলল। একটা পাথর খোজো যেটি একটি বৃদ্ধ লোকের মাথায় টুপি বা মুকুটের মত আছে। এটি কোনো একটি আলমিরার উপর রাখা আছে, এবং সেটা অবশ্যই আশেপাশে কোথাও...'

ওরা পাশাপাশি লাইনগুলোতে ছাড়িয়ে পড়ল। হ্যারি অন্য দু'জনের পায়ের শব্দের প্রদিধ্বনি শুনতে পেল। ওদের পা গিয়ে লাগছে বোতল, বাক্স, চেয়ার, বই, অস্ত্র ক্রুমস্টিকের উপর গিয়ে পড়ছে...

'এখানেই কোথাও আছে,' হ্যারি একা একা বিড়বিড় করে বলল। 'এখানেই কোথাও...এখানেই...'

গভীর থেকে গভীর অলিগলিতে সে যেতে থাকল। সে জিনিস খুঁজছে যা সে আগে এসে এখানে দেখেছিল। হ্যারির নিজের নিঃশ্বাসই নিজের কাছে উচ্চ শব্দের শোনাচ্ছে। তারপর নিজের বুকটাই হঠাৎ করে কেঁপে উঠল। ওই যে ওইখানে! ঠিক সামনে দাগ পড়া একটি পুরাতন আলমিরার উপরে, ঠিক যেখানে সে তার পোশণ বইটি লুকিয়ে রেখেছিল তার কাছেই উপরে রাখা। একটি যাদুকরের মাথায় ধুলো মাখা প্রাচীন আমলের টায়রা।

দশ ফুট দূরে থাকতেই হ্যারি হাত বাড়িয়ে দিল। ঠিক তখনই একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'ওটা ধরো পটার!'

হ্যারি ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল এবং ঘুরে দাঁড়ালো। তার পেছনে কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্র্যাবে এবং গয়েল। দু'জনই হ্যারির দিকে যাদুদণ্ড তাক করে আছে। তাদের হাসিমাখা মুখ দুটোর পেছনে ড্রাকো ম্যালফয়ের মুখটি হ্যারি দেখতে পেল।

'তোমার হাতে ধরে থাকা যাদুদণ্ডটি আমার, পটার,' ম্যালফয় বলল। তার হাতের যাদুদণ্ডটি সে ক্র্যাবে এবং গয়েলের মাঝখান দিয়ে হ্যারির দিকে ধরে আছে।

'এখন আর না,' হ্যারি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল। হ্যারির যাদুদণ্ডটি সে আরো শক্ত করে ধরল। 'যে জেতে সেটা তার হয় ম্যালফয়। তোমার হাতেরটা তোমাকে কে দিল?'

'আমার মা,' ড্রাকো বলল।

হ্যারি হাসল। যদিও পরিস্থিতি মোটেই হাসার মত না। সে এখন রন এবং হারমিয়নের কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। ওরা হয়তো শ্রবণের মত দূরত্বের বাইরে চলে গেছে। ডায়াডেমটি খুঁজছে।

'তোমরা ভোল্ডেমর্টকে ছাড়া তিনজন এলে যে? হ্যারি বলল।

'আমরা পুরস্কার পাবো,' ক্র্যাবে বলল। এমন একজন কাঙ্খিত মানুষের

সামনে তার কণ্ঠ বিস্ময়করভাবে শান্ত। এর আগে হ্যারি তাকে কখনো কথা বলতে শোনেনি। ক্র্যাবে এমনভাবে হাসছে যেন ছোট কোনো বাচ্চাকে এক ব্যাগ চকলেট দেয়ার কথা বলা হয়েছে। 'আমরা এখানে রয়ে গেছি হ্যারি, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা যাবো না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তোমাকে তার সামনে হাজির করবো।'

'ভলো প্ল্যান,' হ্যারি উপহাসের সুরে বলল। হ্যারি ভাবতে পারেনি যে এত কাছে ওদের দেখতে পাবে এবং ম্যালফয়, ক্র্যাবে আর গয়েলের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হবে। সে ধীরে ধীরে পেছনে হরক্রুক্সটির কাছাকাছি যেতে থাকল। ওদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হওয়ার আগেই যদি ওটা ধরা যায়....

'তোমরা এখানে ঢুকলে কীভাবে?' সে ওদের মনোযোগ অন্যদিকে নিতে চেষ্টা করল।

'আমি গত একবছর ধরে সত্যিকার অর্থে এই জিনিস লুকানোর ঘরেই থাকি,' ম্যালফয় বিরক্তির কণ্ঠে বলল। 'আমি জানি কীভাবে এখানে ঢুকতে হয়।'

'আমরা করিডোরের পেছনে লুকিয়েছিলাম,' গুনগুন করে গয়েল বলল। 'আমরা এখন ডিস-ইল্যুশন চার্ম করতে পারি। তুমি ঠিক আমাদের সামনে দাঁড়ালে 'এবং বললে যে তুমি একটা ডায়াডেম খুঁজছ। ডায়াডেম কি জিনিস?'

'হ্যারি?' হঠাৎ দেয়ালের ওপাশে ডান দিক থেকে রনের ডাক প্রতিধ্বনি তুলল। 'তুমি কারো সঙ্গে কথা বলছ?'

মুহূর্তের ভেতরে ক্র্যাব তার যাদুদণ্ডটি পঞ্চাশ ফুটের মত উঁচু হয়ে থাকা ফার্নিচার, পুরাতন বইয়ের ট্রাঙ্ক, পুরাতন গাউন এবং অপরিচিত অনেক জিনিসের দিকে ধরল।

'ডিসেনডো!'

দেয়াল খসে পড়তে থাকল এবং তারপর যেখানে রন দাঁড়িয়ে আছে ওই সরু পথ বন্ধ হতে থাকল।

'রন!,' হ্যারি চিৎকার করে উঠল। কোনো একটি অজানা জায়গা থেকে হারমিয়নও চিৎকার দিল। হ্যারি অসংখ্য জিনিস মেঝেতে পড়ার শব্দ পেল। সে স্তুপের দিকে যাদুদণ্ড তাক করে বলল, 'ফিনিটে!' এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

'না!' ম্যালফয় চিৎকার করে বলল। আবার স্পেল ছুড়তে থাকা ক্র্যাবের হাত ধরল। 'যদি পুরো রুম স্তুপ করে ফেল তাহলে ডায়াডেম জিনিসটা তলে কোথাও পড়ে যাবে!'

'তাতে সমস্যা কি?' ক্র্যাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'ডার্ক লর্ড পটারকেই চান, ডায়-আডডেম দিয়ে আমাদের কী হবে?'

'পটার এখানে ঢুকেছে ওটা নিতে,' ম্যালফয় বলল। 'তার কোনো একটা অবশ্যই কারণ আছে-'

'অবশ্যই কারণ?' ক্র্যাবে ক্ষোভের সঙ্গে ম্যালফয়ের দিকে ফিরল। 'তুমি কী বলছ তাতে কী আসে যায়, আমি তোমার আদেশ মানতে রাজি নই, ড্রাকো, তুমি এবং তোমার বাবা শেষ হয়ে গেছ।'

'হ্যারি ?' রন চিৎকার করে স্তুপের ওপাশ থেকে বলল। 'কী হচ্ছে এসব?'

'হ্যারি?' উপহাসের সুরে ক্র্যাব বলল। 'এসব কী, –না, পটার! ক্রুসিও!'

হ্যারি টায়রাটার জন্য ঝাপ দিল। ক্র্যাবের ছুড়ে দেয়া কার্স একটুর জন্য মিস হল। কিন্তু গিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করল। সেটি শুন্যে উঠে গেল। ডায়াডেমটি উড়ে গিয়ে চোখের বাইরে স্তুপের ভেতর পড়ল।

'থামো!' ম্যালফয় ধমক দিয়ে ক্র্যাবেকে বলল। তার কণ্ঠস্বর পুরো রুমটিতে প্রতিধ্বনি তুলল। 'ডার্ক লর্ড ওকে জীবিত ধরতে চান-'

'তো, আমি ওকে হত্যা করছি না, হত্যা করছি?' চিৎকার করে ক্র্যাবে বলল। সে ম্যালফয়ের হাতটি সরিয়ে দিল। 'কিন্তু আমি যদি সুযোগ পাই, অমি ওকে মেরে ফেলব, ডার্ক লর্ড ওকে মৃতও পেতে পারেন্। কি পার্থক্য-'

একটি উজ্জ্বল আলো হ্যারির এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল। হারমিয়ন পেছন দিক দিয়ে ঘুরে ওর পেছনে চলে এসেছে এবং ক্র্যাবের মাথা বরাবর স্পেল ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু ম্যালফয় তাকে টান দিয়ে সরিয়ে ফেলার কারণে মিস হয়ে গেছে।

'এটা হল সেই মাডব্লাড! *অ্যাভাডা কেদাভ্রা!*'

হারমিয়ন ঝাপিয়ে পাশে পড়ল। এবং হারমিয়নকে কিলিং কার্স ছুড়ে দিয়েছে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে সব দ্বিধা উঠে গেল। সে ক্র্যাবের দিকে একটি স্টানিং স্পেল ছুড়ে দিল। সে দ্রুত সরে গেল এবং ধাক্কা লেগে ম্যালফয়ের যাদুদণ্ডটি হাত থেকে খসে পড়ল। সেটি গড়িয়ে ফার্নিচার এবং বাক্সের স্তুপের ভেতর চলে গেল।

'ওকে হত্যা করো না! হত্যা করো না!' ম্যালফয় চিৎকার করে ক্র্যাবে এবং গয়েলকে বলল। ওরা দু'জনই হ্যারির দিকে যাদুদণ্ড ধরে আছে। ওদের মুহূর্তের দ্বিধা করাটাই হ্যারির প্রয়োজন ছিল।

'এক্সপেলিয়ারমাস!'

গয়েলের যাদুদণ্ডটি হাত থেকে খসে জিনিসগুলোর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। গয়েল বোকার মত জায়গার উপর লাফ দিল। যাদুদণ্ডটি তুলতে চেষ্টা করল। ম্যালফয় লাফ দিয়ে হারমিয়নের দ্বিতীয় ছুড়ে দেয়া স্টান থেকে সরে গেল। ঠিক তখনই রন বেরিয়ে এল সরু পথের মুখে। ক্র্যাবের দিকে সে ফুল বডি বাইন্ড কার্স ছুড়ে দিল। কিন্তু অল্পের জন্য তা মিস হল।

ক্র্যাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চিৎকার করল, '*অ্যাভাডা কেদাভ্রা!*' রন লাফ দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসা সবুজ আলো থেকে সরে গেল। হারমিয়ন ওদের দিকে স্পেল চার্জ করতেই যাদুদণ্ডহীন ম্যালফয় ভয়ে তিন পায়ের আলমিরার পেছনে চলে গেল। কিন্তু গয়েলের গায়ে স্টানিং স্পেল লাগল।

'ওরা এখানেই কোথাও আছে!' হ্যারি চিৎকার করে হারমিয়নের উদ্দেশে বলল। সে আঙুল দিয়ে টায়রাটি যেখানে পড়েছে সে জায়গাটি দেখালো। 'ওটা দেখ, আমি রনকে-' গু

'হ্যারি!' হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল।

একটি ভয়ানক, বাতাসে লগসহুস করা গর্জন মুহূর্তের ভেতরে ওকে সতর্ক করে দিল। হ্যারি ঘুরে দেখল রন এবং ক্র্যাবে যে যার আগে পারে সরু লাইন দিয়ে ওদের দিকে দৌড়ে আসছে।

'ভয়ানক উত্তাপ সহ্য করবে?' ক্র্যাবে গর্জন করে বলল।

কিন্তু সে যা করেছে তার উপর এখন আর তার নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মনে হল। অস্বাভাবিক রকমের তপ্ত ধোয়া ওদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে আসছে। কালো ধোয়া যেন ওদের ছুতে চেষ্টা করছে।

'আগুয়ামেনটি!' হ্যারি বলল। কিন্তু তার যাদুদণ্ডের আগা দিয়ে বের হওয়া পানি যেন শুন্যেই বাষ্প হয়ে গেল।

'দৌড়াও!' ম্যালফয় স্টান হওয়া গয়েলকে ধরল এবং টেনে নিল। ক্র্যাবে ওদের সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তাকে এখন ভয়ঙ্কর লাগছে। আগুন তিনজনের পেছনে ছুটছে। ক্র্যাব যে আগুন ব্যবহার করেছে তা সাধারণ আগুন না। সে এমন কার্স ব্যবহার করেছে যেটি হ্যারি চেনে না। ওরা যখন এক কোনায় চলে গেল তখন আগুনও সেদিকে ধাওয়া করল। যেন এ আগুনের প্রাণ আছে,ওদের হত্যা করতে চায়। এই ধোয়া থেকে ড্রাগনের মত রুপ নিল।

ম্যালফয়, ক্র্যাবে এবং গয়েল চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন মৃতের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধোয়া ও আগুনের বিশাল কুণ্ডলী ওদের ঘিরে ফেলল। ধীরে ধীরে কাছে থেকে আরো কাছে চলে আসছে।

'আমরা কী করব?' হারমিয়ন আগুনের কান ফাটানো শব্দের ভেতরই চিৎকার করে বলল। 'আমরা এখন কী করতে পারি?'

'এই যে!'

হ্যারি কাছের একটি স্তুপের উপর থেকে দুটি ভারি ধরণের ব্রুমস্টিক তুলে নিল এব একটি রনের দিকে ছুড়ে দিল। রন টান দিয়ে হারমিয়নকে তার পেছনে উঠিয়ে নিল।। দ্বিতীয় ব্রুমস্টিকটাতে হ্যারি তার পা ঘুরিয়ে তুলে দিল এবং পা দিয়ে মাটিতে একটি ধাক্কা দিলে। ওরা শূন্যে উঠে গেল। অল্পের জন্য সেই আগুনের

শিংওয়ালা সরিসৃপটি প্রচণ্ড শব্দ করে থাবা দিয়েও নাগালের ভেতর পেল না। ধোয়া এবং তাপ অবিশ্বাস্য রকমের বাড়তে থাকল। ওদের ঠিক নিচেই কার্স ছুড়ে দেয়া আগুন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ছাত্রদের রক্ষিত গোপন জিনিসগুলোকে গ্রাস করতে থাকল। হ্যারি আশপাশে কোথাও ম্যালফয়, ক্র্যাবে এবং গয়েলের চিহ্নটি পর্যন্ত দেখতে পেল না। সে সাহসের সঙ্গে অনেকটা নিচে দিয়ে আক্রমণ করা বিশাল ধোয়ার শরীরটার ওপর দিয়ে তাদের খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কি ভয়ানক মৃত্যু....হ্যারি এমনটা কখনো চায়নি...

'হ্যারি চলো বের হই! চলো বের হয়ে যাই!' রন বলল। যদিও ধোয়ার কুণ্ডলির ভেতর কোনোক্রমেই এখন দেখা সম্ভব নয় যে দরোজাটি কোন দিকে।

এরপর হ্যারি শুনতে পেল ভয়ানক জায়গাটির ভেতর প্রচণ্ড আগুনের হলকার থেকে একজন মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

'ভয়ানক বিপদজনক!' রন চিৎকার করে বলল। হ্যারি শুন্যের উপর ঘুরল। তার চোখের চশমাটি একটু হলেও ধোয়া চোখ থেকে রক্ষা করছে। হ্যারি নিচের আগুনের কুণ্ডলীর চারদিকে ঘুরল ভেতরে মানুষের পা বা মুখ দেখা যায় কিনা যা এখনো কাঠের মত পুড়ে যায়নি।

এবং হ্যারি ওদের এবার দেখতে পেল। ম্যালফয় অচেতন গয়েলের উপর হাত দিয়ে রেখেছে। ওরা একটি পুড়তে থাকা ডেস্কের উপর রয়েছে। গয়েল ঝাপ দিল। ম্যালফয় তাকে আসতে দেখে একটি হাত বাড়িয়ে দিল। হ্যারি দম বন্ধ করে ওদের কাছে ঝাপ দিল এবং বুঝতে পারল যে অবস্থা ভাল না। গয়েলের শরীর ভারী, ম্যালফয়ের হাত ভিজে আছে। হ্যারি ধরতেই তা পিছলে গেল-

'ওদের জন্য আমরা যদি মরি তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব হ্যারি!' রনের গলা শোনা গেল। এবং ধোয়া বের করা চিমেরা যখন ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে যাবে তখনই রন এবং হারময়িন গয়েলকে ধরে তাদের ব্রুমস্টিকে তুলল। আর হ্যারি টান দিয়ে ম্যালফয়কে তার ব্রুমস্টিকে তুলে দিল।

'দরোজা! দরোজার দিকে যাও!' ম্যালফয় হ্যারির কানের কাছে বলল। হ্যারি গতি বাড়ালো এবং রন, হারমিয়ন আর গয়েলকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোয়ার ভেতর দিয়ে অনুসরণ করল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। গ্রাস করে নেয়া ধোয়ার ভেতর যে অল্প কিছু জিনিস অক্ষত রয়েছে সেগুলো শুন্যে ছিটকে উঠছে, যেন কার্স করা আগুনের ভেতর থেকে কোনো প্রাণীরা আনন্দ উল্লাস করে ওগুলো ছুড়ে মারছে : কাপগুলো, শিল্ড, নেকলেস এবং একটি পুরাতন রঙ জ্বলে যাওয়া টায়রা-

'তুমি কী করছ, তুমি কী করছ? দরোজা তো ওই দিকে!' ম্যালফয় চিৎকার করে বলল। কিন্তু হ্যারি একেবারে তীব্র একটি বাক নিয়ে ঝা[illegible]ল। ডায়াডেমটি মনে হল ধীর গতিতে নেমে যাচ্ছে। ঝলমলে আলোতে চকচ[illegible] করছে, সেটি বিশাল

সরিসৃপটির মুখের সামনে কাছাকাছি ছুটে যাচ্ছে। হ্যারি ধরে ফেলল, হাতের কব্জির ভেতর গেঁথে নিল–

সরিসৃপটি হ্যারির দিকে থাবা দেয়ার মুহূর্তেই সে ঝট করে আবার বাক নিয়ে দরোজাটার দিকে ছুটে গেল। রন, হারমিয়ন এবং গয়েল বের হয়ে গেছে,ওদের দেখা যাচ্ছে না। ম্যালফয় হ্যারিকে শক্ত করে ধরে রেখে চিৎকার করছে। ধোয়ার ভেতর দিয়ে দেয়ালের চতুস্কোণ জায়গাটি দিয়ে হ্যারি ব্রুমস্টিক ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্ত পরেই বুক ভরে ঠাণ্ডা পরিস্কার বাতাস টেনে নিল। এবং বাইরের করিডোরের একটি দেয়ালের উপর এসে ধাক্কা খেল।

ম্যালফয় ব্রুমস্টিকের উপর থেকে পড়ে গেল এবং উবু হয়ে থেকেই শ্বাস টানতে থাকল। সে কাশছে এবং ওয়াক ওয়াক করছে। হ্যারি থামল। দেখল রুম অব দ্য রিকোয়ারমেন্টের দরোজাটি উধাও হয়ে গেছে। রন এবং হারমিয়ন মেঝেতে বসে হাপাচ্ছে, পাশে গয়েল। সে এখনো অচেতন।

'ক্র্যা-ক্র্যাবে' ম্যালফয় কোনো রকমে বলল।

'সে মারা গেছে,' রন কর্কশ গলায় বলল। সব কিছু নিস্তব্ধ। কাশি আর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ একটি বিকট শব্দে ক্যাসলটি কেঁপে উঠল। একদল অশ্বারোহী কাচের মত স্বচ্ছ শরীর দ্রুত ওদের পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। ওদের হাতের নিচের মাথাগুলো ভয়ানক সহিংস চিৎকার করছে। হেডলেস হন্টগুলো চারদিকে দেখতে দেখতে পার হওয়ার সময় হ্যারি কোনোক্রমে পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। চারদিকে যুদ্ধ চলছে। ওই পালাতে থাকা ভূতগুলোর চিৎকার ছাড়াও হ্যারি আরো অনেকের চিৎকার শুনতে পেল। হ্যারির নিজের ভেতরও একটি ভয়ের ভাব তৈরি হল।

'জিনি কোথায়?' সে তীব্র কণ্ঠে বলল। 'তার তো রুম অব রিকোয়ারমেন্টে ফেরার কথা ছিল।'

'হায় হায়, তোমার কি মনে হয় যে ওভাবে আগুনে পোড়ার পরও জিনিসটা আর কাজ করবে?' রন বলল। সেও উঠে দাঁড়ালো। হাতের তালু দিয়ে বুকের উপর ঘষতে ঘষতে ডানে বায়ে তাকালো। 'আমরা কি ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব-?'

'না' হারমিয়নও উঠে দাঁড়ালো। ম্যালফয় এবং গয়েল হতাশ হয়ে মেঝেতে বসে থাকল। ওদের দু'জনের কারো কাছে কোনো যাদুদণ্ড নেই। 'আমরা একসঙ্গে থাকব। আমি বলছি আমরা একসঙ্গে যাব- হ্যারি,তোমার হাতের সঙ্গে ওটা কি?'

'কি? ওহ্, হ্যাঁ-'

সে তার বাহু থেকে ডায়াডেমটি টেনে বের করে হাতে নিল। জিনিসটি এখনো গরম হয়ে আছে ... নের আচে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু আরো ভালো করে হ্যারি চেয়ে দেখল। জিনিসটার উপর ছোট ছোট করে লেখা আছে '*উইট বেয়ন্ড*

মেসারস ইজ ম্যান'স গ্রেটেস্ট ট্রেজার'

রক্তের মত কালো ভেজা বস্তু ডায়াডেমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ হ্যারি লক্ষ করল যে জিনিসটি প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। এরপর জিনিসটি তার হাতের ভেতরই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভেঙে যাওয়ার পরই হ্যারির মনে হল সে একটি আর্তনাদ শুনতে পেল। ক্যাসলের কোথাও থেকে নয়, যে জিনিসটি তার আঙুলগুলোর ভেতর ভেঙে গেছে সেখান থেকে।

'এটি অবশ্যই ফিনফায়ারের শব্দ,' হারমিয়ন টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল।

'কি বললে?'

'ফিনফায়ার-কার্স এর ফায়ার'-এ জিনিস হরক্রুকক্স ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু আমি কখনো সাহস করিনি এ জিনিস ব্যবহারের। এ জিনিস ভয়ানক বিপদজনক। ক্র্যাবে এটা জানলো কিভাবে-?

'সে অবশ্যই ক্যারোসের কাছ থেকে শিখেছে,' হ্যারি মুখ বিকৃত করে বলল।

'সে এ ব্যাপারে কোনো মনোযোগই দেয়নি যখন ওরা বলছিল কীভাবে থামানো যায়, সত্যি,' রন বলল। তার চুলের কিছু অংশ হারমিয়নের মত পুড়ে গেছে। মুখে কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। 'যদি সে আমাদের সবাইকে হত্যা করতে না চাইত, তাহলে তার মৃত্যুর জন্য দুঃখিত হতাম।'

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু তুমি কী বুঝতে পারছ না, যদি আমরা সাপটিকে ধরতে-'

হঠাৎ করিডোরে সংঘর্ষ, চিৎকার চেচামেচি শুনে সে থেমে গেল। হ্যারি ঘুরে তাকালো এবং মনে হল বুকের ভেতরে কলজেটা থেমে গেছে। ডেথ-ইটাররা হোগার্টের ভেতরে ঢুকে গেছে। ফ্রেড এবং পার্সিকে দেখা গেল। ওরা মাথা ঢাকা এবং মুখোশ পরা ডেথ-ইটারদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়ে যাচ্ছে।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন দৌড়ে সামনে গেল ওদের সাহায্য করতে। বিদ্যুত গতিতে চারদিকে আলো ছুটছে এবং পারসির সঙ্গে লড়তে থাকা লোকটি দ্রুত পেছনে সরতে গেল, ঠিক তখনই তার মাথার ঢাকনাটি খুলে গেল। ওরা একটি চওড়া কপালের সাদা কালো চুলের লোককে দেখতে পেল-

'হ্যালো মিনিস্টার!' পারসি চিৎকার করে বলল। থিকনেসের দিকে সরাসরি একটি অমঙ্গল কার্স ছুড়ে দিল। থিকনেসে হাত থেকে তার যাদুদণ্ডটি ফেলে দিল এবং তার পরনের গাউনের সামনের অংশ চেপে ধরল। বোঝা যাচ্ছে যে তার যন্ত্রণা হচ্ছে। 'আমি কি উল্লেখ করনি যে আমি পদত্যাগ করছি?'

'তুমি তামাশা করছ পারসি!' ফ্রেড তার সঙ্গে লড়াই করতে থাকা ডেথ-ইটারটিকে তিনটি স্টান করে উচ্চস্বরে বলল। থিকনেসে মাটিতে পড়ে গেল। তার

শরীরের উপর দিয়ে ছোট ছোট কাটার মত বের হল। অনেকটা সমুদ্রের পোকা-মাকড়ের মত হয়ে গেল। ফ্রেড পারসির দিকে খুশির সঙ্গে তাকালো।

'তুমি তামাশা করছ পারসি। আমি তোমাকে অনেকদিন তামাশা করতে দেখিনি-'

শূন্যে একটা বিস্ফোরণ হল। ওদের সকলের অবস্থান এক হয়ে গিয়েছিল। রন, হ্যারি, হারমিয়ন, ফ্রেড এবং পারসি। ডেথ-ইটার দুটো পায়ের কাছে পড়েছিল। চোখের পলকে দৃশ্যপট পাল্টে গেল। হ্যারির মনে হল সে উড়ে যাচ্ছে। সে শুধু কোনোক্রমে তার হাতের ছোট যাদুদণ্ডটি ধরে রাখতে পারল। হাত দিয়ে মাথাটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। সে শুনতে পেল তার সঙ্গীরা সবাই চিৎকার চেচামেচি করছে কেউ কিছু জানে না যে কী ঘটে গেল-

তারপর যেন দুনিয়াটা আবার ফিরে এল চিৎকার আর্তনাদের মধ্যে। আধা অন্ধকারে হ্যারি দেখল সে করিডোরের কাছে ধ্বংসস্তুপের ভেতর অর্ধেক ডুবে আছে। করিডোরের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই হ্যারি বুঝতে পারল যে ক্যাসলের একাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। গালের উপর গরম অনুভব করে বুঝতে পারল যে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তখনই সে একটি প্রচণ্ড আর্তচীৎকারের শব্দ শুনতে পেল যে আর্তচীৎকার তাকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল। এরপর এক তীব্র কান্নার শব্দ শুনলো যা কার্স থেকে নয় বা ধোয়া থেকে নয়। হ্যারি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। সে চারদিকে চেয়ে দেখে বেশি আতঙ্কিত হল। এমন আতঙ্কিত সে সারা জীবনে কখনো হয়নি।

হারমিয়ন ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে টলতে টলতে উঠে এল। যে জায়গাটায় দেয়াল ভেঙে পড়েছে সেখানে তিনটি লাল মাথার লোক দেখা গেল। ওরা কাঠ এবং পাথরের স্তুপের উপর দিয়ে হোচট খেয়ে নড়েচড়ে আসতে থাকলে হ্যারি হার-মিয়নের হাত ধরল ওকে তুলতে।

'না-না-না!'কেউ একজন চিৎকার করল। 'না, ফ্রেড, না!'

পারসি তার ভাইকে ঝাকি দিচ্ছে। রন হাঁটু গেড়ে পাশে বসেছে। ফ্রেডের চোখ অপলক তাকিয়ে আছে। ভূতের তীক্ষ্ণ হাসি তার মুখে স্থায়ী হয়ে আছে।

অধ্যায়-৩২

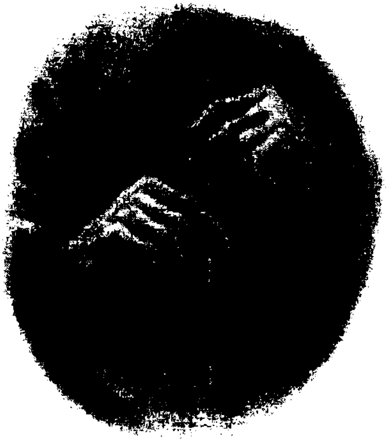

দ্য এলডার ওয়্যান্ড

সব কিছু কি শেষ হয়ে গেছে, তাহলে এখনো কেন যুদ্ধ চলছে, থামছে না কেন। কেন ক্যাসল নিস্তব্ধ, প্রতিটি যোদ্ধা তাদের হাতের যাদুদণ্ড নামিয়ে রেখেছে? হ্যারির মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। অসম্ভব বিষয়টি গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ ফ্রেড উইসলি মরতে পারে না। তার চিন্তার সব প্রমাণ নিহিত আছে–

এবং তখনই একটি শরীর দেয়ালের ভাঙা ছিদ্রটি দিয়ে স্কুলের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করল এবং অন্ধকারের ভেতর থেকে ওদের দিকে কার্স ছুটে আসতে থাকল। একটুর জন্য মাথায় না লেগে, পেছনের দেয়ালে গিয়ে লাগতে থাকল।

'নিচু হও!' রাতের আধার ভেদ করে আরো কার্স ছুটে আসতে থাকলে হ্যারি চিৎকার করে সবাইকে বলল। রন এবং হ্যারি দু'জনে মিলে হারমিয়নকে ধরে টান দিয়ে মেঝের উপর তুলল। কিন্তু পার্সি ফ্রেডের শরীরটা আগলে বসে থাকল যাতে আর কোনো আঘাত এসে তার গায়ে না লাগে। হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'পার্সি!

চলো, আমাদের দ্রুত বের হতে হবে!' কিন্তু পার্সি মাথা নাড়ল।

'পার্সি!' হ্যারি দেখল রনের ধুলিমাখা মুখ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার ভাইয়ের কাঁধটা ধরে রেখেছে এবং টেনে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পার্সি নড়ছে না।' পার্সি, তুমি ওর ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না, আমরা সবাই-'

হারমিয়ন চিৎকার করে উঠল। হ্যারি তার চোখ অনুসরণ করে তাকালো। কেন চিৎকার দিয়েছে তা মুখে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। একটি ছোটখাটো প্রাইভেট কারের মত বিশাল সাইজের মাকড়শা দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করছে। অ্যারাগগের একটি, যুদ্ধ করতে নেমে এসেছে।

রন এবং হ্যারি একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল; ওদের ছুড়ে দেয়া স্পেল দু'টির ঘষা লাগল। এবং মাকড়শাটির গায়ে স্পেল লাগায় এটি ধাক্কা খেয়ে পেছনে চলে গেল অন্ধকারের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার সময় এটির পা ঝাকি খেতে দেখা গেল।

'ওটি আরো সঙ্গী নিয়ে আসবে!' হ্যারি অন্যদের উদ্দেশে বলল। হ্যারি দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে ক্যাসেলের একপ্রান্তের দিকে দেখল। বেশ কয়েকটি মাকড়শা ক্যাসেলের দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে। পাশের নিষিদ্ধ জঙ্গল থেকে ওগুলো উঠে আসছে, যে জঙ্গলে ডেথ-ইটাররা ঢুকে গেছে। হ্যারি উঠতে থাকা সবচেয়ে উপরের মাকড়শাটির দিকে কার্স ছুড়ে দিল। গায়ে লেগে মাকড়শাটি বাকি উঠতে থাকা বাকিগুলোর উপর পড়ল। ফলে ওরা বিল্ডিং-এর গা থেকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল এবং সেগুলো পেছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক তখনই হ্যারির দিকে স্পেল ছুটে এসে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। এত কাছে দিয়ে গেল যে হ্যারি বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দ পেল।

'চলো, এখনই!'

হারমিয়ন এবং রনকে সামনে ঠেলে দিয়ে হ্যারি নিচু হয়ে শক্ত করে বাহুর নিচে ধরল। পার্সি বুঝতে পারল হ্যারি কি করতে চাচ্ছে। সে ফ্রেডের শরীরটা ছেড়ে দিয়ে হ্যারিকে তুলতে সাহায্য করল। দুজনে মিলে নিচু হয়ে কার্সগুলোকে এড়িয়ে ফ্রেডকে প্রায় মাটির সঙ্গে ঘেষে টেনে নিতে থাকল।

'এখানে,' হ্যারি বলল। ওরা একটি পরিস্কার জায়গায় ফ্রেডকে নামালো যেখানে আগে থেকেই একটি আর্মার রাখা আছে। হ্যারি এক পলকের বেশি ফেডের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। সে যখন বুঝল যে ফ্রেডের দেহটা ভাল করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তখন সে রন এবং হারমিয়নের পেছনে ছুটল। ম্যালফয় এবং গয়েল অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু করিডোরের শেষ প্রান্তে বালু পাথরে ভরে উঠেছে। জানালার কাঁচ অনেক আগেই ভেঙে গেছে। সে দেখল অনেক লোক সামনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। শত্রু না মিত্র তা বুঝতে পারল না। কোণার দিকে

ঘুরতেই পার্সি ষাড়ের মত চিৎকার করে উঠল, 'রু-কু-ড!' এবং লাফিয়ে লম্বা লোকটির দিকে ধেয়ে গেল। লোকটি কয়েকজন ছাত্রকে তাড়া করছে।

' হ্যারি, এখানে!' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল।

হারমিয়ন রনকে টেনে একটি ভারি পর্দার পেছনে নিয়ে গেল। মনে হল যেন ওরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। মুহূর্তের জন্য হ্যারির মনে পাগলের মত চিন্তা হল ওরা কি আবার আলিঙ্গন করছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল যে হারমিয়ন রনকে বাধা দিয়ে পার্সির পেছনে ছোটা থেকে বিরত করতে চাইছে।

'আমার কথা শোনো! কথা শোনো রন!'

'আমি ওকে সাহায্য করব...আমি ডেথ-ইটারকে হত্যা করতে চাই-'

তার মুখটা বিকৃত হয়ে আছে। ধোয়া এবং ধুলোর কারণে মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। সে রাগে এবং দুঃখে থরথর করে কাঁপছে।

'রন, একমাত্র আমরাই এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারি! প্লিজ রন-আমাদের ওই সাপটিকে দরকার; সাপটিকে আমাদের হত্যা করতে হবে!' হারমিয়ন বলল।

কিন্তু হ্যারি জানে রন কেমন বোধ করছে। অন্য একটি হরক্রুক্স খোঁজার মধ্যে ওর প্রতিশোধের আগুন নিভবে না। সেও এখন যুদ্ধ করতে চায়। ওদের শাস্তি দিতে চায়, যারা ফ্রেডকে হত্যা করেছে। আর সে অন্য উইসলিদের খুঁজে বের করতে চায়। সর্বপোরি নিশ্চিত হতে চায় যে জিনি কোনো ঝামেলায়- কিন্তু এ কথা চিন্তায় আনতেও তার ভয় করে-

'আমরা অবশ্যই ফাইট করবো!' হারমিয়ন বলল। 'সাপটির কাছে পৌছতে হলে আমাদের ফাইট করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে চোখের বাইরে যেও না! আমরাই একমাত্র এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারি!

হারমিয়ন কাঁদছে। সে তার জামার ছেড়া হাতা দিয়ে চোখের পানি মুছল। কিন্তু সে ডুকরে ধাক্কা দিয়ে শ্বাস নিয়ে কথা বলছে। শক্ত করে রনকে ধরে রেখেছে। এরপর হ্যারির দিকে ফিরল।

'তুমি খুঁজে বের করো ভোল্ডেমর্ট কোথায়, কারণ সাপটি আছে ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি করো, হ্যারি! ওর ভেতরে প্রবেশ করো!'

কাজটি খুবই সহজ, কারণ কয়েক ঘন্টা ধরে হ্যারির স্কারটিতে জ্বালাপোড়া করছিল। ভোল্ডেমর্টের চিন্তার ভেতর প্রবেশের জন্য টানছিল। সে হারমিয়নের কথামতো চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, ফেটে পড়ার শব্দ, যুদ্ধের চিৎকার চেচামেচি সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল শব্দগুলো অনেক দূরে চলে গেছে, এবং সে দাঁড়িয়ে আছে অনেক অনেক দূরে...

সে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফাকা কিন্তু বিস্ময়করভাবে পরিচিত রুমের

মাঝখানে। রুমটির দেয়ালের সঙ্গে কাগজ ছেড়া, এবং শুধু একটি জানালা ছাড়া বাকি সবগুলো বন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে দূরের ক্যাসলে জ্বলতে থাকা আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার রুমটিতে শুধু একটি তেলের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে।

সে আঙুলগুলো নিজের হাতের ভেতর ঘুরাচ্ছে। সেটা দেখছে। তার চিন্তা ক্যাসলের রুমের ভেতর। চেম্বারের মত সেই গোপন রুমটি সেই একমাত্র জানে... এই রূপ পেতে হলে বুদ্ধিমান, চালাক এবং আবিষ্কারের মেধা থাকতে হবে... সে নিশ্চিত যে ওই ছোকরা রুমটির ভেতর ডায়াডেম খুঁজে পাবে না....অবশ্য ডাম্বলডোরের এই পুতুলটি সে যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর... অনেক দূর...

'মাই লর্ড,' একটি কণ্ঠ বলল। হতাশ এবং ভাঙা গলা। সে সেদিকে ঘুরল। লুসিয়াস ম্যালফয় অন্ধকারে এক কোণে বসে আছে। ছোকরাটি হাত থেকে পালিয়ে যাবার পর তাকে শাস্তি দেয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার একটি চোখ বন্ধ হয়ে আছে, চোখটি ফুলে আছে। 'মাই লর্ড... প্লিজ... আমার ছেলেটি...'

'যদি তোমার ছেলে মারা গিয়ে থাকে লুসিয়াস, সেটার জন্য আমি দায়ী না। সে স্লিথারিনের অন্য ছেলেদের মত আমার কাছে এসে দলে যোগ দেয়নি। হয়তো সে হ্যারি পটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে?'

'না- কখনোই না!' ফিসফিস করে ম্যালফয় বলল।

'তুমি আশা করতে পারো যে যোগ দেয়নি।'

'আপনি..আপনি শঙ্কিত নন মাই লর্ড যে হ্যারি আপনার হাতে ছাড়া অন্য কারো হাতে মরে যেতে পারে?' ম্যালফয় বলল। তার কণ্ঠ কেঁপে উঠল। 'এটা হতে পারে না...আমাকে ক্ষমা করবেন মাই লর্ড... যুদ্ধ বন্ধ করাটা ভালো হতো না, যাতে আপনি নিজে সেখানে ঢুকে হ্যারি পটারকে চাইতে পারেন?'

'ভনিতা করো না লুসিয়াস, তুমি যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলছ যাতে তুমি তোমার ছেলেকে খুঁজে পাও। আমার পটারকে খুঁজে বের করার কোনো দরকার নেই, রাত শেষ হওয়ার আগেই পটার নিজেই আমাকে খুঁজতে আসবে।'

ভোল্ডেমর্ট আবার চোখ নামিয়ে তার আঙুলের ফাকে ধরা যাদুদণ্ডের দিকে তাকালো। এটি তাকে অসুবিধা করছে.... এবং যেসব জিনিস লর্ড ভোল্ডেমর্টকে অসুবিধা করে সেগুলোকে একবার ঝালাই করে নিতে হয়....

'যাও এবং স্নেইপকে নিয়ে আসো!'

'স্নেইপ..মা-মাই লর্ড?'

'হ্যাঁ স্নেইপ, এখন আমার তাকে প্রয়োজন। তার কাছ থেকে একটি কাজ করিয়ে নিতে হবে, যাও!'

আতঙ্কিত এবং অন্ধকারে হোচট খাওয়া ম্যালফয় রুম থেকে বের হয়ে গেল।

ভোল্ডেমর্ট সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আঙুলের ফাঁকে যাদুদণ্ডটি ঘোরাচ্ছে। সেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

'একমাত্র উপায় হল নাগিনী,' সে বিড়বিড় করে বলল এবং ঘুরে তাকালো। ওই তো মোটা বিশাল সাপটি, এখন ঝুলে আছে শূন্যে। যাদুর মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গার ভেতর আটকে রাখার কারণে সে ফুঁশছে এবং দুলছে।

একটি নিঃশ্বাস টেনে হ্যারি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল এবং ধীরে ধীরে চোখ খুলল। ঠিক একই সময় তার কানে চেচামেচি, বিকট শব্দ এবং ধুমধাম শব্দ ঢুকল।

'সে এখন শ্রিকিং স্যাকে আছে। সাপটিও তার সঙ্গে। সেটিকে কিছু যাদুর প্রোটেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। সে এই মাত্র লুসিয়াস ম্যালফয়কে পাঠিয়েছে স্নেইপকে খুঁজতে।'

'ভোল্ডেমর্ট আরাম কেদারায় বসে আছে?' হারমিয়ন রাগের সুরে বলল। 'এমনকি সে নিজে যুদ্ধে যোগ দেয়নি?'

হ্যারি বলল, 'সে চিন্তা করেছে তার নিজের যোগ দেয়া দরকার পড়বে না। সে চিন্তা করছে আমি নিজেই তার ওখানে যাবো।'

'কিন্তু কেন?'

'সে জানে যে আমি হরক্রুক্সটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে নাগিনীকে নিজের কাছাকাছি রেখেছে- অবশ্যই আমি ওখানে যাবো ওটার কাছে-'

'ঠিক,' রন কাধ ঝাকি দিয়ে বলল। 'তাহলে তুমি যেতে না পারো সেটাই সে আশা করছে, এটাই সে কি চায়। তুমি এখানে থাকো, এবং হারমিয়নের দিকে নজর রাখো, আমি সেখানে যাবো এবং কাজটি করবো-'

হ্যারি ওকে বাধা দিল।

'তুমি এখানে থাকো, আমি অদৃশ্য আলখাল্লা পরে যাবো। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো-'

'না,' হারমিয়ন বলল। 'যদি আমি আলখাল্লা নিয়ে যাই সেটা হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এবং-'

'এমন চিন্তা বাদ দাও,' রন ধমকের সুরে হারমিয়নকে বলল।

হারমিয়ন কেবল বলতে শুরু করেছে, 'রন, আমি তোমাদের মতই সক্ষম-' ঠিক তখনই সিড়ির কাছের ওরা যেখানে দাড়িয়ে আছে সেখানকার ভারি পর্দাটি সপাট করে খুলে গেল।

'পটার!'

মুখোশ পরিহিত দুটি ডেথ-ইটার দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের যাদুদণ্ড দুটি পুরোপুরি তোলার আগেই হারমিয়ন চিৎকার করে বলল, *'গি-সিও!'*

যেখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সিড়ি চোখের পলকে নেমে গেল। রন, হারমিয়ন এবং হ্যারি তাতে করে নেমে গেল। এত দ্রুত যে ডেথ-ইটারদের ছুড়ে দেয়া স্টান মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে গেল। ভারী পর্দা ভেদ করে ওদের স্পেল বিপরীত দিকের দেয়ালে গিয়ে পড়ল।

'*ডুরো!*' হারমিয়ন বলল। যাদুদণ্ডটি ভারি পর্দার দিকে তাক করা। ভয়ানক মড়মড় শব্দ শোনা গেল। পলকের ভেতর ভারি পর্দাটি পাথরের মত হয়ে গেল এবং ডেথ-ইটার দুটো তার সঙ্গে থেতলে গেল।

'সরে আসো!' রন চিৎকার করে বলল। সে, হ্যারি এবং হারমিয়ন একেবারে দরোজার সঙ্গে লেগে রইল। মুহূর্তের মধ্যে একদল অশ্বারোহী বিদ্যুত গতিতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। পেছনে পেছনে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। তিনি ওদেরকে দেখতে পাননি। তার চুলগুলো অনেকটা নিচে নেমে এসেছে এবং তার মুখের উপর ক্ষত দাগ দেখা গেল। তিনি কোণা পর্যন্ত যেতেই ওরা তার কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে শুনল, '*চার্জ!*'

হারমিয়ন বলল, 'হ্যারি, তুমি অদৃশ্য আলখাল্লাটি গায়ে দাও! আমাদের নিয়ে চিন্তা করো

না-'

কিন্তু হ্যারি তিনজনের উপর দিয়েই আলখাল্লাটি চড়িয়ে দিল। ওদের বের হয়ে থাকা পা ধুলো এবং পাথরের ভেতর দিয়ে কেউ দেখবে বলে মনে হল না।

ওরা দৌড়ে অন্য একটি সিড়ি দিয়ে একটি করিডোরে নামল এবং দেখল একদল যোদ্ধার ভেতরে এসে পড়েছে। যোদ্ধাদের দু' পাশের পোর্ট্রেইট গুলো সচল হয়ে উঠেছে, দেয়ালের সঙ্গে যেন লেপটে আছে। ছবিগুলো যোদ্ধাদের বুদ্ধি দিচ্ছে এবং সাহস যোগাচ্ছে। আর মুখোশ পরা এবং মুখোশ ছাড়া ডেথ-ইটারগুলো ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের সঙ্গে লড়াই করছে। ডিন নিজের একটি যাদুদণ্ড যোগাড় করেছে। সে তার যাদুদণ্ড দিয়ে দোহোলভের মুখোমুখি লড়ছে, পার্বতী লড়ছে ট্র্যাভার্সের বিরুদ্ধে। হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন একসঙ্গে যাদুদণ্ড তুলল, কিন্তু ওরা লড়াই করতে করতে এতটা ঘুরপাক করছে যে কার্স ছুড়ে দিলে নিজেদের যে কারো গায়ে লেগে যেতে পারে। ওরা গায়ে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সুযোগের জন্য, কিন্তু হু-ই-ই-ই-ই করে একটি শব্দ হল। ওরা উপরের দিকে তাকাল। দেখল উপর থেকে পিভস নেমে আসছে। স্লোরগালুফের খোসা ছড়িয়ে দিচ্ছে ডেথ-ইটারদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ডেথ-ইটারদের মাথায় সেগুলো পেচিয়ে রইল গাছের শেকড়ের মত। দেখলে মনে হচ্ছে যেন মোটা মোটা কেচো।

'আর্ঘ!'

কতগুলো শেকড় এসে আলখাল্লার উপর রনের মাথা বরাবর পড়ল। মনে হল

যেন উজ্জ্বল রঙের কিছু শেকড় শূন্যে ঝুলে আছে। রন সেগুলো ঝাকি দিয়ে আলগা করতে চেষ্টা করল।

'কেউ একজন অদৃশ্য হয়ে আছে!' একটি ডেথ-ইটার ওদের দিকে দেখিয়ে বলল।

ডিন সামান্য সময়ের জন্য তাকে ধ্বংস করাটা বাধা দিয়ে রেখেছিল। দোহোলভ প্রতিশোধের জন্য মাত্র প্রস্তুতি নিয়েছে ঠিক এমন সময় তাকে বডি বাইন্ড কার্স করল।

'চলো যাই!' হ্যারি চিৎকার করে বলল। রন হ্যারি এবং হারমিয়ন নিজেদের চারপাশে শক্ত করে আলখাল্লা ধরে রাখল, মাথা নিচু করে যুদ্ধরতদের ভেতর দিয়ে পাথরের সিড়ি বেয়ে উঠে গেল।

'আমি ড্র্যাকো ম্যালফয়, তোমাদের দলের লোক!'

ড্র্যাকো উপরের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে একটি ডেথ-ইটারের কাছে আবেদন করছে। যাবার সময় হ্যারি ডেথ-ইটারটিকে স্টান করল। ড্র্যাকো চারদিকে ঘুরে তাকে কে রক্ষা করলো দেখতে চেষ্টা করল। রন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সে ডেথ-ইটারটির উপর গিয়ে পড়ল। তার মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। সে অবাক হয়ে গেছে।

'এই দ্বিতীয়বারের মত আজ রাতে তোকে আমরা রক্ষা করলাম, দুমুখো জারজ!' রন চিৎকার করে বলল।

সামনে এগোতেই দেখা গেল করিডোর এবং রুম জুড়ে সম্মুখ লড়াই চলছে। হ্যারি দেখল সর্বত্র ডেথ-ইটার। ইয়াক্সলি সামনের দরোজার কাছে ফ্লিটউইকের সঙ্গে লড়ছে। তার পাশেই একটি মুখোশ পরা ডেথ-ইটার কিংসলের সঙ্গে লড়ছে। ছাত্ররা চারদিকে ছোটাছুটি করছে, কেউ কেউ আহত বন্ধুদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যারি সরাসরি মুখোশধারী ডেথ-ইটারের দিকে স্পেল ছুড়ে দিল। কিন্তু সেটা মিস হল। অল্পের জন্য নেভিলের গায়ে লাগল না। নেভিল হাতভরে লম্বা বিষধর কিছু টেনটাকুলা নিয়ে এসেছে। সেগুলো কাছের ডেথ-ইটারের গা পেচিয়ে ধরেছে।

হ্যারি, রন এবং হারমিয়ন দ্রুত পাথরের সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকল। দুপাশের কাঁচগুলো ভেঙে গেছে। স্লিথারিনের সময় মাপার আওয়ারগ্লাসটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তার উপর দিয়ে চলাচলকারীদের পা পিছলে যাচ্ছে। ওরা নিচে এসে পৌছতেই দুটি শরীর ব্যালকনির মাথা থেকে ধপাস করে নিচে পড়ল। এবং হ্যারি দেখল একটি চারপায়ের অস্পষ্টজন্তু দ্রুত এসে আছড়ে পড়া শরীরের উপর দাঁত বসিয়ে দিল।

'না!' হারমিয়ন তীব্র কণ্ঠে বলল। ওর যাদুদণ্ড থেকে কান ফাটানো শব্দ হল এবং ফেনরির গ্রেব্যাক ল্যাভেনডার ব্রাউনের দুর্বল শরীরের উপর থেকে ছিটকে

পড়ল। সে গিয়ে পাথরের রেলিং এর উপর ধাক্কা খেল এবং পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ঠিক তখনই একটি উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বলে উঠল এবং ক্রিস্টাল বল এসে তার মাথার উপর পড়ল। সে মেঝের সঙ্গে থেতলে গেল এবং স্থির হয়ে গেল।

'আমার কাছে আরো আছে!' প্রফেসর ট্রেলোনি রেলিং এর উপর থেকে বললেন। 'আরো আছে তাদের জন্য যারা ওদেরকে চায়! এখানে-'

এবং তিনি টেনিস বল সার্ভ করার মত করে আরো একটি ক্রিষ্টস্টালের বল তার ব্যাগ থেকে বের করে ছুড়ে দিলেন। যাদুদণ্ডটি তুলে শুন্যে ঘোরালেন। ফলে ক্রিস্টালের বলটি ভোভো করে হলের ভেতর ঘুরতে থাকল। এবং জানালা ভেঙে বের হয়ে গেল। ঠিক একই সময় কাঠের ভারি সামনের দরোজা শব্দ করে খুলে গেল। আরো অনেকগুলো বিশালাকৃতির মাকড়শা ঘরের ভেতর প্রবেশ করল।

বাতাসে চিৎকারের আওয়াজ। ডেথ-ইটার এবং হোগার্টের সবাই একইভাবে বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি করতে থাকল। লাল এবং সবুজ বিদ্যুত গতির আলো বিশালাকৃতির প্রাণীগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে এবং আরো ভয়ানক হয়ে উঠছে।

'আমরা বের হবো কীভাবে?' সব শোরগোল ছাপিয়ে রন উচ্চস্বরে বলল। কিন্তু হ্যারি অথবা হারমিয়ন উত্তর দেয়ার আগেই ওরা ধাক্কা খেয়ে পাশে সরে গেল। হ্যাগ্রিড ঝড়ের গতিতে মেঝেতে এসে নামল। সে তার গোলাপি ফুলের মতো ছাতাটি মাথার উপর ধরে রেখেছে।

'ওদেরকে আঘাত করো না! ওদেরকে আঘাত করো না!' সে চিৎকার করে বলল।

'হ্যাগ্রিড! না!'

হ্যারি সবকিছু ভুলে গেল। সে অদৃশ্য আলখাল্লার নিচ থেকে দৌড়ে বের হল। সারা ঘরের কার্স এবং ইল্যুমিনেশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিচু হয়ে দৌড়ালো।

'হ্যাগ্রিড, ফিরে এসো!'

কিন্তু সে অর্ধেক পথও তার দিকে গিয়ে পৌছতে পারেনি, দেখল হ্যাগ্রিড মাকড়শার ভেতর ডুবে গেছে। চারদিক দিয়ে মাকড়শাগুলো ভয়ানকভাবে হ্যাগ্রিডের উপর গিয়ে পড়ছে। স্পেল গায়ে লেগে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হ্যাগ্রিড ওগুলোর ভেতর ডুবে গেছে।

'হ্যাগ্রিড!'

হ্যারি শুনতে পেল কেউ একজন তার নিজের নাম ধরে ডাকছে। শত্রু না বন্ধু তা জানা নেই। সে অন্ধকারে গ্রাউন্ডের মাঝখানের দিকে দৌড় দিল। মাকড়শাগুলো শিকার নিয়ে দৌড়ে ছোটাছুটি করছে, হ্যাগ্রিডের কোনো

অবশিষ্টাংশই হ্যারি দেখতে পেল না।

'হ্যাগ্রিড!'

হ্যারির মনে হল সে হয়তো মাকড়শার ভীড়ে হ্যাগ্রিডের মোটা হাতটা উচু করতে দেখবে। কিন্তু সে যখন মাকড়শাগুলোর পেছনে ছুটতে শুরু করেছে ঠিক তখনই তার সামনে অন্ধকার থেকে একটি মনুমেন্টের মত পা এসে পড়ল। এবং সে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা থরথর করে কেঁপে উঠল। সে চোখ তুলে তাকালো। একটি বিশাল শরীর, অন্তত কুড়ি ফুট লম্বা। উপরের অংশটি অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। ক্যাসলের দরোজা দিয়ে আলো পড়েছে সেটির পশমী পায়ের নিচের অংশে। এটি ধীরে ধীরে চলার সময় উপরের তলার জানালার উপর ঘুষি দিল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাচগুলো ভেঙে নিচে পড়তে থাকল। হ্যারি দৌড়ে দরোজার পাশে গিয়ে আশ্রয় নিল।

'ওহ্ মাই-' হারমিয়ন চিৎকার করে বলল। সে এবং রন দৌড়ে এসে হ্যারির সঙ্গে যোগ দিল এবং উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল এই বিশাল শরীরটি উপরের তলায় জানালা দিয়ে মানুষ ধরতে চেষ্টা করছে।

'না!' রন চিৎকার করে বলে উঠল। হারমিয়ন যাদুদণ্ডটি উপরের দিকে তুলতেই সে হারমিয়নের হাতটা টেনে ধরল। 'ওকে স্টান করলে অর্ধেক ক্যাসল ধ্বংস হয়ে যাবে।

'হ্যাগার?'

গ্রোপ ক্যাসলের এক পাশ দিয়ে টলতে টলতে এল। এখন হ্যারির মনে পড়ল গ্রোপ ছিল ছোটখাটো একটা দৈত্য। বিশাল দৈত্যটি উপরের তলার মানুষদেরকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে এবং ভয়ানকভাবে গর্জন করে উঠছে। দৈত্যটি হেঁটে আকারে ছোট গ্রোপের কাছে যাওয়ার সময় পাথরের সিড়ি কাঁপতে থাকল। গ্রোপের মুখটি হা হয়ে আছে, তার মুখের ভেতর দিয়ে আধভাঙা হলুদ দাঁত দেখা যাচ্ছে। তারপর তারা একটি আরেকটির দিকে সিংহের শক্তি নিয়ে এগিয়ে গেল।

'দৌড়াও!' হ্যারি গর্জন করে বলল। চারদিকে তারস্বরে চিৎকার, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যারি হারমিয়নের হাত ধরল। ওরা দৌড়ে নিচে নেমে এল। রনও অনুসরণ করল। হ্যারি হ্যাগ্রিডকে বাঁচানোর আশা ছেড়ে দেয়নি। ওরা এত দ্রুত দৌড় দিল যে এক দৌড়ে অর্ধেক পথ পার হল এবং তারপর ওদের থামতে হল।

ওদের চারপাশে বাতাস বরফের মত জমে গেল। হ্যারির দম আটকে গেছে বুকের ভেতরে। অন্ধকারের ভেতর কিছু নড়াচড়া করছে। কালো শরীরগুলো সব ক্যাসলের দিকে দৌড়াচ্ছে। ওদের মাথাগুলো ঢাকা এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপুনির শব্দ হচ্ছে....

রন এবং হারমিয়ন হ্যারির পাশে। ওদের পেছনে যে যুদ্ধের শব্দ বেড়ে চলছিল তা হঠাৎ যেন থেমে গেল। কারণ এই নিস্তব্ধতা একমাত্র ডেমেনটররাই আনতে পারে...

'হ্যারি চলে আসো!,' হারমিয়নের কণ্ঠ শোনা গেল। মনে হল অনেক দূর থেকে। 'প্যাট্রোনাস, হ্যারি চলে আসো!'

হ্যারি তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরল। কিন্তু একটি হতাশা তাকে চেপে ধরল : ফ্রেড মারা গেছে, হ্যাগ্রিড নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে, অথবা এতক্ষণে মারা গেছে। আরো কতজন এভাবে মৃত্যুবরণ করবে সে সম্পর্কে এখন কিছুই জানে না। মনে হল যেন নিজের আত্মাটা শরীর থেকে অর্ধেক বের হয়ে গেছে...

'হ্যারি! চলে এসো!' হারমিয়ন আবার বলল।

শতশত ডেমেনটর ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা হ্যারির স্থির হয়ে থাকা অবস্থাটার দিকেই এগিয়ে আসছে, যেন সামনে খাবার রয়েছে...

হ্যারি দেখল রনের প্যাট্রোনাস, ছোট কুকুরটি যাদুদণ্ড থেকে ছিটকে বের হল এবং দুর্বল হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল। হারমিয়নের ভোঁদড়টি শুন্যে পাক খেল এবং নিঃশেষ হয়ে গেল। এবং হ্যারির নিজের যাদুদণ্ডটি হাতের ভেতর কাঁপছে, সে স্থির হয়ে যেন বিপদকে ডেকে আনছে, কোনো উত্তাপ নেই..

ঠিক তখনই একটি রুপালি খরগোশ, একটি বেজি এবং একটি শিয়াল হ্যারি, হারমিয়ন এবং রনের মাথার উপর দিয়ে ওদের অতিক্রম করে গেল। প্রাণীগুলো কাছে যাওয়ার আগেই ডেমেনটরগুলো পড়ে গিল। তিনজন মানুষ অন্ধকারের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। তারা যাদুদণ্ড থেকে প্যাট্রোনাস কাস্ট করতে থাকল : ওরা হল লুনা, এরনি এবং সিমাস।

'সব ঠিক আছে,' লুনা এমনভাবে বলল যেন ওরা রুম অব রিকোয়ারমেন্টে ফিরে গেছে। আর স্পেলগুলো যেন এমনিতেই ডিএ তে প্র্যাকটিস করা হচ্ছিল।' সব ঠিক আছে হ্যারি, আসো... ভাল খবরের কথা চিন্তা করো...'

'ভালো খবর?' হ্যারি বলর। তার গলা ভেঙে আসলো।

'আমরা এখনো এখানে আছি,' লুনা ফিসফিস করে বলল। আমরা এখনো যুদ্ধ করছি। এখন চলো...'

একটি রুপালি আলো ঝলকে উঠল, তারপর একটি আলো দপদপ করে জ্বলে উঠল। হ্যারি সর্বাত্মক চেষ্টার ফসল হিসাবে তার যাদুদণ্ডের আগা দিয়ে একটি মাদী হরিণ বের হয়ে এল। অশ্বের গতিতে সামনের দিকে ধেয়ে গেল এবং ডেমেনটরগুলো সব পরিস্কারভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাতটা যেন অনেক হালকা হয়ে গেল। কিন্তু তখনো চারপাশ থেকে যুদ্ধের শব্দ কানে এসে ঢুকছে।

'তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করা যাবে না,' রন লুনা, এরনি এবং সিমাসের দিকে ফিরে বলল। 'তোমরা আমাদের জীবন রক্ষা–'

একটি গর্জন করে, ভূমি কাঁপিয়ে অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতর থেকে আরো একটি দৈত্য বের হয়ে আসল। হাতে ছোট কাঠির মত একটি লাঠি ধরে আছে যেটি হ্যারিদের যে কারো চেয়ে অনেক বড়।

'রন!' হ্যারি বলল। কিন্তু অন্যদেরকে তা না বললেও চলতো। সবাই বিক্ষিপ্তভাবে দৌড়ে সরে গেল। এবং এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই দৈত্যটির বিশাল পা এসে ঠিক ওরা যেখানে দাঁড়ানো ছিল সেখানে পড়ল। হ্যারি চারদিকে ঘুরে তাকালো। রন এবং হারমিয়ন তাকে অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু অন্য তিনজন দৌড়ে যুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেছে।

'চলো নাগালের বাইরে চলে যাই!' রন বলল। দৈত্যটি হাতের লাঠিটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরালো এবং চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার রাতে চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলল।

'এটি হোমপিং উইলো!' হ্যারি বলল। 'চলো!'

হ্যারি মন থেকে এটিকে সরিয়ে রাখল। এটার ব্যাপারে ছোট একটা জায়গা মনের ভেতর রাখল যেখানে এখন তাকানোর সময় নেই। সে ফ্রেডকে নিয়ে চিন্তা করছে, হ্যাগ্রিডকে নিয়ে চিন্তা করছে। সে তার কাছের মানুষগুলো নিয়ে চিন্তিত। যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ক্যাসলের বাইরে এবং ভেতরে রয়েছে। তারা অবশ্যই অপেক্ষা করছে। কারণ হ্যারিদেরকে চলে আসতে হয়েছিল সাপটির জন্য, ভোল্ডেমর্টের জন্য। কারণ বিষয়টি, হারমিয়ন যেমন বলেছে, এ যুদ্ধ শেষ করার একটিই উপায়–

হ্যারি প্রচণ্ড গতিতে দৌড় দিল, তার মনে হল যে সে মৃত্যুকে রুখতে পারবে। সে চারদিকে অন্ধকারের ভেতর থেকে ছোটা স্পেলের লাল, সবুজ আলো তোয়াক্কা করল না। লেকের ভেতর থেকে সমুদ্রের মত গর্জন হল, নিষিদ্ধ জঙ্গলের ভেতর থেকে বাতাসহীন মটমট শব্দ হল। হ্যারি এত জোরে দৌড় দিল যে তার জীবনে কখনো এত জোরে দৌড়ায়নি। এবং হ্যারিই প্রথম সেই বিশেষ গাছটি দেখল। এই উইলো গাছটিই তার শেকড়ের গোড়ায় গোপন পথ ঢেকে রেখেছে।

হ্যারি হাপাতে হাপাতে কাছে এসে থামল। গাছের শাখাগুলো চারদিকে দুলছে। হ্যারি তাকিয়ে এর গোড়ায় শেকড়ের সঙ্গে একমাত্র বাধনটি দেখতে পেল। এই বাধনটিই একমাত্র গাছটিকে অকেজো করতে পারে। রন এবং হারমিয়নও এসে পৌছেছে। হারমিয়ন এতটা হাপাচ্ছে যে কথা বলতে পারছে না।

'আ-আমরা - ভে- ভেতরে ঢুকব কি- কিভাবে?' রন হাপাতে হাপাতে বলল। 'আমি- জায়গাটি- দেখতে পাচ্ছি, আ-আমাদের যদি- একটা ক্রুকশ্যাঙ্ক থাকতো-'

'ক্রুকশ্যাঙ্ক?' হারমিয়ন হাপাতে হাপাতে বলল। সে নিচু হয়ে গেছে। বুকের কাছে চেপে ধরে রেখেছে। 'তুমি কী কোনো যাদুকর- না কি?'

'ওহ্- ঠিক- হ্যাঁ, ঠিকই-'

রন চারদিকে ঘুরে তাকালো। এবং তার যাদুদণ্ড দিয়ে মাটির সঙ্গে থাকা গাছের একটি শাখার দিকে তাক করে বলল, *'উইনগার্ডিয়াম লেভিওসা!'* শাখাটি মাটি থেকে লাফিয়ে উঠল। সেটি শূন্যে পাক খেয়ে সরাসরি গাছের দুলতে থাকা শাখার উপর গিয়ে পড়ল। শাখাটি গিয়ে পড়ল গাছের একটি শেকড়ের উপর এবং ঘুরতে থাকা গাছটি স্থির হল।

'পারফেক্ট!' হারমিয়ন হাপাতে হাপাতে বলল।

'দাঁড়াও!'

চারদিকে ধুমধাম এবং ভাঙাচোরার শব্দ হচ্ছে। হাঁটতে শুরু করার মুহূর্তেই হ্যারি একটু দ্বিধা করল। ভোল্ডেমর্ট চায় যে সে আসুক,...সুতরাং সে কি রন এবং হারমিয়নকে নিজের সঙ্গে ফাঁদে জড়িয়ে ফেলছে?

ঠিক তখনই তার কাছে নিষ্ঠুর বাস্তবতাটা ধরা দিল : সামনে একটিই উপায় আছে সাপটি কে হত্যা করা। এবং সাপটি রয়েছে ভোল্ডেমর্টের কাছেই। আর ভোল্ডেমর্ট আছে এই টানেলের শেষ প্রান্তে...

রন হ্যারিকে ঠেলে দিয়ে বলল,' হ্যারি আমরাও আসছি, তুমি ঢুকতে থাকো।'

হ্যারি ঘুরে গাছের ভেতর দিয়ে মাটির প্যাসেজে ঢুকল। শেষবার যখন ঢুকেছিল তার চেয়ে এখন পথটি অনেক বেশি চাপা। টানেলের সিলিংটি অনেক নিচু। চারবছর আগে যখন ঢুকেছিল তখন দ্বিগুন চওড়া ছিল। এখন সেখান দিয়ে ক্রল করে ঢুকতে হচ্ছে। হ্যারি যাদুদণ্ডটি জ্বালিয়ে প্রস্তুত রেখেছে। যে কোনো সময় সামনে বাধা পড়তে পারে। কিন্তু কেউ আসল না। হ্যারি সামনের দিকে তাকিয়ে আগালো।

অবশেষে টানেল বেকে উপরের দিকে চলে গেছে। হ্যারি সামনে যাদুদণ্ডের আলোতে রুপালি টুকরো টুকরো দেখতে পেল। হারমিয়ন তার হাটুর উপর ধাক্কা দিল।

'আলখাল্লা!' সে ফিসফিস করে বলল। 'আলখাল্লাটা পরে নাও!'

হ্যারি পেছনে হাতড়াতে থাকল, হারমিয়ন তার হাতটিতে হ্যারির পেছনের থেকে কাপড়ের গাট্টি খুলে দিল। হ্যারি কষ্ট করে সেটা তার সামনে আনল। বিড়বিড় করে বলল, নক্স! হ্যারির যাদুদণ্ডের আলোটি নিভে গেল। যতটা সম্ভব শব্দ না করে সে হাত পা নাড়তে থাকল। প্রতিটি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করতে থাকল একটি শীতল কণ্ঠ শোনার জন্য, একটি সবুজ আলোর ঝলকানি দেখার জন্য।

এবং ঠিক তখনই সে ঠিক তাদের সামনে একটি রুম থেকে গলার আওয়াজ

শুনতে পেল। টানেলের শেষ প্রান্তে খুট করে একটি শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল যেন একটি পুরাতন বাক্স দিয়ে আটকে দেয়া হল। নিঃশ্বাস নিতেও সাহস হচ্ছে না। হ্যারি টানেলের মুখের শেষ প্রান্তে চলে এল। বাক্স এবং দেয়ালের মাঝখানে যে সামান্য একটু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে তাকালো।

বাহিরের দিকে রুমটিতে হালকা আলো জ্বলছে। কিন্তু সেই আলোতেই ওখানে নাগিনীটাকে দেখা যাচ্ছে। নিরাপদে যাদুর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ঘিরে রাখা হয়েছে। নাগিনী শুন্যে ভাসছে। মনে হচ্ছে যেন পানির ভেতর সরিসৃপ যেমন ভাসে তেমনি ভাসছে, পাক খাচ্ছে। সে টেবিলের এক প্রান্ত দেখতে পেল এবং দেখা গেল লম্বা সাদা আঙুলগুলো একটি যাদুদণ্ড নিয়ে খেলা করছে। তখনই স্নেইপ কথা বলে উঠল। হ্যারির বুকের ভেতর ধপ করে উঠল। সে ঠিক যেখান দিয়ে লুকিয়ে উঁকি দিয়ে আছে তার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে স্নেইপ দাড়িয়ে আছে।

'... মাই লর্ড, ওদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে...

'– এবং সেটা হচ্ছে তোমার সাহায্য ছাড়াই,' উচ্চ এবং পরিস্কার গলায় ভোল্ডেমর্ট বলল। 'তুমি একজন দক্ষ উইজার্ড হওয়ার পরও সেভেরাস, আমার মনে হয় না তুমি এখন কোনো কিছু করতে পারবে। আমরা সেখানে প্রায় পৌছে গেছি, প্রায় পৌছে গেছি।'

'ওই ছোকরাটিকে আমাকে খোঁজার অনুমতি দিন, আমি ওকে আপনার সামনে এনে হাজির করব। আমি জানি, আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারব, মাই লর্ড, পি-জ।'

স্নেইপ ঠিক সামান্য ফাঁকের জায়গাটি লম্বা পা ফেলে অতিক্রম করল। হ্যারি একটুখানি পিছিয়ে এল। কিন্তু নাগিনীর দিকে চোখ রাখল। সে চিন্তা করতে থাকল, এমন কোনো স্পেল আছে ওর বেধে দেয়া জায়গাটি ভেদ করা যায়? একবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে আর কিছু করার থাকবে না...

ভোল্ডেমর্ট উঠে দাঁড়ালো, হ্যারি এখন তার লাল চোখ এবং তার সাপের মতো মুখটি দেখল। আধো অন্ধকারে তার মুখের বিষন্ন ভাবটি ফুটে উঠেছে।

'আমার একটি সমস্যা আছে, সেভেরাস,' ভোল্ডেমর্ট নরম কণ্ঠে বলল।

'মাই লর্ড?' স্নেইপ বলল।

ভোল্ডেমর্ট তার হাতের এলডার ওয়্যান্ড তুলল, কনডাকটরের হাতের ব্যাটনের মত ধরে রাখল।

'এটা আমার জন্য কাজ করে না কেন, সেভেরাস?'

নিস্তব্ধতার ভেতর হ্যারি শুনতে পেল সাপটি হিসহিস করছে এবং একবার পেচিয়ে যাচ্ছে আবার সোজা হচ্ছে। নাকি এটা ভোল্ডেমর্টের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ?

স্নেইপ অসাড়ভাবে ভলল, 'মাই লর্ড! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি

এটা দিয়ে অসাধারণ যাদু করেছেন।'

ভোল্ডেমর্ট বলল,'না, আমি আমার সাধারণ ম্যাজিকগুলোই করেছি। আমি অসাধারণ, কিন্তু এই যাদুদণ্ডটি....না। এই যাদুদণ্ডটি এর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাচ্ছে না। অলিভ্যান্ডারের কাছ থেকে কয়েক বছর আগে যে যাদুদণ্ডটি নিয়েছিলাম সেটি আর এই যাদুদণ্ডটির ভেতর আমি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না।'

ভোল্ডেমর্টের গলা বিস্ময়করভাবে শান্ত। কিন্তু হ্যারির স্কারটি অসম্ভব রকমের জ্বালা করতে শুরু করল। সে অনুভব করতে পারল যে ভোল্ডেমর্ট তার ভেতরে বাড়তে থাকা ক্রোধটাকে দমিয়ে রেখেছে।

'কোনো পার্থক্য নেই,' ভোল্ডেমর্ট আবার বলল।

স্নেইপ কোনো কথা বলছে না। হ্যারি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ভাবল, স্নেইপ বিপদটা বুঝতে পেরেছে এবং তার প্রভুকে শান্ত করার জন্য হয়তো শব্দ খুঁজছে।

ভোল্ডেমর্ট রুমের ভেতর হাঁটতে শুরু করল। হ্যারির চোখের সামনে থেকে সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সরে যাচ্ছে। সে শান্তস্বরে একইভাবে কথা বলছে। হ্যারির ভেতরে যন্ত্রণা এবং ক্রোধ বাড়তে শুরু করেছে।

'আমি অনেক চিন্তা করেছি, সেভেরাস....তুমি জানো তোমাকে আমি কেন যুদ্ধ থেকে এখানে ডেকে এনেছি?'

হ্যারি মুহূর্তের ভেতর স্নেইপের শরীরটা দেখতে পেল। তার চোখ স্থির হয়ে আছে সাপটির দিকে....

'না, মাই লর্ড, কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে যুদ্ধে ফিরে যেতে দিন। হ্যারিকে খুঁজে বের করতে দিন।'

'তুমি লুসিয়াসের মত কথা বলছ। তোমরা কেউ পটারকে আমার চেয়ে বেশি চেন না। তাকে খুঁজে বের করতে হবে না। পটার নিজেই আমার কাছে আসবে। আমি তার দুর্বলতা জানি। সে তার চারপাশে অন্যরা মরে যাচ্ছে এটা কখনোই সহ্য করবে না। সে জানে যে এ মৃত্যুর কারণ সে। যে কোনো কিছুর বিনীময়ে সে এ মৃত্যু বন্ধ করতে চাইবে। সে চলে আসবে।'

'কিন্তু মাই লর্ড, সে দুর্ঘটনাবশত আপনার বদলে অন্য কারো হাতে খুন হয়ে যেতে পারে-'

'ডেথ-ইটারদের প্রতি আমার পরিস্কার নির্দেশ দেয়া আছে। পাটারকে ধরতে হবে। যত খুশি ওর লোকজনকে হত্যা করো, ক্ষতি নেই। কিন্তু ওকে হত্যা করা যাবে না।'

'কিন্তু পটার নয়, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার, সেভেরাস। তুমি আমার কাছে অনেক মুল্যবান, অনেক মুল্যবান।'

'আমার প্রভু নিশ্চয়ই জানেন, একমাত্র তার সেবাতেই আমি নিয়োজিত। কিন্তু

আমাকে যেতে দিন এবং ওকে খুঁজে বের করে আনতে দিন। আমি জানি আমি পারব-'

'আমি তোমাকে বলেছি, না!' ভোল্ডেমর্ট বলল। সে ঘুরতেই হ্যারি তার লাল চোখের আভা দেখতে পেল। তার আলখাল্লাটির উপর সাপের মত পিচ্ছিল। হ্যারির স্কারটিতে অসম্ভব জ্বালাপোড়া করছে। আমার এখন চিন্তার বিষয় হল, কি হবে যখন ওই ছোকরার সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হবে!'

'মাই লর্ড এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি নিশ্চিত-?'

'-কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে, সেভেরাস, একটা প্রশ্ন।'

ভোল্ডেমর্ট আবার দাড়ালো। হ্যারি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হাতের যাদুদণ্ডটি ঘোরাচ্ছে। সে স্নেইপের দিকে তাকালো।

'কেন আমার দুটো যাদুদণ্ডই কাজ করল না যখন আমি তা হ্যারি পটারের দিকে তাক করলাম?'

'আমি..আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না, মাই লর্ড!'

'তুমি পারছ না?'

ক্রোধে সে ধমকে উঠল যা হ্যারির মাথায় চাকুর মত গিয়ে বিধল। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করা থেকে নিজেকে ধরে রাখতে এক হাত মুখের ভেতর পুরে দিল। সে চোখ বন্ধ করল এবং হঠাৎ সে ভোল্ডেমর্টের ভেতরে প্রবেশ করল। ভোল্ডেমর্টের ভেতর দিয়ে স্নেইপের কালো হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকাল।

'ইয়ু গাছের তৈরি যাদুদণ্ডটি সব কাজই করছে, সেভেরাস, শুধু হ্যারি পটারকে হত্যা করা ছাড়া। দু'বার আমি ব্যর্থ হয়েছি। অলিভ্যান্ডারকে নির্যাতন করার সময় সে আমাকে বলেছিল আরেকজনের যাদুদণ্ড নিয়ে চেষ্টা করতে। কিন্তু লুসিয়াসের যাদুদণ্ডটি হ্যারির সামনেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

'আ-আমার কা-কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, মাই লর্ড!'

স্নেইপ এখন আর ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকাচ্ছে না। তার কালো চোখ দু'টি এখনো সাপের দিকে।

'আমি তৃতীয় যাদুদণ্ড হিসাবে এলডার ওয়্যান্ড নিয়েছি, সেভেরাস, নিয়তির যাদুদণ্ড, ডেথস্টিক যাই বলো। আমি এটি নিয়েছি যাদুদণ্ডটির আগের মালিকের কাছ থেকে। আমি এটি নিয়েছি অ্যালবাস ডাম্বলডোরের কবরের ভেতর থেকে।'

স্নেইপ এবার ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকালো। তার মুখটি মৃত মুখোশের মত দেখাচ্ছে। মুখটা মার্বেলের মতো সাদা হয়ে আছে। কথা বলার সময় এমন স্থির হয়ে থাকল যে মনে হল চোখ দুটোর পেছনে আদৌ কোনো জীবিত মানুষ আছে কি না সন্দেহ।

'মাই লর্ড- ওই ছোকরাকে ধরতে যেতে দিন-'

'এই দীর্ঘরাতে যখন আমি জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছি, তখন আমি এখানে বসে আছি,' ভোল্ডেমর্ট শান্ত কণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করে বলল। 'বসে বসে ভাবছি কেন এলডার ওয়্যান্ডটি ঠিকমতো কাজ করছে না। এ যাদুদণ্ডটির যে সুনাম আছে সে অনুযায়ী কাজ করছে না। এর ব্যাপারে বিশ্বাস আছে যে সঠিক মালিকের কাছেই এটি কাজ করে....এবং এর উত্তর আমার কাছে আছে।'

স্নেইপ কথা বলছে না।

'সম্ভবত তুমি সেটা ইতিমধ্যেই জানো? তুমি যথেষ্ট চতুর মানুষ, সেভেরাস। তুমি ছিলে আমার ভালো এবং বিশ্বস্ত চাকর, কিন্তু যা ঘটছে সে জন্য আমি দুঃখিত।'

'মাই লর্ড-'

এলডার ওয়্যান্ডটি ঠিক মতো আমার হয়ে কাজ করছে না, কারণ আমি এটির সত্যিকারের প্রভু নই। তুমি অ্যালবাস ডাম্বলডোরকে হত্যা করেছ। তুমি যতক্ষণ জীবিত আছো, 'সেভেরাস, ততক্ষণ যাদুদণ্ডটি আমার হতে পারে না।'

'মাই লর্ড!' স্নেইপ প্রতিবাদ করে বলল। সে হাতের যাদুদণ্ডটি তুলল।

'অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই,' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'আমাকে অবশ্যই যাদুদণ্ডটির প্রভু হতে হবে, সেভেরাস। যাদুণ্ডটির কর্তৃত্ব এবং শেষে হ্যারির উপর কর্তৃত্ব।'

ভোল্ডেমর্ট শুন্যে যাদুদণ্ডটি ঘুরালো। সেটা স্নেইপকে কিছু করল না। সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য সে ভাবল, তাকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরই ভোল্ডেমর্টের সিদ্ধান্তটি পরিস্কার হয়ে গেল। সাপের পুরো অদৃশ্য খাঁচা একটা গড়ানি দিল। স্নেইপ চিৎকার দেয়ার বেশি আর কিছু করার আগেই খাঁচাটি তাকে ভেতরে নিয়ে নিল। স্নেইপের মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত। ভোল্ডেমর্ট পারসেলটঙের ভাষায় বলল-

'মারো!'

একটা ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল। হ্যারি দেখল স্নেইপের মুখের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, সাদা হয়ে আসছে। সাপটি ওর গলার ওপর ছোবল দিয়েছে। স্নেইপ চেষ্টা করেও যাদুকরা বাক্সটি থেকে সরে আসতে পারেনি। তার পা পিছলে গেছে এবং সে মাটিতে পড়ে গেছে।

'আমি দুঃখিত,' ভোল্ডেমর্ট ঠাণ্ডা গলায় বলল।

সে ঘুরে চলে গেল। তার চোখে মুখে দুঃখ বোধের কোনো চিহ্ন নেই। এখন তার এ জায়গা থেকে সরে নেমে পড়ার সময়। যাদুদণ্ডটি এখন তার হয়ে কাজ করবে। সে সাপটির বাক্সটির দিকে যাদুদণ্ডটি তাক করল, সেটি স্নেইপের কাছ থেকে সরে শুন্যে উঠে গেল। স্নেইপ মেঝেতে পড়ে থাকল। তার গলা দিয়ে রক্ত

ফিনকে বের হচ্ছে। পেছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে ভোল্ডেমর্ট রুম থেকে বের হয়ে গেল। বিশাল সাপটি তার যাদুকরা বাক্সসহ ভোল্ডেমর্টের পেছনে পেছনে চলে গেল।

টানেলের ভেতরে হ্যারি নিজের ভেতর ফিরে এসে চোখ খুলল। যাতে গলা দিয়ে শব্দ না বের হয় সে জন্য সে তার ঠোঁট কামড়ে রেখেছিল, তার থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। সে এবার ছোট বাক্সটি এবং দেয়ালের ফাক দিয়ে তাকালো। দেখল স্নেইপের কালো জুতো মেঝেতে ছটফট করছে।

' হ্যারি!' হারমিয়ন চাপাস্বরে তার পেছন থেকে বলল। কিন্তু ততক্ষণে সে তার যাদুদণ্ডটি দেয়াল এবং বাক্সটির দিকে তাক করেছে। বাক্সটি একটু শূন্যে উঠল এবং পাশে চলে গেল। যতটা শব্দ না করে সম্ভব হ্যারি রুমটির ভেতরে প্রবেশ করল।

সে জানে না কেন সে এ কাজটি করছে। কেন সে একজন মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে যাচ্ছে। সে জানে না স্নেইপের সাদা মুখটির দিকে তাকিয়ে তার কি মনে হল। স্নেইপ তার আঙুলগুলো দিয়ে ক্ষতটা রোধ করতে চেষ্টা করছে। হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লা টান দিয়ে সরিয়ে বের হয়ে আসল এবং যে মানুষটিকে সে ঘৃণা করে তার দিকে নিচু হয়ে তাকালো। তার সাদা হয়ে আসা বিস্ফারিত চোখ দুটি হ্যারিকে দেখল। সে কিছু বলতে চেষ্টা করল। হ্যারি আরো নিচু হয়ে ঝুকে পড়ল। স্নেইপ তার গাউনটা ধরে আরো কাছে টানল। স্নেইপের গলা দিয়ে একটি ভয়ানক গরগর করা শব্দ বের হয়ে আসল।

'এটা...নাও...এটা...না-ও..'

স্নেইপের ভেতর থেকে রক্ত ছাড়াও আরো কিছু বের হয়ে আসছে। নীল ও রুপার মিশ্রণ রঙের বস্তুটি গ্যাসও না আবার তরল পদার্থও না। সেগুলো বের হয়ে আসছে স্নেইপের মুখ, কান এবং চোখ দিয়ে। হ্যারি জানে বস্তুটি কি, কিন্তু এখন কি করতে হবে ভেবে পাচ্ছে না-

হারমিয়ন হাত বাড়িয়ে শূন্যের থেকে একটা একটা ফ্লাস্ক এনে ওর হাতে দিল। হ্যারি ওই পদার্থগুলো তার যাদুদণ্ড দিয়ে সে ফ্লাস্কের ভেতর ভরল। ফ্লাস্কটি যখন ভরে গেল মনে হল স্নেইপের ভেতর আর কোনো রক্ত নেই। ওর গাউন ধরে থাকা তার হাতটি শিথিল হয়ে গেল।

'আমার...দিকে...তাকাও...' সে ফিসফিস করে বলল।

সবুজ চোখ দুটো কালো হয়ে গেল, কিন্তু এক সেকেন্ড পর কিছু একটা বস্তু তার চোখ থেকে গভীরে প্রবেশ করল। চোখ দুটো পলকহীন, স্থির হয়ে গেল। হ্যারিকে ধরে থাকা হাতটি মেঝেতে পড়ে গেল। স্নেইপ আর নড়ল না।

অধ্যায়- ৩৩

প্রিন্সের কাহিনী

হ্যারি হাঁটু গেড়ে স্নেইপের পাশে বসে থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ উচ্চ, কিন্তু শীতল একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মনে হল খুব কাছ থেকে, চমকে উঠে হ্যারি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হাতের ফ্লাস্কটি শক্ত করে ধরল। হ্যারির প্রথমেই মনে হল ভোল্ডেমর্ট, সে হয়তো আবার রুমটিতে ফিরে এসেছে।

ভোল্ডেমর্টের গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠেছে দেয়ালে-মেঝেতে সর্বত্র। হ্যারি বুঝতে পারল যে ভোল্ডেমর্ট হোগার্টের এবং আশেপাশের সকল এলাকার উদ্দেশে কথা বলছে। যাতে হগসমিডে এবং ক্যাসলে যারা যুদ্ধ করছে তারা সবাই তার কথা এমনভাবে শুনতে পায় যেন সে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, তার নিঃশ্বাস যেন গলার একেবারে কাছে। একবারে বিপদজনকভাবে কাছে।

উচু, কিন্তু শান্ত গলায় ভোল্ডেমর্ট বলল, 'তোমরা যুদ্ধ করছ। করছ সাহসের সঙ্গে। লর্ড ভোল্ডেমর্ট জানে কীভাবে সাহসের মূল্য দিতে হয়।'

'তারপরও তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। যদি তোমরা এখনো আমাকে

প্রতিরোধ করতে চাও তাহলে তোমাদের মরতে হবে। একের পর এক। আমি চাই না সেটা ঘটুক। ম্যাজিক্যাল ব্লাডের রক্তপাতের প্রতিটি ফোটাই লোকসান।'

'লর্ড ভোল্ডেমর্ট ক্ষমা প্রদর্শনকারী। আমি আমার বাহিনীকে আদেশ দিচ্ছি যুদ্ধ বন্ধ করতে।'

'তোমরা এক ঘন্টা সময় পাবে, যারা আহত হয়েছে তাদের জরুরি চিকিৎসা এবং মৃতদেহ সরানোর জন্য।'

'আমি এখন হ্যারি পটারের উদ্দেশে সরাসরি বলছি। তুমি নিজে আমার কাছে ধরা না দিয়ে তুমি তোমার বন্ধুদেরকে মরতে পাঠিয়েছ। আমি আগামী এক ঘণ্টা নিষিদ্ধ জঙ্গলে অবস্থান করবো। যদি এক ঘণ্টা সময় শেষ হওয়ার ভেতরে তুমি আমার কাছে না আসো, নিজে আত্মসমর্পন না করো তাহলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আর এবার আমি নিজে যুদ্ধে যোগদান করবো হ্যারি পটার! আমি তোমাকে খুঁজে বের করবো এবং বাকী প্রত্যেক নারী-পুরুষ-শিশুকে ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে যারা তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। এক ঘণ্টা সময়।'

রন এবং হারমিয়ন দুজনই বিব্রতভাবে মাথা নাড়ল এবং হ্যারির দিকে তাকালো।

'ওর কথা শুনো না,' রন বলল।

হারমিয়ন তেজের সঙ্গে বলল, 'সব দেখা যাবে, চলো আমরা ক্যাসলে ফিরে যাই। যদি এক ঘণ্টা সে ওই জঙ্গলে থাকে তাহলে আমাদের নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে-'

হারমিয়ন স্নেইপের দেহটির দিকে তাকালো। তারপর দ্রুত টানেলের প্রবেশ মুখের দিকে ফিরে গেল। রনও তাকে অনুসরণ করল। হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লাটি গুছিয়ে নিয়ে আবার স্নেইপের দিকে তাকালো। সে বুঝতে পারছে না তার কেমন লাগছে। সে ভাবছে শুধুমাত্র- স্নেইপের হত্যার ধরণ এবং যে কারণে তাকে মরতে হয়েছে...

ওরা নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে টানেলের ভেতর দিয়ে আগালো। কেউ কথা বলছে না। হ্যারি ভাবল রন এবং হারমিয়নেরও কি ভোল্ডেমর্টের কথা এখনো মাথার ভেতর ঘুরছে কি না-

নিজে আমার সামনে না এসে তুমি তোমার বন্ধুদেরকে মরতে দিচ্ছ। আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ জঙ্গলে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবো... এক ঘণ্টা...

ক্যাসলের সামনে ছোট ছোট বান্ডেল বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা গেল। সকাল হতে আর ঘণ্টা খানেক সময় বাকী আছে। কিন্তু তারপরও ঘোর অন্ধকার। ওরা তিনজন দৌড়ে পাথরের সিড়ির দিকে গেল। ওদের সামনে নৌকা আকারের একটি ফাকা কাঠের গুড়ি পড়ে আছে। গ্রোপ বা অন্য আক্রমণকারীর চিহ্ন দেখা গেল না।

ক্যাসলটি অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কোনো আলোর ঝলকানি, চিৎকার-চেচামেচি নেই। ফাকা প্রবেশ পথের ফ্লাগস্টোনটি রক্তে ভিজে আছে। কাচের ভাঙা টুকরা, পাথরের টুকরার সঙ্গে মুক্তা-পান্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সিড়ির রেলিং-এর অংশ ভেঙে পড়েছে।

হারমিয়ন ফিসফিস করে বলল, 'সবাই কোথায় গেল?'

হ্যারি দরোজার সামনে দাড়ালো। রন গ্রেট হলের ভেতরে প্রবেশ করল।

হলের টেবিলগুলো নেই। রুমের ভেতর সবাই ভীড় করে আছে। যারা বেঁচে আছে তারা দলে দলে জড়ো হয়ে একজন আরেকজনকে গলা জড়িয়ে আছে। ম্যাডাম পমফ্রে প-াটফর্মের উপর আহতদের সেবা করছেন। তাকে একদল লোক সাহায্য করছে। আহতদের মাঝে ফিরেঞ্জকে দেখা গেল। কিন্তু তার শরীর রক্তে ভেজা। সে জায়গায় ছটফট করছে। দাঁড়াতে পারছে না।

মৃতদেরকে হলের মাঝখানে সারি বেধে রাখা হয়েছে। হ্যারি ফ্রেডের দেহটি দেখতে পারছে না, কারণ তার পরিবার দেহটিকে ঘিরে রেখেছে। জর্জ মাথাটা নিচে দিয়ে আছে, মিসেস উইসলি ফ্রেডের বুকের উপর মাথা দিয়ে রেখেছেন। মি. উইসলি তার চুলের ভেতর হাত দিয়ে নেড়ে শান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু নিজের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে।

হ্যারিকে কিছু না বলেই রন এবং হারমিয়ন সামনে এগিয়ে গেল। হ্যারি দেখল হারমিয়ন জিনির দিকে এগিয়ে গেল। জিনির মুখটা ভেজা এবং দাগ হয়ে আছে। হারমিয়ন তাকে জড়িয়ে ধরল। রন বিল, ফ্লয়ার এবং পার্সির কাছে এগিয়ে গেল রন। পার্সি হাত তুলে রনের কাঁধে রাখল। হারমিয়ন এবং জিনি পরিবারের অন্যদের কাছে যেতেই হ্যারি দেখল ফ্রেডের পাশে রেমুস এবং টঙ্কসের শরীর। বিষন্ন ও স্থির। দেখে মনে হল শান্ত, যেন অন্ধকারে যাদুকরা সিলিং-এর উপর ঘুমিয়ে আছে।

দরোজা থেকেই হ্যারি দৌড়ে সরে যেতে থাকল। গ্রেট হলটি তার কছে ছোট হয়ে আসছে, যেন উড়ে ওর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সে দম নিতে পারছে না। সে অন্য শরীরগুলো দেখতে পারবে না। উইসলি পরিবারের সামনে যাওয়া এখন সম্ভব নয়, তাদের চোখে চোখ রাখতে পারবে না। সে যদি আগে থাকতো, তাহলে ফ্রেডকে এভাবে মরতে হতো না....

সে বাক নিল এবং মার্বেলের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠল। লুপিন, টঙ্কস...সে ভাবতে পারছে না.....মনে হচ্ছে নিজের কলজেটা ছিড়ে ফেলতে। তার ভেতরটা প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করছে....

ক্যাসলটি পুরোপুরি ফাঁকা। এমনকি ভূতগুলোও মনে হচ্ছে শোক জানাতে গ্রেট হলে চলে গেছে। হ্যারি না থেমেই দৌড়াতে থাকল। হাতের মধ্যে স্নেইপের

শেষ চিন্তার ক্রিস্টালের ফ্লাস্কটি ধরে রেখেছে। সে একই গতিতে দৌড়ে হেডমাস্টারের অফিসের সামনে পাহারায় থাকা মূর্তি পর্যন্ত চলে এল।

'পাসওয়ার্ড?'

'ডাম্বলডোর!' কোনো চিন্তা না করেই হ্যারি বলল। কারণ তাকেই এখানে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। হ্যারি অবাক হয়ে দেখল মূর্তিটা পথের থেকে সরে গেল এবং পেছনের সিড়ির দরোজাটি খুলে গেল।

কিন্তু হ্যারি অফিসে ঢুকে দেখল সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেয়ালে যে ছবিগুলো ঝুলানো ছিল তার সবগুলো ফাঁকা। তাকে দেখার জন্য একটি ছবিতেও কোনো প্রাক্তন হেডমাস্টার বা হেডমিসট্রেস নেই। হ্যারির মনে হল ক্যাসলের লাইন ধরা ছবিতে চার্জ করে চলে গেছে, তারমানে কি হচ্ছে তা সম্পর্কে তাদের পরিস্কার ধারণা আছে।

হ্যারি হতাশ হয়ে ডাম্বলডোরের ফাঁকা ছবির ফ্রেমটির দিকে তাকালো। সেটি সরাসরি হেডমাস্টারের চেয়ারের পেছনে ঝুলে আছে। তারপর সে ঘুরে দাঁড়ালো। সব সময়ের মত পাথরের পেনসিভটি কেবিনেটের উপর রাখা আছে। হ্যারি সেটিকে টেনে ডেস্কের উপর নিয়ে গেল এবং এর বড় বেসিনে স্নেইপের স্মৃতিগুলোকে ঠেলে দিল। অন্যের চিন্তার ভেতরে ঢুকে গেলে একটি স্বস্তি আসতে পারে...তবে স্নেইপ যা রেখে গেছে তা নিজের চিন্তার চেয়েও ভয়ানক হতে পারে। স্মৃতিগুলো ঘুরতে শুরু করল, কোনো ভাবনা চিন্তা ছাড়াই, নিজের কষ্ট-দুঃখ থেকে সরে থাকার জন্য হ্যারি সে চিন্তার ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিদ্যুতের গতিতে সুর্যের আলো ভেতর দিয়ে হ্যারির পা উষ্ণ ঘাস পায়ে অনুভব করল। সে উঠে দাঁড়ালো। দূরের আকাশে একটি মাত্র চিমনির ধোয়া দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দেখল একটি নির্জন খেলার ছোট মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি মেয়ে সামনে আর পেছনে দোল খাচ্ছে এবং একটি হালকা পাতলা ছেলে ঝোপের আড়াল থেকে ওদের লুকিয়ে দেখছে। তার চুলগুলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা এবং গায়ের পোষাক এমন বেমানান যে মনে হচ্ছে ছেলেটি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এই পোষাক পরে আছে। পরণে শর্ট জিনস, গায়ে একটি লম্বা কোট, দেখলে মনে হয় কোটটি কোনো বড় মানুষের। গায়ে একটি বেমানান গেঞ্জি টাইপের শার্ট।

হ্যারি দৌড়ে ছেলেটির কাছে গেল। স্নেইপ দেখতে তখন নয় কি দশ বছরের বেশি না। বিমর্ষ, ছোটখাটো ধরণের। সে মেয়ে দুটোর মধ্যে ছোটটার দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট মেয়েটি তার বোনের চেয়ে দুলতে দুলতে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। লুকিয়ে দেখা ছেলেটির চোখে-মুখে পরিস্কার একটি লোভ ফুটে উঠেছে।

'লিলি, এমন কোরো না!' তীব্রকণ্ঠে বড় মেয়েটি বলল।

কিন্তু মেয়েটি আবারো দোল খেয়ে বাকা হয়ে শূন্যে উঠে গেল। আক্ষরিক

অর্থেই সে উড়তে থাকল। উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে নিজেকে মুক্ত করে আকাশের দিকে উঠতে থাকল। বেশ খানিক সময় আকাশে থেকে সে দূরে আলতো করে নেমে পড়ল।

'মা তোমাকে নিষেধ করেছে!'

লিলি হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু আমার ভাল লাগছে! টানি, দেখ আমি কী করতে পারি!'

পেটুনিয়া চারদিকে তাকালো। খেলার মাঠটির আশেপাশে কেউ নেই। যদিও মেয়েটি স্নেইপের কথা জানে না। যেখানে স্নেইপ লুকিয়ে আছে তার সামনে ঝোপের থেকে লিলি একটি ফুল তুলে নিল। পেটুনিয়া বাধা দিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। বোঝা যাচ্ছে সে মেয়েটির এ কাজ পছন্দ করছে না। পেটুনিয়া কাছে আসা পর্যন্ত লিলি অপেক্ষা করল। পেটুনিয়া কাছে আসতেই সে হাতের তালু মেলে ধরল। ফুলটি তার হাতে। পাতাগুলো একা একাই মেলে যাচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে। অদ্ভুত সেলমাছের মত।

'এসব থামাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পেটুনিয়া বলল।

'এটা তো তোমাকে কোনো ক্ষতি করছে না।' লিলি বলল। সে ফুটন্ত ফুলটাকে হাতের ভেতর মুষ্ঠি করল এবং কাছেই মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল।

'এটা ঠিক না,' পেটুনিয়া বলল। তার চোখ ওই ফেলে দেয়া ফুলটির দিকে। 'এটা তুমি করো কীভাবে?

'এটাই স্বাভাবিক, তাই না?' স্নেইপ আর বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারল না। সে ঝোড়ের পেছন থেকে ঝাপ দিয়ে বের হয়ে এল। পেটুনিয়া চিৎকার করে দৌড়ে পেছনের দোলনাটার দিকে চলে গেল। কিন্তু লিলি বিস্মিত হলেও যেখানে ছিল সেখানই দাঁড়িয়ে থাকল। স্নেইপকে মনে হল এভাবে চলে আসার জন্য সে দুঃখিত হয়েছে। একটি বোকা ভাব তার মুখে ফুঠে উঠল। সে লিলির দিকে তাকিয়ে আছে।

'কি স্পষ্ট?' লিলি জিজ্ঞেস করল।

স্নেইপ বিব্রতভাবে উত্তেজনা বোধ করছে। একবার দূরে, দোল খেতে থাকা পেটুনিয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচু কণ্ঠে বলল,' আমি জানি তুমি কি!'

'তুমি কি বলছ?' লিলি বলল।

'তুমি...তুমি হলে একটি মেয়ে যাদুকর!' ফিসফিস করে স্নেইপ বলল।

তাকে মনে হল সে অপমান বোধ করেছে।

'কাউকে এটা বলা খুব একটা ভাল কথা না!'

সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং নাক উচু রেখে তার বোনের দিকে হেঁটে চলে গেল।

'না!' স্নেইপ বলল। তার রঙ এখন আরো বদলে গেছে। হ্যারি ভাবল কেন

স্নেইপ তার ওই হাস্যকর কোটটি গায়ের থেকে খুলে গেল না। সে মেয়েদুটোর পেছনে পেছনে গেল। তাকে হাস্যকরভাবে বাদুরের মত দেখাচ্ছে।

দুই বোন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কথা শুনল। দু'বোন দোলনার দু'পাশের খুটি ধরে দাঁড়ালো। যদিও এটি একটি নিরাপদ জায়গা।

স্নেইপ লিলিকে বলল, 'তুমি, তুমি হলে একজন মেয়ে যাদুকর। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছিলাম। কিন্তু তাতে কিছু সমস্যা নেই। আমার মা-ও তাই। আমি নিজে একজন যাদুকর।'

পেটুনিয়া ঠাণ্ডা জলের মত হাসল।

'যাদুকর!' সে উচ্চস্বরে বলল। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ করে স্নেইপ চলে আসায় সে ধাক্কা খেয়েছিল। সে ভয় তার কেটে গেল। 'আমি জানি তুমি কে! তুমি সেই স্নেইপ পরিবারের ছেলে! তারা ওই নদীর কাছে স্পিনার এন্ড এ বাস করে।' পেটুনিয়া লিলির উদ্দেশে বলল। তার কণ্ঠ শুনে পরিস্কার বোঝা গেল যে সে তার পরিচয়টি খুব একটা ভাল হিসাবে দিল না। 'তুমি আমাদের পিছু নেও কেন?'

'আমি তোমাদের পিছু নেই না,' স্নেইপ বলল। সে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'আমি তোমার পেছনে নজর রাখার কোনো কারণ নেই। তুমি হলে একজন মাগল।'

যদিও পেটুনিয়া শব্দটির অর্থ বুঝল না, কিন্তু সে তার সুরটি বুঝতে ভুল করল না।

'লিলি, চলে আসো, আমরা চলে যাই!' সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। খেলার মাঠ থেকে তারা গেটের দিকে চলে যেতে থাকলে স্নেইপ পেছন থেকে তাকিয়ে রইল। এবং স্নেইপ, শুধু সেই স্নেইপকে দেখছে। সে স্নেইপ এর হতাশাটা বুঝতে পারল। সে বুঝল ওই মুহূর্তে স্নেইপ কিছু একটা পরিকল্পনা করল। তারপর সবকিছু ওলোটপালট হয়ে গেল...

দৃশ্যটি হ্যারির সামনে থেকে সরে গেল এবং সে বোঝার আগেই আরো একবার তাকে ঘিরে দৃশ্য তৈরি হল। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে ছোট মোটা একটি গাছের কাছে। সে দেখল নদীর পানিতে আলো পড়ে চিকচিক করছে। গাছের ছায়ায় বেশ একটি ঠাণ্ডা পরিবেশ তৈরি হয়েছে গাছটির নিচে। দুটি শিশু বসে আছে মুখোমুখি আড়াআড়ি হাঁটু রেখে বসেছে। স্নেইপ তার কোটটি এবার খুলে ফেলেছে। ছায়ার ভেতর তার গেঞ্জিটা অতটা অদ্ভুত লাগছে না।

'....এবং মিনিস্ট্রি তোমাকে শাস্তি দিতে পারে। যদি তুমি স্কুলের বাইরে যাদু কর, মিনিস্ট্রি তোমাকে তাড়িয়ে দেবে।'

'কিন্তু আমি বাইরে ম্যাজিক করেছি!'

'তোমার বেলায় ঠিক আছে। তুমি এখনো যাদুদণ্ড পাওনি। এ নিয়ে তোমাকে এখন ওরা কিছু বলবে না। কিন্তু যখন তোমার বয়স এগারো বছর হবে এবং

ট্রেইনিং শুরু হবে তখন তোমাকে খুবই সতর্ক হতে হবে।'

সবাই একটু চুপ করল। লিলি একটি গাছের ছোট মরা ডাল তুলল এবং সেটিকে বাতাসে দ্রুত্ব ঘোরালো। হ্যারি বুঝতে পারল যে সে কল্পনায় ওই কাঠি থেকে ঝলক বেরিয়ে যেতে দেখল। তারপর লিলি গাছের ডালটি ফেলে দিল। সেটি গিয়ে ওই ছেলেটির কাছে পড়ল। লিলি বলল, 'এটা কি সত্যি কথা, এটা কোনো রসিকতা নয়? পেটুনিয়া বলে যে তুমি আমার কাছে মিথ্যা বলেছো। সে বলে, কোনো হোগার্ট নেই। সত্যি নাকি?'

'এ সত্যি আমাদের জন্য,' স্নেইপ বলল। 'তার জন্য নয়। কিন্তু তুমি এবং আমি কাগজ পেয়ে যাবো।'

'সত্যিই?' ফিসফিস করে লিলি বলল।

'অবশ্যই,' স্নেইপ বলল। যদিও তার চুলের স্টাইল সুন্দর না, কাপড়-জামা বিশেষ সুবিধার না, তারপরও সে অস্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করল মেয়েটির সামনে, সামনের নিয়তির ব্যাপারে আস্থা প্রদর্শন করল।

'এবং সত্যিই কি সে চিঠি একটি পেঁচা বয়ে নিয়ে আসবে?' লিলি জানতে চাইল।

'সাধারণত,' স্নেইপ বলল। 'কিন্তু তুমি হলে মাগলদের সন্তান। তাই স্কুল থেকে হয়তো কেউ একজন আসবেন তোমার বাবা-মাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে।'

'মাগলদের সন্তান হলে কি কোনো পার্থক্য আছে?'

স্নেইপর একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'না, এতে কোনো পার্থক্য নেই।'

'গুড, লিলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল। পরিস্কার দেখা গেল যে সে ভয় পেয়েছিল।

স্নেইপ বলল, 'তুমি বেশ কিছু যাদু পেয়েছ। আমি সেটা দেখেছি। আমি তোমাকে সারাক্ষণ খেয়াল রাখছিলাম...'

তার গলার স্বর যেন উধাও হয়ে গেল। লিলি তার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। সে চারদিকে গাছের পাতার মাঠের দিকে দু' হাত প্রসারিত করল। মাথার উপরের গাছের পাতার আচ্ছাদনের দিকে তাকালো। স্নেইপ তারদিকে একটি লোভের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, ঠিক যেমন খেলার মাঠে তাকিয়েছিল।

'তোমার বাসার পরিস্থিতি কী?' লিলি বলল।

স্নেইপের দু' চোখের মাঝখানে একটি ভাঁজ পড়ল।

'ভালো,' স্নেইপ বলল।

'ওরা কোনো ঝামেলা করছে না?'

'ওহ হ্যাঁ, ওরা ঝামেলা করছে,' স্নেইপ বলল। সে হাতে কতগুলো পাতা তুলে নিল এবং সেগুলো টুকরো টুকরো করে ছিড়তে থাকল। সে কি করছে সে সম্পর্কে

তার কোনো খেয়াল নেই। 'কিন্তু এটা বেশিদিন থাকবে না এবং আমি চলে যাবো।'

'তোমার বাবা ম্যাজিক পছন্দ করেন না?'

'কোনো কিছুই তিনি অতিরিক্ত পছন্দ করেন না,' স্নেইপ বলল।

'সেভেরাস?'

স্নেইপের মুখে ছোট একটি বাকা হাসি ফুটে উঠল মেয়েটির মুখে নামটি শুনে।

'ইয়ে?'

'ডেমেনটরদের সম্পর্কে আমাকে আবার বলো।'

'তাদের সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাও?'

'যদি আমি স্কুলের বাইরে ম্যাজিক করি-'

'সে কারণে ওরা তোমাকে ডেমেনটরদের হাতে তুলে দেবে না। ডেমেনটরদের কাছে দেয়া হয় যারা আরো অনেক বেশি খারাপ কাজ করে তাদের। ওরা আজকাবানে উইজার্ডদের কারাগার পাহারা দেয়। তোমাকে তাই বলে আজকাবানে পাঠানো হবে না, তুমি তো-'

স্নেইপ আরো লাল হয়ে গেল এবং আরো বেশি পাতা ছিড়তে থাকল। তারপর ছোট করে একটি খুট শব্দ হতে হ্যারি সেদিকে ফিরে তাকালো। পেটুনিয়া একটি গাছের পেছনে লুকিয়ে ছিল। সে পা পিছলে গেছে।

'টানি!'

সে বিস্মিত হয়েছে এবং তাকে দেখে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু স্নেইপ লাফিয়ে উঠল।

'দেখ কে চুপি চুপি নজরদারি করছে?' স্নেইপ বলল। 'তুমি কী চাও?'

পেটুনিয়া স্থির হয়ে গেছে। সে ধরা পড়ে গেছে। হ্যারি দেখল সে কিছু একটা বলার জন্য নিজের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করছে।

'কিন্তু তুমি ওটা কি পরেছ?' পেটুনিয়া বলল। সে আঙুল দিয়ে তার বুকের দিকে দেখালো। 'তোমার মায়ের ব্লাউজ?'

ক্র্যাক করে একটি শব্দ হল। একটি গাছের ডাল সরাসরি পেটুনিয়ার উপর এসে পড়ল। লিলি চিৎকার করে উঠল। পেটুনিয়া একটু পেছনের দিকে সরে যেতেই ডালটি তার কাঁধের উপর পড়ল। সে কাঁদতে শুরু করল।

'টানি!'

কিন্তু পেটুনিয়া দৌড়ে চলে গেল। লিলি স্নেইপের দিকে ফিরল।

'এ কাজটি তুমি করলে?'

'না!' স্নেইপ বলল। তাকে ভীত এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা দেখা গেল।

'তুমি কাজটি করেছ!' সে তার কাছ থেকে পিছনে সরে এল। 'তুমি করেছ,

তুমি তাকে আঘাত করেছ!'

'না- না আমি করিনি!'

কিন্তু এ মিথ্যা লিলিকে ভুলাতে পারল না। শেষবারের মতো তীব্র চোখে তাকিয়ে সে তার বোনের পেছনে দৌড়ে চলে গেল। স্নেইপকে দুঃখিত এবং বিব্রত দেখা গেল...

হ্যারির সামনের দৃশ্য পাল্টে গেল। হ্যারি তার চারপাশে দেখল: নাই এণ্ড ত্রি কোয়ার্টার স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। স্নেইপ তার পাশে দাঁড়ানো। তার পরেই দাঁড়ানো সামান্য সামনের দিকে ঝুকে থাকা একজন মহিলা, বিষন্ন এবং হালকা পাতলা চেহারা, দেখতে অনেকটা স্নেইপের মতই। স্নেইপ একটু দূরেই দাঁড়ানো চারজনের একটি পরিবারের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে মেয়ে দুটি একটু সরে দাঁড়িয়েছে। লিলি তার বোনের কাছে কিছু একটা দাবী করছে। হ্যারি শোনার জন্য একটু সামনে এগিয়ে গেল।

'....আমি খুবই দুঃখিত! শোনো-' সে তার বোনের হাতটা শক্ত করে ধরল। পেটুনিয়া সে হাতটি টেনে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। 'আমি যদি সেখানে যাই-না, শোনো টানি! আমি, যদি সেখানে যাই তাহলে আমি প্রফেসর ডাম্বলডোরের কাছে যেতে পারব এবং তার মত পাল্টে ফেলব।'

'আমি যেতে চাই না!' পেটুনিয়া বলল। সে তার হাতটা বোনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। 'তুমি মনে করছ আমি একটি স্টুপিড ক্যাসলে যাবো এবং শিক্ষা নেব একটি...একটি।'

সে নির্লিপ্তভাবে প্লাটফর্মের চারদিকে তাকালো। কারো কোলে বিড়াল মিউ মিউ করছে, কোনো কোনো খাঁচায় পেঁচাগুলো পাখা ঝাপটা দিচ্ছে, ডাকছে। ছাত্ররা তাদের লম্বা গাউন পরে ট্রাঙ্ক নিয়ে একজন আরেকজনের সঙ্গে গ্রীস্মের ছুটির পর দেখা হওয়ায় উল্লাস প্রকাশ করছে।

'-তুমি কি মনে করো আমি একটি হাস্যকর কিছু হতে চাই?'

পেটুনিয়া হাত ছাড়িয়ে নেয়ায় লিলির চোখে জল চলে এসছে।

লিলি বলল, 'আমি কোনো হাস্যকর কিছু নই। এটি একটি ভয়ানক কথা।'

পেটুনিয়া বেশ মজার সঙ্গে বলল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ সেটা তাই। উপহাস করার আদর্শ স্কুল। তুমি এবং সেই স্নেইপ ছেলেটি....একই রকম বেতাল ধরণের। এটা খুবই ভালো যে তোমরা সাধারণ আচরণের মানুষের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছ। এটা আমাদের জন্য নিরাপদ।'

লিলি তার বাবা-মায়ের দিকে আড়চোখে তাকালো। তারা মন দিয়ে প্লাটফর্মটির চারদিক দেখছেন এবং উপভোগ করছেন। এরপর লিলি তার বোনের দিকে ফিরে তাকালো এবং নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলল।

'তুমি এ স্কুলটিকে হাস্যকর মনে করোনি যখন তুমি নিজে তোমাকে নেয়ার জন্য আবেদন করেছিলে।'

পেটুনিয়া লাল হয়ে গেল।

'আবেদন করেছি! আমি কখনো আবেদন করিনি!'

'আমি তার উত্তরটি দেখেছিলাম। সেটি ছিল খুবই সদয় উত্তর।' পেটুনিয়া ফিসফিস করে বলল, 'তোমার সেটা পড়া উচিত হয়নি। সেটা ছিল আমার ব্যক্তিগত- কি করে তুমি সেটা-?'

লিলি, স্নেইপ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সামান্য একটু আড়চোখে তাকালো তারপর চুপ হয়ে গেল। পেটুনিয়া নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'ওই ছেলেটি সেটা পেয়েছিল! তুমি আর ওই ছেলেটি আমার ঘরে লুকোচুরি করছিলে!'

'না- লুকোচুরি করিনি-' এবার লিলি নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। 'সেভেরাস এনভেলপটি দেখেছিল। এবং সে বিশ্বাস করতে পারেনি যে একজন মাগল হোগার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এই হল ঘটনা! সে বলে যে পোস্টাল সার্ভিসে লুকিয়ে নিশ্চয়ই কোনো উইজার্ড কাজ করে নজর রাখার জন্য-'

'উইজার্ডরা সর্বত্রই নাক গলায়' পেটুনিয়া বলল। সে যেমন লাল হয়ে উঠেছিল তেমনি এখন বিষন্ন হয়ে উঠল। 'হাস্যকর!' সে তার বোনের মুখের উপর ঝাকি দিয়ে দ্রুত বাবা-মা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে গেল...

আবার দৃশ্য পাল্টে গেল। স্নেইপ দ্রুত হোগার্টের এক্সপ্রেসের করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ট্রেনটি গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে ইতিমধ্যেই স্কুলের পোষাক পাল্টে ফেলেছে। প্রথম সুযোগেই সে তার মাগল পোশাক পাল্টে ফেলল। শেষে সে একটি কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। রুমটির ভেতরে ছেলে পেলেরা হৈ-হুল্লো করে কথা বলছে। লিলি জানালার পাশে একটু সামনের দিকে ঝুকে বসে আছে। সে জানালার কাচের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্নেইপ দরোজাটি খুলল এবং লিলির বিপরীত দিকের সিটটাতে বসল। সে একবার আড়চোখে স্নেইপের দিকে তাকালো এবং তারপর সে আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি দিল। সে কাঁদছে।

লিলি চাপা গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'কেন চাও না?'

'টানি আমাকে ঘৃণা করে। কারণ আমরা ডাম্বলডোরের ওই চিঠিটা দেখে ফেলেছি।'

'তাতে কী হয়েছে?'

লিলি তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালো।

'সে আমার বোন!'

'সে হল একটা-' সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবরণ করলো। লিলিও দ্রুত তার চোখ মুছতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তার কথাটি শুনতে পেল না।

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি!' স্নেইপের গলায় পরিস্কার উচ্ছাস ফুটে উঠল। 'এটাই বড় কথা! আমরা হোগার্টের উদ্দেশে যাত্রা করেছি!'

লিলি চোখ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ল। একটুখানি হাসল।

'তুমি স্লিথারিনে যোগ দিলে ভাল হবে,' স্নেইপ তাকে একটু হালকা হয়েছে দেখে উৎসাহ দিয়ে বলল।

'স্লিথারিন?'

কম্পার্টমেন্টের ভেতরে বসা একটি ছেলে এতক্ষণ লিলি বা স্নেইপের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ করেনি। কিন্তু এই শব্দটি শুনে সে ঘুরে তাকালো। হ্যারি এতক্ষণ জানালার দুপাশে বসা দুজনকে আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। তার বাবাকে দেখছিল। স্নেইপের মতই তার কালো চুল।

'স্লিথারিনে কে থাকতে চায়? আমার মনে হয় তুমিও ছেড়ে দেবে, তাই না? জেমস বিপরীত দিকের সিটে অলসভঙ্গীতে বসা ছেলেটির কাছে জানতে চাইলেন। এবং মুহূর্তের ভেতর হ্যারি বুঝতে পারল যে ওই বসা ছেলেটি সিরিয়ুস। সিরিয়ুস হাসল না। সে বলল, 'আমার পুরো পরিবার স্লিথারিনে আছে।'

জেমস বললেন, 'আহা, আমি ভেবেছিলাম তোমরা সবাই ভালো আছো।'

সিরিয়ুস হাসল।

'আমি হয়তো এ ধারাটি ভাঙবো। আপনি হলে কোথায় যেতেন?'

জেমস হাত দিয়ে একটি অদৃশ্য তলোয়ার দেখালেন।

'গ্রিফিনডোর যেখানে থাকলে বুকে সাহস থাকে! আমার বাবার মতো।'

স্নেইপ একটি অবজ্ঞার সুরে শব্দ করল। জেমস তার দিকে ঘুরে তাকালেন।

'তোমার কি তাতে সমস্যা আছে?'

'না,' স্নেইপ বলল। যদিও তার চেহারা বলছে অন্য কথা। 'যদি আপনি বুদ্ধির চেয়ে পেশিকেই বেশি মূল্য দেন-'

সিরিয়ুস বলল,' এছাড়া অন্য কোন জায়গা তুমি পছন্দ করো? সিরিয়ুস বলল।

জেমস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। লিলি সোজা হয়ে বসল। জেমস এবং সিরিয়ুসের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকালো।

'সেভেরাস চলে এস, আমরা অন্য কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসি।'

'ওউউউউউউ.....

জেমস এবং সিরিয়ুস লিলির উচ্চস্বর নকল করল। স্নেইপ হেঁটে যাবার সময় জেমস পা বাধিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

'দেখ, ইয়া, সেভেরাস!' কম্পার্টমেন্টের দরোজা বন্ধ হওয়ার সময় একটি কণ্ঠ বলে উঠল।

দৃশ্যটি আরো একবার বদলে গেল।

একটি মোমবাতি জ্বালানো হাউস টেবিলের দিতে মুখ করে স্নেইপের ঠিক পেছনে হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে ।প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, 'ইভ্যান্স, লিলি!'

হ্যারি দেখল তার মা কাঁপা পায়ে সামনে এগিয়ে গেল এবং নড়বড়ে একটি চেয়ারে বসল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার মাথার উপরে সর্টিং করার হ্যাটটি রাখলেন। গাড় লাল রঙ্গের চুলের উপর বসতে না বসতেই হ্যাটটি বলে উঠল, 'গ্রিফিনডোর!'

হ্যারি শুনতে পেল স্নেইপ রাগে গুনগুন করে উঠল। লিলি মাথা থেকে হ্যাটটি খুলল এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের হাতে দিল। এবং সে উল্লসিত গ্রিফিনডোরদের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে যাবার সময় সে আড়চোখে স্নেইপের দিকে একবার তাকালো। তার মুখে একটি দুঃখের হাসি দেখা গেল। হ্যারি দেখল সিরিয়ুস সরে গিয়ে বেঞ্চে তাকে জায়গা করে দিল। লিলি একবার তারদিকে ঘুরে তাকালো। মনে হল সে তাকে চিনতে পেরেছে যে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মানুষটিকে। সে দু'হাত ভাজ করে সিরিয়ুসের থেকে অন্যদিকে মুখ করে থাকল।

নাম ডাকা চলতে থাকল। হ্যারি দেখল লুপিন, পেটিগ্রিউ এবং ওর বাবা গ্রিফিনডোর টেবিলে লিলি এবং সিরিয়ুসের সঙ্গে যোগ দিল। শেষে যখন আর প্রায় দশ বারোজন ছাত্র বাকী আছে তখন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল স্নেইপকে ডাকলেন।

হ্যারিও তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চেয়ারটির কাছে গেল। এবং দেখল তার মাথায় হ্যাটটি রাখা হয়েছে। সর্টিং করে হ্যাটটি বলল, 'স্লিথারিন!'

সেভেরাস স্নেইপ হলের অন্যদিকে গেল। লিলির কাছ থেকে দূরে, সেখানে তাকে উল্লাস করে স্লিথারিনের ছাত্ররা স্বাগত জানালো। পাশে বসহৈ লুসিয়াস ম্যালফয় তাকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে স্বাগত জানালো...

আবার দৃশ্য বদলে গেল।

লিলি এবং স্নেইপ ক্যাসলের উঠোনে পাশাপাশি হাঁটছে। বোঝা যাচ্ছে যে তারা তর্ক করছে। হ্যারি দ্রুত ওদের কাছে গেল ওরা কী বলছে শোনার জন্য। ও কাছে যেতেই বুঝল যে তারা দুজনই কত লম্বা। তাদের বাছাই হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা।

'... আমাদের দু'জনের বন্ধু হওয়ার কথা ছিল না?' স্নেইপ বলল। 'বেস্ট ফ্রেইন্ড?'

'হ্যাঁ ঠিক,সেভ, কিন্তু তুমি কিছু মানুষের সঙ্গে সর্বক্ষণ চলাফেরা করো যা

আমার পছন্দ না! আমি দুঃখিত, আমি ওই অ্যাভেরি এবং মালসিভেসকে দেখতে পারি না। মালসিভেস! তুমি ওর মধ্যে কী দেখেছ সেভ? সে একটা বিরক্তিকর! তুমি জানো একদিন ম্যারি ম্যাকডোনাল্ডকে সে কি করতে চেয়েছিল?'

লিলি একটি পিলারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এবং সেটার সঙ্গে হেলান দিল। স্নেইপের পাতলা বিষন্ন মুখের দিকে তাকালো।

'এটা কোনো ব্যাপার ছিল না,' স্নেইপ বলল। 'এটা একটা হাসির ব্যাপার ছিল শুধু-'

'সেটা ছিল ডার্ক ম্যাজিক, আর তুমি যদি ভাবো সেটা ছেলেখেলা-'

'পটার এবং তার বন্ধুরা এত ভালো কীসের জন্য,' স্নেইপ বলল। তার চেহারাটায় রাগের ছাপ পরিলক্ষিত হল।

'পাটাররা কী করছে?' লিলি বলল।

'ওরা রাতের বেলা চুপে চুপে বের হয়। লুপিনের কোনো একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। সে কোথায় যায় প্রতিদিন?'

লিলি বলল, 'সে অসুস্থ। ওরা বলে, তার অসুস্থতাটা-'

'প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমার চাঁদ রাতে?' স্নেইপ বলল।

'আমি তোমার থিওরিটা জানি,' লিলি বলল। তার গলার স্বর শীতল। 'তাদের ব্যাপার নিয়ে তুমি এতটা চিন্তিত কেন? তারা রাতে কি করছে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা কেন?'

'আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই যে লোকে তাদের যেমন চমৎকার বলে ভাবছে আসলে তারা সেটা নয়।'

স্নেইপের উত্তেজনা লিলিকে বিব্রত করল।

'আর যাই হোক, ওরা ডার্ক ম্যাজিক ব্যবহার করে না,' সে নিচুস্বরে বলল। 'আর তুমি সত্যিই অকৃতজ্ঞ। আমি শুনেছি সেদিন রাতে কি হয়েছিল। তুমি সেদিন হোমপিঙ উইলোর মাধ্যমে রাতে চুপে চুপে টানেলে নেমে গিয়েছিলে, এবং পটার তোমাকে সেখানে যাই থেকে থাকুক তার থেকে বাঁচিয়েছিল-'

তার মুখটা শুকিয়ে গেল এবং কর্কশ গলায় বলল, 'বাঁচিয়েছে? বাঁচিয়েছে? তুমি ভাবছ সে নায়কের ভূমিকা পালন করেছে? সে তার নিজের গলা বাঁচিয়েছ এবং তার বন্ধুদেরও তাই। তুমি পারবে না-আমি তোমাকে করতে-'

'করতে?'

লিলি উজ্জ্বল চোখে তীব্রভাবে তাকালো। স্নেইপ সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

'আমি সে কথা বলতে চাইনি– আমি দেখতে চাইনা যে ওরা তোমাকে বোকা বানাচ্ছে, সে তোমাকে বোকা বানাচ্ছে, জেমস পটার তোমাকে ধোকা দিচ্ছে!' মনে হল শব্দগুলো তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। '....এবং সবাই

বলে ...সে কোনো বড় কিডিচ হিরো না-' স্নেইপের ক্রোধ তাকে ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে। আর লিলির ভ্রু কপালের আরো উপরে উঠতে থাকল।

'আমি জানি যে জেমস পটারের আচরণ অসৎ,' লিলি স্নেইপকে বাধা দিয়ে বলল। 'সে কথা তোমার আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু মালসিবার এবং অ্যাভেরির রসবোধগুলো অশুভ। অশুভ, সেভেরাস, আমি বুঝতে পারি না যে তুমি কি করে ওদের বন্ধু হবে?' মালসিভার এবং অ্যাভেরির সমালোচনা স্নেইপের কানে পৌছেছে কি না তা নিয়ে হ্যারির ভেতরে সন্দেহ হল। সে জেমস পটারের সমালোচনা করায় স্নেইপের ভেতরে একটা স্বস্তি ফুটে উঠেছে। তারা যখন আবার ফিরে যেতে থাকল তখন স্নেইপের পা দুটো নতুন উন্মাদনায় লাফাচ্ছে...

দৃশ্যটি আবার পাল্টে গেল।

হ্যারি আবারো দেখতে থাকল। স্নেইপ ডার্ক আর্টের ও.ডবি-উ.এল.ডিফেন্সের ক্লাস সেরে গ্রেট হল থেকে বের হয়ে গেল। দেখল সে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাসল থেকে একটু দূরে যেখানে লুপিন, জেমস, সিরিয়ুস এবং পেটিগ্রিউ পাতা ঝরা গাছের নিচে বসে আছে, তার কাছাকাছি গেল। কিন্তু হ্যারি এবার একটু দূরে সরে রইল। কারণ সে জানে জেমস সেভেরাসকে উপরে উঠিয়ে ফেলার পর কি ঘটেছিল। সে জানে কি করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল। এবং সেটা আরো একবার শোনাটা তার কাছে সুখকর মনে হল না। সে দূর থেকে দেখল লিলি ওই দলের মধ্যে যোগ দিল এবং স্নেইপকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। দূর থেকে সে শুনল অপমানিত হওয়ার কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে স্নেইপ লিলিকে উচ্চস্বরে বলল,'মাডব্লাড!'

দৃশ্য আবার বদলে গেল।

'আমি দুঃখিত!'

'তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'আমি দুঃখিত!'

'তুমি নিজের নিঃশ্বাসগুলোকে রক্ষা করো।'

সময়টা রাত। লিলির পরনে ড্রেসিং গাউন। গ্রিফিনডোর টাওয়ারের প্রবেশ পথে সে দু হাত ভাঁজ করে একটি মোটা মহিলা পোট্রেইটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি শুধুমাত্র এলাম এ কারণে যে ম্যারি বলল তুমি নাকি এখানে ঘুমানোর হুমকী দিয়েছ।'

'হ্যাঁ সত্যি, আমি তাই করতাম। আমি কখনোই তোমাকে মাডব্লাড বলতে চাইনি। এটা শুধু-'

'মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে?' লিলির কণ্ঠে কোনো রকম করুণার আভাস নেই। 'কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য অনেক ঝামেলা ভোগ করেছি। আমার বন্ধুরা কেউ এমনকি বুঝতে পারে না যে আমি তোমার সঙ্গে কথা

বলি কেন। তুমি এবং তোমার সেই মুল্যবান ছোট্ট ডেথ-ইটার বন্ধু- তোমরা কেউ সেটা অস্বীকার করতে পারবে না। এমনকি তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না কী হওয়ার জন্য লক্ষ নিয়েছ! তোমরা ইউ-নো-হু'র সঙ্গে যোগদান করার ব্যাপারে অপেক্ষা করতে পারবে না, পারবে সেটা?'

স্নেইপ মুখ হা করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বলতে পারল না।

'আমি আর অভিনয় করতে পারব না। তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ, আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি।

'না- শোনো-,আমি-'

'–মাডব্ল-াড ডাক শুনতে? কিন্তু তুমি আমার জন্মের এই মাডব্লাড কথাটি সবাইকে বল। আমি তার থেকে আলাদা কী ভাবে?'

স্নেইপ কথা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঘৃণার একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পোট্রেইটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে চলে গেল...

করিডোরটি চোখের সামনে থেকে সরে গেল। এবং দৃশ্যটি সময় নিয়ে পরিবর্তন হল। হ্যারির মনে হল সে অনেক রং-এর ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তারপর আবার সবকিছু পরিস্কার হল। সে একটি নির্জন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার এবং শীতল চারদিকে। পাতাহীন গাছের ডালে বাতাস শো শো শব্দ করছে। পূর্ণ বয়স্ক স্নেইপ হাপাচ্ছে, জায়গার উপর সে ঘুড়ছে। তার হাতে শক্ত করে যাদুদণ্ড ধরে আছে। সে কিছুর জন্য বা কারো জন্য অপেক্ষা করছে...তার ভয় হ্যারির ভেতরও প্রবেশ করল। যদিও সে জানে যে তার কিছুই হবে না। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। কীসের জন্য স্নেইপ অপেক্ষা করছে তা নিয়ে ভাবতে থাকল....

ঠিক তখনই একুট সাদা আলো বাতাসে ঝলকে উঠল। হ্যারি আলোটির কথা চিন্তা করল, কিন্তু স্নেইপ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার হাতের যাদুদণ্ডটি ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

'আমাকে মেরে ফেলো না!'

'সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

ডাম্বলডোরের অ্যাপারেট করার শব্দটি গাছের শাখায় বাতাসের শো শো শব্দের নিচে চাপা পড়েছে। তিনি স্নেইপের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তার পরনের গাউনটি পতপত করে উড়ছে। হাতের যাদুদণ্ডের আলো তার মুখের উপর পড়েছে।

'ওয়েল সেভেরাস, লর্ড ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে কী বার্তা আছে আমার জন্য?'

'না- কোনো ম্যাসেজ নেই- আমি অমার নিজের প্রয়োজনে এখানে এসেছি!'

স্নেইপ তার হাত কচলাচ্ছে। তার কালো চুলগুলো মুখের চারদিকে এলোমেলো হয়ে আছে, দেখতে কিছুটা পাগলের মত মনে হচ্ছে।

'আমি- আমি এসেছি একটি সতর্কবাণী, না অনুরোধ নিয়ে-'

ডাম্বলডোর তার যাদুদণ্ডটিতে একটি ফ্লিক করলেন। গাছের শো শো আওয়াজটি তাদের দুজনের চারপাশ থেকে বন্ধ হয়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'একজন ডেথ-ইটার আমাকে কি অনুরোধ করতে পারে?'

'একটি...একটি দৈব বার্তা...ভবিষ্যতবাণী...ট্রেলোনি...'

'আহ্, হ্যাঁ,' ডাম্বলডোর বললেন। 'কতটা তুমি ভোল্ডেমর্টের কাছে বলেছ?'

'সবকিছু...সবটুকু যা আমি শুনেছি!' স্নেইপ বলল। 'সে কারণেই...ওই হিসাবেই ...সে চিন্তা করছে লিলি ইভান্সের কথা!'

'দৈববাণী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়,' ডাম্বলডোর বললেন। 'এটা বলা হয়েছে একটি ছেলের ব্যাপারে যে গত জুলাই মাসের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেছে-'

'তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কি বলেছি! সে লিলির ছেলেটির কথা উল্লেখ করেছে। সে লিলিকে ধরতে যাবে, তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে-'

ডাম্বলডোর বললেন,'তার ব্যাপারে তোমার যদি কোনো দরদ থাকে, তাহলে অবশ্যই ভোল্ডেমর্ট মহিলাকে ছেড়ে দেবে। তুমি তাকে বলোনি যে ছেলেটিকে নিয়ে মাকে ক্ষমা করে দিন?'

'আমি বলেছি- আমি তাকে বলেছি-'

'তুমি আমাকে বিরক্ত করছ!' ডাম্বলডোর বললেন। হ্যারি কখনোই তার কণ্ঠে এমন ঘৃণার সুর শোনেনি।' স্নেইপ একটু একটু কাঁপছে। 'তার স্বামী এবং সন্তানটির মৃত্যুতে তোমার কিছু আসে যায় না! তুমি যা চাও সে অনুসারে তারা দু'জন মরতে পারে?'

স্নেইপ কিছুই বলল না। শুধু ডাম্বলডোরের দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাকল।

'তাদেরকে লুকিয়ে ফেলুন,' সে বলল। 'তাকে- এবং সবাইকে রক্ষা করুন, প্লিজ।'

'এবং বিনীময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?'

'বিনীময়ে?' স্নেইপ অবাক হয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে থাকল। হ্যারি আশা করল যে সে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষন নিরব থেকে সে বলল, 'যে কোনো কিছু।'

পাহাড়ের উপরের দৃশ্যটি মুছে গেল। হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে ডাম্বলডোরের অফিসকক্ষে। কোনো একটা কিছু আহত পশুর মত শব্দ করছে। স্নেইপ একটি চেয়ারে বসে আছে আর ডাম্বলডোর তার উপড়ে দাঁড়িয়ে। তাকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে। এক মুহূর্ত পর স্নেইপ তার মুখটা তুলল। তাকে দেখলে মনে হচ্ছে শতশত বছর ধরে চরম কষ্টে আছে।

'আমি ভেবেছিলাম...আপনি গিয়ে তাকে রক্ষা করবেন..'

ডাম্বলডোর বললেন, 'সে এবং জেমস ভুল লোককে বিশ্বাস করেছিল। 'তোমার মত সেভেরাস। তুমি আশা করেছিলে না যে লর্ড ভোল্ডেমর্ট তাকে ছেড়ে দিতে পারে।'

স্নেইপ কোনোক্রমে দম ছাড়ল।

ডাম্বলডোর বললেন, 'তার ছেলেটি বেঁচে গেছে।'

স্নেইপ মাথাটা একটু ঝাকি দিয়ে উঠল।

'তার ছেলেটি বেঁচে গেছে। তার চোখ দুটো মায়ের মত। তোমার মনে আছে লিলি ইভান্সের চোখের রঙ এবং গঠন, তাই না?'

স্নেইপ চিৎকার করে বলল, 'মরে গেছে....মৃত..'

'এটাই অনুশোচনা, সেভেরাস?'

'আমার মনে হয়...আমি নিজে মরে যেতে চাই..'

'তাতে কার কী হবে সেভেরাস?' ডাম্বলডোর ঠাণ্ডা গলায় বললেন। 'যদি তুমি লিলি ইভান্সকে ভালবেসে থাকো, সত্যিকারের ভালবাসা, তাহলে সামনে তোমার করণীয় কাজটি পরিস্কার।'

স্নেইপ বেদনার সঙ্গে তাকালো। এবং মনে হল ডাম্বলডোরের কথাগুলো তার কানে সময় নিয়ে ঢুকেছে।

'কী- আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

'তুমি জানো কেন সে মারা গিয়েছে। এটা নিশ্চিত করো যে বৃথা জীবন দেয়নি। লিলির ছেলেটিকে বাঁচাতে আমাকে সাহায্য কর।'

'তার কোনো প্রটেকশন দরকার নেই। ডার্ক লর্ড চলে গেছেন-'

'-ডার্ক লর্ড আবার ফিরে আসবে। এবং সে ফিরে এলে হ্যারি পটার ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে।'

বেশ খানিকক্ষণ কারো কোনো কথা নেই। ধীরে ধীরে স্নেইপ তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এল। তারপর সে বলল, 'খুবই ভালো কথা! খুবই ভালো কথা! কিন্তু কখনো বলতে পারে না ডাম্বলডোর! এটি শুধু আমাদের ভেতরই থাকবে। প্রতিজ্ঞা করো। আমি তোমার কথা চাই!'

'আমি কথা দিলাম, সেভেরাস। আমি কখনোই তোমার কাজটির কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না।' ডাম্বলডোর নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তিনি নিচের দিকে স্নেইপের ভয়ানক ক্ষুব্ধ মুখটির দিকে তাকালেন। 'যদি তুমি বলো....'

অফিস কক্ষটি সামনে থেকে মুছে গেল এবং তখনই আরেকটি দৃশ্য সামনে দেখা গেল। স্নেইপ ডাম্বলডোরের সামনে পায়চারি করছে।

'-মেডিওকার, তার পিতার মতই উদ্ধত, আইন অমান্যকারী এবং নিজে সবসময় বিখ্যাত হওয়ার জন্য ব্যস্ত-'

'তুমি তাই দেখ সেভেরাস, যা তুমি দেখতে চাও,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি একটি ট্রান্সফিগারেশন টুডে পত্রিকার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'অন্য টিচাররা রিপোর্ট করেছেন যে ছেলেটি নম্র চরিত্রের, পছন্দকরার মতো এবং যথেষ্ট মেধাবী। ব্যাক্তিগতভাবে আমি দেখেছি ছেলেটি বেশ আকর্ষণীয়।'

'ডাম্বলডোর একটি পৃষ্ঠা উল্টালেন এবং চোখ না তুলেই বললেন, 'কুইরেলের উপর একটি চোখ রাখো, পারবে না?'

চোখের সামনে থেকে রঙ বদলে গেল। এখন সবকিছু অন্ধকার। এন্ট্রান্স হলের ভেতর স্নেইপ এবং ডাম্বলডোর দু'জন দজনের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ইউল বল নাচ থেকে শেষ ছেলেগুলো তাদেরকে পার হয়ে নিজেদের বিছানার দিকে চলে যাচ্ছে।

'ঠিকাছে?' ডাম্বলডোর বললেন।

'কারকারফের মার্কিংটা আরো গাঢ় হয়ে গেছে। সে অস্থির হয়ে পড়েছে, শাস্তি র ভয় পাচ্ছে। আপনি জানেন ডার্ক লর্ডের পতনের পর সে মিনিস্ট্রিকে কতটা সাহায্য করেছিল।' স্নেইপ পাশ থেকে ডাম্বলডোরের মুখটার দিকে তাকালো। 'তার ওই মার্কটা যদি বেশি জ্বালাপোড়া করে তাহলে সে পালিয়ে যাবে বলে মনস্থ করেছে।

'তাই কি?' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি দেখলেন ফ্লয়ার ডেলাকুর এবং রজার ডেভিস হাসতে হাসতে আসছে। 'তুমিও কি তার সঙ্গে যোগ দিতে চাও?'

'না,' স্নেইপ বলল। সে কারো চোখদুটো দিয়ে ফ্লয়ার এবং ডেভিসের আবার ফিরে যাওয়াটা দেখল। বলল, 'আমি অতটা ভীতু নই।'

ডাম্বলডোর তার কথায় সায় দিলেন। 'না, তুমি কারকারফের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী লোক। তুমি জানো, আমরা কখনো কখনো অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই-'

তিনি স্নেইপকে ফেলে রেখে হেঁটে চলে যেতে শুরু করলেন। স্নেইপ আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল...

এবার হ্যারি আবারো হেডমাস্টারের অফিসে দাঁড়িয়ে আছে। সময়টা তখন রাত। ডাম্বলডোর ডেস্কের পেছনে সিংহাসনের মত একটি চেয়ারের উপর গা ছেড়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে অর্ধচেতন অবস্থায় আছেন। তিনি ডান হাতটা চেয়ারের হাতলের উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। হাতটি পুড়ে কালো হয়ে আছে। স্নেইপ বিড়বিড় করে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করছে। হাতের যাদুদণ্ডটি কব্জির দিকে ধরে আছে। বাঁ হাত দিয়ে সে টিপ করে এক মগ সোনালী পোশন নিয়ে ডাম্বলডোরের গলায় ঢেলে দিল। একটু পরেই ডাম্বলডোর চোখের পাতা পিটপিট করলেন তারপর চোখ খুললেন।

'কেন,' স্নেইপ কোনো ভূমিকা না রেখেই বলল। 'কেন আপনি রিংটা খুলতে গেলেন। এটির ভেতর একটি কার্স আছে সেটা তো জানতেন। এটা ধরতে গেলেন কেন?'

মারভোলো গাউন্ট রিং ডাম্বলডোরের সামনে টেবিলের উপর পড়ে আছে। সেটি ফেটে গেছে। গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটিও টেবিলের উপর রাখা।

ডাম্বলডোর ব্যাথায় মুখ বিকৃত করলেন।

'আমি...বোকামি হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম...'

'আপনি নিশ্চিত ছিলেন কিসে?'

ডাম্বলডোর কোনো উত্তর দিলেন না।

'এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে আপনি এখনো জীবিত আছেন,' স্নেইপের কণ্ঠে পরিস্কার ক্ষোভ'। 'এই রিংটি যে কার্স বহন করে তা অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। আমি আপাতত কার্সটিকে ট্র্যাপ করে রেখেছি-'

ডাম্বলডোর তার কালো, অকেজো হাতটি তুললেন। হাতটিকে চোখের সামনে তুলে এমনভাবে দেখলেন যেন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস পরীক্ষা করছেন।

'তুমি খুবই চমৎকার কাজ করেছ, সেভেরাস। আমার হাতে কতক্ষণ সময় আছে বলে তোমার মনে হয়?'

ডাম্বলডোরের কণ্ঠে আলাপচারিতার সুর : মনে হল যেন তিনি আবহাওয়ার খবর জানতে চাচ্ছেন। স্নেইপ দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারবো না। হতে পারে এক বছর। এ ধরণের স্পেলকে সারাজীবনের জন্য রোধ করা যায় না। এটা ছড়াতে থাকবে। এটি এমনই একটি কার্স যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো শক্তিশালী হতে থাকে।'

ডাম্বলডোর হাসলেন। এমন একটা ভাব যে এক বছরের কম সময় বেঁচে থাকার খবরটি ছোট খবর এবং তার জন্য কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়।

'আমি ভাগ্যবান, খুবই ভাগ্যবান যে তুমি আমার সঙ্গে আছ, সেভেরাস।'

'আপনি যদি আরেকটু আগে আমাকে ডাকতেন, তাহলে হয়তো আরো ভাল কিছু করতে পারতাম। আপনার সময় বাড়াতে পারতাম!' স্নেইপ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল। সে ভাংগা রিং এবং তলোয়ারটির দিকে তাকালো। 'আপনি কী ভেবেছিলেন যে রিংটি ভেঙে ফেললে কার্সটিও ভেঙে যাবে?'

'তেমনি একটা কিছু...আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম, অযৌক্তিক কাজ করেছি... কোনো সন্দেহ নেই...,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি কষ্ট করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। 'ওয়েল এটা সত্যিই অনেক কিছু পরিস্কার করে দিয়েছে।'

স্নেইপ বিস্মিত হয়ে গেল। ডাম্বলডোর হাসলেন।

'আমি ভোল্ডেমর্ট আমাকে ঘিড়ে যে পরিকল্পনা করছে তার কথা বলছি। সে

প্ল্যান করছে বেচারা ম্যালফয় ছেলেটাকে দিয়ে আমাকে হত্যা করানোর।'

স্নেইপ একটি চেয়ারে বসে পড়ল। হ্যারি প্রায়শই ডাম্বলডোরের ডেস্কে মনোনিবেশ করতো। হ্যারি বলতে পারে সে মাঝেমাঝেই ডাম্বলডোরের কার্স লাগা হাতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইত, কিন্তু অন্য হাত দিয়ে নম্রভাবে আলাপ না করতে থামিয়ে দিতেন। ক্ষুব্ধ স্নেইপ বলল, 'ডার্ক লর্ড বিশ্বাস করে না যে ড্র্যাকো সফল হবে। এটা হল শুধু লুসিয়াসের ব্যর্থতার শাস্তি। ড্র্যাকোর বাবা মা যখন দেখবে যে সে পারেনি এবং সে জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে- সেটা হবে তাদের জন্য প্রলম্বিত নির্যাতন।

ডাম্বলডোর বললেন, 'তার মানে ছেলেটির উপরও আমার মত মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে পরবর্তীতে কাজটি কার সেটা হিসাব করতে হয়, সেটা কি তুমি?'

দুজনই একটু নিরব রইল।

'আমার ধারণা সেটাই ডার্ক লর্ডের পরিকল্পনা।'

'লর্ড ভোল্ডেমর্ট নিকট ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছে এবং তখন তার আর হোগার্টে কোনো স্পাই রাখার দরকার হবে না?'

'সে বিশ্বাস করে যে স্কুলটি শীঘ্রই তার কব্জায় চলে আসবে, হ্যাঁ।'

'এবং যদি স্কুলটি তার হাতে চলে যায়,' ডাম্বলডোর বললেন। 'আমি তোমার কাছ থেকে কথা চাই যে তুমি তোমার সব শক্তি দিয়ে হোগার্টের ছাত্রদেরকে রক্ষা করবে?'

স্নেইপ শক্তভাবে মাথা দোলালো।

'গুড। তাহলে এখন তোমার প্রথম কাজ হল ড্রাকো কি করছে সেটা জানা। একটা আতঙ্কিত ছেলে অন্য সবার জন্য এবং এমনকি নিজের জন্যও বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে সহায়তা এবং গাইডেন্স দাও। সে সেটা গ্রহণ করবে। সে তোমাকে পছন্দ করে-'

'- এখন আর করে না, তার বাবার সমর্থন হারানোর পর। সে আমাকে দোষি ভাবে, মনে করে আমি লুসিয়াসের জায়গা দখল করে নিয়েছি।'

'চেষ্টা করো। আমি আমার নিজেকে নিয়ে অতটা চিন্তিত নই, যদটা চিন্তা করছি ছেলেটিকে নিয়ে। সে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। ভোল্ডেমর্টের ক্রোধ থেকে তাকে রক্ষা করার একটি পথই থাকবে।'

স্নেইপ ভুরু তুলে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, 'আপনি কি চান যে সে আপনাকে হত্যা করুক?'

'অবশ্যই না, তুমি আমাকে হত্যা করবে।'

বেশ খানিক সময় সবকিছু নিরব রইল। তারপর একটি ক্লিক শব্দের মধ্য দিয়ে

নিরবতা ভাঙল। ফিনিক্স ফক্স যেন মাছের হাড় চিবাচ্ছে।

'আপনি কী চান যে কাজটি আমি এখনই করি।' স্নেইপের গলার স্বর শক্ত। 'নাকি সমাধির এপিটাফের উপরের লেখাটি তৈরি করার জন্য আরো কিছু সময় চান?'

ডাম্বলডোর হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহ্, এখনই না। আমি মনে করি সময় আপনি থেকে চলে আসবে।' তিনি তার পোড়া হাতটি দেখিয়ে বললেন, 'আজ রাতে যা পেলাম তাতে আমরা নিশ্চিত যে এক বছরের ভেতরই ঘটনাটা ঘটবে।'

'আপনার যদি মরতে কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে ড্র্যাকোকে কাজটি করতে দিচ্ছেন না কেন?'

ডাম্বলডোর বললেন, 'তার ভেতরটা এখনো অতটা নষ্ট হয়ে যায়নি। আমাকে দিয়ে আমি তা পরিপূর্ণ করতে পারি না।'

'আর আমার ভেতরটা? ডাম্বলডোর? আমার?'

'তুমিই একমাত্র জানো একজন বৃদ্ধ লোকের যন্ত্রণা এবং অপমানকে লাঘব করতে তোমার ভেতরটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে কিনা,' ডাম্বলডোর বললেন। 'আমি এটা তোমার ভালোর জন্যই বলছি, সেভেরাস, কারণ মৃত্যু আমার জন্য আসবে চাডলি কাননের লীগ শেষ হওয়ার পর। আমি স্বীকার করছি, আমি একটি দ্রুত এবং বেদনাহীন বিদায় গ্রহণই চাই, কিন্তু বিষয়টি ঝামেলাপূর্ণ হয়ে যাবে যদি ধরো যদি এর ভেতর গ্রেব্যাককে নিয়োজিত করা হয়- আমি শুনেছি তাকে ভোল্ডেমর্ট নাকি রিক্রুট করেছে? অথবা ধরো বেলাট্রিক্স, সে তো খাবারের আগে খাবার নিয়ে খেলতে পছন্দ করে।'

তার গলার স্বরটি হালকা, কিন্তু তার চোখ দুটো স্নেইপকে তীব্রভাবে বিদ্ধ করছে। কিন্তু তাদের দুজনই হ্যারিকে বিদ্ধ করছে, কারণ যে সত্ত্বা নিয়ে তারা আলাপ করছেন তা হ্যারির কাছে জানা। শেষে স্নেইপ আবার মাথা দোলালো।

ডাম্বলডোরকে মনে হলো সন্তুস্ট।

'ধন্যবাদ, সেভেরাস...'

অফিসের দৃশ্যটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার দেখা গেল ডাম্বলডোর এবং স্নেইপ একসঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ক্যাসলের মাঠে হাঁটছেন।

হঠাৎ স্নেইপ জানতে চাইল, 'পটারের ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা করেছেন, সারা বিকাল আপনারা একসঙ্গে ঘরে ছিলেন।'

ডাম্বলডোরকে বিমর্ষ দেখা গেল।

'কেন? তোমরা কি তাকে আরো শাস্তি দিতে চাও না, সেভেরাস? ছেলেটি আবারো অল্প সময়ের ভেতর শাস্তির মুখোমুখি হবে।'

'সে আবারো তার বাবার মতো-'

'হয়তো দেখতে বাবার মতো, কিন্তু তার ভেতরের প্রকৃতিটা অনেক বেশি তার মায়ের মতো। আমি তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, কারণ তার সঙ্গে আমার অনেক কিছু আলাপ করার ছিল। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে আমার অনেক তথ্য জানানো দরকার।'

'তথ্য,' স্নেইপ রিপিট করলো। 'আপনি তাকে বিশ্বাস করেন...আমাকে বিশ্বাস করেন না।'

'এটা বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন নয়। তুমি আমি দু'জনই জানি, আমার সময় খুব কম। ছেলেটিকে আমার জানানো দরকার আছে তার কি করা উচিত।'

'আর আমি কেন একই কথা জানতে পারি না?'

'আমি চাই না যে আমার সব গোপণ কথা একটি ঝুড়িতে জমা পড়ুক, বিশেষ করে আবার যে ঝুড়িটি লর্ড ডাম্বলডোরের হাতে ঝুলছে।'

'আপনার আদেশ কোনটা আমি ভালভাবে পালন করিনি!'

'না, তুমি যথাযথই করেছ। তুমি এটা ভেবো না নিজেকে যে বিপদের ভেতর তুমি জড়িয়ে ফেলেছ সেটা আমি ছোট করে দেখছি, সেভেরাস। ভোল্ডেমর্টকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রয়োজনীয় অংশটি বাদ-দেয়ার দরকার সে কাজটি আমি আর কাউকে দেইনি একমাত্র তুমি ছাড়া।'

'তারপরও আপনি ওই ছেলেটির উপর আস্থা রাখছেন যে কিনা অক্লুমেন্সিতে অক্ষম, যার ম্যাজিক হল মেডিওকার এবং যে কিনা সরাসরি লর্ড ভোল্ডেমর্টের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত- ভোল্ডেমর্টের মনের ভেতর দেখতে পায়!'

'এই সংযোগকে ভোল্ডেমর্ট ভয় পায়,' ডাম্বলডোর বললেন। 'বেশিদিন আগের কথা নয়, হ্যারি মনের সঙ্গে তার সংযোগটা কি সেটা সে বুঝতে পেরেছিল। এমন যন্ত্রণা সে সারা জীবনে কখনো পায়নি। সে হ্যারির ভেতরে আর ঘাটতে যাবে না, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।'

'আমি বুঝতে পারলাম না।'

'লর্ড ভোল্ডেমর্ট এমন দুর্বল হয়ে আছে, সেটি হ্যারির আত্মার সঙ্গে সংযোগ করতে পারে না-'

'আত্মা? আমরা তো মন নিয়ে কথা বলছি!'

'লর্ড ভোল্ডেমর্ট এবং হ্যারির বেলায় দুটোই সমান।'

ডাম্বলডোর চারদিকে তাকালেন নিশ্চিত হতে যে তারা দুজন ছাড়া আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা। তারা নিষিদ্ধ জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এসেছেন। কিন্তু আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হল না। 'তুমি আমাকে হত্যা করার পর, সেভেরাস-'

'আপনি আমাকে সবকিছু বলতে অস্বীকার করেছেন, তারপরও আপনি আমার

কাছ থেকে কিছু আনুকূল্য আশা করছেন!' অবজ্ঞার সঙ্গে স্নেইপ বলল। তার চোখে মুখে এখন প্রকৃত ক্রোধ ফুটে উঠেছে। 'আপনি ইতিমধ্যেই আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিচ্ছেন, ডাম্বলডোর! হয়তো আমি আমার মত বদলে ফেলেছি!'

'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ সেভেরাস। যে কাজ তুমি করে আমাকে বাধিত করবে সেটা হল আমি ভেবেছিলাম তুমি স্লিথারিনের অল্পবয়সী ছেলেপেলের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখবে।'

স্নেইপকে ক্ষুব্ধ দেখা গেল। সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ডাম্বলডোর একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'আজ রাতে আমার অফিসে এসো, সেভেরাস। সেখানে এলে তুমি আর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না যে তোমার প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই...'

তারা ডাম্বলডোরের অফিসে ফিরে এলেন। ফক্সটি চুপচাপ হয়ে বসে আছে। স্নেইপও চুপচাপ বসে আছে। ডাম্বলডোর তার চারপাশে পায়চারি করছেন। কথা বলছেন।

'শেষ মুহূর্তের আগে, অথবা প্রয়োজন না হলে হ্যারিকে অবশ্যই কিছু জানানো যাবে না। তা না হলে সে তার করণীয় কাজটিতে শক্তি পাবে কি করে?'

'কিন্তু তার করণীয় কাজটি কি?'

'সেটা হ্যারি এবং আমার একান্ত কাজ। এখন মন দিয়ে শোনো, সেভেরাস। আমার মৃত্যুর পর একটা সময় আসবে- তর্ক করো না, বাধা দিও না! মন দিয়ে শোন, একটা সময় আসবে যখন লর্ড ভোল্ডেমর্ট তার সাপটির জীবন নিয়ে ভয় পেতে থাকবে।'

'নাগিনীকে নিয়ে?' স্নেইপ অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ, সে সময়টি যদি আসে, যখন ভোল্ডেমর্ট সাপটিকে কোথায়ও ব্যবহার করতে পাঠাবে না, শুধু তারপাশে নিরাপদ করে আটকে রাখবে ম্যাক্যাল প্রোটেকশন দিয়ে- তখন হ্যারিকে কথাটা বলা নিরাপদ হবে বলে আমি মনে করি।'

'কি কথা?'

ডাম্বলডোর একটি গভীর নিঃশ্বাস নিলেন এবং চোখ বন্ধ করলেন।

'তাকে বলতে হবে, যে রাতে তাকে ভোল্ডেমর্ট হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল সে রাতে নিজের জীবন দিয়ে লিলি দু'জনের মাঝখানে চলে এসেছিল। এবং ভোল্ডেমর্টের কিলিং কার্সটি ছিটকে নিজের দিকে ফিরে গিয়েছিল। এবং ভোল্ডেমর্টের আত্মার কতকটা ছিড়ে ভেঙে পড়া বাড়িটির একমাত্র জীবিত আত্মার সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। ভোল্ডেমর্টের একটি অংশ এখন হ্যারির ভেতর বাস করে। এবং সেটাই হ্যারিকে ক্ষমতা দিয়েছে সাপটির সঙ্গে কথা বলার এবং ভোল্ডেমর্টের

মনের ভেতর প্রবেশ করার। এটা সে কখনো বুঝতে পারেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত ভোল্ডেমর্টের সে ছিটকে পড়া টুকরো আত্মা হ্যারির দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে ততক্ষণ লর্ড ভোল্ডেমর্ট মরতে পারে না।'

হ্যারির মনে হল মানুষ দুজনকে সে একটি লম্বা টানেলের ভেতর দেখল। তারা ওর কাছ থেকে অনেক দূরে। তাদের কথা ওর কানে প্রতিধ্বনি হয়ে প্রবেশ করছে।

'তার মানে ছেলেটিকে...ছেলেটিকে মরতেই হবে?' শান্তকণ্ঠে স্নেইপ জানতে চাইল।

'এবং ভোল্ডেমর্টের নিজের হাতে কাজটি করতে হবে, সেভেরাস। এটাই অনিবার্য।'

আবার বেশ খানিক সময় নিরবতা নেমে এল। তারপর স্নেইপ বলল, 'এতকাল ধরে আমি ভেবেছিলাম...আমরা তাকে রক্ষা করছি লিলির কারণে।'

'আমরা তাকে প্রোটেকশন দিয়েছি তাকে শিক্ষা দিতে, তাকে বড় করে তুলতে, তাকে শক্তি সঞ্চার করতে, ডাম্বলডোর বললেন। তিনি তার চোখদুটো তখনো বন্ধ করে রেখেছেন। 'অন্যদিকে তাঁদের সংযোগ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মাঝেমাঝে আমার মনে হয়েছে সে বিষয়টি ধরতে পেরেছে। আমি তাকে যতটা জানি, সে সবকিছু আয়োজন করবে যখন সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে তখন সে নিশ্চিত হবে যে ভোল্ডেমর্টও শেষ হয়ে গেছে।'

ডাম্বলডোর তার চোখ দুটো খুললেন। স্নেইপকে আতঙ্কিত দেখা গেল।

'আপনি তাকে প্রাণে রক্ষা করে যাচ্ছেন যাতে সে সঠিক সময় মরতে পারে?'

'হতাশ হয়ো না, সেভেরাস। তুমি কতজনকে তোমার সামনে মরতে দেখেছ?'

'শুধুমাত্র তাদের, যাদেরকে আমি রক্ষা করতে পারিনি,' স্নেইপ বলল। সে দাঁড়িয়ে গেছে। 'আপনি আমাকে ব্যবহার করছেন।'

'তার মানে?'

'আমি আপনার পক্ষে স্পাইয়ের কাজ করেছি, আপনার জন্য মিথ্যা বলেছি, আপনার কারণে আমি জীবনকে ঝুকিপূর্ণ করেছি। এর সব কিছুই হওয়ার কথা ছিল লিলির ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। এখন আপনি বলছেন তাকে বড় করে তুলেছেন শুধু একটি শুকরের মত জবাই করবার জন্য-'

'খুবই স্পর্শকাতর বিষয় এটি, সেভেরাস,' ডাম্বলডোর বললেন। 'তোমর ছেলেটির জন্য মমত্ব আছে,

হতেই পারে?'

'তার জন্য?' চিৎকার করে উঠল স্নেইপ। *'এক্সপেক্টো প্যাট্রোনাম!'*

তার যাদুদণ্ডের আগা থেকে একটি রুপালী রঙের মাদী হরিণ বের হয়ে এল।

সেটি মেঝের উপর দাঁড়ালো। অফিসের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে গেল এবং জানালা দিয়ে বের হয়ে উড়াল দিল। তার গায়ের থেকে রুপালী আভা নিঃশ্বেষ হয়ে যেতেই সে আবার স্নেইপের কাছে ফিরে এল। স্নেইপের চোখ পানিতে ভরে গেছে।

'এতকাল পর?'

'সবসময়,' স্নেইপ বলল।

দৃশ্যটি পাল্টে গেল। এবার হ্যারি দেখল স্নেইপ ডাম্বলডোরের পোট্রেইটের সঙ্গে কথা বলছে, যে পোট্রেইটটি রয়েছে অফিসের বসার ডেস্কের পেছনে।

'হ্যারি যখন তার আন্ট এবং আন্টির কাছ থেকে বিদায় নেবে তখন তুমি সেই সঠিক খবরটি ভোল্ডেমর্টকে দেবে।' ডাম্বলডোর বললেন। 'সেটা করলে ভোল্ডেমর্ট তোমাকে কোনো সন্দেহ করবে না। সে বিশ্বাস করে যে তুমি অনেক তথ্য জানো। কিন্তু অবশ্যই তুমি তাকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করবে- তাহলেই আমি মনে করি ছেলেটি রক্ষা পেতে পারে। মুন্ডুঙ্গুস ফ্লেচারকে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করো। এবং সেভেরাস, তোমাকে যদি হ্যারিকে ধরার অভিযানে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তোমার কাজে আস্থার ব্যাপারে নিশ্চিত করবে...আমি চাচ্ছি তুমি যতটা সম্ভব ভোল্ডেমর্টের কাছে বিশ্বস্ত থাকবে, নতুবা হোগার্ট ক্যারোসের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে...'

এবার দেখা গেল স্নেইপ একটি কফি হাউসে মুন্ডুঙ্গুসের মুখোমুখি। মুন্ডুঙ্গুসের মুখটি রহস্যজনকভাবে স্থির। স্নেইপ চুপ করে কোনো একটা কিছু ভাবছে।

'তুমি অর্ডার অব দ্য ফিনিক্সকে পরামর্শ দেবে,' স্নেইপ বিড়বিড় করে বলল। 'যাতে ওরা প্রলুব্ধ করে। পোলিজিউস পোশন ব্যবহার করে। একেবারে পটার! একমাত্র এটাই কাজে আসতে পারে। তুমি ভুলে যাবে যে এ কথা আমি বলেছি। এটা তোমার নিজের চিন্তা বলে উপস্থাপন করবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' মুন্ডুঙ্গুস বলল। সে পলকহীন তাকিয়ে আছে।

এবার হ্যারি স্নেইপের পাশাপাশি অন্ধকার পরিস্কার রাতে একটি ব্রুমস্টিকে উড়ে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি আরো একটি মাথা ঢাকা ডেথ-ইটার যাচ্ছে। তাদের সামনে লুপিন এবং আরো একটি হ্যারি - যে প্রকৃতপক্ষে জর্জ। একটি ডেথ-ইটার স্নেইপের সামনে চলে গেল এবং তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরল। সরাসরি লুপিনের পিঠের দিকে ধরল-

' *সেকটুমসেম্প্রা!*' স্নেইপ চিৎকার করে বলল।

কিন্তু ডেথ-ইটারকে লক্ষ করে ছুড়ে দেয়া স্পেলর মিস হল এবং জর্জের গায়ে গিয়ে লাগল-

এবং তারপর, স্নেইপকে দেখা গেল সিরিয়ুসের বেডরুমে নিচু হয়ে বসে

আছে। তার নাক-চোখ বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। সে লিলির একটি পুরাতন চিঠি পড়ছে । চিঠির দ্বিতীয় পাতাটিতে মাত্র কয়েকটি শব্দ রয়েছে :

গেলার্ট গ্রিনডেলভাল্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে। আমার মনে হয় তার সে ইচ্ছা আছে, ব্যক্তিগতভাবে।

অনেক ভালবাসা
লিলি

স্নেইপ লিলির স্বাক্ষর করা কাগজটি নিল এবং পকেটে পুড়ে রাখল। এবং সে তার হাতে ধরা ফটোগ্রাফটি ছিড়ে দু'টুকরো করল এবং যে অংশে লিলি হাসছে সে অংশটি রেখে বাকী যে অংশে জেমস এবং হ্যারি রয়েছে সেটা ড্রয়ারের মেঝের উপর ফেলে দিল...

এবার আবার স্নেইপ দাঁড়িয়ে আছে হেডমাস্টারের স্টাডি রুমে। পাইনাস নাইজেলাস দ্রুত তার পোট্রেইটে দেখা দিল।

'হেডমাস্টার! ওরা ডিনের জঙ্গলে ক্যাম্প করেছে! ওই মাডব্লাড–'

'এ শব্দটি ব্যবহার করো না!'

'ওই গ্র্যানজার মেয়েটি তার ব্যাগ খোলার সময় জায়গাটির নাম বলেছে, সেটা আমি শুনেছি!'

'গুড, ভেরি গুড! হেডমাস্টারের ডেস্কের পেছনের পোট্রেইট থেকে ডাম্বলডোর উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। 'এখন, সেভেরাস, ওই তলোয়ারটি! ভুলে যেও না যে তলোয়ারটি নিতে হবে শর্ত মেনে এবং সাহস দেখিয়ে– এবং সে যাতে কোনোক্রমে বুঝতে না পারে যে তুমি এটি দিয়েছ! যদি ভোল্ডেমর্ট হ্যারির মনের ভেতর প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় যে তুমি তার পক্ষে কাজ করছ-'

'আমি জানি,' স্নেইপ বাধা দিয়ে বলল। সে ডাম্বলডোরের পেট্রেইটের কাছে গেল এবং টান দিয়ে এর পাশের অংশ খুলে ফেলল। সেটা সামনের দিকে ঘুরল এবং তার পেছন থেকে একটি গোপন গর্ত দেখা গেল। সেখান থেকে স্নেইপ তলোয়ারটি টেনে বের করে নিল।

'এবং এখনো আপনি আমার কাছে বলবেন না যে কেন এই তলোয়ারটি পটারকে দেয়া প্রয়োজন?' স্নেইপ বলল। সে তার গাউনের উপর দিয়ে একটি ভ্রমন করার আলখাল্লা চড়িয়ে দিল।

'না, আমার তা মনে হয় না,' ডাম্বলডোর বলল। 'সে জানে এটা দিয়ে কী করতে হবে। এবং সেভেরাস অত্যন্ত সাবধান থেকো। জর্জ উইসলির দুর্ঘটনার পর

ওরা কিন্তু তোমার উপস্থিতি সহজভাবে নেবে না-'

স্নেইপ দরোজার দিকে ঘুরল।

'ভয়ের কিছু নেই ডাম্বলডোর,' স্নেইপ ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'আমার একটি প্ল্যান আছে....'

স্নেইপ রুম ছেড়ে বের হয়ে গেল। হ্যারি পেনসিভের ভেতর থেকে উঠে এল। এবং এক মুহূর্ত পর সে কার্পেট বিছানো একই রকম একটি রুমে শুয়ে পরল : স্নেইপ হয়তো এখানেই তার দরোজাটি বন্ধ করে দিয়েছে।

অধ্যায়-৩৪

আবারো জঙ্গল

অবশেষে সে বাস্তবে ফিরে এল। সে মুখটা ধুলিমাখা কার্পেটের উপর উবু হয়ে শুয়ে আছে। এই অফিসটিকে সে মনে করেছিল এক সময় এখানে সে বিজয়ের গোপন শিক্ষা পাঠ নিয়েছিল। কিন্তু হ্যারি বুঝতে পেরেছে যে তার বাঁচার কোনো উপায় নেই। তার কাজ হল ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এই সময়টাতে সে শুধু ভোল্ডেমর্টের সংযোগটিকেই বহন করে যাবে। এভাবেই সে যখন ভোল্ডেমর্টের পথে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তার নিজের যাদুদণ্ডটি আর তুলে ধরবে না তখন অবসানটি পরিস্কার হয়ে যাবে। এবং যে কাজটি গোড্রিচ হলোতে করার কথা ছিল তা শেষ হয়ে যাবে। দু'জনের কেউই বাঁচবে না, টিকে থাকতে পারবে না।

সে অনুভব করল বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা প্রচণ্ডভাবে বাড়ি দিচ্ছে। কি অদ্ভূত ব্যাপার যে মৃত্যু আতঙ্কের ভেতর এটি ধুকধুক করে দম চালিয়ে যাচ্ছে, সাহসের সঙ্গে তাকে টিকিয়ে রেখেছে! কিন্তু এটাকে অতি শীঘ্রই থামতে হবে। বুকের এই শব্দ এখন গোণা শব্দ, সীমিত। সে উঠে দাঁড়িয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্যাসেলের দিকে যাবার পর আর কত সময় থাকবে?

মেঝেতে শুয়ে থাকার সময় আতঙ্ক তাকে জাপটে ধরল। মৃত্যুর ড্রাম যেন বাজছে। মৃত্যু কি কষ্টদায়ক হবে? সব সময় সে মনে করেছে মৃত্যু কাছে এসেছে এবং বেঁচে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নিয়ে সে কখনো চিন্তা করেনি। মৃত্যুর ভয়ের চেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা সব সময় অনেক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন তার কাছে ভোল্ডেমর্টকে পরাজিত করা বা নিজের বেঁচে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে না। সে জানে সেটা শেষ হয়ে গেছে। সর্বশেষ যা বাকী আছে তা হল মৃত্যুবরণ।

যদি সে গ্রীস্মের সেই রাতে মারা যেত, যে রাতে মহান ফিনিক্স পালকের যাদুদণ্ডটি তাকে রক্ষা করেছিল! যদি সে হেজভিগের মত তাৎক্ষণিক মারা যেত তাহলে সে জানতো না যে মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। অথবা যদি আপন কোনো মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে কোনো যাদুদণ্ডের সামনে দাঁড়াতো... এখন তার বাবা মায়ের মৃত্যুও তাকে ঈর্ষা জাগায়। নিজের ধ্বংসের দিকে শীতল পায়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ভিন্ন ধরণের সাহস প্রয়োজন। সে অনুভব করলো যে তার হাত একটু একটু কাঁপছে, এবং সে তা থামাতে চেষ্টা করলো। যদিও কেউই তাকে দেখছে না। দেয়ালের পোট্রেইটগুলোও সব খালি।

ধীরে, অত্যন্ত ধীর গতিতে হ্যারি উঠে বসল। আর উঠে বসার পরপরই তার ভেতরে একটা প্রাণ এল। সে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে নিজের জীবন্ত শরীরটার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল। কেন সে এতকাল বুঝতে পারেনি যে তার মস্তিস্ক, স্নায়ু এবং ভেতরে ধুকধুক করে বাড়ি দেয়া হৃদপিণ্ড একটা মিরাকল? এ সব কিছু তার ভেতর থেকে চলে যেত...অথবা অন্তত সে এগুলো থেকে নিস্তার পেত। তার নিঃশ্বাস ধীর এবং গভীর হয়ে উঠল। গলা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে।

ডাম্বলডোরের বেঈমানি কিছুই ছিল না। অবশ্যই অন্য একটা বড় প্ল্যান ছিল। হ্যারি এত বোকা ছিল যে সেটা বুঝতে পারেনি। সেটা এখন সে অনুভব করতে পারছে। সে নিজের ধারণাকে কখনো প্রশ্ন করেনি যে ডাম্বলডোর তাকে জীবিত রাখতে চান। এখন সে বুঝতে পারছে যে তার জীবণের পরিধি নির্দিষ্ট হয়েছে সে কতদিনে হরক্রুক্সগুলো তুলে আনতে পারে তার উপর। এগুলোকে ধ্বংস করার দায়িত্ব ডাম্বলডোর তাকে দিয়ে গেছে। আর সে অব্যাহতভাবে শুধু ভোল্ডেমর্টের জীবনই নয়, তার নিজেরটাও খাটো করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। কতটা পরিস্কার, কতটা পারদর্শিতা এ কাজে যে অন্যদের জীবন না খুইয়ে শুধুমাত্র তাকে এই কঠিন দায়িত্ব দেয়া যার মৃত্যুর পরোয়ানা চিহ্নিত হয়ে আছে, যার মৃত্যু কোনো কিছুর ধ্বংস আনবে না, কিন্তু ভোল্ডেমর্টের জন্য আঘাত হবে।

এবং ডাম্বলডোর জানতেন যে হ্যারি এর থেকে সরে যেতে পারবে না। সে কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর সময়ও চুপ থেকেছেন। সে কারণেই

তাকে জানতে কষ্ট হয়েছে। ভোল্ডেমর্টের মত ডাম্বলডোরও জানতেন যে হ্যারি নিজের কারণে কারো মৃত্যুকে মেনে নেবে না। ফ্রেড, লুপিন এবং টঙ্কসের মৃত্যু দৃশ্য তার মনের চক্ষুতে ফিরে এসেছে এবং এক মুহূর্তের জন্য তার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু তাকে অস্থির করে ফেলেছে...

কিন্তু ডাম্বলডোর তার সম্পর্কে অধিক উচ্চ ধারণা করেছেন। সে আসলে ব্যর্থ হয়েছে : সাপটি বেঁচে আছে। হ্যারিকে হত্যা করা হলেও একটি হরক্রুক্স ভোল্ডেমর্টের সঙ্গেই পৃথিবীতে থেকে যাবে। সত্যি তখন যে কারো জন্য কাজটি সহজ হয়ে যাবে। হ্যারি ভাবল, কে এই কাজটি করতে পারবে.....রন এবং হার-মিয়নেরই জানা থাকবে কী করতে হবে। অবশ্যই... সে কারণেই ডাম্বলডোর চাইতেন হ্যারি অন্য দু'জনের সঙ্গে সব গোপন বিষয় শেয়ার করুক...যাতে যদি হ্যারি তার নিয়তির দিকে অগেভাগে চলে যায় তাহলে যেন অসমাপ্ত কাজ বাকী দুজন করতে পারে....

ঠাণ্ডা জানালায় বৃষ্টির মতো এই অনস্বীকার্য সত্যটি আবার শক্ত করে বাড়ি দিতে থাকল যে তাকে মরতে হবে। আমি অবশ্যই মারা যাবো, আমি শেষ হয়ে যাবো।

রন এবং হারমিয়নকে মনে হল তার দেশ থেকে অনেক দূরে। তার মনে হল যেন সে ওদের কাছ থেকে অনেক আগেই আলাদা হয়ে গেছে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া হবে না, কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। সে এ ব্যাপারে দৃঢ়। এটা এমন এক ভ্রমণ যা সবাই মিলে তারা করতে পারবে না। ওকে যদি ওরা ফেরানোর চেষ্টা করে সেটা হবে মুল্যবান সময় নষ্ট। সে তার টোপ খেয়ে যাওয়া সোনার ঘরিটার দিকে তাকালো। ঘড়িটা সতের তম জন্মদিনের উপহার পেয়েছিল। দেখল ভোল্ডেমর্টের কাছে তার আত্মসমর্পনের বেধে দেয়া সময়ের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে।

হ্যারি উঠে দাঁড়ায়। তার হৃদপিণ্ডটি বুকের খাঁচার ভেতরে একটি পোষ না মানা পাখির মত জাপটে বেড়ায়। হয়তো সেটি জানে যে আর খুব অল্প সময় আছে। হয়তো বাকী হার্টবিটগুলো জীবনাবসানের আগেই শেষ করতে চাচ্ছে। সে অফিস দরোজাটি বন্ধ করার সময় পেছনে তাকালো না।

ক্যাসল পুরোপুরি ফাঁকা। সে ভূতের মত তার ভেতর দিয়ে একা একা আগালো, যেন সে ইতিমধ্যেই মরে গেছে। পোট্রেইটের ভেতরের মানুষগুলো এখন আর ফ্রেমের ভেতর নেই। পুরো এলাকা অস্বাভাবিক শান্ত, মনে হল যেন বেঁচে থাকা সবাই গ্রেট হলে গিয়েছে যেখানে মৃতরা এবং শোকার্তরা ভীড় করেছে।

হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লাটি তার গায়ে চড়ালো এবং মেঝেতে নেমে এল। শেষে মার্বেলের সিড়ি দিয়ে এন্ট্রান্স হলে এসে প্রবেশ করল। হয়তো তার আলখাল্লাটির

ছোট কোনো অংশ দেখা যাবে, বা কাজ করবে না। কিন্তু এটি আগের মতই পুরোপুরি কার্যকর আছে। পারফেক্ট। সে সহসাই সামনের দরোজার কাছে পৌছে গেল।

ঠিক তখনই নেভিল প্রায় তার দিকে চলে আসছিল। আরেকটু হলেই ধাক্কা খেতো। নেভিল দুটো মানুষের মত হয়ে আছে, সে গ্রাউন্ড থেকে মৃত একটি দেহ বয়ে এনেছে। হ্যারি নিচু হয়ে দেখল এবং তার ভেতরে অরো একটি প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। কলিন ক্রিভি, সে হয়তো ক্র্যাবে, ম্যালফয় এবং গয়েলের মতো চুপি চুপি পিছু হটেছিল। মরার পর সে ছোট হয়ে গিয়েছে।

'তুমি শুনেছ? আমি ওকে একাই বয়ে নিতে পারি, নেভিল,' অলিভার উড বলল। সে কলিনকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে গ্রেট হলে প্রবেশ করল।

নেভিল খানিক সময়ের জন্য দরোজার চৌকাঠের সঙ্গে হেলান দিল এবং হাতের তালু দিয়ে কপাল মুছল। তাকে একজন বৃদ্ধ লোকের মত দেখা যাচ্ছে। তারপর সে আবার নিচে নেমে অন্ধকারের দিকে চলে গেল আরো মৃতদেহ তুলে আনার জন্য।

হ্যারি একবার গ্রেট হলের প্রবেশ পথের দিকে তাকালো। লোকজন চলাচল করছে, একজন আরেকজনকে শান্ত্বনা দিচ্ছে। কেউ কেউ ড্রিংকস করছে। কেউ মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। কিন্তু হ্যারি নিজের কাছের কোনো মানুষকে দেখতে পেল না। রন, হারমিয়ন এবং জিনি বা অন্য কোনো উইসলি পরিবারের কাউকে দেখা গেল না। লুনাকেও না। সে অনুভব করল তার বাকী সময়টা সে শেষ বারের মত তাদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেবার জন্যই ধার্য করবে। কিন্তু তারপর, সে দেখা কি থামানোর ক্ষমতা তার থাকবে?

সে নিচের সিড়ির দিকে গেল এবং অন্ধকারের উদ্দেশে। তখন প্রায় ভোর চারটা বেজে গেছে। মনে হল নিথর দেহগুলোর শ্বাস প্রশ্বাস আছে। অপেক্ষা করছে হ্যারির যা করবার কথা তা সে করতে পারে কিনা।

হ্যারি সরাসরি নেভিলের দিকে গেল। নেভিল আরো একটি মৃতদেহ তুলছে।

'নেভিল।'

'হায় হায়! হ্যারি, তুমি আমার পিলে চমকে দিয়েছিলে!'

হ্যারি টান দিয়ে অদৃশ্য আলখাল্লাটি খুলে ফেলল। কোত্থেকে যেন বুদ্ধিটা এল। সেটা নিশ্চিত করার জন্য ইচ্ছা জেগে উঠল।

'তুমি একা কোথায় যাচ্ছ?' নেভিল সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল।

'এটা আমার একটা পরিকল্পনার অংশ,' হ্যারি বলল। 'আমাকে একটা কাজ করতে হবে। শোনো, নেভিল-'

'হ্যারি!' নেভিলকে হঠাৎ আতঙ্কিত মনে হল। 'হ্যারি! তুমি নিজেকে হাতে

তুলে দেয়ার, সমর্পন করার চিন্তা করছ?'

'না,' হ্যারি সহজভাবে মিথ্যা কথা বলল।' অবশ্যই না- এটা অন্য একটা ব্যাপার। কিন্তু আমাকে আপাতত চোখের বাইরে যেতে হবে। তুমি ভোল্ডেমর্টের সাপটির কথা জানো, নেভিল? তার একটি বিশাল সাপ আছে...যার নাম নাগিনী..'

'আমি শুনেছি... হ্যাঁ... সেটার ব্যাপারে কি?

'এটাকে হত্যা করতে হবে। রন এবং হারমিয়ন সেটা জানে। কিন্তু যদি কোনোক্রমে ওরা-'

এ সম্ভাবনার ভয়ে তার দম মুহূর্তের জন্য আটকে আসতে চাইল। কিন্তু আবার নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করলো। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাকে ডাম্বলডোরের মত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে তার ব্যাক আপ আছে, অন্যরা কাজটি সম্পন্ন করবে।

ডাম্বলডোর মৃত্যুর সময় জানতেন যে তিনজন জীবিত মানুষ আছে যারা হরক্রুক্সটি সম্পর্কে জানে। এখন নেভিলের হ্যারির জায়গাটা নেয়া দরকার। তাহলে এখনো গোপন বিষয়টি তিনজনের জানা থাকবে।

'যদি কোনোভাবে ওরা... ব্যস্ত... আর তুমি যদি সুযোগ পাও...'

'সাপটিকে হত্যা করার?'

'সাপটিকে হত্যা করার,' হ্যারি তার কথা রিপিট করলো।

'ঠিক আছে হ্যারি, তোমার সব কিছু ঠিক আছে?'

'আমি ঠিক আছি, ধন্যবাদ নেভিল।'

কিন্তু হ্যারি হাঁটতে শুরু করলেই নেভিল তার হাত টেনে ধরল।

'আমরা সবাই লড়ছি, তুমি সেটা জানো?'

'হ্যাঁ, আমি-'

কথা শেষ করতে গিয়ে তার গলা আটকে গেল। না সে আর বলতে পারছে না। নেভিল বিষয়টি লক্ষ করেনি। সে হ্যারির কাঁধে পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাত ছেড়ে দিল। তারপর হেঁটে মৃতদেহ খুঁজতে চলে গেল।

হ্যারি আবার আলখাল্লাটি গায়ে চড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। কেউ একজন কাছেই নড়ে উঠল। একটি পড়ে থাকা শরীরের উপর ঝুকল। কয়েক পা দূরে থাকতেই হ্যারি বুঝল মেয়েটি জিনি।

হ্যারি দাঁড়িয়ে পড়ল। জিনি একটি মেয়ের উপর ঝুকে পড়েছে। মেয়েটি তার মায়ের কথা ফিসফিস করে বলছে।

'ঠিক আছে,' জিনি বলতে থাকল। 'ওকে, আমরা তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি বাড়ি যেতে চাই, মেয়েটি ফিসফিস করে বলল। 'আমি আর

লড়তে চাই না!'

'আমি জানি,' জিনি বলল। তার গলার স্বর ভেঙে আসল। 'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

হ্যারির গায়ের উপর দিয়ে একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল। তার চিৎকার দিতে ইচ্ছা হল। জিনিকে জানাতে প্রচণ্ড ইচ্ছ হল যে সেও এখানে দাঁড়িয়ে আছে। জিনিকে বলতে ইচ্ছা করল সে কোথায় যাচ্ছে। তার ইচ্ছা হল থামতে, ফিরে যেতে, ঘরে ফিরে যেতে....

কিন্তু সে বাড়িতেই আছে। তার জানামতে হোগার্টেই হল তার প্রথম এবং সবচেয়ে ভাল বাড়ি। সে নিজে, ভোল্ডেমর্ট, স্নেইপ এবং এখান থেকে ছেলেদের সবার জন্য এটাই তাদের বাড়ি...

জিনি আহত মেয়েটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। তার হাতটা ধরল। হ্যারি প্রচণ্ড চেষ্টা করে আবার নিজের পথে হাঁটতে শুরু করল। তার মনে হল সে দেখল জিনি পেছন ফিরে ঘুরে তাকিয়েছে। ভাবল, জিনি কি বুঝতে পেরেছে যে কেউ একজন কাছ দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু হ্যারি কিছু বলল না। সে পেছনের দিকে আর ফিরে তাকালো না।

হ্যাগ্রিডের ছোট ঘরটি অন্ধকারের ভেতর দেখা গেল। কোনো আলো নেই। দরোজায় কোনো দাঁত কড়মড় করার শব্দ নেই। হ্যাগ্রিডের এখানে আসলে দেখা যেত সিলভারের কেতলি চুলার ওপর, পাথরের টুকরার মত কেক, খাবারের স্তুপ এবং তার দাঁড়ি ভরা মুখটি।

হ্যারি হাঁটতে থাকল এবং জঙ্গলের কোণায় পৌছে দাঁড়ালো।

গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ডেমেনটরগুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যারি ওদের চেচামেচি শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু বঝুতে পারছে না যে ওদের পার হয়ে যেতে পারবে কি না। প্যাট্রোনাস তৈরির জন্য তার যথেষ্ট শক্তি অবশিষ্ট নেই। সে নিজের কাঁপতে থাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। যাই হোক, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা এত সহজ ব্যাপার নয়। প্রতিটি মুহূর্তে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘামের গন্ধ, মুখের উপর ঠান্ডা বাতাস এসে লাগা-এ সব কিছু বড়ই মুল্যবান। সে ভাবল, মানুষের বছরের পর বছর অযথা কাটানোর সময় রয়েছে। আর তার নিজের প্রতিটি সেকেন্ড সময় হিসাব করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে সে চিন্তা করল যে সে যেতে পারবে না, কিন্তু জানে যে করতেই হবে। দীর্ঘ খেলার অবসান হতে যাচ্ছে, স্নিচটি হাতে ধরা হয়েছে, এখন ছেড়ে দেয়ার পালা...

স্নিচটির জন্য গলার সঙ্গে ঝোলানো ব্যাগটির ভেতরে কাঁপা আঙুল দিয়ে খুঁজল এবং সেটি বের করে আনল।

আমি কাছাকাছি চলে এসেছি

ঘনঘন, কষ্ট করে দম নিতে হচ্ছে। হ্যারি চোখ নামিয়ে স্নিচটি দেখল। হ্যারি চাইল সময়টা যেন ধীরে বয়ে যায়, কিন্তু সময় যেন আরো দ্রুত গতিতে পার হচ্ছে। চের সঙ্গে বোঝা পড়া যেন চিন্তারও আগে চলছে। এটাই এখন মোক্ষম সময়।

হ্যারি স্নিচটি মুখের কাছে নিয়ে ঠেসে ধরল এবং ফিসফিস করে বলল, 'আমি মরতে যাচ্ছি।'

ধাতব মোড়কটি ভেঙে খুলে গেল। সে কাঁপা হাতটি নিচে নামালো। তারপর অদৃশ্য আলখাল্লার নিচ থেকে যাদুদণ্ড তুলে ধরে বলল, 'লিউমাস!'

স্নিচের ভেতরে মাঝখানে দুই-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে থাকা কালো পাথরটির উপরের দুই ভাগ ভেঙে বের হয়ে এল। এই পুনরুত্থান পাথরটি আড়াআড়ি ভেঙে গেছে যেটির একটি এলডার ওয়্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। আর ত্রিকোণ এবং গোল অংশ হল আলখাল্লার প্রতিনিধিত্ব করে এবং পাথরটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

আবারো হ্যারি কোনো চিন্তা ছাড়াই কিছু বিষয় বুঝতে পারল। তাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য তাদের নিয়ে আসাটা আসলে কোনো ঘটণন না। সে তাদেরকে নিয়ে আসছে না, বরং তারাই ওকে টেনে নিয়েছে।

হ্যারি চোখ বুজল এবং পাথরটি তিনবার তার হাতের উপর ঘোরালো।

সে জানতো যে ঘটনাটা এমনই ঘটবে। সে শব্দ শুনতে পেল। বনের প্রান্ত থেকে কিছু দুর্বল শরীর ছোটছোট ডালপালা মাড়িয়ে চলাফেরা করছে। হ্যারি চোখ খুলল এবং চারদিকে তাকালো।

তারা না মানুষ, না ভূত। সে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে। তারা দেখতে অনেকটা রিডলের মত- সেই যে বহুদিন আগে যে রিডল ডায়েরি থেকে সরে গিয়েছিল। হ্যারির পরিস্কার মনে আছে। তারা হ্যারির দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষের মত এত পরিপূর্ণ নয়, আবার ভূতের মত অতটা অস্পষ্টও নয়। প্রতিটি মুখেই একটি আন্তরিক হাসি।

জেমসের উচ্চতা একেবারে হ্যারির সমান। যে পোষাকটি পরে তিনি মারা গিয়েছিলেন ঠিক সেই পোষাকটিই পরে আছেন। তার চুলগুলো এলোমেলো এবং উসকোখুসকো। তার চোখের চশমাটি মি. উইসলির মত সামান্য বেঁকে আছে।

সিরিয়ুস অনেক লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। তার জীবিত থাকাকালে হ্যারি যেমন দেখেছে তার চেয়ে অনেক অল্পবয়সী মনে হচ্ছে। সে শান্তভাবে হাঁটছে। তার হাত দুটো পকেটের ভেতর এবং মুখে হাসি।

লুপিনকেও অনেক বেশি অল্প বয়সের মনে হচ্ছে। তার চুলগুলো পাতলা এবং কালো। তাকে এই পরিচিত জায়গায় আসতে পেরে খুশি মনে হচ্ছে। চারপাশে কৈশরের অনেক স্মৃতি।

সবার চেয়ে বিস্তৃত হাসি লিলির মুখে। তিনি কাছে আসতেই তার চুলগুলো তিনি ঠেলে পেছনের দিকে দিলেন। হ্যারির মতই তার সবুজ চোখ দুটো দিয়ে হ্যারির দিকে এমন ক্ষুধার্তভাবে দেখছেন যেন কখনোই তাকে যথেষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে দেখা হয়নি।

'তুমি অত্যন্ত সাহসী!'

'তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ,' জেমস বললেন। 'খুবই কাছে... আমরা তোমাকে নিয়ে সত্যিই গর্বিত।'

'খুব কষ্ট ?'

শিশু সুলভ প্রশ্নটি হ্যারির মুখ ফসকে বের হয়ে গেল।

'মৃত্যু মোটেই না,' সিরিয়ুস বলল। 'ঘুমাতে যাওয়ার চেয়ে সহজ এবং দ্রুত।'

লুপিন বলল, 'এবং সেও এটি দ্রুত শেষ করতে চায়।'

'আমি চাই না যে তোমাদের মৃত্যু হোক,' হ্যারি বলল। তার ইচ্ছার বাইরেই কথাগুলো বের হয়ে এল।

'তোমাদের যে কারো মৃত্যু, আমি খুবই দুঃখিত-'

অন্যদের চেয়ে লুপিনের দিকে তাকিয়েই হ্যারি অনুনয় করে কথা বলছে।

'– তোমার ছেলেটি জন্ম নেয়ার পরপরই...রেমুস। আমি সত্যিই দুঃখিত...'

'আমিও দুঃখিত,' লুপিন বলল। 'দুঃখ, আমি তাকে কখনো জানতে পারব না....কিন্তু সে জানবে কেন আমি মারা গেছি। এবং আমি আশা করি সে বুঝতে পারবে। আমি চেষ্টা করেছিলাম তার জন্য একটি জগত তৈরি করতে যেখানে সে শান্তিতে বসবাস করবে।'

একটি তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া জঙ্গলের গভীর থেকে উঠে এসে হ্যারির ভুরুগুলোকে নাড়িয়ে দিল। হ্যারি জানে যে তারা ওকে চলে যেতে বলবেন না, সিদ্ধান্তটি তাকেই নিতে হবে।

'তোমরা কি আমার সঙ্গে থাকবে?'

'একেবারে শেষ পর্যন্ত,' জেমস বললেন।

'ওরা আপনাদের দেখে ফেলবে না?' হ্যারি জানতে চাইল।

'আমরা তোমারই অংশ,' সিরিয়ুস বলল। 'তবে, অন্য যে কারো কাছে অদৃশ্য।'

হ্যারি তার মায়ের দিকে ফিরে তাকালো।

হ্যারি শান্তভাবে বলল, 'আমার কাছাকাছি থেকো।'

সে রওয়ানা হল। ডেমেনটরদের প্রভাব তার উপর পড়ল না। সে সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে থাকল। তারা ওর প্যাট্রোনাসের মত কাজ করতে থাকল। সবাই ঘন, আরো নিবিড়ভাবে হয়ে আসা বহু পুরাতন গাছগুলোর

ভেতর দিয়ে এক সঙ্গে কাছাকাছি থেকে চলতে থাকল। গাছের শিকড়গুলো সব একটি আরেকটির সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। অন্ধকারের ভেতর হ্যারি তার আলখাল্লাটি আরো শক্ত করে ধরে জঙ্গলের আরো গভীর থেকে গভীরে চলতে থাকল। তার কোনো ধারণা নেই যে ভোল্ডেমর্ট ঠিক কোন স্থানে আছে, কিন্তু সে নিশ্চিত যে সেটা খুঁজে পাবে। তার পাশাপাশি খুবই নিস্তব্ধভাবে জেমস, সিরিয়ুস, লুপিন এবং লিলি চলতে থাকলেন। তাদের উপস্থিতির কারণে হ্যারির সাহস সঞ্চার হয়েছে এবং সে তাদের কারণে এক পায়ের পর আরেক পা ফেলতে পারছে।

তার শরীর এবং মনটিকে এখন অস্বাভাবিকভাবে সংযোগহীন বলে মনে হচ্ছে। তার পা'গুলো কোনো সচেতন নির্দেশ ছাড়াই কাজ করছে। যেন সে পা দুটোর চালক নয়, যাত্রী। যে মৃতরা এখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তার পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন তাদেরকে ক্যাসলের জীবন্ত মানুষগুলোর চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব মনে হচ্ছে। সে যখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভোল্ডেমর্টের উদ্দেশে আসছিল তখন রন, হারমিয়ন বা জিনিকে বরং অনেকটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছিল....

থপ করে একটি শব্দ হল এবং ফিসফিস শব্দ শোনা গেল। অন্য কোনো জীবন্ত প্রাণী হ্যারির কাছেই নড়ে উঠেছে। হ্যারি আলখাল্লার নিচেই থেমে গেল। চারদিকে তাকালো, শব্দ শুনতে চেষ্টা করল। তার বাবা, মা, লুপিন এবং সিরিয়ুসও দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'কেউ একজন এখানে আছে!' হাত খানেক দূর থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'তার পরণের অদৃশ্য আলখাল্লা! এমন হতে পারে না-'

পেছনের একটি গাছের পেছন থেকে দুটি শরীর বের হয়ে এল। তাদর হাতের যাদুদণ্ডদুটো ঝকঝক করে উঠল। হ্যারি দেখল অন্ধকারের ভেতর থেকে ইয়াক্সলি এবং দোহোলভ সরাসরি তারা সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না...

'অবশ্যই কোনো শব্দ হয়েছে,' ইয়াক্সলি বলল। 'কোনো প্রাণী হবে, তোমার কি মনে হয়?'

'মাথামোটা হ্যাগ্রিড এখানে নানা জিনিস জড়ো করেছিল,' ঘরের উপর দিয়ে তাকিয়ে দোহোলভ বলল।

ইয়াক্সলি হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো।

'সময় হয়ে গেছে, পটারের সময় শেষ। কিন্তু সে আসছে না।'

'এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে সে আসবে! তিনি বিষয়টায় খুব একটা সুখী হবেন না।'

'চলো ফিরে যাই,' ইয়াক্সলি বলল। 'এখন দেখতে হবে নতুন কি পরিকল্পনা আছে।'

ইয়াক্সলি এবং দোহোলভ ঘুরে জঙ্গলের আরো গভীরের দিকে রওয়ানা হল।

হ্যারি ওদেরকে অনুসরণ করল । সে জানে যে ওরা সেখানেই যাচ্ছে যেখানে হ্যারি যেতে চায় । সে চারদিকে তাকালো এবং তার মা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন । বাবা সাহস দিয়ে মাথা নাড়লেন ।

এক মিনিটের রাস্তা পার হতেই হ্যারি দেখল সামনে আলো দেখা যায় । হ্যারি জানে ইয়াক্সলি এবং দোহোলভ যে ফাকা জায়গাটার দিকে পা বাড়ালো সেদিকে এক সময় বিশালাকারের অ্যারাগগ বাস করতো । তার বিশাল জালটির কিছু অংশ রয়ে গেছে, কিন্তু অসংখ্য জালের সুতা ডেথ-ইটাররা নিজেদেও কারণে ধ্বংস করে ফেলেছে ।

একটি আলো ফাঁকা জায়গাটায় জ্বলে উঠল । এবং সে আলোর ঝলকানিতে পুরোপুরি নিরব তাকিয়ে থাকা অসংখ্য ডেথ-ইটার দেখা গেল । তাদের অনেকেরই মুখে এখনো মুখোশ আছে, মাথা ঢাকা । অন্যদের মুখ দেখা যাচ্ছে । দুটি বিশালাকারের দৈত্য বসে আছে ভীড়ের থেকে আলাদা হয়ে । ওদের ছায়া এসে পড়েছে জায়গাটির উপর । দেখতে দুটোই ভয়ানক নিষ্ঠুর । হ্যারি দেখল ফিনরির একপাশে দাঁড়িয়ে তার লম্বা নখগুলো কামড়াচ্ছে । আর বিশাল রাউল তার রক্তাক্ত ঠোটদুটো টিপছে । সে লুসিয়াস ম্যালফয়কে দেখল । তাকে শঙ্কিত এবং হতাশ দেখা গেল । আর নার্সিসা চোখ স্থির করে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করছে ।

সবার চোখ এখন ভোল্ডেমর্টের দিকে । সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে । তার সাদা হাতদুটো সামনের এলডার ওয়্যান্ডের উপর ভাঁজ করে রাখা । মনে হল সে প্রার্থনা করছে, অথবা মনে মনে কিছু গুনছে । হ্যারি তখনো জায়গাটার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে । অদ্ভুতভাবে তার মনে হল যেন একটি শিশু লুকোচুরি খেলার সময় গুনছে । তার মাথার পেছনে বিশাল সাপ নাগিনী দুলছে, পাক খাচ্ছে বিশাল আলোর চকচকে খাঁচাটির ভেতর ।

দোহোলভ এবং ইয়াক্সলি দলের ভেতর ফিরে আসা মাত্র ভোল্ডেমর্ট চোখ তুলে তাকালো ।

'তার কোনো চিহ্নই নেই, মাই লর্ড,' দোহোলভ বলল ।

ভোল্ডেমর্টের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হল না । লাল চোখ দু'টো মনে হল আগুনের আলোতে পুড়ছে । ধীরে ধীরে সে এলডার ওয়্যান্ডটি লম্বা আঙুলগুলোর ভেতর তুলে নিল ।

'মাই লর্ড-'

বেলাট্রিক্স বলতে থাকল । সে ভোল্ডেমর্টের কাছাকাছি বসা । সে অনেকটা এলোমেলো । তার মুখটা একটুখানি রক্তাক্ত । এ ছাড়া কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই ।

ভোল্ডেমর্ট তাকে থামিয়ে দিতে হাত উচু করল । ফলে বেলাট্রিক্স আর কোনো

কথা বলল না। সে প্রভুভক্তি নিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে ভোল্ডেমর্টের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি ভেবেছিলাম সে আসবে,' ভোল্ডেমর্ট উচ্চকণ্ঠে বলল। তার দৃষ্টি ধোয়ার দিকে, 'আমার মনে হয়েছিল সে আসবে।'

কেউ কোনো কথা বলল না। তাদের সবাইকে মনে হল আতঙ্কিত। হ্যারিও আতঙ্কিত। তার হৃদপিণ্ডটি পাঁজরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। যদিও সে নিজে তার দেহটি পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার হাত দুটো ভিজে উঠেছে। হ্যারি টান দিয়ে অদৃশ্য আলখাল্লাটি খুলে ফেলল। তারপর সেটি গাউনের ভেতর যাদুদণ্ড দিয়ে ঢুকিয়ে রাখল। যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই তার নেই।

'আমি, মনে হয়...ভুল হয়েছে,' ভোল্ডেমর্ট বলল।

'তোমার ভুল হয়নি।'

হ্যারি যতটা উচ্চস্বরে সম্ভব বলল। কণ্ঠে ভয়ের কোনো আভাস থাকুক হ্যারি তা চায় না। তার পুনরুত্থান পাথরটি আঙুল গলে বেরিয়ে গেল এবং সে চোখের কোণ দিয়ে তার বাবা, মা, লুপিন এবং সিরিয়ুসকে দেখল। হ্যারি আলোর ভেতর প্রবেশ করতেই তারা উধাও হয়ে গেলেন। ওই মুহূর্তে সে ভোল্ডেমর্ট ছাড়া আর কাউকে খেয়াল করল না। শুধু তারা দুজন।

যত তাড়াতাড়ি এসেছিল ঠিক তত তাড়াতাড়ি তার ভেতর থেকে বিভ্রম কেটে গেল। দৈত্যগুলো গর্জন করে উঠল, ডেথ-ইটারগুলো সব এক জায়গায় হয়ে চিৎকার চেচামেচি এমনকি হাসি তামাশা করতে থাকল। ভোল্ডেমর্ট যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই স্থির হয়ে রইল। কিন্তু সে তার লাল চোখ দিয়ে হ্যারিকে দেখেছে। হ্যারি তার দিকে আগাতে থাকলে সে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনের মাঝখানে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।

তখনই একটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

'হ্যারি! না!'

সে পেছন ফিরে তাকালো। হ্যাগ্রিড তার দিকে দৌড়ে আসছিল কিন্তু আটকে দেয়া হয়েছে, কাছেই একটি গাছের সঙ্গে বাধা পড়েছে। সে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে। তার বিশাল দেহ ছোটানোর চেষ্টার কারণে গাছের ডালগুলো ঝাকি খাচ্ছে।

'না! না! হ্যারি, কী করছ-!'

'চুপ!' রাউলে চিৎকার করে বলল। তার যাদুদণ্ড ঝলকে উঠতেই হ্যাগ্রিড নিরব হয়ে গেল।

বেলাট্রিক্স লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে উত্তেজিত হয়ে একবার হ্যারি আবার ভোল্ডেমর্টের দিকে দেখছে। তার বুকটা শুধু ওঠানামা করছে। একমাত্র ধোয়া উঠছে এবং ভোল্ডেমর্টের পেছনে সাপটিই নড়ছে, খাঁচার ভেতর পাক খাচ্ছে।

এ ছাড়া আর কিছু নড়ছে না।

হ্যারি ওর বুকে যাদুদণ্ডটি অনুভব করল। কিন্তু সেটি বের করার কোনো চেষ্টা করল না। সে ভাল করেই জানে যে সাপটি শক্তভাবে প্রোটেকশন দেয়া আছে। সে ভাল করেই জানে যদি নাগিনীর দিকে যাদুদণ্ড তাক করতে যায় তাহলে তার আগেই অন্তত পঞ্চাশটি কার্স এসে গায়ে পড়বে। এখনো ভোল্ডেমর্ট এবং হ্যারি দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। এরপর ভোল্ডেমর্ট একপাশে ঘাড় কাত করল। ভাবল ছেলেটি তার সামনে এসেছে! এবং সে ঠোঁটহীন মুখটি বাঁকা করে একটি রুঢ় হাসি দিল।

'হ্যারি পটার,' সে অতি নম্র সুরে বলল। 'যে ছেলেটি এখনো বেঁচে আছে।'

ডেথ-ইটারদের কেউ নড়ল না। ওরা অপেক্ষা করছে : সবাই অপেক্ষা করছে। হ্যাগ্রিড ছুটতে চেষ্টা করছে। বেলাট্রিক্স দ্রুত দম ফেলছে। কেন বোঝা গেল না, কিন্তু হ্যারি জিনির কথা ভাবল, তার তীব্র চাহনির কথা ভাবল, তার ঠোঁটটিকে অনুভব করল নিজের-

ভোল্ডেমর্ট তার যাদুদণ্ডটি তুলল। তার মাথাটি এখনো উৎসাহী একটি শিশুর মত একদিকে বাঁকা করে আছে। ভাবল সে এখন পদক্ষেপ নিলে কী ঘটবে। হ্যারি তার লাল চোখর দিকে আবারো তাকালো, ভাবল এখনই ঘটনাটি ঘটানো দরকার, সে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে থাকতে, ভয় তাকে পরাজিত করার আগেই-

সে মুখটি নড়তে দেখল এবং একটি সবুজ আলোর ঝলকানি দেখল। সবকিছু বিলীন হয়ে গেল।

অধ্যায়-৩৫

কিং'স ক্রস

সে মুখ নিচের দিকে দিয়ে পড়ে আছে। চারদিকের নিস্তব্ধতার শুন্যতা ছাড়া অন্যকিছু অনুভব হলোনা । সে এখন সম্পূর্ণভাবে একা। কেউ তাকে দেখছে না। কাছে-পিঠে কেউ নেই। সে নিজেও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় তার অস্তিত্ব নিয়ে।

দীর্ঘক্ষণ পরে, অথবা তৎক্ষণাত কোনো সময় না পার হতেই, তার কাছে মনে হল যেন তার অস্তিত্ব আছে! কারণ সে পড়ে আছে! অবশ্যই সে পড়ে আছে কোনো একটি কিছুর উপর। তার এ চিন্তাও কোনো বিমুর্ত চিন্তা থেকে নয়। আর সে কারণেই তার স্পর্শের অনুভূতি আছে, এবং যে জায়গায় সে শুয়ে আছে তার অস্তিত্বও অনুভব করতে পারছে।

সে যখন এই সিদ্ধান্তে পৌছল তখন তার চেতনা ফিরে এসেছে এবং বুঝতে পারল যে সে পুরোপুরি নগ্ন। সে বুঝতে পারল যে সে এখন পুরোপুরি আলাদা, এটা তাকে তেমন চিন্তায় ফেলল না। কিন্তু তার ভেতরে একটি পরিকল্পনা এল। সে ভাবল, সে কি চোখ খুললে চোখে দেখতে পাবে? চোখ খুলতেই সে বুঝতে

পারল যে তার চোখ দুটো আছে।

সে উজ্জ্বল কুয়াশার ভেতর শুয়ে আছে, যদিও এই কুয়াশা তার আগে দেখা বা জানা কুয়াশার মত না। তার চারপাশের সব কিছু মেঘের মত ঢেকে নেই। অথবা অন্য কথায় বলা যায় মেঘগুলো ঢেকে ফেলেনি । যে মেঝেতে সে শুয়ে আছে তা মনে হচ্ছে সাদা। শীতলও না আবার উষ্ণও না। মাঝামাঝি কোনো কিছু।

সে উঠে বসল। শরীরের কোথাও কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল না। সে মুখে হাত দিয়ে দেখল। চোখে চশমাটি নেই।

ঠিকানাহীন উৎস থেকে তখনই একটা শব্দ এসে তাকে ঘিরে ধরল। ছোট, নরম শরীরের থপথপ করা শব্দ, যেন কসরত করছে। একটি করুণ শব্দ, কিন্তু তারপরও শব্দটি অশোভন মনে হল। সে কান পেতে চুপেচুপে শব্দ শুনছে এটা তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হল, লজ্জার মনে হল।

এই প্রথম তার মনে হল কাপড় পড়া দরকার।

মাথায় এ চিন্তা আসামাত্র একটা গাউন তার কাছাকাছি এসে হাজির হল। সে হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। কাপড়টা নরম, পরিস্কার এবং উষ্ণ। সে মনে মনে ইচ্ছা করতেই এটা কাছে চলে এলো, এটা তো অস্বাভাবিক একটি বিষয়....

হ্যারি উঠে দাঁড়ালো, চারদিকে তাকালো। সে কি এখন রুম অব রিকোয়ারমেন্টে? যতই সে তাকিয়ে থাকল, ততই দেখার মত অনেক বিষয় চোখে পড়ল। একটি বিশাল অর্ধ বাকা কাঁচের ছাদ, উপরের অংশটায় সুর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। মনে হয় এটা একটা প্রাসাদ। কাছেই কুয়াশাচ্ছন্ন কোনো জায়গা থেকে ওই থপথপ আওয়াজ ছাড়া আর সবকিছু শান্ত, স্থির...

হ্যারি দাঁড়িয়ে ঘুরল, মনে হল চারপাশের জায়গা তার মুখ ঘুরিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একে একে ফুটে উঠতে থাকল। একটি বিস্তৃত ফাকা জায়গা, উজ্জ্বল এবং পরিস্কার। এই হলটি গ্রেট হলের চেয়েও অনেক বড়। রুমটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। সে এ রুমটির ভেতর একমাত্র মানুষ, শুধুমাত্র–'

হ্যারি গুটিয়ে গেল। এতক্ষণ যে শব্দটি আসছিল তার উৎসটা দেখতে পেয়েছে। একটা ছোট, ন্যাংটা শিশুর মত একটি শরীর মেঝের উপর বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন চামড়া ছাড়ানো একটি শিশু। একটি সিটের নিচে যেখানে রেখে দেয়া হয়েছে সেখানে শিশুটি কাঁপছে, দম নিতে চেষ্টা করছে।

হ্যারির ভয় লাগল। ছোট, দুর্বল এবং আহত বাচ্চাটি। তারপরও এগিয়ে যেতে মন টানছে না। শেষ পর্যন্ত সে কাছে গেল। প্রস্তুত হয়ে থাকল যে কোনো মূহূর্তে যেন কোনো বিপদ এলে লাফ দিয়ে সরে যেতে পারে। ছোয়া যায় এমন কাছাকাছি আসার পরও হ্যারির মন টানছে না। নিজেকে তার এখন ভীতু মনে

হচ্ছে। তার সহজ হওয়া উচিত, কিন্তু নিজের ভেতর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

'তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না।'

হ্যারি ঘুরে গেল। অ্যালবাস ডাম্বলডোর লম্বা পায়ে তারদিকে আসছেন। দৃঢ়ভাবে, রাজকীয় ভঙ্গীতে তিনি আসছেন। তার গায়ে লম্বা গাউন।

'হ্যারি,' তিনি তার হাত বিস্তৃত করলেন। তার হাত দুটো সাদা এবং অক্ষত। 'ওয়ান্ডারফুল বয়! সাহসী, সাহসী মানুষ। চলো আমরা হাঁটি।'

স্তম্ভিত হ্যারি শিশুটির কাছ থেকে সরে ডাম্বলডোরকে অনুসরণ করতে থাকল। হ্যারিকে তিনি নিয়ে গেলেন দুটি সিটের কাছে। হ্যারি এ দুটো আগে লক্ষ করেনি। একটি তে ডাম্বলডোর বসলেন। হ্যারি অন্যটির উপর ধপ করে বসে তার পুরাতন স্কুলের হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাম্বলডোরের লম্বা দাড়ি এবং চুল, অর্ধচন্দ্রাকার চশমার পেছনে তীক্ষ্ণ নীল চোখ, চোখা নাক- সব কিছুই তার স্মৃতিতে থাকা চেহারার মতই আছে। কিন্তু তারপরও-

'কিন্তু আপনি তো মৃত,' হ্যারি বলল।

'ওহ, হ্যাঁ,' ডাম্বলডোর অকপটে বললেন।

'তাহলে....আমিও মৃত?'

'আহ্,' ডাম্বলডোর স্মীত হেসে বললেন। 'এটাই একটা প্রশ্ন, তাই না? সোজা কথা, বালক, তা মনে হয় না।'

তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন। বৃদ্ধ মানুষটি এখনো হাসছেন...

'না?' হ্যারি রিপিট করল।

'না।' ডাম্বলডোর বললেন।

'কিন্তু...' হ্যারি স্বভাববশতই হাত তুলে কপালের স্কারটি ছুলো। কিন্তু মনে হল না সেটা আছে। 'কিন্তু আমার তো মরার কথা...আমি তো নিজেকে রক্ষা করিনি। আমি তো নিজেই চেয়েছিলাম সে আমাকে হত্যা করুক!'

ডাম্বলডোর বললেন, 'এবং সেটাই সব কিছু অন্যরকম করে দিয়েছে।'

ডাম্বলডোরের মুখমন্ডল থেকে আলোর মত, আগুনের মত সুখের বিচ্ছুরণ দেখা গেল। হ্যারি তাকে কখনো এতটা উল্লসিত, উজ্জীবিত দেখেনি।

'ব্যাখ্যা করুন?' হ্যারি বলল।

'তুমি ইতিমধ্যেই জানো,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি তার বুড়ো আঙুল দুটো তুড়ি নাড়ালেন।

হ্যারি বলল, 'আমি তাকে হত্যা করতে দিয়েছিলাম, তাই না?'

'তুমি দিয়েছিলে,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি মাথা দোলালেন। 'তারপর বলতে থাকো।'

'তাহলে তার আত্মার যে অংশটি আমার ভেতরে ছিল...'

ডাম্বলডোর আরো উৎসাহের সঙ্গে মাথা দোলাতে থাকলেন। তিনি ওকে আরো বলে যেতে বলছেন। তার মুখে উৎসাহ দেয়ার মত হাসি ছড়িয়ে আছে।

'... সেটা কি চলে গেছে?'

'ওহ্, হ্যাঁ,' ডাম্বলডোর বললেন। 'সে এটা ধ্বংস করে দিয়েছে। তোমার আত্মাটি এখন পরিপূর্ণ এবং পুরোপুরিই তোমার নিজের, হ্যারি।'

'কিন্তু তাহলে...'

হ্যারি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকালো। যে দিকটায় ছোট প্রাণীটি চেয়ারের নিচে কাঁপছে সেদিকে।

'ওটা কি প্রফেসর?'

'এমন কিছু যা আমাদের সাহায্যের বাইরে,' ডাম্বলডোর বললেন।

'কিন্তু যদি ভোল্ডেমর্ট কিলিং কার্স ব্যবহার করে থাকে,' হ্যারি আবার শুরু করল। 'এবং এবার যদি কেউ আমার জন্য মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে আমি বেঁচে আছি কী করে?'

'আমার ধারণা তুমি জানো,' ডাম্বলডোর বললেন। 'পেছনের কথা চিন্তা করো, মনে করে দেখ সে তার অজ্ঞতায়, লোভে এবং নিষ্ঠুরতায় পড়ে কী করেছে।'

হ্যারি চিন্তা করল। সে তার চারদিকে আবারও ঘুরে দেখল। যদি এটি একটি প্রাসাদ হয়ে থাকে তাহলে অদ্ভুত ধরণের প্রাসাদ। চেয়ারগুলো ছোট একটি লাইন করে রাখা, এখানে সেখানে রেইলিং করা এবং এখনো সে ডাম্বলডোর এবং ওই ছোট স্টান করা প্রানণীটিই শুধু আছে। তারপর হ্যারির মুখ দিয়ে কোনো চেষ্টা ছাড়াই প্রশ্নের উত্তরটি বেরিয়ে এল।

'সে আমার রক্ত নিয়েছিল।'

'তাই,' ডাম্বলডোর বললেন। 'সে তোমার রক্ত নিয়েছে এবং সে রক্ত দিয়ে তার শরীরটা পুনর্গঠন করে! তোমার রক্ত তার শিরায়। হ্যারি, লিলির প্রোটেকশন তোমাদের দু'জনের ভেতরই! তার বেঁচে থাকার সঙ্গে তোমাকে সে গেঁথে ফেলেছেন!'

'আমি বেঁচে থাকব... সে যতক্ষণ বেঁচে আছে? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। আমি ভেবেছিলাম আমাদের দু'জনকেই মরতে হবে। নাকি একই রকম ব্যাপারটি?'

সে আবারো ওই ছটফট করা প্রাণীটির দিকে মনোযোগ দিল। পেছনে সেটির দিকে ঘুরে তাকালো।

'আপনি কী নিশ্চিত যে আমরা কিছু করতে পারি না?'

'কোনো সাহায্য সম্ভব নয়।'

'তাহলে বলুন...আরো,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর হাসলেন।

'তুমি হলে সাত নম্বর হরক্রুক্স হ্যারি। যে হরক্রুক্সটি সে কখনো তৈরি করতে চায়নি। সে তার আত্মাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে এটি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে, সে যখন অবর্ণনীয় শয়তানি করেছে, শিশু হত্যার চেষ্টা করেছে, তোমার বাবা মাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সে সময় সেখান থেকে কি হারিয়েছে তা সে জানতো না। সে তার শরীরের চেয়েও বেশিকিছু রেখে এসেছিল। সে তার নিজের একটি অংশ তোমার মধ্যে আটকে রেখে এসেছিল।'

'এবং তার জ্ঞান ছিল ভয়ানকভাবে অসম্পূর্ণ, হ্যারি! সেটাকে ভোল্ডেমর্ট কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। ঘরের ভূত, শিশুদের কাহিনী, ভালবাসা বা আনুগত্য এর কিছুই ভোল্ডেমর্ট জানতো না, বুঝত না। এগুলোর যে একটা শক্তি আছে ভোল্ডেমর্টের ক্ষমতার বাইরে এ সত্যকে সে কখনো ধরতে পারেনি।'

'সে তোমার রক্ত নিয়ে মনে করেছিল যে নিজে শক্তিশালী হবে। সে তার শরীরে ভেতর যাদুর একটি ছোট অংশ তুলে নিয়েছিল, যে যাদু তোমার মা তোমার জন্য মারা যাবার আগে তোমার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। তার সে আত্মত্যাগকে ভোল্ডেমর্ট বহন করে চলেছে। আর সে যাদু হল তোমার এবং ভোল্ডেমর্টের জন্য শেষ আশা ছিল।'

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হ্যারি তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এবং এটা আপনি জানতেন? আপনি এসব কথা জানতেন?'

'আমি ধারণা করেছিলাম। এবং আমার ধারণা সব সময় ভালোই হয় দেখা গেছে।' ডাম্বলডোর তৃপ্তির সঙ্গে বললেন। ওরা বেশখানিক সময় নিরব হয়ে রইল। আর ওই প্রাণীটা শুধু গোঙাতে এবং কাঁপতে থাকল।

'আরো কিছু বিষয় আছে,' হ্যারি বলল। 'আমার যাদুদণ্ডটি কেন তার ধার করা যাদুদণ্ডটি ভেঙে ফেলেছিল?'

'সে ব্যাপারে আমি কিছু নিশ্চিত নই।'

'তাহলে ধারণা করুণ,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর হাসলেন।

'একটা বিষয় তুমি বুঝবে হ্যারি, তুমি এবং ভোল্ডেমর্ট দুজনই যাচ্ছ অজানা, অচেনা যাদুর মধ্য দিয়ে। এ ব্যাপারে আমি যা মনে করি, বিষয়টি অভুতপুর্ব এবং কোনো যাদুদণ্ড প্রস্তুতকারী অনুমান করতে পারেনি বা ভোল্ডেমর্টের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।'

'তুমি এখন জানো, কোনো অর্থ ছাড়াই ভোল্ডেমর্ট যখন আবার মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়েছে তখন তোমার সঙ্গে তার বাধন আরো দ্বিগুন করেছে। তার আত্মার একটি অংশ তোমার সঙ্গে আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য সে তোমার মায়ের যাদুর অংশও নিজের ভেতর নিয়ে নিয়েছে। সে যদি তোমার

মায়ের ওই সেক্রিফাইসের কথা সামান্য একটু বুঝতে পারতো তাহলে সে তোমার রক্ত হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার সাহসও করতো না....কিন্তু আবার, সে যদি বুঝতেই পারতো, তাহলে সে ভোল্ডেমর্ট হতো না, কখনো হত্যা করতো না।'

'দুই দিকের সংযোগের ফলে, তোমার নিয়তির সঙ্গে বন্ধন আরো নিশ্চিত হওয়ার ফলে ইতিহাসে দুই উইজার্ড এক হয়ে গেছে। ভোল্ডেমর্ট এমন যাদুদণ্ড দিয়ে তোমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছে যেটি তোমারটার সঙ্গে একই হয়ে গেছে। এবং তাই এখন অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, আমরা যেসব জানি। এই কার্স এমনভাবে কাজ করছে যে ভোল্ডেমর্ট কখনোই জানতে পারেনি যে তোমার যাদুদণ্ড এবং তারটা একটি জোড়া, সে এটা আশাও করেনি।'

'ওই রাতে সে তোমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল, হ্যারি। তুমি মৃত্যুর সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করেছিলে যা ভোল্ডেমর্ট করতে পারেনি। তোমার সাহস জয়ী হয়েছে, ভোল্ডেমর্টের যাদুদণ্ডের চেয়ে তোমারটা তাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরফলে এমন হয়েছিল যে দুই যাদুদণ্ড একটাকে আরেকটা প্রতিনিধিত্ব করেছিল তাদের মালিকদের।'

'আমার বিশ্বাস তোমার যাদুদণ্ডটি ভোল্ডেমর্টের যাদুদণ্ড থেকে কিছু ক্ষমতা শুষে নিয়েছিল। সুতরাং ভোল্ডেমর্ট তোমাকে ক্ষতি করতে চাইলে তোমার যাদুদণ্ডটি তা ধরতে পেরেছিল। তোমার জাত শত্রু এবং নৈতিক শত্রুকে চিনতে পেরেছিল। সুতরাং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভোল্ডেমর্টেরই কিছু যাদু ফিরিয়ে দিয়েছিল, যে ম্যাজিক লুসিয়াসের চেয়ে ছিল অনেক শক্তিশালী। তোমার যাদুদণ্ডটি এখন তোমার সাহস এবং ভোল্ডেমর্টের ভয়ানক দক্ষতার এক আধার। ম্যালফয়ের যাদুদণ্ড সেখানে কি করতে পারে?'

'কিন্তু যদি এমন ক্ষমতা সম্পন্নই হয় তাহলে হারমিয়নের যাদুদণ্ডটি আমারটা ভেঙে ফেলেছিল কীভাবে?' হ্যারি জানতে চাইল।

'মাই ডিয়ার বয়, এটা ভোল্ডেমর্টের ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরি হয়ে ওঠে। যে ভোল্ডেমর্ট এটিকে কু-মন্ত্রণা দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছিল। শুধুমাত্র ভোল্ডেমর্টের ক্ষেত্রেই এই যাদুদণ্ড অমন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারতো। এ ছাড়া এই যাদুদণ্ড অন্য আর দশটা যাদুদণ্ডের মতই। আমি নিশ্চিত।' ডাম্বলডোর কথা শেষ করলেন।

হ্যারি বেশ একটু সময় নিয়ে চিন্তা করল। হয়তো সেটা কয়েক সেকেন্ডও হতে পারে। এখানে এখন সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুবই কঠিন।

'সে আপনার যাদুদণ্ড দিয়ে আমাকে হত্যা করেছে।'

'সে আমার যাদুদণ্ড দিয়ে তোমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে,' ডাম্বলডোর শুধরে দিলেন। 'আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি যে তুমি মরে যাওনি...যদিও আমি তোমার ভোগান্তিটাকে খাটো করে দেখছি না। সেটা ছিল

গুরুতর।'

'যদিও আমার এ মুহূর্তে খুবই ভাল লাগছে,' হ্যারি বলল। সে তার নিজের পরিস্কার দাগহীন হাতের দিকে তাকালো। 'আমরা আসলে এখন কোথায়?'

'ওয়েল আমিও কথাটি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনিও চারদিকে তাকালেন। 'কোথায় আছি বলে তোমার মনে হয়?'

ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত হ্যারি জানতো না কিন্তু এখন সে দেখল যে এ প্রশ্নের উত্তরটি তার মুখে চলে এসেছে।

হ্যারি ধীরে ধীরে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে এটা কিংস ক্রস স্টেশন। যদিও অনেক পরিস্কার এবং ফাঁকা। এখন পর্যন্ত আমি কোনো ট্রেনও দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিংস ক্রস স্টেশন!' ডাম্বলডোর বললেন। 'খুবই শান্ত, সত্যি?'

'ওয়েল, তাহলে আমরা কোথায় বলে আপনার মনে হয়,' হ্যারি জানতে চাইল।

'মাই ডিয়ার বয়, আমার কোনো ধারণা নাই। এটাকে বলা যায় তোমার পার্টি'

হ্যারি বুঝতে পারল না তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। ডাম্বলডোর ওকে রাগিয়ে দিচ্ছেন। হ্যারি তার দিকে তাকালো। তারপর বর্তমান জায়গার চেয়ে অনেক ভারি প্রশ্ন তার মনে এল।

'ওই ডেথলি হ্যালো'স,' সে বলল। দেখা গেল নামটি শোনামাত্র ডাম্বলডোরের মুখ থেকে হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, বল,' তিনি বললেন। তার মুখটা উদ্বিগ্ন দেখা গেল।

'ওয়েল?'

ডাম্বলডোরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর এই প্রথমবারের মত তাকে অনেক কম বয়সী মনে হল। অনেক কম। তিনি যেন একটি ছোট বাচ্চার মত অসংলগ্ন কাজ করলেন।

'তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো,' তিনি বললেন। 'তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো তোমাকে বিশ্বাস না করার জন্য? হ্যারি। আমার একটাই ভয় ছিল যে আমার মত তুমিও ব্যর্থ হবে। আমি ভয় পেতাম যে তুমি আমার ভুলটাই করবে। আমি তোমার ক্ষমা পেতে চাই। হ্যারি, বেশ কিছুদিন ধরেই আমি জানতাম যে তুমি অনেক সক্ষম একজন মানুষ।'

'আপনি এসব কি বলছেন?' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোরের কণ্ঠ শুনে এবং তার চোখে পানি দেখে সে হতবাক হয়ে গেল।

'হ্যালোস,' ওই হ্যালোস হল একজন মানুষের প্রচণ্ড স্বপ্ন।' ডাম্বলডোর বললেন।

'কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে!'

'অস্তিত্ব আছে এবং বিপদজনক; এবং বোকাদের জন্য প্রলোভনও বটে,' ডাম্বলডোর বললেন। 'এবং আমি ছিলাম তেমনি এক বোকা। কিন্তু তুমি জানো, তাই না? আমার কোনো কিছু তোমার কাছ থেকে এখন গোপন নেই। তুমি জানো।'

'আমি কী জানি?'

ডাম্বলডোর পুরো শরীরটা ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে ফিরলেন। তার মেধাবী নীল চোখে এখনো জল দেখা যাচ্ছে।

'মাস্টার অব ডেথ, হ্যারি! মাস্টার অব ডেথ! আমি কী ভোল্ডেমর্টের চেয়ে ভাল ছিলাম?'

'অবশ্যই আপনি ভোল্ডেমর্টের চেয়ে ভাল ছিলেন।' হ্যারি বলল। 'আপনি এটা আমাকে কিভাবে জিজ্ঞেস করছেন? আপনি কখনো এড়িয়ে যাওয়া গেলে কাউকে হত্যা করেননি।'

'সত্যি, সত্যি,' ডাম্বলডোর বলল। 'কিন্তু আমিও তো মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছিলাম, হ্যারি।'

'সেটা তো তার মত করে না,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোরের প্রতি এত ক্রোধের পর এই উচু ছাদের নিচে অদ্ভুতভাবে বসে সে নিজেই তার পক্ষে ওকালতি করছে। 'হ্যালো আর হরক্রুক্স এক কথা নয়।'

'হ্যালোস,' বিড়বিড় করে ডাম্বলডোর বললেন। 'হরক্রুক্স নয়।'

বেশ খানিক সময়ের জন্য নিরবতা নেমে এল। পেছনের ওই প্রাণীটি গোঙাতে থাকল। কিন্তু হ্যারি আর সেদিকে ফিরে তাকালো না।

'গ্রিনডেলভাল্ডও ওগুলো খুঁজছিল?' হ্যারি জানতে চাইল।

ডাম্বলডোর চোখ দুটো একটু বুজলেন। তারপর মাথা দোলালেন।

'এই বিষয়টিই আমাদেরকে একত্রিত করেছিল,' তিনি শান্তভাবে বললেন। 'দুটি চতুর, উদ্ধত ছেলে একই ব্যাপারে আচ্ছন্ন। আমি নিশ্চিত যে তুমি ধারণা করেছ, সে গোড্রিচ হলোতে আসতে চেয়েছিল। কারণ সেখানে ইগনোস পেভেরেলের কবর রয়েছে। তার তৃতীয় ভাইটি যেখানে মারা গিয়েছিল সে জায়গাটি সে খুঁড়ে দেখতে চেয়েছিল।'

হ্যারি বলল, 'তাহলে এটা সত্যি? এই পেভেরেল ভাইদের কাহিনী-'

'-কাহিনীর তিন ভাইয়ের কথা,' ডাম্বলডোর মাথা দুলিয়ে বললেন। 'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। তারা একটি নির্জন রাস্তায় মারা গিয়েছিল কিনা....আমার ধারণা সে তিন ভাই বর পেয়েছিল। ওরা তিনভাই বিপদজনক যাদুকর ভাই বিশেষ ক্ষমতার বিষয়গুলো পেয়েছিল।'

'তুমি জানো, সেই আলখাল্লাটি বাবার কাছ থেকে ছেলের কাছে, মায়ের কাছ

থেকে মেয়ের কাছে ঘুরে ঘুরে ইগনোটাসের শেষ জীবিত প্রজন্মের কাছে এসেছিল যে ইগনোটাসের মতই জন্মগ্রহণ করেছিল গোড্রিচ হলোতে।'

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'সেটা কি আমি?'

'তুমি। আমি জানি তুমি ধারণা করেছিলে, যে রাতে তোমার বাবা মা মারা যান সে রাতে আলখাল্লাটি ছিল আমার কাছে। মারা যাবার কয়েকদিন আগেই জেমস আমাকে সেটি দেখিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে এটা আমি কী দেখছি! আমি এটা ধার হিসাবে চেয়েছিলাম পরীক্ষা করার জন্য। আমি এর অনেক আগেই হ্যালোসগুলো এক জায়গায় করার স্বপ্ন ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। গভীরভাবে দেখার ব্যাপারে নিজেকে ফেরাতে পারিনি। এই আলখাল্লার মত আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। অনেক পুরোনো, কিন্তু সবদিকে পারফেক্ট....এরপর তোমার বাবা মারা যান। তখন আমার কাছে দুইটি হ্যালো চলে এসেছে।'

তার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু আলখাল্লা তো তাদেরকে বাঁচাতে পারতো না,' হ্যারি দ্রুত বলল। 'ভোল্ডেমর্ট জানতো যে আমার বাবা আর মা কোথায় আছেন। আলখাল্লা তো তাদেরকে কার্স থেকে আবরণ দিয়ে রাখতে পারতো না।'

'সত্যি,' ডাম্বলডোর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন। 'সত্যি।'

হ্যারি অপেক্ষা করল। কিন্তু ডাম্বলডোর কোনো কথা বললেন না। হ্যারিই আবার তাকে উদ্বুদ্ধ করল।

'তাহলে আপনি আলখাল্লাটি দেখার পর হ্যালো খোঁজা বাদ দিলেন?'

'ওহ্ হ্যাঁ,' ডাম্বলডোর নিস্তেজভাবে বললেন। তাকে মনে হলো হ্যারির দিকে তাকানোর জন্য নিজের সঙ্গে জোর করছেন। 'তুমি জানো কী ঘটেছিল। তুমি ভাল করেই জানো। আমি নিজেক যা ঘৃণা করি তারচেয়ে তুমি আমাকে বেশি ঘৃণা করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি আপনাকে ঘৃণা করি না-'

'তাহলে তোমার ঘৃণা করা উচিত,' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তুমি জানো আমার বোনের সেই গোপন অসুস্থতার কথা, ওই মাগলরা কী করেছিল এবং আমার বোনের কী হয়েছিল। তুমি জানো আমার বেচারা বাবা কীভাবে এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য মূল্য দিতে হয়েছিল। তিনি আজকাবানে মারা যান। তুমি জানো কীভাবে আমার মা অরিয়ানার যত্ন নিতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। আমি সেজন্য ক্ষুব্ধ, হ্যারি।'

ডাম্বলডোর কথাগুলো পরিস্কার এবং শান্তভাবে বললেন। এবার তিনি হ্যারির

মাথার উপর দিয়ে দূর দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আমি ছিলাম ঈশ্বরপ্রদত্ত। ছিলাম মেধাবী। আমি এসব থেকে দূরে সরে যেতে চাইলাম। আমি নিজে উজ্জ্বল হতে চাইলাম।

'আমাকে ভুল বুঝো না,' তিনি আবার বললেন। তার মুখে বেদনার ছায়া। সে কারণে তাকে বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে। 'আমি তাদেরকে ভালবাসতাম। আমি আমার বাবা-মাকে ভালবাসতাম, ভাইকে ভালবাসতাম, বোনকে ভালবাসতাম। কিন্তু আমি ছিলাম স্বার্থপর হ্যারি, তোমার চেয়ে অনেক স্বার্থপর। তুমি যতটা চিন্তা করা যায় তারচেয়ে অনেক কম স্বার্থপর।'

'ফলে আমার মা যখন মারা যান তখন আমি তার রেখে যাওয়া সব দায়দায়িত্ব - অসুস্থ বোনকে এবং বেপরোয়া ভাইকে দেখাশোনার জন্য, তিক্ত ও অনিচ্ছাসত্তেও আমার গ্রামে চলে আসি। তখন বাধ্য হয়েই আটকে যাই এবং অকেজো হয়ে পড়ি। এবং তখনই সে আসে...'

ডাম্বলডোর এবার হ্যারির চোখের দিকে তাকালেন।

'গ্রিনডেলভাল্ড। তুমি কল্পনা করতে পারবে না তার বুদ্ধি আমাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, আমাকে পুড়িয়েছিল। মাগলদেরকে বাধ্যতামূলক অবনত করা হয়েছিল। আমরা যাদুকররা ছিলাম তুরুপ। এই আন্দোলনের তরুণ নেতা ছিলাম গ্রিনডেলভাল্ড এবং আমি।'

'ওহ্, তখন আমার ভেতর কিছু নৈতিক জ্ঞান ছিল। কিন্তু আমার চেতনাকে আমি ফাঁকা বুলি দিয়ে শান্ত্বনা দিয়েছি। সবকিছু হবে ভালোর জন্য, যে কোনো ক্ষতি মেনে নিতে হবে উইজার্ডদের ভালোর জন্য। আমি কী আমার অন্তরের অন্ত স্থল থেকে জানতাম যে গেলার্ট গ্রিনডেলভাল্ড কি? আমার ধারণা আমি জানতাম। কিন্তু চোখ দুটো বুজে রেখেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা যদি সফল হতো, তাহলে হয়তো আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হতো।'

'এবং আমাদের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ডেথলি হ্যালোগুলো! এগুলো তাকে কি রকম অভিভুত করেছিল, আমাদের অভিভুত করেছিল! ওই অপরাজেয় যাদুদণ্ড, এই অস্ত্রটি আমাদেরকে ক্ষমতাশালী করবে! পুনঃর্জন্ম পাথরটি তার কাছে- যদিও আমি ভান করেছি যে এটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, এটা তার কাছে ছিল আর্মি ইনফেরি। আর আমি, স্বীকার করি আমার মনে হয়েছিল এটি আমার বাবা-মাকে ফিরিয়ে আনবে এবং আমার কাঁধের উপর থেকে সব দায়িত্ব সরে যাবে।'

'আর আলখাল্লা... কোনো কারণে আমরা আলখাল্লাটি নিয়ে কখনো খুব আলোচনা করিনি। আমরা দুজনই আলখাল্লার সাহায্য ছাড়া নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলতে পারতাম। সত্যিকার ম্যাজিক মালিক ছাড়া অন্যদেরকেও প্রোটেক্ট করার ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়। আমি ভেবেছিলাম যদি এটি পাওয়াই যায় তাহলে

অরিয়ানাকে লুকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আলখাল-াটির ব্যাপারে আমাদের একমাত্র আগ্রহ ছিল, এটি তিনটির একটি সে কারণে। সে উৎকীর্ণ বাণীতে বলা ছিল, যে এই তিনটি বস্তুকে একসঙ্গে করতে পারবে একমাত্র সেই হবে মাস্টার অব ডেথ। যাকে আমরা অজেয় অর্থে মনে করেছিলাম।'

'অদৃশ্য মাস্টার অব ডেথ হল গ্রিনডেলভাল্ড এবং ডাম্বলডোর!' দু মাস আমরা আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম, নিষ্ঠুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলাম এবং আমার কাছে পারিবারের মাত্র দু'জন সদস্য ছিল তারাও অবহেলিত হল।'

'এবং তারপর... এরপর তুমি জানো কী ঘটেছিল। বাস্তবতা ফিরে এল আমার ভাইয়ের মাধ্যমে। সে চিৎকার করে যে সত্য আমাকে বলছিল তা আমি শুনতে চাইনি। আমি চাইনি যে আমার একটি অসুস্থ বোনের জন্য আমাকে হ্যালোস খোঁজা থেকে বিরত থাকতে হবে।

'এই তর্ক শেষ পর্যন্ত মারামারিতে রূপ নিল। গ্রিনডেলভাল্ড নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। যদিও আমি না বোঝার ভান করে থাকতাম, কিন্তু তাকে আমি যা ধারণা করেছিলাম সেটা মুহূর্তের ভেতরই লাফিয়ে প্রকাশ পেয়ে গেল। এবং আমার মায়ের সব যত্নের, সব সতর্কতার অরিয়ানা....মরে মেঝেতে পড়ে আছে।'

ডাম্বলডোর ছোট করে শ্বাস নিলেন এবং আক্ষরিক অর্থেই কাঁদতে শুরু করলেন। হ্যারি তার পাশে গিয়ে পিঠে হাত রাখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করল।

'ওয়েল, গ্রিনডেলভাল্ড পালিয়ে গেল, অন্য সবাই বুঝলেও আমি সেটা অনুমান করতে পারিনি। সে ক্ষমতা দখলের, মাগলদের নির্যাতনের, হ্যালোসগুলো সংগ্রহের, আমার দেয়া সাহস ও উৎসাহ এবং সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর আমি রয়ে গেলাম আমার বোনকে কবর দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে। আমি আমার দুঃখ, লজ্জা ও দোষ নিয়ে বাস করতে থাকলাম।'

'কয়েক বছর পার হয়ে গেল। তার সম্পর্কে নানা কথা শোনা গেল। লোকে বলতে থাকল যে সে অসম্ভব ক্ষমতাশালী একটি যাদুদণ্ড সংগ্রহ করেছে। এদিকে আমাকে মিনিস্টার অব ম্যাজিকের দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা হল। একবার নয় কয়েকবার। স্বাভাবিকভাবেই আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি জানি যে আমার ক্ষমতার বিষয়ে যোগ্যতা নেই।'

'কিন্তু ফাজ বা স্ক্রিমগিওরের চেয়ে আপনি হলে অনেক ভাল ছিল!' হ্যারি চিৎকার করে বলল।

'তাই হতো?' ডাম্বলডোর বললেন। 'আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত না। অল্প বয়সী একজন মানুষ হিসাবে আমি প্রমাণ করেছিলাম যে ক্ষমতা হল আমার দুর্বলতা, আমার বাজে ইচ্ছা। এটা একটা মজার বিষয়, হ্যারি, যারা ক্ষমতার জন্য

যোগ্য তারা ক্ষমতা চান না। তোমার মত যাদের উপর নেতৃত্ব গিয়ে পড়ে, যারা ক্ষমতার পোষাকটি পরতে বাধ্য হয় এবং তারা অবাক হয়ে দেখে যে সেটি বেশ মানিয়ে গেছে।'

'আমি হোগার্টে বেশ নিরিবিলিই ছিলাম। আমি ভাবতাম আমি একজন ভাল শিক্ষক-'

'আপনি ছিলেন সেরা-'

'এ তোমার উদারতা হ্যারি। কিন্তু আমি যখন তরুণ উইজার্ডদের শিক্ষা দেয়া নিয়ে ব্যস্ত তখন গ্রিনডেলভাল্ড তার বাহিনী গঠন করছে। লোকে বলে সে আমাকে ভয় পেত। হয়তো বা তাই। কিন্তু সেটা আমি তাকে যে ভয় পেতাম তার চেয়ে বেশি না।

'ও, মারা যায়নি,' ডাম্বলডোর হ্যারির চোখে প্রশ্ন দেখে বললেন। 'যাদুর মাধ্যমে সে আমাকে কিছু করতে পারতো তাও না। আমি জানতাম যে আমাদের দু'জনের মধ্যে সাযুজ্য আছে। হয়তো আমি তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি দক্ষ ছিলাম। আমি তাকে ভয় পেতাম সেটাও সত্যি। তুমি জানো, আমি কখনো জানতাম না যে আমাদের মধ্যে কার ছুড়ে দেয়া কার্সের দ্বারা আমার বোন মারা গিয়েছিল। তুমি আমাকে ভীতু বলতে পারো, সেটা ঠিক বলা হবে। হ্যারি, এ ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই যে আমি আমার বোনের মৃত্যু ডেকে এনেছিলাম। শুধু আমার উদ্ধত আচরণ বা নির্বুদ্ধিতা দিয়েই নয়, আমিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আঘাত শুরু করেছিলাম যার কারণে তার প্রাণ চলে যায়।

'আমার ধারণা সে এটা জানতো। আমার ধারণা সে জানতো যে আমি কেন আতঙ্কিত। যে পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা না হওয়াটা লজ্জাজনক না হতে পারতো, সে পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতকে বিলম্বিত করেছিলাম। তখন মানুষ মরছিল, সে অপ্রতিরোধ্য হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি যা করতে পারতাম তাই আমাকে করতে হয়েছিল।'

'ওয়েল, তুমি জানো তারপর কি ঘটেছিল। আমি তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছিলাম। আমি যাদুদণ্ডটি জিতে নিয়েছিলাম।'

আবার নিরবতা নেমে এল। হ্যারি জানতে চাইল না, যে ডাম্বলডোর জানেন কিনা কে অরিয়ানাকে আঘাত করেছিল। সে এটা জানতে চায় না, এমনকি ডাম্বলডোর তাকে বলুক সেটাও চাইল না। অবশেষে সে জানতে পারল ডাম্বলডোর আয়নায় তাকালে কী দেখতে পেতেন। এবং কেন ডাম্বলডোর হ্যারির উপর প্রয়োগ করা ঘটনাগুলোর ব্যাপারে এতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

তারা দু'জনই নিরবে বসে রইল দীর্ঘক্ষণ। পেছনে ওই প্রাণীটির গোঙাতে থাকা হ্যারিকে আর কোনো সমস্যা করছে না।

অবশেষে হ্যারি বলল, 'গ্রিনডেলভাল্ড চেষ্টা করেছিল যাতে ভোল্ডেমর্ট যাদুদণ্ডটি না খোঁজে। আপনি জানেন সে মিথ্যা কথা বলেছিল। ভান করেছিল যে যাদুদণ্ডটি কখনো তার কাছে ছিল না।'

ডাম্বলডোর মাথা নাড়লেন। তিনি তার কোলের দিকে তাকালেন। তখনো তার চোখ থেকে জল বেরিয়ে নাকের উপর দিয়ে চিকচিক করছে।

মানুষ বলে সে নাকি পরবর্তী বছরগুলোতে নুরমেনগার্ডের সেলের ভেতর বসে অনুতাপ করেছিল। আমার মনে হয় এটা ঠিক কথা। আমি এটা ভাবি যে সে যা করেছে তার ব্যাপারে নিজে ভয় এবং লজ্জা অনুভব করেছে। হয়তোবা ভোল্ডেমর্টের কাছে মিথ্যা বলেছিল সংশোধন হওয়ার চেষ্টায়....ভোল্ডেমর্টকে হ্যালো হাতিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে চেয়েছিল...'

'...অথবা আপনার কবরটি ভেঙে প্রবেশ করাটা থেকে বাধা দিতে চেয়েছিল?' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর শান্তভাবে তাকালেন।

সামান্য সময় বিরতি নিয়ে হ্যারি বলল, 'আপনি কি পুনরায় জন্মের পাথরটি ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন?'

ডাম্বলডোর মাথা দোলালেন।

'অতগুলো বছর পার করে আমি যখন এটা গাউন্টের পরিত্যক্ত বাড়িতে আবিষ্কার করলাম, তখন আমি সবগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। যদিও আমি অল্প বয়সে একটি ভিন্ন কারণে এটির উপর আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হ্যারি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এটি ইতিমধ্যেই একটি হরক্রুক্সে পরিণত হয়েছে এবং হরক্রুক্স-এর রিং নিশ্চিতভাবেই একটি কার্স বহন করছে। আমি এটি তুলে নিলাম এবং পড়লাম, আমার মনে হয়েছিল আমি আমার বোন অরিয়ানাকে, আমার মাকে, আমার বাবাকে বোধহয় দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমি খুবই দুঃখিত সেটা বলতে পারবো....

'আমি এমনই বোকা ছিলাম, হ্যারি। ওই বছরগুলোতে আমি কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ডেথলি হ্যালোগুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে অকেজো ছিলাম। আমি সেটি বারবার প্রমাণ করেছি এবং এক্ষেত্রেও তাই করেছি।

'কেন?' হ্যারি বলল। 'এটাতো খুব স্বাভাবিক! আপনি আপনার পরিবারের লোকগুলোকে দেখতে চেয়েছিলেন। এতে সমস্যার কি আছে?'

'হয়তো দশ লক্ষ লোকের ভেতর একজন হ্যালোগুলো একত্র করতে পারে, হ্যারি। আমি শুধু এটি নিজের করতে পেরেছিলাম। আমি এলডার যাদুদণ্ডটির মালিক হয়েছিলাম সেটার জন্য দম্ভ করতে নয়। অথবা সেটা দিয়ে কাউকে হত্যা করতে নয়। ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যবহার করতে আমার অনুমতি ছিল, কারণ আমি সেটা নিয়মানুযায়ী নিয়েছিলাম, নিজে লাভবান হওয়ার জন্য নয় বরং

ওটা থেকে অনেকের জীবনকে রক্ষা করতে।

'কিন্তু ওই আলখাল্লাটি আমি নিয়েছিলাম কিউরিসিটি থেকে। ফলে এটা কখনোই আমার হয়ে কাজ করতো না, যা এর আসল মালিক হিসাবে তোমার জন্য করছে। আর ওই পাথরটি আমি হয়তো ব্যবহার করতে পারতাম যারা অপর প্রান্তে শান্তিতে আছেন তাদেরকে টেনে আনার জন্য, তোমার মত আত্মত্যাগের জন্য নয়।

ডাম্বলডোর হ্যারির হাতের উপর চাপড়ে দিলেন। হ্যারি বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকালো এবং হাসল : তার এখন আর কিছু করার নেই, ডাম্বলডোরের উপর সে এখন রাগ করে থাকবে কীভাবে?

'আপনি সবকিছুকে এত কঠিন করে ফেলেছিলেন কেন?'

ডাম্বলডোর কেঁপে কেঁপে হাসলেন।

'আমার ভুল হতে পারে, আমার ভাবনা ছিল যে মিস গ্র্যাঞ্জার তোমার কাজের তাড়াহুড়োকে ধীর করবে । আমার ভয় ছিল যে তোমার গরম মাথা তোমার ভাল মনটির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তুমি এই সকল আকর্ষণীয় বিষয়গুলো যদি তক্ষণি জানতে পার তা হলে দ্রুত ভুল করে হ্যালোগুলোকে অধিগ্রহণ করতে যাবে। আমি চেয়েছিলাম, তুমি তখনই ওগুলোর উপর হাত দিবে যখন সেগুলো নিরাপদে নিজের করে নিতে পারবে । আমার মত ভুল সময়ে ভুল পদক্ষেপ না হয়। তুমি হলে সত্যিকারের মাস্টার অব ডেথ, কারণ সত্যিকারের মাস্টার অব ডেথ মৃত্যু দেখে পালিয়ে যায় না। সে একমাত্র মেনে নেয় যে তাকে মরতে হবে। সে একমাত্র বুঝতে পারে যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ অনেক কিছু পৃথিবীতে আছে।'

'আর ভোল্ডেমর্ট এই হ্যালোসগুলো সম্পর্কে কিছু জানতো না?'

'আমার তা মনে হয় না, কারণ সে পুনর্জন্মের পাথরটিকে সে হরক্রুক্সে পরিণত করেছে। এবং যদি সে জানতো, হ্যারি, আমার ধারণা তাহলে সবকিছু রেখে সে এটার উপরই আগ্রহী হয়ে উঠত। সে ভাবতো না যে আলখাল্লাটি তার দরকার। আর পাথরটির ব্যাপারে, সে তাকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইত। সে মৃত্যুকে ভয় পায়। সে ভালবাসা জানেনা'

'কিন্তু আপনার মনে হয়েছিল যে সে যাদুদণ্ডটির পেছনে ছুটবে?'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সে এই চেষ্টা করবে। বিশেষ করে লিটল হেঙ্গলটনের কবরস্থানে তোমার যাদুদণ্ডটি তারটিকে পরাস্থ করার পর। প্রথমে সে ভয় পেয়েছিল যে তুমি তার চেয়ে অধিক দক্ষ হয়ে জয় পেয়েছ। কিন্তু সে যখন অলিভ্যান্ডারকে অপহরণ করল তখন সে আবিষ্কার করে টুইন কোর্সের বিষয়টি। সে মনে করেছিল সব কিছুর ব্যাখ্যা পেয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও সে যে যাদুদণ্ডটি ধার করেছিল সেটা তোমারটার চেয়ে ভাল ছিল না। এরপর ভোল্ডেমর্ট নিজেকে

একবারও জিজ্ঞেস করল না যে তোমার যাদুদণ্ডটি এত শক্তিশালী কেন, তোমার যাদুদণ্ডতে এমন কি আছে যা তার নেই। সে স্বভাবতই এমন যাদুদণ্ড খুঁজতে থাকল যেটা যে কোনো যাদুদণ্ডকে পরাজিত করতে পারে। সুতরাং এলডার ওয়্যান্ডের জন্য সে মরিয়া হয়ে গেল। সে বিশ্বাস করা শুরু করে যে এলডার ওয়্যান্ড তার সব দুর্বলতা দূর করে দেবে এবং তাকে সত্যিকারের অজেয় করে তুলবে। বেচারা সেভেরাস....'

'যদি আপনি স্নেইপের সঙ্গে আপনার মৃত্যুর পরিকল্পনা করে থাকেন, আপনি তাকে এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এলডার ওয়্যান্ডটিকে সহ, তাই না?'

'আমি স্বীকার করছি যে আমার ইচ্ছাটা সে রকমই ছিল,' ডাম্বলডোর বললেন। 'কিন্তু আমার ইচ্ছামত কাজ হয়নি, ঠিক না?'

'না,' হ্যারি বলল।

তাদের পেছনে প্রাণীটি গোঙাতে থাকল এবং লাফাতে থাকল। হ্যারি এবং ডাম্বলডোর দীর্ঘ সময় নিয়ে চুপ করে থাকল। বুঝতে চেষ্টা করল যে পরবর্তীতে হ্যারির ব্যাপারটি কি হতে যাচ্ছে।

'আমাকে ফিরে যেতে হবে, তাই না?'

'সেটা নির্ভর করছে তোমার উপর।'

'আমি ইচ্ছামত বেছে নিতে পারি?'

'ওহ্, হ্যাঁ।' ডাম্বলডোর বললেন। তিনি হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তুমি বলছিলে না যে আমরা কিংস ক্রসে আছি? আমি মনে করি তুমি যদি ফিরে না যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে সেটা পারবে... বলা যায়... একটি ট্রেনে আছো।'

'এ ট্রেন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'পথে,' ডাম্বলডোর অতি সাধারণভাবে বললেন।

আবার নিরবতা।

'এলডার ওয়্যান্ডটি ভোল্ডেমর্টের হাতে?'

'ঠিক, এলডার ওয়্যান্ডটি ভোল্ডেমর্টের হাতে।'

'কিন্তু আপনি চান আমি ফিরে যাই?'

'আমি মনে করি,' ডাম্বলডোর বললেন। 'যদি তুমি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে তার অবসানের সম্ভাবনা থাকে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। কিন্তু আমি এটা জানি হ্যারি, তোমার এখান থেকে ফিরে যাওয়াটা তার চেয়ে কম ভয়ের।'

হ্যারি আবার ওই দূরে চেয়ারের নিচে কাঁপতে থাকা প্রাণীটির দিকে তাকালো।

'এই মৃতের জন্য দুঃখ করো না হ্যারি। দুঃখ করো ভালবাসাহীন বেঁচে থাকার ব্যাপারে। ফিরে গেলে তুমি দেখতে পাবে কিছু আত্মা আহত হয়েছে, কিছু পরিবার

ছিন্নছিন্ন হয়ে গেছে। সেটাকে যদি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে এই বর্তমান থেকে আমরা দু'জন দু'জনকে বিদায় বলতে পারি।'

হ্যারি মাথা দোলালো এবং একটি নিঃশ্বাস ছাড়ল। এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াটা বনের ভেতর দিয়ে সেই হেঁটে যাওয়ার মত কষ্টকর হবে না। কিন্তু এ জায়গাটি উষ্ণ, উজ্জ্বল এবং শান্তিময়। সে জানে যে সে ফিরে যাচ্ছে অনেক যন্ত্রণা, অনেক হারানোর ভয়ের ভেতর। হ্যারি উঠে দাঁড়ালো, এবং ডাম্বলডোরও তাই করলেন। বেশ খানিক সময় তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

'একটা শেষ কথা আমাকে বলেন,' হ্যারি বলল। 'আমাদের এ অবস্থান বাস্তব, নাকি আমার মাথার ভেতর থেকে প্রসূত?'

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে ঝুকলেন। যদিও কুয়াশা আরো ঘণ হয়ে আসছে এবং তার শরীরটা অস্পস্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার গলার স্বর দৃঢ় এবং উচু শোনা গেল।

'অবশ্যই এটা তোমার মাথার ভেতর ঘটছে, হ্যারি, কিন্তু কেন তুমি ভাবতে যাও যে এটা বাস্তব নয়?'

অধ্যায়-৩৬

দ্য ফ্লু ইন দ্য প্ল্যান

হ্যারি আবারো মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বনের গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে। সে থোতমার নিচে মাটির ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করছে এবং চশমার কবজা অনুভব করল। পড়ে যাওয়ার সময় সেটি ছিটকে পড়েছিল এবং ওর কপালও কেটে গেছে। শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে। এবং শরীরের যে জায়গাটিতে কার্স লেগেছে সেখানে মনে হচ্ছে যেন লোহার দস্তানা পরে ঘুষি মেরেছে। সে নড়াচড়া করেনি, ঠিক যেভাবে পড়েছে সেভাবেই উবু হয়ে আছে। বা হাতটি বাঁকা হয়ে পড়ে আছে, মুখটি হা করা।

সে মনে করল, তার মৃত্যুতে চিৎকার, আনন্দ উল্লাসের শব্দ পাওয়া যাবে, কিন্তু দ্রুত চলার পায়ের শব্দ এবং ফিসফিস করে শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাতাসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'মাই লর্ড...মাই লর্ড...'

বেলাট্রিক্সের গলা। তার কণ্ঠস্বরে মনে হল যেন সে প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যারি চোখদুটো খোলার সাহস পেল না। কিন্তু তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলো

সজাগ রেখে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। সে বুঝতে পারল যে তার যাদুদণ্ডটি এখনো বুকের ভেতরে লুকানো আছে। কারণ উবু হয়ে থাকার ফলে যাদুদণ্ডটির চাপ লাগছে বুকে। পেটের কাছে সামান্য বালিশের মত অনুভব হওয়ায় বুঝতে পারল অদৃশ্য আলখাল্লাটিও গাউনের নিচে পেটের কাছে লুকানো আছে।

'মাই লর্ড...'

'কাজ হবে,' ভোল্ডেমর্টের গলা শোনা গেল।

আরো পায়ের শব্দ। একই জায়গা থেকে যেন কয়েক জনের পেছনে সরে যাওয়ার শব্দ। কী ঘটছে সেটা বোঝার জন্য অস্থির হয়ে হ্যারি চোখটা অতি সামান্য, এক মিলিমিটার পরিমান খুলল।

মনে হল ভোল্ডেমর্টের্র পা দেখতে পেল। তার কাছাকাছি থেকে বেশ কয়েকটি ডেথ-ইটার দ্রুত সরে গেল। ভীড়ের ভেতর যেন জায়গা পরিস্কার করল। বেলাট্রিক্স হাঁটু গেড়ে ভোল্ডেমর্টের পেছনেই অবস্থান করছে।

হ্যারি আবার চোখ বন্ধ করল এবং যা দেখল তা বুঝতে চেষ্টা করল। ডেথ-ইটাররা ভোল্ডেমর্টের চারপাশে ভীড় করে আছে। মনে হল যেন ভোল্ডেমর্ট মাটিতে পড়ে আছে। সে যখন হ্যারিকে কার্স ছুড়ে দিয়েছে তখন কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। ভোল্ডেমর্টও কি আঘাত পেয়েছে? তাই তো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে দু'জনই পড়ে অচেতন হয়ে গিয়েছিল এবং দু'জনই এখন আবার চেতনা ফিরে পাচ্ছে...

'মাই লর্ড, আমাকে দিন...'

'আমার কোনো সাহায্যর দরকার নেই,' ভোল্ডেমর্ট শান্তকণ্ঠে বলল। যদিও দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু হ্যারির মনে হল বেলাট্রিক্স তার সাহায্যে বাড়িয়ে দেয়া হাতটি সরিয়ে নিল। 'এই ছোকরাটি...সে কি মরে গেছে?'

পুরো জায়গাটায় যেন নিরবতা নেমে এল। কেউ হ্যারির দিকে এগিয়ে এল না, কিন্তু সবগুলো চোখ তারদিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে। মনে হল সে মাটির সঙ্গে আরো চাপ অনুভব করল। হ্যারি ভয় পেল হয়তো তার একটি আঙুল বা একটুখানি চোখের পলক নড়ে ওঠে কি না।

'তুমি,' ভোল্ডেমর্ট বলল। তখনই একটি শব্দ হল এবং ছোট করে আহত চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। 'তুমি ওকে পরীক্ষা করে দেখ! আমাকে জানাও সে মরে গেছে কি না।'

হ্যারি বুঝতে পারল না কাকে পরীক্ষা করতে পাঠানো হল। সে শুধু শুয়ে থাকতে পারে তার হৃদপিণ্ড বিশ্বাসঘাতকের মত জোরে জোরে লাফাচ্ছে। সে শুধু পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু একই সময় একটুখানি স্বস্তির সঙ্গে হ্যারি অনুভব করল যে ভোল্ডেমর্ট নিজে সতর্ক হয়ে তার কাছে আসেনি। তারমানে

ভোল্ডেমর্ট সন্দেহ করেছে যে সবকিছু ঠিকঠাক মত হচ্ছে না...

হ্যারির প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কোমল একটি হাত তার মুখ স্পর্শ করল। হ্যারির চোখের পাতা টেনে দেখল। শার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল। বুক পর্যন্ত হাত নিয়ে হ্যারির হৃদপিণ্ডটা পরীক্ষা করল। হ্যারি মহিলার ঘণ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। মহিলার চুলগুলো এসে মুখের উপর পড়ল। হ্যারি বুঝতে পারল যে মহিলা ওর বুকের হৃদপিণ্ড চলার শব্দটি শুনতে পেয়েছে।

'ড্র্যাকো কি বেঁচে আছে? সে কি ক্যাসলে?'

ফিসফিস করে কথাটা কোনোক্রমে শোনা গেল। তার মুখটি হ্যারির কান থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে। তার মাথাটি হ্যারির মুখের এতটা কাছে যে মহিলার চুলগুলো অন্যদের দেখাটা ঢেকে ফেলেছে।

'সে কোনোক্রমে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল,'হ্যাঁ।'

হ্যারি অনুভব করল যে মহিলার হাত তার পেটে এক ধরণের যোগাযোগ তৈরি করেছে। তার নখগুলো দিয়ে হ্যারির পেটের উপর একটু চাপ দিল। তারপর হাতটি তুলে নিয়ে সে উঠে বসল।

'সে মারা গেছে!' তাকিয়ে থাকা অন্যদের দিকে চেয়ে নার্সিসা ম্যালফয় বলল।

এবার তারা চিৎকার করতে শুরু তরল, উল্লাস করতে শুরু করল। পা বাড়ি দিতে থাকল। হ্যারি চোখের কোণ দিয়ে দেখল তারা আনন্দ করতে আকাশে নীল লাল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সে মরার মত ভান করে থেকে বুঝতে পারল। নার্সিসা জানে হোগার্টে প্রবেশের অনুমতি একমাত্র মিলবে এবং সন্তানকে খুঁজে পাওয়া যাবে যদি বিজয়ী আর্মির অংশ হিসাবে যাওয়া যায়। ভোল্ডেমর্ট জয় পেল কিনা সেটা তার কাছে এখন আর কোনো বিষয় নয়।

'তোমরা দেখেছ!' ভোল্ডেমর্ট হট্টগোল করতে থাকাদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে বলল। 'হ্যারি পটারের আমার হাতেই মৃত্যু হয়েছে! এখন জীবিত কোনো লোকই আমার জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারবে না! দেখ! ক্রুসিও!'

হ্যারি এটি ধারণা করছিল। সে জানতো যে তার শরীরটিকে এভাবে জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকতে দেবে না। ভোল্ডেমর্টের বিজয়কে প্রমাণের জন্য শরীরটিকে অপমান করতে চেষ্টা চলবে। হ্যারিকে শুন্যে তুলে ফেলা হল। হারি দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করে নিথর হয়ে থাকল। তারপরও যতটা ব্যথা সে আশা করেছিল ততটা হল না। তাকে একবার, দুবার, তিনবার শুন্যে ছুড়ে দেয়া হল। তার চোখের চশমাটি ছিটকে পড়ল। গাউনের নিচে কোমরে লুকিয়ে রাখা যাদুদণ্ডটি একটু খানি নড়ে গেল। কিন্তু সে তার শরীরটিকে নিথর এবং প্রাণহীন করে রাখল। শেষবার যখন তার শরীরটা মাটিতে পড়ল তখন উপস্থিত সবাই উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল, উল্লাস করে

হাসতে থাকল।

'এখন,' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'আমরা ক্যাসলে ফিরে যাব। এবং ওদেরকে দেখাবো যে তাদের হিরোর কি অবস্থা হয়েছে। দেহটি কে বয়ে নেবে? না, দাঁড়াও-

বেশ কয়েকজন হেসে উঠল এবং একটু পরেই হ্যারি অনুভব করল তার নিচের মাটি একটু কেঁপে উঠল।

'তুমি ওকে বয়ে নিয়ে যাবে,' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'তোমার কাঁধে তাকে সুন্দর দেখাবে, তাই না? তোমার ছোট্ট বন্ধুটিকে তুলে নাও, হ্যাগ্রিড! আর ওই চশমাটি- চশমাটি পরিয়ে দাও- তাকে যেন চেনা যায়।'

কেউ একজন হ্যারির চশমাটি তার চোখে ঠেসে পরিয়ে দিল। কিন্তু যে বিশাল হাতটি তাকে তুলে ধরল সেটি যথেষ্ট কোমল। হ্যারি অনুভব করল হ্যাগ্রিডের হাতটি কাঁপছে, সে কাঁদছে সেটি বোঝা গেল। ওকে হাতে তুলে নেয়ার সময় তার চোখের পানি হ্যারির গায়ে পড়ল। কিন্তু এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি সেটা হ্যাগ্রিডকে বোঝানোর কোনো চেষ্টা করার সাহস দেখালো না। একটু নড়ল না বা কিছু বলতে চেষ্ট করল না।

'চলো,' ভোল্ডেমর্ট বলল। হ্যাগ্রিড সামনের দিকে পা ফেলল। সে ছোট ছোট গাছ ঠেলে সামনের জঙ্গলের দিকে যেতে থাকল। গাছের শাখাগুলো হ্যাগ্রিডের চুল এবং গায়ের পোষাকে আটকে যাচ্ছে। আর হ্যাগ্রিডের কাঁদতে থাকার কারণে কেউ লক্ষ করতে পারল না যে হ্যারির একটু আধুট পালস চলছে কিনা-

ডেথ-ইটারদের পেছনে দৈত্য দুটি আসতে থাকল। হ্যারি তাদের চলার কারণে মড়মড় করে গাছে ভাঙার শব্দ শুনতে পেল। ওরা এমনভাবে উচ্চ শব্দ করতে থাকল যে গাছের পাখিগুলো উচ্চ আকাশে উঠে চিৎকার করতে থাকল। এমনকি ডেথ-ইটারদের উল্লাসের শব্দও চাপা পড়ে গেল। বিজয়ের মিছিল ফাকা জায়গার দিকে চলতে থাকল। এবং হ্যারি বন্ধ চোখে আলো পড়া থেকে বুঝতে পারল যে জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে।

'বেইন!'

হ্যাগ্রিডের চিৎকারের কারণে হ্যারি প্রায় চোখ খুলে ফেলেছিল। 'তোমরা এখন সুখি তো, তোমরা যুদ্ধ করলে না, ভীতুর হদ্দগুলো! এখন খুশি যে হ্যারি পটার মরে গেছে...?'

হ্যাগ্রিড আর বলতে পারল না। আবার কেঁদে ফেলল। হ্যারি ভাবল কত প্রাণী ওদের এই মিছিল দেখছে? সে দেখার জন্য চোখ খোলার সাহস পেল না। পাশ দিয়ে যাবার সময় বেশ কিছু সেনটাউরকে ডেথ-ইটাররা তিরস্কার করল। একটু পরেই হ্যারি অনুধাবন করল যে ওরা জঙ্গলের এক প্রান্তে চলে এসেছে।

'থামো।'

হ্যারি ভাবল যে অবশ্যই হ্যাগ্রিডকে ভোল্ডেমর্টের আদেশ মানতে হবে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভূত হল। হ্যারি ডেমেনটরদের কর্কশ শব্দ শুনতে পেল, ওরা গাছগুলোর ভেতর দিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। এখন ওরা হ্যারির জন্য কোনো সমস্যা নয়। ওর নিজের বেঁচে থাকাটাই হ্যারির ভেতরে এখন পোড়াচ্ছে, তাদের বিরূদ্ধে এক মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ, যেন ওর বাবা হৃদয়টা রক্ষা করে চলছে।

কেউ একজন হ্যারির পাশ দিয়ে চলে গেল। হ্যারি বুঝল যে এটা ছিল ভোল্ডেমর্ট। কারণ পর মুহূর্তেই ভোল্ডেমর্ট কথা বলে উঠল। তার কণ্ঠে এমন এক যাদুর মত চুম্বকায়িত করা যে মাটিতে ধাক্কা খেয়ে তা হ্যারির কানে এসে বাজল।

'হ্যারি পটার মারা গেছে। সে পালাবার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করা হয়। সে তোমাদেরকে তার নিজের জন্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা তার দেহটি প্রমাণ হিসাবে নিয়ে এসেছি যে তোমাদের হিরো শেষ হয়ে গেছে।

'যুদ্ধে জয় হয়ে গেছে। তোমরা তোমাদের অর্ধেক যোদ্ধাকে হারিয়েছ। আমার ডেথ-ইটাররা তোমাদের সংখ্যাকে একেবারে কমিয়ে দিয়েছে এবং বয়-হু-লিভড খতম হয়ে গেছে। এখন আর কোনো যুদ্ধ হবে না। পুরুষ, নারী বা শিশু যেই এখন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে তাকে হত্যা করা হবে, তাদের তাদের পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে। ক্যাসল থেকে বেরিয়ে আসো, মাথা নত করে আমার সামনে দাড়াও তাহলে তোমরা বেঁচে যাবে। তোমাদের পিতা-মাতা এবং সন্তানরা, তোমাদের ভাই-বোনরা বেচে যাবে। সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং আমার সঙ্গে যোগদান করো। আমরা নতুন করে জগত তৈরি করবো।

ক্যাসল এবং ক্যাসলের বাইরে গ্রাউন্ডে সুনসান নিরবতা। ভোল্ডেমর্ট হ্যারির এতটা কাছে চলে এসেছে যে হ্যারি চোখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

'আসো,' ভোল্ডেমর্ট বলে চলতে শুরু করল। হ্যাগ্রিড তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল। এবার হ্যারি সামান্য একটু চোখের পলক ফাঁক করে দেখল ভোল্ডেমর্ট ওদের আগে আগে হাঁটছে এবং তার গলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাগিনী। নাগিনীকে এখন যাদু করা খাঁচা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ডেথ-ইটারদের চোখ ফাকি দিয়ে হ্যারির গাউনের নিচে লুকানো যাদুদণ্ডটি বের করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ডেথ-ইটারগুলোও ওদের দু'পাশে চলছে...

'হ্যারি,' হ্যাগ্রিড ফোপাতে থাকল, 'ওহ্ হ্যারি... হ্যারি...

হ্যারি ওর চোখ আবার শক্ত করে বন্ধ করল।

হ্যারি আবার শক্ত করে চোখের পাতা বন্ধ করল। হ্যারি বুঝতে পারল যে ওরা ক্যাসলের দিকে আগাচ্ছে। হ্যারি প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করল ডেথ-ইটারদের

কোলাহলের মধ্যে ভেতরে জীবিতদের শব্দ শোনার জন্য।

'থামো।'

ডেথ-ইটাররা দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বুঝতে পারল ওরা ছড়িয়ে পড়ছে স্কুলের দরোজার চারদিকে। সে চোখের পাতা বন্ধ অবস্থাতেই দেখতে পেল যে এনট্রান্স হলের ভেতর থেকে ওর উপর আলো এসে পড়েছে। সে অপেক্ষা করল। যাদের জন্য হ্যারি মরতে চেষ্টা করেছে তারা যে কোনো মুহূর্তে দেখতে পাবে যে দৃশ্যত হ্যারি মারা গেছে, এবং এখন হ্যাগ্রিডের কাধের উপর।

'না!'

এই চিৎকারটি তার কাছে ভয়ানক মনে হল, কারণ সে আশা করেনি বা স্বপ্নেও ভাবেনি যে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এভাবে আওয়াজ করতে পারেন। সে কাছে থেকেই অন্য একজন মহিলার উচ্চহাসির শব্দ শুনল। প্রফেসরের ওই হতাশ আওয়াজের উত্তরে বেলাট্রিক্স হেসে উঠেছে। সে মুহূর্তের জন্য চোখ খুলে দেখল যে দরোজার সামনে অনেকে জড়ো হয়েছে। যুদ্ধে যারা জীবিত আছে তারা সামনে এগিয়ে এসেছে তাদের পরাজয়কারীকে এবং হ্যারির সত্যিকারের মৃতদেহটা দেখতে। হ্যারি দেখল ভোল্ডেমর্ট তার থেকে একটু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটি স্যাদা আঙুল দিয়ে নাগিনীর মাথা বুলাচ্ছে। সে আবার চোখ বন্ধ করল।

'না!'

'না!'

'হ্যারি! হ্যারি!'

রন, হারমিয়ন এবং জিনির গলা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের চেয়েও আরো ভয়াবহ শোনালো। হ্যারির মনে হল ওদেরকে ডেকে উঠতে, কিন্তু সে নিথর হয়ে রইল। ওদের চিৎকার মনে হল একটি ট্রিগারের মত কাজ করল, অন্য বেঁচে থাকারাও চিৎকার করে

ডেথ-ইটারদের গালিগালাজ করতে থাকল। যে পর্যন্ত-

'শান্ত হও! ভোল্ডেমর্ট উচ্চস্বরে বলল। একটি বিকট শব্দ হল এবং আলোর ঝলকানি দেখা গেল। নিরবতা ওদের উপর প্রয়োগ করা হল। 'খেলা শেষ হয়ে গেছে! ওকে নিচে আমার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখো, হ্যাগ্রিড! এই স্থানের জন্য সে উপযুক্ত!'

হ্যারি বুঝতে পারল তাকে ঘাসের উপর নামিয়ে রাখা হল।

'তোমরা দেখেছ?' ভোল্ডেমর্ট বলল। এবং হ্যারি অনুভব করতে পারল তাকে যেখানে নামিয়ে রাখা হয়েছে তার পাশেই লম্বা পা ফেলে ভোল্ডেমর্ট সামনে পেছনে হাঁটছে। 'হ্যারি পটার মৃত! এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ বোকার দল? সে কোনো কিছুই ছিল না। সে একটা ছেলে যে নিজের জন্য অন্যদের ত্যাগের উপর নির্ভর

করতো।'

'সে তোমাকে পরাজিত করেছে!' রনের চিৎকার শোনা গেল। যাদু ভেঙ্গে গেছে। ফলে স্কুল রক্ষাকারীদের চিৎকার চেচামেচি আবারো শোনা গেল। এবার আরো জোরে শব্দ হল। এবং আবারো সবার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

'সে নিহত হয়েছে যখন সে ক্যাসলের মাঠ দিয়ে চুপে চুপে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন,' ভোল্ডেমর্ট বলল। এ মিথ্যা বলার সময় তার কণ্ঠে একটা আত্মসুখ ফুটে উঠল। 'নিহত হয়েছে যখন সে শুধু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল-'

কিন্তু ভোল্ডেমর্ট হঠাৎ থেমে গেল : হ্যারি একটা শব্দ পেল এবং সঙ্গে একটি চিৎকার। তারপর আরো একটি ধুম করে শব্দ। একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল এবং তারপর ব্যাথায় ঘোৎ ঘোৎ শব্দ শোনা গেল। হ্যারি প্রায় শুন্যের কাছাকাছি পরিমান চোখ খুলল। কেউ একজন ভীড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে এবং ভোল্ডেমর্টের দিকে কার্স ছুড়ে দিয়েছে। হ্যারি দেখল সে শরীরটি আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সে পুরোপুরি নিরস্ত্র। ভোল্ডেমর্ট ওই চ্যালেঞ্জারের যাদুদণ্ডটি পাশে ছুড়ে দিয়ে হাসি দিল।

'এটা কে রে?' সাপের মত হিসহিস শব্দ করে সে বলল। 'যুদ্ধে হেরে গিয়েও প্রতিরোধের চেষ্টা করলে কী হতে পারে তার প্রমাণ রাখল এটা কে?'

বেলাট্রিক্স উল্লসিত হয়ে হাসল।

'এটা হল নেভিল লঙবটম, মাই লর্ড! যে ছোকরাটি ক্যারোসকে বহু জ্বালাতন করেছিল। অরোরের ছেলে, মনে করতে পারেন?'

'আহ্, হ্যাঁ মনে পড়েছে,' ভোল্ডেমর্ট বলল। সে চোখ নামিয়ে নেভিলের নিচে নেভিলের দিকে দেখল। নেভিল উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। সে পুরোপুরি নিরস্ত্র, এবং অরক্ষিত। ডেথ-ইটার এবং বেঁচে থাকা ওদের যোদ্ধাদের মাঝামাঝি জায়গায় সে অবস্থান করছে। 'কিন্তু তুমি তো একজন পিওর ব্লাড, তাই না সাহসী ছেলে?' ভোল্ডেমর্ট নেভিলের কাছে জানতে চাইল। সে ভোল্ডেমর্টের দিকে ফিরে আছে, তার খালি হাত মুষ্টিবদ্ধ করছে।

'আমি পিওর ব্লাড হলে কী হল?' নেভিল উচ্চস্বরে বলল।

'তুমি তেজ ও সাহস দেখিয়েছ, এবং তোমার অনেক গুন আছে। তুমি একটি মুল্যবান ডেথ-ইটার হতে পারবে। তোমার মত ডেথ-ইটার আমাদের দরকার নেভিল লঙবটম।'

'অমি তোমার পক্ষে যোগ দেব যখন নরক ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,' নেভিল বলল। 'ডাম্বলডোরের আর্মি!' সে চিৎকার করে বলল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল। ভোল্ডেমর্টের নিরব করার যাদু কাজ করল না।

'ভাল কথা,' ভোল্ডেমর্ট বলল। হ্যারির কানে তার কণ্ঠ শক্তিশালী কার্সের

চেয়েও বিপদজনক শোনাল। 'সেটাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয় লঙবটম, তাহলে আমরা আমাদের পুর্ব পরিকল্পনায় ফিরে যাই।' ভোল্ডেমর্ট শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার মাথায় হয়ে যাক।'

হ্যারি পলকের মধ্যে নিচ দিয়ে দেখল ভোল্ডেমর্ট তার যাদুদণ্ডটি উপরে তুলেছে। এক সেকেন্ড পরেই ক্যাসলের ভাঙা জানালা দিয়ে পাখির মত কিছু একটা বের হয়ে উড়ে এসে ভোল্ডেমর্টের হাতের উপর চলে এল। ভোল্ডেমর্ট সেটির এক প্রান্তে ধরে ঝাকি দিল এবং তা হাতে ঝুলিয়ে ধরল : এটা হল সর্টিং হ্যাট।

'হোগার্টস স্কুলে আর কোনো সর্টিং-এর ব্যবস্থা থাকবে না,' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'কোনো আলাদা আলাদা হাউস থাকবে না। সবার জন্য একমাত্র আমার মহান পূর্ব পুরুষদের সালাজার স্লিথারিনই থাকা যথেষ্ট। তাই না নেভিল লঙবটম?'

সে তার যাদুদণ্ডটি নেভিলের দিকে তাক করল। নেভিল স্থির এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভোল্ডেমর্ট যাদুদণ্ড দিয়ে নেভিলের মাথায় হ্যাটটি পরিয়ে দিল। সেটি তার চোখ পর্যন্ত ঢেকে দিল। ক্যাসলের সামনের ভীড় থেকে তাকিয়ে থাকা সবার মধ্যে নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। ডেথ-ইটাররা যাদুদণ্ড তুলে ধরে রেখে যোদ্ধাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখল।

'নেভিল এখন প্রমান করছে যে আমার বিরুদ্ধে বোকার মত প্রতিরোধ করলে তাঁর পরিণতি কী হয়,' ভোল্ডেমর্ট বলল। তার যাদুদণ্ডতে একটি চাপ দিতেই সর্টিং হ্যাটটিতে আগুনের মত ধোয়া বের হতে শুরু করল।

চারদিকে চিৎকার উঠল। নেভিল ধোয়ায় ডুবে গেল। সে জায়গায় গেথে গেছে, নড়তে পারছে না। হ্যারি আর বিষয়টি সহ্য করতে পারছে না : তাকে এখনই অবশ্যই কিছু করতে হবে-

ঠিক সেই মুহূর্তেই একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

স্কুলের দূরের দেয়ালের ওপাশ থেকে অনেক গর্জন শোনা যেতে থাকল। মনে হল যেন ঝাক ধরে শতশত লোক দেয়ালের ওপাশ থেকে ক্যাসলের দিকে ছুটে আসছে। তারা সবাই যুদ্ধের চিৎকার করছে। একই সময় গ্রোপ গাছ গাছালি ভেঙেচুরে ক্যাসলের পাশ দিয়ে বের হয়ে আসল। সে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাগার!' তার চিৎকারের জবাবে ভোল্ডেমর্টের দৈত্য দুটি চিৎকার করে উঠল। এ দু দৈত্য গ্রোপের দিকে বন্য হাতির মত দৌড়ে যেতে শুরু করল। ওদের পা ফেলার কারণে মনে হল যেন মাটিতে ভূমিকম্প হচ্ছে। এরপরই অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ এবং নাকের হোসহোস শব্দ পাওয়া গেল। এবং হঠাৎ ডেথ-ইটারদের ভেতর তীর এসে পড়তে থাকল। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং বিস্মিত হয়ে চিৎকার করতে থাকল। হ্যারি দ্রুত ওর গাউনের নিচ থেকে অদৃশ্য আলখাল্লাটি বের করে ফেলল এবং গায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল। নেভিলও নড়ে উঠল।

এক ঝটকায় নেভিল কার্সের মাধ্যমে আটকে থাকা অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। জ্বলতে থাকা হ্যাটটি থেকে নিজেকে মুক্ত করল এবং গভীর কোনো জায়গা থেকে সে চকচকে কোনো একটা কিছু হাতে তুলে নিল, যেটির হাতলটি পান্না দিয়ে তৈরি–

ছুটে আসতে থাকা গর্জনের শব্দে, অথবা লড়াই করতে থাকা দৈত্যগুলোর কারণে, কিংবা ঘোড়া ও মানুষের আকৃতির সেনটাউর পায়ের শব্দের কারণে সিলভারের ব্লেডের ঘোরানোর শব্দ শোনা গেল না, কিন্তু তারপরও সবার চোখে পড়ল। একটি মাত্র ঘোরানো কোপ দিয়ে নেভিল বিশাল সাপটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সাপটি পাক খেয়ে শুন্যে লাফিয়ে উঠল। এনট্রান্স হলের আলোতে চিকচিক করে উঠল। ক্রুদ্ধ চিৎকার দিতে গিয়ে ভোল্ডেমর্টের মুখটি হা হয়ে গেল। সাপটির দেহ ধপাস করে তার পায়ের সামনে মাটিতে আছড়ে পড়ল-

ভোল্ডেমর্ট যাদুদণ্ড তোলার আগেই আলখাল্লার নিচ থেকেই হ্যারি ভোল্ডেমর্ট এবং নেভিলের মাঝখানে একটি চার্ম ছুড়ে দিল। এবং তখনই সব চিৎকার চেচামেচি ছাপিয়ে, দৈত্যগুলোর গর্জন ছাপিয়ে হ্যাগ্রিডের কণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল।

'হ্যারি!' হ্যাগ্রিড বলল। 'হ্যারি- হ্যারি কোথায় গেল!'

চারদিকে বিশৃংখলা। সেনটাউরদের আঘাতে ডেথ-ইটাররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, সবাই দৈত্যগুলোর পায়ের নিচে না পড়ার জন্য ছুটোছুটি করছে। এবং বজ্রপাতের মত শব্দ কাছে আসতে থাকল, কে জানে কোথা থেকে। হ্যারি দেখল একটি বিশাল পাখার প্রাণীগুলো ভোল্ডেমর্টের দৈত্যগুলোর মাথার উপর দিয়ে উড়ছে। থ্রেস্টাল, বাকবিক এবং হিপোগ্রিফ নখ দিয়ে আচড় দিচ্ছে আর গ্রোপ একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে। এবার যাদুকররা, হোগার্টসের রক্ষাকারী বা ভোল্ডেমর্টের ডেথ-ইটাররা সব ক্যাসলের ভেতর ঢুকে যেতে বাধ্য হল। হ্যারি ডেথ-ইটার পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জিঙ্কস এবং কার্স ছুড়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কে বা কোত্থেকে আঘাতটা আসছে। আর ওদের শরীর ভীড়ের ভেতর পায়ের নিচে পড়ছে।

অদৃশ্য আলখাল্লার নিচে থেকেই হ্যারি এনট্রান্স হলের সামনে ধাক্কা খেল। সে ভোল্ডেমর্টকে খুঁজছিল এবং রুমের ভেতরে তাকে দেখতে পেল। সে গ্রেট হলে যেতে যেতে তার যাদুদণ্ড থেকে কার্স ছুড়ছে। ডানে বায়ে কার্স ছুড়তে ছুড়তে সে অনুসারীদের নানা নির্দেশ দিতে থাকল। ভোল্ডেমর্টের কার্সের শিকারদের রক্ষার্থে হ্যারি একের পর এক শিল্ড চার্ম ছুড়তে থাকল। সিমাস ফিনিগান এবং হান্না অ্যাবোট দ্রুত চোখের সামনে দিয়ে গ্রেট হলের দিকে ছুটে গেল। ভেতরে লড়াই করতে থাকা অন্যদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল।

এবার আরো অনেক লোক সামনের দরোজায় ছুটে আসছে। হ্যারি দেখল চার্লি উইসলি হোরাস স্লাগহর্নকে পার হয়ে এল। তার পরনে এখনো মনিমুক্তা খচিত পায়জামা। দেখে মনে হচ্ছে হোগার্টে যেসব ছাত্ররা এখনো লড়াই করছে তাদের আত্মীয় স্বজনরাও চলে এসেছে। এমনকি হগসমিডের দোকানদার এবং বাড়ির মালিকরাও এসে যোগ দিয়েছে। ঘোড়া ও মানুষের আকৃতির সেনটাউর বেন, রোনান এবং মগারিয়ান পায়ের খুরের শব্দ করে এসে হলের ভেতরে ঢুকল এবং হ্যারির পেছনের কিচেনের কপাট ধরাম করে খুলে গেল।

হোগার্টের ঘরের ভূতগুলো ঝাক ধরে এন্ট্রান্স হলে প্রবেশ করতে থাকল। ওরা চাকু এবং ছোরা তুলে ধরে চিৎকার চেচামেচি করতে থাকল। একটির বুকের উপর ওদের রেগুলাস ব্লাকের লকেট লাফাচ্ছে। ক্রিচার! এত কোলাহলের ভেতরও তার ব্যাঙের মত কণ্ঠ শোনা গেল : লড়ে যাও! লড়ে যাও! আমার প্রভুর জন্য লড়ে যাও! তিনি হলেন আমাদের রক্ষাকারী। সাহসী রেগুলাসের নামে ডার্ক লর্ডের বিরুদ্ধে লড়ে যাও! লড়ে যাও!'

ওরা ডেথ-ইটারদের হাঁটুতে, পায়ে কেটে দিচ্ছে। কোপ দিতে থাকল। তাদের ছোট মুখগুলো কঠিন হয়ে উঠল। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখল প্রচুর সংখ্যক ডেথ-ইটার স্পেল লেগে ধরাশায়ী হয়েছে। ক্ষত জায়গার থেকে তীর টেনে বের করছে অথবা ঘরের ভূতদের কোপ খাওয়া জায়গা ঘষছে। অথবা শুধু নিজেরা পালানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিশাল দলের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। হ্যারি দৌড়ে লড়াই করতে থাকাদের ভেতরে চলে গেল। বন্দীদের পার হয়ে সে গ্রেট হলের ভেতর ঢুকল। ভোল্ডেমর্ট একেবারে যুদ্ধের কেন্দ্রে রয়েছে। সে হাতের নাগালের কাছে যাকে পাচ্ছে তাকেই আঘাত করছে। হ্যারি ওকে আঘাত করার জন্য পরিস্কার জায়গা পাচ্ছে না। সে ভীড় ঠেলে কাছে যেতে চেষ্টা করল। তখনো ভোল্ডেমর্টকে দেখা যাচ্ছে। হলের ভেতরে দ্রুত ভীড় বেড়ে চলেছে। সবাই- যারা হাঁটতে পারছে তারাই ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

হ্যারি দেখল ইয়াক্সলিকে ফেলে দিয়েছে জর্জ এবং লি জর্ডান, দেখল দোহোলভ ফ্লিচিকের হাতে ধরাশায়ী হয়ে চিৎকার করছে। দেখল হ্যাগ্রিড ছুড়ে ফেলেছে ওয়ালডেন ম্যাকনায়ারকে। সে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে অচেতন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। হ্যারি দেখল রন এবং নেভিল ফেনরির গ্রেব্যাককে নিচে নামিয়ে আনছে, আবারফোর্থ রুকুডকে স্টান করেছে। আর্থার এবং পার্সি থিকনেসেকে ফেলে দিয়েছে। এবং লুসিয়াস আর নার্সিসা ভীড়ের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই দেখা গেল না, চিৎকার করে নিজেদের ছেলেকে খুঁজছে।

ভোল্ডেমর্ট এখন একসঙ্গে ম্যাকগোনাগল, স্লাগহর্ন এবং কিংসলের সঙ্গে লড়ছে। ওদেরকে চারপাশে ঘিরে ধরা দেখে ভোল্ডেমর্টের চেহারায় একটি শীতল ঘৃণা ফুটে উঠেছে। ওরা তার সঙ্গে ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছেন না-

ভোল্ডেমর্টের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বেলাট্রিক্স এখনো লড়ে যাচ্ছে। সেও তার প্রভুর মত তিনজনের সঙ্গে লড়ছে। হারমিয়ন, জিনি এবং লুনা তিনজনই আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বেলাট্রিক্স একাই ওদের তিনজনের সমান। কিন্তু হ্যারির মনোযোগ চলে গেল জিনির দিকে। তার দিকে একটি কিলিং কার্স ছুড়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু অল্পের জন্য, ইঞ্চিখানেকের জন্য সে বেঁচে গেছে-

হ্যারি দিক পরিবর্তন করল। ভোল্ডেমর্টের দিকে যাওয়ার বদলে সে বেলাট্রিক্সের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু কয়েক পা আগানোর সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ধাক্কা খেয়ে পাশে সরে গেল।

'আমার মেয়েকে না! কুত্তি!'

মিসেস উইসলি দৌড়াতে দৌড়াতে তার আলখাল্লাটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। বেলাট্রিক্স জায়গার উপর ঘুরল। নতুন আরেকজন যোদ্ধাকে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'আমার সামনে থেকে সরো!' মিসেস উইসলি মেয়ে তিনটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন। এবং তার নিজের যাদুদণ্ডটি ঘোরান দিয়ে তিনি বেলাট্রিক্সের সঙ্গে লেগে পড়লেন। হ্যারি আতঙ্কিত ভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে দেখল মলি উইসলির যাদুদণ্ডটি দ্রুত চলছে এবং বেলাট্রিক্স-এর হাসি উবে গেছে। সে ঘোত ঘোত শব্দ করে ফুসছে। দুটি যাদুদণ্ড থেকেই তীব্র আলো ঝলকে উঠল। এই মহিলা যাদুকরদের পায়ের নিচের মেঝে গরম হয়ে উঠেছে এবং ফেটে যাচ্ছে। দুজন মহিলাই দুজনকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে।

'না!' কয়েকজন ছাত্র তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে দেখে মিসেস উইসলি চিৎকার করে বললেন।

'তোমরা সরে যাও! সরে যাও! ওকে আমি দেখব!'

দেয়ালের পাশে এখন শতশত মানুষ দাঁড়িয়ে দু'টি লড়াই দেখছে। একদিকে ভোল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন এবং অন্যদিকে বেলাট্রিক্স আর মলি উইসলি। হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লার ভেতর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি আক্রমণ করতে চাচ্ছে কিন্তু ওদের নিরাপত্তার জন্য, সে বুঝতে পারছে না যে তার আক্রমণ অন্য জনের উপর পড়বে কিনা।

'আমি তোমাকে হত্যা করার পর তোমার ছেলে পেলের কি হবে?' বেলাট্রিক্স বলল। সে মলির কার্স থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য লাফিয়ে সরে সরে বলল, 'ফ্রেডির মত যখন মাম্মিও চলে যাবে?'

'তুমি-আর-কখনো-আমার-বাচ্চাদের-ছুঁতে-পারবে না।' মিসেস উইসলি চিৎকার করে বললেন।

বেলাট্রিক্স হাসল। এই একই হাসি তার চাচাতো ভাই সিরিয়ুস পেছনের দিকে পড়ে যাওয়ার সময় দিয়েছিল। হ্যারি হঠাৎ মনে বুঝতে পারল যে কি ঘটতে যাচ্ছে।

মলির ছুড়ে দেয়া কার্স বেলাট্রিক্সের ছড়িয়ে রাখা হাতের ফাঁক দিয়ে তার বুকের উপর ঠিক হৃদপিণ্ড বরাবর আঘাত করলো।

বেলাট্রিক্সের হাসি মুখটা যেন জমে গেল। তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। খুব সামান্য সময়ের ভেতর সে বুঝতে পারল কি ঘটে গেছে। এবং সে ধপাস করে পড়ে গেল। ভীড় করে থাকা লোকদের মধ্যে উল্লাস, শোরগোল উঠল। এবং ভোল্ডেমর্টও চিৎকার করে উঠল।

হ্যারি অনুভব করল যে সে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে। দেখল ম্যাকগোনাগল, কিংসলে এবং স্লাগহর্ন লাফিয়ে পেছনের দিকে সরে গেল। ওরা ভোল্ডেমর্টের ক্রোধের কারণে ছিটকে পড়ল। ভোল্ডেমর্টের শেষ বিশ্বস্ত সহযোগিকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে তার ক্রোধ বোমার মত বিস্ফোরিত হয়েছে। সে সরাসির মলি উইসলির দিকে তার যাদুদণ্ডটি তুলে ধরল।

'প্রোটেগো!' হ্যারি গর্জে উঠল। এবং হ্যারির চার্ম ভোল্ডেমর্ট এবং মলির মাঝখানে প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরি করল। ভোল্ডেমর্ট ফিরে তাকিয়ে উৎস খুঁজল। হ্যারি অদৃশ্য আলখাল্লা খুলে ফেলেছে ।

হতভম্ব হওয়ার উল্লাস করার শব্দ উঠল চারদিক থেকে। 'হ্যারি! এখনো জীবিত আছে!' সবাই যেন আঁৎকে উঠল। ভীড় করে থাকা লোকগুলো ভয় পেল। ভোল্ডেমর্ট এবং হ্যারি একে অপরের দিকে তাকালো। চারদিকে পুরোপুরি নিস্তব্ধতা নেমে এল। দু'জন চক্রাকারে ঘুরতে থাকল।

'আমি চাই না কেউ সাহায্যের চেষ্টা করুক!' হ্যারি উচ্চকণ্ঠে বলল। পুরোপু-রি নিস্তব্ধতার মধ্যে তার কণ্ঠ বিউগলের ট্রাম্পেটের মত যেন বেজে উঠল। 'এটা এরকমই হবে, আমাকে বিষয়টি দেখতে হবে।'

ভোল্ডেমর্ট হিসহিস করে শব্দ করল।

'পটার তা মনে করে না,' ভোল্ডেমর্ট বলল। তার লাল চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেল। 'তার কাজের ধরণ আসলে তা না। তাই না? কিন্তু এখন তুমি ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে কাকে, পটার?'

'কাউকে না,' হ্যারি বলল। 'আর কোনো হরক্রুক্স অবশিষ্ট নেই। শুধু তুমি আর আমি। আমাদের কোনো একজন বাঁচতে পারবে না যদি অন্য জন বেঁচে থাকে। এবং কল্যাণের স্বার্থে আমাদের একজনকে বিদায় নিতে হবে...'

'আমাদের একজন?' ভোল্ডেমর্ট উচ্চস্বরে বলল। তার পুরো শরীর স্থির হয়ে আছে। লাল চোখ দিয়ে সে তাকিয়ে আছে। 'তুমি মনে করছ তুমি বেচে থাকবে? যে নাকি দুর্ঘটনাক্রমে বেঁচে গেছে, কারণ ডাম্বলডোর পেছন থেকে রশি টেনেছে।'

'আমার মা যখন আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মারা যান সেটা কি দুর্ঘটনা ছিল?' হ্যারি বলল। ওরা দুজনই তখনো চক্রাকারে ঘুরছে। দুজনই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে। হ্যারির চোখে এখন ভোল্ডেমর্ট ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই।' আমি যখন কবরস্থানে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাকি দুর্ঘটনা? আজ রাতে আমি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করিনি, কিন্তু এখনো বেঁচে আছি এবং যুদ্ধে ফিরে এসেছি- সেটাও কি দুর্ঘটনা?'

'দুর্ঘটনা!' ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলল। কিন্তু এখনো সে আঘাত করতে চেষ্টা করছে না। ভীড় করে থাকা লোকজন স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে তারা দুজন ছাড়া হলের শতশত লোক কেউ নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। দুর্ঘটনা এবং চান্স। এখানকার গ্রেট নারী এবং পুরুষকে তুমি ব্যথিত করেছ এবং আমাকে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছ, তোমার জন্য!'

'তুমি এখানে কাউকে হত্যা করতে পারবে না,' হ্যারি বলল। তারা দুজনই চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। দুজনই দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। একজনের সবুজ আরেকজনের লাল চোখ। 'তুমি আর কখনোই এদের কাউকে হত্যা করতে পারতে না। এটা বুঝতে পারোনি? জনগণকে তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য আমি মরতেও রাজি ছিলাম-'

'কিন্তু তুমি তা করনি!'

'সেটার জন্যই আমি সব কিছু করেছিলাম। আমি তাই করেছি আমার মা যা করেছেন। ওরা তোমার কাছ থেকে এখন নিরাপদ। তুমি কী লক্ষ করনি যে যত কার্স তাদের দিকে ছুড়েছ সব বিফলে গেছে? তুমি তাদেরকে নির্যাতন করতে পারবে না। তুমি তাদেরকে ছুতেও পারবে না। তুমি তোমার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করনি রিডল, করেছ?'

'তোমার সাহস-'

'হ্যাঁ, আমি সাহস নিয়ে বলছি।' হ্যারি বলল। 'আমি এমন কিছু জানি যা তুমি জানো না টম রিডল। আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানি যা তুমি জানো না। আরো একটি বড় ভুল করার আগে তার কিছু শুনতে চাও?'

ভোল্ডেমর্ট কোনো কথা বলল না। কিন্তু চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। হ্যারি জানে সে সাময়িকভাবে দূর থেকে হ্যারিকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করছে। তাকে দেরি করাচ্ছে যদি কোনো সম্ভাবনা থাকে যে হ্যারি সত্যিই হয়তো শেষ সময়ের গোপন কথা–'

'তাহলে কি আবারো ভালবাসা?' ভোল্ডেমর্ট বলল। তার সাপের মত মুখটিতে তিরস্কারের হাসি। 'ডাম্বলডোরের চূড়ান্ত সমাধান ভালোবাসা। সে দাবী করেছিল যে ভালবাসা দিয়েই সে মৃত্যুকে জয় করেছে। যদিও এই ভালবাসা তাকে টাওয়ারের উপর থেকে পতন ঠেকাতে পারেনি। মোমের মত পড়ে গিয়েছিল। ভালবাসা আমাকে ঠেকাতে পারেনি তোমার মাডব্লাড মাকে তেলাপোকার মত পিষে মারতে, পটার। আর এবার কেউ তোমাকে ভালবাসতে এগিয়ে এসে আমার কার্স গ্রহণ করবে না। তাহলে এখন আমি তোমাকে কার্স করলে তোমার মৃত্যু ঠেকাবে কে?'

'শুধু একটা জিনিস,' হ্যারি বলল। ওরা তখনো চক্রাকারে ঘুরছে। দুজন দুজনের ভেতর জড়িয়ে গেছে। শুধু শেষ সিক্রেট দ্বারা পৃথক হয়ে আছে।

ভোল্ডেমর্ট বলল, যদি ভালবাসা তোমাকে এখন রক্ষা না করে, তাহলেও কি তুমি বিশ্বাস করবে যে তোমার কাছে এমন কিছু ম্যাজিক আছে যা আমার নেই, অথবা অন্য কেনো অস্ত্র আছে যা আমারটার চাইতে শক্তিশালী?'

'আমি দুটোই বিশ্বাস করি,' হ্যারি বলল। সে দেখল ভোল্ডেমর্টের সাপের মত মুখের উপর একটি আহত হওয়ার ছাপ পড়ল। কিন্তু অচিরেই আবার তা বিলীন হয়ে গেল। ভোল্ডেমর্ট উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল। এ হাসির শব্দ তার চিৎকারের চেয়েও ভয়ানক শোনা গেল। কর্কশ এবং উন্মাদ সে হাসি নিস্তব্ধ ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল।

ভোল্ডেমর্ট বলল, 'তুমি মনে করছ তুমি আমার চেয়ে বেশি যাদু জানো। এই আমি, আমি ভোল্ডেমর্ট এমন যাদুতে পারদর্শিতা দেখিয়েছি তা ডাম্বলডোর কখনো স্বপ্নে ভেবেছে?'

হ্যারি বলল, 'অবশ্যই তিনি ভেবেছেন। কিন্তু তিনি তোমার চেয়ে বেশি জানতেন। যথেষ্ট জানতেন কিন্তু তোমার মত ব্যবহার করতে যেতেন না।'

ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলল, 'তুমি বলতে চাচ্ছ সে খুব দুর্বল ছিল? দুর্বলতার কারণে সাহস করতে পারেনি সে সব তুলে নিতে যা আমার হবে!'

হ্যারি বলল, 'না, তিনি তোমার চেয়ে অনেক বেশি চতুর ছিলেন। তোমার চেয়ে অনেক বড় মাপের উইজার্ড ছিলেন এবং অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন।'

'আমি ডাম্বলডোরের হত্যার ব্যবস্থা করেছি।'

হ্যারি বলল, 'তুমি ভাবছ তুমি করেছ। কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল।'

এই প্রথমবারের মত তাকিয়ে থাকা শতশত লোকের ভীড়ের ভেতর থেকে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠল।

'ডাম্বলডোর মৃত!' ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলল। যেন হ্যারি তাকে একটা অসহ্য ব্যথা দিয়েছে। 'তার দেহ শায়িত আছে মার্বেলের সমাধির ভেতর। আমি

তা নিজের চোখে দেখেছি। পটার, ডাম্বলডোর ফিরে আসবে না!'

'হ্যাঁ, ডাম্বলডোর মারা গেছেন,' হ্যারি শান্ত কণ্ঠে বলল। 'কিন্তু তুমি তাকে হত্যা করতে পারোনি। তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী এটা বেছে নিয়েছেন। তিনি মারা যাবার কয়েক মাস আগেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে আয়োজনে সাহায্য করেছিল এমন লোক যাকে তুমি তোমার বিশ্বস্ত চাকর বলে মনে করতে।'

'এটি কী ধরণের ছেলে মানুষি স্বপ্ন?' ভোল্ডেমর্ট বলল। সে এখনো আঘাত করার চেষ্টা করছে না। কিন্তু হ্যারির দিক থেকে লাল চোখ দুটো সরাচ্ছে না।

হ্যারি বলল, 'সেভেরাস স্নেইপ তোমার লোক ছিল না। স্নেইপ ছিল ডাম্বলডোরের লোক। তুমি যখন আমার মাকে হত্যা করেছ তখন থেকেই সে ডাম্বলডোরের পক্ষ নিয়েছিল। তুমি তা কখনো বুঝতে পারোনি। কারণ এসব বিষয় তুমি বুঝতে পারো না। তুমি কখনো দেখনি যে স্নেইপ প্যাট্রোনাস কাস্ট করেছে, দেখেছ কখনো রিডল?'

ভোল্ডেমর্ট কোনো উত্তর দিল না। তারা দুজনই দুজনকে লক্ষ করে চক্রাকারে ঘুরছে নেকড়ের মত, শিকারের সন্ধানে।

হ্যারি আবার বলল, 'স্নেইপের প্যাট্রোনাসটি ছিল একটি মাদী হরিণ। আমার মায়েরটার মতই, কারণ সে তার সারাজীবন আমার মাকে ভালবেসেছে। সে যখন অল্প বয়সের ছেলে ছিল তখন থেকেই মাকে ভালবাসতো। তোমার এটা বোঝা উচিত ছিল।' হ্যারি দেখল– ভোল্ডেমর্টের নাকটি পুড়ছে। 'সে তোমাকে আমার মায়ের জীবনটা রক্ষা করতে বলেছিল, তাইনা?'

ভোল্ডেমর্ট নাক সিটকে বলল, 'সে তাকে চাইত, এ পর্যন্তই। এবং সে যখন মারা যায় তখন স্নেইপ বলেছিল আরো অনেক পিওর ব্লাডের মহিলা আছে, তারা ওর কাছে অনেক মুল্যবান-'

হ্যারি বলল, 'অবশ্যই সে তোমাকে এটা বলেছিল। কিন্তু যখনই তুমি আমার মাকে হুমকী দিয়েছিলে তখন থেকেই সে ডাম্বলডোরের স্পাই হিসাবে কাজ করতে থাকে। সে থেকে সে তোমার বিরুদ্ধেই কাজ করে গেছে । ডাম্বলডোর তখন এমনিতেই মরে যাচ্ছিলেন যখন স্নেইপ শেষ কাজটি করে দেয়।'

'এটা কোনো ব্যাপার না!' ভোল্ডেমর্ট চিৎকার করে বলল। সে এতক্ষণ হ্যারির কথা একাগ্র মনে শুনছিল। কিন্তু এবার উন্মাদের মত হেসে উঠল। 'এটা কোনো অর্থ বহন করে না যে স্নেইপ আমার ছিল না ডাম্বলডোরের ছিল। অথবা কি ছোটখাটো বাধা তারা আমার পথে সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আমি ওকে হত্যা করেছি, যেভাবে স্নেইপের কথিত ভালবাসা, তোমার মাকে হত্যা করেছি। ওহ্, এর একটা অর্থ আছে পটার, যেটা তুমি অন্যভাবে বুঝতে পারোনি।

'ডাম্বলডোর চেষ্টা করেছিল আমার কাছ থেকে এলডার ওয়্যান্ডটি নিয়ে নিতে!

সে চেয়েছিল যে স্নেইপই হবে যাদুদণ্ডটির সত্যিকারের মাস্টার। কিন্তু আমি সেখানে তোমার আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ছোট্ট বালক- আমি তোমার আগে যাদুদণ্ডটির উপর হাত রেখেছিলাম। তুমি ধরা পড়ার আগেই আমি প্রকৃত বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলাম। আমি তিন ঘণ্টা আগে সেভেরাস স্নেইপকে হত্যা করেছি। এবং এখন এই এলডার ওয়্যান্ড, এই ডেথস্টিক, এই নিয়তির যাদুদণ্ডের সত্যিকারের উত্তরসুরী হলাম আমি। ডাম্বলডোরের শেষ পরিকল্পনাটি ছিল ভুল পটার!'

হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, সেটা ঠিক, কিন্তু আমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমাকে উপদেশ দেব একবার ভেবে দেখ তুমি আসলে কী করেছ... চিন্তা করো এবং অনুতপ্ত হতে চেষ্টা করো রিডল।'

'সেটা কি?'

হ্যারি তাকে যে সব কথা বলল তার কোনোটাই কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ বা উস্কানি দেয়ার জন্য নয়। এতক্ষণ যা বলেছে তার কোনোটাতেই ভোল্ডেমর্ট এতটা আঘাত পায়নি। হ্যারি দেখল তার চোখের পাশের চামড়াগুলো সাদা হয়ে এসেছে।

হ্যারি বলল, 'এটা তোমার শেষ চান্স। এই তোমার শেষ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার কী পরিণতি হবে... একজন সত্যিকারের পুরুষের মত চেষ্টা করো... চেষ্টা করো অনুতাপ করতে...'

'তোমার এত সাহস-?' ভোল্ডেমর্ট বলল।

হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, আমার এত সাহস। কারণ ডাম্বলডোরের শেষ পরিকল্পনা আমার উপর কোনো কু-প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু তোমার উপর পড়বে, রিডল।'

ভোল্ডেমর্ট এলডার ওয়্যান্ডটি ধরে আছে। তার হাত কাঁপছে। আর হ্যারি ধরে আছে ড্র্যাকোর যাদুদণ্ডটি শক্ত করে।

সে জানে যে কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র সামনে আছে।

'ওই যাদুদণ্ডটি এখনো তোমার হয়ে কাজ করছে না, কারণ তুমি ভুল লোককে খুন করেছ। সেভেরাস স্নেইপ কখনোই ওই যাদুদণ্ডটির সত্যিকারের মাস্টার ছিল না। সে কখনোই ডাম্বলডোরকে হত্যা করেনি।

'সেই হত্যা করেছে-'

'তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? স্নেইপ কখনোই ডাম্বলডোরকে হত্যা করেনি। ডাম্বলডোরের মৃত্যু নিয়ে তাদের মধ্যে পরিকল্পনা হয়েছিল মাত্র। ডাম্বলডোর অপরাজেয় অবস্থায় মরতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ওই যাদুদণ্ডটির শেষ মাস্টার! যদি পরিকল্পনামতো সবকিছু হয়ে থাকে তাহলে যাদুদন্ডের ক্ষমতাও তার সঙ্গে সঙ্গে মরে গিয়ে থাকতে পারে। কারণ এটা কখনোই কেউ তার কাছ থেকে জয় করে নেয়নি!'

'তাহলে পটার ডাম্বলডোর ভালই করেছে। সে আমাকে যাদুদণ্ডটি দিয়ে

গেছে।' ভোল্ডেমর্ট বলল। 'আমি যাদুদণ্ডটির শেষ মাস্টারের কবর থেকে এটিকে তুলে এনেছি। আমি এটিকে শেষ মাস্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে এনেছি। এখন এর ক্ষমতা আমার!'

'তুমি এখনো ধরতে পারোনি রিডল, তাই না? কাছে থাকাটাই যথেষ্ট নয়! এটিকে হাতে রাখলে, ব্যবহার করলেই এর মানে এটা তোমার তা নয়। তুমি অলিভ্যান্ডারের কথা শোনোনি? *'যাদুদণ্ড নিজে মাস্টার পছন্দ করতে পারে....*ডাম্বলডোরের মৃত্যুর আগেই এলডার ওয়্যান্ড তার নতুন মাস্টার পছন্দ করে রেখেছিল। এমন একজনকে যে কখনো যাদুদণ্ডটি ধরেও দেখেনি। নতুন মাস্টার ডাম্বলডোরের কাছ থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাদুদণ্ডটি সরিয়ে নিয়েছিল। সে নিজে কখনো বুঝতে পারেনি যে কী করেছে। সে জানে না যে বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক যাদুদণ্ডটি তার হস্তগত হয়েছে...'

ভোল্ডেমর্টের বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। হ্যারি বুঝতে পারল যে কার্স আসছে, বুঝতে পারল যে তার মুখের দিকে ধরে রাখা যাদুদণ্ডটির ভেতর কার্স তৈরি হচ্ছে।

'যাদুদণ্ডটির সত্যিকারের মাস্টার হল ড্র্যাকো ম্যালফয়।'

ভোল্ডেমর্টের মুখের উপর একটি অন্যরকম আঘাত ফুটে উঠল এবং সঙ্গেসঙ্গেই তা আবার সরে গেল।

ভোল্ডেমর্ট শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তাতে কী হল? যদি তোমার কথা ঠিকও হয়, তাহলেও তোমার আমার ব্যাপারে কিছু আসে যায় না। তোমার কাছে এখন আর ফিনিক্সের যাদুদণ্ডটি নেই; আমরা লড়ব শুধু আমাদের দক্ষতা দিয়ে... এবং আমি তোমাকে হত্যা করার পর, তুমি হয়তো ড্র্যাকো ম্যালফয়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।'

'কিন্তু তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে,' হ্যারি বলল। 'তুমি তোমার সুযোগ নষ্ট করেছ। তোমার আগে আমি সে সুযোগটি পেয়ে গেছি। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ড্র্যাকোকে পরাস্থ করেছি। আমি তার কাছ থেকে তার এই যাদুদণ্ডটি নিয়ে নিয়েছি।'

হ্যারি হথোর্ন যাদুদণ্ডটি ঝাকি দিল এবং হলে উপস্থিত সবাই সেটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তাহলে সব এখানেই পরীক্ষা হয়ে যাবে, তাই না?' হ্যারি বলল। 'তোমার হাতের যাদুদণ্ডটি কি জানে যে তার শেষ মাস্টার নিরস্ত্র ছিল? কারণ যদি এটি জানে... তাহলে আমি হলাম এখন ওটার সত্যিকারের মাস্টার।'

একটি লাল-সোনালী আলো ওদের উপরের যাদু করা শুন্যে বিস্ফোরিত হল। মনে হল সূর্যের উজ্জল আলো জানালা দিয়ে প্রবেশ করেছে। আলোটি একই সময়

দুজনেরই মুখের উপর পড়ল। ভোল্ডেমর্টের মুখের উপর হঠাৎ ধোয়ার প্রলেপ দেখা গেল। হ্যারি শুনল তার গলা থেকে চিৎকার, সেও চিৎকার দিয়ে ড্রাকোর যাদুদণ্ডটি তাক করল :

'অ্যাভাদা কেদাভ্রা!'

'এক্সপেলিয়ারমাস'

কামানের গোলা ছোটার মত বিকট শব্দ হল। যে জায়গাটিকে মাঝখানে কেন্দ্র করে ওরা ঘুরছিল সে জায়গাটায় ওদের মাঝখানে সোনালী ধোয়া উঠল। হ্যারি দেখল ভোল্ডেমর্টের ছুড়ে দেয়া সবুজ ঝলকানি আলোর সঙ্গে ওর নিজের ছুড়ে দেয়া স্পেলের সংঘর্ষ হল। দেখল এলডার ওয়্যান্ডটি শুন্যে উঠে গেছে। সূর্য রশ্মির বিপরীতে কালো অন্ধকার হয়ে, নাগিনীর মাথার মত চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে যাদুমন্ত্রে আচ্ছাদিত ছাদ পার হয়ে শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে এর প্রকৃত মালিকের কাছে যাকে সে হত্যা করবে না এবং যে শেষ পর্যন্ত এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। এবং হ্যারি অব্যার্থ স্নিকারের মত যাদুদণ্ডটি তার খালি হাত দিয়ে লুফে নিল।

ভোল্ডেমর্ট হাত দুটি দুপাশে ছড়িয়ে পেছনের দিকে চিত হয়ে পড়ে গেল। টম রিডল অতি সাধারণভাবে চূড়ান্তভাবে মাটিতে পড়ে গেছে। তার শরীর দুর্বল হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তার সাদা হাতটি খালি, তার সাপের মত মুখটি অভিব্যক্তিহীন। ভোল্ডেমর্ট মারা গেছে, নিজেরই ছুড়ে দেয়া কার্স উল্টে গিয়ে সে মারা গেছে। হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে দু' হাতে দু'টি যাদুদণ্ড নিয়ে। নিচে তার শত্রুর পড়ে থাকা দেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় এক সেকেন্ডের কম সময় সব নিরব হয়ে রইল। তারপরই চারপাশে ভীড় করা দর্শকদের চিৎকার, চেচামেচি, গর্জনে কান ফেটে যাওয়ার অবস্থা হল। হ্যারির দিকে ছুটে আসা লোকদের কারণে জানালার থেকে ছুটে আসা তীব্র আলো বাধাগ্রস্থ হল। হ্যারির কাছে প্রথম এসে পৌছল রন এবং হারমিয়ন। ওরা দুজনই হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওদের আবেগময় চিৎকারে হ্যারির কান বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। তারপর জিনি, নেভিল এবং লুনা এসে পৌছল, তারপর উইসলিরা এবং হ্যাগ্রিড, কিংসলে এবং ম্যাকগোনাগল, ফ্লিচিক এবং স্প্রাউট কাছে এল। হ্যারি তাদের চিৎকারে একটি শব্দও বুঝতে পারছে না। কে তার হাত ধরে টানছে, কে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে, কে উপরে এসে পড়েছে বোঝা গেল না। শতশত লোক জাপটে ধরেছে। সবাই একটু বয় হু লিভ কে একটু ছুয়ে দিতে চেষ্টা করছে। কারণ শেষ পর্যন্ত সব কিছুর অবসান হয়েছে-

হোগার্টের উপর উজ্জ্বল সূর্যের আলো পড়েছে, গ্রেট হল আলোতে ঝলমল করছে। সব দুঃখ, সব বেদনা, সব আনন্দের সব উৎসবের কেন্দ্রে এখন হ্যারি।

সবাই এখন হ্যারিকে তাদের মাঝে চায়। সে হল এখন তাদের নেতা, তাদের গাইড, তাদের প্রতীক এবং রক্ষাকারী। সে লড়াইকারী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকল, তাদের হাত ধরল, চোখের জল মুছল, তাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করল। চারদিক থেকে, সবার কাছ থেকে সংবাদ জানল। সকাল আরো বাড়তে থাকল। গোটা রাজ্যটি এখন ওদের। ডেথ-ইটাররা পালিয়ে গেছে অথবা ধরা পড়েছে। আজকাবানের নির্দোষদেরকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এবং ওই সময়েই স্যাকলবোল্টকে সাময়িকভাবে মিনিস্টার অব ম্যাজিক ঘোষণা করা হল....

ওরা ভোল্ডেমর্টের মৃতদেহ হলের বাইরের একটি চেম্বারে নিয়ে গেল। ফ্রেড, টঙ্কস, লুপিন, কলিন, ক্রিভিসহ আরো যে পঞ্চাশজন যুদ্ধে মারা গেছে তাদের কাছ থেকে ভোল্ডেমর্টকে দূরে সরিয়ে দেয়া হল। ম্যাকগোনাগল হাউস টেবিলগুলো আবার জায়গা মত সাজিয়েছেন। কিন্তু কেউ আর আগের হাউসের নিয়ম মত বসল না। শিক্ষক, ছাত্র, বাবা মায়েরা এবং ভূতগুলো, সেনটাউর আর ঘরের ভূত সবাই এক জায়গায় জড়ো হল। ফ্যিনজেকে উদ্ধার করা হয়েছে, গ্রোপ একটি ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে। মানুষজন তাকে ভালবেসে খাবার ছুড়ে দিচ্ছে মুখে। কিছুক্ষণ পর নিঃশেষিত এবং দুর্বল হ্যারি দেখল সে নিজে একটি বেঞ্চে লুনার পাশে বসে আছে।

'আমি হলে এখন একটু বিশ্রাম এবং শান্তি চাইতাম,' লুনা বলল।

'আমারও তা পেলে ভাল লাগত,' হ্যারি উত্তরে বলল।

লুনা বলল, 'আমি সবার মনোযোগ অন্যদিকে নিচ্ছি, তুমি তোমার আলখাল্লাটি ব্যবহার করো।'

সে কিছু বলার আগেই লুনা চিৎকার করে বলে উঠল, 'উউউ, দেখ দেখ! একটা বি-বারিং হামডিংগার!' সে জানালার দিকে দেখাল। যারা তার কথা শুনতে পেল সবাই সেদিকে তাকালো। হ্যারি হুট করে তার নিজের গায়ের উপর আলখাল্লাটি চাপিয়ে দিল এবং উঠে দাঁড়ালো।

এবার সে বাধাহীন হল থেকে সরে যেতে পারবে। সে দেখল দুটি টেবিলের পর একটি জায়গায় জিনি বসে আছে। সে তার মায়ের কাঁধে মাথা দিয়ে রেখেছে: পরে কথা বলা যাবে। ঘন্টা ভরে, সারাদিন ভরে, এমনকি হয়তো বছরের পর বছর ধরে কথা বলা যাবে। সে নেভিলকে দেখল। সামনে একটি প্লেটের উপর গ্রিফিনডোরের তলোয়ারটি নিয়ে বসে আছে। যেন এই মাত্র খেয়েছে। একদল উৎসুক লোক তাকে ঘিরে আছে। হ্যারি টেবিলের পাশ ধরে আগাতে থাকল। এক জায়গায় এসে দেখল তিনজন ম্যালফয় পরিবারের সদস্য বসে আছে। তারা বুঝতে পারছে না এখানে তাদের থাকা ঠিক হবে কি না। কিন্তু কেউ তাদের বিশেষ খেয়াল করছে না। সবদিকে সে তাকিয়ে দেখল বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা নিজেরা সব

এক জায়াগায় হচ্ছে। অবশেষে সে এমন দু'জনকে দেখল যাদের সঙ্গ সে সবচেয়ে বেশি আশা করে।

'এই যে আমি!' হ্যারি ওদের দু'জনের মাঝখানে নিচু হয়ে মুখ রেখে বিড়বিড় করে বলল। 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আসবে?'

ওরা দুজন উঠে দাঁড়ালো। এবং হ্যারি, রন আর হারমিয়ন গ্রেট হল থেকে বের হয়ে গেল। ওরা সিড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে দেখল সিড়ির রেলিঙের বড় বড় টুকরো খসে পড়েছে, কোথাও রঙের দাগ পড়েছে, কোথাও ভাঙাচোরা স্তুপ।

কোথাও দূর থেকে পিভসের বিজয়ের গানের শব্দ করিডোর ধরে কাছে আসছে। সে নিজে এই বিজয়ের গান লিখেছে :

We did it, we bashed them, wee potter's the one,
And Voldy's gone moldy, so now let's have fun!

'সত্যিই আশা এবং দুঃখের একটি অনুভূতি জাগায়, তাই না?' রন বলল। সে দরোজাটা খুলে হ্যারি এবং হারমিয়নকে ঢোকার জন্য সরে দাঁড়ালো।

হ্যারি ভাবল, সুখ হয়তো আসবে, কিন্তু এ মুহূর্তে সে একেবারে নিঃশেষিত। প্রতিটি পা ফেলার সময় শরীরে ব্যাথার মতই যন্ত্রণা দিচ্ছে ফ্রেড, লুপিন, টঙ্কসকে হারানোর বেদনা। সর্বপ্রথম তার একটি ঘুম দেয়া দরকার। কিন্তু তার আগে রন এবং হারমিয়নকে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার। ওরাই তো দীর্ঘদিন সব অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ওদের সত্যটা জানা দরকার। অতি সতর্কতার সঙ্গে হ্যারি হিসাব করল সে পেনসিভে কি দেখেছে এবং জঙ্গলে প্রবেশের পর কী কী ঘটেছে। তখনো ওদের ঘটে যাওয়া সব অবাক করা কাণ্ডগুলো বর্ণনা শুরু করেনি। ওরা একটি জায়গা দিয়ে হাঁটতে থাকল। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ওরা তা কেউ উল্লেখ করল না।

হেডমাস্টারের কক্ষের সামনের মূর্তিটিকে দেখা গেল এক দিকে কাত হয়ে আছে। দেখে মনে হয় কোনো একটি আঘাত লেগেছিল। হ্যারি ভাবল এখন এটি পাসওয়ার্ড চিনতে পারবে কি না।

'আমরা কী ওপরে যেতে পারি?' হ্যারি বলল।

'কোনো সমস্যা নেই, নিশ্চিন্তে যাও,' মূর্তিটি বলল।

ওরা মূর্তিটির উপর দিয়ে উঠে এসে পেচানো পাথরের সিড়িটিতে উঠল। সেটি লিফটের মত উপরের দিকে পেঁচিয়ে উঠতে থাকল। উপরে এসে হ্যারি ধাক্কা দিয়ে দরোজাটি খুলে ফেলল।

সে পাথরে পেনসিভটি টেবিলে যেখানে রেখেছিল সেটার উপর কোনোক্রমে

পলক পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে কান ঝালাপালা করা শব্দ হল। আকস্মিকভাবে মনে হল কেউ কার্স ছুড়েছে, ডেথ-ইটাররা এবং ভোল্ডেমর্ট পুনরায় ফিরে এসেছে-

আসলে প্রচণ্ড করতালির শব্দ হল। দেয়ালের চারদিকে পোট্রেইট থেকে হোগার্টের সব হেডমাস্টার এবং হেড মিস্ট্রেস ওকে অভিনন্দন জানিয়ে হাততালি দিয়েছেন। তারা মাথার হ্যাট খুলে, কেউ কেউ টুপি খুলে ওকে অভিনন্দন জানালেন। তারা ছবির ফ্রেমের ভেতর দিয়েই একজন আরেকজনের হাত ছুয়ে দিলেন। তারা যে চেয়ারে আঁকা আছেন সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে থাকলেন। ডিলিস ডেরওয়েন্ট লজ্জাহীনভাবে ফোপাতে থাকলেন। ডেক্সটার ফরটেক্স তার ইয়ার ট্রাম্পেট তুলে অভিবাদন জানালেন; পাইনিয়াস নাইজেলাস তার উচু ধারালো গলায় বললেন, 'মনে রেখ স্লিথারিন হাউস একটা ভুমিকা রেখেছে, আমাদের অবদানের কথা ভুলে যেওনা!'

কিন্তু হ্যারির চোখ শুধু ওই হেডমাস্টারের চেয়ারের পেছনের একটি বড় পোট্রেইটের দিকে স্থির হয়ে আছে। অর্ধ চন্দ্রাকার চশমার ভেতর থেকে চোখের জল গড়িয়ে লম্বা রুপালি দাঁড়িগুলোর উপর পড়ছে। তার কাছ থেকে গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা ঠিকরে বের হয়ে আসছে। ফিনিক্স সঙ্গীতের মতই হ্যারি আপ্লুত হয়ে পড়ল।

অবশেষে হ্যারি তার হাতটি উচু করল এবং পোট্রেইটের ভেতর নিরবতা নেমে এল। তারা ঝুকতে থাকলেন, চোখ ঘোরাতে থাকলেন এবং আগ্রহ নিয়ে হ্যারির কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু হ্যারি সরাসরি ডাম্বলডোরের পোট্রেইটের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল। অসম্ভব দুর্বল এবং চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে। সে শেষবারের মত একটি উপদেশ শুনতে চায়।

'যে জিনিসটি স্নিচের ভেতর লুকানো ছিল তা আমি জঙ্গলের ভেতর কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছি। ঠিক কোথায় তা আমি জানি না। কিন্তু আমি আর সেটি খুঁজতে যাবো না। আপনি কি এ ব্যাপারে সম্মত আছেন?'

'আমি সম্মত আছি মাই ডিয়ার বয়,' ডাম্বলডোর বললেন। তার সঙ্গের অন্যান্য ছবিগুলো থেকে সবাই উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। 'এটি একটি ভাল বুদ্ধির এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। কিন্তু কোথায় ফেলেছ তা কি কেউ দেখেছে?'

'কেউ দেখেনি,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন।

'আমি এখন ইগনোটাস রেখে দিচ্ছি,' হ্যারি বলল। ডাম্বলডোর সামনে ঝুকলেন।

'কিন্তু অবশ্যই হ্যারি এটা চিরদিনের জন্যই তোমার, যতদিন পর্যন্ত তুমি অন্য কাউকে না দাও।'

'এই যে সেটা।'

হ্যারি এলডার ওয়্যান্ডটি তুলে ধরল। রন এবং হারমিয়ন ভক্তির সঙ্গে তাকিয়ে থাকল। এই ঘুমহীন চোখে হ্যারি ঠিক ভাল করে দেখল না।

'আমি এটি চাই না,' হ্যারি বলল।

'কি?' রন বলল। 'তুমি কি পাগল নাকি?'

হ্যারি বলল, 'আমি জানি এটি শক্তিশালী। কিন্তু আমি আমার নিজেরটা নিয়েই সন্তুষ্ট। সুতরাং...'

সে তার গলায় বাধা ছোট ব্যাগটার ভেতর হাত দিয়ে খুঁজতে থাকল। তারপর দুটি অর্ধেক যাদুদণ্ড বের করে আনল যা একটি ফিনিক্স সুতা দিয়ে জোড়া দেয়া আছে। হারমিয়ন বলেছিল যে এটা মেরামত করা যাবে না, কারণ এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সে শুধু একটা কথাই জানে, এবার যদি কাজ না করে তাহলে আর কোনো কাজ হবে না।

সে ভাঙা যাদুদণ্ডটি হেডমাস্টারের ডেস্কের উপর রাখল। এটিকে সে এলডার ওয়্যান্ড এর অগ্রভাগ দিয়ে টাচ করল। এবং বলল, 'রিপারো!'

তার যাদুদণ্ডটি একত্রিত হওয়ার সময় একটি লাল আলোর ঝলকানি উঠল। হ্যারি জানে যে সে সফল হয়েছে। সে পবিত্র এবং ফিনিক্স যাদুদণ্ড হাতে তুলে নিল। সে হাতের মধ্যে একটি উষ্ণতা অনুভব করল। যেন হাতটি এবং যাদুদণ্ডটি অনেকদিন পর আবার একত্র হল।

'আমি এলডার ওয়্যান্ডটি রেখে দিতে চাই,' হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে বলল। তিনি অতি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। 'রেখে দিতে চাই সেখানে, যেখান থেকে এটি এসেছে। সেখানে এটি অবস্থান করবে। আমি যদি ইগনোটাসের মত স্বাভাবিকভাবে মারা যাই, তাহলে এটির শক্তি স্বাভাবিকভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে, তাই না? পুর্বের মাস্টারকে আর কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এভাবেই এটির ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।'

ডাম্বলডোর মাথা নাড়লেন। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তুমি কি নিশ্চিত?' রন বলল। সে যাদুদণ্ডটির দিকে তাকালো। নিজের পাওয়ার একটি সামান্য আশা তার কণ্ঠে ফুটে ইঠল।

হারমিয়ন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার ধারণা হ্যারির কথাই ঠিক।'

'এই যাদুদণ্ডটি যতটা না মুল্যবান তারচেয়ে বেশি সমস্যার,' হ্যারি বলল। সে পোট্রেইট থেকে ঘুরে দাঁড়ালো। এখন একমাত্র তার গ্রিফিনডোর টাওয়ারে বিছানার কথা মনে হচ্ছে এবং ভাবছে ক্রিচার যদি একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে আসতো। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি ইতিমধ্যেই অনেক সমস্যা মোকাবেলা করেছি।'

উনিশ বছর পর

শেষ অধ্যায়

উনিশ বছর পর

সে বছর হেমন্ত যেন হঠাৎ করেই এল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনটি যেন কড়কড়ে সোনালী আপেলের মত। একটি ছোট পরিবার ঝুকে পড়ে রাস্তা পার হচ্ছে ওপাশের পুরোনো ঝুলকালিতে মাখা স্টেশনটার দিকে যাবার জন্য। গাড়ির ধোয়া আর রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলা লোকদের নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে যেন মাকড়শার জালের মত ছড়িয়ে পড়ছে। মালামাল ঠেলে নেয়ার ট্রলির উপর বড় দুটি পাখির খাঁচা, ঘরঘর শব্দে পরিবারের বাবা আর মা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পেঁচাগুলো খাঁচার ভেতর রাগ হয়ে গুমগুম করে ডাকছে। একটি লাল চুলের মেয়ে বাবার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে ভাইদের অনুসরণ করছে।

'আর বেশি সময় বাকি নাই, তুমিও ওদের মত সেখানে যাবে,' হ্যারি বলল।

লিলি নাক টেনে বলল, 'আরো দু'বছর, আমি এখন যেতে চাই!'

স্টেশনের নিয়মিত যাত্রীরা উৎসুক হয়ে পেঁচাগুলোকে দেখছে। পরিবারটি নয় নাম্বার এবং দশ নাম্বার প্লাটফর্মের প্রতিবন্ধকতার দিকে আগাচ্ছে। হৈচৈ এর ভেতর থেকে অ্যালবাসের গলার শব্দ হ্যারির কানে এসে পৌছল। তার ছেলেরা

আবার গাড়ির ভেতর করতে থাকা সেই তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

'আমার হবে না, স্লিথারিনে আমার জায়গা হবে না!'

'জেমস, একটু ক্ষান্ত দেবে?' মা জিনি বলল।

'আমি শুধু বলেছি তার হয়তোবা সেখানে,' জেমস বলল। সে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এতে তো দোষের কিছু নেই। সে হয়তোবা স্লিথার-'

জেমস হঠাৎ মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। পাঁচ পটার এক সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার দিকে আগালো। ঘাড় ফিরিয়ে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে জেমস মায়ের কাছ থেকে ট্রলিটা নিল। এবং দৌড় শুরু করল। এক মুহূর্ত পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তোমরা আমাকে চিঠি লিখবে, লিখবে না?' অ্যালবাস তার ভাইকে একটু সময়ের জন্য অনুপস্থিত দেখে সেই সুযোগে বাবা-মাকে বলল।

'তুমি চাইলে প্রতিদিন লিখব,' জিনি বলল।

'প্রতিদিন না,' অ্যালবাস বলল। 'জেমস বলেছে অধিকাংশ ছাত্রই নাকি তাদের বাড়ি থেকে মাসে একটি চিঠি পায়।'

জিনি বলল, 'গত বছর আমরা জেমসের কাছে প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে চিঠি দিয়েছি।'

'এবং তুমি হগোয়ার্টে তোমার ভাইয়ের সব কথা বিশ্বাস করবে না,' হ্যারি মাঝখান থেকে বলল। 'তোমার ভাই সব সময় হাসি তামাশা পছন্দ করে।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা দ্বিতীয় ট্রলিটি সামনে ঠেলে আগাতে থাকল। এরপর গতি বাড়িয়ে দিল। ওরা ব্যারিয়ারের কাছে যেতেই অ্যালবাস একটু ককিয়ে উঠল। কিন্তু কোনো বাধার সৃষ্টি হল না। বরং ওরা গোটা পরিবার পৌনে দশ প্লাটফর্মে গিয়ে উপস্থিত হল। স্টেশনটিতে রংচঙে হগোয়ার্টস এক্সপ্রেসের সাদা বাষ্পে অনেকটা কুয়াশার মত অস্পষ্ট হয়ে আছে। অস্পষ্ট শরীরগুলো কুয়াশার ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। জেমসের শরীরটাও ইতিমধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

'ওরা কোথায়?' অ্যালবাস উদ্বেগের সঙ্গে মাকে জিজ্ঞেস করল। সে আবছায়া মত দেখা যায় এমন শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা প্লাটফর্মের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'আমরা ওদের খুঁজে বের করব,' জিনি আশ্বস্ত করে বলল।

কিন্তু ইঞ্জিনের সাদা বাষ্প আরো ঘন হয়ে এসেছে। এখন আর কারো মুখ চেনা যায় না। ওদের গলার শব্দ এখন অস্বাভাবিক রকমের উঁচু শোনাচ্ছে। হ্যারি ভাবল পার্সি হয়তো ব্রুমস্টিক রেজুলেশন নিয়ে উচ্চস্বরে আলোচনায় মেতে উঠেছে। সে খুশি মনে ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে এমনকি কাউকে হ্যালো না বলে...

জিনি হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার মনে হয় ওরা আসছে।'

কুয়াশার ভেতর চারজনের একটি দল এসে শেষ কোচটির পাশে দাঁড়ালো। হ্যারি, জিনি, অ্যালবাস এবং লিলি ওদের কাছে যেতেই চেহারাগুলো চেনা গেল।

'হাই,' অ্যালবাস বলল। তার কণ্ঠে একটি স্বস্তির সুর।

রোজ ইতিমধ্যেই তার নতুন চকচকে হগোয়ার্টের গাউন পরেছে। সে অ্যালবাসের দিকে ঝুকল।

'তাহলে ঠিকমতো পার্ক করতে পেরেছ?' রন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল। 'আমি পেরেছি, হারমিয়ন বিশ্বাস করতো যে আমি মাগল ড্রাইভিং টেস্ট পার করতে পারতাম, তুমি বিশ্বাস করতে? তার ধারণা আমি বুঝি ড্রাইভিং পরিক্ষককে হত্যাশা করবো।'

'না, আমি তা ভাবিনি,' হারমিয়ন বলল। 'তোমার উপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে।'

'আসল কথা হল সত্যিই আমি তাকে হতাশ করেছিলাম,' রন ফিসফিস করে হ্যারিকে বলল। ওরা কথা বলতে বলতে অ্যালবাসের ট্রাঙ্ক আর পেঁচার খাচা ট্রেনে তুলে দিল। 'আমি শুধু ভুলে গিয়েছিলাম পাশের আয়নাটির দিকে দেখতে, দেখা যাক কি হয়। আমি এজন্য সুপারসেনসরি চার্ম ব্যবহার করতে পারি।'

প্লাটফর্মে ফিরে এসে ওরা লিলি এবং রোজের ছোট ভাই হুগোকে দেখতে পেল। ওরা আলোচনা করছে হগোয়ার্টসে পৌছে কোন হাউসে বাছাই হতে পারে তা নিয়ে।

'যদি তুমি গ্রিফিনডোরে চান্স না পাও তাহলে আমরা তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি,' রন বলল। 'কিন্তু কোনো চাপ দিয়ে না।'

'রন!'

লিলি এবং হুগো হাসল। কিন্তু অ্যালবাস এবং রোজ চুপ হয়ে আছে।

'সে আসলে এটা সত্যি করে বলেনি,' হারমিয়ন এবং জিনি বলর। কিন্তু রনের সেদিকে খেয়াল নেই। হ্যারির চোখ অনুসরণ করে সে পঞ্চাশ গজ দূরের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালে। কুয়াশা একটু সময়ের জন্য পাতলা হয়ে এসেছে এবং স্পষ্টভাবে তিনজনকে দাঁড়ানো দেখা গেল।

'দেখ ওরা কারা।'

ড্র্যাকো ম্যালফয় তার স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কালো কোটের বোতামগুলো গলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তার চুলগুলো আরো কমে এসেছে এবং সে কারণে থোতমাটা আরো সরু মনে হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেটির চেহারা অনেকটাই ড্র্যাকোর মতই, ঠিক হ্যারির ছেলে অ্যালবাসের যেমন হ্যারির মত। ড্র্যাকো দেখল হ্যারি, রন, জিনি এবং হারমিয়ন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে সামান্য একটু মাথা দুলিয়ে অন্য দিকে ফিরল।

'তাহলে এই হচ্ছে ছোট স্করপিয়াস,' রন বলল। 'রোজি, তোমার ওকে প্রত্যেক পরীক্ষায় হারানো চাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি তোমার মায়ের মাথা পেয়েছ।'

'রন, দোহাই লাগে,' হারমিয়ন বলল। কিছুটা দৃঢ়তা এবং কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে । 'স্কুল শুরুর আগেই তাদেরকে একজনের পেছনে আরেকজনকে লাগতে শিখিও না!'

'তোমার কথা ঠিক, সরি,' রন বলল। কিন্তু নিজে কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না। বলল, 'তারপরও ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্বের দরকার নেই রোজি। গ্র্যানডাড উইসলি কখনো তোমাকে ক্ষমা করবে না যদি তুমি কোনো পিওর ব্লাডকে বিয়ে কর।'

'হেই!'

জেমস এসে উপস্থিত হল। সে তার ট্রাঙ্ক, ট্রলি এবং পেঁচা রেখে চলে এসেছে। নতুন সংবাদ নিয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

'টেডি চলে এসেছে!' সে হাত দিয়ে পেছনের দিকে বাষ্পের কুয়াশার দিকে দেখিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল। 'এইমাত্র তাকে দেখলাম! চিন্তা করো তো সে কি করছে? সে ভিক্টোরেকে চুমু খাচ্ছে!'

সে বড়দের দিকে তাকালো। স্পষ্টতই কারো ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে হতাশ হল।

'আমাদের টেডি! টেডি লুপিন! চুমু খাচ্ছে আমাদের ভিক্টোরেকে! আমাদের কাজিন! এবং আমি টেডিকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কী করছ-'

'তুমি ওদেরকে বাধা দিয়েছ?' জিনি বলল। 'তুমি আসলেই অনেকটা রনের মত-'

'-এবং সে বলল যে ওকে সে বিদায় জানাতে এসেছে! তারপর সে আমাকে দূরে সরে যেতে বলল। সে তাকে চুমু খাচ্ছে!' জেমস আবারো বলল। যেন সে উদ্বিগ্ন। কিছুতেই নিজের কাছে পরিস্কার হতে পারছে না।

'ওহ্ খুবই ভালো হবে যদি ওরা বিয়ে করে!' ফিসফিস করে লিলি আনন্দের সঙ্গে বলল। টেডি তাহলে পরিবারের একটা অংশ হয়ে যাবে।'

'সে ইতিমধ্যেই সপ্তাহে চারবার ডিনারে যোগ দিয়েছে,' হ্যারি বলল। 'তাহলে কেন আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে বাস করতে বলছি না?'

'ইয়া,' জেমস আগ্রহ নিয়ে বলল। 'আমি আল এর সঙ্গে একসঙ্গে আমার রুম শেয়ার করতে পারি, টেডি আমার রুমটি পেতে পারে!'

'না,' হ্যারি দৃঢ়ভাবে বলল। 'তুমি এবং আল তখনই রুমটি শেয়ার করতে পারবে যখন আমি চাইব যে ঘরটি ভেঙে ফেলতে।'

সে বহু আঘাত পাওয়া হাতের ঘড়িটির দিকে তাকালো।

'এখন প্রায় ১১ টা বেজে গেছে। তুমি বরং ট্রেনে উঠে যাও।'

'নেভিলকে আমাদের ভালবাসা দিতে ভুলে যেওনা,' জিনি ওকে জড়িয়ে ধরে বলল।

'মাম! আমি কোনো প্রফেসরকে ভালবাসা দিতে পারি না!'

'কিন্তু তুমি তো নেভিলকে চেনো-'

জেমস চোখদুটো নিজে নিজেই ঘোরালো।

'স্কুলের বাইরে, হ্যাঁ, কিন্তু স্কুলের ভেতর তিনি হচ্ছেন প্রফেসর লঙবটম, তাই না? আমি হেঁটে গিয়ে হারবলজিতে ঢুকে তাকে ভালবাসা জানাতে পারি না....'

মায়ের বোকামি দেখে সে মাথা নাড়ল। সে অ্যালবাসের দিকে লাথির ভাব করে তার অনুভূতিটা প্রকাশ করল।

'তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে আল। থ্রেস্টালের দিকে নজর রেখ।'

'আমি ভেবেছিলাম সেগুলো অদৃশ্য। তুমি তো বলেছিলে সেগুলো অদৃশ্য!'

কিন্তু জেমস কোনোক্রমে হাসল। মাকে চুমু খেতে দিল। বাবাকে দ্রুত একবার জড়িয়ে ধরল। তারপর লাফিয়ে দ্রুত ট্রেনে উঠে গেল। তারা দেখল সে হাত উচু করেছে, তারপর করিডোর ধরে দৌড়ে বন্ধুদের খোঁজে চলে গেল।

জিনি অ্যালবাসকে চুমু দিল।

'ক্রিসমাসের সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'বাই, আল,' হ্যারি বলল। তার ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরল। 'ভুলে যেও না যে হ্যাগ্রিডরা তোমাকে পরের শুক্রবার চা খেতে দাওয়াত দিয়েছে। পিভসদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। কারো সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যেও না যে পর্যন্ত তুমি শিক্ষা না পাও কীভাবে করতে হয়। জেমসকে তোমাকে খেপাতে দিয়ো না।'

'আমি স্লিথারিনে গেলে কী হবে?'

কথাটি ফিসফিস করে শুধু তার বাবার জন্যই। হ্যারি জানতো যে একমাত্র বিদায়ের মুহূর্তে অ্যালবাস প্রকাশ করতে পারে যে কতটা ভয় সে পাচ্ছে। হ্যারি নিচু হয়ে অ্যালবাসের মুখটি একটু উপরে রেখে বসল। হ্যারির তিন সন্তানের মধ্যে একমাত্র অ্যালবাসই তার মা লিলির মত চোখ পেয়েছে।

'অ্যালবাস সেভেরাস,' হ্যারি শান্ত কণ্ঠে বলল। যাতে জিনি ছাড়া আঁর কেউ শুনতে না পায়। এবং জিনি কৌশলে এমন ভাব করলো যেন রোজের দিকে সে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। রোজ ইতিমধ্যে ট্রেনে উঠে গেছে। 'তোমার নাম হগোয়ার্টসের দু'জন হেডমাস্টারের নামে রাখা হয়েছে। তাদের একজন স্লিথারিনের এবং তিনি সম্ভবত আমার জানা সবচেয়ে সাহসী মানুষ।'

'কিন্তু শুধু বল-'

'-তাহলে স্লিথারিন হাউস একজন অসাধারণ ছাত্র পাবে, তাই না? এটা

আমাদের কাছে কোনো বড় বিষয় নয় আল। কিন্তু তোমার কাছে যদি এটা খুব অসুবিধার মনে হয় তাহলে তুমি স্লিথারিন রেখে গ্রিফিনডোরে যেতে পারবে। সর্টিং হ্যাট তোমার পছন্দটাকে বিবেচনা করবে।'

'সত্যি?'

'আমার ক্ষেত্রে তাই করেছিল।' হ্যারি বলল।

সে এ কথাটি কখনো তার কোনো সন্তানকে বলেনি। এবং সে অ্যালবাসের মুখে বিস্ময় দেখতে পেল। কিন্তু রঙ ঝকঝকে ট্রেনটির দরোজাগুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে। অস্পষ্টভাবে লাইন ধরে দাঁড়ানো বাবা মায়েরা এগিয়ে গেল সন্তানদের চুমু দিয়ে বিদায় জানাতে। অ্যালবাস লাফ দিয়ে বগিতে গিয়ে উঠল এবং জিনি তার পেছনের দরোজাটি বন্ধ করে দিল। ওদের কাছাকাছিই ছাত্ররা জানালা দিয়ে ঝুলে আছে। ট্রেনের ভেতরে এবং বাইরে প্রচুর সংখ্যক মুখ দেখা যাচ্ছে। সবাই মনে হল হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওরা সবাই দেখছে কেন?' অ্যালবাস জানতে চাইল। সে এবং রোজ ঘুরে অন্যদের দিকে তাকালো।

'এ নিয়ে তুমি ভেবো না,' হ্যারি বলল। 'আমি সবার কাছে খুবই বিখ্যাত।'

অ্যালবাস, রোজ, হুগো এবং লিলি হাসল। ট্রেনটি চলতে শুরু করেছে। হ্যারি ট্রেনের পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। তার ছেলের পাতলা মুখটির দিকে তাকিয়ে আছে। উত্তেজনায় হ্যারির মুখটি পুড়ে যাচ্ছে। হ্যারি হাসতে থাকল, হাত নাড়তে থাকল। যদিও তার ভেতর বিয়োগ বেদনা হচ্ছে। হ্যারি দেখছে তার ছেলে তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে....

ট্রেনের শেষ বাষ্প হেমন্তের বাতাসের ভেতর মিশে আছে। ট্রেনটি একদিকে বাঁক নিল। হ্যারি হাত তখনো উচু করে আছে বিদায় জানাতে।

'সে ভালই থাকবে,' জিনি বিড়বিড় করে বলল।

হ্যারি তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাতটি নিচে নামালো। তারপর কপালের জ্বলজ্বল করা স্কারটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করল।

'আমি জানি সে ভালই থাকবে।'

স্কারটি গত উনিশ বছর ধরে হ্যারিকে কোনো যন্ত্রণা দেয়নি। সব কিছুই ঠিকই ছিল।

লেখক সম্পর্কে কিছু কথা

তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয়, সেই তখন থেকেই জে. কে রাওলিং গল্প লেখা শুরু করেন। তবে ১৯৯০-এ একদিন হঠাৎ করে হ্যারি পটারের গল্পের ভাবনাটা তাঁর মাথায় আসে এবং তিনি ওই ভাবনাকে গল্প বানাবার কাজ শুরু করেন। হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলসফারস স্টোন' ব্রিটেনে বেরোয় ১৯৯৭ সালে এবং আমেরিকায় বেরোয় ১৯৯৮-এ। তখন থেকেই, হ্যারি পটার সিরিজের বইগুলো পেয়ে আসছে নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার, যেমন– অ্যান্থনি এ্যাওয়ার্ড, হুগো এ্যাওয়ার্ড, দ্য ব্রাম স্টোকার এ্যাওয়ার্ড, দ্য হুইটব্রেড চিলড্রেনস বুক এ্যাওয়ার্ড, দ্য নেসলে স্মার্টিস বুক প্রাইজ এবং দ্য ব্রিটিশ বুক এ্যাওয়ার্ডস চিলড্রেন্স বুক অফ দ্য ইয়ার। এছাড়াও রয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস নোটেবল বুক পুরস্কার, এবং এএলএ নোটেবল চিলড্রেনস বুক ও এএলএ বেস্ট বুক ফর ইয়াং এডাল্টস সাইটেসনস পুরস্কার। লেখক জে. কে রাওলিংও ভূষিত হয়েছেন সম্মানজনক খেতাবে। তিনি পেয়েছেন অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ অ্যাম্পায়ার খেতাব।

লেখক সপরিবারে বসবাস করেন স্কটল্যান্ড-এ।